

সচিত্র

একাধিক সহস্র রজনী।

প্রথম ভাগ।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ও

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেস,
২৩, মীর্জাফর্স লেন,—কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রী মতিলাল দাস কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

ভূমিকা।

প্রসিদ্ধ আরবীয় "আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" বা একাধিক সহস্র রজনী অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হইল। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুবাদকগণ ইংরাজীর অনুসরণে "আরব্যোপন্যাস" বলিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার সে নাম দিতে পারিলাম না। আদিগ্রন্থের নাম লোপ করিয়া অনুবাদিত গ্রন্থে একটা স্বকপোল কল্পিত নূতন নাম দেওয়া (আমাদের মতে) কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে সুতরাং আদিগ্রন্থের নামটী অনুবাদ করিয়া "একাধিক সহস্র রজনী" এই নামটীই ইহার শিরোভূষণরূপে ব্যবহৃত হইল। "আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" আরবীয় সাহিত্যের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব রত্ন। যদিও বর্ত্তমান সময়ে এবং বর্ত্তমান দেশীয় অভিরুচি ও বিশ্বাসে ইহার অনেক অংশ অসংলগ্ন ও অসম্ভব, তথাপি ইহা যে সকলের পক্ষেই একটী উপাদেয় নীতিপূর্ণ আখ্যান-গ্রন্থ তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। গুণ দোষ সকলেরই আছে জগতে এমন কিছুই নাই যাহা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এককালে দোষহীন। তবে এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানিতে যে কিছু সামান্য দোষ আছে, তাহা আমরা আরবীয় রুচি

ও আরবীয় বিশ্বাসের অনুরোধে মার্জ্জনা করিতে পারি। "আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহা যে কোন সময়ে রচিত হয় এবং কে রচনা করেন তাহা স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। আরবীয় ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে ইহা এক সময়ের বা এক জনের রচিত নহে; ইহা বহুজন কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে সংগৃহীত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক সে মতের সত্যাসত্যতা লইয়া তর্ক করা যখন উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথার বৃথাড়ম্বরে প্রয়োজন কি? তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মাত্র উপলব্ধি হয়, যে ইহা যখনই রচিত বা সংগৃহীত হউক না কেন, প্রসিদ্ধ নামা লখীফে হারুণ উর্ রসীদের রাজত্বের বহু দিন পরে, যখন উক্ত নরপতির কীর্ত্তি সকল লইয়া নানারূপ উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছিল, সেই সময়েই রচিত।

"আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" আরবীয়দিগের আচার ব্যবহারের দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে আরবীয় আচার ব্যবহার যথেষ্ট রূপে বিবৃত আছে; এমন কি ইহা উত্তমরূপে পাঠ করিতে পারিলে আরবীয় সামাজিক আচার ব্যবহারে এক প্রকার চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে ভারত চীন প্রভৃতি দেশ লইয়াও অনেক গল্প আছে বটে কিন্তু সকলগুলিতেই বিশুদ্ধ মিশর দেশ প্রচলিত আরবিক আচার ব্যবহার বর্ণিত আছে। এই প্রমাণে অনেকে অনুমান করেন যে এই গ্রন্থ মিশর-রাজধানি কায়রো নগরেই রচিত বা সংগৃহীত হয়, কারণ কায়রো নগরই বিশুদ্ধ আরবিক

আচার ব্যবহারের স্থান। সে অনুমানে আমাদের কোন আপত্তি নাই সম্মতিও নাই; পাঠকবর্গের যেরূপ অভিরুচি তাঁহারা সেইরূপই অনুমান বা বিশ্বাস করুন।

আরবিক আচার ব্যবহারের আভাস দেওয়া বা পটু আখ্যানরচয়িতা আরব-গ্রন্থকর্ত্তার নাম চিরস্মরণীয় রাখা আমাদের এ অনুবাদের অভিপ্রায় নহে। ইহা কেবল বঙ্গ-সাহিত্য-সাগরের সাহায্যার্থে একটী বিন্দু মাত্র। একটী বারিবিন্দু দ্বারা সাগরের যে উপকারের সম্ভাবনা ইহার দ্বারা সেই উপকার সংসাধিত হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। ইহার দ্বারা আমরা ভাষার উন্নতির আশা করি না, ইহার দ্বারা পণ্ডিতগণের রুচি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার বাসনা নাই, ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ের বালকদিগকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা নাই, ইহার দ্বারা সাহিত্য জগতের কোন বিশেষ উপকারের ভরসাও করি না—কেবল সাহিত্যামোদী পাঠকবর্গের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দদানই ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সুসাধিত হইলেই আমরা কৃতার্থ হইলাম। আর্য্যকুলাভিমানী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন যে, যদি কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যেই "একাধিক সহস্র রজনী" অনুবাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি অনুবাদক আর্য্যভাষা সংস্কৃতের মধ্যে এমন কোন গ্রন্থ দেখিতে পাইলেন না, যে তদ্দারাই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়? আমরা তাঁহার সে প্রশ্নের আর কি উত্তর দিব? পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিরা যাহা বলিবেন, আমাদেরও তাহাই উত্তর দিতে হইবে,—আমরা

বলিব, সংস্কৃত ভাষায় ইহার সমান বা এতদপেক্ষা উত্তম গ্রন্থও থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে আর প্রশ্নকর্ত্তা যে বিদ্বেষবুদ্ধিতে বলিয়াছেন, আমাদের সে বিদ্বেষবুদ্ধি নাই—যবন নাম শুনিবা মাত্রেই আমাদের ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক হয় না। যে জন্য ইংরাজী ভাষায় এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির নানারূপ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সেই জন্যই ইহাকে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত করিলাম। ইহার পূর্ব্বে আরও দুইএকখানি আরব্যোপন্যাস অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়ছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন অনুবাদকই ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রকাশিত করেন নাই। তাঁহারা কেবল যে আখ্যায়িকাগুলি ভাল লাগিয়াছে বা যেগুলির অনুবাদের সুবিধা পাইয়াছেন, সেইগুলিই অনুবাদিত করিয়াছেন মাত্র। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদকদিগের অনুকরণ না করিয়া সুবিখ্যাত আরবীয়-ভাষা-নিপুণ পণ্ডিতবর এডওয়ার্ড লেন সাহেবের অনুবাদিত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অবিকল অনুবাদ করিলাম। পণ্ডিতবর লেন যেমন তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"বহুবর্ষ কায়রো নগরে বাস করিয়া, সর্ব্বদা আরবীয়দিগের সহবাস করিয়া, দিবারজনী আরবীয়দিগের সহিত কেবল তাহাদিগের ভাষাতেই আলাপ করিয়া, প্রত্যেক আরব আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সর্ব্বদা আরবীয় সমাজে নিমন্ত্রিত ও মিলিত হইয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, যে কার্য্যে (আলেফ লয়লা

ওয়া লয়লা অনুবাদকার্য্যে) হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত নহে।”

আমরাও তেমনি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ভাষান্তরিত করিতে ভাষার অনুরোধে আমরা আদর্শপুস্তক হইতে বড় অধিক অন্তরে গিয়া পড়ি নাই।

“একাধিক সহস্র রজনী” যাবনিক গ্রন্থের অনুবাদ স্থতরাং কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইহার যাবনিক সৌন্দর্য্য রাখিবার জন্য আমাদের আদর্শ-পুস্তকের অনুবাদক লেন মহাত্মার অনুকরণে স্থানে স্থানে দুই একটী যাবনিক কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। বলিতে পারি না সেরূপ যাবনিক শব্দ প্রয়োগ কতদূর সঙ্গত হইবে—হয়ত তদ্দ্বারা আমরা আশার বিপরীত ফলও লাভ করিতে পারি। দুই এক স্থলে বাঙ্গালা প্রতিশব্দের অভাবেও আরবিক শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, যেমন “ওয়ালী” “উজীর” প্রভৃতি। ওয়ালীর প্রকৃত অর্থ এক প্রকার বিচারক, সেরূপ বিচারক আমাদের দেশে নাই এবং পূর্ব্বেও যে কখন ছিল তাহা বোধ হয় না। ওয়ালীকে প্রধান প্রহরীর কার্য্য, ফৌজদারী বিচারকের কার্য্য এ উভয়ই করিতে হয়। ওয়ালী যেমন একদিকে পুলিশপ্রহরীর ন্যায় পথে পথে চৌকী দিয়া থাকে তেমনি আবার রাজনিয়ম অনুসরণ না করিয়া বিনা-প্রমাণেই দোষীকে কঠিনতর দণ্ড প্রদান করে। এরূপ বিচারক না থাকায় আমাদের দেশে তেমন নামও নাই, কাজে কাজেই আদি পুস্তকে যেমন আরবিক কথা ছিল, তেমনই রাখিতে হইল। এইরূপে যে যে স্থলে আরবীয় কথা

ব্যবহার হইয়াছে বা যে যে স্থল পাঠকগণকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেই সেই স্থানেই টীকার মধ্যে তাহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং তদ্ব্যতীত কয়েকটী আরবিক বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি জ্ঞাতব্য বিষয়ও টীকার পরিশিষ্ট মধ্যে বিবৃত হইল। সেই টীকা সকল ও টীকার পরিশিষ্টের দ্বারা পাঠকগণ দুর্জ্জেয় বা জটিল-তর স্থানগুলি বেস্ বুঝিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আরবিক আচার ব্যবহারের আভাসও উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অনুবাদক।

সূচী পত্র।

একাধিক

সহস্র রজনী।

সচিত্র ও সটীক।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ও

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ।

নং ২৪, মীর্ জাফর্স লেন;—কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

সূচীপত্র।



সচিত্র

একাধিক সহস্র রজনী।

প্রথম ভাগ।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ও

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেস,
২৭, মীর্জ্জাফর্স লেন,—কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

ভূমিকা।

প্রসিদ্ধ আরবীয় "আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" বা একাধিক সহস্র রজনী অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হইল। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুবাদকগণ ইংরাজীর অনুসরণে "আরব্যোপন্যাস" বলিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার সে নাম দিতে পারিলাম না। আদিগ্রন্থের নাম লোপ করিয়া অনুবাদিত গ্রন্থে একটা স্বকপোল কল্পিত নূতন নাম দেওয়া (আমাদের মতে) কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে সুতরাং আদিগ্রন্থের নামটী অনুবাদ করিয়া "একাধিক সহস্র রজনী" এই নামটীই ইহার শিরোভূষণরূপে ব্যবহৃত হইল। "আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" আরবীয় সাহিত্যের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব রত্ন। যদিও বর্ত্তমান সময়ে এবং বর্ত্তমান দেশীয় অভিরুচি ও বিশ্বাসে ইহার অনেক অংশ অসংলগ্ন ও অসম্ভব, তথাপি ইহা যে সকলের পক্ষেই একটী উপাদেয় নীতিপূর্ণ আখ্যান-গ্রন্থ তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। গুণ দোষ সকলেরই আছে জগতে এমন কিছুই নাই যাহা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এককালে দোষহীন। তবে এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানিতে যে কিছু সামান্য দোষ আছে, তাহা আমরা আরবীয় রুচি

ও আরবীয় বিশ্বাসের অনুরোধে মার্জ্জনা করিতে পারি। "আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহা যে কোন সময়ে রচিত হয় এবং কে রচনা করেন তাহা স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। আরবীয় ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে ইহা এক সময়ের বা এক জনের রচিত নহে; ইহা বহুজন কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে সংগৃহীত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক সে মতের সত্যাসত্যতা লইয়া তর্ক করা যখন উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে তখন অপ্রাসঙ্গিক কথার বৃথাড়ম্বরে প্রয়োজন কি? তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মাত্র উপলব্ধি হয়, যে ইহা যখনই রচিত বা সংগৃহীত হউক না কেন, প্রসিদ্ধ নামা লখীফে হারুণ উর্ রসীদের রাজত্বের বহু দিন পরে, যখন উক্ত নরপতির কীর্ত্তি সকল লইয়া নানারূপ উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছিল, সেই সময়েই রচিত।

"আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা" আরবীয়দিগের আচার ব্যবহারের দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে আরবীয় আচার ব্যবহার যথেষ্ট রূপে বিবৃত আছে; এমন কি ইহা উত্তমরূপে পাঠ করিতে পারিলে আরবীয় সামাজিক আচার ব্যবহারে এক প্রকার চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে ভারত চীন প্রভৃতি দেশ লইয়াও অনেক গল্প আছে বটে কিন্তু সকলগুলিতেই বিশুদ্ধ মিশর দেশ প্রচলিত আরবিক আচার ব্যবহার বর্ণিত আছে। এই প্রমাণে অনেকে অনুমান করেন যে এই গ্রন্থ মিশর-রাজধানি কায়রো নগরেই রচিত বা সংগৃহীত হয়, কারণ কায়রো নগরই বিশুদ্ধ আরবিক

আচার ব্যবহারের স্থান। সে অনুমানে আমাদের কোন আপত্তি নাই সম্মতিও নাই; পাঠকবর্গের যেরূপ অভিরুচি তাঁহারা সেইরূপই অনুমান বা বিশ্বাস করুন।

আরবিক আচার ব্যবহারের আভাস দেওয়া বা পটু আখ্যানরচয়িতা আরব-গ্রন্থকর্ত্তার নাম চিরস্মরণীয় রাখা আমাদের এ অনুবাদের অভিপ্রায় নহে। ইহা কেবল বঙ্গ-সাহিত্য-সাগরের সাহায্যার্থে একটী বিন্দু মাত্র। একটী বারিবিন্দু দ্বারা সাগরের যে উপকারের সম্ভাবনা ইহার দ্বারা সেই উপকার সংসাধিত হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। ইহার দ্বারা আমরা ভাষার উন্নতির আশা করি না, ইহার দ্বারা পণ্ডিতগণের রুচি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার বাসনা নাই, ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ের বালকদিগকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা নাই, ইহার দ্বারা সাহিত্য জগতের কোন বিশেষ উপকারের ভরসাও করি না—কেবল সাহিত্যামোদী পাঠকবর্গের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দদানই ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সুসাধিত হইলেই আমরা কৃতার্থ হইলাম। আর্য্যকুলাভিমানী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন যে, যদি কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যেই "একাধিক সহস্র রজনী" অনুবাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি অনুবাদক আর্য্যভাষা সংস্কৃতের মধ্যে এমন কোন গ্রন্থ দেখিতে পাইলেন না, যে তদ্দ্বারাই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়? আমরা তাঁহার সে প্রশ্নের আর কি উত্তর দিব? পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিরা যাহা বলিবেন, আমাদেরও তাহাই উত্তর দিতে হইবে,—আমরা

বলিব, সংস্কৃত ভাষায় ইহার সমান বা এতদপেক্ষা উত্তম গ্রন্থও থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে আর প্রশ্নকর্ত্তা যে বিদ্বেষবুদ্ধিতে বলিয়াছেন, আমাদের সে বিদ্বেষবুদ্ধি নাই—যবন নাম শুনিবা মাত্রেই আমাদের ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক হয় না। যে জন্য ইংরাজী ভাষায় এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির নানারূপ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সেই জন্যই ইহাকে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত করিলাম। ইহার পূর্ব্বে আরও দুইএকখানি আরব্যোপন্যাস অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়ছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন অনুবাদকই ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রকাশিত করেন নাই। তাঁহারা কেবল যে আখ্যায়িকাগুলি ভাল লাগিয়াছে বা যেগুলির অনুবাদের সুবিধা পাইয়াছেন, সেইগুলিই অনুবাদিত করিয়াছেন মাত্র। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদকদিগের অনুকরণ না করিয়া সুবিখ্যাত আরবীয়-ভাষা-নিপুণ পণ্ডিতবর এডওয়ার্ড লেন সাহেবের অনুবাদিত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অবিকল অনুবাদ করিলাম। পণ্ডিতবর লেন যেমন তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"বহুবর্ষ কায়রো নগরে বাস করিয়া, সর্ব্বদা আরবীয়-দিগের সহবাস করিয়া, দিবারজনী আরবীয়দিগের সহিত কেবল তাহাদিগের ভাষাতেই আলাপ করিয়া, প্রত্যেক আরব আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সর্ব্বদা আরবীয় সমাজে নিমন্ত্রিত ও মিলিত হইয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, যে কার্য্যে (আলেফ লয়লা

ওয়া লয়লা অনুবাদকার্য্যে) হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত নহে।”

আমরাও তেমনি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ভাষান্তরিত করিতে ভাষার অনুরোধে আমরা আদর্শপুস্তক হইতে বড় অধিক অন্তরে গিয়া পড়ি নাই।

“একাধিক সহস্র রজনী” যাবনিক গ্রন্থের অনুবাদ স্মৃতরাং কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইহার যাবনিক সৌন্দর্য্য রাখিবার জন্য আমাদের আদর্শ-পুস্তকের অনুবাদক লেন মহাত্মার অনুকরণে স্থানে স্থানে দুই একটী যাবনিক কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। বলিতে পারি না সেরূপ যাবনিক শব্দ প্রয়োগ কতদূর সঙ্গত হইবে—হয়ত তদ্দ্বারা আমরা আশার বিপরীত ফলও লাভ করিতে পারি। দুই এক স্থলে বাঙ্গালা প্রতিশব্দের অভাবেও আরবিক শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, যেমন “ওয়ালী” “উজীর” প্রভৃতি। ওয়ালীর প্রকৃত অর্থ এক প্রকার বিচারক, সেরূপ বিচারক আমাদের দেশে নাই এবং পূর্ব্বেও যে কখন ছিল তাহা বোধ হয় না। ওয়ালীকে প্রধান প্রহরীর কার্য্য, ফৌজদারী বিচারকের কার্য্য এ উভয়ই করিতে হয়। ওয়ালী যেমন একদিকে পুলিশপ্রহরীর ন্যায় পথে পথে চৌকী দিয়া থাকে তেমনি আবার রাজনিয়ম অনুসরণ না করিয়া বিনা-প্রমাণেই দোষীকে কঠিনতর দণ্ড প্রদান করে। এরূপ বিচারক না থাকায় আমাদের দেশে তেমন নামও নাই, কাজে কাজেই আদি পুস্তকে যেমন আরবিক কথা ছিল, তেমনই রাখিতে হইল। এইরূপে যে যে স্থলে আরবীয় কথা

ব্যবহার হইয়াছে বা যে যে স্থল পাঠকগণকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেই সেই স্থানেই টীকার মধ্যে তাহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং তদ্ব্যতীত কয়েকটী আরবিক বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি জ্ঞাতব্য বিষয়ও টীকার পরিশিষ্ট মধ্যে বিবৃত হইল। সেই টীকা সকল ও টীকার পরিশিষ্টের দ্বারা পাঠকগণ দুর্জ্ঞেয় বা জটিল-তর স্থানগুলি বেস্ বুঝিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আরবিক আচার ব্যবহারের আভাসও উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অনুবাদক।

সূচী পত্র।

একাধিক

সহস্র রজনী।

সচিত্র ও সটীক।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ও

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ।

নং ২৪, মীর্ জাফর্স লেন;—কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

সূচীপত্র।

চিত্রের নির্ঘণ্ট।

চিত্রের নির্ঘণ্ট।

একাধিক

সহস্র রজনী।



উপক্রমণিকা।

অনন্ত করুণাময় পরম পুরুষ যিনি কোন অবলম্বন ব্যতীত আকাশ মণ্ডল শূন্যে স্থাপন করিয়া বসুধাকে শয্যার ন্যায় বিস্তৃত রাখিয়াছেন, সেই মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বস্রষ্টা জগদীশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

সত্যধর্ম্ম-প্রচারক-মণ্ডলীর অধিপতি ভক্তবৃন্দ-প্রতিপালক মহম্মদ ও তাঁহার বংশজগণের মঙ্গল হউক।

পূর্ব্বপুরুষের জীবনচরিত পরপুরুষের উপদেশ-সংহিতা। মনুষ্য অপর মনুষ্যের জীবন-ঘটিত বিষয় মনে মনে ধ্যান করিয়া নিজ চরিত্র সংশোধন

করিবে এবং পুরাকালের ব্যক্তিবৃন্দের ইতিহাস পাঠানন্তর তাঁহাদিগের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে কি কি ব্যাপার ঘটিয়াছে ভাবিয়া নিজ রিপু দমন করিবে। পূর্ব্ব-পুরুষের জীবন-চরিত পরপুরুষের আদর্শ স্বরূপ হইবে, যিনি এইরূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, সেই বিভু সনাতনের জয়! সুধীগণের জ্ঞানলিপ্সা পরি-তৃপ্তির জন্য, সহৃদয়গণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য "একাধিক সহস্র রজনীর" অপূর্ব্ব উপন্যাসমালা গ্রথিত হইতে আরম্ভ হইল।

কথিত আছে অতি প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক অতুল-সম্পত্তিশালী এক নরপতি ছিলেন। ভারতবর্ষ ও চীন দেশ তাঁহার শাসনের অধীন ছিল। নরপতির দুইটী তনয়, জ্যেষ্ঠের নাম শারিয়ার * কনিষ্ঠের নাম শাজেমান †। উভয়েই সাহসী ও অশ্বারোহণপটু ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর শারিয়ার পিতৃরাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ন্যায়ানু-সারে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ অতি শীঘ্রই তাঁহার বশীভূত ও অনুগত হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ শাজেমান সমরকন্দ প্রদেশের অধিপতি হইলেন। তিনিও জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পমর সুখে বিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন নরপতি শারিয়ার কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়-নার্থ নিজ উজীরকে ‡ আজ্ঞা দিলেন।

ধীমান্ উজীর নরপতির আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই কনিষ্ঠ বাদশাহের সম্মানানু-রূপ উপঢৌকন-দ্রব্যের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা প্রদান মাত্রেই বহুমূল্য-মণিমুক্তা-ভূষিত অশ্ব, সুরূপ ক্রীতদাস ও মনোহারিণী যুবতী রমণী প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ন-সামগ্রী সজ্জীভূত হইল। নরপতি শারিয়ার কনিষ্ঠকে নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া একখানি স্নেহময় পত্র লিখিলেন এবং তদুপরি নিজনামাঙ্কিত মোহরটী মুদ্রিত করিয়া উজীরের হস্তে প্রদান করত

* শহর-ইয়ার—নগরের বন্ধু।

† শাহ-জেমান,—সম্রাট্।

‡ উজীরের কার্য্য প্রায় সচিবেরই সমান কেবল অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বিচারমীমাংসা করিতে হয় এই বিশেষ।

শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতে বলিয়া দিলেন। "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য—এক তিলার্দ্ধ সময়ও আমি বিলম্ব করিব না" উজীর এই কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইয়া গেল। সচিবপ্রবর চতুর্থ দিবসে নরপতি শাজেমানের রাজ্যোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। উজীর দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কত কত নগর গ্রাম, কত কত মরুভূমি প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পথের নিকটস্থ অধীন রাজাগণ সম্রাট্-সচিবের সম্মানার্থ নানাবিধ বহুমূল্য উপায়ন-দ্রব্যাদি লইয়া প্রত্যুদ্গমন করত তাঁহাকে সাদরে নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া গেলেন। তিনি প্রত্যেকের নিকট তিন তিন দিবস পূজা গ্রহণ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। উজীর এইরূপে প্রান্তরের পর প্রান্তর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া শাজেমানের রাজ্য সমরকন্দ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং নিজ আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ প্রভু-সহোদরের নিকট একটী দূত প্রেরণ করিলেন। দূত সমরকন্দ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নরপতি সাজেমানকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিল। সাজেমান ভ্রাতৃসচিবকে সসম্মানে আনয়নার্থ প্রধান প্রধান পারিষদ্ এবং কয়েকজন গণ্য প্রজাকে প্রেরণ করিলেন। পারিষদ্ ও প্রজাগণ প্রত্যুদ্-গমন করিয়া তাঁহাকে নগরপ্রান্ত হইতে সাজেমান-সমীপে আনয়ন করিল। তিনি যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া নরপতি-সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিলেন এবং সম্রাটের পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিয়া নিজ আগমন কারণ বর্ণন করিলেন। সমরকন্দাধিপতি তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদরের আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন "উজীরপ্রবর! আমি এখনই তোমার সহিত জ্যেষ্ঠের নিকটে যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অগ্রে তিন দিবস তোমার যথোপযুক্ত সম্মাননা না করিয়া যাইব না।

শাজেমান একটী মনোহর অট্টালিকামধ্যে ভ্রাতৃসচিবের আবাস নিরূপণ করিয়া দিলেন। অসংখ্য দাসদাসী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য পানীয় সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। উজীর তথায় পরম সুখে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিলেন। চতুর্থ দিবসে শাজেমান জ্যেষ্ঠ সহোদরের জন্য কতকগুলি মহামূল্য উপায়ন-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাত্রার উপ-

যোগী দ্রব্য সমস্ত প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিল। নরপতি শাজেমান সমস্ত দাস, দাসী, উষ্ট্র, অশ্বতর, বস্ত্রাবাস এবং সৈন্যসামন্তগুলিকে নগরের বহির্দ্দেশে প্রেরণ করিলেন। অনুচরবর্গ সমস্ত তাম্বুগুলি নগরপ্রান্তে খাটাইয়া দিল। শাজেমান অগ্রজ-রাজ্যে গমনোদ্দেশে নিজ উজীরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তাম্বুর মধ্যে আসিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর সহসা তাঁহার মনে পড়িল, ভ্রমক্রমে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ফেলিয়া আসিয়াছেন। অমনি দ্রুত নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং অন্তঃপুরে নিজ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রধানা মহিষী একটী কাফ্রীজাতীয় ক্রীতদাসের সহিত পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছে। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, সমগ্র ধরণী তাঁহার নয়নে যেন অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলেন "আমি রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই পাপিয়সীর এইরূপ ব্যবহার! না জানি আমার এই দীর্ঘ প্রবাসের সময় দ্বিচারিণী কি ভয়ানক পাপ-কার্য্যই করিবে।" দেখিতে দেখিতে তরবারিখানি কোষ-মুক্ত হইয়া উর্দ্ধে উত্তোলিত হইল, দীপালোকে করাল অসি যেন হাসিয়া উঠিল, নরপতি তরবারিখানি সবলে তাহাদের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। এক আঘাতেই উভয়ের মুণ্ড শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া গেল। শাজেমান তৎক্ষণাৎ নগরপ্রান্তে নিজ তাম্বুতে ফিরিয়া আসিয়াই যাত্রার অনুমতি দিলেন। ভৃত্যগণ বস্ত্রাবাসগুলি খুলিয়া একত্রিত করিল। সকলে শারিয়ারের রাজ্যাভিমুখে চলিলেন।

শারিয়ার ভ্রাতার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিজ রাজধানী নানারূপ সুদৃশ্য দ্রব্যে সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং অনুচরবর্গের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে আনিতে গেলেন। নগরপ্রান্তেই উভয় ভ্রাতা একত্রে মিলিত হইলেন। ক্ষণকাল অভিবাদন প্রত্যভিবাদনেই অতিবাহিত হইয়া গেল। শারিয়ার কনিষ্ঠ সহোদরকে যথোপযুক্ত সমাদরের সহিত রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। সহোদরদ্বয়ে পরস্পর নানা প্রকার মিষ্টালাপ চলিতে লাগিল। শারিয়ার অনুজকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু শাজে-

মান সন্তোষলাভ করিবেন কি, তাঁহার মনোমধ্যে সেই পাপিয়সী সহধর্ম্মিণীর বিষম বিশ্বাসঘাতকতা জাজ্বল্যমান জাগরুক—ক্রোধ ও অপমানে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতেছে; তিনি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও ম্লান হইতে লাগিলেন। শারিয়ার তাঁহার সেই ভাব নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন "ভ্রাতা নিজ রাজ্য, প্রজাবর্গ ও ঘনিষ্ঠ পরিবারবর্গের বিরহে ক্রমে ম্লান হইতেছেন, দুই চারি দিবসের মধ্যেই সে উদ্বেগ দূরীভূত হইবে।" সুতরাং তিনি পাছে কনিষ্ঠ বিরক্ত হন, এই ভয়ে তখন তদ্বিষয়ে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। শাজেমান দিন দিন ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন—ক্রমেই তাঁহার মুখশ্রী অধিকতর ম্লান হইতে লাগিল। শারিয়ার একদিন কনিষ্ঠ সহোদরকে সস্নেহ সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! দিন দিন তোমার মুখশ্রী এরূপ ম্লান এবং শরীর এতাদৃশ কৃশ হইতেছে কেন? এখানে কি তোমার অবস্থানের কোন অসুখ হইতেছে?" শাজেমান সান্নুনয়ে উত্তর দিলেন "না, এখানে আমার কোনরূপ ক্লেশ নাই,—আমার আন্তরিক কোন বিশেষ অসুখ আছে সেই জন্যই আপনি আমাকে এরূপ ম্লান দেখিতেছেন।" শারিয়ার বলিলেন "আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমাকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ায় গমন করি—হয়ত মৃগয়ার আমোদে তোমার আন্তরিক উদ্বেগ কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতেও পারে।" শাজেমান নম্রভাবে উত্তর করিলেন "ক্ষমা করুন—আমার শরীর ও মন এতদূর অসুস্থ যে আমি কোন ক্রমেই মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না।" শারিয়ার কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না, তাঁহাকে প্রাসাদে রাখিয়া নিজ অনুচরবর্গের সহিত মৃগয়ায় গমন করিলেন।

রাজপ্রাসাদের যে অংশ শাজেমানের বাসার্থ নিরূপিত হইয়াছিল, সেই অংশে রাজ-উদ্যানের দিকে কয়েকটী বাতায়ন ছিল। বাতায়ন গুলির মধ্য দিয়া নিরীক্ষণ করিলে উদ্যানের প্রায় সমস্তভাগই নয়নগোচর হইত। শারিয়ার মৃগয়ার্থ প্রস্থান করিলে শাজেমান একাকী সেই সকল বাতায়নের একটীতে উপবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে উদ্যানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা অন্তঃপুরের একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইল,—দেখিলেন প্রথমে বিংশতিজন

একটী রমণীয় রমণীমূর্ত্তি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। অতুল রূপলাবণ্যে ও বসনভূষণের সৌষ্ঠবে পঞ্চাৎবর্ত্তিনী যে জ্যেষ্ঠের পাটরাণী তাহা আর তাঁহার জানিতে বাকী রহিল না। অন্তঃপুরচারিণী ও ক্রীতদাসগণ ক্রমে উদ্যানের মধ্যস্থিত একটী ফোয়ারার নিকটে আসিয়া নিজ নিজ গাত্রবস্ত্রগুলি উন্মুক্ত করিয়া উপবিষ্ট হইল। শারিয়ার-মহিষী একবার "মেস্থদ"* বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা কাফ্রী ক্রীতদাস আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, তিনিও তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে অপরাপর রমণীগণও ক্রীতদাসদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ হইলেন, রমণীগণও ক্রীতদাসদিগের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। শাজেমান বাতায়ন হইতে সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া মনে মনে বলিলেন "পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমারই হতভাগ্য নহে—সকলেরই সমান; তবে কেন আমি বৃথা শোক দুঃখ করি? কেনই বা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শরীরকে বৃথা ক্ষীণ করি?" দেখিতে দেখিতে তাহার মুখশ্রী কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে ম্লানতাও দূরীভূত হইতে লাগিল

শারিয়ার মৃগয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় অনুজের সহিত সম্মিলিত হইলেন। শাজেমানের আর এখন সে ম্লানতা নাই, এখন আর তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ নহে, পূর্ব্ব রক্তিম আভা পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। শারিয়ার ভ্রাতার এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভ্রাতঃ! মৃগয়াগমনের পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছিলাম তোমার মুখখানি শুষ্ক ম্লান, দেহটী শীর্ণ, সর্ব্বদাই নিরানন্দময়—এখন আবার আর একরূপ দেখিতেছি—এখন তোমার সে ম্লানতার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব বর্ণ পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। শাজেমান! তোমার সে বিষাদেরই বা কারণ কি, এবং এত শীঘ্র তাহা দূরীভূত হইলই বা কিরূপে?" শাজেমান বলিলেন "আমি বিষাদের কারণ বলিতে পারি; কিন্তু, ক্ষমা করুন, বিষাদ অপনীত হইবার কারণ বলিতে পারিব না।" শারিয়ার বলিলেন "ভাল, তোমার

* এখানে ব্যক্তিবিশেষের নাম, প্রকৃত অর্থ সুখী।

ম্লানতার কারণই বল।" শাজেমান বলিলেন "আপনি আমাকে আহ্বান করিবার জন্য উজীরকে আমার নিকটে প্রেরণ করিলে আমি আপনার দর্শনলাভাকাঙ্ক্ষায় যাত্রার উপযুক্ত সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া নগরের বহির্দ্দেশে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলাম; রাত্রি দুই প্রহরের সময় সহসা মনে পড়িল, মহাশয়কে যে মহামূল্য হীরকখানি উপঢৌকন দিয়াছি, সেই-খানি নিজগৃহে ফেলিয়া আসিয়াছি, অমনি তাহা আনিবার জন্য একাকীই প্রাসাদে ফিরিয়া গেলাম। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার মহিষী একটা ক্রীতদাসের সহিত একত্রে শয়ান রহিয়াছে। আমি তাহাদের এই-রূপ ভীষণ ব্যভিচার দেখিয়াই অসি নিষ্কোশিত করিয়া উভয়ের মনোসাধ মিটাইয়া দিলাম। রাজন্! সহধর্ম্মিণীর সেইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দর্শন করিয়া অবধিই আমার মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিল; সেইজন্যই আমাকে এতদিন ম্লান দেখিয়াছেন। এখন সে উদ্বেগ দূর হইয়াছে—কেন দূর হইল, আমি বলিতে পারিব না—বৃথা জিজ্ঞাসা করিবেন না—আমাকে ক্ষমা ক[illegible] এই কথা শ্রবণ করিয়াই শারিয়ারের ঔৎসুক্য আরও দ্বিগুণিত হই[illegible] তিনি বলিলেন "আল্লার দোহাই, তোমার ম্লানতা অপনীত হ[illegible] কারণটী বলিতেই হইবে।" শাজেমান কি করেন, জ্যেষ্ঠের নির্ব্বন্ধাতি-এড়াইতে পারিলেন না; ভ্রাতৃজায়াঘটিত যাহা কিছু দর্শন করিয়াছিলেন সমস্তই বর্ণন করিলেন। শারিয়ার বলিলেন "আমি একবার স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।" সমরকন্দাধিপতি বলিলেন "তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আপনি পুনরায় মৃগয়ায় যাইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিউন, যাত্রার উপযোগী সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করা হউক। আপনি মৃগয়াব্যপদেশে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোপনে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া বাতায়নের পার্শ্বে অপেক্ষা করিলেই সমস্ত স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।" শারিয়ার তৎক্ষণাৎ, ভ্রাতার উপদেশানুরূপ, পুনরায় মৃগয়া-গমনের ইচ্ছা প্রচারিত করিয়া দিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই সৈন্যগণ নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নগরপ্রান্তে শিবির স্থাপন করিল। সম্রাট শারিয়ারও তাহাদিগের সহিত রাজধাজনীর বহির্দ্দেশে গিয়া নিজ সুদীর্ঘ বস্ত্রাবাসটী বিস্তৃত করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। অনুমতি মাত্রেই

পরিচারকগণ রাজ-তাম্বুটী খাটাইয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় সুখসেব্য দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দিল।

শারিয়ার নিজ বস্ত্রাবাস-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শরীররক্ষকগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "আমি অদ্য নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করি, আমার তাম্বুর মধ্যে বিনা অনুমতিতে কাহাকেও আসিতে দিও না, তোমরাও আমার আজ্ঞা ব্যতীত কেহ ভিতরে প্রবেশ করিও না।" রক্ষী পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়াই নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনার্থ বহির্দ্দেশে প্রস্থান করিল। শারিয়ারও এই অবসরে প্রচ্ছন্নবেশে নিঃশব্দপদসঞ্চারে বস্ত্রগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজ-প্রাসাদে ভ্রাতার শয়নমন্দিরে ফিরিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বকথিত বাতায়নের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নির্নিমিষ-নেত্রে উদ্যানের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় নও বিংশতিটী রমণী, বিংশতিজন কাফ্রী দাস এবং তাহাদের পশ্চাতে মহিষী উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণীগণ পূর্ব্বের ন্যায় দাসদিগের সহিত কেলি-বিলাস আরম্ভ করিল। শারিয়ার বাতায়ন হতে সমস্তই দেখিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি একবার মনে করিলেন এ ব্যভিচারের পরিশোধ দেন, কিন্তু পরক্ষণেই দারুণ অপমানে ক্রোধের উপশম হইয়া আসিল—বিষম ঘৃণার উদয় হইল; শাজেমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! আর কেন—আর অধিক দেখিবার আবশ্যক নাই—উঠ, চল ফকিরের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিগে; আর এরূপ রাজ্যভোগে সুখ কি? চল, দেখিয়া আসি পৃথ্বীতলে আমাদের অপেক্ষাও কেহ হতভাগ্য আছে কি না? যদি আমাদিগের অপেক্ষাও দুর্ভাগা কাহাকেও দেখিতে পাই, তাহা হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ দিব, নচেৎ আর প্রত্যাগমন করিব না।—মৃত্যুই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।" সহোদরদ্বয় ছদ্মবেশে একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিলেন।

দিবারাত্রি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন নরপতিদ্বয় একটী বিস্তীর্ণ তৃণাবৃত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ক্ষেত্রটীর অনির্ব্বচনীয় শোভা,



একদিকে দুস্তর সমুদ্রের অসীম জলরাশি ক্রমে আকাশের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, অপর দিকে শ্যামল তরুশ্রেণী। সাগরের কূলভূমিতে একটী মনোহর ঝর্ণা। তৃষ্ণার্ত্ত নরপতিদ্বয় সেই ঝর্ণার স্বচ্ছ জল পান করিয়া বিশ্রামার্থ একটী বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত। অকস্মাৎ সমুদ্রমধ্যে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া একটা সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভ উর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং ক্রমে ক্রমে সেই প্রান্তরের দিকে আসিতে লাগিল। নরপতিদ্বয় দেখিলেন, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহারা দ্রুত সেই বৃক্ষের একটী উচ্চতম শাখায় আরোহণ করিয়া ভয়ব্যাকুলিতনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্তম্ভটী ক্রমেই প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নরপতিদ্বয় দেখিলেন সেই গগণস্পর্শী স্তম্ভ একটা ভীষণ জিনীমূর্ত্তি*। জিনীর মস্তকে একটা বৃহৎ সিন্ধুক। জিনী সেই সিন্ধুকটী লইয়া, যে বৃক্ষের উপরে নরপতিদ্বয় আত্মগোপন করিয়াছিলেন ঠিক তাহারই নিম্নে উপস্থিত হইল। ভ্রাতৃদ্বয় ভয়ে জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। জিনী মস্তকস্থ সিন্ধুকটী ভূতলে নামাইয়া তাহার তালক মুক্ত করিল এবং তাহার মধ্য হইতে একটী বাক্স বাহির করিয়া সেটীও উন্মুক্ত করিল। বাক্সটী খুলিবা মাত্র তন্মধ্য হইতে একটী পরম রূপবতী মনোহারিণী যুবতী বহির্গত হইল। জিনী কামিনীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করত বলিল "ভদ্রে, আমার অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, আমি তোমার কোমল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।" জিনী এই কথা বলিয়াই রমণীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল।

জিনী নিদ্রিত হইলে রমণী একবার ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, একটী উচ্চতম শাখায় দুইজন মনুষ্য লুকায়িত রহিয়াছে। অমনি ধীরে ধীরে জিনীর মস্তকটী ক্রোড় হইতে ভূমিতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ইঙ্গিতে নরপতিদ্বয়কে বলিল "ভয় নাই, তোমরা বৃক্ষ হইতে নামিয়া আইস।" সহোদরদ্বয় হস্ত-সঙ্কেত করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন "আল্লার দোহাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে এবিষয়ে ক্ষমা করুন।" রমণী বলিল "আল্লার দোহাই, আপনারা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ করুন, নতুবা আমি এখনই আফ্রীতকে † জাগ্রত করিয়া দিব এবং সে উঠিয়া তোমাদিগকে অশেষ যন্ত্রণার সহিত বিনাশ করিবে।" নরপতিদ্বয় তাহার এই কথায় ভীত হইয়া আস্তে আস্তে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্যভিচারিণীর অভিলাষ পূর্ণ হইলে সে জামার জেব হইতে একটী ক্ষুদ্র থলিয়া বাহির করিল এবং তাহার মধ্য হইতে একগাছি সূত্রে গ্রথিত অষ্টনবতিটী অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া বলিল "এগুলি কি, তাহা তোমরা জান?" নরপতিদ্বয়

---

* জিনী—দেবযোনিবিশেষ; ইহারা অগ্নি হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্ব অনুবাদকগণ "দৈত্য" বলিয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহার সহিত আমাদের দৈত্যের কোন বিশেষ সৌসাদৃশ্য নাই। ইহার বিশেষ বিবরণ টীকার পরিশিষ্টে দেখ।

† আফ্রীত—জিনীদিগের জাতি বিশেষ। জিনীরা জান, জিন, সয়তান, আফ্রীত ও মারিদ এই পাঁচভাগে বিভক্ত। বিশেষ টীকার পরিশিষ্টে দেখ।

উত্তর করিলেন "না, আমরা জানি না।" রমণী বলিল "এপর্য্যন্ত যতগুলি লোক তোমাদের ন্যায় আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে, এ গুলি তাহাদেরই অঙ্গুরীয়ক। মূর্খ আফ্রীত ইহার কিছুই জানে না। যাহা হউক, তোমাদের অঙ্গুরীয়ক দুইটী খুলিয়া দাও, আমি এগুলির সহিত একত্রে গাঁথিয়া রাখি।" নরপতিদ্বয় নিজ নিজ অঙ্গুলী হইতে এক একটী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া দিলেন। ব্যভিচারিণী অঙ্গুরীয়ক দুইটী সূত্রে গ্রথিত করিয়া বলিল "এই মূর্খ আফ্রীত বিবাহরজনীতে আমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। মূর্খের সর্ব্বদাই ভয়, পাছে আমি পরপুরুষ-সহবাস করি। নির্ব্বোধ সেই জন্য আমাকে একটী বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া, বাক্সটী আবার একটী সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া দেয় এবং সিন্ধুকটীতে সাতটী তালক বন্ধ করিয়া তরঙ্গাকুল অপার সমুদ্রের নিম্নে রাখিয়া আইসে। মূর্খ জানে না, যে আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই—স্ত্রীজাতি যদি কোন দুষ্ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পৃথ্বীতলে এমন কেহই নাই, যে তাহাদিগকে অভিলষিত কার্য্য হইতে কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে পারে। একজন কবি বলিয়াছেন :—

নারীরে প্রত্যয় উচিত না হয়,
কোরোনা বিশ্বাস প্রণয়ে তার,
ক্ষণিক যেমন নারীর প্রণয়
কিছুই তেমন নাহিক আর।
রিপু-পরবশ সকলি তাহার,
রিপুর অধীন অসুখ সুখ;
বিষে পোরা তার অন্তর আগার
বাহিরে কেবল মধুর মুখ।
মিছা ভালবাসা, মিছা সে প্রণয়,
অলীক তাহার শপথ যত;
মুখেতে সরল, গরল হৃদয়,
অন্তরে চাতুরী খেলিছে কত।

যুসফ-আখ্যান* করিয়া স্মরণ
ধর উপদেশ নীতির সার,
দেখো সাবধান ভুলোনা কখন
পোড়োনা পোড়োনা ফাঁদেতে তার।
জাননা কি সেই পাপ সয়তান
মায়ায় ভুজগ আকার ধরি
মজায় আদমে মনুজ-প্রধান
রমণী হবায় সহায় করি।

আরও একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন :—

রমণীরে কভু কোরোনা শাসন
শাসনের বশ নহেক তারা ;
বাড়িবে কু-আঁশা করিলে পীড়ন
ঘৃতেতে দ্বিগুণ আগুন পারা।
পড়ে থাকি আমি যদি ফাঁদে তার
সে কিছু আমার নূতন নয়,
চলিছে এমতি জগত সংসার,
সকলেরি হায়! এদশা হয়।
কিন্তু যেই জন হয়নি কখন
চতুরা-রমণী-চাতুরী-বশ
ধন্য ধন্য সেই ধন্য সেই জন!
জগত ঘুষুক তাহার যশ।

* যুসফ-জেলেখা (কোরাণ ১২শ পরিচ্ছেদ)। "ইসপ জেলেখা" নামে ইহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদও আছে।

নরপতিদ্বয় উপযাচিকা ব্যভিচারিণীর সেই কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শারিয়ার কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই আফ্রীত আমাদের অপেক্ষাও হতভাগ্য। ইহারই যখন এরূপ দুর্দ্দশা, তখন আমরাত সামান্য মনুষ্য, তবে আর বৃথা পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? চল গৃহে ফিরিয়া যাই।" আফ্রীতের দুরবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয় কতক স্থির হইল। তাঁহারা উভয়েই গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

সম্রাট শারিয়ার নিজ প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মহিষী এবং তাঁহার বিংশতি জন সঙ্গিনীর শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। জল্লাদগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। শারিয়ার সেই অবধি প্রত্যহ একএকটী কুমারীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন প্রতে তাহার প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পূর্ণ তিন বৎসর অতীত হইল। সম্রাটের এই নৃসংশ আচরণে চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রজাদিগের মধ্যে যাহাদের অতিবাহির্তা কন্যা ছিল, তাহারা সকলেই নিজ নিজ কন্যাদিগকে লইয়া অপরাপর রাজ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। ক্রমে শারিয়ারের রাজ্য কুমারী-শূন্য হইয়া পড়িল। এই সময় একদিন শারিয়ার নিজ উজীরকে আহ্নিক নিয়মানুসারে একটী কন্যা আনিয়া দিতে বলিলেন। উজীর কি করেন, মহাবিপদ—রাজ্যমধ্যে বিবাহের উপযুক্তবয়স্কা কন্যা পাওয়া দুরূহ—রাজ-আজ্ঞা পালন না করিলেও এদিকে প্রাণশঙ্কট, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মনে মনে বাদশাহকে অভিশম্পাৎ দিতে দিতে নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলন।

উজীরের দুইটী কুমারী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম শহরজাদ, কনিষ্ঠার নাম দুনিয়াজাদ। শহরজাদ অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অন্যূন সহস্র প্রকার ইতিহাস তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি বিগত সমস্ত রাজকুলের জীবনচরিত জনিতেন। শহরজাদ পিতাকে নিতান্ত চিন্তাকুল ও ম্লানমুখে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ! আজি আপনাকে এরূপ বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন? আপনার এদুঃখের কারণ কি? কোন কবি বলিয়াছেন:—

বল তাঁরে চিন্তাজ্বরে জ্বরিত যে জন
উপস্থিত দুখ কভু চিরস্থায়ী নয় ;
সুখের সময় হয় বিলীন যেমন
তেমনি ঝটিতি দুখ অস্তমিত হয়।"

উজীর, কন্যার অমৃতময় বাক্যগুলি শুনিয়া তাঁহার নিকট শারিয়ারের আজ্ঞাঘটিত বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। শহরজাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন "জগদীশ্বরের দোহাই, পিতঃ! বাদশাহের সহিত আমার বিবাহ দিউন। তাহাতে যদিও আমার প্রাণদণ্ড হইবে বটে, কিন্তু সে আমার সুখের মৃত্যু—আমি একটী নিরপরাধিনী মুসলমান-বলিকার প্রাণ রক্ষা করিলাম। আর যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলেত আর কথাই নাই—সমস্ত বালিকারই উদ্ধারকর্ত্রী হইব।" কন্যার সেই কথা শুনিয়া উজীর একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আল্লার দোহাই, বৎসে! তোমাকে মিনতি করিতেছি, তুমি আর ওরূপ নিদারুণ কথা মুখেও আনিও না।" শহরজাদ বলিলেন "না পিতঃ! বাদশাহের সহিত আমার বিবাহ দিতেই হইবে,—আমি তাঁহার মহিষী হইব— অন্ততঃ এক রাত্রের জন্যও মহিষী হইব।" উজীর বলিলেন "দেখ শহরজাদ! তুমি বিবেচনা করিয়া কথা কহ, নতুবা কৃষক-রমণীর যাহা ঘটিয়াছিল তোমারও ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে।" শহরজাদ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কিরূপ!" উজীর বলিলেন "শ্রবণ কর :—

কোন গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক বাস করিত। তাহার একটী স্ত্রী এবং কয়েকটী সন্তান সন্ততি ছিল। পরমপিতা পরমেশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক কৃষককে সমস্ত পশুপক্ষীদিগের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন। কৃষক সেই ক্ষমতায় সর্ব্বপ্রকার জীব জন্তুরই কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিত। তাহার বাটীতে একটী গর্দ্দভ ও একটী বৃষ ছিল। গর্দ্দভটী প্রয়োজনানুসারে প্রভুকে বহন করিত, আর বৃষটীকে প্রত্যহ ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিতে হইত। বৃষ দৈনন্দিন গুরুতর পরিশ্রমের পর ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিত গর্দ্দভের বাসস্থানে দিব্য ছড়া ঝাঁট পড়িয়াছে, তাহার ভোজন-পাত্রটী পরিষ্কৃত যব ও কুচান খড়ে পূর্ণ রহিয়াছে; সে নিমীলিতনেত্রে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

গর্দ্দভের এইরূপ সুখস্বচ্ছন্দ দেখিয়া বৃষ সর্ব্বদাই নিজ ভাগ্যের নিন্দা করিত। একদিন দৈববশে কৃষক শুনিতে পাইল, পশুশালার মধ্যে গর্দ্দভ ও ষণ্ড পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিতেছে। বৃদ্ধ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। ষণ্ড বলিল 'ভাই গর্দ্দভ! তুমি বড় সুখে আছ, কিন্তু প্রত্যহ অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া আমি মৃতপ্রায়। তুমি দিব্য পরিষ্কৃত যব আহার কর, পরিচারকগণ তোমার সেবা করে; কাজের মধ্যে কেবল কখন কখন প্রভুকে পৃষ্ঠে বহন করিতে হয় মাত্র। কিন্তু আমি সমস্ত দিবস হল আকর্ষণ করিতে করিতে ও কল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মারা গেলাম।' গর্দ্দভ বলিল 'কেন ভাই, তুমিত নিজেই নিজের উপায় করিয়া লইতে পার। এবার তোমায় যখন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া স্কন্ধে লাঙ্গলের যোয়াল তুলিয়া দিবে, তখন তুমি কাতর-স্বরে চীৎকার করিয়া ভূমিতে শুইয়া পড়িও—হাজার প্রহার করিলেও আর উঠিও না। যদি নিতান্তই প্রহারবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়, তাহা হইলে পুনরায় শুইয়া পড়িও। যখন তোমাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া কলাই প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিবে, তখন তুমি কিছুই আহার করিও না; পীড়িতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট পড়িয়া থাকিও। এইরূপ দুই তিন দিন পানাহার না করিলেই, সমস্ত ক্লেশ এককালে দূরীভূত হইবে।'

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হলচালক ষণ্ডের নিমিত্ত কতকগুলি শুষ্ক তৃণ আনিয়া দিল। বৃষ গর্দ্দভের উপদেশানুসারে সেদিন আর কিছুই আহার করিল না, নিশ্চেষ্ট একপার্শ্বে পড়িয়া রহিল। পরদিন প্রাতে হল-চালক বৃষকে ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য পশুশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে অনাহারে নিতান্ত ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া ভূতলে মৃতবৎ পতিত রহিয়াছে। কৃষাণ ষণ্ডের সেইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া প্রভুর নিকটে গিয়া বলিল 'বলদটা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে, সেটা আজি কোনক্রমেই লাঙ্গল টানিতে পারিবেনা।' কৃষক বলিল 'ভাল অদ্য বৃষের পরিবর্ত্তে গর্দ্দভকে লাঙ্গলে যুতিয়া কাজ চালাও।' কৃষাণ প্রভুর আজ্ঞানুসারে গর্দ্দভকে হলাকর্ষণের জন্য ক্ষেত্রে লইয়া গেল।

গর্দ্দভ সমস্ত দিবসের অপরিমিত পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত ও নির্জ্জীব হইয়া অপরাহ্ন সময়ে পশুশালায় ফিরিয়া আসিল। ষণ্ড তাহার সদুপদেশ ও সদয়

ব্যবহারের জন্য তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। কিন্তু গর্দ্দভ তাহার কথায় কোন উত্তর প্রদান করিল না, কেবল বৃষকে সেরূপ উপদেশ প্রদানের জন্য মনে মনে পরিতাপ করিতে লাগিল। পরদিবস হলচালক পুনরায় গর্দ্দভকে লাঙ্গলে যুতিয়া ক্ষেত্রে লইয়া গেল।

সমস্ত দিবসের দারুণ পরিশ্রমে গর্দ্দভ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কঠিন যোয়ালের ঘর্ষণে তাহার স্কন্ধের ত্বক উঠিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গর্দ্দভ মৃতপ্রায় পশুশালায় ফিরিয়া আসিল। বৃষ তাহাকে দেখিয়াই পূর্ব্ব দিনের ন্যায় শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাহার ধন্যবাদগুলি গর্দ্দভের হৃদয়ে যেন শেলসম বিদ্ধ হইল। সে মনে বিবেচনা করিল, 'হায়! আমি বেস্ সুখে ছিলাম, কেবল এই হতভাগা ষণ্ডটার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াই আমার এরূপ দুরবস্থা! যাহা হউক, আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একটী নূতন উপায় করিতে হইতেছে।' গর্দ্দভ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃষকে সম্বোধন করত বলিল 'ভাই হে, আজি তোমাকে একটী সৎপরামর্শ দি। আজি শুনিলাম, আমাদের প্রভু একজন পরিচারককে বলিতেছেন, বলদটা যদি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়া থাকে, আর কোন উপকারে না আইসে, তাহা হইলে সেটাকে কষাইয়ের নিকটে পাঠাইয়া দাও, এবং তাহার চর্ম্মে একটী নাতা* প্রস্তুত করিয়া আন। প্রভুর এই কথা শুনিয়া অবধি আমি যে কিরূপ চিন্তিত আছি, তাহা আর বলিতে পারি না। যাহা হউক, তোমাকে সমাচারটী প্রদান করিলাম, তুমি এখন উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় স্থির কর।' এই কথা শুনিয়াই বৃষ তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল 'কল্য প্রাতে কৌশলপূর্ব্বক এরূপ উৎসাহের সহিত নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, যে আর কেহই আমাকে অকর্ম্মণ্য বলিতে পারিবে না।' বৃষ ও গর্দ্দভের যখন পরস্পর এইরূপ কথোপকথন হয়, তখন কৃষক পশুশালার অতি নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, সুতরাং তাহাদের সমস্ত-কথাই তাহার কর্ণগোচর হইল।

---

* নাতা—একখানি আস্ত গোলাকার চর্ম্মের চতুর্দ্দিকে (তাকিয়ার ওয়াড়ের ন্যায়) একথাই দড়ি পরান। ঐ রজ্জু আকর্ষণ করিলে চতুষ্পার্শ্ব সঙ্কুচিত হইয়া চর্ম্মখানি থলিয়ার আকার ধারণ করে। অসঙ্কুচিতাবস্থায় উহার উপর বসিয়া আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। আহারান্তে রজ্জু আকর্ষণ করিয়া তাহার মধ্যে ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যগুলি তুলিয়া রাখা হইয়া থাকে।



পরদিন প্রাতে কৃষক সহধর্ম্মিণীর সহিত পশুগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পশুশালায় আসিয়া উপবেশন করিল। এই সময় হলচালক বৃষটীকে ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য গৃহমধ্য হইতে কৃষকের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিল। ষণ্ড প্রভুর সম্মুখে আসিয়াই লাঙ্গুল কম্পিত করিয়া লম্ফঝম্প প্রদান পূর্ব্বক এমনি ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল, যে কৃষক হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িল। কৃষক-পত্নী স্বামীকে সেইরূপ উচ্চ হাস্য করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'প্রিয়তম, তুমি এত হাসিতেছ কেন?' কৃষক বলিল 'কোন একটী বিষয় দেখিয়া ও শুনিয়া হাসিতেছি—কিন্তু সে বিষয়টী যে কি, তাহা আমি বলিতে পারি না—বলিলেই আমাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।' 'তোমার ও মিথ্যা কথা—তুমি আমাকেই পরিহাস করিয়া হাসিতেছ,

নতুবা আমাকে বলিতে দোষ কি ?' কৃষক-পত্নী এই কথা বলিয়া হাস্যের কারণ প্রকাশ করিবার জন্য স্বামীকে বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিল। একে সে খুল্লতাত-তনয়া,* তাহাতে আবার তাহার সহিত অন্যূন একশত বিংশতি বৎসর একত্রে সহবাস করিতেছে।†—সুতরাং স্ত্রৈণ কৃষক তাহার অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে পারিল না। অগত্যা প্রিয়তমার নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়া সন্তান সন্ততিদিগকে সম্মুখে আহ্বান করিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে বিষয়াদি বিভাগ করিয়া দিবার জন্য কাজী‡ ও সাক্ষীদিগকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণ কৃষকের বিপদ বার্ত্তা শুনিয়া তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষক তাহাদের নিকট সমস্ত বিবরণ একে একে বর্ণন করিল এবং রহস্য-কথাটী প্রকাশ করিবা মাত্রই যে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে, তাহাও বলিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহার সেই কথা শুনিয়াই কৃষকপত্নীকে সেরূপ মারাত্মক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। বলিল 'আল্লার দোহাই, তুমি এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কর, তোমার সে গুহ্য কথা শ্রবণ করিয়া কি হইবে ? কেন ইচ্ছা করিয়া স্বামীর অকাল-মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে ?' দুষ্টা কৃষক-পত্নী কোন প্রবোধবাক্যই শুনিল না, বলিল 'স্বামীর মৃত্যুই হউক, আর যাহাই হউক না কেন, হাস্যের কারণ আমাকে বলিতেই হইবে।' তাহারা দেখিল কৃষকরমণী কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিল। কৃষক মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার শেষ নমাজ করিবার জন্য পশুশালার মধ্যে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে প্রবেশ করিল।

---

* যাবনিক রীত্যনুসারে খুল্লতাত বা জ্যেষ্ঠতাত-কন্যার পাণিপীড়ন প্রার্থনীয় ও সম্মান-জনক।

† এরূপ দীর্ঘ জীবন আমাদের দেশে যদিও অবিশ্বাস্য বটে, তথাপি যাবনিক গ্রন্থ সকলে ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী লোকের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইবন্-আরব-শা বলেন, সমরকন্দ প্রদেশে এল্ ওরিয়ান্ নামক একটী বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি ৩৫০ চান্দ্র বৎসর (৩৪০ সৌর বৎসর) বয়সে পরলোকে গমন করেন। উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে তিনি তত অধিক বয়সেও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন। এমন কি, সেখানকার বৃদ্ধগণও বলিতেন যে, শৈশব অবস্থাতেও তাঁহারা এল্ ওরিয়ান্‌কে সেই অবস্থায় দেখিয়াছেন। তিমুরের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৪৭০।

‡ বিচারক বিশেষ। টীকার পরিশিষ্টে দেখ।

কৃষকের একটী কুক্কুর, একটী কুক্কুট ও তাহার অধীনে পঞ্চাশটী কুক্কুটী ছিল। সে পশুশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শুনিতে পাইল, কুক্কুর কুক্কুটকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে 'অরে কুক্কুট, আমাদের প্রভুর এমন বিপদ্, তুই অনায়াসে আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছিস্!' কুক্কুট বলিল 'সে কি?' কুক্কুর কৃষকপত্নীর প্রতিজ্ঞা বিষয়ক সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। কুক্কুট শ্রবণ করিয়া বলিল 'আল্লার দোহাই, আমাদের প্রভুর একটুও বুদ্ধি নাই। এইত আমার পঞ্চাশটা স্ত্রী—আমি কখন একটাকে সন্তুষ্ট করিতেছি, কখন বা একটাকে অভিমানিনী করিতেছি।—আমি এতগুলি স্ত্রীর সহিত অক্লেশে দিনযাপন করিতে পারি,—আর তিনি একটী মাত্র সহধর্ম্মিণীকে বশে রাখিতে পারেন না? তিনি কেন তুতগাছের একটী শাখা লইয়া গিয়া নিজ সহধর্ম্মিণীকে নির্দ্দয়ে প্রহার করুন না, তাহা হইলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে, সে আর তাহার পর কখনই রহস্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিবে না।' কৃষক সমস্ত শুনিল, এতক্ষণের পর কুক্কুটের কথায় তাহার জ্ঞানের উদয় হইল। সে গৃহিণীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল।"

উজীর বলিলেন "শহরজাদ! কৃষক তাহার পত্নীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, আমাকেও বা তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়।" শহরজাদ বলিলেন "সে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল?" উজীর বলিলেন "সে তুত গাছ হইতে কএকটী শাখা ছেদন করিয়া লইয়া, নিজ সহধর্ম্মিণীর শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল এবং সে গুলি লুকাইয়া রাখিয়া পত্নীকে বলিল, 'আইস, এই নির্জ্জন গৃহ মধ্যে তোমার নিকটে রহস্য প্রকাশ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করি; মরিবার পূর্ব্বে আমাকে যেন আর কেহ দেখিতে না পায়।' কৃষক-পত্নী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে,কৃষক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, একটী তালক বদ্ধ করিয়া দিল এবং তুতশাখা দ্বারা দুষ্টাকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। কৃষক-পত্নী প্রহার-বেদনায় অস্থির হইয়া, স্বামীর হস্ত ও পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'নাথ, ক্ষমা করুন, আমার দোষের জন্য এখন পরিতাপ করিতেছি। আমি কখন আর এরূপ কার্য্য করিব না।' কৃষক প্রহারে নিবৃত্ত হইয়া পত্নীর সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইল। আত্মীয় বন্ধুগণ তাহাদের উভয়কে দেখিয়া অতুল আনন্দলাভ করিল।"

উজীর-নন্দিনী পিতার বর্ণিত উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া বলিলেন "আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা হইতে কখনই নিবৃত্ত হইব না। আপনাকে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে।"

উজীর, কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু শহরজাদ কিছুই শুনিলেন না। অবশেষে তিনি অগত্যা শহরজাদকে বিবাহোপযোগী বেশভূষা করিতে বলিয়া, নরপতি শারিয়ারের নিকটে গেলেন। এই অবকাশে, শহরজাদ বাদশাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে কি কি করিতে হইবে, সেই বিষয়ে কনিষ্ঠা ভগিনীকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন "দুনিয়াজাদ! আমি বাদশাহের নিকটে গিয়া, তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিব। তুমি আমার নিকটে যাইও, এবং একটু সুবিধা পাইলেই বলিও 'ভগিনি! যতক্ষণ আমরা জাগ্রত থাকি, ততক্ষণ, আপনি যে অদ্ভুত উপাখ্যান সকল জানেন, তাহার দুই একটী বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।' আমি তোমার সেই অভিলাষানুরূপ উপন্যাস বর্ণন করিতে আরম্ভ করিব। জগদীশ্বর করেন ত সেই উপন্যাসই আমার প্রাণরক্ষার উপায় হইবে।"

উজীর বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। বাদশাহ শারিয়ার উজীরকে দেখিয়াই বলিলেন "কেমন আমার ইচ্ছা সম্পাদন করিয়াছ কি?" উজীর বলিলেন "হাঁ, আপনার অভিলষিত সিদ্ধ করিয়াছি।"

শারিয়ার যথাসময়ে বাসর-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চতুরা শহরজাদ বাদশাহকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শারিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি রোদন করিতেছ কেন?" তিনি বলিলেন "রাজন্! আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, তাহার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে, আমি তাহার নিকট একবার শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।" শারিয়ার নবপরিণীতার সেই অভিলাষ শ্রবণ করিয়া, দুনিয়াজাদকে লইয়া যাইবার জন্য, উজীরের আলয়ে লোক প্রেরণ করিলেন।

দুনিয়াজাদ ভগিনীর নিকট আনীত হইলেন। শহরজাদ কনিষ্ঠাকে স্নেহ-ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। দুনিয়া-জাদ জ্যেষ্ঠার উপদেশ মত প্রকৃত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে—দুনিয়াজাদ শহর-

তাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভগিনি! জগদীশ্বরের দোহাই, যতক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া দিবসের প্রতীক্ষা করিতে হইবে,* ততক্ষণ, আপনি যে সকল মনোহর উপাখ্যান জানেন, তাহারই একটী বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।" শহরজাদ বলিলেন "ভগিনি! তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে ত কখনই আমি অস্বীকৃত হই নাই—তবে যদি ধার্ম্মিক-প্রবর নরপতি অনুকম্পা পুরঃসর অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি।" নরপতি শারিয়ার দিবসের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট উপবিষ্ট ছিলেন—সময় তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দীর্ঘ ও ক্লেশকর বলিয়া বিবেচনা হইতেছিল, এখন তাহা উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, সুখে অতিবাহিত করিবার উপায় হইল; সুতরাং অসীম প্রীতির সহিত শহরজাদকে উপন্যাস বর্ণন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। একাধিক সহস্র রজনীর প্রথম রাত্রির উপাখ্যান আরম্ভ হইল—শহরজাদ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

---

* আরব দেশের প্রাকৃতিক অবস্থায় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষার্থ প্রায় সকল আরবীয়ই রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাগ্রত হয়। ঠিক্ প্রত্যূষ সময়েই একবার নমাজ করিতে হয়, সেই জন্য ধার্ম্মিক মুসলমান মাত্রেই শেষ রাত্রিতে নমাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রত্যূষ সময়ের অপেক্ষা করেন।

সাধু ও জিনী।

উজীরতনয়া শহরজাদ বলিলেন, নরনাথ! আমি শুনিয়াছি, কোন স্থানে একজন বহুসম্পত্তিশালী সাধুর বাস ছিল। তিনি নিজ বাস-স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে ব্যবসায় করিতেন। একদিন একাকী অশ্বারোহণে একটী নিকটবর্ত্তী গ্রামে নিজ প্রাপ্য মুদ্রা আদায় করিতে যাইতেছিলেন; দৈববশে পথিমধ্যে ভীষণ রৌদ্রেরতাপে তাপিত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া একটী উদ্যানের সন্নিকটে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং অশ্বপৃষ্ঠস্থ জীনের পার্শস্থিত থলি* হইতে কিঞ্চিৎ রুটি ও খর্জ্জুর† গ্রহণ করত একটী বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া, আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধু খর্জ্জুরগুলির শস্য ভক্ষণ করিয়া আঁটিগুলি ইতস্তত ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা ভীষণমূর্ত্তি দীর্ঘ-কায় আফ্রীত‡ একখানি কোষনির্ম্মুক্ত খরশান অসি হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "ওঠ্‌রে নরাধম! তুই যেমন আমার পুত্রকে বধ করিয়াছিস্, সেইরূপ আমিও তোকে বিনাশ করি।" বণিক, তাহার ভীষণ কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "সে কি! আমি আপনার পুত্রকে বধ করিলাম কিরূপে?" আফ্রীত বলিল "নরাধম, তুই যখন খর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া তাহার আঁটিগুলা সবলে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছিলি, সেই সময় একটা আঁটি আমার পুত্রের বক্ষঃস্থলে লাগে, এবং যেমন নিয়তি ছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে।"

---

* অশ্বারোহণে কোন দূরস্থানে যাইতে হইলে আরবীয়েরা জীনের দুইপার্শ্বে দুইটী চর্ম্মের থলি সংলগ্ন করিয়া দেয়। ঐ থলি দুইটীর একটীতে খাদ্য সামগ্রী ও অপরটীতে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি থাকে।

† আরবীয়েরা খর্জ্জুর (সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যবহার জন্য) শুষ্ক করিয়া রাখে; ঐ শুষ্ক খর্জ্জুর এদেশে 'ছুয়ারা' নামে প্রসিদ্ধ।

‡ আফ্রীত—জিনী বিশেষ (১০ পৃষ্ঠার টীকা দেখ)।

সাধু জিনীর এই কথা শুনিয়াই ভয়বিহ্বল স্বরে বলিলেন "জগদীশ্বর আমাদিগের সর্ব্বময় কর্ত্তা, আমরা তাঁহারই পদার্থ এবং জীবনান্তে তাঁহারই নিকটে নীত হইব! সর্ব্বস্রষ্টা জগৎপিতা জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই! জিনীরাজ, যদি আমি আপনার পুত্রকে বধ করিয়া থাকি, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা জ্ঞাতসারে করি নাই, অতএব অনুকম্পাপূর্ব্বক এ দাসকে ক্ষমা করুন।" জিনী বলিল "তুই আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিস্, আমি তোর কোন কথাই শুনিতে চাহিনা—তোর মৃত্যু অনিবার্য্য।" সে এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলিত করিল। সাধু প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে জিনীকে বলিলেন "পরম পিতা জগদীশ্বরের উপরেই আমি সমস্ত নির্ভর করিলাম, তিনি যে পথ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, কাহার সাধ্য সে পথ অতিক্রম করে।" জিনী তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না। তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে এই কবিতা কয়টী পাঠ করিলেন:—

স্থদিন কুদিন যথা সময়ে উদয়;
কভু দীপ্ত দিবা কভু অন্ধকারময়,
কভু প্রকৃতির হাসি হাসে মনোহর,
কখন বা মেঘজালে আবৃত অম্বর,
জীবনেরো আছে হায় তেমতি ধরণ,
কখন বা হাসিখুসি বিপদ কখন।

বিপদে পতিত দেখি যদি কোন জন
হাসিয়া বিদ্রূপ করে, বলি কুবচন,
বল তারে জগতের এইত ধরণ—
সম্পদ বিমুখ তারে বড় যেই জন।

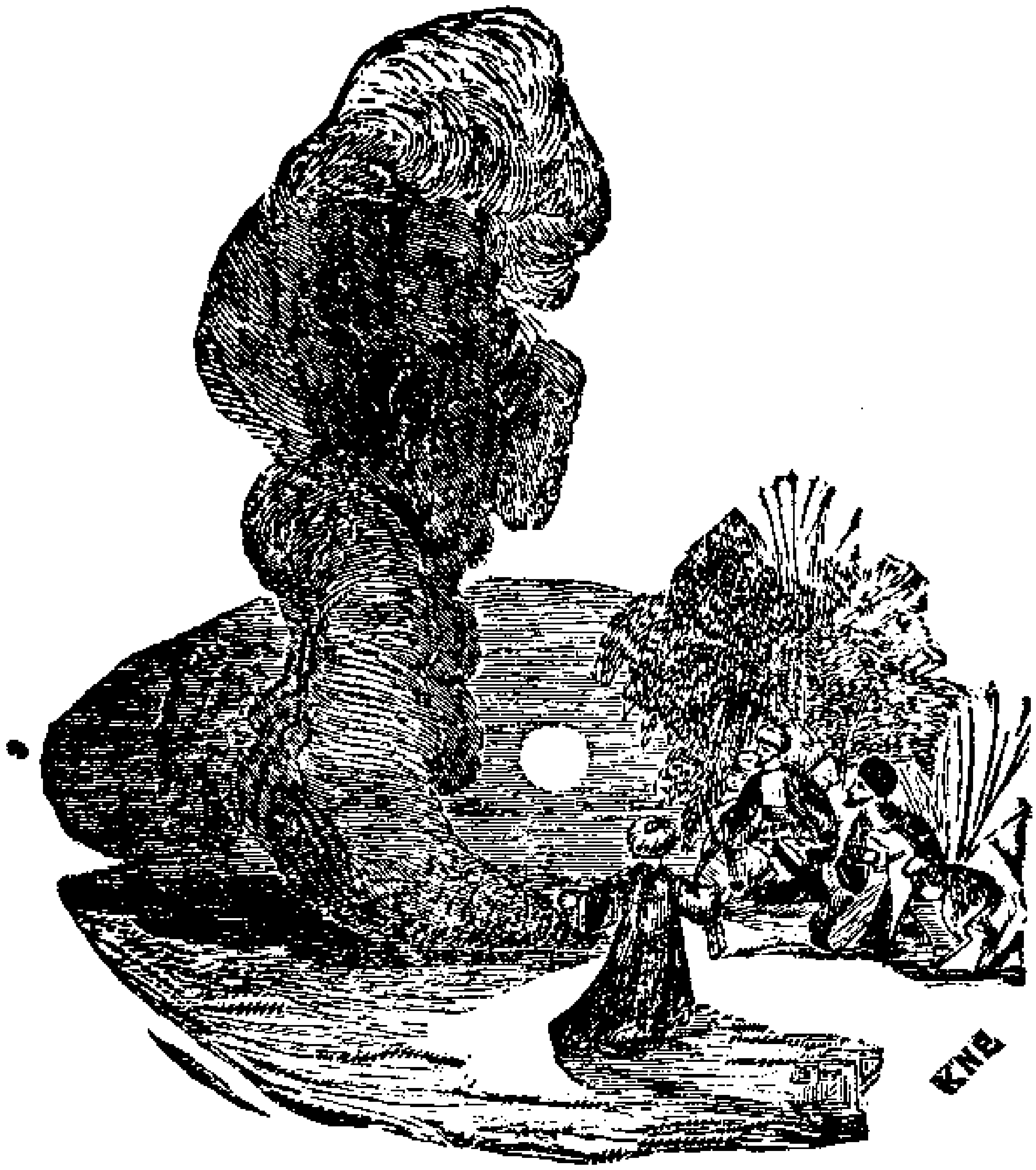
পচা মড়া ভেসে যায় জলধির নীরে
কে বা বল স্পর্শ করে সে মৃত শরীরে ;
কিন্তু দেখ সুগভীর জলধির তলে
বাস করে মুক্তাগর্ভ শুকতির দলে ;
সেখানে থেকেও নহে কুশল তাহার
মানবে তাদের ধরি করিছে সংহার।

মানবের সহ কাল ক্রীড়া যবে করে,
ফেলে দেয় গভীর সে বিপদ-সাগরে,
কার সাধ্য আছে হেন আপন ইচ্ছায়
পারে হইবারে কভু উদ্ধার তাহায় ?

অনন্ত সুনীল এই গগন উপরে
অসংখ্য অসংখ্য কত তারকা বিহরে,
তাহাদের দেখ কভু নাহি হয় ক্ষয়
শশী দিবাকর শুধু রাহুগ্রস্ত হয়।

হরিত পাদপ কত শুষ্ক কত আর
হয়ে আছে শুধু এই অবনীর ভার ;
কিন্তু হায় দেখ যেই নত ফলভরে,
সেই শুধু বিনাদোষে ঢেলা খেয়ে মরে।

ভাবিয়াছ তুমি শুভ সে দিন তোমার
যে দিন হয়েছে তব কুশল-সঞ্চার ;
কিন্তু হায় ! মনে মনে ভাবনি কখন
অদৃষ্টের বশে ভাবী ঘটাবে কেমন।



সাধুর কবিতা শেষ হইতে না হইতেই জিনী বলিল "রাখ্, তোর বাগাড়ম্বর রাখ্—তোর মৃত্যু অনিবার্য্য—আমি কিছুতেই তোকে ক্ষমা করিব না।"

জিনীর এই কথায় সাধু ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "আফ্রীতরাজ! আমার অনেক ঋণ আছে, অনেকগুলি পরিবারেরও ভরণপোষণ করিতে হয় এবং অনেকের অনেক দ্রব্যাদি ও আমার নিকটে বন্ধক রহিয়াছে। অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন।—আমি নিজ ঋণগুলি পরিশোধ, পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত উপযুক্ত লোক নিযুক্ত ও বন্ধকী দ্রব্যগুলির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া, একবৎসরের পর পুনরায় এই স্থানে আপনার নিকটে আগমন করিব—আপনি যথাভিরুচি আমাকে দণ্ড প্রদান করিবেন। জিনীরাজ! জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, তাহার অন্যথা হইবে না—অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন।" সাধুর এই কথায় জিনীর হৃদয় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইল; সে বলিল "ভাল, আমি তোকে এক বৎসর সময় প্রদান করিলাম, দেখিস্ যেন কথার কোনরূপ অন্যথা না হয়।"

সাধু গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া,যাহার যত ঋণ ছিল,সমস্ত পরিশোধ করিলেন; এবং স্ত্রী পুত্রদিগকে একত্রে আহ্বান করিয়া জিনী-ঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। তাহারা শোকে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তিনি পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটী তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিলেন।

ক্রমে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, জিনীর সহিত সাক্ষাত করিবার দিন উপস্থিত। সাধু নিজ অন্ত-মণ্ডন গুলি * সঙ্গে লইলেন এবং আত্মীয় বন্ধু-বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সেই উদ্যানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ শোকে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের করুণস্বরে সমস্ত পুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সাধু রোদন করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল-মধ্যেই একজন পরিণত-বয়স্ক বৃদ্ধ,একটী শৃঙ্খলবদ্ধ হরিণী লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সাধুকে নম্রভাবে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, এস্থানটী জিনীদিগের বাসস্থান—আপনি এরূপ বিপদ-সঙ্কুল স্থানে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন কেন?" সাধু তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত-ঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। বৃদ্ধ শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! তুমিই যথার্থ সত্য-প্রতিজ্ঞ—তোমার এই অদ্ভুত বিবরণ যদি হৃদয়-ফলকে খোদিত করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনেকেই ইহার দ্বারা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে। জগদীশ্বরের দোহাই, ভ্রাতঃ! আমি তোমার এই অদ্ভুত ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া যাইব না।" বৃদ্ধ এই কথা বলিয়াই সাধুর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের পরস্পর নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল; আর একটী বৃদ্ধ দুইটী কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর লইয়া উদ্যান-মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং সাধু ও বৃদ্ধকে সেলাম করিয়া বলিলেন "মহাশয়েরা এরূপ ভয়ানক স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন কেন?—আপনারা

* অন্ত-মণ্ডন—দাহ বা সমাধিস্থ করিবার পূর্ব্বে শবকে যে বসন ভূষণে ভূষিত করা হয়। আরবীয়দিগের রীতি এই যে, তাহারা যুদ্ধস্থানে বা কোন দূর দেশে গমন করিতে হইলে, অন্ত-মণ্ডন সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকে। সেরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে—অসহায় নির্ব্বান্ধব প্রদেশে প্রাণত্যাগ করিলেও, কোন পথিক বা অপরিচিত ব্যক্তি শবদেহ রীতিমত সমাধিত করিতে পারিবে।

কি জানেন না, এস্থানটী নরশক্র দুর্দ্দান্ত জানদিগের* আবাস ?" তাঁহারা নবাগত বৃদ্ধের নিকটে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। দ্বিতীয় বৃদ্ধ শ্রবণ করিয়া প্রথম বৃদ্ধের ন্যায় ভাবী ঘটনাগুলি দেখিবার অভিলাষে তাঁহাদের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। দেখিতে দেখিতে আর একটী বৃদ্ধ তথায় আসিয়া উপস্থিত। তৃতীয় বৃদ্ধের সঙ্গে একটী চিত্রাঙ্গ অশ্বতর ছিল। তিনিও পূর্ব্বাগত বৃদ্ধদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে সেরূপ ভয়ানক স্থানে উপবিষ্ট থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় জিনী-ঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। তৃতীয় বৃদ্ধও শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য তাঁহাদের সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

ক্ষণমধ্যেই সম্মুখস্থিত মরুভূমির মধ্য হইতে বালুকা-রাশি প্রবল-সঙ্কুল-বায়ুভরে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং ক্রমে একটী গগণস্পর্শী সুদীর্ঘ স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়া উদ্যানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহারা ব্যাকুল হৃদয়ে সেইদিকে, চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বালুকারাশি অপনীত হইয়া, সেই ভীষণ জিনীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সাধু দেখিলেন, তাহার হস্তে একখানি খরশাণ ভীষণ দর্শন খড়্গা রহিয়াছে—ক্রোধারক্ত নয়নদ্বয় হইতে ঘন ঘন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে ; অমনি ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়াগেল—প্রাণভয়ে হৃদয় একেবারে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। জিনী ক্রমে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধদিগের মধ্য হইতে সাধুকে টানিয়া আনিয়া বলিল "ওঠ্রে নরাধম ! আমি তোরে দ্বিখণ্ড করি।—তুই আমার প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছিস্—আজি তোর রক্ত-স্রোতে সেই দারুণ শোক-সন্তাপ দূর করি।" তাহার সেই কঠোর কণ্ঠস্বরে সমস্ত উদ্যানটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সাধু উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখে উপস্থিত বৃদ্ধত্রয়েরও নয়ন দিয়া অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে জিনী সাধুর মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য খড়্গা উত্তোলিত করিল। হরিণীর অধিকারী প্রথম বৃদ্ধ, কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া জিনীর নিকটে গেলেন এবং তাহার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন

---

* জান—জিনীদিগের জাতিভেদ বিশেষ। ১০ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

"হে প্রবল-প্রতাপ জানদিগের রাজাগণের অধিপতি জিনী-রাজ! আপনি অনুমতি করেনত আমি আমার নিজের এবং এই হরিণীর উপাখ্যান বর্ণন করি।—যদি আমার বর্ণিত আখ্যায়িকা, এই সাধুর ইতিহাসের অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও মনোহর হয়, তাহা হইলে অনুকম্পা পুরঃসর সাধুর রক্ত-দর্শনে আপনার যে অধিকার আছে, তাহার এক তৃতীয়াংশ ভিক্ষা-স্বরূপ আমাকে প্রদান করিবেন কি?" জিনী বলিল "ভাল, তোমার উপাখ্যান বর্ণন কর—আখ্যায়িকাটী যদি যথার্থই এই সাধুর বিবরণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে রক্ত-দর্শনেচ্ছার তিন অংশের একাংশ পরিত্যাগ করিব।"

প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণী।

প্রথমাগত বৃদ্ধ বলিলেন, আফ্রীতরাজ! শ্রবণ করুন,—এই হরিণী আমার খুল্লতাত-তনয়া,—আমার নিজ শরীরস্থ রক্ত-মাংসাপেক্ষাও অধিক প্রিয়তমা। ইহার যখন প্রথম যৌবনোদ্ভেদ হয়,* তখন আমি ইহাকে বিবাহ করি। আমি বিবাহ করিয়া ইহার সহিত প্রায় ত্রিশবৎসর একত্রে সহবাস করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটীও সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে কি করি, পুত্রকামনায় একটী ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিতে লাগিলাম†। পরমেশ্বরের কৃপায় সেই ক্রীতদাসীর গর্ভে আমার একটী পরম রূপবান্ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিল। নবপ্রসূত শিশুর অসামান্য রূপলাবণ্যে যেন আমার আবাস একেবারে আলোকিত হইয়া গেল। শিশুটীর যেমন সুবিশাল নয়ন, তেমনি টানাল ভ্রূ—যেমন পূর্ণ শশধরের ন্যায় মনোহর মুখমণ্ডল, তেমনি সুগঠিত হস্তপদাদি!—শিশু দিন দিন শুক্ল-পক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে, তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর অতীত

---

* আরব-কন্যারা দ্বাদশবৎসর বয়ঃক্রমেই প্রায় প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়া থাকে।

† যদি ক্রীতদাসীর গর্ভে অধিকারীর ঔরসে সন্তান জন্মে এবং তাহার জন্মদাতা নিজ সন্তান বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে পুত্র বা কন্যা (মুসলমান ব্যবহারানুসারে) বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় গণিত হয়। টীকার পরিশিষ্টে ক্রীতদাসদাসী-বিষয়ক টীকা দেখ।

হইল। এই সময়ে কার্য্যবশে আমাকে দেশান্তরে যাইতে হইল ;—আমি কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাণিজ্যার্থ দূর প্রদেশে চলিয়া গেলাম।

আমার সহধর্ম্মিণী--এই হরিণী বাল্যাবস্থায় ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সে,এই অবসরে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার বলে আমার প্রণয়িণী ক্রীতদাসীকে গাভী ও আমার পুত্রটীকে বৎসরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পশুপালকের হস্তে সমর্পণ করিল। বহুদিবসের পর আমি বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—মনে মনে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল। প্রিয়তমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পুত্র ও ক্রীতদাসী কোথায়? সে বলিল "তোমার ক্রীতদাসী অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে আর তাহার পর তোমার পুত্র যে কোথায় পালাইয়া গিয়াছে,তাহা আমি জানি না।" তাহার সেই কথা শুনিয়াই, আমি রোদন করিতে লাগিলাম। কি করিব, সমস্তই সেই জগৎপতি জগদীশ্বরের হাত—তাহাদের জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া কেবল করুণ বিলাপে ও রোদনেই দিবারজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

এইরূপে পূর্ণ একবৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল ; প্রধান পর্ব্বাহ বক্রীদ* উপস্থিত। আমি পশুরক্ষককে আহ্বান করিয়া, পশুশালা হইতে বধার্থ একটী হৃষ্টপুষ্ট গাভী আনিতে বলিলাম। সে গাভীরূপা প্রিয়তমা ক্রীতদাসীকেই আমার সম্মুখে লইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে জবাই করিবার জন্য জামার আস্তিন গুটাইয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা খানি গ্রহণ করিলাম। গাভী আমাকে ছুরিকা খানি গ্রহণ করিতে দেখিয়াই, আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সেইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়াই, আমার হৃদয় দয়ারসে আর্দ্র হইয়াগেল—আমি আর তাহাকে বধ করিতে পারিলাম না ; পশুরক্ষকের হস্তে ছুরিকা-খানি প্রদান করিয়া তাহাকেই গাভীটী জবাই করিতে বলিলাম। সে তৎ-ক্ষণাৎ আমার আজ্ঞা সম্পাদন করিয়া, গাভীর ত্বক্ ছাড়াইয়া ফেলিল। যদিও গাভীটী বেস্ হৃষ্টপুষ্ট ছিল বটে, কিন্তু কেবল অস্থি ও চর্ম্ম ব্যতীত

* আরবীয়দিগের দুইটী মাত্র পর্ব্ব আছে। ১ম, ঈদ্ ও ২য় বক্রীদ, বক্রীদটীই সর্ব্ব-প্রধান পর্ব্বাহ। ইহা জেলহেজ্জ বা জুলহেজ্জে মাসের দশম দিবসে হইয়া থাকে—এইদিন উৎসবার্থ পশুবধ করিতে হয়।

তাহার শরীরে আর কিছুই ছিল না ; সুতরাং তাহার দ্বারা আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। আমি নিরর্থক তাহাকে বধ করার জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন গতবিষয়ের অনুশোচনায় আর ফল কি ? নিহত গাভীটী পশুপালককে প্রদান করিয়া বলিলাম, এ গাভীতে আমার প্রয়োজন নাই ; তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া, একটী নধর স্থূলকায় বৎস আনয়ন কর। সে আমার এই কথা শুনিয়াই, পশুশালার মধ্য হইতে বৎসরূপী পুত্রকে আমার সম্মুখে আনয়ন করিল। বৎসটী আমাকে দেখিয়াই, দড়ি ছিঁড়িয়া লম্ফঝম্ফ প্রদান করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া এমনি কাতর-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে, আমার হৃদয় গলিয়া গেল। পশুপালককে বলিলাম, তুমি আর একটী গাভী লইয়া আইস, এবং ইহাকে—

শহরজাদ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দেখিলেন ; রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উপাখ্যান-বর্ণনে নিবৃত্ত হইলেন। দুনিয়াজাদ বলিলেন "ভগিনি! আপনার এ উপাখ্যানটী কি চমৎকার! কি সুন্দর! কি মনোহর! কি মিষ্ট!" তাঁহার এই কথা শুনিয়াই, চতুরা শহরজাদ বলিলেন "ভগিনি! তুমি কি ইহাকেই মনোহর বল ?—ইহার পর যাহা আছে, তাহার তুলনায় ত ইহা কিছুই নহে। যদি ধার্ম্মিকপাল নরপতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অদ্য আমার প্রাণবধ না করেন, তাহা হইলে কল্য রজনীতে ইহার অবশিষ্ট অংশ বর্ণন করিব—দেখিবে, তাহা আবার ইহা অপেক্ষা আরও কত উত্তম—কত মনোহর।" নরপতি শারিয়ার, তাঁহার মনোহর উপন্যাস শ্রবণে একেবারে মোহিত এবং উপসংহারাবধি শ্রবণ করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন ; সুতরাং মনে মনে বলিলে "আল্লার দোহাই, যত দিন এই মনোহর গল্পের শেষ না হইতেছে, ততদিন যুবতীর প্রাণদণ্ড করিব না।"

শারিয়ার যথাবিধি ভজনাদি সমাপনানন্তর নিজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। উজীর একটা অন্ত-মণ্ডন সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শারিয়ার তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই, অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বিচার মীমাংসা ও দণ্ডার্হদিগকে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। উজীর, নরপতির সেইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া, একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

ক্রমে সভাভঙ্গের সময় উপস্থিত হইল। শারিয়ার উঠিয়া নিজ বিশ্রাম-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। উজীর এতক্ষণ প্রতিমুহূর্ত্তেই কন্যার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, কিন্তু নরপতি আর সে দিন আহ্নিক রীতানুসারে শহরজাদকে বধ করিতে বা বিবাহের জন্য আর একটী কন্যাকে আনিতে বলিলেন না। উজীর বিস্মিত-হৃদয়ে সেদিনের মত স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাত্রিকালে শারিয়ার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় সে রাত্রিও পরম সুখে অতিবাহিত হইল। শেষ রাত্রে দুনিয়াজাদ অবসর বুঝিয়া পুনরায় উপাখ্যান বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। শহরজাদ বাদসাহের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।*

শহরজাদ বলিলেন—বৃদ্ধ বৎসটীকে সেইরূপ ব্যাকুল ভাব প্রকাশ করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং সেটীকে হত্যা না করিয়া পশুশালার মধ্যে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। জিনী বৃদ্ধের এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

জিনীরাজ! আমি এইরূপে পশুপালককে বৎসটী পশুশালার মধ্যে রাখিয়া আসিতে বলিলাম দেখিয়া, এই হরিণী—আমার সহধর্ম্মিণী বলিল "সে কি! এমন স্থূলকায় বৎসটা রাখিয়া আসিতে বলিতেছ কেন?—এইটাকেই জবাই কর ইহা অপেক্ষা উত্তম বৎস আবার কোথায় পাইবে?" প্রিয়তমা সেটীকে বধ করিবার জন্য আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কিছুতেই আমি জবাই করিতে পারিলাম না—সেটীকে তথা হইতে লইয়া যাইতে বলিলাম। পশুপালক তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

---

* আদি গ্রন্থে প্রতি রজনীর শেষেই এইরূপ বর্ণন আছে। প্রতিরাত্রিতেই শহরজাদ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গল্পের অসম্পূর্ণ অবস্থায় বর্ণন শেষ করেন এবং প্রতিরাত্রির শেষেই শারিয়ার মনে করেন, শহরজাদের উপাখ্যানের ভাণ্ডার শেষ হইলেই, তাঁহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দিবেন; প্রতিদিনই উজীর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। আদিগ্রন্থে এইরূপ এক প্রকার ঘটনাবলী সহস্র রাত্রে সহস্রবার বর্ণিত হইয়াছে, সেই এক কথা হাজার বার লিখিলে, পাঠকগণের অরুচি জন্মিবে ও গল্পগুলির রসের অনেক হানি হইবে বলিয়া, এ অনুবাদে সে বর্ণনগুলি অনুবাদিত করা হইল না; গল্পগুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ণন করা হইল। কেবল কোন্ গল্পটী কোন্ রাত্রি হইতে কোন্ রাত্রি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছিল, তাহাই সূচিপত্রে দর্শিত হইয়াছে।

বক্রীদ্ উৎসব শেষ হইল। পরদিন প্রাতে আমি একাকী বসিয়া আছি; পশুপালক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল "প্রভু, আমি এমনি একটী সুসমাচার আনিয়াছি যে আপনি শুনিলেই একেবারে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন—বলুন, আমায় কি পারিতোষিক প্রদান করিবেন বলুন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি? ব্যাপার কি? সে বলিল "প্রভু, আমার একটী কন্যা আছে, সে বাল্যকালে আমাদের একটী আত্মীয়া বৃদ্ধার নিকট ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। গতকল্য যখন আপনি আমাকে বৎসটী লইয়া যাইতে বলিলেন, তখন আমি সেটীকে লইয়া নিজ আবাসে গেলাম। আমার কন্যা গো-বৎসটীকে দেখিয়াই অবগুণ্ঠনে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত পরেই আবার হাসিয়া বলিল 'পিতঃ! আপনার বিবেচনায় আমি কি একেবারে এতদূর হীন হইয়া পড়িয়াছি, যে আপনি অনায়াসে একটী অপরিচিত ব্যক্তিকে আমার নিকটে লইয়া আসি-লেন?'আমি তাহার সেই কথা শ্রবণ করিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সেকি? আমি আবার কাহাকে তোমার নিকটে লইয়া আসি লাম? আর তুমিই বা একবার রোদন করিয়া, আবার তাহার পরক্ষণেই হাসিয়া উঠিলে কেন? সে বলিল 'এই বৎসটী প্রকৃত বৎস নহে—ইনি আমাদের প্রভুর পুত্র। আমাদের প্রভুপত্নী ইহাঁকে ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে বৎসরূপী ও ইহাঁর জননী—আমাদের প্রভুর প্রিয়তমা ক্রীতদাসীকে গাভী-রূপা করিয়াছেন; আমি সেই জন্যই হাস্য করিলাম এবং প্রভু যে গাভী বিবেচনায় প্রিয়তমা ক্রীতদাসীকে হত্যা করিয়াছেন, তাহাই জানিতে পারিয়া আমার অশ্রু নিপতিত হইল।' আমি তাহার এই কথা শ্রবণ করি-য়াই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং আপনাকে এই শুভ সমাচার প্রদান করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া রহিলাম। এখন প্রভাত হইবা মাত্রই, মহাশয়ের সন্নিধানে সমস্ত বর্ণন করিবার জন্য আসিতেছি।

জিনীরাজ! আমি পশুপালকের সেই কথা শুনিয়াই অসীম আনন্দে, সুরাপান না করিয়াও যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং তাহার সহিত দ্রুত তাহার বাটীতে গেলাম। পশুপালকের কন্যা আমাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া আমার করপ্রান্ত চুম্বন করিল। বৎসটী আমাকে দেখিয়াই আনন্দে



লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে করিতে, নিকটে দৌড়িয়া আসিল। আমি পশু-পালক-দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভদ্রে! তুমি এই বৎসটীর বিষয়ে যাহা বলিয়াছ, তাহা কি সত্য? সে বলিল "হাঁ প্রভু, সমস্তই সত্য, ইনিই আপনার প্রাণসম প্রিয়তম পুত্র।" আমি বলিলাম, বৎসে! তুমি যদি ইহাকে এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিতে পার, তাহা হইলে আমি যে কতদূর কৃতার্থ হই তাহা বলিতে পারি না—তুমি যদি ইহাকে পুনরায় মনুষ্য করিয়া দাও, তাহা হইলে আমার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি এবং স্বোপার্জ্জিত গো মেষাদি, যাহা কিছু আছে, সমস্তই তোমাকে প্রদান করিব। আমার এই কথা শুনিয়াই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল "প্রভু, আপনি যতক্ষণ দুইটী বিষয়ে স্বীকৃত না হইতেছেন, ততক্ষণ আমি আপনার কিছুই চাহি না। সে বিষয় দুইটী এই—প্রথম, আপনার পুত্র পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলে আমার সহিত বিবাহ দিতে

হইবে ; দ্বিতীয়, ইহাঁর রূপান্তরকর্ত্রীকেও আমি রূপান্তরিত করিব। তাঁহাকে যদি আমি এইরূপ রূপান্তরিত না করি, তাহা হইলে কখনই আমি তাঁহার চাতুরী হইতে রক্ষা পাইব না।" আমি বলিলাম, শুভে! আমার পুত্র এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি, আজি হইতে, তোমারই হইল। আমার খুল্লতাত-পুত্রীর জীবনও তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি তাহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। যুবতী এই কথা শুনিয়াই, একটী জলপূর্ণ পাত্র আনয়ন করিয়া তাহার উপরে একটী অপরিস্ফুট মন্ত্র পাঠ করিল এবং পাত্রস্থ জল বৎসের গাত্রে ছিটাইয়া দিয়া বলিল "যদি জগদীশ্বর তোমাকে এইরূপ গোবৎস করিয়া সৃজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি এইরূপেই থাক, আর যদি তুমি ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বশে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাক, তাহা হইলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের একমাত্র কর্ত্তা জগদীশ্বরের আজ্ঞায় পূর্ব্বরূপ ধারণ কর।" দেখিতে দেখিতে বৎসটী মনুষ্যরূপ ধারণ করিল।

আমি প্রিয়তম পুত্রকে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আল্লার দোহাই—বৎস! আমার অনুপস্থিতি-সময়ে তোমার বিমাতা—আমার খুল্লতাতপুত্রী—তোমার ও তোমার জননীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।" সে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। আমি বলিলাম, বৎস! জগদীশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক তোমার উদ্ধারের ও তোমার শত্রুর উচিত শাস্তি প্রদানের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

জিনীরাজ! আমার আর তখন সুখের সীমা রহিল না ; প্রতিজ্ঞানুসারে পশুপালকের দুহিতার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলাম। পশুপালক-দুহিতা ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবলে আমার খুল্লতাত-তনয়াকে এই হরিণীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। জিনীরাজ! আমি এই হরিণীরূপিণী খুল্লতাত তনয়াকে লইয়া এই স্থান দিয়া যাইতেছিলাম ; দেখিতে পাইলাম, এই সাধু একাকী এই স্থানে উপবিষ্ট আছেন,—এরূপ নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। সাধুর অদৃষ্টে কি ঘটে, দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমিও উপবিষ্ট হইলাম।—এই আমার ইতিহাস।

জিনী বৃদ্ধের বিবরণটী সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল "তোমার উপন্যাসটী অতি উত্তম—মনোহর! এই সাধুর জীবনে আমার যে অধিকার আছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ তোমাকে প্রদান করিলাম।"

জিনীর এই কথা শুনিয়াই কুক্কুরদ্বয়ের অধিকারী অগ্রসর হইয়া বলিলেন "জিনীরাজ! যদি আমি এই কুক্কুরদ্বয়ের ও নিজের অদ্ভুত বিবরণ বর্ণন করি এবং তাহা আপনার বিবেচনায় সঙ্গীর বর্ণিত উপাখ্যানেরই ন্যায় মনোহর হয়, তাহা হইলে আমাকেও কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধুর রক্ত দর্শনের অধিকারের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিবেন?" জিনী বলিল "ভাল, করিব।" তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও কুক্কুরদ্বয়।

হে জানকুলের অধিপতিদিগের অধিরাজ! শ্রবণ করুন। এই কুক্কুরদ্বয় আমার সহোদর। আমার পিতা মৃত্যুকালে তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা* রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি নিজ অংশ গ্রহণ করিয়া নানাবিধ দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ার্থ একটী দোকান খুলিলাম, আর আমার সহোদরদ্বয়ের মধ্যে একজন কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে গেলেন এবং সমব্যবসায়ীদিগের সহিত নানা দেশে ঘুরিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় একবৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার সহোদর বাণিজ্যকার্য্যে সমস্ত মূলধন নষ্ট করিয়া নিঃস্ব—নিঃসম্বল গৃহে ফিরিয়া

---

* আরবদেশে প্রচলিত দুই প্রকার মুদ্রা সর্ব্বপ্রধান; প্রথম দীনার, ইহা স্বর্ণ-মুদ্রা, আমাদের দেশীয় দীনারের মূল্য ১৬৲ টাকা, কিন্তু আরবীয় দীনারের মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র। দ্বিতীয় দির্হেম; ইহা রৌপ্য মুদ্রা, আমাদের প্রচলিত মুদ্রার তুলনায় ইহার মূল্য প্রায় চারি আনা মাত্র।

আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, কেমন তোমাকে কি আমি তখনই বিদেশে যাইয়া ব্যবসায় করিতে নিষেধ করি নাই?—সে সময়ে আমার উপদেশে কর্ণপাত না করার এই ফল। ভ্রাতা রোদন করিতে করিতে বলিলেন "ভ্রাতঃ! সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বক্ষম সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর যাহার যেরূপ অদৃষ্ট নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে? তিনি আমার অদৃষ্টে যাহা বিধান করিয়াছেন,তাহাই ঘটিয়াছে—এখন আর ভর্ৎসনায় ফল কি?—আমার আর এক কপর্দ্দকও নাই।" আমি তাঁহাকে নিজ দোকানে লইয়া গেলাম, এবং সাধারণ স্নানশালায় স্নান করাইয়া, আমার নিজের ব্যবহারার্থ প্রস্তুত মূল্যবান বসন ভূষণাদি পরাইয়া দিলাম; পরে উভয়ে একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহারান্তে অমি বলিলাম "ভ্রাতঃ! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখনত আর তোমার কিছুই নাই—আমার দোকানে এক বৎসরে যাহা কিছু লভ্য হইবে, মূলধন বাদ, সেই লভ্যাংশ হিসাব করিয়া আমরা উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইব।"

ক্রমে এক বৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। হিসাব করিয়া দেখিলাম, দোকানে দুই সহস্র দীনার লভ্য হইয়াছে। আমি তজ্জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং সেই লভ্যাংশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ভ্রাতাকে এক সহস্র দীনার প্রদান করিলাম। এই সময়ে আমার অপর সহোদর বাণিজ্যার্থ বিদেশে গেলেন এবং পূর্ব্বোক্ত সহোদরের ন্যায় তিনিও এক বৎসরের পর নিঃসম্বল ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকেও আমি অপর সহোদরের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিয়া দোকানের বাৎসরিক লাভের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলাম।

এইরূপে তিন সহোদরে একত্রে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার সহোদরদ্বয় পুনরায় বাণিজ্যার্থ বিদেশযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবার তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। কিন্তু আমি কিছুতেই বিদেশে যাইতে স্বীকৃত হইলাম না। তাঁহারা অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, তোমরা বিদেশযাত্রায় কি লাভ করিয়াছ?—আমি কি লাভ করিবার জন্য বিদেশে যাইব? তাঁহারা আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম

না। সুতরাং আর কাহারই বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাওয়া হইল না। আমরা এক বৎসর দোকানেই ক্রয় বিক্রয় করিলাম। এক বৎসরের পর ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় বিদেশে বাণিজ্য-যাত্রার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আমি সে বারেও কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম না। তাঁহারা এইরূপ প্রতি বৎসরই বিদেশযাত্রার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে পূর্ণ ছয় বৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। অবশেষে আমি আর বারম্বার তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে পারিলাম না; অগত্যা বিদেশযাত্রায় স্বীকৃত হইয়া বলিলাম, অগ্রে হিসাবকরিয়া দেখি, এই কয় বৎসরে দোকানে কত লভ্য হইয়াছে; তৎপরে বিদেশযাত্রার উদ্যোগ করা যাইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গেল, মূলধন ও লভ্যাংশে আমাদের মোট ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আছে। আমি সহোদরদ্বয়কে বলিলাম, আইস এই ছয় সহস্র মুদ্রার অর্দ্ধেক, তিন সহস্র মুদ্রা, কোন গুপ্তস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখি; এবং অপর তিন সহস্র মুদ্রা লইয়া বাণিজ্য যাত্রা করা যাউক; কি জানি, পূর্ব্বের ন্যায় যদি কোন বিপত্তি ঘটে—আর সমস্ত মূলধন পর্য্যন্তও হারাইতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া, তিন জনে প্রোথিত তিন সহস্র মুদ্রা অংশ করিয়া লইয়া, পুনরায় ব্যবসায় আরম্ভ করিব। সহোদরদ্বয় বলিলেন "ভাল, সেই পরামর্শই উত্তম।" আমি দীনারগুলি দুইভাগে বিভক্ত করিলাম এবং তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা আমার বাটীর একাংশে প্রোথিত করিয়া অপর তিন সহস্র মুদ্রা তিনজনে অংশ করিয়া লইলাম। এইরূপে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আমরা তিনজনে নিজ নিজ বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিলাম এবং একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া, তন্মধ্যে সমস্ত বোঝাই তুলিয়া দিয়া বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলাম। পূর্ণ একমাসকালের পর আমরা একটী বৃহৎ নগরীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইবা মাত্রেই আমাদের সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যগুলি বিক্রীত হইয়া গেল। আমরা প্রতি মুদ্রায় দশমুদ্রা লাভ করিলাম।

স্বদেশ ফিরিয়া আসিবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করা হইল। আমরা জলযানে উঠিতে যাইতেছি, সহসা সমুদ্রতীরে একটী মলিনবসনা অতি দীনা যুবতীকে দেখিতে পাইলাম। যুবতী নিকটে আসিয়া আমার করপ্রান্ত চুম্বন

করিয়া বলিল "প্রভু! আপনার হৃদয় কি দয়াশীল—আপনি কি দাতা?—আপনার হৃদয় কি দুঃখীর দুঃখে গলিয়া থাকে? যদি সেরূপ হয়, তাহা হইলে আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।" আমি বলিলাম, শুভে! তুমি আমার উপকার কর আর না কর, তোমার কথিত গুণদ্বয়ে আমি নিতান্ত বঞ্চিত নহি। যুবতী বলিল "প্রভু! আপনি যদি যথার্থই দয়াশীল হয়েন, তাহা হইলে আমাকে আপনার সহধর্ম্মিণী করিয়া স্বদেশ লইয়া যাউন—আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম*। আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন—প্রভু! আমি যথার্থই দয়ার পাত্র। যদিও আমাকে এরূপ দীনহীন দেখিতেছেন তথাপি অবহেলা করিবেন না, আমি আপনার সদয় ব্যবহারের প্রতিশোধ প্রদান করিব।" তাহার এই কথা শুনিয়াই, আমার হৃদয় গলিয়া গেল; আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতা জগৎপাতা জগদীশ্বরের প্রিয়সাধনার্থ তাহাকে অর্ণবপোতে লইয়া গেলাম এবং যথোপযুক্ত উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইয়া, একটী সুসজ্জিত গৃহে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলাম।

জাহাজের পালি তুলিয়া দেওয়া হইল। জলযান বায়ুবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই অবধি নবপরিণীতা রমণীর সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলাম;—যাহাতে তাহার মনোরঞ্জন হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন কি, ভ্রাতাদিগের সহবাস ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা প্রণয়িনীর নিকটেই বাস করিতে লাগিলাম। ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে সেইরূপ প্রণয়রসাস্বাদে মত্ত দেখিয়া, একেবারে হিংসায় জর্জ্জরীভূত হইয়া গেলেন। একে আমি বাণিজ্যে অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছি—প্রচুর বাণিজ্যদ্রব্য ও প্রভূত স্বর্ণমুদ্রার অধিকারী হইয়াছি, তাহাতে আবার সেইরূপ প্রণয়-সুখভোগ—তাঁহাদের আর সহ্য হইল না। তাঁহারা উভয়ে আমাকে বিনাশ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং বলিলেন "আইস আমাদের সহোদরকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিয়া, তাহার প্রাণবিনাশ করি ও সমস্ত ধনসম্পত্তি উভয়ে অংশ করিয়া লই।" সয়তানের প্ররোচনায় তাঁহারা আমাকে বিনাশ করিতেই কৃত-

* মহম্মদীয় নিয়মানুসারে কন্যা যদি বলে 'আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম।' বর তদুত্তরে 'গ্রহণ করিলাম' বলিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহস্থানে সাক্ষীর প্রয়োজন, কিন্তু সাক্ষী পাওয়া অসম্ভব হইলে, তদ্ব্যতীতও বিবাহ সিদ্ধ হয়।

সঙ্কল্প হইলেন। তখন আমার প্রাণবিনাশ অতি সহজ বলিয়া বিবেচিত হইল।

এক দিন নিশীথে আমি প্রণয়িণীর সহিত একত্রে নিদ্রিত আছি; আমার ভ্রাতৃদ্বয় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিত অবস্থাতেই আমাদের দুইজনকে ধরাধরি করিয়া সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। জলমধ্যে নিপতিত হইবা মাত্রেই আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রিয়তমা সহসা সর্ব্বশরীর কম্পিত করিয়া একটী পরী-মূর্ত্তি* ধারণ করিল এবং আমাকে জল হইতে তুলিয়া একটী দ্বীপে স্থাপন করত অন্তর্হিত হইল। সমস্ত রজনী আমি সেই দ্বীপে অতিবাহিত করিলাম। প্রাতে আমার সহধর্ম্মিণী পুনরায় আসিয়া বলিল "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তুমি আমাকেই বিবাহ করিয়াছিলে। পবিত্রনামা পরমপিতা জগদীশ্বরের কৃপায় কল্য আমিই তোমাকে জলধির জল হইতে উদ্ধার করিয়াছি। আমি না থাকিলে, বোধহয় তুমি কোন প্রকারেই সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিতে না—যাহা হউক, জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ! আমি মানুষী নহি—আমি পরী—আমি নাস্তিক-শ্রেণী-ভুক্ত নহি—জগদীশ্বরের অপার মাহাত্ম্য ও অনাথবন্ধু ত্রাণকর্ত্তা মহম্মদের উপদেশ বিশ্বাস করি। জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি কেবল তোমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াই মানুষী রূপ ধারণ পূর্ব্বক তোমার প্রণয়প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও আমাকে ধর্ম্মস্বরূপ বিবাহ করিয়াছিলে—তখন যে আমার ততদূর দুরবস্থা ছিল, তুমি তাহার দিকে একবারও লক্ষ কর নাই। আমি তোমার উপকার করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম—কল্য সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। দেখ, তোমার জীবন বাঁচাইয়া দিলাম, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক উপকার হইতে পারে? তোমার ভ্রাতৃদ্বয়ের অসদ্ব্যবহারে আমার অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইয়াছে—তোমার উপকার করা হইয়াছে, এখন দুষ্কার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, হৃদয়ের ক্ষোভ দূর করি।" আমি তাহার সেই কথা শুনিয়াই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং প্রাণরক্ষার জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলাম, যদিও

* পরী—স্ত্রী জিনীদিগকে 'জিনীয়ে' বলে, কিন্তু আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য বর্ত্তমান অনুবাদের সর্ব্বত্রই পরী বলিয়া অনুবাদ করিলাম।

আমাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, তথাপি তাহারা আমার সহোদর—তাহাদের প্রাণে মারিতে আমার ইচ্ছা নাই।

অনন্তর পূর্ব্বে ভ্রাতাদিগের সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম; তাহা একে একে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলাম। পরী সমস্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বলিল "অদ্য রাত্রিতেই আমি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া তোমার সহোদরদ্বয়কে বিনাশ করিব" তাহার সেই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, আল্লার দোহাই, তুমি তাহাদিগকে প্রাণে মারিও না—প্রবাদ আছে 'যে উপকারীর অপকার করে, তাহার আর প্রত্যপকার করিতে হয় না; কৃতঘ্নের কৃতঘ্নতাই যথেষ্ট শাস্তি, তাহার আর অধিক শাস্তির প্রয়োজন নাই।' বিশেষতঃ তাহারা যাহাই করুক না কেন—আমার সহোদর ভ্রাতা। পরী পুনরায় বলিল "না তাহারা যাথার্থ বধার্হ, তাহাদের প্রাণবধ করাই উচিত এবং তাহাই তাহাদিগের প্রকৃত শাস্তি।" সে যাহাতে আমার ভ্রাতাদিগকে বধ না করে—যাহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট না হয়, আমি তজ্জন্য পরীকে বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে পরী আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উৎপতিত হইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার নিজ আবাসের ছাদে নামাইয়া দিল।

আমি ছাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করত প্রোথিত স্বর্ণ মুদ্রাগুলি বাহির করিলাম এবং প্রতিবেশীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় দোকান খুলিলাম। প্রথম দিন ক্রয় বিক্রয়ে একরূপ কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, বাটীর মধ্যে দুইটী কুক্কুর বান্ধা রহিয়াছে। আমি নিকটে যাইবা মাত্র কুক্কুরদ্বয় আমার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। একি, কুক্কুরদ্বয় আমার বাটীর মধ্যে কে আনিল! আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। দেখিতে দেখিতে সেই পরী—আমার স্ত্রী—সম্মুখে আসিয়া বলিল "কি ভাবিতেছ?—ইহারা তোমার সেই কৃতঘ্ন সহোদর।" আমি বলিলাম, সেকি! ইহাদের এরূপ দুরবস্থা কে করিল? পরী বলিল "ইহাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য আমার সহোদরাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তিনিই ইহাদিগকে এই কুক্কুররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ণ দশ বৎসর ইহাদিগকে এই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে—ইহার মধ্যে ইহাদিগকে মনুষ্য করিবার আর কোন উপায় নাই।"



জিনীরাজ! আজি সেই দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—আমি এই কুক্কুররূপী সহোদরদ্বয়কে পুনরায় পূর্ব্বরূপ ধারণ করাইবার জন্য সেই পরীর নিকটে লইয়া যাইতেছিলাম, সহসা এইস্থানে আসিয়াই দেখিলাম সেখদ্বয়* বসিয়া আছেন। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে এরূপ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সেখদ্বয় সমস্ত বর্ণন করিলেন। সাধুর অদৃষ্টে কি ঘটে দেখিবার জন্য আমিও এইখানে রহিয়া গেলাম। জিনীরাজ! এই আমার ইতিহাস।

* সেখ—প্রকৃত অর্থ বৃদ্ধ, এস্থলে মহাশয়। আরবীয়েরা মান্য ব্যক্তিমাত্রকেই সেখ বলিয়া থাকে। জ্ঞানী ও বিদ্বানদিগকেও সেখ বলে।

জিনী তাঁহার বিবরণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল "তোমার উপাখ্যানটী অতি উৎকৃষ্ট, অতি মনোহর! আমি সাধুর দোষের অপর এক তৃতীয়াংশ মার্জ্জনা করিলাম।"

জিনীর এই কথা শুনিয়াই তৃতীয় বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়াবলিলেন "জিনীরাজ! আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার হৃদয় ভেদ না করেন, তাহা হইলে আমিও আমার এবং এই অশ্বতরের বিবরণ বর্ণন করি। আমার বিবরণ সেখদিগের বর্ণিত আখ্যায়িকার ন্যায় মনোহর নহে—তাহা অতি সামান্য।

তৃতীয় বৃদ্ধ ও অশ্বতর।

এই যে অশ্বতরটী দেখিতেছেন এটী আমার পরিণীতা রমণী। পাপিয়সী একটী কাফ্রী ক্রীতদাসের সহিত ভ্রষ্টা হয়। আমি প্রকৃত বিষয় কিছুই জানিতাম না, সহসা একদিন দেখিলাম পাপিয়সী দাসের সহিত দুষ্কর্ম্মে রত রহিয়াছে। পাপিয়সী সেই সময় আমাকে দেখিয়াই একেবারে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল এবং পাত্রপূর্ণ জল লইয়া, একটী অস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করত, সমস্ত আমার গাত্রে ছিটাইয়া দিল। আমি অমনি কুক্কুররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলাম। কি করি-মহা বিপদ, কথা কহিবার শক্তি নাই, মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই—কি করিয়া লোকের নিকট নিজ বিপদ জানাই, কি করিয়া লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি যেখানে যাইব, লোকে সেই স্থান হইতে "দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কোথায় যাইব, কি করিব—কি করিলে উপস্থিত ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার হইব তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। প্রাণভয়ে বাটী হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইলাম। সম্মুখেই একটী কসাইয়ের দোকান ছিল, দৌড়িয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কসাইয়ের কন্যা ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় নিপুণ ছিল। সে আমাকে সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক মন্ত্রবলে পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। জগদীশ্বরের কৃপায় আমি সেই ভয়ানক বিপদজাল হইতে উদ্ধার হইলাম। কসাইয়ের কন্যা আমার দুষ্টা

ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে রূপান্তরিত করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার কথায় সম্মতি প্রদান করিলাম। সে ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বলে দুষ্টাকে অশ্বতররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

জিনীরাজ! এই আমার সামান্য বিবরণ। এখন অনুকম্পা পূর্ব্বক যদি সাধুর অপরাধের অবশিষ্টাংশ মার্জ্জনা করেন, তাহা হইলে যে কতদূর অনুগৃহীত হই, তাহা আর বলিতে পারি না। দেখুন, একজন ঈশ্বরানুগৃহীত কবি বলিয়াছেন ঃ—

উত্তম সতেজ বীজ করিয়া গ্রহণ
ঊষরেও কেন তুমি করনা রোপণ
একেবারে ফলহীন হবেনা কখন,
অবশ্য ফলিবে কিছু করিলে যতন।
বেশি হয় কম হয় ফলিবে নিশ্চয়,
যতনে সিচিলে জল বিফল না হয়।
কুস্থানে পুঁতিয়া দাও অমৃতের ফল,
অমৃত ফলিবে তাহে না হবে গরল।
ভাল স্থানে বেশি হ'ত—অল্প হবে নয়;
অমৃতের বীজে কভু গরল না হয়।

তৃতীয় শেখের বিবরণ শেষ হইল। জিনী উপাখ্যান শ্রবণে পুলকিত হইয়া বলিল "তোমাদের উপাখ্যানগুলি অতি মনোহর—সাধুর অপরাধের অবশিষ্টাংশ মার্জ্জনা করিলাম। উহার রক্ত দর্শনে আমার যে অধিকার ছিল, তাহা সমস্ত তোমাদিগকে প্রদান করিলাম।" সাধু পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া সেখদিগের নিকটে গেলেন এবং প্রাণরক্ষার্থ শত শত ধন্যবাদ দিলেন। বৃদ্ধত্রয় পরম আনন্দিতহৃদয়ে স্ব স্ব অভিলষিত দিকে চলিয়া গেলেন, সাধুও নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

চতুরা শহরজাদ উপাখ্যানটী শেষ করিয়াই সহোদরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দুনিয়াজাদ! তুমি এই উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ, ধীবরের উপাখ্যান আবার ইহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক মনোহর।" নরপতি শারিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন "ধীবরের উপাখ্যান আবার কিরূপ?" শহরজাদ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ধীবরের উপাখ্যান।

নরনাথ! শ্রবণ করুন,—কোন স্থানে একজন বৃদ্ধ ধীবর বাস করিত। পরিবারের মধ্যে তাহার একটী স্ত্রী ও তিনটী সন্তান ছিল। যদিও তাহার অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল, তথাপি সে কখন একদিনে চারিবারের অধিক জাল ফেলিত না। একদিন সে মধ্যাহ্ন সময়ে মৎস্য ধরিবার জন্য জাল দড়ি প্রভৃতি সমস্ত উপকরণ লইয়া সমুদ্রের তীরে গেল এবং স্কন্ধস্থিত খালুইটী ভূমিতে রাখিয়া, সমুদ্রগর্ভে জাল নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে জাল জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। জল স্থির হইলে, ধীবর জালের রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। জাল অসম্ভব ভারি হইয়াছে—ধীবর অনেক টানাটানি করিল, কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না; অবশেষে ভূমিতে একটী কীলক প্রোথিত করিয়া জালের রজ্জু গাছটী তাহার সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল এবং গাত্রবস্ত্রগুলি উন্মোচিত করিয়া জলে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক জালের চতুষ্পার্শ্ব ধরিয়া টানিতে লাগিল। ক্রমে জাল উপরে উঠিল। ধীবরের আর আনন্দের সীমা নাই—অনেক মৎস্য ধৃত হইয়াছে—তাড়াতাড়ি গাত্রবস্ত্রগুলি পুনরায় পরিধান করিয়া জাল মুক্ত করিতে গেল।—একি! জালের মধ্যে একটীও মৎস্য নাই—মৎস্যের পরিবর্ত্তে একটা বৃহৎ গর্দ্দভের মৃতদেহ! ধীবর সেই গলিত শবটা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে বলিল "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

জগৎস্রষ্টা ভিন্ন আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই—হায়! আমার কি মন্দ ভাগ্য!" সে এই কথা বলিয়াই এই কবিতাটী পাঠ করিল :—

নিশীথ নীরব—ঘুমে অচেতন
ঘুমায় জগত মনের সুখে—
এ হেন সময়ে কেন অকারণ
খেটে খেটে তুমি মরিছ দুখে?
বৃথা পরিশ্রমে হয়েছ মগন—
আশার সুসার হবার নয়,
অদৃষ্টে লিখন যাহার যেমন
ব্যতিক্রম তার নাহিক হয়।

ধীবর মৃতদেহটী ফেলিয়া দিয়া জাল পরিষ্কার করিল এবং জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পুনরায় জলমধ্যে জাল নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে জালটীর সমস্ত অংশ জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। সে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া, জাল-রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। এবার জাল পূর্ব্ববারের অপেক্ষাও অধিক ভারি হইল। ধীবর অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনমতে তুলিতে পারিল না; অবশেষে জাল-রজ্জুগাছটী কীলকে বন্ধন করিল এবং পুনরায় গাত্রবস্ত্রগুলি উন্মুক্ত করত জলে নামিয়া অতি কষ্টে জাল উপরে তুলিল। এবার নিশ্চয়ই বড় বড় মৎস্য উঠিয়া থাকিবে—ধীবর গাত্রবস্ত্রগুলি পুনরায় পরিধান করিয়া জাল খুলিয়া দেখিতে গেল। হায়! কিছুই উঠে নাই—কেবল বালুকা ও কর্দ্দমপূর্ণ একটা বৃহৎ জালা মাত্র। ধীবর মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এই কবিতাটী আবৃত্তি করিল :—

কোন্ দোষে দোষী আমি অদৃষ্ট তোমার?
ত্যজ রোষ—কেন আর, কেন সাধ বাদ?
অথবা আক্রোশ যদি না কর সংহার—
কিঞ্চিৎ কোমল হও, ক্ষম অপরাধ!

হায়রে দুখের কথা বলিব কাহায়,
নাহি দেখিলাম কভু ভাগ্য-হাসিমুখ ;
পরিশ্রমে ফল কভু নাহি হল হায় !
ধরায় জনম খালি ভুগিবারে দুঃখ।
সামান্য জীবিকা খালি লভিবার তরে
কত শ্রম করি, করি কতই কৌশল,
সকলি মিলায় হায় কুভাগ্য-সাগরে—
এত শ্রম এত ক্লেশ সকলি বিফল !
কত কত মূর্খ জনে সুখেতে কাটায়
জ্ঞানী জনে কিন্তু অন্ন যোটেনাক হায় !

এই কবিতাটী পাঠ করিয়াই ধীবর জালাটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অধীরতার জন্য জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনরায় জাল নিক্ষেপ করিল। এবারেও জালে কিছুই উঠিল না, কেবল কতকগুলা ভগ্ন মৃৎপাত্র মাত্র। ধীবর নিতান্ত হতাশ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাতর স্বরে বলিল "হা জগদীশ্বর, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?—আমি কখন চারিবারের অধিক জাল নিক্ষেপ করি না। আমি এই তিনবার জাল নিক্ষেপ করিলাম, তিনবারই সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল,—আর একবার মাত্র অবশিষ্ট।" ধীবর জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পুনরায় জাল নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে সংক্ষুভিত জল পুনরায় স্থির হইল। সে জালের রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল; এবারেও প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ন্যায় জাল বিষম ভারি হইল—কোন মতেই উঠিল না। ধীবর রজ্জুগাছটী খোঁটায় বান্ধিল এবং গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখিয়া জলে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক জাল টানিয়া তুলিল। সমস্ত কূলে উঠিলে, পুনরায় বস্ত্রগুলি পরিধান করিয়া জাল উন্মুক্ত করিল। জালের মধ্যে একটা বৃহৎপিত্তলময় কুম্‌কুম্,* কুম্‌কুমের মুখে সুলেমান বাদসাহের নামাঙ্কিত সীসকময় আবরণে দৃঢ়বদ্ধ। ধীবর কুম্‌কুম্‌টী দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল

* কুম্‌কুম্—গোলাবপাশের ন্যায় পাত্র বিশেষ।

"আমি এটী তাম্র-ব্যাবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করিব—ইহার মূল্য যত অল্পই হউক না কেন, দশ স্বর্ণ মুদ্রা অপেক্ষা কখনই ন্যূন হইবে না। ইহার মূল্যেই আজি আমার সুখে দিনযাপন হইবে।" একবার নাড়িয়া দেখিল পাত্রটী বিষম ভারি—মনে মনে বলিল "ইহার মধ্যে অবশ্যই কিছু আছে, অগ্রে ইহার মধ্যস্থ দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া লইয়া পরে ইহা তাম্রপটিতে বিক্রয় করিব।" সে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াই একখানা ছুরি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা কুম্‌কুমের আবরণটী খুলিয়া ফেলিল এবং মধ্যস্থিত দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া ফেলিবার জন্য, সেটী ভূমিতে ফেলিয়া নাড়িতে লাগিল। কুম্‌কুমের মধ্য হইতে অনবরত ধূম নির্গত হইয়া সমস্ত ভূভাগ ও অন্তরীক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ধীবর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ধূমরাশি একত্র হইয়া ঘনীভূত হইল ও তন্মধ্য হইতে একটা ভীষণকায় জিনী আবির্ভূত হইল। জিনীর দেহ ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত লম্বমান, মস্তকটা যেন একটা বৃহৎ গুম্বেজ, হস্তদ্বয় ভীষণাকৃতি, পদদ্বয় জাহাজের মাস্তলের ন্যায় দীর্ঘ, মুখব্যাদান যেন একটা গিরিগহ্বর, দন্ত পংক্তি প্রস্তর-শ্রেণীর ন্যায় ভীষণ, নাসারন্ধ্র যেন দুইটা বৃহৎ ভেরী, নয়নদ্বয় উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত এবং পশ্চাৎ ভাগে মেঘজালের ন্যায় ধূমবর্ণ আলুলায়িত কেশপাশ কটিদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান।

জিনীর সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ধীবর একেবারে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া গেল; তাহার পার্শ্বদ্বয়ের মাংসপেশী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, দন্তে দন্ত দৃঢ় সংনদ্ধ হইয়া গেল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। আফ্রীত তাহাকে দেখিয়াই বলিল "সর্ব্ব-শক্তিমান জগদীশ্বর ভিন্ন আর কোন দেবতাই নাই, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, —সুলেমান তাঁহার নামঘোষক ভবিষ্যদ্বক্তা। হে ভবিষ্যদ্বক্তা সুলেমান আমার প্রাণ দণ্ড করিও না, আমি কায়মনোবাক্যে কখন আর তোমার বিপরীতাচরণ করিব না—কখন তোমার বিরোধী হইব না।" ধীবর বলিল "মারিদ !* তুমি কি বলিতেছ ?—সুলেমান পরমেশ্বরের অনুগৃহীত ভবিষ্য-

* মারিদ—দুষ্ট জিনীদিগের মধ্যে প্রবল বলশালী জাতি বিশেষ, টীকার পরিশিষ্টে জিনী-বিষয়ক টীকা দেখ।

দ্বক্তা? সুলেমান ত এক সহস্র আট শত বৎসর হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গিয়াছেন।—তোমার বিবরণ কি?—এই কুম্‌কুমের মধ্যেই বা তোমার এরূপ অবস্থায় থাকিবার কারণ কি?" মারিদ তাহার সেই কথা শুনিয়াই বলিল "ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই!—অরে ধীবর, আমি তোকে একটী নূতন সমাচার প্রদান করি, শোন্।" ধীবর জিজ্ঞাসা করিল "কিসের সমাচার প্রদান করিবে?" সে বলিল "আমার হস্তে তোর যন্ত্রণার সহিত মৃত্যুর সমাচার।" ধীবর বলিল "আফ্রীতাধিপ! এ সমাচারের জন্য জগদীশ্বরের নিকট তোমার নিগ্রহ লাভ হউক।—দূরস্থ!* আমি তোমার কি করিলাম যে তুমি আমাকে বধ করিবে?—তুমি কুম্‌কুমের মধ্যে বদ্ধ হইয়া সমুদ্রের তলে পড়িয়াছিলে, উদ্ধার করিয়া শুষ্ক ভূমিতে লইয়া আসিলাম—কারা-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলাম, সেই জন্যই কি আমি বধার্হ হইলাম?—মন্দ বিচার নহে।" আফ্রীত বলিল "বল্, তুই কিরূপে মরিতে চাস্—তুই যেরূপে মরিতে ইচ্ছা করিবি, আমি তোকে সেইরূপেই বিনাশ করিব।" ধীবর বলিল "কেন, আমার দোষ কি? তুমি আমায় বধ করিবে কেন?—তোমার যে উপকার করিলাম, তাহারই কি এই প্রত্যুপকার?" আফ্রীত বলিল "তুই আমাকে উদ্ধার করিয়াছিস্ বলিয়াইত তোকে মরিতে হইবে—আমি ইহার কারণ ও আমার ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শোন্।" ধীবর বলিল "বল, সংক্ষেপে শীঘ্র বলিয়া ফেল—তোমার কথায় আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

"তবে শোন্" জিনী এই কথা বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল,—"দেখ্, আমি নাস্তিক-মতাবলম্বী জিনীদিগের মধ্যে একজন প্রধান ছিলাম। আমি এবং সখর জিনী দাউদের পুত্র সুলেমানের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলাম। তিনি সেইজন্য নিজ উজীর বার্‌খিয়ে-তনয় আসফকে প্রেরণ করেন। আসফ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে বন্দী করিয়া সুলেমানের সম্মুখে

---

* ভদ্র আরবীয়দিগের মধ্যে রীতি এই যে উপাখ্যান বর্ণনকালে যদি তন্মধ্যে কোথাও অত্যন্ত কটূক্তি বা গালি থাকে তাহা হইলে (পাছে শ্রোতা বিরক্ত হয়েন সেই ভয়ে) সেটীর পরিবর্ত্তে অন্যরূপ কথার দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হয়। এখানে কোন অশ্লীল কটূক্তি ছিল—পাছে শারিয়ার বিরক্ত হয়েন সেই ভয়ে শহরজাদ সেটী না বলিয়া কেবল "দূরস্থ" বলিলেন। দূরস্থের অর্থ, ধর্ম্ম ও ভদ্রতা হইতে দূরস্থ।



লইয়া যায়। সুলেমান আমাকে দেখিয়াই আত্মরক্ষার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং আমাকে তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহার অভিমত সম্পাদন করিতে স্বীকৃত হইলাম না। তিনি পরিচারকদিগকে একটী কুম্‌কুম্‌ আনিতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্রেই এই কুম্‌কুম্‌টী আনীত হইল। সুলেমান আমাকে ইহার মধ্যে পুরিয়া সীসকময় আবরণে পাত্রের মুখটী আবদ্ধ করিলেন, এবং তদুপরি নিজ মহৎ নামের মোহর করিয়া পাত্র সহিত আমাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। একটী জীন তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। আমি

সেই অবস্থায় সমুদ্র মধ্যে এক শত বৎসর যাপন করিলাম, কিন্তু কেহই আমাকে উদ্ধার করিল না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমাকে যে উদ্ধার করিবে তাহাকে প্রভূত ধনরাশির অধিপতি করিয়া দিব। আরও শত বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি কেহই আমাকে উদ্ধার করিল না। আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে আমাকে উদ্ধার করিবে তাহাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত গুপ্ত ধন দেখাইয়া দিব। এইরূপে ক্রমে চারিশত বৎসর কাটিয়া গেল কিন্তু কেহই উদ্ধার করিতে আসিল না। আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার উদ্ধারকর্ত্তার তিনটী অভিলাষ পূর্ণ করিব, তথাপি কেহই আমাকে উদ্ধার করিল না। অবশেষে ক্রোধে অধীর হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে কেহ আমাকে উদ্ধার করিবে আমি তাহাকে বিনাশ করিব—তবে সে যেরূপে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবে, আমি সেইরূপেই তাহাকে বধ করিবার। এতদিনের পর এখন তুই আমাকে উদ্ধার করিয়াছিস্—আমি তোকে বিবেচনা করিবার সময় দিতেছি——কোন্ রূপে মরিতে চান্ বল্।”

ধীবর আফ্রীতের সেই দারুণ কথা শুনিয়া বলিল “হা আল্লা! এরূপ ভয়ানক সময়ে তোমার উপকার না করাই আমার উচিত ছিল।—জিনীরাজ! ক্ষমা কর আমাকে হত্যা করিওনা; জগদীশ্বরও তোমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাকে বিনাশ করিওনা—জগদীশ্বর তাহা হইলে তোমাকে বিনাশ করিবেন।” মারিদ বলিল “আমি নিশ্চয়ই তোকে বধ করিব—কোন কথাই শুনিতে চাহি না। বল্, তুই কিরূপে মরিতে ইচ্ছা করিস্ বল্।” ধীবর দেখিল, জিনী তাহাকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তথাপি পুনরায় একবার অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল “আফ্রীত!—আমি তোমার এমন উপকার করিলাম—তোমাকে এমন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলাম—অন্ততঃ সেই উপকার স্মরণ করিয়া আমাকে ক্ষমা কর।” আফ্রীত হাসিয়া বলিল “অরে মূর্খ, আমাকে উদ্ধার করিয়াছিস্ বলিয়াইত তোকে বিনাশ করিতেছি।” ধীবর বলিল “আফ্রীত-শ্রেষ্ঠ! আমার সদয় ব্যবহারের কি এই ফল?—আমি তোমার যে উপকার করিয়াছি, তাহার কি এই পরিণাম? প্রবাদ আছে:—

প্রাণপণে উপকার করিনু তাহার
দিল কিন্তু বিপরীত ভাল প্রতিফল ;
দুরন্ত খলের হায় এমনি আচার,
অমৃত আনিয়া দাও ঢালিবে গরল।

উচিত না হয় করা উপকার যার
তার উপকার হায় করে যেই জন
বিপরীত ফলভোগ হয়ত তাহার
অম্ আমীরের * উপকারীর মতন।”

আফ্রীত তাহার সেই কথা শুনিয়া বলিল “কেন আর বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছিস্?—কিছুতেই আমি ভুলিব না—বৃথা জীবনাশা করিস্ না। তোর্ মৃত্যু অনিবার্য্য।” ধীবর মনে মনে ভাবিল “এ জিনী—আমি মনুষ্য; জগদীশ্বর আমাকে যথেষ্ট বুদ্ধিও বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এ পাপিষ্ঠ জিনী যেমন আমাকে বিনাদোষে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে আমিও তেমনি কৌশলক্রমে ইহাকে বিনাশ করিব।” সে এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল “আফ্রীত-রাজ! যথার্থই কি আমাকে বধ করিবেন?” জিনী বলিল “হাঁ, সত্যই তোকে আমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।” ধীবর বলিল “সুলেমান বাদশাহের মোহরে অঙ্কিত মহৎ নামের দোহাই—আমি তোমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে?” ‘সুলেমানের মোহরাঙ্কিত মহৎ নাম’ এই কথাটী শুনিয়াই জিনী ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিল “হাঁ, বলিব—সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা কর।” ধীবর বলিল “তুমি এই ক্ষুদ্র কুম্‌কুম্‌টীর মধ্যে ছিলে কিরূপে? এটীতে ত তোমার একটী হস্ত কি

* অম্ আমীর—হায়েনা নামক হিংস্রক জন্তু। এরূপ প্রবাদ আছে যে কোন সময়ে এক ব্যক্তি একটা হায়েনার প্রাণ বাঁচাইয়া দেয়, কিন্তু হায়না বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াই উপকারীকে ভক্ষণ করে।

চরণেরও স্থান হয় না—সমস্ত শরীরে সমাবেশ হইয়াছিল কিপ্রকারে?" আফ্রীত বলিল "আমি যে ইহার মধ্যে ছিলাম,তুমি কি তাহা বিশ্বাস কর না?" ধীবর বলিল "আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে কখনই এরূপ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।" আফ্রীত এই কথা শুনিয়াই একবার কম্পিত হইয়া ধূমরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথমত ধূমরাশি সমস্ত আকাশ ও সমুদ্রের উপর বিস্তৃত হইয়া গেল; এবং পরক্ষণেই একত্র ও ঘনীভূত হইয়া অল্পে অল্পে কুম্‌কুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত ধূম কুম্‌কুমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ধীবর তাড়াতাড়ি সুলেমানের মোহরাঙ্কিত আবরণটী লইয়া তাহার মুখে আঁটিয়া দিয়া বলিল "কেমন রে, এখন তুই কিরূপে মরিতে চাস্ বল্। আমি নিশ্চয়ই তোকে এই সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কূলভূমিতে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিব এবং তথায় থাকিয়া চৌকি দিব,—যেন আর কেহই তোকে উদ্ধার নাকরে। যে কেহ মৎস্য ধরিতে আসিবে সকলকেই এখানে জাল ফেলিতে নিষেধ করিব,—বলিব, এই স্থানে একটা আফ্রীত আছে; তাহার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে তাহাকে উদ্ধার করিবে, পাপিষ্ঠ তাহারই প্রাণ বিনাশ করিবে। সে উঠিয়াই নানাবিধ মৃত্যুর প্রস্তাব করিয়া, উদ্ধার-কর্ত্তাকে তন্মধ্য হইতে কোন এক প্রকার মৃত্যু মনোনীত করিতে বলে।" ধীবরের এই কথা শুনিয়াই আফ্রীত একবার তাহার মধ্যহইতে বহির্গত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মোহরাঙ্কিত নামের মহিমায় তাহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। সে কুম্‌কুমের মধ্যে থাকিয়া ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

ধীবর কুমকুম্‌টী জলের নিকটে লইয়া গেল। আফ্রীত ভীত হইয়া বলিল "না, না, আমাকে জলে ফেলিয়া দিওনা।" ধীবর বলিল "হাঁ, হাঁ অবশ্য ফেলিয়া দিব,অবশ্য ফেলিয়া দিব—সে কি কথা!" আফ্রীত কোমল স্বরে বিনীত ভাবে বলিল "ধীবর! তুমি আমাকে লইয়া কি করিতে চাও?" সে উত্তর দিল "তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিতে চাই। তুমি সমুদ্রের মধ্যে এক সহস্র আটশত বৎসর আবদ্ধ ছিলে, এখন আমি এরূপ করিতে ইচ্ছা করি, যে তুমি শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্তও সমুদ্রের তলে এই কুম্‌কুমমধ্যে বদ্ধ থাকে, আর কোনরূপে উদ্ধার হইতে না পার। কেমন, আমি কি তোমায়

বলি নাই—আমাকে রক্ষা কর, জগদীশ্বরও তোমাকে রক্ষা করিবেন; আমাকে বধ করিওনা, তাহা হইলে জগদীশ্বর তোমাকে বিনাশ করিবেন? তুমি সে সময়ে আমার আবেদন শুনিলে না—তুমি উপকারীর অপকার করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলে; জগদীশ্বর তোমাকে আমার আয়ত্তের অধীন করিয়া দিয়াছেন—এখন যাহাতে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়, আমি তাহাই করিব।" আফ্রীত বলিল "ধীবর, তুমি আমায় খুলিয়া দাও—আমি তোমার উপকার করিব।" ধীবর বলিল "দূর্ মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠ,—তোর্ ও মিথ্যা কথায় আমি আর ভুলি না। তোর ও আমার অবস্থা ঠিক বাদশাহ যূনানের উজীর ও পণ্ডিতবর দুবানের ন্যায়।" আফ্রীত বলিল "পণ্ডিত দুবানের সহিত যূনানের উজীর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল?" ধীবর বলিতে আরম্ভ করিল :—

বাদশাহ যূনান ও পণ্ডিত দুবান।

রে অধম আফ্রীত শ্রবণ কর্, পূর্ব্বকালে পারস্যদেশে যূনান নামে একজন অতুল সম্পত্তিশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও ধনসম্পত্তির সীমাছিল না,—তিনি পরম সুখে প্রজাপালন করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার সে সুখ তিরোহিত হইল; জগদীশ্বর তাঁহাকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত করিলেন। নরপতি সেই ভয়ানক ব্যাধি হইতে উদ্ধার হইবার জন্য নানা দিগ্‌দেশ হইতে চিকিৎসক আনয়ন করিলেন; চূর্ণ, মলম, তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার ঔষধই ব্যবহার করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না—কোন চিকিৎসকই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। এই সময় দৈববশে পণ্ডিত দুবান নামক একজন সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী বৃদ্ধ চিকিৎসক সেই রাজ্যে আসিয়া বাস করিলেন। দুবান সর্ব্ব বিষয়েই পণ্ডিত ছিলেন; কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি ব্যবহার, কি চিকিৎসা, সকল শাস্ত্রেই তাঁহার সমান পটুতা ছিল। তিনি পুরাতন গ্রীক্

পারস্য, নূতন গ্রীক, আরবীয় ও সাইরিয়াক প্রভৃতি সকল প্রকার ভাষাই জানিতেন; চিকিৎসা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; কোন্ বৃক্ষের কি গুণ, কোন্ পদার্থের কি দোষ, কোন্টী কি রূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে, কোন্টী কিরূপে ব্যবহৃত হইলে অনিষ্টকর হয় তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বস্তুতঃ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দুবান সর্ব্ব বিষয়েই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

পণ্ডিতবর দুবান পারস্য দেশে আসিয়াই শুনিলেন, বাদশাহের অতি দুঃসাধ্য কুষ্ঠরোগ হইয়াছে, কোন চিকিৎসকই তাহা আরোগ্য করিতে পারে নাই। তিনি সেই সংবাদ শুনিয়াই চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তকগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত রজনী কেবল অধ্যয়নেই অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কৃত হইল; সূর্য্য উদিত হইয়া সেই সর্ব্ব মঙ্গলের একাধার ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদকে অভিবাদন করিল*। দুবান নিজ বহুমূল্য বেশভূষাগুলি পরিধান করিয়া বাদশাহের নিকটে গেলেন এবং যাথাবিধি আশীর্ব্বাদ ও ভূমিচুম্বনাদি করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "রাজন্, আমি শুনিলাম আপনি উৎকটরোগে আক্রান্ত হইয়াঅত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, কোন চিকিৎসকই আপনাকে সুস্থ করিতে সক্ষম হয়েন নাই—আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কোনরূপ সেবনীয় বা ম্রক্ষণীয় ঔষধ ব্যতিরেকে আপনাকে নীরোগ করিয়া দি।" বাদশাহ তাঁহার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "কিরূপে আপনি ব্যাধি আরোগ্য করিবেন?—আল্লার দোহাই, আপনি যদি আমার রোগ আরোগ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে ও আপনার পুত্রপৌত্রাদিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়া দিব এবং আপনাকে আমার প্রিয় সহচর করিয়া সর্ব্বদা নিকটে রাখিব।" তিনি এই কথা বলিয়াই পণ্ডিতপ্রবরকে একটী খেলাৎ প্রদান করিয়া পুনরায় বলিলেন "আপনি যথার্থই কি আমাকে সেব্য বা ম্রক্ষণীয় ঔষধ ব্যতিরেকে সুস্থ করিবেন?" দুবান বলিলেন "রাজন্!

* এক সময়ে মহম্মদ বলিয়াছিলেন "সূর্য্য আমাকে অভিবাদন না করিয়া উদিত হয় না।" সেই কথার অনুসারে সূর্য্যোদয় বর্ণন করিতে হইলেই আরবীয়েরা প্রায় এইরূপে বর্ণন করিয়া থাকে।

আপনাকে কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না—অপরাপর চিকিৎসকেরা রোগ আরোগ্য করিবার জন্য কটু তিক্তাদি ঔষধ সেবন করিতে দেন, নানারূপ বিরক্তিকর মলম মাখিতে দেন—আমি তাঁহাদের মত সেবনীয় বা ম্রক্ষণীয় কোন ঔষধই ব্যবহার করিব না। আপনি জগদীশ্বরের কৃপায় বিনাক্লেশে অতি সহজে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন।" নরপতি সেই কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "পণ্ডিতবর, কবে আপনি সেরূপ চিকিৎসা করিবেন? কখন আপনি ব্যবস্থা প্রদান করিবেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে শীঘ্র এ রোগ-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করুন।" দুবান বলিলেন "অধিরাজ, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। যাহাতে আপনার আর অধিক দিন ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়, শীঘ্রই তাহার উপায় করিয়া দিতেছি।" তিনি এই কথা বলিয়াই সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পণ্ডিত দুবান রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই একটী বাটী ভাড়া করিলেন এবং তথায় নিজ পুস্তক সকল ও ঔষধাদি স্থাপান করিয়া বাদশাহের রোগশান্তির নিমিত্ত একটী নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। ঔষধ প্রস্তুত হইলে, ফাঁপা বাঁট যুক্ত একটী ডাণ্ডা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার বাঁটটী ঔষধে পূর্ণ করিলেন এবং ডাণ্ডার উপযোগী একটী গোলাও প্রস্তুত করিলেন। বাদশাহের চিকিৎসার উপযোগী দ্রব্য সমস্তই নির্ম্মিত হইল, দুবান পরদিন প্রাতে গোলা ও যষ্টিগাছটী লইয়া বাদশাহের নিকটে গেলেন এবং যথারীতি ভূমিচুম্বন করিয়া তাঁহাকে কন্দুক-ক্রীড়ার্থ অশ্বারোহণে নগরপ্রান্তস্থ প্রান্তরে গমন করিতে বলিলেন। বাদশাহ আমীর, উজীর ও সভাসদ্‌দিগের সহিত প্রান্তরে গমন করিলেন। দুবান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তস্থ যষ্টি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "রাজন্, যষ্টিগাছটী এইরূপে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া এই কন্দুকের উপর সবলে আঘাত করুন। কন্দুকটী যখন গড়াইয়া যাইবে তখন আপনি দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া উহাকে আক্রমণ করিবেন এবং পুনরায় যষ্টি দ্বারা সবলে প্রহার করিবেন, এইরূপে বারম্বার প্রহার করিতে থাকিবেন; যখন আপনার করতল ও সমস্ত শরীর ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইয়া যাইবে, তখন এই যষ্টিস্থ ঔষধ সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিবে। আপনি তখন ক্রীড়া হইতে

বিরত হইয়া হাম্মামে* প্রবেশ করিবেন এবং সর্ব্ব শরীর উত্তম রূপে প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করিবেন, তাহা হইলে আপনার সমস্ত রোগ এককালে দূরীভূত হইবে। আপনি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিবেন, শরীরে আর রোগের কিঞ্চিৎমাত্র চিহ্নও নাই।" বাদশাহ পণ্ডিতবর হুবানের উপদেশমত ডাণ্ডাটী দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। গোলাটী তাঁহার সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি দ্রুত অশ্ব চলনা করিয়া গোলার উপরে সবলে আঘাত করিলেন। গোলা বেগে গড়াইয়া চলিল, তিনিও দ্রুততর অশ্ব চালনা করিয়া পুনরায় তাহার উপরে আঘাত করিলেন। এইরূপ ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়াই তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গেল। তিনি স্নানশালা হইতে স্নান করিয়া, নিজ শয়ন মন্দিরে গিয়া শয়ন করিলেন। ঔষধের গুণে নির্ব্বিঘ্নে সুষুপ্তি লাভ হইল। বাদশাহ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার শরীরস্থ সমস্ত ত্বক্ পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছ রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে। তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না—তিনি অকূল সুখসাগরে ভাসমান হইলেন।

পরদিন প্রাতে নরপতি সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পাত্র, মিত্র ও সভাসদ্‌গণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; পণ্ডিত হুবানও তাহাদের সহিত দাঁড়াইলেন। নরপতি তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। পরিচারকগণ তাঁহাদের সম্মুখে নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী রাখিয়া গেল†। হুবান বাদশাহের সহিত একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলেন।

সমস্ত দিবস পরম আনন্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। বাদশাহ যূনান পণ্ডিতবর হুবানের যথাবিধি সম্মাননা করিয়া, সন্ধ্যার সময় দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণ ও অপরাপর দ্রব্য পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক নিজ অশ্বে আরোহণ করাইয়া বিদায় করিলেন। হুবান পরম আনন্দে নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন। বাদশাহ যূনান হুবানের সেইরূপ অসাধারণ

---

* হাম্মাম—স্নানশালা (টীকার পরিশিষ্টে দেখ)।

† সভামন্দিরে, সর্ব্ব সমক্ষে, আহার করা মুসলমানজাতীয় প্রধান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত।



ক্ষমতায় একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! এলোকটী কি অদ্ভুত উপায়েই আমাকে আরোগ্য করিল—আমাকে কোন প্রকার ঔষধই সেবন করিয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। যথার্থ, এ ব্যক্তি পরম পণ্ডিত, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; এরূপ ব্যক্তিকে প্রতিপালন করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। এরূপ জ্ঞানীদিগকে সম্মানিত করা—গুণের উচিত পুরস্কার করা একান্ত উচিত। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন দুবানকে নিজ সহচর করিয়া প্রতিপালন করিব।"

সে রজনী পরমসুখে অতিবাহিত হইল; পরদিন প্রাতে নরপতি সভা-গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজাসনে উপবেশন করিলেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; আমীর ও উজীরগণ সিংহাসনের বামে ও দক্ষিণে

উপবিষ্ট হইল। বাদশাহ যূনান দুবানকে আহ্বান করিলেন। দুবান নরপতির সম্মুখে ভূমিচুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নরপতি সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেদিনও উভয়ের একত্রেই পানাহার সম্পন্ন হইল। নরপতি যথোচিত সমাদর করিয়া দুবানকে আর একটী খেলাত ও নানাবিধ উপায়ন প্রদান করিলেন। পরস্পর নানাবিধ কথা বার্ত্তায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। বাদশাহ সন্ধ্যার সময় আরও পাঁচটী সম্মান-সূচক পরিচ্ছদ ও এক সহস্র দীনার প্রদান করিতে আদেশ করিয়া, দুবানকে বিদায় করিলেন।

পরদিন প্রাতে নিরূপিত সময়ে নরপতি সভামণ্ডপে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; উজীর ও আমীরগণ যথারীতি তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। যূনানের উজীরদিগের মধ্যে একজন কুক্ষণজন্মা নিতান্ত হিংসক ও পরশ্রীকাতর ছিল। পণ্ডিতবর দুবানের সেরূপ সৌভাগ্য আর তাহার সহ্য হইল না। সে দেখিল নরপতি নবাগত পণ্ডিতের বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, সর্ব্বদাই তাঁহাকে সমাদর করিতেছেন—অমনি তাহার দারুণ হিংসাবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিল, সে অমনি দুবানের অনিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইল। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন "পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি নাই—যাহার অন্তঃকরণে দ্বেষ হিংসার লেশ-মাত্রও নাই। পরপীড়ন পরের অনিষ্ট চিন্তা সকলেরই হৃদয়ে ক্রীড়া করিয়া থাকে, তবে অক্ষম ব্যক্তি সে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পায়—ক্ষমতা-শালী তাহা কার্য্যে পরিণত করে।" যখন সকলেরই এইরূপ অবস্থা তখন সেই নীচান্তঃকরণ পাপিষ্ঠ পরশ্রীকাতর যে পণ্ডিতবর দুবানের সেরূপ সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নরাধম উজীর উঠিয়া নরপতির সম্মুখে ভূমি চুম্বন করত বলিল "রাজন্, আপনার সদৃশ অপক্ষপাতী ন্যায়বান্ নরপতি আর কখন হয় নাই—হইবেও না। আপনাকে আজি একটী প্রয়োজনীয় সৎমন্ত্রণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। আমি একটী গুরুতর বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি—যদি সে বিষয়টী নরাধিপের নিকট অকপটে প্রকাশ না করি, তাহা হইলে আর আমার মত হীনজন্মা নরাধম কৃতঘ্ন আর দ্বিতীয় নাই। আপনি যদি অনু-মতি করেন, তাহা হইলে সমস্ত বর্ণন করি।" নরপতি তাহার সেইরূপ

বাগাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বল তোমার কি বক্তব্য আছে শীঘ্র বল।" পাপিষ্ঠ উজীর বলিল "হে অসীমযশোধাম নরপতি-কুলচূড়ামণি! প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যে অদূরদর্শী কেবল কার্য্যমাত্র দর্শন করে, কখন ফলের প্রতি ভুলিয়াও দৃষ্টিক্ষেপ করে না, কখনই তাহার লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হয় না;—আমি দেখিতেছি রাজাধিরাজ প্রকৃত পথ অতিক্রম করিয়া বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। একজন সাংঘাতিক শত্রুকে বিশ্বাস করিয়া মিত্রের ন্যায় সম্মানিত করিতেছেন,—যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার সমগ্র রাজ্যের বিনাশ চিন্তায় ব্যস্ত, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদান করিতেছেন—তাহার সহিতই ঘনিষ্ঠ-বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। রাজন্, আমি আপনার এইরূপ আচরণ দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল ও ভীত হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়াই নরপতি কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া বলিলেন "সে কে? কাহাকে তুমি আমার শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? কাহাকে আমি অনুচিত আদর করিতেছি?" দুষ্ট উজীর বলিল "রাজন্! আপনি যদি নিদ্রিত থাকেন, প্রবুদ্ধ হউন;—আমি পণ্ডিত দুবানের কথা বলিতেছি।" নরপতি বলিলেন "সে কি! দুবান যে আমার পরম হিতৈষী আত্মীয়, আমি ত বিবেচনা করি, তিনি যেমন আমার বন্ধু, তেমন বন্ধু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার যে রোগ কেহই আরোগ্য করিতে পারে নাই, দুবান সেই রোগ অনায়াসেই দূরীভূত করিয়াছেন। রাশি রাশি ঔষধ সেবন করিয়াও যে রোগের উপশম হয় নাই, দুবানের বুদ্ধিকৌশলে কেবল মাত্র একটী যষ্টি স্পর্শ করিয়াই তাহা দূরীভূত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী মধ্যে দুবানের ন্যায় জ্ঞানী আর দ্বিতীয় নাই। তিনি অতি সাধু পুরুষ; তুমি তাঁহার এরূপ অপবাদ ঘোষণা করিতেছ কেন? আমি পণ্ডিত দুবানের গুণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত বেতনে আমার সহচর রূপে নিযুক্ত করিলাম, অদ্য হইতে তিনি মাসিক সহস্র দীনার বেতন পাইবেন। তিনি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে যদি এই সমগ্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিতে হয়, তাহাতেও আমি কাতর নহি। আমার বেস্ বিবেচনা হইতেছে, তুমি কেবল তাঁহার সৌভাগ্যে দ্বেষপরবশ হইয়াই এরূপ বৃথা দোষের আরোপ করিতে চেষ্টা করিতেছ। তোমার এই কথায়

বিশ্বাস করিয়া যদি আমি পণ্ডিত ডুবানের অনিষ্ট করি, তাহা হইলে যেমন একজন সাধু নিরপরাধিনী সারিকাকে বিনাশ করিয়া চিরদিন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল সেইরূপ আমাকেও চিরকাল দগ্ধ হইতে হইবে।”

সাধু ও সারিকা।

নরপতি বলিলেন, কোন স্থানে একজন সন্দিগ্ধচিত্ত সাধু বাস করিত। সাধুর স্ত্রী অতীব মনোহারিণী রূপবতী ছিল, সুতরাং সাধু পাছে সে সতীত্ব-ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয়, সেই ভয়ে কখন বাটী ছাড়িয়া কোথাও যাইত-না। কিন্তু দৈববশে এক সময়ে তাহার বিদেশ-যাত্রা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। একদিকে যুবতী স্ত্রীকে বাটীতে একাকী রাখিয়া যাইতে পারে না, অন্য দিকে বিদেশে না গেলেও নয়; সাধু কি করে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পক্ষী বিক্রয়ের বাজার হইতে একটী বুদ্ধিমতী সারিকা ক্রয় করিয়া আনিল এবং সেটীকে নিজ অনুপস্থিতি সময়ে বাটীতে যে যে রূপ ঘটনা ঘটে তাহাই দেখিবার জন্য গৃহে রাখিয়া বিদেশে যাত্রা করিল।

কিয়দ্দিবস পরে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে সাধু বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সারিকাকে সম্মুখে আনয়ন করত নিজ সহধর্ম্মিণীর চরিত্র ও আচরণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। সারিকা বলিল “প্রভু, অপানার রমণীর একটী উপপতি আছে, সে আপনার অনুপস্থিতিকালে প্রতি রজনীতেই আসিত।” সাধু তাহার সেই কথা শুনিয়াই একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং সহধর্ম্মিণীর নিকটে গিয়া তাহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিল।

দুষ্টা সাধুরমণী মনে করিল, তাহার দুশ্চরিত্রতার কথা আর কে বলিয়া দিবে? নিশ্চয় তাঁহার ক্রীতদাসীদিগের মধ্যেই কেহ বলিয়া থাকিবে। সে এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিজ পরিচারিকা ও ক্রীতদাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। পরিচারিকাগণ সকলেই শপথ পূর্ব্বক নিজ নিজ নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া বলিল “ঠাকুরাণি! আপনার এ গুপ্ত প্রেম ও উপনায়কের

গমনাগমন আর কেহই প্রকাশ করে নাই, দুষ্টা সারিকাটাই সমস্ত বলিয়া দিয়াছে, আমরা সকলেই তাহা শুনিয়াছি। আপনি আমাদের বৃথা পীড়ন করিতেছেন,—সারিকাই সকল দোষের দোষী।" দুষ্টা এইরূপে দাসীদিগের প্রমুখাৎ নিজ গুপ্ত প্রেম প্রকাশের কারণ জ্ঞাত হইয়া সারিকাকে কৌশলে বিনাশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। দৈববশে সেইদিন কোনস্থানে সাধুর নিমন্ত্রণ ছিল; সে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই তথায় চলিয়া গেল। দুষ্টা এই অবসরে একজন পরিচারিকাকে সারিকার পিঞ্জরের নিম্নে যাঁতা ঘুরাইতে, অপরকে উপর হইতে জল ছিটাইয়া দিতে ও আর এক জনকে একটী আলোকের সম্মুখে বারম্বার একখানি দর্পণ নড়িতে আজ্ঞা দিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ দুষ্টার আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন প্রত্যুষে সাধু বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "কল্য রাত্রে আমার অনুপস্থিতি সময়ে বাটীতে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল?" সারিকা উত্তর দিল "প্রভু! কল্য যে দুর্য্যোগ গিয়াছে—ঘোর অন্ধকারে ও মেঘগর্জ্জনে আমি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই; কেবল বৃষ্টিতে, বিদ্যুতে ও বজ্রনির্ঘোষে সমস্ত রজনী ক্লেশভোগ করিয়াছি।" সাধু সারিকার সেই কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "সে কি! তুই এ কি বলিতে-ছিস্?—এখন দারুণ গ্রীষ্মকাল এ সময়ে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি! আমার নিকট প্রকৃত গোপন করিয়া মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি?" সারিকা বারম্বার শপথ করিয়া বলিল "প্রভু, আমি সত্যই বলিতেছি—আমি আপনাকে প্রতারণা করি নাই। যথার্থ কল্য রজনীর দুর্য্যোগে আমার অত্যন্ত ক্লেশ-ভোগ করিতে হইয়াছে।" দুষ্টা রমণী যে সারিকাকে বিনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া কৃত্রিম দুর্যোগ, বৃষ্টি ও বজ্রপাতাদি করিয়াছিল, সাধু তাহার কিছুই জানিত না, সুতরাং সে সারিকার সেই অসম্ভব কথায় একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহাকে পিঞ্জর হইতে বহির্গত করিয়া এক আছাড়েই তাহার প্রাণ বিনাশ করিল।

কিয়দ্দিবসের পর একজন ক্রীতদাসী সাধুর নিকটে প্রকৃত ঘটনা সমুদয় বর্ণন করিল,—যে যে রূপে প্রভু-রমণীর উপনায়ক আসিত যে যে রূপে সারিকাকে প্রতারিত করা হইয়াছিল, সে সমস্তই প্রকাশ করিল; কিন্তু

মোহান্ধ সাধু তাহার কোন কথাই বিশ্বাস করিল না। অবশেষে একদিন স্বচক্ষে সমস্ত ব্যভিচার দর্শন করিল; দেখিল, তাহার রমণীর উপনায়ক বাটী হইতে বহির্গত হইতেছে; অমনি সে তরবারি* নিষ্কোষিত করিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকেও বিনাশ করিল। দুশ্চরিত্রা রমণী ও তাহার উপনায়ক উভয়েই দারুণ ব্যভিচার-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া অগ্নিময় নরকে প্রবেশ করিল। এতদিনের পর সাধু বুঝিতে পারিল সারিকা যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহা সমস্তই সত্য—বিনাদোষে তাহার প্রাণ নাশ হইয়াছে। তখন আর তাহার শোক ও দুঃখের সীমা রহিল না।"

উজীর নরপতি যূনানের বর্ণিত এই উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া বলিল "রাজন্, পণ্ডিত দুবান আমার কি করিয়াছে, যে আমি তাহার অনিষ্ট চিন্তায় এরূপ বিপক্ষে বলিতেছি। তাহার সঙ্গে আমার শত্রুতা নাই—তাহার সহিত আমার কোন সংশ্রবই নাই, আমি অন্যায় অনিষ্ট চিন্তা করিব কেন? তবে পাছে সে আপনাকে কোনরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করে—আপনার সুখশান্তি নষ্ট করে, সেই ভয়ে ভীত হইয়া কেবল রাজাধিরাজের কুশলচিন্তায় এরূপ বলিতে হইল। রাজন্! তদন্ত করিয়া দেখুন, যদি আমার কথা সত্য না হয়, এস্-সিন্দিবাদের উজীর যেমন নিহত হইয়াছিল, আমাকেও সেইরূপে বিনাশ করিবেন।" যূনান জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কিরূপ? এস্-সিন্দিবাদের উজীর নিহত হইয়াছিল কেন?"

---

* পুরাকালে সম্ভ্রান্ত অরবীয় বণিক বা ধনবান ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বদা (এমন কি বাটীতেও) অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিত।

ঈর্ষাপরবশ উজীর, বাদশাহ পুত্র ও ঘুলে*।

উজীর বলিল, রাজন্ শ্রবণ করুন,—বাদশাহ এস্-সিন্দিবাদের একমাত্র পুত্র,—তিনি অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। বাদশাহ, পুত্রের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য নিজ উজীরের উপরে ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

সর্ব্বদাই উজীরকে বাদশাহ-পুত্রের সহিত থাকিতে হইত। একদিন বাদশাহতনয় পিতৃ-উজীরের সহিত মৃগয়া করিতে গেলেন। বনের মধ্যে পশুকুলের অনুসরণ করিতে করিতে সহসা একটা বৃহদাকার বন্য পশু নয়ন গোচর হইল। দুষ্ট উজীর সেই ভীষণ পশু দেখিয়াই বাদশাহপুত্রকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। অসন্দিহান বাদশাহতনয় এত কি জানেন, উজীরের কথায় তাহার অনুসরণ করিলেন। পশু প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল, তিনিও অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পশু দৌড়িতে দৌড়িতে সহসা বন মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল; কুমার বনে বনে তাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, একটী যুবতী রমণী একাকিনী উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেছে। তিনি তাহাকে দেখিয়াই নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? কেনই বা এই ভয়ানক গহন কানন মধ্যে একাকিনী উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেছ?" সে বলিল "আমি একজন ভারতবর্ষীয় নরপতির কন্যা নিজ দাসদাসীদিগের সহিত অশ্বারোহণে এই বন মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে সহসা নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় ঘোটক হইতে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হই। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর উঠিয়া দেখিলাম, সঙ্গীগণ সকলেই চলিয়া গিয়াছে—আমি যে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়াছি তাহা কেহই দেখে নাই, সুতরাং আমি একাকিনী নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব বনমধ্যে পড়িয়া আছি।" তাহার সেই কথা শুনিয়াই কুমারের হৃদয় দয়ারসে আপ্লুত

*ঘুল্—ঘুলজাতীয় স্ত্রী। আমাদের দেশে প্রচলিত উপকথার রাক্ষসী যেরূপ, ইহাও তদ্রূপ।

হইয়া গেল। তিনি তাহাকে অশ্বের উপরে, নিজ পশ্চাতে, উপবেশন করাইয়া অশ্বচালনা করিলেন। যুবতী একটী ভগ্নাবশেষ বাটীর নিকটে আসিয়া বলিল "আমাকে একবার এই স্থানে নামাইয়া দিউন, আমার কিছু প্রয়োজন আছে।" কুমার তাহাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া দিলেন। সে সেই ভগ্নাবশেষ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কুমার তাহার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি যুবতী ফিরিল না, কুমার চিন্তিতহৃদয়ে তাহার অনুসন্ধানার্থ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবতী প্রকৃত রমণী নহে, সে ছদ্মবেশ-ধারিণী ঘুলে। কুমার শুনিলেন সে আপনার শিশু সন্তানদিগকে বলিতেছে "বৎস গণ! আজি তোমাদের জন্য আমি একটী হৃষ্ট পুষ্ট যুবক আনিয়াছি।" তাহার শিশুগণ সেই কথা শুনিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিতেছে "কৈ মা, কোথায়? ক্ষুধায় আমাদের উদর জ্বলিতেছে, তাহাকে এই থানে আনিয়া দাও, আমরা তাহার কোমল মাংসে উদর পূর্ণ করি।" ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল, শরীরের মাংসপেশী সকল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি বুঝিলেন, বিনাশ উপস্থিত; কি করেন পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে ঘুলে বাটীর মধ্য হইতে ফিরিয়া আসিল এবং কুমারকে সেইরূপ ভীত ও কম্পমান দেখিয়া বলিল "একি, আপনাকে এরূপ ভীত ও ব্যাকুল দেখিতেছি কেন?" কুমার বলিলেন আমার একটী শত্রু আছে, আমি তাহারই ভয়ে ভীত হইয়াছি।" ঘুলে বলিল "এই না আপনি বলিলেন, আপনি রাজ-পুত্র?" কুমার বলিলেন "হাঁ, আমি বাদসাহ-পুত্র।" সে বলিল "তবে আপনি কেন নিজ শত্রুকে অর্থদ্বারা বশ করুন না।" কুমার উত্তর দিলেন "সে অর্থপ্রার্থী নহে, সে আমার জীবন ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। আমি তাহার কোন দোষ করি নাই, তথাপি সে আমাকে বধকরিবার জন্য ফিরিতেছে।" সে বলিল "যদি যথার্থই আপনি নির্দ্দোষ হয়েন, তাহা হইলে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, অবশ্যই তিনি কৃপা করিয়া আপনাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।" কুমার এই কথা শুনিয়াই ঊর্দ্ধমুখে সেই জগৎপতি জগদীশ্বরের উদ্দেশে কাতরস্বরে বলিলেন "হে জগৎপতি! কাতর জনের একমাত্র আশ্রয়!



জগদীশ্বর! যিনি যখন বিপদে পড়িয়া আপনার নাম স্মরণ করেন, আপনি তখনিই তাঁহার বিপদ দূরীভূত করিয়া থাকেন। হে জগদীশ! আমি নিরাশ্রয় বিপন্ন, আমাকে এ বিপদ হইতে ত্রাণ করুন—আমার শত্রুকে নিকট হইতে দূর করুন!” ঘুলে তাঁহাকে জগদীশ্বরের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিতে শুনিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিল। তিনি ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন এবং নরাধম উজীরের কৃতঘ্নতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিয়া দিলেন। নরপতি তৎক্ষণাৎ দুষ্ট মন্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন।

বাদশাহ্ যূনান ও পণ্ডিত দুবান (উপসংহার)।

উজীর উপাখ্যানটী সমাপ্ত করিয়া বলিল "রাজন্! আপনি যদি এই পামর দুবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহা হইলে নরাধম নিশ্চয়ই আপনাকে বিনাশ করিবে। আপনি যদি আর কিছু দিন তাহার প্রতি এইরূপ অনুকম্পা প্রকাশ করেন—তাহাকে পরমাত্মীয় সঙ্গী করিয়া রাখেন, তাহা হইলে নরাধম কৃতঘ্ন নিশ্চয়ই আপনার প্রাণ বিনাশের নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিবে। আপনি কি দেখেন নাই, সে আপনাকে কেমন সামান্য উপায়ে—একটী যষ্টি মাত্র স্পর্শ করিতে দিয়াই, দুরূহ ব্যাধি হইতে মুক্ত করিল? সে যেরূপ সামান্য উপায়ে আপনাকে আরোগ্য করিয়াছে, সেইরূপ সামান্য উপায়েই আবার বিনাশ করিবে; অতএব এই বেলা তাহার দুরভিসন্ধি হইতে নিস্তার পাইবার সদুপায় করুন।" নরপতি যূনান বলিলেন "উজীরপ্রবর! তুমি যথার্থ বলিয়াছ; দুবান যে শত্রুপক্ষের দূত তাহাতে আর আমার কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সামান্য দ্রব্য স্পর্শে ততদূর গুরুতর রোগ আরোগ্য করিতে পারে, সে যে কোন দ্রব্য-বিশেষের আঘ্রাণ দ্বারা প্রাণ বিনাশ করিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?—এখন উপায়?—কিরূপে এ পাপিষ্ঠ কৃতঘ্নের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করি?" দুষ্ট উজীর বলিল "এখনই তাহার নিকটে একজনকে প্রেরণ করুন, সে তাহাকে সভামধ্যে ডাকিয়া আনুক। দুরাত্মা সভায় উপস্থিত হইবা মাত্রেই তাহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করুন। তাহা হইলে সে নরাধম আর আপনার ছিদ্রান্বেষণের সময় পাইবে না। অসদভিপ্রায় সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতে না করিতেই তাহার বিনাশসাধন করুন—আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ দুবানকে আহ্বান করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতবর, পাপাত্মা উজীরের ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিতেন

না সুতরাং অসন্দিগ্ধচিত্তে নরপতির সম্মুখে আসিয়া এই কবিতা কয়টী পাঠ করিলেন :—

ভুলি যদি কভু দেব ! করিবারে গান
 যশোরাশি, তুলনায় অতুল তোমার
বল তবে কার তরে রচনাবিধান
 পদ্যময় গাথা রাশি, গদ্য কত আর ?

অযাচিত ফল লাভ তোমার কৃপায়;
 বহিতেছি আজি তার গুরুতর ভার।
তিলেক বিলম্ব প্রভু হয় নাই তায়,
 সেই মাত্র পুরস্কার, যেই উপকার।

বল তবে দেব ! আজি কেমনে তোমার
 প্রাণ ভরি নাহি করি যশোগুণ গান
কিরূপে সুস্থির হয় হৃদয় আমার
 কেমনে যুড়ায় বল ব্যাকুল পরাণ ?

যথার্থ খ্যাতির পাত্র তুমি যশোধন,
 তোমার তুলনা ভূপ ! ত্রিভুবনে নাই ;
রসনা হৃদয়ে করি একত্র মিলন
 প্রাণ ভরি আজি তাই তব গুণ গাই।

ধন্য ধন্য নরপতি দয়ার আধার !
 পূর্ণিমার শশী যথা শরদ গগনে—
শোভুক তোমার যশ মহিমা অপার,
 ভাতুক বিমল আভা জগতের মনে।

কি আর করিব তব মহিমা বর্ণন
পাইয়াছি যেই দেব! উপকার ভার,
পৃষ্ঠে গুরুতর বটে করিতে বহন,
কিন্তু তাহে লঘু দেব, রসনা আমার!

নরপতি পণ্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তোমাকে আহ্বান করিয়াছি তাহা কি তুমি জান?" দুবান বলিলেন "প্রভু! সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অন্তর্য্যামী জগদীশ্বর ভিন্ন আর কে মনোগত বিষয় জ্ঞাত আছেন?" বাদশাহ বলিলেন "আমি প্রাণদণ্ড করিবার জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি।" পণ্ডিত দুবান সেই কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "রাজন্ আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে বিনাশ করিবেন?" নরপতি বলিলেন "আমি শুনিলাম তুমি আমার বিপক্ষপক্ষের চর, আমার প্রাণনাশ করাই তোমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য—দিবারজনী তুমি কেবল আমাকে বিনাশ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছ। যাহা হউক, তোমাকে সে দুরাশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" বাদশাহ এই কথা বলিয়াই জল্লাদকে ডাকিয়া বলিলেন "এই পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া, ইহার দুরভিসন্ধি হইতে আমাকে ত্রাণ কর।" পণ্ডিতবর দুবান তাঁহার সেই নিদারুণ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই কাতরস্বরে বলিলেন "নরনাথ, আমাকে রক্ষা করুন, জগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করিবেন; আমাকে বিনাশ করিবেন না, জগদীশ্বর তাহা হইলে আপনাকে বিনাশ করিবেন।" আফ্রীত! আমি যেমন প্রাণ রক্ষার্থ তোমার নিকটে অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম, তুমি তাহাতে কর্ণপাতও কর নাই, সেইরূপ পণ্ডিত দুবানও প্রাণরক্ষার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু নরপতি কিছুই শুনিলেন না।

বাদশাহ যূনান পণ্ডিতবর দুবানকে বলিলেন "আমি তোমাকে যতক্ষণ বিনষ্ট না করিতেছি, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই—ততক্ষণ আমার বিপদাশঙ্কা দূর হইতেছে না। তুমি যখন আমাকে সামান্য পদার্থ স্পর্শ করিতে দিয়াই আরোগ্য করিয়াছ, তখন হয়ত একটা সামান্য পদার্থের ঘ্রাণ দ্বারা অনায়াসেই আমাকে বিনাশ করিবে।" দুবান বলিলেন "রাজন্ আমি

আপনার যে উপকার করিয়াছি তাহারই কি এই ফল?—আপনি কি অপকার করিয়া উপকারের প্রতিশোধ দিয়া থাকেন?" নরপতি বলিলেন "যাহাই বল না কেন, তোমার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য—তোমাকে যে এখনই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।" পণ্ডিতবর হুবান বুঝিলেন, নরপতি তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—যথার্থই তাঁহার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য হইয়াছে। তখন অপাত্রে উপকার করিয়াছেন বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। জল্লাদ অগ্রসর হইয়া হুবানের নয়নদ্বয় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বান্ধিয়া দিল, এবং তরবারি উদ্যত করিয়া বলিল "রাজন্ অনুমতি প্রদান করুন, পণ্ডিত হুবানকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলি।" জল্লাদের সেই ভয়ানক কথা শুনিয়াই পণ্ডিতবর রোদন করিতে করিতে বলিলেন "রাজন্ আমাকে রক্ষা করুন, জগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করিবেন,—আমাকে বিনাশ করিবেন না, তাহা হইলে জগদীশ্বর আপনাকে বিনাশ করিবেন! কুম্ভীর যেমন উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়াছিল, আপনিও কি সেইরূপ প্রত্যুপকার করিবেন?" * বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কিরূপ? কুম্ভীর কি করিয়াছিল?" হুবান বলিলেন "আমি এরূপ অবস্থায় তাহা বর্ণন করিতে পারি না। জগৎপাতা জগদীশ্বরের নামে প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে রক্ষা করুন, তিনিও আপনাকে রক্ষা করিবেন।" পণ্ডিতবর এই কথা বলিয়াই করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী তাঁহার সেই শোচনী অবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া, উঠিয়া বলিলেন "রাজন্! পণ্ডিত হুবানের শোণিতের অধিকার আমাকে ভিক্ষা স্বরূপ প্রদান করুন। প্রভু, আমরা ত ইহাঁকে কোন দোষেই দোষী দেখিতেছিনা, বরং ইনি আপনার অসাধ্য রোগ আরোগ্য করিয়াছেন; যে রোগ শতশত চিকিৎসক, শত শত সাধু

---

* আরব দেশে এইরূপ প্রবাদ আছে যে,কোন সময়ে নীল নদী হইতে একটা কুম্ভীর তীরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একটা মরুভূমিতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই খানে তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। দৈববশে একজন উষ্ট্রারোহী ভ্রমণকারী তথায় উপস্থিত হইলে সে তাহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া উষ্ট্র পৃষ্ঠে তুলিয়া লইতে বলে। ভ্রমণকারী দয়া করিয়া তাহাকে উষ্ট্রের উপর তুলিয়া লয় এবং নদীতে লইয়া যায়। কুম্ভীর জলের নিকটে আসিয়া আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করতঃ উপকারীকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্ঞানী মহাত্মা বহু পরিশ্রমেও আরোগ্য করিতে পারেন নাই,এই পণ্ডিতবর অনায়াসে তাহা দূর করিয়াছেন।" নরপতি বলিলেন "সত্য বটে,কিন্তু তোমরা ইহার প্রাণ-দণ্ডের প্রকৃত কারণ জান না। যদি ইহাকে এখন ছাড়িয়া দি,তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে ঘোর বিপদে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে ব্যক্তি অতি সামান্য পদার্থ স্পর্শ করিতে দিয়াই তত দূর কষ্টকর কঠিন ব্যামোহ দূর করিতে পারে, সে অনায়াসেই দ্রব্যবিশেষের ঘ্রাণদ্বারা প্রাণ বিনাশ করিতে পারিবে? দুবান যে আমাকে কৌশল পূর্ব্বক বধ করিয়া শত্রুদিগের নিকট প্রতিপত্তি ও উচ্চ পদ প্রাপ্তির আশায় এখানে আসিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমরা কি বিবেচনা কর পণ্ডিত দুবান শত্রুপক্ষীয় চর নহে?—যত ক্ষণ এ নরাধম জীবিত থাকিবে তত ক্ষণ আমি বিপদশূন্য বা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।" দুবান পুনরায় বলিলেন "রাজন্ আমি কোন দোষে দোষী নহি—আমাকে রক্ষা করুন,জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন; আমাকে বিনাশ করিবেন না, তাহা হইলে নির্দ্দোষীর প্রাণ-বধের জন্য জগদীশ্বরও আপনাকে বিনাশ করিবেন।"

আক্ষেপ! নরপতি যূনান কোন কথাই শুনিলেন না, কাহারও অনুরোধ উপরোধে কর্ণপাত করিলেন না। দুবান দেখিলেন প্রাণ-রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই, বলিলেন "রাজন্! যদি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়,—যদি আপনি কোন মতেই ক্ষমা না করেন; তাহা হইলে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য অবকাশ প্রদান করুন। আমি সমস্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া আসি,এবং যে যে রূপে আমার সমাধি কার্য্য সম্পন্ন হইবে ও চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকগুলি যেরূপে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহা আত্মীয় ও প্রতিবেশীবর্গকে বলিয়া আসি। প্রভু, আমার পুস্তক সকলের মধ্যে এক খানি অতি অদ্ভুত গ্রন্থ আছে, আমি সে খানি বাদশাহের পুস্তকাগারের জন্য উপায়ন-স্বরূপে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "সে পুস্তকে কি আছে?" দুবান বলিলেন "তাহার মধ্যে কত যে অদ্ভুত বিষয় লিখিত আছে তাহার সংখ্যা নাই, তাহার মধ্যে একটী অতি সামান্য বিষয় এই—আপনি যখন আমার শিরশ্ছেদন করিবেন, তখন যদি সেই পুস্তক খানি খুলিয়া একে একে তিন পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাম দিকের পৃষ্ঠার

শিরোদেশে লিখিত পংক্তিত্রয় পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমার ছিন্ন মস্তক কথা কহিতে থাকিবে; আপনি যাহা প্রশ্ন করিবেন, ছিন্ন মুণ্ড তাহারই উত্তর দিবে।" নরপতি যূনান পণ্ডিতপ্রবর হুবানের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সে কি?—তোমার ছিন্ন মস্তক কথা কহিতে থাকিবে?" হুবান বলিলেন "হাঁ মহারাজ—সে অতি অদ্ভুত ব্যাপার!"

নরপতি যূনান পুস্তকের লোভে পণ্ডিতবর হুবানের শিরশ্ছেদন সে দিনের মত স্থগিত রাখিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন রক্ষক নিযুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। হুবান রক্ষিপুরুষগণে বেষ্টিত হওত বাটীতে ফিরিয়া গিয়া নিজ বিষয়সম্পত্তিগুলির বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। সে দিন কেবল সেই সকল কর্ত্তব্য কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়া গেল। পর দিন প্রাতে পণ্ডিত হুবান এক খানি পুরাতন পুস্তক ও একটী ক্ষুদ্র পাত্রে একপ্রকার চূর্ণ পদার্থ লইয়া রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। কাটা মুণ্ড কথা কহিবে!—অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজ্যস্থ আমীর, উজীর প্রভৃতি বড় বড় লোক মাত্রেই উপস্থিত হইয়াছে;—সভামণ্ডপ কুসুমোদ্যানের ন্যায়* অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হুবান, নরপতি যুনানের সম্মুখে একখানি আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন "একখানি বার্কোষ লইয়া আইস।" একজন রাজ-পরিচারক তৎক্ষণাৎ একটী কাষ্ঠপাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল। পণ্ডিতবর সেই বার্কোষ লইয়া তদুপরি পাত্রস্থ চূর্ণ দ্রব্য ঢালিয়া ফেলিলেন এবং তাহা উত্তমরূপে বিস্তৃত করিয়া দিয়া বলিলেন "রাজন্! এই পুস্তক গ্রহণ করুন, যতক্ষণ আমার মস্তকচ্ছেদন না হইতেছে, ততক্ষণ আপনি কিছুই করিবেননা। পরে মস্তকচ্ছেদন হইবা মাত্রেই ছিন্ন মুণ্ডটী এই বার্কোষের উপরিস্থ চূর্ণের উপর বসাইয়া দিয়া এক জনকে চাপিয়া ধরিতে বলিবেন, তাহা হইলেই প্রবাহিত রক্তধারা বন্ধ হইয়া যাইবে। অনন্তর আপনি একে একে পুস্তকের পত্রগুলি খুলিতে থাকিবেন।" হুবানের কথা সমাপ্ত হইলে, নরপতি পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়া জল্লাদকে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই সে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ এক জন পরিচারক ছিন্ন মস্তক পাত্রস্থ চূর্ণ দ্রব্যের উপরে

* কুসুমোদ্যান, প্রকৃত কথা গুলজার—সভা-মণ্ডপ গুলজার হইয়া গিয়াছে।

চাপিয়া ধরিল। নরপতি যূনান দুবানের পুস্তকখানি খুলিলেন। গ্রন্থ খানির পত্রগুলি পরস্পর যোড়া ছিল, সহজে খোলা গেল না; সুতরাং অঙ্গুলির অগ্র-ভাগ দ্বারা জিহ্বা হইতে রস গ্রহণ করিয়া পত্রের পার্শ্বদেশ আর্দ্র করিলেন এবং আস্তে আস্তে প্রথম পাত্রটী খুলিলেন। এই রূপ উপায়ে একে একে ষষ্ঠম পত্র পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখা হইল, কিন্তু তন্মধ্যে কোন প্রকার লেখাই দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন "পণ্ডিত দুবান! কৈ তোমার পুস্তকে ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" ছিন্ন মুণ্ড উত্তর দিল "আরও খুলুন, অবশ্যই দেখিতে পাইবেন।" নরপতি পুনরায় পত্রের পার্শ্বগুলি একেএকে সুধামৃতে আর্দ্র করিয়া খুলিতে লাগিলেন। পত্রগুলি সমস্তই বিষাক্ত ছিল, সেই বিষ অঙ্গুলিতে ও অঙ্গুলি হইতে জিহ্বায় সংলগ্ন হইয়া শীঘ্রই তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বাদশাহ ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন "আ! আমার সর্ব্ব শরীরে বিষম কালকূট ব্যাপ্ত হইয়াছে।—হায় আমি মারা গেলাম!" তাঁহার সেইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুবানের ছিন্ন মস্তক বলিল :—

দুরন্ত দুর্জ্জন পাপী দুরাচার
ক্ষমতা পাইলে আপন করে
সমুচিত মান না রাখে কাহার
না দেখে চাহিয়া গরব ভরে।

করে অপমান ক্ষমতার তার
বিনা দোষে লোকে পীড়ন করি;
ভাবেনাক শেষে কি হবে আবার—
ভাবী ফল ভুলে দেখে না স্মরি।

এই যার প্রতি এত দয়াবান
এখনি বধিবে জীবন তার—
ক্ষণে হাতে শশী, ক্ষণে লয় প্রাণ
এ হতে ভীষণ কি আছে আর?



অসীম ক্ষমতা ভীম বাহু বল
  পেয়ে যদি তারা সদয় হয়,
লভিবারে পারে অনন্ত কুশল
  ঈশ-দয়া তারে সতত রয়।

কিন্তু নাহি হয় প্রবৃত্তি তাহায়
  পর-অপকারে সদাই মন,
কেমনে কাহার করিবে অন্যায়
  এই খালি তার সতত পণ।

ঈশ্বর-নিয়ম নহেক অন্যায়
  সকলি উচিত বিধান তাঁর
সেই মত ধন যুটে ত তাহায়,

ভাল মন্দ আশ যে কিছু তোমার
  সকলি প্রকাশ তাঁহার কাছে,
কর্ম্ম-ফল নহে বিফল কাহার
  হাতে হাতে ফল সবার আছে।

প্রাণপণে হিত করিনু সাধন
  ভাল ফল দিলে যেমন তার—
করিলে যেমন হিত আচরণ,
  বহ রে তেমতি করম-ভার।

পণ্ডিত-বর তুবানের ছিন্ন মস্তক এইকয়টী কবিতা পাঠ করিয়াই নিস্তব্ধ হইল। বাদশাহ য়ূনানের প্রাণ-শূন্য জড়দেহ সিংহাসনের উপর পড়িয়া রহিল।

ধীবর ও জিনী (উপসংহার)।

মৎস্যজীবী বলিল "আফ্রীত! নরপতি য়ূনান যদি পণ্ডিত তুবানকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে জগদীশ্বরও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না, বিনাদোষে তাঁহাকে বিনাশ করিলেন, জগদীশ্বরও তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। আফ্রীত! যদি তুমি আমাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া রক্ষা করিতে, তাহা হইলে জগদীশ্বরও তোমাকে রক্ষা করিতেন। কিন্তু তুমি কৃতঘ্ন, আমাকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলে, সুতরাং আমি তোমাকে এখন কুম্‌কুমের মধ্যে বদ্ধ করত সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিয়া বিনাশ করিব।" মারিদ তাহার

সেই কথা শুনিয়াই কাতরস্বরে বলিল "আল্লার দোহাই—ধীবর, আমাকে জলে ফেলিয়া দিও না, দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর, যদিও আমি তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তুমি এখন তাহা মার্জ্জনা করিয়া ক্রোধ ত্যাগ কর। 'উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারীর অপকার করে, তাহা হইলে সেই কৃতঘ্নতাই তাহার যথেষ্ট শাস্তি—অন্য দণ্ডের আর প্রয়োজন নাই' এই প্রবাদ বাক্যটী স্মরণ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ধীবর! উমামে আটিকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তুমিও কি আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে? ধীবর জিজ্ঞাসা করিল "সে কিরূপ?" আফ্রীত বলিল "এখন আমার উপাখ্যান বলিবার সময় নহে, আমি এরূপ কারারুদ্ধ থাকিয়া তাহা বর্ণন করিতে পারি না—আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি সমস্তই বলিতেছি।" ধীবর বলিল "তোমাকে নিশ্চয়ই সমুদ্রে ফেলিয়াদিব; তুমি আর বৃথা উদ্ধার হইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? তোমার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই—আমি আর কিছুই শুনিব না। আমি তোমার ইষ্ট বই কোন অনিষ্ট করি নাই, কোনরূপ অপরাধে অপরাধী নহি, তথাপি তুমি আমাকে বিনাশ করিতে চাহিলে, আমি এত অনুনয় বিনয় করিলাম এত ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম তুমি কিছুই শুনিলে না; আমি এখন তোমার অনুনয় বিনয় শুনিব কেন? আমি যদি তোমাকে কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া বধার্হ হই, তাহা হইলে তুমি আমার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়া কিরূপে অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছা কর? আমি দেখিলাম তুমি অত্যন্ত অসৎ, উপকারীর অপকারেচ্ছুক; সুতরাং কৌশলে তোমাকে কুম্‌কুমের মধ্যে বদ্ধ করিলাম। এখন তোমাকে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিব এবং এই কূলভূমিতে বাস করিয়া সকলকেই সতর্ক করিয়া দিব, যেন কেহই আর তোমাকে উদ্ধার না করে। এইরূপে তুমি চিরকাল সমুদ্রের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া নিজ অকৃতজ্ঞতার ফল-স্বরূপ নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" আফ্রীত বলিল "ধীবর! আমাকে ছাড়িয়া দেও,—দেখ, এখন তোমার দয়া প্রকাশের প্রকৃত অবসর। আমি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখনও তোমার অনিষ্ট করিব না বরং তদ্বিপরীতে তোমাকে চিরদিনের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়া দিব।"

ধীবর সেই কথায় স্বীকৃত হইয়া, সে যেন আর কখন অপকার চেষ্টা না করে বরং যথাসাধ্য উপকার করিতে চেষ্টিত থাকে, এইভাবে তাহাকে শপথ করাইয়া লইল। আফ্রীত সর্ব্বময় বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। ধীবর পাত্রের মুখাবরণটী খুলিয়া দিল। পুনরায় কুম্‌কুম হইতে পূর্ব্বের ন্যায় ধূমরাশি নির্গত হইতে লাগিল। সমস্ত ধূম বহির্গত হইলে, জিনী নিজ বিকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক এক পদাঘাতে কুম্‌কুম্‌টী সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। ধীবর তাহার সেইরূপ আচরণ দেখিয়া ভাবিল, গতিক ভাল নহে—নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। কি করে আর অন্য উপায় নাই, কথঞ্চিৎ সাহসে নির্ভর করিয়া বলিল "আফ্রীত! পবিত্রনামা জগদীশ্বর বলিয়াছেন 'প্রতিশ্রুত পূর্ণ কর, শেষ বিচারের দিন তাহারও অনুসন্ধান হইবে।' তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, শপথ করিয়া বলিয়াছ যে আর কথনই বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না—আর কথনই আমার অনিষ্ঠ চিন্তা করিবে না। এখন সেই শপথ স্মরণ করিয়া কার্য্য কর, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন; কারণ তিনি গুণপক্ষপাতী; তিনি ধার্ম্মিক সত্যবাদীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু পাপী মিথ্যাবাদীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে বিস্মৃত হয়েন না। বাদশাহ যূনান ও পণ্ডিত দুবানের ইতিহাস একবার স্মরণ করিয়া দেখ;—তুমি যদি আমাকে রক্ষাকর, তাহা হইলে জগদীশ্বরও তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

আফ্রীত একটু হাসিয়া "ধীবর! আমার সঙ্গে আইস" এই কথা বলিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিল। মৎস্যজীবী পলায়নের কোনরূপ উপায় দেখিতে না পাইয়া অগত্যা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। আফ্রীত নগরোপকণ্ঠ ত্যাগ করিয়া একটা পর্ব্বতের উপরে উঠিল, এবং সেখান হইতে অবতীর্ণ হইয়া এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইল। ধীবরও তাহার অনুসরণক্রমে তথায় গেল। প্রান্তরের মধ্যস্থলে একটা হ্রদ ছিল; আফ্রীত তাহার কূলে দাঁড়াইয়া ধীবরকে তন্মধ্যে জাল ফেলিতে বলিল। ধীবর জলের দিকে চাহিয়া দেখিল, শ্বেত, পীত, হরিৎ, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের অসংখ্য অসংখ্য মৎস্য জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। সে সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং জাল ফেলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের চারিটী মৎস্য ধরিল। সেই

অদ্ভুত মৎস্যগুলি দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আফ্রীত বলিল "ধীবর! তুমি এই মৎস্যগুলি সুলতানের* নিকট লইয়া যাও এবং তাঁহাকে উপায়ন স্বরূপে প্রদান করগে। তিনি এই মৎস্য কয়টীর পরিবর্ত্তে যে পারিতোষিক দিবেন তাহাতেই তুমি প্রভূত ধনের অধিপতি হইতে পারিবে। জগদীশ্বরের দোহাই, আমাকে ক্ষমা কর,—আমি ইহা অপেক্ষা আর অধিক উপকার করিতে পারিলাম না, কারণ আমি এক সহস্র আটশত বৎসর জলের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম ইতিমধ্যে একবারও পৃথিবীর উপরিভাগ দর্শন করিতে পাই নাই; ধরণীর কোথায় কি আছে আমি তাহা এখনও জানি না। যাহা হউক, তুমি এখান হইতে প্রত্যহই অবাধে মৎস্য ধরিয়া লইয়া যাইতে পার, কিন্তু একদিনে একবারের অধিক আর দ্বিতীয় বার জাল ফেলিও না।—এখন আমি তোমাকে জগদীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম।" সে এই কথা বলিয়াই ভূমিপৃষ্ঠে একটী পদাঘাত করিল। অমনি ভূভাগ দ্বিধা হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

ধীবর মৎস্যগুলি লইয়া আফ্রীতঘটিত ঘটনা সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে নগরে ফিরিয়া গেল এবং একটী বৃহৎ মৃৎপাত্র জলপূর্ণ করিয়া মৎস্য চতুষ্টয় তন্মধ্যে ছাড়িয়া দিল। সেগুলি পুনরায় জল পাইয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ধীবর আফ্রীতের উপদেশানুসারে সেই পাত্র মস্তকে লইয়া রাজ-প্রাসাদে গমন করতঃ মৎস্যগুলি উপায়ন স্বরূপে নরপতির সম্মুখে স্থাপন করিল। নরাধিপ আর কখন সেরূপ অপূর্ব্ব মৎস্য দর্শন করেন নাই, সুতরাং সেগুলি দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেলেন এবং পরিচারকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "মৎস্যগুলি নবাগত পাচিকা ক্রীতদাসীকে দাও।" —এই পাচিকাটীকে তিন দিন পূর্ব্বে গ্রীক্ নরপতি উপায়ন-স্বরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, নরপতি তখনও তাহার নিপুণতার বিষয়ে পরীক্ষা করেন নাই—এখন সেই মৎস্যগুলির দ্বারাই তাহাকে পরীক্ষা করিতে বলিলেন। উজীর পাচিকাকে সেগুলি উত্তমরূপে ভাজিতে আজ্ঞা করিয়া বলিলেন "শুভে! নরপতি তোমাকে এই কথা বলিয়া পাঠালেন যে 'আমি কেবল বিপদ্কাল ভিন্ন আর কখনও অশ্রুবর্ষণ করি

* সুলতান—চক্রবর্ত্তী রাজা। সুলতানের অধীনে অনেক "মেলিক্" বা সামন্তরাজা থাকে।

না।* অদ্য তুমি এই মৎস্যগুলি ভর্জ্জিত করিয়া নিজ রন্ধনপারিপাট্য দ্বারা আমাকে প্রীত কর।' একজনএই মৎস্যগুলি স্থলতানকে উপায়ন স্বরূপে প্রদান করিয়াছে।" উজীর এই কথা বলিয়াই রাজসমীপে ফিরিয়া গেলেন। নরপতি ধীবরকে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিপ্রেত পুরস্কার প্রদত্ত হইল। ধীবর সেই আশাতীত ধনলাভে পরম আনন্দিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া আনিল। তাহার পরিবারবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজন্! ধীবরের বিবরণ এই;—এখন সেই মৎস্যগুলি লইয়া যে অদ্ভুত ব্যাপার সকল ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পাচিকা ক্রীত-দাসী মৎস্যগুলি শল্কহীন ও পরিষ্কৃত করত চুল্লির উপর একখানি চাটুতে চড়াইয়া দিল। ক্রমে একদিক ভর্জ্জিত হইল, সে অপর দিক উল্টাইয়া দিল। অমনি পাকশালার ভিত্তি ভেদ করিয়া একটী রমণীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। রমণী দীর্ঘাকার, তাহার মসৃণ কপোলদেশ মনোহর সুঠাম, চঞ্চল নয়নদ্বয় কজ্জল-রঞ্জিত, নিতম্বদেশ গুরু স্থূল; বাস্তবিক মূর্ত্তিটী একেবারে নির্দ্দোষ নিখুঁত না হউক, সুন্দরী বটে। রমণীর মস্তকে একখানি নীল রেশমের কাজকরা মস্তকাবরণ, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, অঙ্গুলিগুলিতে হীরক-খচিত মণিময় অঙ্গুরীয়ক এবং হস্তদ্বয় অপূর্ব্ব কঙ্কনে শোভিত। তাহার হস্তে একগাছি বেত্র ছিল; সে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সেই বেত্রের এক প্রান্তভাগ দ্বারা চাটু স্পর্শ করিয়া বলিল "অরে মৎস্যগণ! তোরা যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলি, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিস্? না আজিও প্রতিজ্ঞাত বিষয় মনে আছে?" সেই অদ্ভুত রমণীমূর্ত্তি দেখিয়াই পাচিকা ভয়ে জড়ীভূত হইয়া-গেল। রমণী পুনরায় বলিল "অরে তোরা যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলি তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিস্? না অদ্যাপি প্রতিজ্ঞাত বিষয় মনে আছে?" এইরূপে সে তৃতীয় বারও জিজ্ঞাসা করিল। সহসা অর্দ্ধভর্জ্জিত মৎস্যগুলি চাটুর উপর হইতে মস্তক তুলিয়া বলিল "হাঁ হাঁ,—স্মরণ আছে, আমরা বিস্মৃত হই নাই;—

---

* এ কথাগুলির প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।—বোধ হয় নূতন পাচিকা সহসা আত্মীয় বন্ধুবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বদাই রোদন করিত।

যদি তুমি এস আসিব নিশ্চয় ;
চলি গেলে মোরা সঙ্গেতে যাই ;
ছাড় যদি তুমি হইয়া নিদয়
আমরও ঠিক করিব তাই।"

তাহাদের সেই কথা শুনিয়াই রমণীমূর্ত্তি, চাটুখানি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া, যেরূপে আসিয়াছিল, সেই রূপেই ভিত্তিমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আর তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। রমণী চলিয়া গেলে পাচিকা উঠিয়া দেখিল, মৎস্যগুলি পুড়িয়া অঙ্গারের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, আর তাহর তিলার্দ্ধমাত্রও অবশিষ্ট নাই—আপনাআপনি বলিল "হায়! যুদ্ধের প্রথম উদ্যমেই যষ্টি ভাঙ্গিয়া গেল।" সে এই কথা বলিয়া আত্মনিন্দা করত রোদন করিতেছে, এমন সময় উজীর তথায় আসিয়া বলিলেন "কেমন, তোমার মৎস্যগুলি ভর্জ্জিত হইয়াছে কি?—যদি হইয়া থাকে, চল সুলতানের নিকটে লইয়া চল।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই ভয়ে পাচিকার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট অদ্ভুত ঘটনাগুলি একে একে সমস্ত বর্ণন করিল।

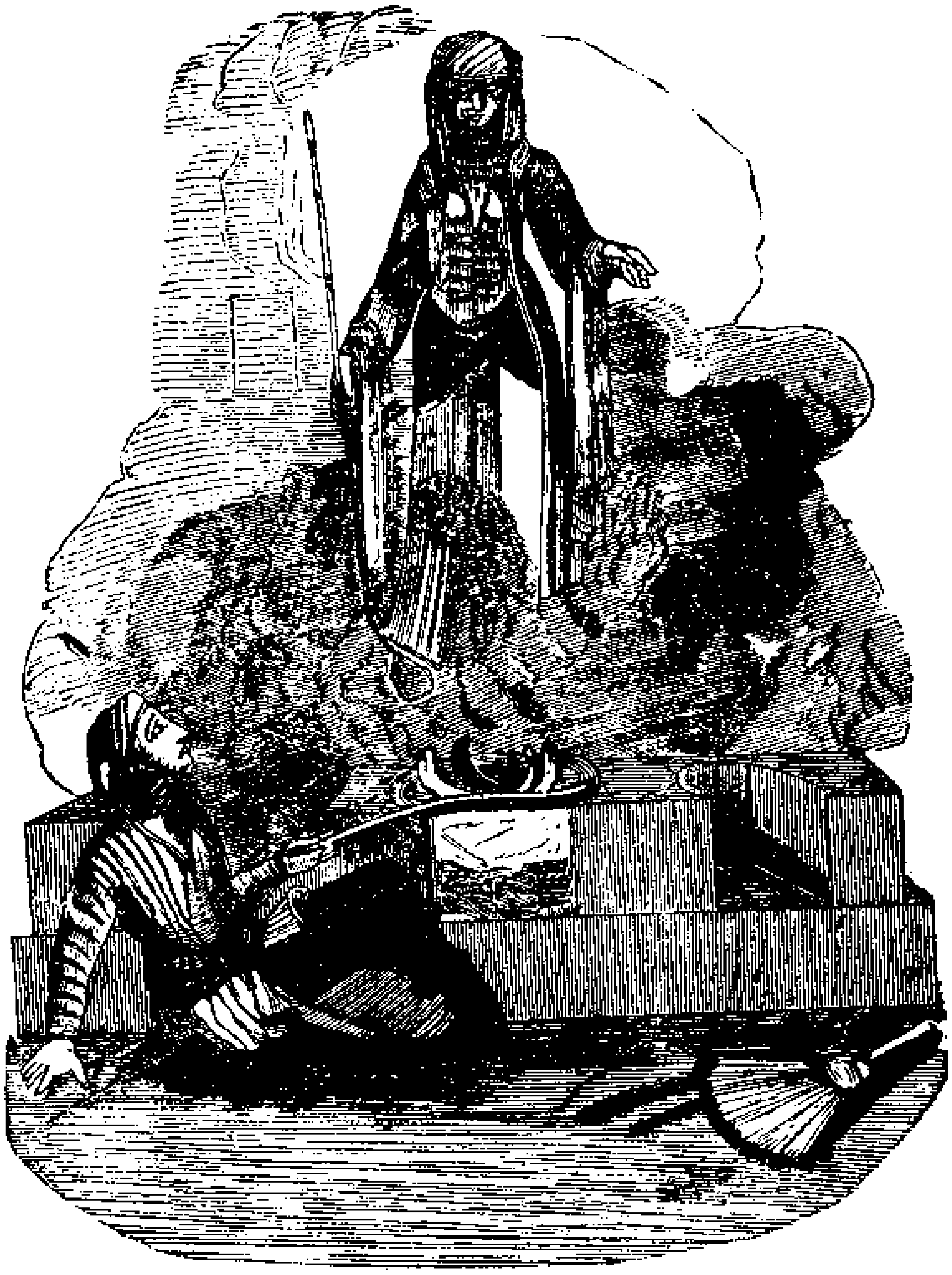
উজীর পাচিকাপ্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "যথার্থ এ অতি অদ্ভুত ঘটনা।" তিনি এই কথা বলিয়াই ধীবরকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। উজীর বলিলেন "ধীবর, তুমি যেরূপ মৎস্য আনিয়া দিয়াছিলে পুনরায় সেইরূপ চারিটী মৎস্য আনিয়া দিতে হইবে।" আজ্ঞা মাত্রেই মৎস্যজীবী জাল দড়ি প্রভৃতি লইয়া পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক সেই প্রান্তরে গিয়া হ্রদমধ্যে জাল ফেলিল, সেবারেও সেইরূপ চারিবর্ণের চারিটী মৎস্য ধৃত হইল। ধীবর সেই মৎস্যচতুষ্টয় উজীরকে আনিয়া দিল। উজীর সে গুলি লইয়া পাচিকার নিকটে গিয়া বলিল "উঠ, এই মৎস্যগুলি এবার আমার সম্মুখে ভর্জ্জিত কর,—আমি সমস্ত স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি।" পাচিকা মৎস্যগুলি প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চাটুর উপর চড়াইয়া দিল। ক্ষণকাল মধ্যেই পাকশালার ভিত্তি ভেদ করিয়া সেই রমণীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল এবং

হস্তস্থিত বেত্রদ্বারা চাটু স্পর্শ করিয়া বলিল "অরে, অরে মৎস্যগণ তোরা যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলি, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিস্? না আজিও প্রতিজ্ঞাত বিষয় মনে আছে?" অমনি অর্দ্ধভর্জ্জিত মৎস্যচতুষ্টয় মস্তক তুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিল। রমণীমূর্ত্তি তাহাদের সেই উত্তর শুনিয়া বেত্রদ্বারা চাটু সহিত সমস্ত চুল্লির উপরে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া ভিত্তির মধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল।

উজীর সেই সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বলিলেন "এ অদ্ভুত ব্যাপার সুলতানের নিকটে গোপন রাখা উচিত নহে।" তিনি এই কথা বলিয়াই নরপতি সন্নিধানে গেলেন এবং যে যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা একে একে সমস্ত বর্ণন করিলেন। নরপতি বলিলেন "আমি স্বচক্ষে সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।" উজীর সেই কথা শুনিয়াই ধীবরকে ডাকাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্বর্ণের চারিটী মৎস্য, তিন দিবসে মধ্যে, রাজ সমক্ষে আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

ধীবর পুনরায় সেই হ্রদ হইতে চারি বর্ণের চারিটী মৎস্য আনিয়া দিল। নরপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চারিশত স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং উজীরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তুমি স্বয়ংই মৎস্য কয়টী আমার সম্মুখে পাক কর।" "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য" উজীর এই কথা বলিয়াই চাটু প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তথায় আনয়ন করিলেন এবং মৎস্য চতুষ্টয় উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া অগ্নির উপরে চড়াইয়া দিলেন। মৎ্যগুলির একদিক ভর্জ্জিত হইল, উজীরবর যেমন অপর পৃষ্ঠ উল্টাইয়া দিবেন অমনি গৃহের ভিত্তি ভেদ করিয়া একটা ভীষণাকৃতি আদ*বংশীয়ের ন্যায় দীর্ঘ, ষণ্ডাকার কাফ্রী আবির্ভূত হইল। কাফ্রীর হস্তে একটা সদ্যোভগ্ন হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ-শাখা ছিল; সে সেই বৃক্ষ-শাখা দ্বারা চাটু স্পর্শ করিয়া স্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল "অরে, অরে মৎস্যগন! তোরা কি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিস্? না এখনও তদনুসারে কার্য্য করিতেছিস্?" অমনি অর্দ্ধভর্জ্জিত

* আরবদেশে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে তথায় পূর্ব্বে আদ নামে একপ্রকার জাতি ছিল, তাহাদের মধ্যে যে অতি খর্ব্বাকার সে ও অন্ততঃ ৬০ হস্ত দীর্ঘ। উক্ত জাতি নাস্তিক হওয়ায় এক প্রকার উত্তপ্ত প্রবল বায়ু দ্বারা বিনষ্ট হয়।



মৎস্যগুলি চাটু হইতে মস্তক তুলিয়া উত্তর দিল "হাঁ হাঁ—আমরা এখনও ভুলিনাই ঃ—

যদি তুমি এস আসিব নিশ্চয় ;
চলি গেলে মোরা সঙ্গেতে যাই ;
ছাড় যদি তুমি হইয়া নিদয়
আমরও ঠিক করিব তাই।"

কাফ্রী মৎস্যদিগের সেই উত্তর শ্রবণ করিয়াই হস্তস্থিত বৃক্ষশাখাদ্বারা চাটুখানি উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিয়া ভিত্তির মধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল।

নরপতি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বলিলেন "এ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনরূপেই উচিত নহে, নিশ্চয়ই এই মৎস্য-ঘটিত কোন অপূর্ব্ব বিবরণ আছে।" তিনি এই কথা বলিয়াই ধীবরকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথা হইতে মৎস্য আনিয়াছিলে?" সে বলিল "প্রভু, এই নগরের বহির্ভাগে যে একটী পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, চারিটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত একটী হ্রদ হইতে আনিয়াছিলাম।" নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "সে হ্রদ এখান হইতে কত দিনের পথ?" ধীবর উত্তর দিল "প্রভু, সুলতান! সে এখান হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার পথ মাত্র।" সুলতান সেই কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সেই হ্রদ দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবার জন্য সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইয়া ধীবরের সহিত নগর হইতে বহির্গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আবার একি নূতন বিপদ উপস্থিত! ধীবর নরপতির সেই আজ্ঞায় ভীত হইয়া মনে মনে আফ্রীতকে অভিশাপ দিতে লাগিল। সুলতানও স্বয়ং সুসজ্জিত হইয়া শীঘ্রই নিজ সৈন্যসামন্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে নগরপ্রান্তস্থ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া একটী অদৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রান্তরের মধ্যে উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ সেই সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। ধীবর পথপ্রদর্শক হইয়া তাহাদিগকে পর্ব্বতচতুষ্টয়-বেষ্টিত হ্রদের কূলে লইয়া গেল। নরপতি হ্রদ ও তন্মধ্যস্থিত রক্ত, শ্বেত, পীত ও নীল এই চতুর্ব্বর্ণের মৎস্য সকল দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সৈনিক ও অপরাপর সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কেমন, তোমরা কি আর কখন এই হ্রদ দেখিয়াছিলে?" সকলে বলিল "না, আমরা আর কখনই এ হ্রদ দেখি নাই।" নরপতি বলিলেন "আল্লার দোহাই—আমি যতক্ষণ এই হ্রদ ও নানাবর্ণে রঞ্জিত মৎস্যগণের ইতিহাস জ্ঞাত না হইতেছি, ততক্ষণ রাজধানী মধ্যে প্রবেশ বা সিংহাসনে উপবেশন করিব না।" অনন্তর তিনি অনুচরবর্গকে পর্ব্বতপার্শ্বে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিতে বলিলেন। আজ্ঞা মাত্রেই বস্ত্রাবাসগুলি বিস্তৃত ও স্থানটী বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সজ্জিত হইল। সুলতান জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর ধীমান উজীরকে নিকটে আহ্বান করিলেন। উজীর তাঁহার সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। নরপতি বলিলেন "উজীর আমি একটী কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছি, সে কার্য্যটী এই ;—অদ্য রাত্রিতে এই হ্রদ ও মৎস্য সকলের প্রকৃত বিবরণ অন্বেষণার্থে একাকী শিবির হইতে বহির্গত হইব। এখন তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে,—তুমি আমার বস্ত্রাবাসের দ্বারে বসিয়া থাকিবে, আমীর উজীর ও সভাসদ্বর্গ আসিলে তাহাদিগকে বলিবে যে 'সুলতান অসুস্থ আছেন, তিনি আমাকে দ্বাররক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন ; কাহারই পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই।' দেখিও কাহাকেও আমার প্রকৃত অভিপ্রায় জ্ঞাত করিও না।" উজীর কি করেন, নরপতির ইচ্ছায় বাধা দিতে সাহস হইল না সুতরাং তাঁহার সে অভিপ্রায়ে কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়াই আজ্ঞা সম্পাদনে করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যার সময় নরপতি ছদ্মবেশে একমাত্র তরবারি হস্তে শিবির হইতে গোপনে প্রস্থান করিলেন।

সুলতান সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিলেন, ক্রমে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ করিয়া সূর্য্য উদিত হইল, তখনও তিনি চলিতেছেন। ভীষণ রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল ; তিনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। এইরূপে সে দিন এবং সে রাত্রিও অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতে দূরে একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইলেন। অভিলষিত ফললাভের কতক আশা হইল ; আপনা আপনি বলিলেন "বোধ হয় ঐ স্থানেই এরূপ কোন না কোন লোকের দেখা পাইব, যে এই হ্রদের ও মৎস্য সকলের ইতিহাস বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে।" তিনি আরও শীঘ্র শীঘ্র পদবিক্ষেপ করিয়া তদভিমুখে চলিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, সেটী একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ও লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ প্রাসাদ। তাহার সিংহদ্বারের লৌহময় কবাটদ্বয়ের একটী মুক্ত ও অপরটী রুদ্ধ রহিয়াছে। নরপতি তাহা দেখিয়াই পরম প্রীত হইয়া দ্বারদেশে ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিলেন*; কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। তিনি এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও দ্বারে

* মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিনা অনুমতিতে অপরের বাটীতে প্রবেশ করা অতীব নিষিদ্ধ (কোরাণ ২৪ শ অধ্যায় ২৭-২৯ কবিতা) সেই জন্য ধার্ম্মিক মুসলমান মাত্রেই দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিলেও বহির্ভাগ হইতে অনুমতি গ্রহণ না করিয়া অপরের বাটীতে প্রবেশ করেন না ; তবে জনহীন বাটীতে প্রবেশ করিতে দোষ নাই।

আঘাত করিলেন, কিন্তু কাহারও কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ শুনিতে পাইলেন না। চতুর্থবারে অপেক্ষাকৃত সবলে আঘাত করিলেন,তথাপি কেহই উত্তর দিল না। আপনাআপনি বলিলেন "নিশ্চয়ই এ প্রাসাদটী জনশূন্য,নতুবা অবশ্য কেহ না কেহ উত্তর দিত।" নরপতি সাহসে নির্ভর করত দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ওগো তোমরা বাটীর মধ্যে কে আছ, আমি ক্ষুধিত পথ-ভ্রান্ত পথিক; তোমাদের কি কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে?" তিনি এইরূপে আরও দুইবার আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই পাইলেন না। কি করেন অগত্যা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন প্রাসাদটী অতি পরিপাটি-রূপে সজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু জনমানব মাত্রও নাই। প্রাঙ্গণভূমির মধ্যদেশে একটী অপূর্ব্ব ফোয়ারা হইতে অনবরত বিমল বারিধারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হই-তেছে। ফোয়ারার চারিদিকে চারিটী উজ্জ্বল স্বর্ণময় সিংহমূর্ত্তি মণি-মুক্তাজালের ন্যায় মনোহর স্বচ্ছ জলরাশি বমন করিতেছে। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পক্ষী সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; পাছে সেগুলি উড়িয়া পালায় সেই জন্য প্রাসা-দের উপরিভাগে জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। তিনি সেই জনশূন্য স্থানে সেই সকল সজ্জা ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন। অভিলষিত সিদ্ধ হইল না, যে আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল—হ্রদ, পর্ব্বত, অদ্ভুত মৎস্য ও সেই প্রাসাদ প্রভৃতির প্রকৃত ইতি-হাস কি?—কাহাকে সে সমস্ত জিজ্ঞাসা করেন, কেই বা তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে? ভাবিতে ভাবিতে প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া বসিলেন। সহসা এই বিলাপময় কবিতাকয়টী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল :—

অরে রে কপাল পোড়া! কত আর দহিব?
দিবা নিশি হেন জ্বালা কত আর সহিব?
হৃদয়ে দুখের ভার আর এত সহেনা!
কাতর জীবন বুঝি আর দেহে রহেনা!
প্রেয়সিরে! এই মনে ছিল কি গো তোমার?
ভালবাসা ফল এবে দিলে ভাল আমার!

বহিলে শরীরে তব মৃদু মন্দ পবন
বিপদ ভাবিয়া হ'ত ব্যকুলিত যে জন—
দিবা নিশি ছিল যাঁর তব হিত-কামনা
তারে কি উচিত হল দিতে এত যাতনা ?

কারে বা দূষিব হায় বিধির এ ঘটন—
থাকিতে আঁখিতে তারা হল অন্ধ নয়ন !
ছিড়িলে ধনুর ছিলা ঘোর তর সমরে
ধানুকী উপায় হীন বল হায় কি করে ?
উন্নত হৃদয় যার, বড় লোক যে জন
অদৃষ্টের বশে হয়ে বিপদেতে মগন
কুপিত ভাগ্যের হাতে উদ্ধারের আশেতে
শরণ লইতে হায় যাবে কার পাশেতে ?

স্থলতান সেই বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়াই ত্বরিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যে দিক হইতে শব্দ শ্রুতিগোচর হইল, সেই দিকে গেলেন। সম্মুখেই একটী গৃহের দ্বারদেশে বিচিত্র যবনিকা শোভিত ছিল। তিনি সেই পরদা উত্তোলিত করিয়া দেখিলেন গৃহমধ্যে এক খানি এক হস্ত উচ্চ পর্য্যঙ্কের উপরে একজন যুবক উপবিষ্ট আছেন। যুবক যেমন রূপবান্ তেমনই বাক্‌পটু সুভাষী; তাঁহার কপালদেশ মসৃণ, মনোহর গোলাপী গণ্ডস্থলে একটী অম্বরের* ন্যায় আঁচিল শোভমান, পরিধানে স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্র। যুবকের মুখখানি যদিও নবোদিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় মনোহর বটে, কিন্তু নিতান্ত ম্লান; দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন গুরুতর শোকে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নরপতি তাঁহাকে দেখিয়াই সানন্দে অভিবাদন করিলেন। যুবক তাঁহার সম্যক্

* অম্বর—প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

অভ্যর্থনার্থ গাত্রোত্থান না করিয়া কেবল প্রত্যভিবাদন মাত্র করিয়াই বলিলেন "মহাশয়, আমি গাত্রোত্থান করিয়া আপনার সমুচিত সম্মাননা করিতে পারিলাম না, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন।" নরপতি বলিলেন "যুবক! কয়েকটী বিষয় জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।—তোমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পর্ব্বত চতুষ্টয়, প্রান্তর মধ্যস্থ হ্রদ ও নানাবর্ণের মৎস্য সকলের প্রকৃত বিবরণ এবং তোমার এই নির্জ্জন স্থানে বাস আর বিলাপের কারণ বর্ণন করিতে হইবে। সেই কথা শুনিয়াই যুবকের নয়নদ্বয় দিয়া দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; তিনি পুনরায় ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। নরপতি তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একি, আপনি রোদন করিতেছেন কেন?" "হায় যাহার এরূপ দুরবস্থা তাঁহার রোদন ভিন্ন আর কি উপায় আছে—আমি রোদন না করিয়া কি করিব?" যুবক এই কথা বলিয়াই নিজ গাত্রাচ্ছাদনটী খুলিয়া ফেলিলেন। আ! এ কি! যুবকের পদতল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ দেহ প্রস্তরময়; অবশিষ্ট, কটিদেশ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত অপরার্দ্ধ, স্বাভাবিক। নরপতি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। যুবক বলিলেন "রাজন্! আপনি যে মৎস্য সকল দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ অতি অদ্ভুত,—যদি তাহা হৃদয়ফলকে ক্ষোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অনেকে তদ্দ্বারা উপদেশ লাভ করিতে পারে।" তিনি এই কথা বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন:—

কৃষ্ণদ্বিপাধিপতি তরুণ বাদসাহ

এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বৃহৎ জনপদ ছিল। আমার পিতা সেই জনপদের নরপতি ছিলেন। তাঁহার নাম মহম্মদ। চারিটী পর্ব্বত এবং সমস্ত কৃষ্ণদ্বীপ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি সপ্ততি বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। আমি পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া পিতৃব্য-কন্যাকে বিবাহ করিলাম। সে আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত; এমন কি দৈবে, কোন কার্য্যবশে, যদি কখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতাম, তাহা হইলে সে পানাহার শূন্য হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে আমার আগমনকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিত; আমিও তাহাকে তেমনি স্নেহ করিতাম। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল; এক দিন প্রিয়তমা স্নানার্থ হাম্মামে গেলেন, আমি পাচিকাদিগকে অপরাহ্ন-ভোজন প্রস্তুত করিতে বলিয়া নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয়ন করিলাম। এক জন দাসী আমার শিয়রে ও অপর শয্যার শেষ ভাগের দিকে বসিয়া আমাকে বীজন করিতে লাগিল। আমি নিদ্রা যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রিয়তমা নিকটে ছিলেন না বলিয়া উৎকণ্ঠাবশত কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; কেবল নয়ন নিমীলিত করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

এইরূপে আমি শয়ান আছি, দাসীদ্বয় আমাকে নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আমার শিয়রের দিকের দাসী অপরটীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মেস্থদে!* এই এমন যৌবন সময়ে আমাদের প্রভু কি দুর্ভাগা!—আহা প্রভু এমন শ্রীমান্; কিন্তু দুষ্টা কর্ত্রী ঠাকুরাণী কি ভয়ানক প্রতারণাই করিতেছে!" দ্বিতীয়া দাসী বলিল "উৎসন্ন হউক, উৎসন্ন

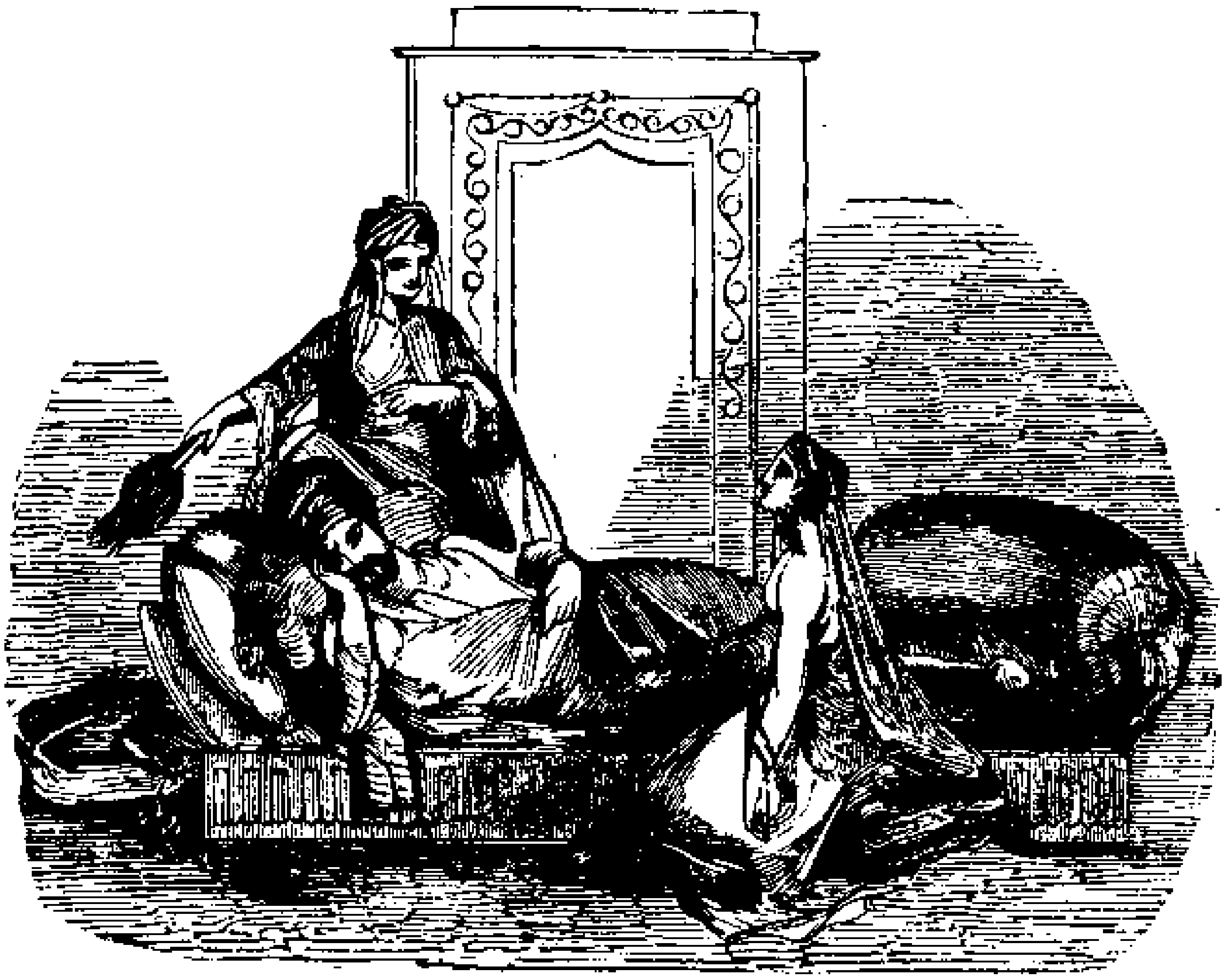
---

* মেস্থদে—"মেস্থদ" এই কথার স্ত্রীলিঙ্গ; মেস্থদের অর্থ সুখী।

হউক,—জগদীশ্বর বিশ্বাঘাতিনী ব্যভিচারিণীদিগকে উৎসন্ন করুন,—আমাদের প্রভু এমন রূপবান্ গুণবান্,ইহাঁর কি না একটা ব্যভিচারিণী সহধর্ম্মিণী! পাপিয়সী প্রত্যহ রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া গোপনে উপপতির নিকটে যায়।” শিয়রের দিকের দাসী বলিল “ যাহাই বলনা কেন, আমাদের প্রভুরও দোষ আছে—ইনিওত স্ত্রীর চরিত্রের বিষয়ে কোন রূপ অনুসন্ধান করেন না। সে স্বচ্ছন্দে উঠিয়া যায়, কিন্তু ইনি একদিনও তাহার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না।” দ্বিতীয়া বলিল “আরে দূর! আমাদের প্রভু কি সে সকল কথা কিছু জানেন? না সে অনুমতি লইয়া উঠিয়া যায়?—সে স্বচ্ছন্দে প্রভু,শয়নের পূর্ব্বেযে মদিরা পান করেন, সেই মদিরায় বেন্‌জ * মিশ্রিত করিয়া রাখে। প্রভু সেই বেন্‌জ-মিশ্রিত সুরা পান করিয়া নেসায় অঘোরে নিদ্রা যান—রাত্রে কি হয়,আমাদের ঠাকুরাণী কোথায় যান—কি করেন, তাহা কিছুই জানিতে পারেন না। সে অনায়াসে উঠিয়া বেশভূষা করত উপপতির নিকটে যায়; সমস্ত রাত্রীর পর প্রত্যূষসময়ে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এক প্রকার গন্ধদ্রব্যে অগ্নি প্রদান করত প্রভুর নাসারন্ধ্রের নিম্নে ধরে। সেই গন্ধদ্রব্যের ধূমে প্রভুর চেতনা পুনরাবৃত্ত হয়; সুতরাং সহধর্ম্মিণীর বিশ্বাসঘাতকতা আর জানিতে পারিবেন কি রূপে?”

তাহাদিগের পরস্পর সেইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়াই আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম; চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার ময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল,—তখন দিবা, কি রজনী উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর পিতৃব্য-তনয়া হাম্মাম হইতে ফিরিয়া আসিলে, পরিচারকগণ মেজ পাতিয়া দিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দিল। আমরা উভয়ে একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। অপরাপর দিন যেরূপ সানন্দে পানহার সমাপ্ত হয়, সে দিনও সেই রূপেই সমস্ত সমাপিত হইল। আমি প্রত্যহ শয়েনের পূর্ব্বে যে সুরা পান করিতাম, তাহা আনিতে বলিলাম। প্রিয়তমা পাত্র পূর্ণ সুরা আনিয়া দিল। আমি কৌশলে মুখ ফিরাইয়া, যেন যথার্থই পান করিতেছি, এই ভাবে সমস্ত পেয় বক্ষঃস্থলের বস্ত্রে ঢালিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যায়

* বেন্‌জ—ভাং, সিদ্ধি।



শয়ন করিলাম। মুহূর্ত্ত কালের পরেই আমার পিতৃব্য-তনয়া অপনা আপনি বলিল, "নে এখন তুই স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যা—আমি ইচ্ছা করি, আর যেন তোকে উঠিতে না হয়!—আল্লার দোহাই, আমি তোকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, তোর্ ও মূর্ত্তি আমার নয়নে অতি ঘৃণার্হ—তোর্ সহবাসে অরুচি হইয়াছে, আর আমি তোর্ সহিত থাকিতে পারি না।" সে এই কথা বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সর্ব্বোত্তম মনোহর বেশভূষাগুলি পরিধান করিয়া কটিদেশে একখানি তরবারি বন্ধন করত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া চলিল। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম।

পাপিয়সী রাজপথ অতিক্রম করিয়া নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার রুদ্ধ ছিল; সে কি কয়েকটা অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করিল,আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই দেখিলাম, তালক খুলিয়া গেল—দ্বার আপনা আপনিই মুক্ত হইল। দুষ্টা দ্বার অতিক্রম করিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া চলিল। আমিও তাহার অজ্ঞাতসারে গোপনে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ব্যভিচারিণী

কতকগুলা আবর্জ্জনা-স্তূপের* মধ্যবর্ত্তী একটা সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিল; আমিও তাহার সহিত তথায় প্রবেশ করিলাম। সেই প্রাচীর-বেষ্টিত ভূভাগের মধ্যে একটা কর্দ্দমপ্রস্তুত কুব্বে † ছিল। পাপিয়সী সেই কুব্বের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি প্রাচীর বহিয়া ছাদের উপর উঠিলাম এবং তথা হইতে একটী ছিদ্র দিয়া কুব্বের মধ্যে কি ঘটে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তন্মধ্যে একটা ভীষণমূর্ত্তি কাফ্রীদাস রহিয়াছে। কাফ্রীর বৃহৎ স্থূল অধরোষ্ঠ একটার উপর আর একটা নিপতিত হইয়া অতি কুৎসিৎ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বালুকা ময়। সে কর্দ্দমময় ভূমির উপরে কতকগুলা অসার ইক্ষুদণ্ডের উপর শয়ান আছে।

পাপিয়সী পিতৃব্য-তনয়া কুব্বের মধ্যে সেই কাফ্রীর নিকটে গিয়া ভূমি চুম্বন করত সঙ্কুচিতভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। কাফ্রী একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল "পাপিয়সি হতভাগিনি! আজি তোর এত বিলম্ব হইল কেন?—অপরাপর কাফ্রীরা এতক্ষণ এইখানে সুরাপান ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া নিজ নিজ উপপত্নীর সহিত চলিয়া গেল, কেবল আমি তোর্ জন্য সুরা পান করিতে পারিলাম না।" পাপিয়সী বলিল "প্রভু, প্রিয়তম, নাথ! তুমি কি জাননা, যদিও আমি এখন আমার পিতৃব্য-পুত্রের সহিত বিবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহার সদৃশ মনুষ্য মাত্রকেই ঘৃণা করি, যখন আমি তাহার নিকট থাকি, তখন নিজে নিজের উপরেই ঘৃণা জন্মে? যদি তোমাকে অসন্তুষ্ট করিবার ভয় না থাকিত, যদি তুমি বিরক্ত না হইতে, তাহা হইলে এত দিন এই নগর ধ্বংস করিয়া ফেলিতাম—পেচক ও কাকগণ ইহার মধ্যে অবাধে আনন্দধ্বনি করিয়া বেড়াইত এবং ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডসমূহ কাফ ‡ পর্ব্বতের পর পারে

* আরব পারস্য তাতার প্রভৃতি দেশের নগর সকলের বহির্ভাগে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে প্রায় এইরূপ স্তূপ সকল থাকে। সেই সকল স্তূপের উপর উষ্ট্র-অশ্ব প্রভৃতির মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়া হয়।

† প্রকৃত অর্থ গুম্বেজ, গুম্বেজবিশিষ্ট গৃহকেও কুব্বে বলে, এখানে দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত।

‡ কাফ পর্ব্বত—আরবীয়দিগের বিশ্বাস এইরূপ যে পৃথিবী কাফ নামক একটী পর্ব্বতে বেষ্টিত, সেই পর্ব্বত প্রাচীর স্বরূপে পৃথিবীকে সীমাবদ্ধ করিয়া আছে। সেই সীমার অপরপার্শ্বে প্রাণী মাত্রের যাইবার ক্ষমতা নাই। কেহ কেহ ককেসস্ পর্ব্বতকেও কাফ বলে।

চালাইয়া দিতাম।" কাফ্রী বলিল "পাপিয়সি! তুই মিথ্যা কথা কহিতেছিস্। আমি কাফ্রীবর্গের দোহাই দিয়া শপথ করিতেছি, তুই যদি আর কখনও এরূপ বিলম্ব করিস্, তাহা হইলে আর তোর্ মুখ দর্শন করিবনা,—আমার এ শপথ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যেন আমার সমস্ত ক্ষমতা বিনষ্ট হয়, আর আমি স্ত্রীলোকের ন্যায় ভীরু হই। পাপিয়সি! তুই নিজের সুখের জন্য আমার অসুবিধা করিতে চাহিস্!—পাপিষ্ঠা হতভাগিনি!"

কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি বলিলেন, রাজন্ যখন আমি স্বকর্ণে তাহাদের সেই কথা-বার্ত্তা শুনিলাম,—স্বচক্ষে সেইরূপ ব্যবহার দেখিলাম, তখন যে আমার কি হইল, তাহা বলিতে পারিনা,—সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল —কোথায় আছি, কি করিতেছি, একেবারে ভুলিয়া গেলাম। দুষ্টা ব্যভিচারিণী কাফ্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল; অনুনয় বিনয় করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল "নাথ, প্রিয়তম! তুমি আমার হৃদয়ের ধন; তোমা ভিন্ন আমার আর কেহই নাই,—তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব; হায় আমার কি হইবে! নাথ, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, নয়-নের জ্যোতিঃ!"—এই রূপে সে অনবরত অনুনয়বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর কাফ্রীর ক্রোধ দূর হইল। পিতৃব্য-তনয়া পরম আনন্দে গাত্রবস্ত্রগুলি উন্মুক্ত করিয়া বলিল "প্রভু! তোমার দাসীর জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী আছে কি?" সে উত্তর দিল "পাত্রের আচ্ছাদন খুলিয়া দেখ্, উহাতে রাঁধা ইন্দুরের হাড় আছে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার কর্,* আর এই মাটীর ভাঁড়টা ধর্ ইহার মধ্যে একটু বূজা † আছে, আহারের পর পান করিস্।" দুষ্টা ব্যভিচারিণী উঠিয়া পান আহার করিল এবং হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কাফ্রীর পার্শ্বে ইক্ষুদণ্ডের শয্যায় শয়ন করিয়া উপপতির শীর্ণ জীর্ণ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ অবৃত করত নিদ্রিত হইল।

---

* মুসলমান শাস্ত্রে ইন্দুর ভক্ষণ যদিও নিষিদ্ধ বটে তথাপি মিশর দেশের এল্ বোহেয়রে নামক স্থানের শ্রমজীবীরা ইন্দুরমাংস ভোজন করিয়া থাকে। উক্ত স্থানে ইন্দুর এত অধিক যে তজ্জন্য নানারূপ কিম্বদন্তী আছে।

† বূজা—বূজা বা বূজে যব জাত মদ্য বিশেষ; হিরোডোটস্ বলেন, এই মদ্য মিশর দেশীয় দাঁড়ি মাঝি ও অপরাপর সামান্য লোক, বিশেষ কাফ্রীদিগের বড় প্রিয়। কখন কখন গোধূম প্রভৃতি হইতেও বূজা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমি পাপিয়সীর সেই ব্যবহার দেখিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া গেলাম এবং ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া কুব্বের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ব্যভিচারিণী উপপতির পার্শ্বে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে ; আমি ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বস্থ তরবারি খানি খুলিয়া লইয়া উভয়কেই একত্র বিনাশ করিবার ইচ্ছায়, প্রথমে কাফ্রীর ঘাড়ে আঘাত করিলাম। মনে করিলাম, বুঝি কাফ্রী বিনষ্ট হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেবল ত্বক্, মাংস ও নালীর কতক অংশ মাত্র ছিন্ন হইয়াছিল। কাফ্রী সেই গুরুতর আঘাতে ঘড়্ ঘড়্ শব্দে নাসাধ্বনি করিয়া উঠিল; পিতৃব্য-কন্যা অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। আমি তথা হইতে দ্রুত নগর মধ্যে নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলাম। আমি চলিয়া গেলে পাপিয়সী তরবারি-খানি তুলিয়া লইয়া নগর মধ্যে ফিরিয়া গেল এবং আমার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

পর দিন দেখিলাম খুল্লতাত-তনয়া নিজ মস্তকের কেশ মুণ্ডিত করিয়া শোকসূচক পরিচ্ছদ* ধারণ করিয়াছে। সে আমাকে দেখিয়া বলিল "প্রিয়তম! আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমাকে নিন্দা বা ভর্ৎসনা করিও না। আমি বড় মন্দ সমাচার পাইয়াছি। আমার মাতার কাল হইয়াছে, পিতা ধর্ম্মার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, একটী সহোদর সর্পাঘাতে ও অপরটী বাটীর ছাদ চাপা পড়িয়া পরলোকে গমন করিয়াছে। একত্র অনেকগুলি মন্দ সমাচার উপস্থিত, অতএব আমি যে শোকে নিতান্ত কাতর হইব তাহার আর বিচিত্র কি ?" আমি সেই কথা শুনিয়া আর তাহাকে কোনরূপ ভর্ৎসনা না করিয়া বলিলাম "যাহা উচিত বিবেচনা হয় কর, আমি তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিব না।"

পাপিয়সী পূর্ণ এক বৎসর কাল কেবল করুণ বিলাপে ও রোদনেই অতি-বাহিত করিল। এক বৎসরের পর এক দিন আমাকে বলিল "প্রিয়তম! আমি তোমার এই প্রাসাদ মধ্যে একটী খিলানবিশিষ্ট সমাধিমন্দির প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, যে সেই গৃহটীকে শোকালয় নাম দিয়া প্রত্যহ তথায় নির্জ্জনে একাকী নিজ শোক চিন্তা করি।" আমি বলি-

---

* আরব-রমণীরা কোন অল্পবয়স্ক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। টীকার পরিশিষ্টে দেখ।

লাম "যাহা তোমার ভাল বিবেচনা হয় কর।" পিতৃব্য-তনয়া আমার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই নিজ মনোমত শোকালয় প্রস্তুত করাইল, এবং তন্মধ্যে একটী গুম্বেজবিশিষ্ট বৃহৎ গৃহ প্রস্তুত করাইয়া, ভিতরে সাধু মহাপুরুষদিগের সমধির ন্যায় একটী গোর গড়িয়া লইল। সমস্ত প্রস্তুত হইলে পাপিয়সী আহত উপপতিকে তথায় আনিয়া রাখিল। কাফ্রী নিতান্ত ক্ষীণ ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল—আহত হইয়া অবধি সে একটীও কথা কহিতে পারে নাই; তবে তাহার মৃত্যুর নিয়মিত সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই জীবিত ছিল মাত্র। যদিও সে সুরাপান করিতে পারিত বটে, কিন্তু কোনরূপ আলাপ কি পিতৃব্য-তনয়ার অন্য কোন অভিলষিত সাধন করিতে পারিত না। পিশাচী প্রত্যহই প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে সেই শোকালয়ে যাইত এবং মৃতপ্রায় উপপতির নিকটে বসিয়া বিলাপ ও রোদন করিত;—প্রত্যহই দুই বেলা তাহাকে সুরা ও সিদ্ধ মাংস আনিয়া দিত। এইরূপে আর এক বৎসর কাটিয়া গেল; এত দিন আমি তাহার সেই ভয়ানক অত্যাচার সকল সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর সহিতে পারিলাম না। এক দিন গোপনে তাহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম পাপিয়সী কপোলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছে এবং এই কবিতাকয়টী পাঠ করিতেছে :—

তোমার বিরহে নাথ! জীবনে মরণ,
  প্রাণ-হীন শূন্য দেহ রহেছে ধরায়
তব রূপ বিনা হায় বৃথা এ নয়ন—
  তোমা বই হৃদি ভাল বাসেনা কাহায়!

কৃপা করি নাথ, শূন্য দেহ ভার
  লয়ে যাও যথা তুমি রহেছে শয়নে,
দাও নিজ পাশে প্রিয় কবর ইহার
  অধীনীর একেবারে যুড়াক পরাণ।

এদাসীর নাম ধরি করিয়া আদর
ডাক যদি নাথ তুমি প্রণয়ে কখন
অবশ্য অবশ্য দিবে তোমারে উত্তর
'মড়মড়ি' গোর হতে মম অস্থিগণ।

আমার আর সহ্য হইল না; নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলাম "বিশ্বাসঘাতিনী পাপিয়সী ব্যভিচারিণী, যাহারা নিয়মিত বিবাহ বন্ধনকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের কথা এইরূপ কথাই বটে!" আমি এই কথা বলিয়াই তাহাকে দ্বিখণ্ড করিবার মানসে আসি উত্তোলিত করিলাম। পাপিয়সী জানিত, আমিই তাহার উপপতি কাফ্রী ক্রীতদাসকে আহত করিয়াছি; আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই উঠিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং কি কতকগুলা অস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল; আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে মন্ত্র সমাপ্ত করিয়া বলিল "আমার এই মন্ত্রবলে জগদীশ্বর তোকে অর্দ্ধ প্রস্তর ও অর্দ্ধ মনুষ্যাকার করিয়া দিউন।" আমি অমনি (যেরূপ দেখিতেছেন এই রূপ না মৃত না জীবিত) জড়বৎ হইয়া গেলাম। সে আমার এই দুরবস্থা করিয়া মায়াবলে পথ, প্রান্তর, আপন ও প্রাসাদাদিবিশিষ্ট সমস্ত নগরটীকে এই বর্ত্তমান রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। আমার রাজ্যে চারি জাতির বাস ছিল; মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, ইহুদী ও মাজিয়ান্। এই চারি জাতি চারি বর্ণের মৎস্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শ্বেত গুলি মুসলমান, রক্তবর্ণগুলি মাজিয়ান্, নীল-গুলি খ্রীষ্টীয়ান্ এবং পীতবর্ণের মৎস্যগুলি ইহুদী। অনন্তর পাপিয়সী চারিটী দ্বীপকে চারি পর্ব্বতে পরিবর্ত্তিত করিয়া হ্রদের চতুর্দ্দিকে স্থাপিত করিল। রাজন্ সেই অবধি পাপিয়সী প্রত্যহ এই খানে আসিয়া এক গাছা চর্ম্মনির্ম্মিত কশা-দ্বারা আমাকে একশত বার প্রহার করে; অবশেষে যখন আমার ক্ষত স্থান সকল হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হয়, তখন এই সকল গাত্র বস্ত্রের নিম্নে একটী কেশনির্ম্মিত বস্ত্রের কোর্ত্তা পরাইয়া দেয়। কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি এইরূপে নিজ উপাখ্যান শেষ করিয়াই রোদন করিতে করিতে এই কবিতা কয়টী পাঠ করিলেন:—

ঈশ হে! এতেক যদি লিখিয়াছ লিখনে
হৃদে হেন বল দাও—সহে দাস যেমনে।
অধীনে দহিতে প্রভু! তব হেন বাসনা,
অবশ্য সহিয়ে রব দারুণ এ যাতনা।
আর কি আমার নাথ হেন দিন হবেনা
সকল ঘুচিয়া যাবে এ যাতনা রবে না?
ভাঙ্গিছে দুখেতে বটে আমার এ হৃদয়,
হয়েছে অদৃষ্ট বটে অভাগারে নিদয়;
ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র দয়ার-সে আধার
মহম্মদ পরিবার দুখ দেখি আমার
অবশ্য তাঁহার কাছে করিবেন প্রর্থনা
এ দিন সুদিন হবে, রবেনা এ যাতনা।

নরপতি সমস্ত শ্রবণ করত তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "যুবক! তুমি আমার উদ্বেগ আরও অধিকতর বর্দ্ধিত করিলে। সে পাপিয়সী ব্যভিচারিণী কোথায়?" কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি বলিলেন "সে এখন সেই কুব্বের মধ্যে কাফ্রীর নিকটে আছে। পাপিয়সী প্রত্যহ তাহার নিকট যাইবার পূর্ব্বে একবার এই খানে আসে এবং আমার গাত্রবস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া শত কশাঘাত করিয়া চলিয়া যায়। আমার নড়িবার শক্তি নাই, সুতরাং তাহার কিছুই প্রতিশোধ দিতে পারি না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে রোদনও বিলাপ করিতে থাকি। সে আমাকে এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিয়া, সিদ্ধ মাংস ও মদিরা লইয়া কাফ্রীকে দেখিতে যায়।" নরপতি বলিলেন "যুবক, আল্লার দোহাই, আমি তোমার একটী উপকার করিয়া চিরস্মরণীয় হইব এবং ইতিহাসলেখকগণ ভবিষ্যতে আমার জীবনচরিত গান করিবে।"

এই রূপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। নরপতি সেই প্রাসাদেই রাত্রি যাপন করিলেন। প্রত্যূষ সময়ে তিনি নিজ

বসন ভূষণগুলি খুলিয়া রাখিয়া তরবারিখানি কটিদেশে নিবদ্ধ করত, যে স্থানে সেই কাফ্রী ক্রীতদাস শয়ান ছিল,সেই স্থানে গেলেন। তিনি আলোকাধার, বর্ত্তিকা ও মলমের গন্ধে, অনুভবে কাফ্রীর নিকটে গেলেন এবং তরবারির এক আঘাতেই তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এত দিনের পর পাপিষ্ঠ প্রাণত্যাগ করিল। নরপতি তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া প্রাসাদমধ্যস্থ একটা কূপে ফেলিয়া দিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছিন্ন বেশ ভূষাগুলি পরিধানপূর্ব্বক নিষ্কোষিত তরবারি খানি বসন মধ্যে গোপন করত শয্যায় শয়ন করিলেন। এই সময় দুষ্টা মায়াবিনী কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি যুবকের নিকটে গেল এবং তাঁহার গাত্রবস্ত্র মুক্ত করিয়া কশাঘাত করিতে লাগিল। যুবক সেই দারুণ প্রহারযাতনায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন "আর কেন,—আমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট!—আমার প্রতি দয়া কর।" পাপিয়সী বলিল "তুই কি আমাকে দয়া করিয়াছিলি, যে আমি তোকে দয়া করিব?—তুই কি আমার উপপতিকে রক্ষা করিয়াছিলি, তাই তোকে আমি রক্ষা করিব?" অনন্তর পাপিয়সী কেশনির্ম্মিত কোর্ত্তা দ্বারা যুবকের ক্ষত বিক্ষত দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া অপরাপর বেশ ভূষাগুলি পরাইয়া দিল এবং পাত্রপূর্ণ সিদ্ধ মাংস ও সুরা লইয়া কাফ্রীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

পাপিয়সী সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই রোদন করিতে লাগিল এবং বারম্বার "নাথ, প্রভু! আমার কথায় উত্তর দাও, আমার সহিত কথা কও" এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে এই কবিতাটী পাঠ করিল:—

কত দিন আর সহিব যাতনা
কত দিন হায় দহিবে প্রাণ
আর কি আমার সে দিন হবে না
এ দুখ হইতে হব না ত্রাণ!
আর কেন হায় দহরে আমায়,
কেন রে তিলেক সদয় নয়?
সকলিত এবে হয়েছে আমার
প্রণয়ে মজিলে যে সব হয়।



অনন্তর সে রোদন করিতে করিতে শয্যার নিকটে গিয়া বলিল "নাথ! আমাকে উত্তর দাও; একবার আমার সহিত কথা কও!" অমনি নরপতি অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কাফ্রীদিগের ন্যায় জড়িত ভাষায় বলিলেন "সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই!" তাঁহার সেই কথা কয়টী শ্রবণ করিয়া মায়াবিনী অসীম আনন্দে চীৎকার করত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ক্ষণকালের পর চেতনা পুনরাবৃত্ত হইলে, দুষ্টা উঠিয়া বলিল "আ! প্রভু, নাথ! তুমি কি স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছ?" নরপতি, যেন আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন এই ভাবে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "পাপিয়সি! হতভাগিনি! তুই কথা কহিবার উপযুক্ত পাত্রী নহিস্!" সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন নাথ, আমি কি দোষ করিয়াছি?" তিনি পূর্ব্ব স্বরে

বলিলেন "তুই সমস্ত দিবস তোর স্বামীকে যাতনা দিস্, সে রোদন করিতে থাকে,—উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে; সুতরাং আমি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারি না। সন্ধ্যা হইতে প্রত্যুষ সময় পর্য্যন্ত যে আমি একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি না, তুই-ই তাহার একমাত্র কারণ! তোর স্বামী তোর এই সকল অত্যাচারের জন্য প্রতি-হিংসা-পরবশ হইয়া সর্ব্বদাই জগদীশ্বরের নিকট আমার বিনাশ প্রার্থনা করিতেছে, আমি সেই কারণেই এত দিন স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছি না, আর সেই জন্যই আমি তোর্ সহিত কথা কহি না।" মায়াবিনী বলিল "তবে আপনার অনুমতি অনুসারে তাহাকে উপস্থিত দুরবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া দি?" নরপতি বলিলেন "যা, এখনই তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আমাকে বাঁচা।"

"এখনই আপনার আজ্ঞা সম্পাদন করিতেছি" মায়াবিনী এই কথা বলিয়াই কুব্বে হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করত তদুপরি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল, মন্ত্রবশে জল ফুটিয়া উঠিল। পাপিয়সী কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি যুবকের নিকটে গিয়া সেই জল তাঁহার গাত্রে ছিটাইয়া দিয়া বলিল "আমার মন্ত্র-প্রভাবে তুই এই উপস্থিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ কর্।" অমনি যুবকের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন এবং উদ্ধারের জন্য আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "আ! আমি বুঝিলাম, জগদীশ্বর একমাত্র দেবতা, আর মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত দূত—জগদীশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।" দুষ্টা মায়াবিনী বলিল "যা পলায়ন কর্, আর কখন এখানে ফিরিয়া আসিস্ না, তাহা হইলে তোকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।" সে এই কথা বলিয়াই হুঙ্কার করিয়া উঠিল। যুবক ভয়ে তাহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুষ্টা কুব্বেয় ফিরিয়া গিয়া বলিল "নাথ, তোমার অভীষ্ট সাধন করিয়াছি; এখন উঠিয়া আইস, একবার তোমাকে দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করি।" নরপতি পূর্ব্বের ন্যায় অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "তুমি কি করিয়াছ? রোগের কেবল একটী শাখা নষ্ট করিয়াছ মাত্র—এখনও রোগের মূল রহিয়াছে।" দুষ্টা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার রোগের মূল কি?"

তিনি বলিলেন "নগরের ও দ্বীপ চতুষ্টয়ের অধিবাসী প্রজাগণ আমার রোগের মূল। প্রত্যহ নিশীথ সময়ে তাহারা হ্রদের উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে অভিশাপ দেয়, কাজে কাজেই আমি কোন ক্রমে শরীরে বল পাই না। অতএব তুমি তাহাদিগকে শীঘ্র মুক্ত করত হাত ধরিয়া আমাকে শয্যা হইতে উত্তোলন কর; তাহা হইলেই আমি পূর্ব্ব বল প্রাপ্ত হইব এখন আমি বলের কেবল কিয়দংশ মাত্র পাইয়াছি।"

মায়াবিনী নরপতির সেই কথাগুলি নিজ উপপতি কাফ্রী ক্রীতদাসের কথিত মনে করিয়া পরম আনন্দে বলিয়া উঠিল "প্রভু,নাথ! পরমেশ্বরের পবিত্র নামে আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" সে এই কথা বলিয়াই দ্রুত উঠিয়া হ্রদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। অমনি হ্রদস্থিত মৎস্যগুলি কম্পিত হইয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই আপন আপন পূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। এইরূপে ক্রমে সমস্ত মায়া তিরোহিত হইয়া গেল; নির্জ্জন জনপদটী পূর্ব্বের ন্যায় জনপূর্ণ, বিনষ্ট আট্টালিকা ও বাজারগুলি পুনর্গঠিত এবং অধিবাসীগণ পুনরায় স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। পর্ব্বতচতুষ্টয় আবার পূর্ব্বের ন্যায় দ্বীপচতুষ্টয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মায়াবিনী নরপতির নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "নাথ, প্রিয়তম! তোমার পবিত্র হস্ত-খানি বাহির করিয়া দাও আমি একবার চুম্বন করি।" নরপতি মৃদু স্বরে বলিলেন "আইস, নিকটে আইস।" সে এত কি জানে, তাঁহাকে কাফ্রী ক্রীতদাস বিবেচনা করিয়া শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। খরশান অসি প্রস্তুত ছিল, নরপতির অমনি তাহার অগ্রভাগ পাপিয়সীর বক্ষস্থলে বসাইয়া দিলেন, তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্র তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া নির্গত হইল। নরপতি তরবারি খানি খুলিয়া লইয়া উপর্য্যুপরি আঘাত করত পাপিয়সী মায়াবিনীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

নরপতি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি যুবক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যুবকের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য অসীম আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি তাঁহার কর-প্রান্ত চুম্বন করিয়া শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যুবক

তুমি তোমার এই নগরীতেই থাকিবে, না আমার সহিত আমার রাজ্যে যাইবে?" কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি বলিলেন "রাজন্, আপনি এখন নিজ রাজধানী হইতে কত দূরে আছেন তাহা জানেন?" নরপতি উত্তর দিলেন "আড়াই দিনের পথ মাত্র দূরে আছি।" যুবক বলিলেন "রাজন্, যদি আপনি নিদ্রিত থাকেন, জাগ্রত হউন—যদি অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করা যায়, তাহা হইলেও আপনার রাজ্য এখান হইতে পূর্ণ এক বৎসরের পথ। আমার সমস্ত রাজ্য এতদিন পাপিয়সীর মায়াজালে জড়িত ছিল বলিয়াই আপনি সার্দ্ধ দুই দিবসের মধ্যে আসিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক রাজন্! আমি এক নিমেষের জন্যও আপনার সহবাস ত্যাগ করিব না।" তাঁহার সেই কথায় নরপতি পরম প্রীত হইয়া বলিলেন "সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ জগদীশ্বর যিনি অনুকম্পা পুরঃসর আমাকে তোমার সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ। বৎস, আমি এই জীবন কালের মধ্যে একটীও পুত্র-মুখ দর্শন করি নাই, আজি হইতে তুমিই আমার পুত্র হইলে।" তিনি এই কথা বলিয়াই যুবককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা উভয়ে প্রাসাদ মধ্যে গেলেন। কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি, সৈনিকপুরুষ ও অপরাপর রাজ-কর্ম্মচারিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি তীর্থযাত্রা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। রাজপুরুষগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিল। কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি তরুণ, সুলতানের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি পূর্ণ এক বৎসর কাল নিজ রাজধানী ও প্রজাবর্গকে দেখিতে পান নাই সুতরাং সমস্ত ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল।

তরুণ বাদশাহ বহুবিধ উপায়ন সামগ্রী ও পঞ্চাশৎ জন মেম্লুক* লইয়া নরপতির সহিত যাত্রা করিলেন। অনবরত দিবারাত্রি ভ্রমণ করিয়া পূর্ণ এক বৎসরের পর সকলে সুলতানের নগরোপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উজীর ও সৈনিকগণ এত দিন নরপতির অদর্শনে একেবারে হতাশ হইয়াছিল, এখন তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

* মেম্লুক—ক্রীত দাস দুই প্রকার, কৃষ্ণকায় ও সুন্দর। কাফ্রীরা কৃষ্ণদাস ও আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আনীতগণ মেম্লুক। মেম্লুকেরা খানসামা ও শরীররক্ষক অস্ত্রধারীর কার্য্য করে। বিশেষ টীকার পরিশিষ্টে ক্রীতদাস বিষয়ক টীকা দেখ।

আসিল। সৈনিকপুরুষগণ নরপতির নিকটে আসিয়া ভূমি চুম্বন করত তাঁহার নিরাপদে পুনরাগমন জন্য অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। নরপতি রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং উজীরের নিকট কৃষ্ণদ্বীপাধিপতি ঘটিত বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। উজীর সেই সকল অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদ্বীপাধিপতির উদ্ধারের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেলে, সুলতান প্রজাদিগের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিকে রাজপ্রসাদ স্বরূপ কতকগুলি উপায়ন দ্রব্য প্রদান করিলেন, এবং যে ধীবর চারি বর্ণের মৎস্য আনিয়া দিয়া ছিল তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য উজীরকে আজ্ঞা করিলেন। উজীর মায়া-পরিবর্ত্তিত নগরীর উদ্ধারের মূলীভূত কারণ মৎস্যজীবীকে ডাকিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে তথায় আনীত হইল। নরপতি তাহাকে একটী সম্মানসূচক খেলাৎ প্রদান করিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থা ও পুত্র কন্যাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীবর বিনীত ভবে নিজ অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিল যে, তাহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা আছে। নরপতি সেই কথা শুনিয়াই তাহার কন্যাদ্বয়ের একটীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন ও অপরটীর সহিত কৃষ্ণদ্বীপাধিপতির বিবাহ দিলেন এবং ধীবর-তনয়কে প্রধান কো ষাধ্যক্ষের পদে বরণ করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ উজীরকে কৃষ্ণদ্বীপের অধিপতি করিয়া, সহানীত পঞ্চাশৎ জন মেম্লুক ও তথাকার আমীরদিগের জন্য নানারূপ বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করত কৃষ্ণদ্বীপের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। উজীর নরপতির করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন। সেই অবধি সুলতান ও যুবক বাদশাহ একত্র রহিলেন। ধীবর অসীম সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল এবং তাহার কন্যাগণ আজীবন রাজরাণী হইয়া পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিল। ✓

শহরজাদ উপাখ্যানটী সমাপ্ত করিয়া বলিলেন "এ আখ্যায়িকাটী অতি অদ্ভুত বটে কিন্তু বাহকের উপাখ্যান ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য ও মনোহর।"

বাহক ও বোগ্‌দাদ-নাগরীত্রয়।

প্রসিদ্ধ বোগদাদ নগরে একজন অবিবাহিত পুরুষ ছিল। সে মুটিয়ার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদিন সে বাজারের মধ্যে নিজ ভারবহন-পাত্রের * উপর শরীর-ভার ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট আছে, সহসা একটী রমণী তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একখানি স্বর্ণময় জরির প্রান্তভাগ বিশিষ্ট গোটাদার এল্‌মোসিল † প্রদেশ নির্ম্মিত রেশমী ইজারে ‡ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল। রমণী নিকটে আসিয়া একবার অবগুণ্ঠনটী উন্মুক্ত করিলেন। অমনি তাহার অভ্যন্তর হইতে দীর্ঘ পক্ষ্মলোমযুক্ত আকর্ণবিশ্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ নয়নযুগল প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বাহক তাঁহার সেই ললিত কোমল রূপমাধুরী দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। রমণী মধুর স্বরে বলিলেন "বাহক, তোমার ঝুড়িটী লইয়া আমার সহিত আইস।"

বাহক সেই কথা শুনিয়াই ভরবহন পাত্রটী লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রমণী একটী অট্টালিকার দ্বারদেশে আসিয়া করাঘাত করিলেন। একজন খ্রীষ্টীয়ান দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল; রমণী তাহার হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। সে তাহার বিনিময়ে দুই কলস সুরা¶ ও কতকগুলি জলপাই আনিয়া দিল। রমণী সেগুলি বাহকের ঝুড়িতে রাখিয়া বলিলেন "এ

---

* আমাদের দেশে মুটিয়ারা যেরূপ গোল ঝাঁকা ব্যবহার করে, আরব দেশে সেরূপ ব্যবহৃত হয় না। সেখানের বাহকেরা তালশাখা নির্ম্মিত চতুষ্কোণ গভীর পাত্রবিশেষ ব্যবহার করে সুতরাং তাহা আমরা ঝাঁকা বলিয়া অনুবাদ করিতে পারিলাম না বরং স্থানে স্থানে ঝুড়ি বলিয়া অনুবাদিত হইল।

† এল্‌মোসিল বা মোশল প্রদেশ বস্ত্রনির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ।

‡ ইজার বা ঈজার, দীর্ঘ লম্বমান আবরণ বিশেষ; প্রকাশ্য স্থানে বহির্গত হইতে হইলে আরবরমণীরা ইহার দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত করে। টীকার পরিশিষ্টে পরিচ্ছদবিষয়ক টীকা দেখ।

¶ মুসলমানদিগের সুরা-বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়া খ্রীষ্টীয়ানেরা সুরাব্যবসায় করে।

গুলি লইয়া আমার সঙ্গে আইস।” “আজি আমার কি সুদিন” বাহক আপনা আপনি এই কয়টী কথা বলিয়াই ঝুড়িটী মস্তকে তুলিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রমণী সেখান হইতে ফল-বিক্রেতার দোকানে গেলেন এবং তথা হইতে সিরীয়া প্রদেশীয় আপেল, ওথমানী কুইন্স,* ওমান প্রদেশীয় পিচ, আলিপোর যাতিফুল ‡, দামাস্কাসের পদ্ম, নাইল নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের শশা, মিশরদেশী লেবু, সুলতানী কলম্বা, সুগন্ধী মেদিকুসুম, হেন্না-মুকুল, দাড়িম্ব-কুসুম প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও ফুল ক্রয় করিয়া বাহককে সমস্ত গ্রহণ করিতে বলিলেন। সে সানন্দে সেগুলি তুলিয়া লইয়া ঝুড়িটী পুনরায় মস্তকের উপর রাখিল। রমণী তাহাকে লইয়া একটী কষাইয়ের দোকানে গেলেন এবং মাংস বিক্রেতাকে পাঁচ সের মাংস কাটিয়া দিতে বলিলেন। কষাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞামত মাংস ছেদন করত একখানি কদলী পত্রেণ জড়াইয়া দিল। রমণী পুনরায় বাহককে ঝুড়িতে তুলিয়া লইতে বলিলেন। সেও তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। অনন্তর রমণী একটী শুষ্ক ফল বিক্রেতার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে নানাবিধ শুষ্ক ফল ক্রয় করিয়া বাহাকের ঝুড়িতে তুলিয়া দিলেন। এই রূপে তিনি মোরব্বার দোকানে গিয়া বহুবিধ মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া বাহকের ঝুড়িতে স্থাপন করিলেন। বাহক বলিল “ঠাকুরাণি! পূর্ব্বে যদি বলিতেন এত দ্রব্য ক্রয় করিবেন, তাহা হইলে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটা উষ্ট্র সঙ্গে করিয়া আনিতাম।” রমণী তাহার সেই পরিহাসে ঈষৎ হাসিয়া সুগন্ধদ্রব্য-বিক্রেতার দোকানে গেলেন এবং দশবিধ সুরভি জল, গোলাপ জল, নারাঙ্গীর জল ও উইলো-কুসুমের জল প্রভৃতি নানারূপ কুসুমবাসিত

---

† কুইন্স—গোলাকৃতি অম্লরস যুক্ত ফল বিশেষ।

‡ যাতিফুল, এদেশে অনেকের নিকট ইহা যাবনিক “চামেলী” নামে পরিচিত।

¶ আদি পুস্তকে বানানা পত্র লিখিত আছে বানানার পত্রাদি সমস্তই কদলীর ন্যায়, কেবল তাহার কাণ্ড নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় কঠিন ও সারবিশিষ্ট, আর ফলপাকান্তে মরে না এই মাত্র। অনুবাদের সুবিধার্থে আমরা সর্ব্বত্রেই কদলী বলিয়া ইহার অনুবাদ করিলাম। বানানা বৃক্ষ কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনে ও গবর্ণমেণ্টহাউসে আছে।

বারি, গোলাপপাশ এবং কুন্দুরু, মুসব্বর, অম্বর, মৃগনাভি ও মমের বাতি ক্রয় করিয়া বাহকের ঝুড়ির উপরে তুলিয়া দিলেন সে মোটটী মস্তকে তুলিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রমণী একটী মনোহর উচ্চ অট্টালিকার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাটীর সম্মুখে একটী প্রাঙ্গণ ছিল, প্রাঙ্গণ পার হইলেই একটী আবলুস কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্বর্ণখচিত প্রবেশদ্বার। রমণী সেই দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কবাট দ্বয় অল্পে অল্পে খুলিয়া গেল। বাহক, কে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিল দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল একটী লাবণ্য-বতী পরম রমণীয়া রমণী দ্বার খুলিয়া দিলেন। রমণী গৌরাঙ্গী—তাঁহার মনোহর কান্তি বিশিষ্ট দেহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। উরঃস্থল উন্নত, কপাল দেশ যেন নবোদিত অর্দ্ধ চন্দ্র, নয়নদ্বয় হরিণী-নয়নের ন্যায় বিস্তৃত মনোহর, ভ্রূযুগল যেন রম্‌জান মাসের প্রথম চন্দ্রকলা* কপোলদেশ কুসুমসদৃশ কেমল, হাসি হাসি মুখ খানি সুলেমানের মোহরের † ন্যায় সুন্দর; সমস্ত মুখমণ্ডল যেন পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর; তাঁহার স্তনযুগল যেন দুইটী সমাকৃতি দাড়িম্ব। বাহক দ্বিতীয়া রমণীর সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল,—সে এমনি জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল যে তাহার মস্তকস্থিত মোটটী পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল,—আপনা আপনি বলিল "আহা আজি আমার কি শুভদিন!—আর কখনও আমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় নাই।" দ্বারোদ্ঘাটন-কারিণী দ্বিতীয়া রমণী অর্দ্ধোন্মুক্ত কবাটদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রথমা রমণী ও বাহককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আইস, তোমরা ভিতরে আইস।" প্রথমা রমণী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; বাহক ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর তিন জনে একটী বৃহৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহক গৃহটীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া একেবারে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া গেল;

---

* অমাবস্যার পর প্রথম চন্দ্র (প্রতিপদের শেষাংশের বা দ্বিতীয়ার) দেখিয়া রমজান আরম্ভ হয়; মুসলমানগণ ঐদিন চন্দ্র দেখিয়া রোজা আরম্ভ করে।

† সুলেমানের মোহর ইহা এক প্রকার পুষ্প বিশেষ, পাঠক যেন ছাপ দিবার মোহর বিবেচনা না করেন। আরবীয়েরা একটী নক্ষত্রবিশেষ ও পুষ্পবিশেষকে সুলেমানের মোহর বলিয়া থাকে; এ উপমার প্রকৃত অর্থ রক্তবর্ণ।



গৃহটী নানা বর্ণে রঞ্জিত ; সুগঠিত ভিত্তিগুলি নানারূপ খোদিত কাষ্ঠে সুশোভিত, মধ্যে একটী অপূর্ব্ব ফোয়ারা, স্থানে স্থানে মনোহর কাষ্ঠাসন সকল শোভিত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে কএকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহ, গৃহগুলির দ্বারে নানাবর্ণের পরদা শোভা পাইতেছে। গৃহটীর এক প্রান্তে রক্তবর্ণ সাটিন নির্ম্মিত মশারি-বিশিষ্ট হীরকমুক্তাদি-খচিত একখানি পর্য্যঙ্ক, পর্য্যঙ্কের উপর একজন পরমরূপবতী যুবতী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। যুবতীর নয়নযুগল যেন বাবিলের ইন্দ্রজাল-পূর্ণ*, দেহযষ্টি আলিফ বর্ণের † ন্যায় ঋজু সরল, মুখখানি

---

* আরবীয়দিগের বিশ্বাস এই যে বাবিল বা বাবেল নামক স্থানই ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রথম ও প্রধান স্থান। দুইজন ঈশ্বরবিরোধী জিনী ঐ বিদ্যা তথাকার লোকদিগকে শিখায়।

† আলিফ—আরব পারস্য প্রভৃতি ভাষার প্রথম বর্ণ,—বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন, উক্ত বর্ণ একটী দাঁড়ির ন্যায় সরল লম্বা রেখা মাত্র।

রূপের ছটায় যেন সূর্য্যকে লজ্জা প্রদান করিতেছে, যুবতী যেন উজ্জ্বল তারকার ন্যায় মনোহারিণী—বাস্তবিক দেখিলেই বোধ হইবে যে রমণী আরব-কুমারীকুলের শিরোরত্ন। এই তৃতীয়া যুবতী তাঁহাদিগকে দেখিয়াই পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে মনোহর পদবিক্ষেপে গৃহের মধ্যস্থলে ভগিনীদ্বয়ের নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন "তোমরা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে? বাহকের মস্তক হইতে ভার নামাইয়া লও।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কারিণী প্রথমা যুবতী সম্মুখে এবং দ্বিতীয়া পাশ্চাতে ধরিয়া তৃতীয়া যুবতীর সাহায্যে মোটটী ধীরে ধীরে নামাইয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঝড়ির মধ্য হইতে সমস্ত দ্রব্য নামাইয়া, যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং বাহকের হস্তে দুইটী দীনার প্রদান করিয়া বলিলেন "এই লও,—এখন তুমি পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইলে স্বস্থানে চলিয়া যাও।"

বাহক আর কখনই সেরূপ মনোহারিণী রমণী দেখে নাই, সুতরাং তাঁহাদের রূপমাধুরী দেখিয়া ও সদয় আচরণে একেবারে মোহিত হইয়াছিল। সুতরাং সে সেকথায় কোন মনোযোগ না করিয়া একদৃষ্টে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। কি আশ্চর্য্য! এমন তিনটী রমণীরত্ন একত্র নির্জ্জনে রহিয়াছেন, কিন্তু বাটীর মধ্যে পুরুষের সংস্রবমাত্রও নাই! বিশেষত সেই সকল সুপেয় সুরা ও স্বাদু ফলমূল এবং নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দেখিয়া বাহক চলিয়া যাইবে কি রমণীদিগের নিকট অনুমতি লইয়া সেই বাটীতেই থাকিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। রমণীত্রয়ের মধ্যে একজন বলিলেন "বাহক, তুমি আর অপেক্ষা করিতেছ কেন?—তোমার পারিশ্রমিক মূল্য কি অত্যন্ত অল্প বিবেচনা হইতেছে?" রমণী এই কথা বলিয়াই অপর রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ভগিনি! বাহককে আর একটী দীনার প্রদান কর।" বাহক বলিল "আল্লার দোহাই ঠাকুরাণি! আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছি—আমার উচিতমত পারিশ্রমিক দুই অর্দ্ধ দির্হেম* মাত্র। আপনারা যাহা দিয়াছেন আমি তাহার জন্য কিছু চিন্তা করি নাই, আমি কেবল আপনাদের এই নির্জ্জনবাস ভাবিতেছি।—আপনাদের এমন এক-

* দির্হেম—রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ ২০ দির্হেমে এক দীনার হয়। এক দীনার আমাদের দেশীয় পাঁচ টাকার সহিত সমান।

জনও পুরুষ সহচর নাই, যে আপনারা তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া প্রীতি লাভ করেন; আপনারাত জানেন, চারিটী ভিত্তি ভিন্ন কখনই একটী মেনারে* স্থায়ী হয় না। আপনারা কেবল তিনজন মাত্র সুতরাং এখন এক-জন চতুর্থের প্রয়োজন—বিশেষ, স্ত্রীলোকের আমোদ প্রমোদ একজন পুরুষ সহচর ব্যতীত কখনই সুসমাহিত হইতে পারে না; অতএব সেই চতুর্থ সহচর একজন ধীমান, দূরদর্শী, চতুর ও রহস্যগোপনপটু পুরুষ হওয়া উচিত।” যুবতীরা বলিলেন “আমরা কুমারী, সুতরাং যে ব্যক্তি রহস্য গোপন করিতে অক্ষম তাহার নিকট রহস্য প্রকাশ করিতে ভয় হয়। কারণ আমরা কোন ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি যে ঃ—

রাখিবে রহস্য নিজ করিয়া গোপন,
প্রত্যয় করিয়া কারে বোলোনা কখন।
কখন কাহাকে যদি করিয়া বিশ্বাস
করে ফেল তার কাছে রহস্য প্রকাশ;
সে রহস্য গুপ্ত আর হইবার নয়—
প্রকাশ হইয়া তাহা পড়িবে নিশ্চয়।” ৮

বাহক বলিল “আপনাদিগের দিব্য, আমি সেরূপ লোক নহি, আমি বুদ্ধিমান বিশ্বাসী। আমি নানারূপ পুস্তক ও ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। ভাল মন্দ আমার জ্ঞান আছে, আমি নিন্দনীয় বিষয় কখনই প্রকাশ করি না। একজন কবি বলিয়াছেন ঃ—

বিশ্বাসী সুজন বিনা কোন্ জন
রহস্য গোপন রাখিতে পারে?
জ্ঞানী গুণবান মনুজ প্রধান
নাহি দোষ কিছু বলিতে তারে।

* মেনারে—মস্জিদের ছাদ; মস্জিদ্ প্রায় চতুষ্কোণই হয়।

রুদ্ধ করি দ্বার কুঞ্জিকা তাহার
দৈববশে যদি হারায়ে যায়,
তালক উপরে যদি শিল করে *
কেপারে বলনা খুলিতে তায় ?

তেমতি নিশ্চয় আমার হৃদয়
চাবিহারা রুদ্ধ গৃহের মত,
রহস্য বচন প্রকাশ কখন
হবেনাক চেষ্টা কর না যত।

বাহকের সেই কবিতা এবং কথাগুলি শ্রবণ করিয়া রমণীত্রয় বলিলেন "তুমিত দেখিতে পাইতেছ, আমরা এখানে কত রাশি রাশি ধন ব্যয় করিয়াছি। তোমার কি এমন কিছু আছে যদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে তুষ্ট করিতে পার ? তুমি যদি আমাদিগের এই ব্যয়ের অংশ গ্রহণ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে আমাদের সহিত কোন ক্রমেই থাকিতে দিতে পারি না। তুমি বিনাব্যয়ে কখনই আমাদের সহিত উপবেশন করিতে, একত্র সুরাপান করিতে এবং আমাদের সুন্দর-মুখ-দর্শন-সুখ লাভ করিতে পারিবে না।" প্রধানা রমণী বলিলেন "দেখ, আদান প্রদান হীন ধন-শূন্য বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই নহে; একটা সামান্য তুষের যে মর্য্যাদা আছে, তাহার সে মর্য্যাদাও নাই।" দ্বারোদ্ঘাটনকারিণী দ্বিতীয়া রমণী বলিলেন "ওহে বাহক! তোমার যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে কিছুরই প্রার্থনা করিতে পার না, অতএব শুধু মুখে ফিরিয়া যাও।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি আহরণকারিণী প্রথমা রমণী বলিলেন "ভগিনি! বাহককে আর কিছু বলিও না, উহাকে আমাদের সহিত থাকিতে দাও। বাহক আজি অতি সুচারুরূপে আমাদের

* আরব প্রভৃতি দেশে গৃহে বা বাটীতে তালকবদ্ধ করিয়া, দীর্ঘ কাল খুলিতে না হইলে, তালকের উপর শিলমোহর করিয়া রাখে, তাহা হইলে আর কেহই খুলিতে পারে না।

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে; যদি অন্য বাহক হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই সেরূপ ধৈর্য্য থাকিত না। যাহা হউক অদ্য বাহকের অংশে যে ব্যয়-ভার পড়িবে আমিই তাহা বহন করিব।" তাঁহার সেই কথায় বাহক পরম আনন্দিত হইয়া বলিল "আল্লার দোহাই! ঠাকুরাণি, আজি আমার পারিশ্রমিক মূল্য এই প্রথমে আপনার নিকট প্রাপ্ত হইলাম এবং ইহাই অদ্যকার শেষ।" অপর রমণীদ্বয় বলিলেন "ভাল, তবে উপবেশন কর, আজি তুমি আমাদের অতিথি।"

অনন্তর প্রথমা রমণী নিজ কটিবন্ধ উত্তম রূপে আঁটিয়া দিয়া, কাচপাত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন এবং আনীত সুরা বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া, ফোয়ারার নিকটে একখানি মেজ পাতিয়া দিলেন। ক্রমে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুত হইলে প্রথমা রমণী সুরা ও পানপাত্রগুলি আনয়ন করিলেন। রমণীত্রয় একত্র মেজের পর্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন; বাহকও তাঁহাদের সহিত উপবেশন করিল। বাহক এরূপ সৌভাগ্য কখন মনে মনে চিন্তাও করে নাই, সুতরাং সমস্ত ঘটনা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমা রমণী পাত্র হইতে পেয়ালায় সুরা ঢালিয়া স্বয়ং পান করিলেন* এবং পুনরায় পাত্রটী পূর্ণ করিয়া ভগিনীদ্বয়ের একজনের হস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন জনে সুরাপান করা হইলে পাত্রটী পুনরায় পূর্ণ করিয়া বাহকের হস্তে প্রদান করিলেন। বাহক পেয়ালা গ্রহণ করিয়া এই কবিতটী পাঠ করিল :—

এহেন মধুর সুরা জগজন মনোহরা
পান করি মনোসাধে চিরস্বাস্থ্য লভিব;
এমন মধুর সুধা দূর হবে তৃষ্ণা ক্ষুধা
অনন্ত সুখের হ্রদে আজি আমি ভাসিব।

এইরূপে চারি জনে সুরাপান ও আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। বাহক যুবতীদিগের সহিত নৃত্য গীতে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে কখন গাঢ়

* টীকার পরিশিষ্টে সুরা ও মাদকতা বিষয়ক টীকা দেখ।

আলিঙ্গন, কথন বা চুম্বন করিতে লাগিল। রমণীগণও কথন তাহাকে আকর্ষণ কখনবা পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহাদের ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরা-রসও সকলের মস্তিষ্ক মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। এতক্ষণ পরস্পর যে একটু সমীহ ছিল, এখন তাহা এককালে বিদূরিত হইল,—তাঁহাদের সঙ্গে যে একজন অপরিচিত পুরুষ রহিয়াছে একবারও তাহা মনোমধ্যে উদিত হইল না। সকলে অবাধে ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিলেন।

আমোদ আহ্লাদে ও পানাহারে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল, রাত্রি উপস্থিত। রমণীগণ বলিলেন "বাহক! আর কেন, দিবা অবসান হইয়াছে এখন বিদায় হও, এবং আমাদিগকে তোমার স্কন্ধদ্বয়ের বিস্তার দেখাও*।" বাহক বলিল "ঠাকুরাণি! আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় হওয়া অপেক্ষা দেহ হইতে আমার আত্মার বিদায়গ্রহণ বরং সহজ; অতএব আজিকার রাত্রির মত আমাকে আপনাদের সঙ্গে থাকিতে অনুমতি করুন। কল্য প্রাতে আমিও নিজ কার্য্যে যাইব, আপনারাও স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন।" প্রথমা রমণীও বাহকের জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া বলিলেন "আমার জীবনের দোহাই, আজিকার রাত্রির জন্য বাহককে আমাদের সহিত থাকিতে দেও—এ বড় রসিক লোক, আমরা আজি ইহার কৌতুকে আমোদ আহ্লাদ করিব ও মনের সাধে হাসিয়া লইব।" ভগিনীর সেই কথায় অপর রমণীদ্বয় সম্মত হইয়া বাহককে বলিলেন "ভাল, আজিকার রাত্রি আমাদের সহিত অতিবাহিত করিতে অনুমতি দিলাম; কিন্তু তোমাকে সর্ব্ব বিষয়েই আমাদের অধীন হইতে হইবে, আর যাহা দেখিবে অথচ বুঝিতে পারিবে না, তাহার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।" সে উত্তর করিল "ভাল, আমি সকল বিষয়েই স্বীকৃত হইলাম।" রমণীত্রয় বলিলেন "তবে একবার উঠিয়া দ্বারে কি লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া আইস।" বাহক দ্বারদেশে গিয়া দেখিল, কবাটের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "যাহাতে তোমার কোন সংস্রব নাই, সে বিষয়ে কোন কথা কহিও না—কিছু

---

* অর্থাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাও। এটী একটী আরবীয় চলিত কথা; আমাদের দেশে "লম্বা হও" যেরূপ উহাও আরবীতে তদ্রূপ।

জিজ্ঞাসা করিও না; যদি কর, তাহা হইলে যে উত্তর শুনিবে তাহাতে তুমি প্রীত হইবে না।" বাহক ফিরিয়া আসিয়া বলিল "তোমরা সাক্ষী রহিলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে বিষয়ে আমার নিজের কোন সংস্রব নাই, আমি সে বিষয়ে কিছুই বলিব না।"

অনন্তর প্রথমা যুবতী উঠিয়া সায়াহ্ন-ভোজনের আয়োজন করিয়া-দিলেন। সকলেই কিছু কিছু আহার করিলেন। তিনি পুনরায় উঠিয়া দীপাধারের বর্ত্তিকাগুলি জ্বালিয়া দিয়া, কিঞ্চিৎ মুসব্বর অগ্নিতে নিক্ষেপ করি-লেন। পুনরায় পানাহারাদি চলিতে লাগিল; এই সময় হঠাৎ দ্বারদেশে করাঘাত-শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। রমণীত্রয়ের মধ্যে একজন পাছে অপর য়কজনের আহারে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে সেই ভয়ে, ধীরে ধীরে উঠিয়া, কে দ্বারে আঘাত করিতেছে, দেখিতে গেলেন।

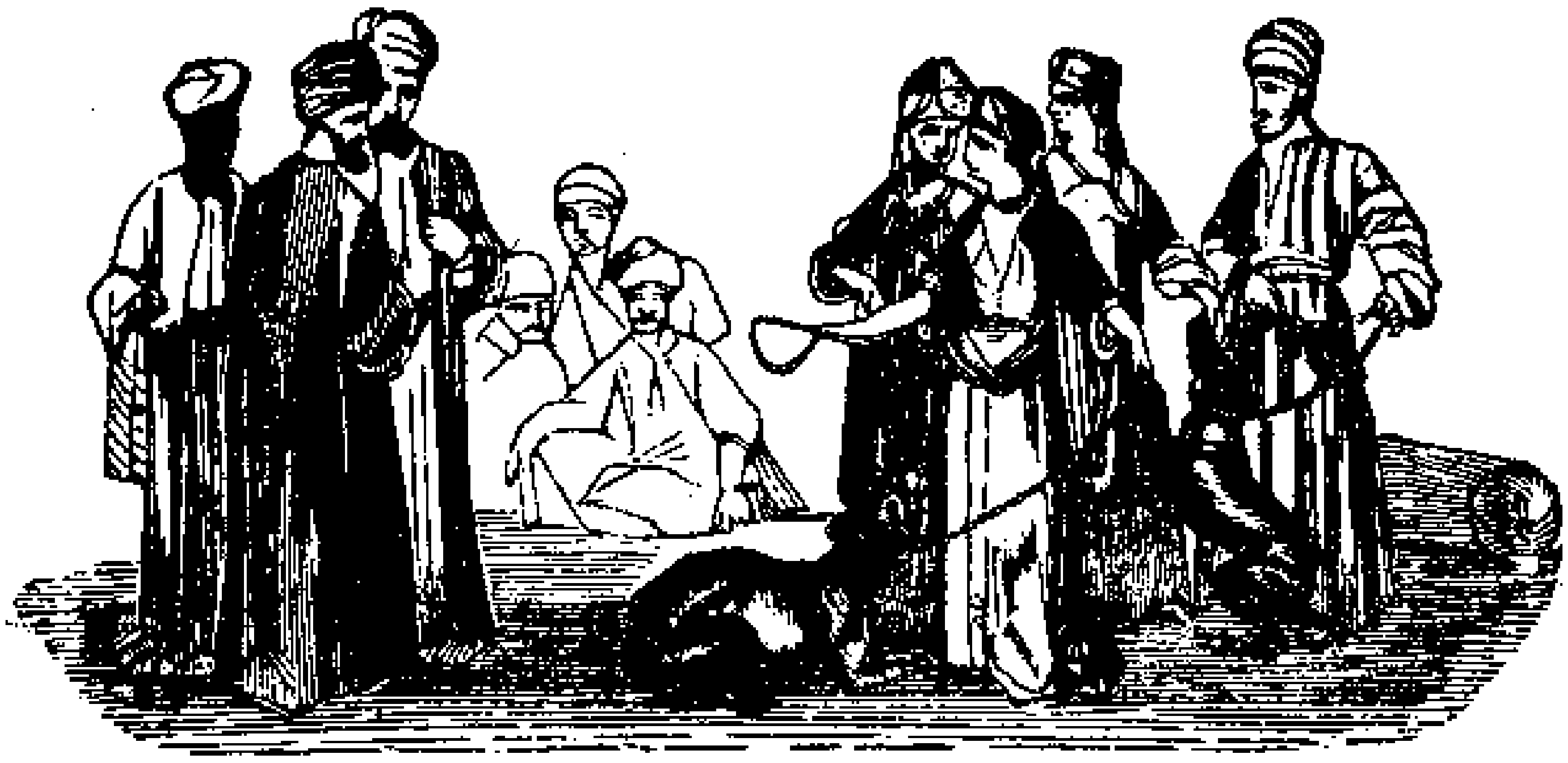
মুহূর্ত্ত মধ্যেই যুবতী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "আজি আমাদের আনন্দ পূর্ণ হইল; তিনজন বিদেশী দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। তিনজনেরই শ্মশ্রু মুণ্ডিত, তিনজনেই বামচক্ষুহীন, তিনজনেরই প্রায় এক আকার—আশ্চর্য্য সৌসা-দৃশ্য! তাহারা নবাগত বিদেশী, সকলেরই এক প্রকার অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক আকৃতি! তাহারা যদি আজি আমাদের সহিত একত্র থাকে, তাহা হইলে আমারা নিশ্চয়ই তাহাদের সেই পরিহাসাস্পদ মূর্ত্তি দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতে পারিব।" রমণী কেবল এই কথা বলিয়াই নিস্তব্ধ রহিলেন না, তাহাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য ভগিনীদ্বয়কে বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভগিনীদ্বয় আর তাঁহার আগ্রহাতিশয় এড়াইতে পারিলেন না; বলিলেন "ভাল, প্রবেশ করিতে দিতে পার, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে স্বীকার করাইয়া লইও, যেন তাহারা, যে বিষয়ে নিজের সংস্রব নাই, সে বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে। কারণ, যদি জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে তদুত্তরে যাহা শুনিবে, তাহাতে তাহারা কোনমতে প্রীতি লাভ করিতে পারিবে না।" যুবতী ভগিনীদ্বয়ের সেই কথায় পরম পুলকিত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে গেলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই দীর্ঘ ওষ্ঠলোম যুক্ত মুণ্ডিতশ্মশ্রু একচক্ষু উদাসীনত্রয়কে সঙ্গে লইয়া আসি-লেন। নবাগত একচক্ষুহীন তিন জনই ভিক্ষুক, সুতরাং তাহারা রমণীদিগকে

নম্রভাবে অভিবাদন করিয়া পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু রমণীদ্বয় উঠিয়া তাহাদিগকে আসন প্রদান করিলেন। উদাসীনত্রয় উপবেশন করিয়া একবার বাহকের দিকে চাহিয়া দেখিল। বাহক তখন সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল। ভিক্ষুত্রয় ক্ষণ মাত্র দেখিয়াই, তাহাকে আপনাদিগের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল "বোধ হয়, ইনিও আমাদিগের ন্যায় ভিক্ষুক,অতএব অবশ্যই আমাদের সহিত আলাপ করিয়া সকলকে সুখী করিবেন।" বাহক সেই কথা শুনিয়াই উঠিয়া মদারক্ত নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করত, তাহাদিগকে বলিল "চুপ করিয়া বসিয়া থাক্, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিস্ না। দ্বারের উপরে যাহা লিখিত আছে তাহা কি তোরা পাঠ করিস্ নাই?" বাহকের সেই কথায় রমণীত্রয় হাসিতে হাসিতে পরস্পর বলিতে লাগিলেন "বাহক ও ভিক্ষুকত্রয়কে লইয়াই আজি আমরা পরম কৌতুকে সময় অতিবাহিত করিব।" অনন্তর রমণীগণ নবোপস্থিত উদাসীনত্রয়ের সম্মুখে নানাপ্রকার ভোজ্য স্থাপন করিলেন। তাহারা সপরিতোষে আহার করিয়া সুরাপান করিতে উপবিষ্ট হইল। দ্বিতীয়া যুবতী তাহাদিগকে সুরা ও পানপাত্র আনিয়াদিলেন। ভিক্ষাজীবী বিদেশীরা আনন্দে পান করিতে লাগিল। বাহক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ওহে ভাই সকল! তোমরা কি এমন কোন অদ্ভুত উপাখ্যান বা ইতিহাস জান, যে তাহা শুনিয়া আমরা আনন্দলাভ করিতে পারি?" উদাসীনগণ সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল "কোনরূপ বাদ্য যন্ত্র কি নাই?" দ্বারোদ্ঘাটনকারিণী দ্বিতীয়া রমণী তৎক্ষণাৎ এল্ মোসিল দেশীয় খঞ্জনী, ইরাকপ্রদেশপ্রস্তুত বীণা* ও পারস্য দেশীয় জঙ্ক † আনিয়া দিলেন। উদাসীনত্রয় উঠিয়া একজন খঞ্জনী অপর বীণা ও তৃতীয় জঙ্ক গ্রহণ করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল এবং রমণীগণ সেই বাদ্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গীত গাহিতে লাগিলেন। এই সময় পুনরায় দ্বারে করাঘাত শ্রবণগোচর হইল। দ্বিতীয়া রমণী পুনরায় দ্বারদেশে করাঘাতের কারণ কি দেখিবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

---

* এ বীণা আমাদের দেশীয় বীণা বা বীণের মত নহে বরং ইংরাজি গিটার নামক যন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক আমরা সর্ব্বত্রই বীণা বলিয়া অনুবাদ করিলাম।

† বিলাতি হার্প (Harp) নামক যন্ত্রের ন্যায়, বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।



খলীফে* হারুণ উর্‌রসীদ সেই রজনীতে উজীর জাফর এবং জল্লাদ মেস্‌রুরের † সহিত রাজকার্য্য বিষয়ে প্রজাদিগের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার জন্য ছদ্মবেশে নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই এইরূপে বণিক-বেশে নগরীর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন। সে রাত্রিতেও সেইরূপ বণিক-বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বোগ্দাদবাসিনী রমণীত্রয়ের আবাসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা যন্ত্র-ধ্বনি ও রমণীদিগের কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি নিজ উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জাফর! কাহারা এইরূপ গীত-বাদ্য করিতেছে তাহা আমি এই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।" জাফর বলিলেন "প্রভু! উহারা মদোন্মত্ত যুবক যুবতী। বাটীতে প্রবেশ করিলে হয়ত উহারা আমাদিগকে কোনরূপ অবমাননা করিতে

* খলীফে—এই কথাটী আরবীয় ভাষায় "খলীফা" এইরূপে লিখিত হয়, কিন্তু "খলীফে" বলিয়া পঠিত হইয়া থাকে সুতরাং আমরা সর্ব্বত্র "খলীফে" এইরূপ লিখিলাম। ইহার প্রকৃত অর্থ, উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি, কিন্তু এখন আর সে অর্থে ব্যবহার হয় না। এখন ইহার অর্থ জগদীশ্বরের প্রতিনিধি। খলীফেগণ মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অদ্বিতীয় প্রভু এবং সম্রাট্। যিনি যতবড় রাজাই হউন না কেন, মুসলমান হইলে, তিনি সর্ব্ববিধায়ে খলীফের অধীন। মহম্মদের বংশাবলির মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সিংহাসনের অধিকারী হইতেন, তিনিই এই পদবী গ্রহণ করিতেন।

† মেস্‌রুর—প্রকৃত অর্থ সুখী। এই ব্যক্তি কাফ্রী খোজা। এই পুস্তকের নানা স্থানে দৃষ্ট হইবে যে মেস্‌রুর হারুণ উর্‌রসীদের অতি প্রিয়পাত্র ছিল।

পারে।” খলীফে বলিলেন “যাহাই হউক না কেন, আমি অবশ্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিব; এখন তুমি তাহার কোনরূপ সদুপায় উদ্ভাবন কর।” “প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য” জাফর এই কথা বলিয়াই বাটীর দ্বারদেশে করাঘাত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই দ্বিতীয়া রমণী আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। জাফর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন “ঠাকুরাণি! আমরা তবরীয়ে* প্রদেশের বণিক। আমরা বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া দশ দিবস মাত্র এই বোগদাদ নগরে আসিয়া খানে † আছি। অদ্য একজন বণিক একত্র পান আহার করিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাঁহার আবাসে গিয়াছিলাম। আহারাদির পর আমরা নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিদায় হইয়া আসিতেছি। ঠাকুরাণি! একে আমরা বিদেশী তাহাতে আবার অন্ধকার রজনী, খানের পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না, অতএব যদি অনুকম্পা পুরঃসর আপনাদিগের আবাসে রজনীর অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতে দেন, তাহা হইলে আমরা পরম উপকৃত ও চিরবাধিত হই এবং আপনারাও এই সদয় ব্যবহারের জন্য জগদীশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন।” রমণী তাঁহাদিগের বণিকদিগের ন্যায় বসন ভূষণ ও ভদ্র জন সদৃশ শ্রী দেখিয়া, কর্ত্রীর অভিমত জানিবার জন্য বাটীর মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। প্রথমা ও তৃতীয়া যুবতী সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ভাল তাহাদের প্রবেশ করিতে দেও।” রমণী পুনরায় দ্বারদেশে গিয়া কবাট মুক্ত করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে কি আপনার অনুমতিতে আমরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি?” রমণী বলিলেন “আইস, বাটীর মধ্যে প্রবেশ কর।” খলীফে জাফর ও মেসরূ প্রবিষ্ট হইলেন। রমণীগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

---

* তবরীয়ে—ইহার আধুনিক নাম টাইবিরিয়া।

† খান—সরাই বা চটী। সরাই বলিয়াই স্থানে স্থানে অনুবাদ করা গেল, কিন্তু ইহা বাস্তবিক সরাই যদ্রূপ, ঠিক তদ্রূপ নহে। ইহা কেবল বিদেশ হইতে আগত বণিকদিগের বাসার্থ নির্ম্মিত। ইহার নিম্নতলস্থ গৃহগুলি সমস্তই খিলানযুক্ত গুদাম ঘর। সেই সকল গৃহে বণিকদিগের বাণিজ্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হয় এবং উপরিতলস্থ গৃহে তাহারা স্বয়ং বাস করে। এই বাটীর প্রায় একটী মাত্র বহির্দ্বার থাকে এবং সেই দ্বারে একজন দ্বারবান নিযুক্ত থাকে। সমস্ত বাটীটী সেই দ্বারবানেরই কর্ত্তৃত্বাধীন, সে-ই যথারীতি গৃহ সকল ভাড়া দিয়া থাকে। খানের নিম্নতলস্থ গৃহ সকলে কখন কখন দোকান করাও হয়।

এবং উপবেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিয়া বলিলেন "আসিতে আজ্ঞা হউক; অতিথিগণ আমাদের অতীব মাননীয়, কিন্তু প্রথমে আপনাদিগকে একটী বিষয় স্বীকার করিতে হইবে,—আপনাদিগের সহিত যে বিষয়ের কোন সংস্রব নাই সে বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবেন না, কারণ সেরূপ প্রশ্নের উত্তরে যাহা শুনিবেন, তাহাতে প্রীতি লাভ হইবেক না।" "ভাল, তাহাই হইবে" তাঁহারা এই কথা বলিয়াই সকলের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। খলীফে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ভিক্ষুকত্রয়ের সকলকেই বামচক্ষুহীন দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং রমণীদিগের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় বিমুগ্ধ হইল। সকলেই সুরা পান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। রমণীগণ খলীফের নিকটে সুরাপাত্র আনিয়া দিলেন; কিন্তু তিনি পান করিতে অস্বীকৃত হইয়া "আমি তীর্থযাত্রার* অভিলাষ করিয়াছি, সুরাপান করিব না" এই কথা বলিয়াই কিঞ্চিৎদূরে সরিয়া বসিলেন। সুতরাং দ্বারোদ্ঘাটনকারিণী দ্বিতীয়া রমণী তাঁহার সম্মুখে একখানি গোটাদার আস্তরণ পাতিয়া দিলেন এবং একটী চীনপাত্রে কিঞ্চিৎ উইলো-কুসুম-জল ঢালিয়া তাহাতে একখণ্ড বরফ ও চিনি প্রদান করত তদুপরি স্থাপন করিলেন। খলীফে তাঁহার সেইরূপ ভদ্র ব্যবহারে পরম সন্তোষ-ব্যক্ত করিলেন এবং যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "কল্যই ইহার উচিত পুরস্কার প্রদান করিব।"

এইরূপে সকলেই আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুরারস নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। প্রধানা রমণী উঠিয়া সকলের সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন। উপস্থিত অতিথিদিগের আর সুখের সীমা রহিল না। অনন্তর তিনি খাদ্যাদি আহরণকারিণীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "ভগিনি! উঠ, আইস আমাদের ঋণ পরিশোধ করি।" যুবতী বলিলেন "ভাল, চল।" দ্বারোদ্ঘাটনকারিণী দ্বিতীয়া রমণীও উঠিয়া গৃহটী পরিষ্কৃত করিলেন এবং দ্বারের বহির্ভাগে আসন পাতিয়া দিয়া ভিক্ষুকত্রয়কে সেই স্থানে

---

* বোধ হয় সকলেই জানেন মুসলমানগণ পাপক্ষয়ের জন্য মক্কাযাত্রা ও মহম্মদের সমাধি মন্দির দর্শন করিয়া থাকেন। তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহারা শুদ্ধাচার হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রগর্হিত কোন কার্য্য করেন না। সুরা পান করা মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

উপবেশন করিতে বলিলেন। তাহারা উঠিয়া তথায় উপবেশন করিল। রমণী-গণ বাহককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এ তোমার কিরূপ বন্ধুত্ব! তুমিত আর আমাদের পর নহ—আমাদের পরিবারস্থ লোক।" অমনি চতুর বাহক তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিজ কটিদেশ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া বলিল "বলুন,—এখন কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" রমণীগণ বলিলেন "যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, সেইখানেই থাক।" প্রথমা যুবতী বলিলেন "আর আমার সহায়তা কর।" বাহক একবার চাহিয়া দেখিল; দেখিল সম্মুখেই শৃঙ্খলবদ্ধ দুইটা কুক্কুরী রহিয়াছে। সে অমনি সেই দুইটাকে গৃহের মধ্যদেশে টানিয়া আনিল। প্রধানা যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জামার আস্তিন গুটাইয়া একগাছি কশা গ্রহণ করত বাহককে বলিলেন "উহার একটাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" বাহক আজ্ঞামত একটাকে তাঁহার নিকটে আনিয়া দিল। কুক্কুরী যুবতীকে দেখিয়া রোদন করিতে ও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু রমণী সেই কশা দ্বারা অনবরত তাহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কুক্কুরী কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে একবারও দয়ার উদ্রেক হইল না। অবশেষে তিনি প্রহার করিতে করিতে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। যখন আর হস্ত সরে না তখন কশাগাছটী ফেলিয়া দিয়া কুক্কুরীটাকে আদরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং তাহার প্রবহমান অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া মস্তকে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। যুবতী পুনরায় বাহককে অপরটী নিকটে আনিয়া দিতে বলিলেন। বাহক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। রমণী ইহাকেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রহার করিয়া পরে আদর করিতে লাগিলেন। যুবতীর সেইরূপ অদ্ভুত আচরণে—খলীফে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। নয়নসঙ্কেতে জাফরকে সেই সমস্ত বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। জাফর সঙ্কেতে উত্তর দিলেন "কথা কহিবেন না।"

অনন্তর প্রধানা যুবতী দ্বিতীয়া রমণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভগিনি! উঠ, এখন তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি সমাধা কর।" তিনি এই কথা

বলিয়াই একখানি স্বর্ণরৌপ্যখচিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন এবং ভগিনী-দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিলেন "নাও এখন তোমাদের যাহা করিতে হয় কর।" দ্বারোদ্ঘাটনকারিণী দ্বিতীয়া রমণী উঠিয়া প্রধানা যুবতীর পার্শ্বে আর একখানি পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। খাদ্যদ্রব্যাদি আহরণকারিণী প্রথমা যুবতী পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একটী হরিদ্বর্ণের দশাবিশিষ্ট সাটিনের থলি আনিয়া তন্মধ্য হইতে একটী বীণা বাহির করিলেন এবং সেটীর সুর বাঁধিয়া লইয়া প্রধানা রমণীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

দেহরে দেহরে ফিরে
পূর্ব্বের সে নিদ্রা সুখ নয়নে আমার।
কেন সে আমার জ্ঞান হল হেন অন্তর্দ্ধান
সন্ধান কররে হায় কররে তাহার।
বল বল কেন ভাসি নয়নের নীরে ?

যে দিন প্রণয় রসে রসিল হৃদয় মন,
সেই দিন হতে হায়! নয়ন আর নিদ্রায়
বিষম সে শত্রুতার হল এবে সঙ্ঘটন।

লোকেতে দেখিলে পরে আমারে জিজ্ঞাসা করে
ছিলত তোমার আগে কঠিন হৃদয় মন
তবে কেন পুনরায় মজিলেগো প্রেমে হায় ?
কি আর বলিব,—বলি, দেখ তার দুনয়ন।

নাহি নাহি মনে আর ক্ষমিয়াছি দোষ তাঁর
ভুলিয়াছি সেই সব শোনিতের ধারা ;
আপনি করেছি দোষ কি আর তাহাতে রোষ,—
আপনি আপন ভেবে পাগলিনী পারা।

জ্বলন্ত তপন সম রূপরাশি অনুপম
মানস মুকুরে আসি অপরূপ ভাতিল
অমনি অন্তর হায় কেমন করিল তায়
বিষম আগুনে যেন হৃদয় সে দহিল।

গীত সমাপ্ত হইল; দ্বারোদ্ঘাটনকারিণী দ্বিতীয়া রমণী অমনি "আল্লা তোমার গুণের পুরস্কার দিউন" এই কথা বলিয়াই গাত্রবস্ত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। আবরণ বস্ত্র উন্মুক্ত হইলে খলীফে দেখিলেন রমণীর বক্ষঃস্থলে মির্কা* বা কশাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। তিনি সেইরূপ অলোকসামান্য রূপবতীর হৃদয়ে ভীষণ প্রহারচিহ্ন দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। প্রথমা যুবতী ত্বরিত উঠিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে সুশীতল জল সেচন করিলেন এবং কতকগুলি নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে তিনি উঠিয়া পুনরায় বেশবিন্যাস করত উপবিষ্ট হইলেন। খলীফে বলিলেন "জাফর! তুমি রমণীর উরঃস্থলের প্রহার-চিহ্ন দেখিয়াছ? এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমিত আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারি না। যতক্ষণ এই রমণীর ও কুকুরীদ্বয়ের প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত না হইতেছি, ততক্ষণ কোনরূপেই উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না।" জাফর বলিলেন "প্রভু! রমণীরা আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছে, আমরাও প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, যাহাতে আমাদের কোন সংস্রব নাই সে বিষয়ে আমরা কোন কথাই বলিব না; অতএব এ সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োজন নাই। এরূপ অন্যায় প্রশ্নে আমরা যাহা শুনিব, তাহাতে কখনই প্রীতিলাভ করিতে পারিব না।" অনন্তর প্রথমা কামিনী পুনরায় বীণাযন্ত্রটী হৃদয়ের উপর ধারণ করত স্বরের সহিত মিলাইয়া আর একটী গীত আরম্ভ করিলেনঃ—

প্রণয়ে দূষিতে কি বলিব হায়!
হৃদয় ব্যাকুল দুরাশাবশে।
উপায় কিছুই নাহিক তাহায়!—
কেন মজিলাম প্রণয় রসে?

* মির্কা—তালশাখা হইতে নির্ম্মিত কশা বিশেষ।

জানায়ে কামনা হৃদয়-বাসনা
প্রিয় কাছে যদি পাঠাই কায়,
আশার সুসার হবে না হবে না
বৃথা সে, বিফল—কি ফল তায় ?

পরে কি কখন পরেরি যাতনা
পরেরে আবার বুঝাতে পারে ?
বিনা সে প্রণয়ী প্রণয়বেদনা
কেমনে বলনা বুঝাবে তাঁরে ?

অথবা যদিবা সহিয়ে যাতনা
পারি হতে কাল বারিধি পার
যাবে যাবে মিটে বিরহ-বেদনা
এহেন যাতনা রবেনা আর,

ফুরাবে সকলি ফুরাবে জীবন
নয়নের জল শুকায়ে যাবে
রবেনাক আর নিশ্বাস পবন
রোদন তখন নিধন পাবে।

নয়ন-অন্তরে অন্তরের ধন !
বল বল নাথ ! আছে কি মনে,
সহিয়ে তোমার বিরহ-বেদন
দিবানিশি এই কাতর জনে ?

আছে আছে কি হে স্মরণ তোমার
প্রণয়পাগল অধীনী জন,
ফিরিয়া গেলেও জগত সংসার
ফিরিবে না হায় যাহার মন ?

অথবা আমারে করিয়া বর্জ্জন
নাহিক নাহিক সে ভাব মনে,
অন্য নারী-প্রেমে হয়েছ মগন
ভুলেগেছে মন তাহার সনে ?

যাও যাও ভুলি ক্ষতি নাহি তায়
বিচারের দিন আসিবে যবে,
দয়াময় কাছে,—স্বরগ-সভায়—
অবশ্য ইহার বিচার হবে।

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র দ্বিতীয়া রমণী পূর্ব্বের ন্যায় বেশভূষাগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। প্রথমা রমণী অমনি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে নূতন বসন ভূষণ পরাইয়া দিয়া মুখে গোলাপ জল সেচন করিতে লাগিলেন।

ভিক্ষুকত্রয় সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল "হায় আজি এই প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সকল হৃদয়বিদারক ব্যাপার দর্শন করা অপেক্ষা আমাদের নগরপ্রান্তস্থ আবর্জ্জনাস্তূপের উপর রাত্রি-যাপন করাই শ্রেয় ছিল!—আজিকার রাত্রি আমাদের পক্ষে কি কুক্ষণেই আরম্ভ হইয়াছে!" খলীফে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমরা কি বলিতেছ? আজিকার রজনী তোমাদের পক্ষে মন্দ কেন?" তাহারা বলিল "মহাশয়! এই অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত দেখিয়া আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত



হইতেছে।" খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন? তোমরা কি এই বাটীর কেহ নহ?" "না আমরা এ বাটীর কেহই নহি" তাহারা এই কথা বলিয়াই বাহককে দেখাইয়া বলিল "বোধ হয় এই লোকটীরই এই প্রাসাদ হইবে।" বাহক সেই কথা শুনিয়া বলিল "না, আমিও এবাটীর কেহই নহি; আজিকার রাত্রির পূর্ব্বে আমি এ প্রাসাদ আর কখন দেখিও নাই। আহা আজি যদি এ বাটী না দেখিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত; এ প্রাসাদ মধ্যে রাত্রিযাপনের অপেক্ষা নগরপ্রান্তে আবর্জ্জনা-স্তূপের উপর নিদ্রা যাওয়া ভাল ছিল।" এই কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল "আমরা সাতজন পুরুষ, উহারা কেবল তিনজন স্ত্রীলোক মাত্র। তবে কেন আমরা এই সকল আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করি না—উহারা আমাদের কি করিতে পারে? যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের কথার সদুত্তর না দেয়, বলপূর্ব্বক উত্তর গ্রহণ করিব।" সে-ই ভাল, সকলেই সেই পরামর্শে স্বীকৃত হইল; কেবল জাফর অসম্মত

হইয়া বলিলেন "না তোমাদের এ পরামর্শ ভাল নহে। কাজ কি, উহাদের গুহ্য বিবরণ শুনিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? আজি আমরা উহাদের অতিথি; বিশেষ পূর্ব্বেই উহারা আমাদিগকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে যে, যে বিষয়ে আমাদের কোন সংস্রব নাই আমরা সে বিষয়ে কোন কথাই বলিব না; এখন আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই উচিত।" তিনি এই কথা বলিয়াই খলীফের দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "প্রভু, প্রভাত হইতে আর এক ঘণ্টা কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে—প্রভাত হইলেই নিজ সভায় গিয়া ইহাদিগকে তথায় আহ্বান করিয়া অনায়াসে সমস্ত বিবরণই জ্ঞাত হইতে পারিবেন, অতএব এই অল্প ক্ষণের জন্য আর বৃথা চাঞ্চল্য প্রকাশের প্রয়োজন নাই।" খলীফে তাঁহার কথায় অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন "না আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না।" কথার উপর কথা, নানা কথা উত্থাপিত হইতে লাগিল, অবশেষে জিজ্ঞাসা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। কে জিজ্ঞাসা করিবে? একজন বাহককে দেখাইয়া বলিল "ইনিই জিজ্ঞাসা করুন।"

রমণীগণ তাঁহাদিগের সেইরূপ গোলযোগ শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি বলাবলি করিতেছ?" বাহাক সেই কথায় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! আল্লার দোহাই, আমি কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব আপনাকে তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে হইবে।—কুক্কুরীদ্বয়ের প্রকৃত বিবরণ কি? আপনি তাহাদিগকে প্রহার করিলেন কেন? কেনইবা আবার তাহাদিগকে চুম্বন করিয়া রোদন করিলেন?—আপনার এই ভগিনীর গাত্রে মির্কা ও কশাঘাতের চিহ্নই বা হইল কিরূপে? এই কয়টী আমাদের প্রশ্ন, এখন উত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন—আপনার মঙ্গল হইবে।" রমণী বলিলেন "যথার্থই কি তোমরা সকলে ইহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছিলে?" সকলেই বলিল "হাঁ আমরা এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি বটে।" কেবল জাফর নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, হাঁ কি না কিছুই বলিলেন না। যুবতী বলিলেন "অতিথিগণ যথার্থই তোমরা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বেই তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞাত করাইয়া লইয়াছিলাম যে, যাহার যে বিষয়ে কোন সংস্রব নাই, সে সে বিষয়ে কোন কথা কহিবে না, কারণ যদি কিছু বলে তাহা হইলে, যে উত্তর শুনিবে তাহাতে সে

কখনই প্রতিলাভ করিতে পারিবে না। এখন তোমরা সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। দেখ তোমাদের কেবল আশ্রয় প্রদান করি নাই, আমাদের খাদ্য দ্রব্য হইতে পরিতোষরূপে আহারও করাইয়াছি,—তোমরা এখন তাহার উচিত ফল দিলে। যাহা হউক এ দোষ তোমাদিগের নহে, যিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহারাই দোষ।" তিনি এই কথা বলিয়া অঙ্গরাখার আস্তিন গুটাইয়া তিনবার ভূমিতে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "আইস, তোমরা শীঘ্র আইস।" অমনি পার্শ্বস্থ গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল; তন্মধ্য হইতে সাতজন কাফ্রী ক্রীতদাস তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকের হস্তেই এক এক খানি কোষমুক্ত শাণিত তরবারি। প্রধানা যুবতী তাহাদিগকে বলিলেন "এই বহুভাষী অসভ্য লোকদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বন্ধন কর এবং এক এক গাছি রজ্জুতে দুই দুই জনকে বাঁধিয়া রাখ।" আজ্ঞা মাত্রেই তাহারা তাঁহার অভীপ্সিত সম্পাদন করিয়া বলিল "পুণ্যবতি! ইহাদিগের শিরশ্ছেদন করিব কি?" যুবতী বলিলেন "একটু অপেক্ষা কর, আমি ইহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া লই।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বাহক প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিল "ঠাকুরাণি! অপরের দোষে আমাকে বিনাশ করিবেন না, ইহাঁরাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন আমি স্বেচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি নাই। ঠাকুরাণি! যদি এই হতভাগা ভিক্ষুকত্রয়কে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অদ্য রজনী আমরা পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম। এই দুর্ভাগারা যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছে সেই স্থানেই জনপূর্ণ জনপদ এককালে অরণ্য হইয়া গিয়াছে।" সে এই কথা বলিয়াই এই কবিতাটী পাঠ করিল :—

সবল সক্ষম জনে করিলে মার্জ্জন
বহু পুণ্য উপার্জ্জন হয়ত যখন,
নিরুপায় দীন ক্ষীণে হইলে সদয়
কত পুণ্য হয় তার তুলনা না হয়।

অতএব ঠাকুরাণি ! দোহাই দোহাই
ক্ষমা কর মোরে আমি কোন দোষে নাই ।
নূতন বন্ধুত্ব মম ভাবি একবার
পর-দোষে প্রাণ দেবি ! বোধো না আমার ।

রমণী বাহকের সেই কবিতাটী শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিলেন, তাঁহার ক্রোধ কতক শান্ত হইল। সকলের নিকটে গিয়া বলিলেন "বল, তোমাদের নিজ নিজ বিবরণ বল—অধিক বিলম্ব করিও না, আর এক ঘণ্টা কাল মাত্র জীবিত আছ, ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে সমস্ত শেষ করিতে হইবে। তোমরা, কি ভদ্রবংশীয়, বা বিচারপতি কি অন্য কোন রূপ উচ্চাবস্থার লোক ? যদি সেরূপ সদ্বংশীয় ভদ্রসন্তান হও তাহা হইলে তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারি।" খলীফে সেই কথা শুনিয়াই বলিলেন "জাফর ধিক্ তোমাকে! এখনও নিস্তব্ধ হইয়া আছ কেন ? আমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান কর, নতুবা রমণী এখনই আমাদিগকে বিনাশ করিবে।" জাফর বলিলেন "কেন তাহাতে আর ক্ষতি কি ? আমরাত তাহারই উপযুক্ত।" খলীফে বলিলেন "ইহা পরিহাসের সময় নহে, এখন গম্ভীর ভাবে উপায় উদ্ভাবনের সময়। পরিহাস ও সদুপায় চিন্তার সময় বিভিন্ন; পরিহাসের সময়ে পরিহাস করিও।"

অনন্তর প্রধানা রমণী ভিক্ষুক উদাসীনত্রয়ের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি তিনটী সহোদর ?" তাহারা বলিল "না আমরা সহোদর নহি; সামান্য দীন হীন বিদেশী মাত্র।" তিনি তাহাদিগের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কি আজন্ম এইরূপ এক-চক্ষু হীন ?" সে উত্তর দিল "না, ঠাকুরাণি ! আমি আজন্ম এরূপ নহি; আমার এই বামচক্ষু নষ্ট হইবার সময় একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া ছিল, সেই ঘটনার বিবরণ হৃদয়-ফলকে খোদিত থাকিলে অনেকেই তদ্দ্বারা সদুপদেশ লাভ করিতে পারেন।" রমণী এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিক্ষুককেও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উভয়েই প্রথম সঙ্গীর ন্যায় উত্তর প্রদান করিয়া বলিল "ঠাকুরাণি ! আমরা তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমাদের প্রত্যেকেরই

জীবনঘটিত একএকটী অদ্ভুত বিবরণ আছে।” রমণী সেই কথায় তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন “একে একে তোমরা নিজ নিজ বিবরণ বর্ণন কর এবং আস্তে আস্তে মস্তকে হাত বুলাতে বুলাইতে* এই দিক দিয়া প্রস্থান কর।”

সর্ব্বাগ্রে বাহক অগ্রসর হইয়া বলিল “ঠাকুরাণি! আমি সামান্য মুটিয়া, আপনাদিগের এই ভগিনী খাদ্যদ্রব্যাহরণকরিণী আমাকে বাজার হইতে ডাকিয়া মোট দিয়া এখানে আনিয়াছেন; তৎপরে যে যে ঘটনা হইয়াছে তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এই আমার জীবনের ইতিহাস, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই নাই।” রমণী বলিলেন “ভাল এখন নিজ মস্তকে হস্ত বুলাইয়া চলিয়া যাও।” সে বলিল “আল্লার দোহাই,—ঠাকুরাণি! আমি সঙ্গীদিগের বিবরণ শ্রবণ না করিয়া যাইব না।” অনন্তর প্রথম ভিক্ষুক অগ্রসর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল ঃ—

প্রথম রাজ-ভিক্ষু।

ঠাকুরাণি! আমার একটী চক্ষু বিনষ্ট হওয়ার ও শ্মশ্রুমুণ্ডনের বিবরণ শ্রবণ করুন। আমার পিতা নরপতি ছিলেন; তাঁহার একটী সহোদর ছিল, তিনিও একটী ভিন্ন প্রদেশের রাজা ছিলেন। জননী যে দিন আমাকে প্রসব করেন, সেই দিনে আমার পিতৃব্যেরও একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ক্রমে আমরা বাল্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম। আমি মধ্যে মধ্যে পিতৃব্যের নিকট গিয়া থাকিতাম—সময়ে সময়ে দুই চারি মাসকালও তাঁহার আবাসে অতিবাহিত হইয়া যাইত। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইয়া গেল; আমি একদিন পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যে গেলাম। পিতৃব্যতনয় অতি আদরে অভ্যর্থনাদি করিলেন এবং আমার জন্য মেষ জবাই করিতে ও

* এই কথাটীর ভাব অর্থ ‘সংজ্ঞা লাভ করিয়া’ (নিদ্রিত ব্যক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে মুখে ও মস্তকে হাত বুলাইতে হয়)। এটী অবিকল অনুবাদ।

মদিরা ছাঁকিতে আজ্ঞা দিলেন। ভোজ্য পানীয় সমস্ত প্রস্তুত হইল, আমরা উভয়ে একত্র পান আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। পরম আনন্দে সুরাপান চলিতে লাগিল। ক্রমে সুরার অমোঘ প্রভাবে অল্প অল্প মত্ততা জন্মিলে তিনি বলিলেন "ভাই, তোমাকে আমার একটী উপকার করিতে হইবে। আমি একটী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমার সাহায্য ব্যতীত তাহা সুসিদ্ধ হইবে না। আর, স্বীকার করিতে হইবে যে কোন রূপে আমার অভীষ্ট কার্য্যে বাধা দিবে না।" আমি বলিলাম "ভাই, তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব ; আমি সর্ব্বদাই তোমার অভীষ্ট সাধনার্থ প্রস্তুত আছি।" তিনি সেই কথা শুনিয়াই আমাকে নানারূপ দৃঢ় শপথে বদ্ধ করত উঠিয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল পরেই বহুমূল্য অপূর্ব্ব বেশভূষায় ভূষিত রমণীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রমণী তথায় আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইল। পিতৃব্যতনয় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "রমণীটাকে এই এইরূপ স্থানে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাও, আমি পরে যাইতেছি।" তিনি এই কথা বলিয়াই যে পথ দিয়া যে রূপে যাইতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন, আমিও বুঝিলাম। তিনি বলিলেন "সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিও, আমি শীঘ্রই যাইতেছি।"

আমি শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সুতরাং কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলাম না ; রমণীকে সঙ্গে লইয়া সমাধিক্ষেত্রে গেলাম এবং উপবিষ্ট হইয়া পিতৃব্যতনয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্ষণ কালের পর তিনি একপাত্র জল, একটী থলিতে এক প্রকার কর্দ্দমবৎ মশলা এবং একটী ক্ষুদ্র বাইস * লইয়া তাথায় উপস্থিত হইলেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পিতৃব্য পুত্র একটী সমাধির উপরে গিয়া বাইস খানি দ্বারা তাহার প্রস্তর গুলি তুলিয়া ফেলিয়া এক পার্শ্বে রাখিলেন এবং নিম্নস্থ মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সর্ব্ব নিম্নে একটী ক্ষুদ্র দ্বারের ন্যায় প্রস্তর বাহির হইল। তিনি সেখানিও তুলিলেন, নিম্নে একটী সুড়ঙ্গ ও সোপান শ্রেণী। পিতৃব্য-তনয় সেই কার্য্য সকল সমাপ্ত করিয়া রমণীকে ইঙ্গিত করত বলিলেন "নাও এখন তোমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য কর।" রমণী অমনি সেই সোপানশ্রেণী দিয়া ভূমধ্যে

---

* কাষ্ঠ ছুলিবার যন্ত্র। প্রচলিত বাইস হইতে বিভিন্ন এই, যে ইহা কোদালির ন্যায় ঈষৎ কুব্জ।

প্রবেশ করিল। পিতৃব্যপুত্র আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভাই, আজি তুমি আমার যে উপকার করিলে আমি তাহা একমুখে বলিতে পারি না। অবশিষ্টাংশ সম্পাদন করিয়া আমাকে চিরবাধিত কর। আমি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তুমি এই প্রস্তরময় দ্বারটী রুদ্ধ করিয়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিও এবং এই থলির মধ্যস্থ মশলা ও পাত্রস্থ জল একত্র মিলাইয়া গোরের প্রস্তরগুলি পূর্ব্বের ন্যায় গাঁথিয়া দিও, যেন কেহ নূতন গাঁথা বলিয়া বুঝিতে না পারে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বলিও ইহা সম্প্রতি একবার খোলা হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর ভাগ পুরাতন। আর যথার্থই পুরাতনও বটে, আমি এক বৎসর হইতে ইহা নির্ম্মাণ করিতেছি, কিন্তু সেই একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন কেহই জানিতে পারে নাই। এখন জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি তাঁহার কৃপায় চিরদিন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সুখে কাল যাপন কর, যেন কখন তোমাকে বন্ধুবিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করিতে না হয়।" তিনি এই কথা বলিয়া সোপান-শ্রেণী দিয়া নামিয়া গেলেন।

পিতৃব্য তনয় নয়নপথ অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমি গুপ্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম এবং তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য সমস্ত সমাধা করিলাম। সমাধিমন্দিরটী পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় গঠিত হইল; আমি পিতৃব্যভবনে ফিরিয়া গেলাম। পিতৃব্য সে সময়ে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন সুতরাং কোন গোল-যোগই হইল না। আমি নিজ নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রজনী গাঢ় নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, তখন আর সুরাপানের ঘোর ছিল না, কাজে কাজেই পূর্ব্ব দিনের কার্য্যগুলি স্মরণ হইয়া মনে মনে বড় অনুতাপের উদয় হইতে লাগিল। হায়! কেন আমি পিতৃব্যপুত্রের কথা শুনিলাম, কেন তাঁহাকে সাহায্য করিলাম; এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। কিন্তু তখন অনুতাপ করিলে কি হইবে? যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—আর কোন প্রতিকার নাই। আমি পুনরায় সেই সমাধিক্ষেত্রে গিয়া পূর্ব্বকথিত গোরটী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনরূপেই খুঁজিয়া পাইলাম না। পানাহার ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস

অন্বেষণ করিলাম, তথাপি দেখিতে পাইলাম না। পিতৃব্যতনয়ের জন্য হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কি হইল—তিনি কোথায় গেলেন, ভাবিয়া আমার আর শোকের সীমা রহিল না। সমস্ত রজনী কেবল দারুণ চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া গেল, পর দিন প্রভাতে পুনরায় সেই সমাধি-ক্ষেত্রে গেলাম—পুনরায় সেই গেরটী অন্বেষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল। আমি এইরূপে অনবরত সাত দিবস অন্বেষণ করিলাম তথাপি সে গোরটী আর খুঁজিয়া পাইলাম না।*

ক্রমেই আমার চিন্তা ও ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমি একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলাম। কিসে সে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে আর কিছু উপায় না পাইয়া, সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া যাইবার জন্য পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া গেলাম। নগরের সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছি অমনি সহসা কয়েকজন লোক আমাকে আক্রমণ করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। আমি একেবারে চমকিয়া গেলাম, একি! আমি এ দেশের রাজপুত্র। ইহারা পিতার ও আমার দাস হইয়া আমাকে বন্ধন করিল কেন? অত্যন্ত ভয়ের উদয় হইল, আপনা আপনি মনে মনে বলিলাম "একি, ইহারা আমাকে বন্ধন করিল কেন?—পিতার কি হইয়াছে?" তাহাদিগকে বন্ধনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; কেহই কিছু উত্তর দিল না। তাহাদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে আমার পরিচারক ছিল, সে অনেকক্ষণের পর বলিল "আর দেখিতেছেন কি? দুর্ভাগ্য ক্রমে আপনার পিতা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার বিপরীতাচরণ করিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব উজীর তাঁহাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াছেন। আপনাকে বন্দী করিব বলিয়াই আমরা এই স্থানে অপেক্ষা করিতে ছিলাম; এখন আপনি আমাদের বন্দী হইয়াছেন।" সেই কথা শুনিয়াই আমি একেবারে মৃতবৎ জড়ীভূত হইয়া পড়িলাম, তাহারা আমাকে উজীরে সম্মুখে লইয়া গেল।

* এটী বড় আশ্চর্য্য নহে আরব প্রভৃতি দেশে, নগরপ্রান্তে,এরূপ বড় বড় গোরস্থান আছে যে সেগুলি একএকটী প্রেতপুরী বলিলেও বড় ক্ষতি হয় না। ঐ সকল স্থানে এত গোর থাকে যে একটী বিশেষ গোর খুঁজিয়া পাওয়া ভার।



এই উজীরের সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার শত্রুতা ছিল। সে শত্রুতার কারণ এই,—আমি সর্ব্বদাই গুল্‌তি ও বাঁটুল লইয়া ক্রীড়া করিতাম। এক দিন গুল্‌তি ও বাঁটুল লইয়া প্রাসাদের ছাদের উপর ক্রীড়া করিতেছি, সহসা দেখিতে পাইলাম উজীরের বাটীর শিখরদেশে একটী পক্ষী বসিয়া আছে। আমি অমনি সেইটীকে লক্ষ্য করিয়া একটী বাঁটুল নিক্ষেপ করিলাম। দৈববশে সেই বাঁটুলটী পক্ষীর গাত্রে না লাগিয়া, উজীর নিজ ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই একটী নয়নে গিয়া লাগিল। দৈব কে অতিক্রম করিতে পারে? সেই আঘাতেই উজীরের চক্ষুটী এককালে গলিয়া গেল। একজন কবি বলিয়াছেন :—

যে ভূমি নিয়োগ আছে আমাদের তরে
অবশ্য ভ্রমিতে হবে তাহার উপরে।
যথায় যে দেশে যার আছয়ে মরণ
তথা বিনা অন্য স্থানে না হবে নিধন।

উজীরের একটী নয়ন বিনষ্ট হইয়া গেল বটে, কিন্তু আমি সুলতান-পুত্র ; সুতরাং তখন সে আর আমাকে কিছুই বলিতে পারিল না। এখন আমি তাহার সম্মুখে বন্দী, হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় বদ্ধ রহিয়াছে ; সে আমাকে দেখিয়াই শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিল। আমি প্রাণ ভয়ে কাতর হইয়া বলিলাম "আমি তোমার কি করিলাম ? আমাকে কেন বিনাশ করিবে ?" সে তাহার বিনষ্ট চক্ষুটী দেখাইয়া বলিল "পাপিষ্ঠ, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দোষ হইতে পারে ?" আমি বলিলাম "ও দোষ আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক করি নাই।" "ভাল, তুই ইচ্ছা পূর্ব্বক না করিয়া থাকিস্, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক করিব" সে এই কথা বলিয়াই নিজ পার্শ্বচর পরিচারকদিগকে বলিল "উহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর্।" তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে পাপিষ্ঠের নিকটে লইয়া গেল, পাপাত্মা অমনি সবলে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিয়া আমার বাম চক্ষুটী গালিয়া দিল এবং আমারে আরও দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিয়া একটা সিন্ধুকের মধ্যে স্থাপন করত জল্লাদকে বলিল "ইহাকে নগরের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া বিনাশ কর, মাংসাশী বন্য পশু পক্ষীগণ ইহার দেহ গ্রাস করিয়া ফেলুক।"

আজ্ঞামাত্রেই জল্লাদ সিন্ধুকটী নগরের বাহিরে লইয়া গেল এবং আমাকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া শিরশ্ছেদনার্থ নয়ন বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমি ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কবিতাটী পাঠ করিলাম :—

নিয়োগ করিনু হায় কত রক্ষীগণে
বিপদ সময়ে মম রক্ষার কারণে,
রক্ষক হইল বটে তাহারা তখন
আমারে নাকরি করে শত্রুর রক্ষণ।

ভাবিলাম মনে যারে তীক্ষ্ণতর শর
সহসা বিন্ধিতে শত্রু অতি পটুতর,
যথার্থই হল বটে তাহা খর ধার
বিন্ধিবারে খালি হায় হৃদয় আমার!

জল্লাদ পূর্ব্বে আমার পিতার নিকট ঘাতকের পদে নিযুক্ত ছিল, আমি অনেক সময়ে তাহাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছিলাম; সুতরাং সে সেই কবিতাটী শ্রবণ করিয়া বলিল "প্রভু, আমি পরের আজ্ঞাধীন ক্রীতদাস, কি করিতে পারি বলুন—যেরূপ আজ্ঞা, আমাকে সেইরূপই কার্য্য করিতে হয়। যাহা হউক এখন আপনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন। আর কখন এদেশে আসিবেন না। আসিলে আমাদের উভয়কেই প্রাণ হারাইতে হইবে। কোন কবিবর বলিয়াছেন:—

প্রাণে প্রাণে এই বেলা কর পলায়ন
যদি না সহিতে পার দুষ্টের পীড়ন।
ফেলি যাও জনহীন শূন্য ঘর দ্বার
বলিবারে খালি সবে অদৃষ্ট তোমার।
ছাড়িলে এদেশ তুমি পাবে বহু স্থান
একবার গেলে কিন্তু ফিরিবে না প্রাণ।

সেই কথা শুনিয়াই আমি তাহার করতল চুম্বন করিয়া সম্মুখ হইতে দ্রুত পলায়ন করিলাম। একটী নয়ন হানি প্রাণহানির অপেক্ষা অনেক লঘু বলিয়া বিবেচনা হইতে লাগিল।

আমি তথা হইতে একেবারে পিতৃব্যের রাজধানীতে গেলাম। এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পিতার পরাজয় ও নিজ নয়ন বিনষ্ট হওয়ার বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "বৎস, তুমি আমার এক শোকের উপর আবার আর এক শোক উপস্থিত করিলে; কয়েক দিবস হইল তোমার ভ্রাতাকে হারাইয়াছি,

সে যে কোথায় গিয়াছে কি হইয়াছে তাহা জানি না—কেহই তাহার বিষয় বলিতে পারে না।" তিনি এই কথা বলিয়াই আরও অধিকতর ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণকালের পর তিনি কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া বলিলেন "বৎস, প্রাণ হারাণ অপেক্ষা একটী নয়ন হারাণ অনেকাংশে ভাল বলিতে হইবে, জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি যে একটী নয়ন দিয়াই অব্যাহতি পাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট।"

তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া পিতৃব্য-তনয়ের বিষয়ে আমি যাহা কিছু জানিতাম তাহা আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলাম না, সমস্তই বলিয়া ফেলিলাম। তিনি শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বৎস, কোথায় সে সমাধিমন্দির আমাকে দেখাইয়া দাও।" আমি বলিলাম, কোথায় যে সে সমাধিমন্দির তাহা আমি নিজেই জানি না; তাহার পর অনেকবার আমি সে সমাধিটী অন্বেষণ করিয়াছিলাম কিন্তু কোনরূপেই খুঁজিয়া পাই নাই। যাহাই হউক আমরা উভয়ে সেই সমাধিক্ষেত্রে গেলাম এবং বামে ও দক্ষিণে মন্দির অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দৈববশে সেবার অল্প সন্ধানেই মন্দিরটী দেখিতে পাইলাম—তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। আমি পিতৃব্যের সহিত মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তিনি ভূমি খুঁড়িয়া মৃত্তিকা-গুলি এক পার্শ্বে সরাইয়া ফেলিলেন; সেই ক্ষুদ্র দ্বারটী বাহির হইল। তিনি সেটাও খুলিলেন। আমরা পঞ্চাশটী ধাপ যুক্ত একটী সোপানশ্রেণী দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। আমরা নিম্নে উপস্থিত হইয়াছি অমনি সহসা এক প্রকার গাঢ় ধূমরাশিতে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমাদের নয়ন যেন দৃষ্টিশূন্য—অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল। অমনি পিতৃব্য "সর্ব্ব শক্তিমান জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা বা শক্তি নাই!—সর্ব্বস্রষ্টা জগৎপাতা সর্ব্বভয় হারক" প্রভৃতি ভয়হারক কথা সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমরা সেই ধূমরাশি অতিক্রম করিয়া একটী গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গৃহটী ময়দা গোধূম ও নানারূপ ভোজ্য দ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে, এক পার্শ্বে একটী পর্য্যঙ্কের উপর মশারি খাটান আছে। পিতৃব্য সেই মশারি উত্তোলন করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে তাঁহার পুত্র ও সেই রমণী পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া শয়ান আছে। কাহাকেও

ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিলে যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায় তাহাদেরও তেমনি সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গারময় হইয়া গিয়াছে। পিতৃব্য সেই অবস্থা দেখিয়াই জীবনহীন পুত্রের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "রে পাপিষ্ঠ ইহাই তোর যথেষ্ট পুরস্কার! ইহ লোকে তোর এই শাস্তি, পরলোকে আবার ইহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক শাস্তি রহিয়াছে।" তিনি এই কথা বলিয়াই ক্রোধভরে নিজ পাদুকা খুলিয়া, তদ্দ্বারা সেই মৃত দেহের উপর অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সেইরূপ আচরণে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং পিতৃব্যতনয় ও সেই রমণীটার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল। বলিলাম "আল্লার দোহাই, আপনি একটু স্থির হউন—ক্রোধ সম্বরণ করুন; আপনার পুত্রের অবস্থা দেখিয়া, ও কিরূপে যে তিনি এতাদৃশ দগ্ধ অঙ্গারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন তাহা ভাবিয়া আমার হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। যে শাস্তি হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট—আপনি আর কেন বৃথা মৃত দেহের উপর পাদুকা প্রহার করিতেছেন? স্থির হউন।"

তিনি বলিলেন "বৎস, এই রমণীটী আমার পালিতা কন্যা*; আমার হতভাগা পুত্র বাল্যকালে ইহাকে বড় ভাল বাসিত। তখন উহারা বালক বালিকা মাত্র সুতরাং সে সময়ে কিছু বিশেষ উপায় অবলম্বন করি নাই কেবল মধ্যে মধ্যে ততদূর ঘনিষ্ঠতা ভাল নহে বলিয়া উপদেশ মাত্র দিতাম। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই ভালবাসা প্রণয়ে পরিণত হইল,ক্রমেই উভয়ের মন্দাভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে লাগিল। লোকমুখে শুনিলাম বটে এই এই রূপ ঘটনা হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বিশ্বাস করিলাম না। যাহাই হউক, সে সময়ে উহাদিগকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলাম; সাবধান! কখন আর এরূপ কুমতি করিও না। এরূপ ভয়ানক কুকার্য্য পূর্ব্বে কেহ কখন করে নাই, ভবিষ্যতে কেহ কখন করিবেও না; তোমরা যদি এইরূপ দুষ্কার্য্যে রত হও তাহা হইলে কেবল তোমরাই ইহার একমাত্র উদাহরণ হইবে। যদি তোমরা এতাদৃশ গর্হিত দুষ্কার্য্যে রত হও তাহা হইলে আর আমাদের কুলের কলঙ্ক

---

* মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে সহোদরার সহিত প্রণয় যেরূপ নিষিদ্ধ, সেইরূপ পিতার পালিতা কন্যা কি ধাত্রী-কন্যার সহিত প্রণয়ও নিষিদ্ধ।

রাখিতে স্থান থাকিবে না। আমরা যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন আমাদের ভীষণ কুযশ দেশ বিদেশে নরপতিদিগের নিকট মুক্তকণ্ঠে গীত হইবে— ভ্রমণকারী স্বার্থবাহদের দ্বারা আমাদের এই লজ্জাকর ইতিহাস সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব দেখিও সাবধান, যাহা কেহ কখন করে নাই করিবেও না তাহা যেন তোমাদের দ্বারা সাধিত না হয়। যদি তোমরা নিতান্ত এ দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে অগত্যা ক্রোধভরে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। অনন্তর আমি উহাদিগের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিলাম। কিন্তু রাখিলে কি হইবে, ঐ পাপিষ্ঠা রমণীটা উহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত—সয়তান উহাদের উভয়েরই স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়াছিল; সুতরাং সে ব্যাঘাতেও উহারা বিচ্ছিন্ন হইল না। আমার পাপিষ্ঠ পুত্র দেখিল, আর সুবিধা নাই; অমনি সমস্ত অন্তরায় হইতে উদ্ধার লাভার্থ ভূমিগর্ভে এই গুপ্ত স্থানটী নির্ম্মাণ করিয়া এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া রাখিয়াছিল। আমি যখন মৃগয়ার্থে রাজধানীতে অনুপস্থিত ছিলাম নরাধম সেই সময় সুবিধা পাইয়া নির্জ্জনে সুখভোগ বাসনায় নিজ ভগিনীর সহিত এই স্থানে আসিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বস্রষ্টা জগদীশ্বর ন্যায়পর তিনি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ইহাদের পাপের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়াছেন। বৎস, ইহার এ কি শাস্তি দেখিতেছ, ইহার জন্য পরলোকে ইহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক শাস্তি সঞ্চিত রহিয়াছে।” তিনি এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে করিতে বলিলেন “বৎস, তুমিই এখন আমার পুত্র।” সেই সকল অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া আমার মন কেমন হইয়া গেল— পৃথিবীর ভয়ানক ভয়ানক পাপ সকল, নিজ উজীরের হস্তে আমার পিতার বিনাশ, আমার নিজের একটী নয়ন নাশ, এবং পিতৃব্য-তনয়ের সেইরূপ অবস্থা এই সকল চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলাম।

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তখন আর বৃথা রোদন করিলে কি হইবে; আমরা উভয়ে সমাধিগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভূমির উপরে উঠিলাম এবং সেই দ্বারটী রুদ্ধ করত তদুপরিভাগ মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলাম এবং সমাধিমন্দিরটী পূর্ব্বের ন্যায় গাঁথিয়া দিয়া বাটীতে ফিরিয়া গেলাম।

যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন তাহা একাকী আসে না সদলে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া পড়ে,—আমরা বাটীতে গিয়া বসিয়াছি মাত্র, সহসা জয়-ঢক্কাধ্বনি, রণতুরি-নিনাদ ও যোদ্ধাগণের অশ্বক্ষুরশব্দ শ্রবণ গোচর হইল। নগর প্রান্তে মেঘ সদৃশ ধূলিপটল বায়ুভরে শূন্য মার্গে উড্ডীন হইল। একি! ব্যাপার কি? আমরা একেবারে চমকিত হইয়া গেলাম। নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "সমাচার কি? কি হইয়াছে?" একজন উত্তর দিল "প্রভু, আপনার সহোদরের উজীর নিজ প্রভুকে বিনাশ করত তাঁহার সমস্ত রাজ্য ধনসম্পত্তি ও সৈন্যসামন্ত অধিকার করিয়া এখন অতর্কিত ভাবে আপনার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। আপনার প্রজাবর্গ পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই সুতরাং হঠাৎ আক্রান্ত পরাজিত ও শত্রুর অধীন হইয়াছে।" সেই কথা শুনিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, যদি দৈববশে এই পাপিষ্ঠ কৃতঘ্ন উজীরের হস্তে পড়ি, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ, সে নিশ্চয়ই আমার শিরশ্ছেদন করিবে। দুঃখে ও ভয়ে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল—হায়, আমার পিতার কি দশা হইল! হায়, আমার মাতা কোথায় গেলেন! এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন কি করি, কিরূপে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হই—প্রজাবর্গ সকলেই আমাকে চেনে, যদি তাহারা, কি আমার পিতার সৈন্যগণ আমাকে দেখে তাহা হইলেই গেলাম, তাহারা আমাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিবে। অনেক চিন্তা করিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; অবশেষে অন্য কোন সদুপায় না পাইয়া প্রাণ রক্ষার্থ শ্মশ্রুমুণ্ডন* করিয়া ছদ্মবেশ ধারণই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা হইল। অগত্যা তাহাই করিলাম—শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া ভিক্ষুকবেশ ধারণ করত প্রস্থান করিলাম।

* আরবীয়দিগের মতে শ্মশ্রু মুণ্ডন অতীব গর্হিত, এমন কি অনেক আরবীয় মস্তকচ্ছেদনে সম্মত হইবে কিন্তু শ্মশ্রু মুণ্ডন করিবেক না। বিশেষতঃ যদি শ্মশ্রুদাম হইয়া পর্য্যন্ত একবারও মুণ্ডন করা না হয় তাহা হইলে সে শ্মশ্রু মুণ্ডনাপেক্ষা আর অপমান নাই। কিন্তু একপ্রকার ফকীর (ভিক্ষুসম্প্রদায়) শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া থাকে সেরূপ শ্মশ্রু মুণ্ডনে তাহাদের পাপ বা অপমান নাই। পাগলেরাও শ্মশ্রু মুণ্ডন করে। বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে শ্মশ্রু মুণ্ডনে দোষ নাই।

ঠাকুরাণি! এই বেশেই আমি তথা হইতে পালাইয়া এই শান্তিধাম বোগদাদ নগরে উপস্থিত হইয়াছি। আশা, যদি কোনরূপে সর্ব্ব সম্রাট প্রবল-প্রতাপ খলীফের সহিত সাক্ষাত করিতে পারি, যদি কেহ দয়া করিয়া তাঁহার নিকট আমাকে পরিচিত করিয়া দেয়,তাহা হইলে একবার তাঁহার সম্মুখে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করি। অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি এই নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া কোন্ দিকে গমন করিব তাহাই ভাবিতেছি ইতিমধ্যে আমাদিগের এই দ্বিতীয় সহচর ভিক্ষুকটী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ইহাঁকে দেখিয়াই সেলাম করিয়া বলিলাম "ভাই, আমি নবাগত বিদেশী।" ইনিও বলিলেন "ভাই, আমিও তোমারই ন্যায় নবাগত বিদেশী।" আমরা উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছি ইতিমধ্যে এই তৃতীয় ভিক্ষুকটী আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করত বলিলেন "মহাশয়গণ, আমি নবাগত বিদেশী, এখানকার কিছুই জানি না।" আমরা উত্তর দিলাম "আমরাও বিদেশী, আমরাও তোমার ন্যায় এখানকার কিছুই জানি না" আশ্রয়ান্বেষণার্থ আমরা তিনজনে একত্র নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ক্রমে চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, অবশেষে কোন আশ্রয় স্থান না পাইয়া দৈববশে আপনার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।—ঠাকুরাণি! এই আমার ইতিহাস।

রমণী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "ভাল, তবে তুমি এখন নিজ মস্তকে হস্ত বুলাইয়া যথেচ্ছা প্রস্থান কর।" ভিক্ষুক বলিল "ঠাকুরাণি! সঙ্গীদিগের বিবরণ শ্রবণ না করিয়া আমি বিদায় হইব না।" সকলেই তাহার বিবরণ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। খলীফে মৃদুস্বরে জাফরকে বলিলেন "কি আশ্চর্য্য ঘটনা! ভিক্ষুকের ইতিহাসের ন্যায় অপূর্ব্ব বিবরণ আমি আর কখন শ্রবণ করি নাই।"

দ্বিতীয় ভিক্ষুক অগ্রসর হইয়া রমণীর সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া প্রথম সহচরের ন্যায় নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল:—



দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু।

ঠাকুরাণি! আমিও আজন্ম একচক্ষুহীন নহি। আমার বিবরণ অতি অদ্ভুত; তাহা যদি লিখিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনেকে তদ্দ্বারা হিতোপদেশ লাভ করিতে পারেন। আমি রাজা এবং রাজপুত্র। আমি কোরাণের সপ্ত প্রকার বিভিন্ন পাঠ * অধ্যয়ন করিয়াছি, তদ্ব্যতীত অনেকানেক শিক্ষকের নিকট অনেক প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। ভাগ্যপরীক্ষা ও গ্রহগণনা প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও † আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। হস্তাক্ষর অতি চমৎকার—অদ্বিতীয়, এমন কি আমার লিখনপটুতার খ্যাতি দেশ বিদেশের রাজাগণের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল ‡। ভারতনরপতি আমার

---

* সাত প্রকার স্বরভেদে সাতপ্রকার ভিন্নার্থক পাঠ।

† এই শাস্ত্র যদিও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র মতে নিষিদ্ধ তথাপি অনেক আরবীয় তাহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

‡ মুসলমান নিয়মানুসারে সকলকেই কিছু না কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। যদি দৈববশে কখন নিরুপায় ও নিঃস্ব হইতে হয় তখন সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পরিবার ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। রাজপুত্র ও রাজপরিবারগণ সেই নিয়মানুসারে কিছু না কিছু শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন; ঐ সকল বিদ্যার মধ্যে লিপি-বিদ্যাই সর্ব্ব প্রধান।

সেই খ্যাতি শুনিয়া আমাকে দেখিবার জন্য নানাবিধ উপায়ান দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়া আমার পিতাকে এই অনুরোধ করেন, যে যেন আমাকে একবার তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিতা তৎক্ষণাৎ নানাবিধ উপায়ন সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন এবং ছয় খানি জাহাজ সাজাইয়া আমাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। আমরা এক মাস কাল সমুদ্রযাত্রা করিয়া উপকূলে অবতীর্ণ হইলাম এবং আমাদিগের সহাগত ঘোটকগুলিকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া সমস্ত উপায়ন দ্রব্যে দশটী উষ্ট্র বোঝাই করত নরপতির রাজ্যোদ্দেশে চলিলাম। পথিমধ্যে সহসা মেঘবৎ উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি নয়নগোচর হইল; ক্রমে সেই ধূলিপটল আমাদের নিকটে আসিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সেই ধূলিরাশি কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলে দেখিলাম দশজন সিংহ সদৃশ বিক্রান্ত অশ্বারোহী আরব দস্যু আমাদিগের দিকে আসিতেছে। দস্যুগণ অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া দেখিল আমরা অতি অল্পসংখ্যক মাত্র এবং সঙ্গে ভারত-অধিপতির জন্য দশটী বহুমূল্য দ্রব্যের মোট আছে। তাহারা অমনি তীক্ষ্ণ বর্ষা উদ্যত করিয়া আমাদের দিকে অশ্ব চালনা করিল। আমরা অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলাম "আমরা রাজদূত, প্রবল-প্রতাপ ভারতাধিপতির নিকটে যাইতেছি অতএব আমাদিগের কোন অনিষ্ট করিও না।" তাহারা বলিল "আমরা ভারতাধিপতিকে ভয় করি না—আমরা তাহার রাজ্যে বাস করি না, এখনও কিছু আমরা তাহার অধিকার মধ্যে নহি, তাহার সহিত আমাদের সংস্রব কি?" তাহারা এই কথা বলিয়াই আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কয়েক জন নিহত হইল, অবশিষ্ট আহত হইয়া পলায়ন করিল। আমিও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণভয়ে পালাইয়া গেলাম। দস্যুরা লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত বিভাগ করিতে ব্যস্ত হইল, আমাদিগকে আর কিছু বলিল না।

আমি পদব্রজে পালাইয়া চলিলাম; কোথায় যাই, কি করি, কিছুরই স্থিরতা নাই। কি ছিলাম কি হইলাম! কোথায় প্রবল-পরাক্রম নরপতি-তনয়, না কোথায় নিঃসম্বল পথিক। কি করি উপায় বিহীন! সমস্ত দিবস পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া একটী পর্ব্বতের উপর উপস্থিত হইলাম এবং সেই থানে একটী

গুহার মধ্যে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন প্রাতে পুনরায় যাত্রা করিলাম। অনবরত পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একটী বৃহৎ নগরে উপনীত হইলাম। তখন দুরন্ত শীত বিদূরিত হইয়া প্রফুল্ল বসন্তের উদয় হইয়াছে। আমি অনবরত ভ্রমণে নিতান্ত ক্লান্ত ও নানারূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ছিলাম সুতরাং নগরটীতে উপস্থিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াগিয়াছে, রাজপুত্র ছিলাম—এখন নিঃস্ব ভিক্ষুক; সুতরাং কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গেলে আশ্রয় পাইব ভাবিয়া অস্থির হইলাম। অবশেষে চতুর্দ্দিকে নয়নক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম একজন সূচিজীবী নিজ দোকানে বসিয়া বস্ত্র সীবন করিতেছে। আমি সেই দোকানের সম্মুখে গিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলাম। সূচিজীবী প্রত্যভিবাদন ও স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া আমার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহার নিকট আদ্যোপান্ত নিজ বিবরণ বর্ণন করিলাম। সে আমার সেই রূপ বিপদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল "যুবক! আমাকে বলিলে—বলিলে, কিন্তু আর কাহাকেও তোমার বিবরণ বলিও না। আমাদের দেশের নরপতি তোমার পিতার পরম শত্রু, তিনি জানিতে পারিলেই তোমাকে বিনাশ করিবেন।" সূচিজীবী এই কথা বলিয়া আমার সম্মুখে কিঞ্চিৎ খাদ্য ও পানীয় স্থাপন করিল। আমরা উভয়ে একত্র পানাহার করিলাম। দিবসের অবশিষ্টাংশ পরস্পর নানারূপ কথোপ-কথনেই অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রিতে আমাকে সে নিজ দোকানের পার্শ্বে একটী বাসা করিয়া দিয়া একটী শয্যা ও শয্যাবরণ বস্ত্র আনিয়া দিল। আমি তাহার সহিত তিন দিবস যাপন করিলাম; চতুর্থ দিবসে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি অর্থোপার্জনোপযোগী কোন ব্যবসায় জান কি?" আমি বলিলাম "আমি ব্যবহার শাস্ত্র জানি, বিজ্ঞান শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছি, অতি উত্তম লিখিতে পারি এবং গণিত শাস্ত্র জানা আছে।" সে বলিল "তোমার কথিত ব্যবসায়গুলিতে এদেশে কোন উপকারই দর্শিবে না। আমাদের দেশের লোকেরা কোন প্রকার শাস্ত্রই জানে না; এখানে লিখন পঠন বিষয়ে কোন রূপ চর্চ্চাই নাই। এখানকার লোকে কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিতে শেখে এবং যে সে উপায়ে অর্থই

উপার্জ্জন করিয়া থাকে।” আমি বলিলাম “তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম তাহা ভিন্ন আমি আর কিছুই জানিনা।” সে বলিল “তবে তুমি একখানি কুঠার ও একগাছি রজ্জু লইয়া বন হইতে কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া আন, এবং তাহাই বিক্রয় করিয়া আপনার ভরণ পোষণ কর। যত দিন জগদীশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়া দুঃখ দূর না করেন ততদিন তোমার এইরূপেই চলিবে। কিন্তু দেখিও সাবধান, তুমি যে কে, তাহা কোন রূপে প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত হইতে হইবে।” অনন্তর সে আমাকে একখানি কুঠার ও একগাছি রজ্জু কিনিয়া দিল এবং কতকগুলি কাঠুরিয়ার উপর আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত আমাকে কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে পাঠাইয়া দিল। আমি তাহাদের সঙ্গে কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া মোট বান্ধিয়া বহিয়া আনিলাম। কাষ্ঠগুলি বিক্রয় করিয়া আমার অর্দ্ধ দীনার লাভ হইল। আমি সেই উপর্জ্জিত মুদ্রার একাংশ দ্বারা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিলাম এবং অপরাংশ সংস্থান করিয়া রাখিলাম।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন আমি যথারীতি কাষ্ঠচ্ছেদনার্থ গেলাম এবং একটী স্থানে ছেদনোপযুক্ত প্রচুর বৃক্ষাদি যুক্ত বন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলাম। একটী বৃক্ষকে সমূলে ছেদন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া যেমন মূলের মৃত্তিকাগুলি সরাইয়া ফেলিব, সহসা কুঠার খানি একটা পিত্তল ময় কড়ায় লাগিয়াগেল। আমি সেটী কি তাহা দেখিবার জন্য মৃত্তিকাগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় দ্বার রহিয়াছে, কড়াটী তাহাতেই সংলগ্ন আছে। অমনি সে দ্বারটী খুলিয়া ফেলিলাম; তাহার নিম্নে একটী সোপানশ্রেণী প্রকাশিত হইল। আমি সেই সোপান শ্রেণী দিয়া নামিয়া গেলাম। নিম্নে আরও একটী দ্বার ছিল, আমি সেই দ্বার অতিক্রম করিয়া একটী দৃঢ়গঠিত অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম বহুমূল্য মুক্তাফলের ন্যায় মনোহারিণী একটী রূপবতী রমণী রহিয়াছেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই অতুল রূপ লাবণ্যের সৃজনকর্ত্তা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম। রমণী আমাকে দেখিয়াই

জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? জিনী না মনুষ্য?" আমি বলিলাম "আমি মনুষ্য।" রমণী বলিলেন "সেকি, তুমি কিরূপে আসিলে? কে তোমাকে এখানে আনিল? পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি এখানে আছি কিন্তু এপর্য্যন্ত মনুজজাতীয় কাহাকেও দেখি নাই।" তাঁহার কোমল কণ্ঠনিঃসৃত সেই কথাগুলি যেন আমার কর্ণে মধু বর্ষণ করিল; বলিলাম "ঠাকুরাণি! জগদীশ্বর আমাকে তোমার আবাসে আনিয়া দিলেন। ভরসা করি এই উপায়েই আমার চির দুঃখ ভাবনা দূর করিবেন।" আমি এই কথা বলিয়াই আদ্যোপান্ত নিজ বিবরণ বর্ণন করিলাম। তিনি আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন "আমিও নিজ বিবরণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আমার পিতা ভারতবর্ষের অপরাংশের রাজা, তিনি আব্‌লুস দ্বীপের অধিপতি। পিতা পিতৃব্যপুত্রের সহিত আমার বিবাহ দেন। যে দিন বিবাহ হয় সেই দিন রাত্রে সকলে উৎসবে মত্ত আছে এমন সময়ে সহসা ইব্লিস-তনয় রেজমূসের পুত্র জর্জ্জারীস আফ্রীত আমাকে হরণ করিয়া শূন্যমার্গে এই বাটীর মধ্যে আনয়ন করিল এবং এই খানে আহারীয় পানীয় ও বসন ভূষণাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া দিল। সে সেই অবধি প্রতি দশম দিবসে এই খানে আসিয়া এক রাত্রি মাত্র আমার সহবাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। ইতি মধ্যে যদি আমার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঐ কুব্বের উপরের লিখিত পংক্তি কয়টী হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই সে আসিয়া উপস্থিত হয়; হস্ত তুলিয়া লইতে না লইতেই দেখিতে পাই আফ্রীত আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। চারি দিন হইল সে আমার নিকটে আসিয়াছিল; পুনরায় আসিতে আর ছয় দিন বিলম্ব আছে। অতএব তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে এই পাঁচ দিবস আমার সহিত থাকিয়া, ষষ্ঠ দিবসে স্বস্থানে গমন করিতে পার।" আমি পরম আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তিনি উঠিয়া আমার হস্ত ধারণ করত একটী মনোহর খিলান-যুক্ত ক্ষুদ্র স্নানাগারে লইয়া গেলেন। আমি সেই খানে গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিতে লাগিলাম; তিনি নিকটস্থ একটী আসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি আমাকে নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া মৃগনাভি-বাসিত চিনির সরবৎ প্রদান করিলেন এবং কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী আমার

সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আমরা একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহারান্তে তিনি বলিলেন "তুমি গুরুতর পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছ অতএব শয্যায় শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।"

ঠাকুরাণি! আমি শয্যায় শয়ন করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলাম। সমস্ত দুঃখ ভাবনা আমার হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত হইল। নিদ্রা ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখিলাম রমণী পদতলে বসিয়া আস্তে আস্তে আমার চরণদ্বয় মর্দ্দন করিতেছেন। আমি উঠিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত একত্র উপবিষ্ট হইলাম। পরস্পর নানাবিধ কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। রমণী বলিলেন "দোহাই আল্লার, পঞ্চবিংশ বৎসর আমি এই জনমানবহীন স্থানে থাকিয়া যে কিরূপ ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এখন যিনি অনুকম্পা পুরঃসর সেই ভীষণ ক্লেশ নিবারণের জন্য তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ!" আমি সেইরূপ সস্নেহ ভাব প্রকাশের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। রমণীর প্রণয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত ভাবনা চিন্তা একেবারে বিদূরিত হইল। আমরা উভয়ে একত্র সুরাপান করিতে উপবিষ্ট হইলাম। পরম আনন্দে রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। সমস্ত রজনীর সুরাপানে আমরা উভয়েই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; আমি প্রভাত সময়ে মত্ততাবশে বলিলাম "প্রিয়তমে! চল, আমি তোমাকে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করি, আর আফ্রীতের সহিত তোমাকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।" তিনি আমার সেই কথা শুনিয়াই হাসিয়া বলিলেন "স্থির হও, কেন আর ইচ্ছা করিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আন। আফ্রীত প্রতি দশম দিবসে আসে মাত্র—একদিন তাহার আর নয় দিন তোমার।" আমি সুরার মোহিনী শক্তিতে ও প্রণয়বশে একেবারে জ্ঞানহীন হইয়াছিলাম, বলিলাম "আফ্রীত আমার কি করিতে পারে—এই মন্ত্র লিখিত কুব্বেটা এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব। আফ্রীত আইসে, এখনই তাহার শিরশ্ছেদন করিব—আমি আফ্রীত মারিতে পারি।" রমণী আমাকে শান্ত করিবার এবং সেই দারুণ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু আমি কিছুই শুনিলাম না; সেই কুব্বের উপর সবলে এক পদাঘাত করিলাম। রমণী অমনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "আ!

এ কি করিলে এখনই আফ্রীত আসিয়া উপস্থিত হইবে! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি শুনিলে না,—নিশ্চয়ই আজি আমার বিষম বিপদ উপস্থিত! যাহা হউক আমার যাহা হইবার তাহা হইবে, তুমি এখন যে দিক দিয়া আসিয়াছিলে সেই দিক দিয়াই প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা কর।"

তখন আমার মনে মহা ভয়ের উদ্রেক হইল। আমি দ্রুত পলায়ন করিলাম; যাইবার সময় ভয়প্রযুক্ত চটি জুতা যোড়াটী ও কুঠারখানি ভুলিয়া গেলাম। সোপান শ্রেণীর দুইটী ধাপ উঠিয়া সেগুলি মনে পড়িল; ফিরিয়া দেখিলাম, সহসা ভূমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল এবং তন্মধ্য হইতে একটা ভীষণাকার জিনী আবির্ভূত হইল। জিনী উঠিয়াই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল "কেন, তোর্ কি হইয়াছে? এমন অসময়ে তুই আমাকে বিরক্ত করিলি কেন?" রমণী বলিলেন "আমার কিছুই হয় নাই। মনটা কেমন অসুস্থ হইয়াছিল সেই জন্য সুরাপান করিয়া সেই মানসিক অসুখ দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যেমন পানপাত্রাদি সমস্ত দ্রব্য আনিতে যাইব অমনি দৈববশে কুব্বের উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম, এই মাত্র।" "পাপিয়সি! তুই মিথ্যা বলিতেছিস্" আফ্রীত এই কথা বলিয়াই একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল; আমার সেই পাদুকাদ্বয় ও কুঠার খানির উপর তাহার নয়ন নিপতিত হইল। সে অমনি রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিল "একি? এ অবশ্যই কোন মনুষ্যের দ্রব্য হইবে,—বল্ কে তোর নিকটে আসিয়াছিল?" রমণী বলিলেন আমি ওদ্রব্যগুলি পূর্ব্বে দেখি নাই; এই এখন দেখিলাম। ওগুলি এখানে কিরূপে আসিল তাহা আমি জানি না। বোধ হয় তোমার সঙ্গেই উড়িয়া আসিয়া থাকিবে।" "অরে নির্লজ্জ! তুই অসম্ভব কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইতে চাহিস্!" সে এই বলিয়াই রমণীর গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিয়া ফেলিয়া চারিটী কীলকে তাঁহার হস্ত পদ বন্ধ করত অনবরত প্রহার করিতে আরম্ভ করিল এবং বারম্বার প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য বল প্রকাশ করিতে লাগিল।

আমি রমণীর সেই ভয়ানক যন্ত্রণা আর দেখিতে পারিলাম না, সভয়-অন্তরে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গহ্বরের দ্বারটী পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া দিয়া পুনঃ মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলাম। হায়, আমি কি করিলাম!

অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অধম জিনী পঞ্চবিংশতি বৎসর একত্র সহবাস করিয়া কেবল আমার জন্যই রমণীকে কিরূপ ভয়ানক যাতনা দিতেছে তাহা ভাবিয়া আমি একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। ক্রমে পিতাকে এবং তাঁহার রাজ্য বিভব সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল; হায়! কি ছিলাম কি হইলাম!—আমি মনের আবেগে এই কবিতাটী পাঠকরিলাম :—

অদৃষ্টের ফল কে পারে গণিতে
কেপারে দেখিতে কি হবে পরে,
কালচক্র গতি কেপারে রাখিতে—
কে আছে এ হেন ক্ষমতা ধরে।

অদৃষ্ট-আনীত যে দশা যেমন
অবশ্য ভুগিতে হইবে তায়,
নাহি প্রতীকার তাহার যখন
হতাশ হুতাশে কিহবে হায়।

তাই বলি দুখে মগন যখন
ভাবী সুখ আশে ভরসাহীন
এই ভাবি কর হৃদয় সান্ত্বন
নাহি রবে চির এমন দিন।

সুখ অবসানে দুখের উদয়
চির নিরূপণ যেমন আছে
তেমতি আবার আছেত নিশ্চয়
অকলঙ্ক সুখ দুখের পাছে।



বাসায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম সঙ্গী সূচিজীবী আমার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল "আমি তোমার জন্য গত রজনী যে কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না—আমি কত রূপ আশঙ্কা করিতেছিলাম, কখন মনে হইতেছিল হয়ত কোন হিংস্র বন্য পশুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছ, কখন বা ভাবিতেছিলাম হয়ত অপর কোনরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি এখন নিরাপদে ফিরিয়া আসিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।" সূচিজীবী আমার মঙ্গল-কামনায় ব্যাকুল হইয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। বিগত ঘটনা সমূহ পুনরায়

হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল, আমি নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

গৃহে বসিয়া ভাবিতেছি ও কুব্বের পদাঘাত করিয়াছিলাম বলিয়া আত্মনিন্দা করিতেছি এমন সময়ে আমার সঙ্গী সূচিজীবী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল "একজন বিদেশী আমার দোকানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে তোমার পাদুকা ও কুঠার লইয়া আসিয়াছে। সে সেগুলি লইয়া কাষ্ঠচ্ছেদকদিগের নিকট গিয়া বলিতেছিল 'প্রাতঃকালের নমাজের সময় যখন আমি মস্‌জিদে যাইতেছিলাম, সেই সময় এই পাদুকা ও কুঠার কুড়াইয়া পাইয়াছি কিন্তু প্রাপ্ত দ্রব্যের প্রকৃত অধিকারী কে, তাহা না জানায় দিতে পারিতেছি না, যদি তোমরা তাহার আবাস দেখাইয়া দাও তাহা হইলে পরম উপকৃত হই।' কাঠুরিয়ারা সেইকথা শুনিয়া তোমার আবাস দেখাইয়া দিয়াছে এখন তুমি শীঘ্র আসিয়া উপকারক লোকটীকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক নিজ দ্রব্য গ্রহণ কর।" সূচিজীবীর সেই কথা শুনিয়াই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে গৃহতল বিদীর্ণ হইয়া গেল—আ, সম্মুখেই সেই ভীষণ আফ্রীতমূর্ত্তি! পাপিষ্ঠ আফ্রীত রমণীকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াও প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হইতে পারে নাই। অবশেষে "আমি যদি ইব্লিস বংশজাত জর্জরীস্‌ হই, তাহা হইলে এই পাদুকা ও কুঠারের অধিকারীকে অনুসন্ধান করিয়া আনিবই আনিব" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার পাদুকা ও কুঠার হস্তে লইয়া ছদ্মবেশে কাষ্ঠজীবীদিগের আবাসে সন্ধান জানিতে গিয়াছিল, এখন সে সমস্ত জানিতে পারিয়া আমার আবাসে আসিয়া উপস্থিত! আমি তাহাকে দেখিয়াই একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

আফ্রীত গৃহমধ্যে আবির্ভূত হইয়া আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে দিল না, একেবারে আমাকে লইয়া ছাদভেদ করিয়া আকাশ মণ্ডলে উত্থিত হইল এবং নিমিষ মধ্যেই সেই পূর্ব্বপরিচিত ভূগর্ভস্থ গহ্বর মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিলাম রমণী বসন-ভূষণ-হীনা ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন, দুই পার্শ্ব দিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, অশ্রুপ্রবাহে

মুখমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে। আফ্রীত আমাকে ভূতলে নামাইয়া দিয়া বলিল "কেমন রে পাপিয়সি! এই ব্যক্তিই ত তোর উপপতি।" রমণী তাহার সেই কথায় একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন "আমি উহাকে চিনি না, কখনও উহাকে আমি দেখি নাই—অদ্য এই প্রথম দেখিলাম।" আফ্রীত বলিল "এত শাস্তি—এত যাতনাতেও তুই প্রকৃত স্বীকার করিবি না?" রমণী বলিলেন "আমি যাহাকে কখনই দেখি নাই কি করিয়া তাহার নামে বৃথা দোষারোপ করিব, ইহ লোকে এই অবস্থা! নির্দ্দোষকে দোষী করিলে পরলোকে জগদীশ্বরের নিকট আবার কি হইবে?" আফ্রীত বলিল "তবে তুই যদি উহাকে না জানিস্—উহার সহিত তোর পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে এই তরবারিখানি লইয়া উহার মস্তক ছেদন কর্, তাহা হইলেই বিশ্বাস করিব তোর কোন দোষ নাই।" রমণী কি করেন অগত্যা তরবারিখানি লইয়া আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে আমার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; আমি নয়নভঙ্গিদ্বারা ইঙ্গিতে ক্ষমা করিতে বলিলাম। রমণী ইঙ্গিতে বলিলেন তুমিই আমার সমস্ত যন্ত্রণার মূল—তুমিই আমার এই দুরবস্থার কারণ, তুমিই এই ভয়ানক ঘটনা ঘটাইলে—তোমার জন্যই আমি এতাদৃশ দুঃসহ যাতনা পাইতেছি।" একজন কবি বলিয়াছেন ঃ—

প্রণয়ি-নয়নে ভাষে প্রণয়ের ভাষা
বুঝে সে চতুর জনে আর কেহ নয়,
ভালবাসা বুঝে খালি ভাল ভালবাসা
প্রণয়ি-হৃদয় পারে বুঝিতে প্রণয়।

প্রেমিকে প্রকাশে প্রেম নয়নের কোণে—
প্রকাশ করিয়া তারে বলিতে না হয়,
প্রণয়ী সে কথা পুন নয়নেতে শোনে,
সুচতুর প্রেমিকের আঁখি কথা কয়।

ভ্রূযুগল দূত হয়ে বুঝায় সকল
মনোগত কিছু আর গোপন না রয় ;
থাকিনা আমরা কেন নীরব নিশ্চল
আপনা আপনি প্রেম কত কথা কয়।

আমিও সেইরূপ ইঙ্গিতে বলিলাম, এখন এ ক্ষমার সময়, আমাকে ক্ষমা কর, অজ্ঞানকৃত দোষ ভুলিয়া যাও। রমণী বুঝিলেন, আর তাঁহার হস্ত উঠিল না, তরবারিখানি দূরে ফেলিয়া দিলেন। ঠাকুরাণি! আফ্রীত অমনি সে খানি তুলিয়া লইয়া আমার হস্তে দিয়া বলিল "ধর্, এই তরবারি লইয়া দুষ্টার মুণ্ডচ্ছেদন কর্ ; আমি তোকে অব্যাহতি দিব, আর কোন অনিষ্ট করিব না—যদি ভালয় ভালয় উদ্ধার হইতে চাহিস্, তাহা হইলে দুষ্টাকে বিনাশ কর্ আমি দেখি।" "ভাল, তাহাই করিতেছি" আমি এই কথা বলিয়াই তরবারি খানি লইলাম এবং দ্রুত রমণীর নিকটে গিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদনার্থ অসি উত্তোলিত করিলাম। কিন্তু রমণী দীননয়নে ইঙ্গিতে বলিলেন "আমিত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই—আমিত কোন অপরাধে অপরাধিনী নহি,তবে তুমি আমাকে বিনা দোষে কেন বিনাশ করিবে ?" আমি আর উদ্যত হস্ত নিক্ষেপ করিতে পারিলাম না, আমার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ; আমি তরবারি সম্বরণ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম "আফ্রীতবর !—বীরশ্রেষ্ঠ! একজন ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞা ক্ষীণহৃদয়া অবলা যদি নিরপরাধে অপরিচিত ব্যক্তিকে বিনাশ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহা হইলে আমিইবা কিরূপে অনপরাধিনী রমণীকে বধ করিতে পারিব? আমি ইহাকে জন্মে কখনও দেখি নাই। যদিও আমাকে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হইবে—বিনাপরাধে প্রাণ হারাইতে হইবে, তথাপি আমি এরূপ অন্যায়—শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিব না।"

"আ! বুঝিয়াছি, তোদের প্রণয় জন্মিয়াছে, তোরা পরস্পরকে ভাল বাসিস্—ভাল," আফ্রীত এই কথা বলিয়াই ভূপৃষ্ঠ হইতে তরবারি খানি তুলিয়া লইল এবং রমণীর নিকটে গিয়া তাঁহার কোমল করপল্লব ও চরণদ্বয় ছেদন করিল। রমণী যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। আমিও

প্রতিক্ষণেই সেইরূপ ভীষণ মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রমণী নয়ন-সঙ্কেতে আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আফ্রীত, রমণীর সেই ভঙ্গি দেখিয়া ক্রোধভরে "পাপিয়সি! হস্তপদাদিহীন হইয়াও নয়ন দ্বারা পরপুরুষের নিকট প্রেম প্রকাশ করিতেছিস্?" এই কথা বলিয়াই এক আঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। আমি তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। আফ্রীত আমার দিকে ফিরিয়া বলিল "অরে মনুষ্য, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে আমরা তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকি, আমাদিগের ব্যবহারানুসারে ব্যভিচারিণী-স্ত্রী–বধে পাপ নাই। পাপিয়সীর বিবাহরাত্রে আমি উহাকে হরণ করিয়া আনি, তখন উহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র ছিল; সেই অবধি এ আমাকে ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় পুরুষ দর্শন করে নাই, আমি কেবল প্রতি দশম দিবসে বিদেশীর বেশে এইখানে আসিয়া উহার সহিত নিশি যাপন করিতাম। এখন উহার দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ পাইলাম—বুঝিলাম পাপিয়সী ব্যভিচারকলুষিতা হইয়াছে, উহাকে বিনাশ করিলাম; এখন তোর্ বিষয়ে কি করিব বল্, তুই প্রকৃত দোষী কি না তাহা আমি জানি না। অগ্রে তোর্ দ্বারাই যে এ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। যাহাই হউক, তাই বলিয়া যে তোকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিব তাহা মনে করিস্ না, বল্ কিরূপ শাস্তি তোর অভিপ্রেত? তোকে কিরূপ দণ্ড প্রদান করিব?"

ঠাকুরাণি! আফ্রীতের সেই কথায় আমার জীবনাশা পুনরায় ফিরিয়া আসিল—হয়ত অনুনয় বিনয় করিলে সে আমাকে ছাড়িয়া দিতেও পারে, এই মনে করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইলাম এবং ব্যগ্র হইয়া বলিলাম "প্রভু, আপনার হস্ত হইতে কি মনোনীত করিব?" সে বলিল "আমি তোকে রূপান্তরিত করিয়া দণ্ড দিতে চাহি, তুই কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছা করিস বল্। তুই কুক্কুর হইবি? কি গর্দ্দভ হইবি? না বানর হইতে চাহিস্?—এই তিন প্রকারের মধ্যে তোর্ যেটা পছন্দ হয় বল্ আমি তোকে সেই রূপেই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব।" আমি ক্ষমা প্রাপ্তির আশায় বলিলাল "প্রভু! আমি নিরপরাধ আমি আপনার কোন অনিষ্টই করি নাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। একজন নির্দ্দোষী মুসলমানকে ক্ষমা করিলে জগদীশ্বর আপ-

নাকে পুরস্কৃত করিবেন।” আমি এই কথা বলিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া পুনরায় বলিলাম “আফ্রীতরাজ! একজন বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি যেমন বিদ্বেষ্টাকে ক্ষমা করিয়াছিল, আপনিও আমাকে সেইরূপ ক্ষমা করিয়া সেই পরম পুরুষ জগদীশ্বরের কৃপালাভ করুন।” আফ্রীত জিজ্ঞাসা করিল “সে কিরূপ” আমি বলিলাম :—

বিদ্বিষ্ট ও বিদ্বেষ্টা।

প্রভু! শ্রবণ করুন, কোন স্থানে একজন ঈশ্বরপরায়ণ সাধু পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার একজন প্রতিবেশী নিতান্ত হিংস্রক ও বিদ্বেষী ছিল। সে সর্ব্বদাই তাঁহার উন্নতি দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইত এবং সর্ব্বদাই তাঁহার অমঙ্গল প্রার্থনা করিত। সে যতই প্রতিবেশী সাধুর হিংসা করিত জগদীশ্বর ততই তাঁহার শ্রেয়োবিধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াগেল; বিদ্বেষ্টা আর প্রতিবেশীর উন্নতি সহ্য করিতে পারিল না ক্রমে স্পষ্টই-প্রকাশ্যরূপে শত্রুতা সাধন করিতে লাগিল। সাধুপুরুষ তাহার সেইরূপ আচরণে নিতান্ত ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া নিজ আবাস ত্যাগ পূর্ব্বক নিভৃত স্থানে একটী অব্যবহৃত কূপের নিকটে গিয়া বাস করিলেন এবং সেই খানেই বক্তৃতা করণার্থ একটী বেদী প্রস্তুত করিয়া দৈবাগত ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তথায় সাধু পুরুষের দিন যামিনী কেবল ঈশ্বরারাধনাতেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে ধর্ম্মোপদেশ লাভার্থ ফকীরগণ* নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল; ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ সতত তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতে

---

* “ফকীর” এই কথাটীর প্রকৃত অর্থ দীন হীন বা দরিদ্র, কিন্তু ইহা জগদীশ্বরের নিকট দীন হীন বা জগদীশ্বরের কৃপা প্রার্থনায় দীন হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক আজি কালি যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মচর্চ্চায় থাকে তাহাদিগকেই ফকীর বলে।

লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং তিনি সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার যশোরাশি বিদ্বেষ্টা প্রতিবেশীরও কর্ণে উঠিল; পাপিষ্ঠ আর তাঁহার সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারিল না,হিংসাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অশ্বারোহণে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধু পুরুষ পূর্ব্ব-প্রতিবেশীকে দেখিয়াই অভিবাদনানন্তর সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন এবং ভদ্রজনোচিত সৎকার করিলেন। বিদ্বেষ্টা বলিল "মহাশয়, আমি আপনাকে একটী সমাচার দিতে আসিয়াছি; সে সমাচারটী জ্ঞাত হইলে আপনার যথেষ্ট উপকার হইবে এবং আমিও তজ্জন্য পরলোকে জগদীশ্বরের নিকট উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইব।" সাধু তাহার সেইরূপ সৌজন্যে প্রীত হইয়া শত শত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "আমার নিমিত্ত যে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" বিদ্বেষ্টা প্রতিবেশী বলিল "তবে এখন আপনি উপস্থিত ফকীরদিগকে স্বস্ব গৃহে গমন করিতে বলুন,কারণ আমি যে কথাগুলি বলিব তাহা অতীব গোপনীয় কথা, অপর কোন লোকে যে শ্রবণ করে তাহা আমার ইচ্ছা নহে, বিশেষতঃ সেরূপে অভিপ্রেত বিষয়ে ব্যাঘাত এবং কার্য্যহানিও হইতে পারে।" সরলহৃদয় সাধু প্রতিবেশীর সেই কথায় কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া পার্শ্বচর ফকীরদিগকে স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিতে বলিলেন। ফকীরগণও তাঁহার আজ্ঞায় নিজ নিজ বাসগৃহে গেল।

এইরূপে স্থানটী নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ হইলে দুরাত্মা বিদ্বেষী বলিল "এখন আমার সমস্ত বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে—আসুন, আমরা পাদচারণ করিতে করিতে কথাবার্ত্তা কহি এবং অভিপ্রেত বিষয়ের প্রস্তাব করি।" অসন্দিহান সাধুপুরুষ এত কি জানেন, প্রতিবেশীর কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত পাদচারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুরাত্মা প্রতিবেশী এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে সাধুকে ভুলাইয়া সেই ভগ্ন কূপের নিকটে আনিল এবং অতর্কিত ভাবে তাঁহাকে তন্মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়াদিল। সাধুবর কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন; সঙ্গী ও পার্শ্বচরদিগের মধ্যে কেহই কিছু জানিতে পারিল না। দুষ্ট প্রতিবেশী চিরশত্রুকে বিনাশ করিলাম, বিবেচনা করিয়া সানন্দে যথাভিলষিত স্থানে চলিয়া গেল।

এখন সেই কূপ মধ্যে কতকগুলি জিন বাস করিত। তাহারা পতন সময়ে মধ্যপথেই সাধুকে লুফিয়া লইল এবং অনাহতশরীরে তাঁহাকে একখানি প্রস্তরফলকের উপর উপবেশন করাইল। এইরূপে সাধুবর নিরাপদে উপবিষ্ট হইলে জিনদিগের মধ্যে একজন অপর সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "সঙ্গিগণ, তোমরা কি এই মহাপুরুষকে চেন ?" সঙ্গিগণ বলিল "না আমরা ইহাঁকে চিনিনা।" সে বলিল "যিনি বিদ্বেষ্টা প্রতিবেশীর অন্যায় আচরণে উত্ত্যক্ত হইয়া নিকটস্থ আশ্রমে পালাইয়া আসিয়াছেন এবং যিনি প্রত্যহ জিক্‌র্ * ও কোরাণ পাঠে আমাদিগকে তৃপ্ত করেন, তিনিই এই মহাপুরুষ। বিদ্বেষ্টা পূর্ব্বপ্রতিবেশী পাপিষ্ঠ লোকমুখে ইহাঁর যশোবর্ণন ও খ্যাতি শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারে নাই; কপটী কপট প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া এই মহাপুরুষের আবাসে আগমন করতঃ ছলকৌশলে ইহাঁকে কূপ মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। ইহাঁর যশোরাশি ও গুণকীর্ত্তন গত রজনীতে এই নগরীর সুলতানের কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি নিজ কন্যার ব্যামোহ দূর করণার্থ আগামী কল্য এই মহাপুরুষের আশ্রমে আসিতে মনস্থ করিয়াছেন।" তাহার সেই কথা শুনিয়া অপরাপর জিনীগণ জিজ্ঞাসা করিল "সুলতানকন্যার কি হইয়াছে ?" সে বলিল "আ! তোমরা জাননা, সুলতানতনয়া ক্ষিপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার শরীরে দেম্‌দেমের পুত্র মেয়মুন আফ্রীতের আবেশ হইয়াছে। মেয়মুন সুলতানতনয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ ও কামার্ত্ত হয়, সেই জন্যই সে তাঁহার শরীরে আবিষ্ট হইয়া নানারূপ ক্লেশ দিতেছে এবং সুলতানতনয়াও বিহ্বল জ্ঞানহীন হইয়া নানারূপ যাতনা ভোগ করিতেছেন। যাহা হউক মেয়মুন যেমন অন্যায়রূপে একজন দোষহীনাকে ক্লেশ দিতেছে তেমনি তাহাকে উচিত শাস্তি দিবার, ও সুলতান-তনয়াকে সুস্থ করিবার অতি সহজ উপায় আছে।" জিনীগণ জিজ্ঞসা করিল "সে উপায় কি ? কিরূপে মেয়মুনকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে ?" সে বলিল "এই মহাপুরুষের আশ্রমে যে একটী কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল আছে, সেই বিড়ালের লাঙ্গুলের প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রাকার একটী শ্বেত চিহ্ন আছে, সেই শ্বেত স্থল হইতে সাত গাছি লোম তুলিয়া লইয়া সুলতান-

---

* জিক্‌র্—নানারূপ উচ্চাবচ স্বর সংযোগে গীতের ন্যায় কোরাণ পাঠ বিশেষ।



তনয়াকে তাহার ধূম আঘ্রাণ করাইলেই দুষ্ট মারিদ তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে, আর কখনও তাঁহার নিকটে আসিবে না, এবং তিনিও আরোগ্য লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থা হইবেন।” জিনী এই কথা বলিয়াই সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল “দেখ, যাঁহারদ্বারা এরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে তাঁহাকে উদ্ধার করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য, অতএব আইস আমরা এই মহাপুরুষকে কূপ হইতে উপরে যথাস্থানে তুলিয়া দি,—জগদীশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করিবেন।”

পরদিন অতি প্রত্যূষসময়ে সাধুবর কূপমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। পার্শ্বচর ফকীরগণ তাঁহাকে কূপ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। হঠাৎ অদর্শনে যেরূপ সকলে চিন্তিত হইয়াছিল,

তেমনি আবার তাঁহাকে হঠাৎ কূপমধ্য হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই চমকিয়া গেল। তিনি নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণকায় বিড়ালটার লাঙ্গুলের প্রান্তভাগস্থ শ্বেত স্থান হইতে সাত গাছি লোম তুলিয়া লইলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক সে গুলি স্বহস্তনির্ম্মিত লিখনোপকরণাধার খাতা-খানির মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণেই সেই নগরীর নরপতি সাধুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুবর পূর্ব্বেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন সুতরাং সুলতানকে দেখিয়াই বলিলেন "মহারাজ, আপনি কি নিজ তনয়ার স্বাস্থ্য কামনায় আমার সহিতই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন?" সুলতানে তাঁহার প্রস্তাবের পূর্ব্বেই, তাঁহার মনোগত ভাব বলিয়া দেওয়ায় তিনি সাতিশয় বিস্মিত ও সাধুবরের প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ হইয়া বলিলেন "হাঁ ধর্ম্মাত্মন্, আমি সেই জন্যই মহাশয়ের আশ্রমে আগমন করিয়াছি।" শেখ বলিলেন "ভাল, আপনার কন্যাকে এইখানে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করুন; ভরসা করি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বময় জগদীশ্বরের কৃপায়—মহৎ হইতে মহত্তর সেই পরমপিতার সুমহান্ নামের মহিমায়—তিনি এখনই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিবেন।" সুলতান সাধুর সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নিজতনয়াকে আশ্রমে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

সুলতান-কুমারী আনীত হইলে সাধুবর দেখিলেন তিনি দারুণ বন্ধন-দশায় আছেন; অমনি উঠিয়া বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইলেন এবং একটী মশারি খাটাইয়া দিয়া সেই বিড়াল-লোমের ধূম প্রদান করিতে লাগিলেন। মারিদ সেই ধূমের গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে করিতে কুমারীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল এবং সুলতান-তনয়াও পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সলজ্জভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বলিলেন "পিতঃ আমি এখানে কেন—আমাকে এখানে আনিলেন কেন?" নরপতি কন্যার স্বাস্থ্যলাভে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন "বৎসে! তোমার ভয় নাই—রোগাপনয়নের জন্য তোমাকে এখানে আনিয়া ছিলাম,এখন জগদীশ্বরের কৃপায় এবং এই মহাপুরুষের অনুগ্রহে তুমি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলে—আর ভয় নাই।" তিনি এই কথা বলিয়াই বিদ্বিষ্ট শেখের করতল

চুম্বন করিয়া পার্শ্বচর পারিষদ্‌দিগকে বলিলেন "তোমরাত সকলেই এই মহাপুরুষের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিলে, এখন বল দেখি ইহাঁর গুণের উপযুক্ত পুরস্কার কি?—কি পুরস্কার ইহাঁকে প্রদান করা যাইতে পারে?" পারিষদ্‌গণ বলিল "রাজন্‌, এই শেখশ্রেষ্ঠের উপযুক্ত আর কি পারিতোষিক আছে?—আমাদিগের বিবেচনায় সাধুবর যে রত্নস্বরূপা কন্যার রোগাপনয়ন করিয়া আমাদিগকে সুখী করিলেন, সেই কন্যা-রত্নই ইহাঁর উপযুক্ত পারিতোষিক।" নরপতি বলিলেন "ঠিক্‌ কথা, তোমরা ঠিক্‌ বলিয়াছ, এই কন্যা-রত্নই ইহাঁর গুণের যথার্থ পুরস্কার।" এই কথা বলিয়াই শেখবরের সহিত কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

সুলতান-তনয়ার সহিত সাধুবরের বিবাহ হইল—তিনি রাজ-জামতা হইলেন। কিছুদিন পরে সুলতানের কাল হইল; সুলতান অপুত্রক ছিলেন সুতরাং রাজজামাতা শেখই তাঁহার সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। এখন বিদ্বিষ্ট শেখ, সুলতান—সমস্ত নগরীর অধীশ্বর।

একদিন নব নরপতি শেখবর সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছেন, সহসা সেই বিদ্বেষ্টা পূর্ব্বপ্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাকে সাদরে বহুমানপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন করাইলেন এবং আপনার প্রাসাদে আনিয়া সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ও মর্য্যাদাসূচক খেলাৎ প্রদান করিলেন। নব নরপতি পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য কিছুই বলিলেন না, প্রত্যুত গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাকে নিরাপদে নিজভবনে রাখিয়া আসিবার জন্য রাজপুরুষদিগকে সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। বিদ্বেষ্টা তাঁহার সেইরূপ বদান্যতা ও সৌজন্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। রাজপুরুষেরা নগর হইতে তাঁহাকে সসম্মানে নিজ বাসস্থানে রাখিয়া আসিল।—আফ্রীতবর! বিবেচনা করুন, বিদ্বিষ্ট শেখ অপকৃত হইয়াও বিদ্বেষ্টা প্রতিবেশীর সহিত কত সদ্ব্যবহার করিলেন—তিনি কেমন তাহার গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া নিজ মহত্ত্ব স্থাপন করিলেন!

দ্বিতীয় রাজ-ভিক্ষু (উপসংহার)।

ঠাকুরাণি! আফ্রীত আমার বর্ণিত উপাখ্যানটী শুনিয়া বলিল "অকারণ আর অধিক বাগাড়ম্বর করিস্‌না—তোর্ ভয় নাই, তোকে বিনাশ করিব না, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে ক্ষমার আশাও করিস্‌না। তোকে রূপান্তরিত হইতেই হইবে, তাহা আর অন্যথা হইতেছে না। তুই যে, সকলপ্রকার দণ্ড হইতেই একেবারে বাঁচিয়া যাইবি তাহা মনে করিস্‌না।" সে এই কথা বলিয়াই ভূমি ভেদ করত আমাকে লইয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইল! সে এত ঊর্দ্ধে উঠিল যে আমি সমগ্র ভূমণ্ডলকে বারিপূর্ণ একটী ক্ষুদ্র পাত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে আফ্রীত ক্ষণকাল আকাশপথে গমন করিয়া আমাকে একটী পর্ব্বতের উপর নামাইয়া দিল এবং ভূতল হইতে একমুষ্টি ধূলি তুলিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আমার গাত্রে ছড়াইয়া দিয়া বলিল "নরাধম এখন তুই ইন্দ্রজালবিদ্যাবলে নিজরূপ ত্যাগ করিয়া বানরমূর্ত্তি ধারণ কর্।" আমি অমনি একটা শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ কুৎসিত বানরমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলাম।

আমার আর দুঃখের সীমা রহিল না—আপনার সেই কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলাম। যাহার আর প্রতিকার নাই তাহার জন্য খেদ করিলে আর কি হইবে—বিধির নির্ব্বন্ধ ঘটিয়া গেল, আর উপায় নাই—কাহার সাধ্য তাহা খণ্ডন করে?—আমি আর কি করিব ক্ষণকাল একাকী রোদন করিয়া আপনা আপনিই স্থির হইলাম,—চিরকাল কিছু সকলের সমান যায় না, সুখের পর যেমন দুঃখ তেমনি আবার দুঃখের পর সুখ আছে, এই ভাবিয়া উপস্থিত দুঃখ সহ্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভূতলে অবরোহণ করিলাম এবং পূর্ণ একমাস ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। এখন আর আমি মনুষ্য নহি—আমার আর সে বাক্‌শক্তি নাই—আমার আর সে ক্ষমতা নাই—কি করি?—কিরূপে সেই নির্জ্জনস্থান হইতে উদ্ধার হই? নিরুপায় হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। জগদীশ্বরের কৃপায় ক্ষণকাল মধ্যেই একখানি জলযান আমার নয়নপথে

নিপতিত হইল। জাহাজখানি অনুকূল-বায়ুভরে বেগে তীরের দিকেই আসিতেছিল। আমার হতাশ হৃদয়ে পুনরায় আশার উদয় হইল। আমি তীরস্থ একখানি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের পার্শ্বে গিয়া লুকাইয়া রহিলাম। ক্রমে ক্রমে জাহাজখানি কূলের নিকটে উপস্থিত হইল, আমি অমনি এক লম্ফে তাহার উপরে আরোহণ করিলাম। জাহাজস্থ লোকেরা আমার সেইরূপ বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াই চতুর্দ্দিক হইতে মার্ মার্ করিয়া তাড়িয়া আসিল। একজন বলিল "আরে এ অভাগা বানরটা আসিল কেন,উহাকে জলে ফেলিয়া দাও—দূর করিয়া দাও।" অপর একজন বলিল "আরে আরে ওটাকে মারিয়া ফেল—মারিয়া ফেল—দুর্লক্ষণটাকে বিনাশ কর।" অমনি একজন খড়্গ উদ্যত করিয়া "এই যে, এই যে, আমিই এই খড়্গ দ্বারা উহাকে বিনাশ করিতেছি—আমিই উহাকে দ্বিখণ্ড করিতেছি" এই কথা বলিতে বলিতে আমার দিকে দৌড়িয়া আসিল। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহার অসির প্রান্তভাগ ধরিয়া ফেলিলাম,—নয়নদ্বয় দিয়া অনবরত অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পোতাধ্যক্ষের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল; তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বণিক্‌গণ! এই বানর আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—আমি উহাকে আশ্রয় প্রদান করিলাম। আশ্রিত বিনাশ করা কখনই উচিত নহে, অতএব তোমরা আর উহাকে কিছু বলিও না—উহাকে কোনরূপে বিরক্ত করিও না।" তাঁহার সেই কথায় বণিক্‌গণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া পোত মধ্যে রহিলাম। পোতাধ্যক্ষ আমার প্রতি সদা সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিতেন আমি সকলই বুঝিতে পারিতাম সুতরাং ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন ও অভিপ্রেত সাধান করিতে লাগিলাম।

এইরূপে আমরা পূর্ণ পঞ্চাশদ্দিবস অনুকূল বায়ু ভরে সমুদ্রযাত্রা করিয়া একটী অসংখ্য জনপূর্ণ জনপদে উপনীত হইলাম। জাহাজখানি সেই খানেই নঙ্গর করিয়া রাখা হইল। ক্ষণকাল পরেই কয়েক জন রাজপরিচারক মেম্‌লুক* জাহাজের উপরে আসিয়া বণিক্‌গণের নিরাপদে আগমনের জন্য

* মেম্‌লুক—প্রথম ভাগের ১০০ পৃষ্ঠার নিম্নস্থ টীকা দেখ।

প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিল "আমাদিগের নরপতি আপনাদের নিরাপদে আগমনের জন্য পরম প্রীত হইয়া আপনাদিগের নিকট এই কাগজখানি প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে ইহাতে এক এক পংক্তি লিখিয়া দেন, কারণ সম্প্রতি আমাদের উজীরবরের কাল হইয়াছে; মৃত উজীর এক জন প্রসিদ্ধ সুলেখক ছিলেন, নরপতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পরলোকগত উজীরের ন্যায় সুলেখক ভিন্ন আর কাহাকেও সে পদ প্রদান করিবেন না। আপনাদিগের মধ্যে যদি কাহার হস্তাক্ষর নরাধিপের মনোনীত হয় তাহা হইলে তিনিই সেই পদে অভিষিক্ত হইবেন।" যদিও তখন আমি বানরমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছি, তথাপি সেই কথা শুনিয়াই উঠিয়া রাজপরিচারকদিগের হস্ত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইলাম। পাছে আমি কাগজখানি ছিঁড়িয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দি এই ভয়ে তাহারা চীৎকার করিয়া আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু আমি ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমি তাহাতে লিখিতে ইচ্ছা করি। পোতাধ্যক্ষ আমার সেই ভঙ্গি দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন "ভাল, বানরটা লিখিতে পারে লিখুক, তোমরা উহাকে কিছু বলিও না, যদি ও কাগজে কেবল আঁচড় কাটে তাহা হইলে উহাকে প্রহার করিয়া এখান হইতে বিদায় করিয়া দিব—আর যদি যথার্থই ভালরূপ লিখিতে পারে তাহা হইলে উহাকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিব, কারণ ইহার ন্যায় বুদ্ধিমান পশু আমি আর কখনও দেখি নাই।" আমি কাগজখানি লইয়া একটী লেখনীও লইলাম এবং একটু কালি চাহিয়া লইয়া পত্রলিখনোপযোগী ক্ষুদ্রাক্ষরে এই কবিতাটী লিখিলাম :—

উন্নত হৃদয় যাঁর বিমল অন্তর,
বহু গুণে গুণবান শ্রেষ্ঠ যেই জন,—
প্রথিত সুনাম তাঁর জগত ভিতর,
যশের খাতায় গাঁথা গুণের কীর্ত্তন।

অগণ্যত নহে দেব! সে গুণ কাহার—
একে একে শেষ সবে আছে নিরূপণ;
কিন্তু কি অপূর্ব্ব আজি দেখি আপনার
গণিতে গণনা অশেষ গুণের কীর্ত্তন!

পুত্র সম প্রজাকুলে করিতে পালন
কে আছে তোমার সম জনক সদয়?
ধরামাঝে নরপতি কে আছে এমন
তোমার সমান স্নেহে পালে প্রজাচয়?

জগত ঈশ্বর সেই জগতকারণ—
নিরবধি বিরাজিত মঙ্গল যাঁহায়,
চির নিরাপদ তব করুন জীবন
প্রজা যেন হেন পিতা নাহিক হারায়।

এবং তন্নিম্নে বড় বড় অক্ষরে এই কবিতাটীও লিখিলাম :—

জগতে লেখক কে আছে এমন
হবে না নিধন কখন যার?—
নশ্বর জগতে অক্ষয় জীবন
কে কবে শুনেছে হয়েছে কার?

যে হও সে হও যেমনেতে রও
যেখানে বাসনা করনা বাস
অস্থায়ী জগতে চিরস্থায়ী নও
অবশ্য তোমার হইবে নাশ

রবেনা রবেনা কিছুই এমন
নাম মাত্র শেষ সকলি হবে,—
কহিতে সকলে বিগত কথন
কেবল হাতের লিখন রবে।

তাই বলি তুমি লেখক চতুর
লেখ লেখ লেখ তেমনি ধারা,
হৃদয়ের কালি যেন হয় দূর
জগজন প্রাণ মানস হারা।

লেখ লেখ আজি তেমতি করিয়া
মিলায়ে আপন হৃদয় তান,
বিচারের* দিনে সে লেখা দেখিয়া
যেন লেখকের যুড়ায় প্রাণ।

আরও দুই প্রকার ক্ষুদ্রাক্ষরে দুইটী কবিতা লিখিয়া কাগজখানি রাজপরিচারকদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম। সকলে আমার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া চমকিত হইল। রাজ-পরিচারকগণ কাগজখানি লইয়া নিজ প্রভুর নিকট চলিয়াগেল। নরপতি কাগজখানি দেখিলেন, কাহারও হস্তাক্ষর মনোনীত হইল না—কেবল আমার কবিতা কয়টী দেখিয়াই তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন "যাও এই কবিতা-কয়টীর লেখককে এই সম্মানসূচক পরিচ্ছদ পরাইয়া এবং একটী অশ্বতরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নানাবিধ বাদ্য বাদন পূর্ব্বক সসম্মানে আমার নিকট আনয়ন কর।" পরিচারকগণ তাঁহার সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া হাসিতে লাগিল। নরপতি তাহাদিগের সেইরূপ আচরণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন " কি, তোদের এ বড় স্পর্দ্ধা—আমি আজ্ঞা করিলাম, আমার

*শেষ বিচার,অর্থাৎ যে দিন গোর হইতে উঠিয়া পরমেশ্বরের নিকট পাপ পুণ্যের বিচার হইবে।



আজ্ঞায় উপহাস করিয়া হাসিতেছিস্ ?" পরিচারকগণ তাঁহার সেইরূপ ক্রোধোদ্রেক দেখিয়া ভীত হইয়া নম্রভাবে বলিল "রাজন্! ক্ষমা করুন, আমরা আপনার আজ্ঞায় উপহাস করিয়া হাস্য করি নাই—আপনার বাক্য আমাদের হাস্যের কারণ নহে। আপনি যে হস্তাক্ষর মনোনীত করিলেন, উহা কোন আদম তনয় মনুষ্যের হস্ত-লিখিত নহে, নবাগত অর্ণবপোতের অধ্যক্ষের সহাগত একটা বানর ঐ কবিতাকয়টী লিখিয়া দিয়াছে—আমরা সেই জন্য হাসিতেছি।"

নরপতি সেই কথা শুনিয়াই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেলেন, আনন্দে তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "সে কি, একটা বানরে এরূপ লিখিয়াছে! আমি সেই বানরটী ক্রয় করিব—তাহার যত মূল্য হউক না কেন, আমি এখনই সেটীকে ক্রয় করিব।" অনন্তর তিনি আমাকে আনিবার জন্য সম্মানসূচক পরিচ্ছদ এবং একটী অশ্বতর প্রদান করিয়া কয়েক জন দূতকে অর্ণবপোতে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, "তোমরা সেই কবিতা-লেখক বানরটীকে এই পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া অশ্বতরপৃষ্ঠে বসাইয়া আমার নিকটে আনয়ন কর; সে কেমন বানর তাহা আমি দেখিতে ইচ্ছা করি।"

দূতগণ রাজাজ্ঞায় পোতমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অধ্যক্ষের নিকট হইতে আমাকে লইয়া নরপতিদত্ত পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল। বানরের গাত্রে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উঠিল!—সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দলে দলে আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

দূতগণ আমাকে রাজসমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। আমি নরপতিকে দেখিয়াই তাঁহার সম্মুখে তিনবার ভূমি চুম্বন করিলাম। তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি যথারীতি জানু পাতিয়া * উপবেশন করিলাম। আমার সেইরূপ শিক্ষিতজনোচিত নম্র ব্যবহার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। নরপতিও বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া সভাসদ্দিগকে সেদিনের মত বিদায় দিলেন। সকলে স্বস্ব স্থানে চলিয়া গেল; কেবল এক জন খোজা, এক জন তরুণ মেম্‌লুক দাস এবং রাজা স্বয়ং তথায় রহিলেন। সভাগৃহ নির্জ্জন হইলে নরপতি আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে বলিলেন। পরিচারকগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল; মুহূর্ত্ত মধ্যেই নানারূপ উপাদেয় সামগ্রী সম্মুখে স্থাপিত হইল।

---

* পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই জানেন মুসলমান রাজ-দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে হয়, অতএব মুসলমান রাজদরবারের রীতি নীতি লিখিয়া বৃথাড়ম্বর করার প্রয়োজন নাই।

নরপতি ইঙ্গিতে আমাকে তাঁহার সহিত একত্র আহার করিতে বলিলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাঁহার সম্মুখে সাত বার ভূমি চুম্বন করিয়া একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম।

আহার সমাপ্ত হইল, পরিচারকগণ আসিয়া মেজ ও অপরাপর পাত্রাদি তথা হইতে লইয়া গেল। আমি হস্ত প্রক্ষালন করিয়া একখানি কাগজ একটী লেখনী ও মসিপাত্র গ্রহণ করত এই কবিতাটী লিখিলাম :—

কুনাফে * রে কি বলিব তোমার !
ভক্ত জন মনোহর কত যে সুরস ধর
জানে সেই, তুমি আছ হৃদয়ে যাহার।

কিবা সে তোমার তার ক্ষরিছে সুধার ধার
কেবা বল জানে আর বিনা মম রসনা।
তোমারে সতত পাই আর কিছু নাহি চাই
উদর পূরিয়া খাই, এই খালি বাসনা।

ও রস বিহনে আর শূন্য এই ত্রিসংসার
তোমা বিনা সুখ কিছু জগতেতে নাই রে।
তোমার বিরহ সয়ে থাকিব কেমন হয়ে
বাঁচিব কেমনে আমি ভাবি খালি তাই রে!

কোথা যাও এস এস সোনার থালায় বস
রসেতে রসনা রস কিবা দিবা নিশি রে।
তোমার সুধার তার সমতা রহুক তার
প্রাণের সমান আমি তোরে ভাল বাসি রে।

* কুনাফে—ময়দা-প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্টান্ন।

কবিতা সমাপ্ত হইল, আমি কাগজখানি রাখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বসিলাম। নরপতি কি লিখিয়াছি দেখিবার জন্য কাগজখানি তুলিয়া লইলেন,—পাঠ করিলেন, হস্তাক্ষরের পারিপাট্য দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। বলিলেন "একি! বানরে এমন লিখিতে পারে!—বানরের এমন লিপিপটুতা! ইহা অতীব অদ্ভুত—আশ্চর্য্য হইতেও ইহা আশ্চর্য্য!" অনন্তর তিনি পরিচারকদিগকে সতরঞ্চ খেলিবার উপকরণ সমস্ত আনিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। নরপতি বলিলেন "তুমি কি ক্রীড়া করিবে?" আমি মস্তক নাড়িয়া ইঙ্গিতে ক্রীড়া করিতে স্বীকৃত হইলাম এবং নিকটে গিয়া বলগুলি ছকের উপর যথারীতি সাজাইয়া লইলাম। দুইবার ক্রীড়া হইল, দুইবারই আমি নরপতিকে পরাজিত করিলাম। তিনি আমার ক্রীড়ানৈপুণ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! এ যদি বানর না হইয়া মনুষ্য হইত, তাহা হইলে সকলেই ইহার গুণে পরাজিত হইত—এই বানরই আবার গুণবান্ মানবগণের শিরোভূষণ হইত।"

অনন্তর নরপতি পার্শ্বস্থ খোজাকে বলিলেন "যাও, আমার কন্যাকে বলগে 'নরপতি তোমাকে কি বলিবেন শুনিয়া আইস,' আমি ইচ্ছা করি সে এই অদ্ভুত বানরটীকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করে।" খোজা চলিয়া গেল এবং ক্ষণমধ্যেই রাজকন্যার সহিত তথায় ফিরিয়া আসিল। সুলতানতনয়া আমাকে দেখিয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বলিলেন "পিতা একি, আজি আমাকে এরূপ হঠাৎ একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে ডাকিলেন কেন?—আমি কি দোষ করিয়াছি, যে আমাকে এরূপে অপমানিত করিলেন?" তাঁহার সেই কথায় নরপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি, বৎসে! তুমি কি বলিতেছ? এখানে কে আছে? আমাদের পরিচারক দাস, বৃদ্ধ খোজা এবং আমি তোমার পিতা আর এই একটা বানর মাত্র এখানে আছে। তুমি কাহাকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলে?" সুলতানতনয়া বলিলেন "আ! পিতঃ, আপনি এই বানরটীকে সামান্য পশু মনে করিয়াছেন, বস্তুত ইনি তাহা নহেন—এক জন রাজপুত্র; ইহাঁর পিতার নাম এয়মার। ইনি ইন্দ্রজালবিদ্যা-বলে এইরূপ বানরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ইব্লিসবংশজাত জর্জ্জারীস

আফ্রীত স্বীয় সহধর্ম্মিণী আক্‌নামূস-রাজ-তনয়াকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রজালবলে ইহাঁকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। আপনি যাহাকে বানর মনে করিতেছেন তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র।” নরপতি কন্যার সেই কথা শুনিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন—সেকি! এ বানর নহে, মনুষ্য!—একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার কন্যা যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য?” আমি ইঙ্গিতে বলিলাম, হাঁ সুলতান-তনয়া যাহা বলিলেন সকলই সত্য। আমার নয়নদ্বয় দিয়া দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। নরপতি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎসে! তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, যে এ বানর প্রকৃত বানর নহে, মায়াবশে পরিবর্ত্তিত মনুষ্য?” সুলতানতনয়া বলিলেন “পিতঃ আপনি জানেন না, কিন্তু বাল্যকালে আমার নিকট এক জন বৃদ্ধা ছিল, সে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রজালবিদ্যা জানিত। সেই আমাকে এই বিদ্যা শিখায়। ইন্দ্রজালবিদ্যার মন্ত্রাদি সমস্তই আমার কণ্ঠস্থ আছে, কিরূপে সে সকল প্রয়োগ করিতে হয় তাহাও আমি জানি। আমি একশত সপ্ততি প্রকার মায়া শিখিয়াছি। সেই মায়ার মধ্যে একটী অতি সামান্য মায়ার দ্বারা আপনার এই নগরী ধ্বংস করিয়া সমস্ত প্রস্তররাশি কাফপর্ব্বতের পরপারে চালাইয়া দিতে পারি, সমস্তরাজ্য সমুদ্রে পরিণত করিয়া দিতে পারি এবং প্রজাবৃন্দকে মৎস্যরূপে রূপান্তরিত করিয়া সেই জলে ক্রীড়া করাইতে পারি।” নরপতি বলিলেন “বৎসে! তুমি যে এরূপ অপূর্ব্ব বিদ্যা জান, তাহা আমি জানিতাম না—যাহা হউক এখন আমি অনুরোধ করিতেছি, পরমপিতা জগদীশ্বরের মহৎ নামের দোহাই, তুমি এই যুবককে উপস্থিত দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর; আমি ইহাঁকে উজীরের পদ প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছি, কারণ ইনি সুশিক্ষিত, ধীর এবং বুদ্ধিমান্।”

“এখনই,—আনন্দের সহিত ইহাঁকে মায়ামুক্ত করিতেছি” সুলতান-তনয়া এই কথা বলিয়া একখানি ছুরি বাহির করিলেন। ছুরিখানির উপর হিব্রু অক্ষরে কি মায়ামন্ত্র লিখিত ছিল। তিনি সেইখানির দ্বারা প্রাসাদের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ মণ্ডল অঙ্কিত করিলেন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র তন্ত্র লিখিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজপ্রাসাদ এমনি অন্ধকারময় হইয়া আসিল, যে আমরা ভাবিলাম বুঝি অকালে প্রলয়কাল উপস্থিত।

পরক্ষণেই ভীষণ-মূর্ত্তি আফ্রীত আবির্ভূত হইল। আফ্রীতের হস্তদ্বয় পত্রশূন্য বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায়, পদদ্বয় যেন দুইটা দীর্ঘ মাস্তুল, নয়নযুগল যেন জ্বলন্ত উল্কা ;—আমরা সেই ভীষণ-মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে জড়ীভূত হইয়া গেলাম। সুলতান-তনয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "অরে পাপিষ্ঠ আফ্রীত, তোর্ অভ্যর্থনা নাই।" আফ্রীত অমনি নিজমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ভীষণ সিংহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলিল "পাপিয়সি; বিশ্বাসঘাতিনি! এ কি ? তুই যে আমার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলি যে কখনও তুই আমার বিপরীতাচরণ করিবি না আমিও কখন তোর অনভীষ্ট সাধন করিব না। এখন তোর্ সে প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল—সে শপথ কোথায় গেল ?"

সুলতান-তনয়া ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দিলন " আরে পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী আফ্রীতাধম ! কবে আমি তোর্ কাছে শপথ করিলাম, যে কখন তোর্ সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিবনা ?" আফ্রীত তখনও সিংহমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ছিল, সে সেই কথা শুনিয়া, "তবে এই নে তার প্রতিফল ভোগকর্" এই কথা বলিয়াই মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সুলতানতনয়াকে গ্রাস করিতে গেল। কিন্তু তিনি অমনি নিজ মস্তক হইতে একগাছি কেশ উৎপাটন করিয়া কি মন্ত্র পাঠ করিলেন ; কেশ গাছিটা একখানি তীক্ষ্ণ তরবারির আকার ধারণ করিল। তিনি সেই ঐন্দ্রজালিক তরবারিদ্বারা সিংহকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সিংহের মুণ্ডটা গড়াইয়া পড়িয়াই একটা ভীষণ বৃশ্চিক-মূর্ত্তি * ধারণ করিল। রমণীও অমনি একটা বৃহৎ সর্পাকার ধারণ করিয়া বৃশ্চিকরূপী পাপিষ্ঠ আফ্রীতের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সরীসৃপদ্বয়ে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত্ত কাল পরেই বৃশ্চিক পরাজিত হইয়া একটা বৃহৎ শ্যেনপক্ষীর আকার ধারণ করিল। সুলতানতনয়াও তৎক্ষণাৎ বিকট গৃধ্র রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। আফ্রীত সুলতানতনয়াকে অনভিভবনীয় গৃধ্ররূপ ধারণ করিতে দেখিয়া সহসা নিজ শ্যেন-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালের আকার ধারণ করিল ; যুবতীও অমনি দ্বীপী রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন,—

* এ বৃশ্চিক আমাদের দেশীয় তেঁতুলিয়া বা কাঁকড়া বিছা নহে, পর্ব্বত প্রদেশে বিচ্ছু নামে প্রসিদ্ধ যে এক প্রকার বিছা আছে ইহা তাহাই।

তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্ব্বল বিড়াল প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে কতক্ষণ সক্ষম হইতে পারে? ক্ষণমধ্যেই পরাজিত হইয়া মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক একটা বৃহৎ রক্ত বর্ণ দাড়িম্বফলে পরিবর্ত্তিত হইল এবং গড়াইতে গড়াইতে ধারাযন্ত্রের কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে পড়িয়া গেল। দ্বীপীও তাহাকে ধরিবার জন্য জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিল। দাড়িম্ব অমনি সহসা জল হইতে অকোশ মার্গে উত্থিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল; দাড়িম্বের বীজগুলি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজনন্দিনী দুষ্ট আফ্রীতকে সেইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পালাইতে দেখিয়া, সমস্ত দাড়িম্ববীজ গুলি গ্রাস করিবার জন্য কুক্কুট-রূপ ধারণ করিলেন এবং পক্ষদ্বয় কম্পিত করিয়া বীজগুলি খুঁটিয়া খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই নিঃশেষিত হইল, কেবল দৈবনির্ব্বন্ধে একটী মাত্র বীজ জলাশয়ের নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিল। কুক্কুট যেন আমাদিগকে কি বলিবে, এই ভাবে অনবরত চীৎকার করিতে ও পক্ষদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মনোগত অভিপ্রায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর সে এমনি চীৎকার করিয়া উঠিল যে, আমাদের মনে হইল যেন সমগ্র রাজপ্রাসাদটী ভূমিসাৎ হইয়া গেল। তথাপি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—রমণী বেগে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে অবশিষ্ট বীজটী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি যেমন দ্রুত খুঁটিয়া লইতে যাইবেন অমনি সেটা গড়াইয়া জলে পড়িয়া গেল এবং মৎস্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নিমগ্ন হইল। রাজতনয়াও বৃহত্তর মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। ক্ষণকালের জন্য আর আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কেবল মধ্যে মধ্যে সিংহনাদ ও তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের পর আফ্রীত অগ্নিময়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইল। আমরা দেখিলাম তাহার মুখ, নাসারন্ধ্র এবং নয়নদ্বয় দিয়া অনবরত অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতেছে। রমণীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল হইতে উঠিলেন, তিনিও আফ্রীতের ন্যায় অগ্নিময়ী,—তাঁহারও মুখ নাসিকা হইতে ভীষণ অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। আমরা সেই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত

হইলাম, কিন্তু আফ্রীত সহসা চীৎকার পূর্ব্বক দ্রুত আসিয়া লীওয়ানের* উপর আমাদিগের দিকেই অগ্নিময় ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজতনয়াও অমনি দ্রুত আসিয়া আফ্রীতের মুখে অগ্নিময় ফুৎকার করিতে লাগিলেন। দুইজনে ভীষণ অগ্নিযুদ্ধ আরম্ভ হইল; উভয় পক্ষ হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল আমাদিগের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। রমণীর মুখনিঃসৃত অগ্নিতে আর কোন অনিষ্ট হইলনা, কিন্তু আফ্রীতের অগ্নিতে আমরা দগ্ধ হইতে লাগিলাম। একটা স্ফুলিঙ্গ আমার নয়নে নিপতিত হইল,নয়নটী তাহাতেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ঠাকুরাণি! আমি তখনও বানরমূর্ত্তি—সুতরাং এক দুঃখের উপর আবার আর এক দুঃখ উপস্থিত হইল; একে সেই আকৃতি, আবার তাহাতে একচক্ষুহীন হইলাম। একটা স্ফুলিঙ্গ নরপতির মুখে নিপতিত হইল, তাঁহার শ্মশ্রুগুলি, নিম্ন পংক্তির দন্তগুলি এবং মুখের নিম্নার্দ্ধ পুড়িয়া গেল। এই রূপে আরও একটা স্ফুলিঙ্গে খোজার উরঃস্থল দগ্ধ হইলে, সে সেই যাতনাতেই তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। আমরাও প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার ন্যায় পুড়িয়া মরিবার আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। যাহাহউক আমাদিগকে আর অধিকক্ষণ সেরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যেই "সর্ব্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের সুমহান্ নামের জয় হউক!—সর্ব্বময় পরমপিতার পবিত্র নামের জয় হউক! তিনি নরশার্দ্দূল মহম্মদের ধর্ম্মে অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে পরাজিত করিয়া আমাকে জয়যুক্ত করিলেন,—তাঁহার পবিত্র নামের জয় হউক!" † এই রূপ জয়ধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা উৎসুকনেত্রে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম রাজতনয়া পাপিষ্ঠ আফ্রীতকে পরাজিত করিয়া সানন্দে জয়ধ্বনি করিতেছেন। আফ্রীত তাঁহার মুখনিঃসৃত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে,—তাহার ভীষণ দেহ ভস্মাবশেষ নিপতিত রহিয়াছে। আমাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

সুলতান-তনয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিলেন "আমাকে একপাত্র জল আনিয়া দাও।" অমনি তাঁহার আজ্ঞানুসারে পাত্রপূর্ণ

---

* গৃহের মেঝিয়ার উচ্চতর অংশ,—টীকার পরিশিষ্টে দেখ।

† মুসলমানেরা রণক্ষেত্রে অদ্যাপি যে জয়ধ্বনি করে তাহারও অর্থ এই রূপ।



জল আনীত হইল। তিনি সেই জলের উপরে কি অস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারাণ করিলেন, আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর তিনি সেই মন্ত্রপূত জল আমার গাত্রে ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন " সত্যময় সর্ব্বস্রষ্টা জগৎপাতার মহৎ নামের মহিমায় তুমি পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হও।" অমনি আমি সেই কুৎসিত বানরমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব রূপ ধারণ করিলাম,—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ব্বের ন্যায় হইল, কেবল বিনষ্ট নয়নটী আর পূর্ব্বমত হইলনা। আমি মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবামাত্রেই সুলতানতনয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন " আ! অগ্নি! অগ্নি!—পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম!—পিতঃ আমি আর বাঁচিনা—আমার আয়ু শেষ হইয়াছে, জগদীশ্বরের ইচ্ছায়

আমাকে এখনই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পাপিষ্ঠ, আফ্রীত না হইয়া যদি নরযোনি হইত, তাহা হইলে প্রথম যুদ্ধেই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিতাম। প্রথম প্রথম যুদ্ধে আমার কোন ক্লেশই হয় নাই—অনায়াসে পরাজয় করিয়া আসিয়াছি; পরে পাপিষ্ঠ যখন দাড়িম্ব-বীজাকার ধারণ করিয়া প্রাসাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল, তখন হইতেই তাহাকে পরাজয় করিতে আমাকে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। দাড়িম্ববীজগুলি ত প্রায় সমস্তই গ্রাস করিয়াছিলাম, অনবধানতা প্রযুক্ত যেটাতে তাহার প্রাণ ছিল, সেইটাই খুঁজিয়া পাই নাই; জগদীশ্বরের কৃপায় যদি সেটাকেও গ্রাস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে তৎক্ষণাৎ নিহত হইত, আর এত অনিষ্ট করিতে পারিত না। জগদীশ্বরের যেমন ইচ্ছা,—আমার অনবধানতাবশতঃ অব্যাহতি পাইয়া সে আমাকে দ্বিগুণতর বেগে আক্রমণ করিল। কখন ভূগর্ভে, কখন আকাশে, কখন জলমধ্যে নানারূপ ধারণ করিয়া মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আফ্রীত প্রতিবারেই পরাজিত হইয়া এক একটা দুর্জ্জয় মায়া অবলম্বন করিতে লাগিল, আমিও ইন্দ্রজালবিদ্যাপ্রভাবে সে সকল জয় করিতে লাগিলাম। অবশেষে সে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় হতাশ হইয়া আগ্নেয় মায়া বিস্তার করিল। এই মায়া যাহার বিপক্ষে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে প্রায়ই প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, এই ভীষণ মায়াজাল হইতে উদ্ধার হইতে পারেন এমন ঐন্দ্রজালিক কেহই নাই। যাহা হউক আমিও অনন্যোপায় হইয়া অগ্নিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম; জগদীশ্বরের কৃপায় আমিই অগ্রে বিধর্ম্মী আফ্রীতকে দগ্ধ করিলাম। এখন আমি স্বয়ং দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছি। জগদীশ্বর করুন, আমার জন্য আপনাকে যেন শোক করিতে না হয়—তিনি যেন আমার স্থান পূরণ করিয়া দেন।” সুলতান-তনয়া এই বলিয়াই অগ্নি হইতেই পরিত্রাণ প্রাপ্তির আশায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং মুখ হইতেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি যাতনায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং “আমি বুঝিলাম, একমাত্র জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা বা শক্তি নাই—তিনিই একমাত্র দেবতা, মহম্মদ পাপীজনপরিত্রাণার্থ তাঁহারই প্রেরিত দূত” এই কথা বলিতে বলিতে

প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেই মোহিনী মূর্ত্তিখানি মুহূর্ত্ত মধ্যেই দগ্ধ আফ্রীতের পার্শ্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

হায়! কি হইল! দুঃখের সীমা রহিল না। আফ্রীতের মায়াজাল হইতে উদ্ধার হইয়া আনন্দলাভ করা দূরে থাকুক, আমরা একেবারে চির দিনের জন্য শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম! আমার তখন মনে হইতে লাগিল, উপকারিণী মনোহারিণী সুলতানতনয়ার সেরূপ শোচনীয় অবস্থা না হইয়া যদি আমার সেই দশা হইত তাহা হইলে সুখী হইতাম; কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহার আর উপায় নাই, আমি সেরূপ ইচ্ছা করিলে আর কি হইবে? বিধির নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। নরপতি কন্যার সেই দশা দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিজ বসন ভূষণ ও দগ্ধাবশিষ্ট শ্মশ্রুগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং অনবরত কপোলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমিও শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহারই ন্যায় বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম।

ক্রমে ক্রমে সভাসদ্ ও রাজকর্ম্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। একি!—সম্মুখে দুই ভস্মরাশি, নরপতি মূর্চ্ছিত! তাহারা একেবারে চমকিয়া গেল—ব্যাপার কি?—সকলে ব্যাকুলিতহৃদয়ে নরপতিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার পুনঃ চেতন প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুলতান অনেক ক্ষণের পর কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন—আফ্রীতের সহিত কন্যার যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটনা সমস্ত একে একে বর্ণন করিলেন। পারিষদ্‌বর্গের আর শোকের অবধি রহিল না, সকলেই শুনিয়া "হায়, হায়!" করিতে লাগিল। ক্রমে সেই ভয়ানক শোকসমাচার চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল; রাজ-অন্তঃপুরচারিণীগণ ক্রীত দাসীদিগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক শোকধ্বনিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সপ্তাহকাল কেবল শোকে ও বিলাপেই অতিবাহিত হইয়া গেল। সপ্তাহের পর নরপতি কন্যার ভস্মরাশির উপরে একটী বৃহৎ গুম্বেজ বিশিষ্ট সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাতি ও অপরাপর উত্তমোত্তম দীপ সকল জ্বালাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজপরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইল। পাপিষ্ঠ আফ্রীতের ভস্মস্তূপ ঘৃণার সহিত

চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হইল, সেগুলা কেবল জগদীশ্বরের নিকট অভিশাপ লাভার্থে বায়ুভরে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই ভয়ানক শোচনীয় ব্যাপারের কয়েক দিবস পরেই নরপতি সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইলেন। রাজপরিচারকগণ প্রতিক্ষণেই তাঁহার জীবনাশায় হতাশ হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি পূর্ণ এক মাস কাল দারুণ রোগযাতনা ভোগ করিয়া অবশেষে জগদীশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। একদিন তিনি আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "যুবক! পূর্ব্বে আমরা বড় সুখী ছিলাম, চিরদিন আমাদের কেবল আনন্দে ও অতুল শান্তিতেই অতিবাহিত হইত। যত দিন তোমার সেই কুৎসিত বানরমূর্ত্তি না দেখিয়াছিলাম, তত দিন দুঃখ শোক কাহাকে বলে তাহা জানিতাম না। আহা! জগদীশ্বরের ইচ্ছায় যদি তোমাকে আমরা না দেখিতাম, তাহা হইলে আর আমাদিগকে সেই অতুল সুখশান্তি হারাইয়া এই নিদারুণ দুঃখ শোক ভোগ করিতে হইত না। দেখ, প্রথমতঃ তোমার জন্য তেমন গুণবতী শত পুত্র সমান কন্যারত্ন হারাইলাম; দ্বিতীয়তঃ আমাকে বিনাকারণে আফ্রীতের মায়া-অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইল—এক কালে দন্তহীন হইয়া গেলাম; তৃতীয়তঃ প্রভুভক্ত খোজাটী নিহত হইল। যাহা হউক এসকল অনিষ্টের প্রতিকার তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে—তুমি কি করিবে? জগদীশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়াছে, বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে?—আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা কন্যা যে নিজ প্রাণ দিয়া তোমার উপকার করিয়াছে তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। বৎস, তোমার জন্য যে যে অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই যথেষ্ট, এখন তুমি আমার নগরী পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা প্রস্থান কর। বিধির নির্ব্বন্ধে আমরা যেরূপ ক্লেশ পাইলাম, তুমিও তদ্রূপ পাইলে; অতএব আর কেন, এখন ভালয় ভালয় চলিয়া যাও—আর তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

ঠাকুরাণি! নরপতির সেই কথা শুনিয়াই আমি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়াই একটী সাধারণ স্নান-শালায় শ্মশ্রু মুণ্ডন করিলাম এবং ভিক্ষুকবেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে

প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে এই শান্তিসদন* বোগ্দাদ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন অভিলাষ, যদি কোনরূপে ধার্ম্মিকরাজ খলীফের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার নিকট নিজ অদ্ভুত বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিব।

দ্বিতীয় ভিক্ষুর বিবরণ সমাপ্ত হইল, তৃতীয় ভিক্ষুক অগ্রসর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল ঃ—

তৃতীয় রাজ-ভিক্ষু।

ঠাকুরাণি! আমার ইতিহাস সঙ্গীদ্বয়ের ন্যায় নহে। ইহাঁদের বিবরণ অপেক্ষা আমার বিবরণ আরও অদ্ভুত। ইহাঁরা কেবল অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট-ফল ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু আমার সেরূপ নহে—আমি নিজেই নিজের দুঃখের কারণ ডাকিয়া আনিয়াছি,—আমি নিজেই নিজের বিষময় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া নয়নটী হারাইয়াছি ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়াছি। ঠাকুরাণি, আমার বিবরণ শ্রবণ করুন ঃ—

আমি রাজা এবং রাজপুত্র। পিতা পরলোকগত হইলে আমি তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ন্যায়পরায়ণতার সহিত পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলাম। আমার রাজধানী বিস্তীর্ণ সাগরের উপকূলে স্থাপিত ছিল। সাগর মধ্যস্থ জনপূর্ণ দ্বীপগুলিও আমারই অধিকার ভুক্ত ছিল। আমি সর্ব্বদাই অর্ণবপোতারোহণে সেই সকল দ্বীপ দর্শন করিয়া বেড়াইতে

* "ডার্ এস্ সেলাম"—অর্থাৎ শান্তিধাম বা নিরাপদ স্থান। সকল মুসলমানেরাই প্রায় বোগ্দাদকে শান্তিধাম বলিয়া থাকে। মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসারে এই নামে একটী স্বর্গও আছে।

ভাল বাসিতাম। এক সময়ে আমি দ্বীপগুলি দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া পোত সজ্জিত করিতে বলিলাম। আজ্ঞা মাত্রেই পরিচারকগণ দশখানি অর্ণবপোত সজ্জিত করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিল। এক মাস কাল ভ্রমণোপযুক্ত খাদ্য ও পেয় দ্রব্য সমস্ত পোতগুলিতে স্থাপিত হইল। আমি যথানিরূপিত সময়ে অনুচরবর্গের সহিত জাহাজে আরোহণ করিলাম। নাবিকগণ পোতগুলি ছাড়িয়া দিল। আমরা বিংশতি দিবস নিরাপদে যাত্রা করিলাম। একবিংশ দিবসে সহসা বিপরীত বায়ু উত্থিত হইয়া আমাদিগের পোতগুলিকে বিপথে লইয়া চলিল। পোতাধ্যক্ষ অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই জাহাজগুলিকে স্ববশে আনিতে পারিল না। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত স্থির হইয়া-গেল—সমুদ্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিল। আমরা একটী অপরিচিত দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম এবং সেইখানেই খাদ্য দ্রব্যাদি পাক করিয়া আহারাদি করিলাম। দুই দিবস সেই দ্বীপেই কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে আমরা পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিলাম। পুনরায় বিংশতি দিবস যাত্রার পর পোতগুলি এমনি এক অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইল যে পোতাধ্যক্ষও দেখিয়া বুঝিতে পারিল না যে, আমরা কোথায় যাইতেছি—পোতগুলি কোন্‌দিকে চালিত হইতেছে? আমরা ভীত হইয়া একজনকে মাস্তলের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে বলিলাম। আজ্ঞা মাত্রেই দিক্‌পর্য্যবেক্ষক মাস্তলের উপরে উঠিয়া দেখিয়া আসিল। পোতাধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি কি দেখিতে পাইলে?" সে উত্তর দিল "আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই, কেবল দক্ষিণভাগে বিস্তৃত সাগরবক্ষে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, আর সম্মুখে সাগরের মধ্যদেশে কি একটা বৃহৎ পদার্থ কখন বা কৃষ্ণবর্ণ কখন বা শ্বেতবর্ণ দেখাইতেছে।"

পোতাধ্যক্ষ দিক্‌পর্য্যবেক্ষকের সেই কথা শুনিয়াই শিরস্থিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিয়া মনের আবেগে শ্মশ্রু উৎপাটন করিতে লাগিল। তাহার সেইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলেই ভয়ে জড়ীভূত হইয়া গেল। ব্যাপার কি? কি হইয়াছে?—পোতাধ্যক্ষ নিকটস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আর কি দেখিতেছ? আমরা গেলাম! আমাদের আর বাঁচিবার উপায় নাই—

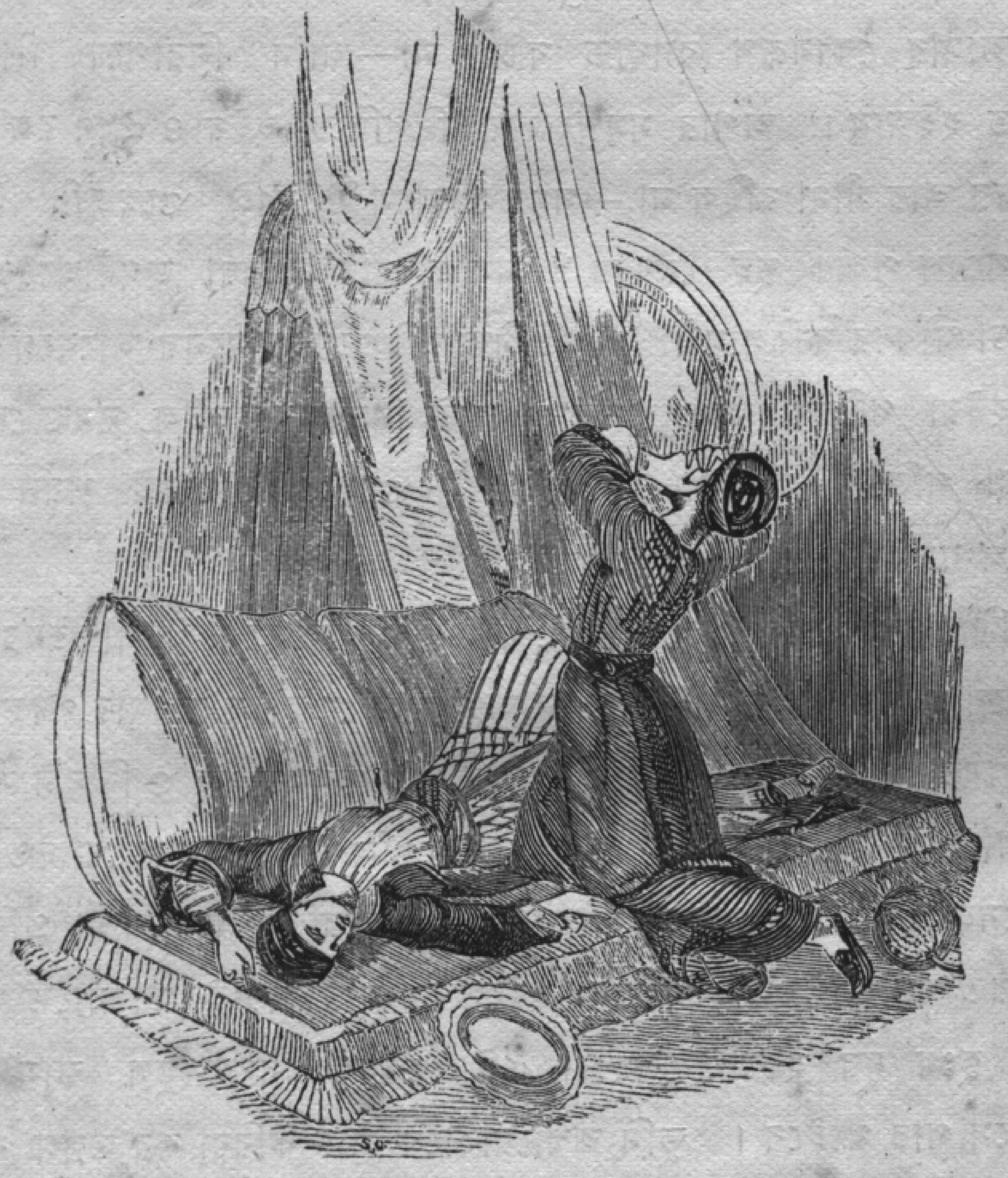
সকলকেই মরিতে হইবে—সকলকেই এই অসীম সমুদ্রের গর্ভে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে—আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই।” সে এই কথা বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণও সকলেই আপনাপন ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া প্রাণভয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি পোতাধ্যক্ষকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “ব্যাপার কি, দিক্‌পর্য্যবেক্ষক কি দেখিল?” সে উত্তর দিল “প্রভু, আর কি বলিব, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! যে দিন প্রবল বিপরীত বায়ুবেগে আমাদের পোতগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন হইতেই আমরা প্রকৃত গন্তব্য পথ হারাইয়াছি। সেই ভীষণ ঝটিকা শান্ত হইলে দুইদিন কিঞ্চিন্মাত্র বায়ু ছিল না, আমরা একস্থানেই ছিলাম; তাহার পর এই একবিংশতি দিবস পোতগুলি অনবরত বিপথে গমন করিতেছে। এখন আর আমাদের কোন উপায় নাই—তেমন অনুকূল বায়ু নাই যে আমরা ফিরিয়া গিয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে ত্রাণ পাই। স্রোতোবেগে আমরা ক্রমে অনভিলষিত স্থানে নীত হইতেছি। আগামী কল্য প্রাতেই আমরা একটা কৃষ্ণবর্ণ অয়স্কান্ত পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইব। জগদীশ্বর অয়স্কান্ত মণিকে যে অপূর্ব্ব লৌহাকর্ষক শক্তি দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে আমাদের পোতস্থ লৌহময় দ্রব্য সকল সেই পর্ব্বতে আকৃষ্ট হইয়া লাগিয়া যাইবে—এমনকি পোতগ্রন্থনের প্রত্যেক লৌহ কীলকটী পর্য্যন্তও খুলিয়া গিয়া পর্ব্বতের গাত্রে সংলগ্ন হইবে, আর সমস্ত কাষ্ঠফলকগুলি খুলিয়া গিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইবে। এইরূপে এই পর্ব্বতটার উপর যে কত লৌহ আকৃষ্ট ও সংলগ্ন হইয়া আছে তাহা কেবল সেই একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন। এপর্য্যন্ত এই পর্ব্বতের দ্বারা কত অর্ণবপোত বিনষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই*। রাজন্ সেই

---

* চুম্বক প্রস্তরের পর্ব্বত আরবীয়দিগের নিকট বড় অপ্রামাণিক নহে। অনেকানেক আরব গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ অয়স্কান্ত পর্ব্বতের বর্ণন করিয়াছেন। পণ্ডিতবর এল্ কাজবীনী তাঁহার বিরচিত আকরিক ধাতুর বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন যে “ভারত সমুদ্রের কূলে চুম্বক প্রস্তরের খনি আছে। অর্ণবপোত সকল পথভ্রমে যদি সেইদিকে যায় তাহা হইলে তাহার লৌহময় বন্ধনীগুলি চুম্বকাকৃষ্ট হইয়া খুলিয়া যায় এবং পোতগুলি জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। এইজন্য যাহারা সেইখানি হইতে চুম্বক সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করে, তাহারা বিনালৌহ পোত প্রস্তুত করে।”

পর্ব্বতের উপরে দশটা পিত্তল স্তম্ভের উপর একটা পিত্তলময় গুম্বেজ আছে; সেই গুম্বেজের উপরে একটা পিত্তল-নির্ম্মিত বর্ষাধারী অশ্বারোহীমূর্ত্তি আছে এবং সেই মূর্ত্তির হৃদয়ে একখানা সীসফলকের উপর কতকগুলা মন্ত্রতন্ত্র খোদিত আছে, সেই ভয়ানক ইন্দ্রজালমন্ত্রবলেই পর্ব্বতটা অয়স্কান্তমণিময় হইয়া আছে এবং সেই জন্যই নিকটাগত পোত সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। প্রভু! যতদিন সেই ভয়ানক অশ্বারোহীটা অশ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত না হইবে, ততদিন আর নিকটাগত নাবিকদিগের অব্যাহতি নাই।” পোতাধ্যক্ষ এই কথা বলিয়াই ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিল। আমরা সেই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া একেবারে জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিলাম। আরোহীগণ সকলেই অপ্রতি-বিধেয় ভাবী বিপদ্ ভাবিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল।

সেদিন সেরাত্রি সেইরূপেই অতিবাহিত হইয়াগেল। নৈশ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া অরুণালোকে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইলে সেই ভয়ানক অয়স্কান্ত পর্ব্বতটা আমাদের নয়ন-গোচর হইল। পোতগুলি ক্রমেই অধিকতর বেগে আকৃষ্ট হইয়া পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। আমরা আর কি করিব, একেবারে হতাশ হইয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছায় নির্ভর করিয়া রহিলাম। পোত-গুলি যত পর্ব্বতের নিকটস্থ হইতে লাগিল, ততই তাহাদের লৌহময় বন্ধনীগুলি শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ হইল। ক্রমে যখন পোতগুলি একেবারে নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন আমাদের পোতস্থ সকল প্রকার লৌহদ্রব্যই সচেতন জীবের ন্যায় আপনাপন স্থান ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল এবং কাষ্ঠগুলি বিযুক্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জলে ভাসিয়াগেল। অপরাহ্ণকাল উপস্থিত হইতে না হইতেই সমস্ত জাহাজগুলি বিনষ্ট হইয়াগেল; আমরা নিরবলম্ব সমুদ্রহৃদয়ে নিপতিত হইলাম। সঙ্গী ও পরিচারকদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট যে কয়েক জন বাঁচিল, তাহারা যে স্রোত ও প্রবল বায়ুর বেগে কোথায় নীত হইল,—কূলে উঠিয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়াগেল, কি ভয়ানক ঊর্ম্মিমালার ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল তাহা সেই জগদীশ্বরই জানেন। ঠাকুরাণি! আমার অদৃষ্টে এই সকল ক্লেশভোগ লিখিত আছে—জগদীশ্বরের ইচ্ছা, আমি সে যাত্রায় বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া নানারূপ যাতনা



ভোগ করিব; কাজে কাজেই বাঁচিয়া গেলাম। ভগ্নপোতের একখানি কাষ্ঠ-ফলক ভাসিতেছিল, আমি সেইখানি আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া চলিলাম। সেই পরমপিতা জগৎপাতার কৃপায় প্রবল বায়ুও আমার অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি বায়ু ও স্রোতের বেগে পর্ব্বতের উপরে নীত হইলাম। অকূল পারাবারে কূল পাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম; দেখিলাম শিল্পীহস্ত-বিনির্ম্মিত সোপানের ন্যায় একটী অপ্রশস্ত পথ প্রস্তরের উপর খোদিত রহিয়াছে, সেই সোপানশ্রেণীর ন্যায় পথ দিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে বেস্ উঠিতে পারা যায়। আমি সেইরূপ সমুদ্রতরঙ্গ হইতে রক্ষা পাইবার সহজ

উপায় পাইয়া জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং ধীরে ধীরে কষ্টে স্বষ্টে সেই সোপান বহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলাম। জগদীশ্বরের কৃপায় বায়ুর প্রবল বেগ ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিল, সুতরাং পর্ব্বতারোহণে আর আমার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিল না—আমি নিরাপদে শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম। অপার সমুদ্রহৃদয়ে নিপতিত হইয়াও প্রাণ রক্ষা হইল, আনন্দের আর সীমা রহিল না,—সমতল স্থানে উঠিয়াই গুম্বেজবিশিষ্ট গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দুই রেকার * নমাজ পাঠ করিয়া জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। অপরিমিত পরিশ্রমে ও মনের আবেগে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং শীঘ্রই নিদ্রাকর্ষণ হইল, সমস্ত দেহ ক্রমে এলাইয়া পড়িতে লাগিল। আমি সেই গুম্বেজের নিম্নেই শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম।

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে বোধ হইল, যেন কে বলিতেছে "খাসীবতনয়! যখন তুমি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবে তখন,আপাতত যে স্থানে তোমার পদদ্বয় আছে, সেই স্থানটী খনন করিও ভূমধ্যে একখানি পিত্তলময় ধনু ও তিনটী সীসকময় বাণ প্রাপ্ত হইবে, ঐ বাণের উপর কতকগুলি ইন্দ্রজাল-মন্ত্র খোদিত আছে। তুমি সেই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া গুম্বেজের উপরিস্থিত অশ্বারোহী প্রতিমূর্ত্তিকে লক্ষ করত শর ত্যাগ করিও, তাহা হইলে তোমার দ্বারাই ভবিষ্যতে নাবিকগণের দুঃখ দূর হইবে, তাহারা এই ভীষণ বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে অনায়াসে পার পাইবে। তুমি অশ্বারোহীকে লক্ষ করিয়া শর ত্যাগ করিলেই সে অশ্ব হইতে সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া যাইবে এবং তোমার হস্ত হইতে শরাসনটীও ভূমে নিপতিত হইবে। তুমি পুনরায় শরাসনটী লইয়া পূর্ব্বস্থানে প্রোথিত করিও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ক্রমে সমুদ্র স্ফীত হইয়া পর্ব্বতের চূড়া স্পর্শ করিবে এবং অপর একটা লোক একখান ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করিও তাহা

* রেকা—মুসলমানদিগের ঈশ্বরারাধনা যদিও একই প্রকার, তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ঐ বিশেষ কেবল কোন অংশ পরিত্যাগ, কোন অংশ সংক্ষেপ এবং কোন অংশের বারম্বার পাঠ করিয়াই করা হয়। নমাজ এক রেকা, দুই রেকা, তিন রেকা ও চারি রেকা প্রভৃতি নামে বিশেষ করা হইয়া থাকে। এক রেকার নমাজ একবার মাত্র আবৃত্তি করিতে হয়, দুই রেকার দুইবার ইত্যাদি, টীকার পরিশিষ্টে দেখ।

হইলেই সে তোমাকে বাহিয়া লইয়া যাইবে। এই রূপে সে দশ দিবস বাহিলে তুমি বিপদাশঙ্কাহীন স্থিরতর সমুদ্রে গিয়া পড়িবে, সেখান হইতে আবার এক জন তোমাকে তোমার নিজ অধিকারে রাখিয়া আসিবে। কিন্তু দেখিও নৌকায় উঠিয়া একবারও জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না, তাহা হইলে আবার মহা বিপদ উপস্থিত হইবে—দেখিও সাবধান, যেন ভ্রম ক্রমেও তোমার মুখ হইতে জগদীশ্বরের নাম নির্গত না হয়।"

স্বপ্ন দেখিয়াই আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ত্বরিত উঠিয়াই স্বপ্নাদিষ্ট উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। যথার্থই ভূমির মধ্য হইতে ধনুঃ শর নির্গত হইল। আমি সেই ধনুর্ব্বাণ লইয়া গুম্বেজের উপরিস্থিত অশ্বারোহীকে লক্ষ করিয়া শর ত্যাগ করিলাম। শর স্পর্শ হইবা মাত্রেই মূর্ত্তিটা ঘোটকের উপর হইতে সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া গেল। আমার হস্ত হইতে শরাসনটাও ভূতলে নিপতিত হইল। আমি অমনি সেটী পূর্ব্ব স্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিলাম। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র সংক্ষুভিত হইয়া স্ফীত হইতে লাগিল। ক্রমে জল পর্ব্বতশিখর পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিলে আমি তরীখানির অপেক্ষায় সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। দূরে এক খানি ক্ষুদ্র তরণী দৃষ্ট হইল—আনন্দের আর সীমা রহিলনা, মনে মনে জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। ক্রমে নৌকা খানি আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম নৌকাবাহক একটা পিত্তলময় প্রতিমূর্ত্তিমাত্র, তাহারও উরঃস্থলে অশ্বারোহী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় একখান সীসক ফলকে কতকগুলা মন্ত্র তন্ত্র লিখিত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি আর কোন কথা না বলিয়াই তরণীর উপর অরোহণ করিলাম; পিত্তলময় প্রতিমূর্ত্তিটা অনবরত বাহিতে লাগিল।

দশ দিবসের পর অপরিচিত সমুদ্র ছাড়াইয়া পরিচিত পথে অসিয়া উপস্থিত হইলাম। অকূল সমুদ্রে এত দিন কেবল চতুর্দ্দিকই জলময় দেখিতে ছিলাম, এখন কয়েকটী দ্বীপ নয়ন গোচর হইল; আর আমার আনন্দের সীমা রহিল না আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম "জগদীশ্বরের সুমহান্ নামের জয় হউক!—এক মাত্র জগদীশ্বরই পরম দেবতা, তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই!" অমনি সেই পিত্তলময় কর্ণধার আমাকে জলে ফেলিয়া দিল এবং

নৌকাখানিও জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। আমি পুনরায় নিরাশ্রয় অবলম্বনহীন সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইলাম!

আমি সন্তরণে বিশেষ পটু, স্তুতরাং সেসময়েও এক কালে হতাশ না হইয়া সন্তরণে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে দিবা অবসান হইল, রজনীর অন্ধকারে চারি দিক আবৃত হইয়া আসিল। আমিও অনবরত সাগর তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, হস্ত পদ ক্রমে অবশ হইয়া আসিল—আর সন্তরণ দিতে পারি না। আমি সেই ভয়ানক অবস্থায় জীবনাশায় নিতান্ত হতাশ হইয়া সেই এক মাত্র জগদীশ্বরের উপর আত্ম সমর্পণ করিলাম এবং বারম্বার মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস সূচক পদ গুলি * উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। এই সময় সহসা প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্র সংক্ষুভিত হইয়া উঠিল; উত্তাল তরঙ্গ-মালা উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা কে বুঝিতে পারে—উচ্চ প্রাসাদ তুল্য একটা বৃহৎ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, সেই অনন্ত পিতারই অভিপ্রায় সাধনের জন্য, আমাকে তীরে ফেলিয়া দিল। আমি কূলে উঠিয়া আর্দ্র গাত্রবস্ত্রগুলি নিংড়াইয়া, শুকাইবার জন্য, ভূমির উপরে বিস্তীর্ণ করিয়া দিলাম এবং বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। অপরিমিত পরিশ্রমে সমস্ত অঙ্গ অবশপ্রায় হইয়াছিল, সমস্ত রজনী নিদ্রাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া বস্ত্রগুলি পরিধান করিলাম এবং স্বরাজ্যে যাইবার পথ অন্বেষণে চলিলাম। কূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, আমি সেই দিকে গেলাম। সেই ক্ষুদ্র বনটী বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, আমি যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সে স্থানটী সমুদ্র মধ্যস্থ একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র; দ্বীপের মধ্যে জনমানবের সংশ্রব নাই—যাইবার পথ নাই, থাকিবারও স্থান নাই। মনে মনে বলিলাম "হায়! একি বিড়ম্বনা! এক একটী বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার তদপেক্ষা গুরুতর বিপদে নিপতিত হইতেছি!—হায়, ঈশ্বর আমার প্রতি এমন নির্দ্দয় হইলেন কেন? এরূপ যন্ত্রণা অপেক্ষা যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।" হৃদয় মধ্যে নানারূপ দুর্ভাবনা উদিত হইতে লাগিল; কি করি নিরুপায় সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলাম।

* "লা এল্ এলাহা এল্ আল্লা হো" ইত্যাদি।

আমি এইরূপে নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছি, দূরে সমুদ্র মধ্যে এক খানি জনপূর্ণ পোত নয়নপথে নিপতিত হইল। দেখিলাম সেই তরণীখানি আমার দিকেই আসিতেছে। পোতখানি কোথায় যায়, লোকগুলি কি করে, দেখিবার জন্য একটী বৃক্ষের উপর উঠিলাম। আ! দেখিতে দেখিতে তরী খানি কূলেই আসিয়া লাগিল এবং কতকগুলি ক্রীত দাস কুঠার কুদ্দালি প্রভৃতি খননাস্ত্র লইয়া তীরে অবরোহণ করিল। আমি তাহাদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপাদি দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গাঢ় পত্র রাশির মধ্যে আত্মগোপন করিলাম। ক্রীত দাসগণ নামিয়া আসিয়া দ্বীপের মধ্যভাগ খনন করিতে লাগিল। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে একটী গুপ্ত দ্বার প্রকাশিত হইল। তাহারা সেই দ্বারটী উন্মুক্ত করিয়া পোত মধ্যে ফিরিয়া গেল এবং তথা হইতে রুটী, ময়দা, ঘৃত, মধু, মেষ প্রভৃতি নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহিয়া সেই দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই রূপে ক্ষণকাল দাসগণ দ্রব্যাদি আনিবার জন্য ক্রমাগত পোত মধ্যে গতায়াত করিতে লাগিল। আহারীয় দ্রব্যাদি সমস্ত আনীত হইলে, দাসগণ জাহাজ হইতে নানাবিধ মনোহর বহুমূল্য বস্ত্র সকল বাহির করিয়া আনিল। তাহাদের সঙ্গে একটী পলিতকেশ বৃদ্ধ শেখ একটী সুন্দর অতুল রূপবান্ বালকের হস্ত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল। বালকের গঠনসৌষ্ঠব ও অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। বাস্তবিক, ঠাকুরাণি! বলিতে কি সেরূপ জগন্মোহন রূপ আর কখনও দেখি নাই, দেখিবও না, তাহার অঙ্গযষ্টি যেন ইন্দ্রজালময়—দেখিলে একেবারে মন মোহিত হইয়া যায়—পাষাণ হৃদয়ও স্নেহরসে গলিয়া যায়। সে যাহা হউক, এখন সেই ক্রীত দাসগুলি ও সেই বালকসহ বৃদ্ধ শেখ দ্বীপের মধ্যদেশে আসিয়া গুপ্ত দ্বারের মধ্য দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য বৃক্ষের উপরেই লুকাইয়া রহিলাম।

অন্যূন দুই ঘণ্টা কালের পর দাসগুলি ও বৃদ্ধ শেখ ভূমধ্য হইতে বহির্গত হইল, কিন্তু সেই বালকটী আর তাহাদের সহিত আসিল না,—সেই গহ্বর মধ্যেই রহিয়া গেল। ক্রীত দাসগণ বাহিরে আসিয়া গুপ্তদ্বারটী পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া দিল এবং মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া জাহাজে আরোহণ করিল। নাবিকগণ পোতখানি ছাড়িয়া পালি তুলিয়া দিল; সেখানি

বায়ুভরে বেগে চলিয়াগেল। আমি ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলাম এবং সেই গুপ্তদ্বারটীর নিকটে গমন করতঃ উপরিস্থ মৃত্তিকারাশি সরাইয়া দ্বারটী উন্মুক্ত করিলাম। নিম্নে একটী কাষ্ঠময় সোপানশ্রেণী প্রকাশিত হইল। আমি সেই সোপান বহিয়া নামিয়া গেলাম। নিম্নদেশে একটী অপূর্ব্ব বাসস্থান নয়নগোচর হইল। বাসস্থানটী নানারূপ বস্ত্রে ও নানা বর্ণের উর্ণানির্ম্মিত গালিচায় বিভূষিত। আমি সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; দেখিলাম সেই সুরূপ বালকটী একটী উচ্চ শয্যার উপর বসিয়া আছে,—সম্মুখে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম ও ফলমূল সজ্জিত রহিয়াছে। বালকটী আমাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল, ভয়ে তাহার মুখবর্ণ মলিন হইয়াগেল। আমি তাহার সেই ভাব দেখিয়াই বলিলাম "প্রভু! আপনার ভয় নাই—আপনি সুস্থ হউন। লোচনানন্দপ্রদ! আমি মনুষ্য—তোমারই ন্যায় রাজপুত্র। জগদীশ্বর তোমার এই নির্জ্জন স্থানের দুঃখ দূর করিবার জন্যই আমাকে সঙ্গী করিয়া মিলাইয়া দিলেন—অতএব ভয় নাই ; আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট বাসনায় আসি নাই।" আমার সেই কথা শুনিয়াই তাহার ভয় দূর হইল—পূর্ব্ব মুখকান্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিল। আমি যে তাহারই ন্যায় মনুষ্য জাতি, তাহা জানিয়া সে পরম আনন্দে আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিল "ভাই, আমার বিবরণ অতি অদ্ভুত। আমার পিতা একজন শ্রেষ্ঠ রত্নবণিক্। তাঁহার সেই ব্যবসায়ের জন্য বহুসংখ্যক ক্রীতদাস নিযুক্ত আছে, তাহারা পোতারোহণে দেশবিদেশে ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া বেড়ায়। পিতা দেশ বিদেশের নরপতিদিগের নিকট নানাবিধ বহুমূল্য রত্নাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন। জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার সম্পত্তির সীমা নাই, কিন্তু বহুদিবসাবধি তিনি পুত্রসম্পত্তিতে বঞ্চিত ছিলেন সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সুখের কারণ থাকিতেও মনে মনে দুঃখ ভোগ করিতেন। এইরূপে কিছু কাল কাটিয়া যায়, এক দিন স্বপ্ন দেখিলেন, শীঘ্রই একটী পুত্রসন্তান লাভ করিবেন—কিন্তু তাহার পরমায়ু অতি অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হইবে। তিনি সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াই বিষণ্ণহৃদয়ে উঠিয়া পড়িলেন*। সেই ঘটনার

* আরবীয়েরা অপরাপর নিমিত্ত সকলের মধ্যে স্বপ্নকেই অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকে।

অল্পদিবস পরেই জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমার মাতা গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে আমাকে প্রসব করিলেন। পিতা পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। এই সময় কতকগুলি দৈবজ্ঞ জ্যোতির্ব্বেত্তা পিতার নিকটে আসিয়া বলিল 'প্রভু! আপনার পুত্র পঞ্চদশ বৎসর মাত্র জীবিত থাকিবে। সমুদ্র মধ্যে একটী আশ্চর্য্য অয়স্কান্তমণিময় পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের উপর একটী পিত্তলময় অশ্বারোহী স্থাপিত আছে, সেই পিত্তলময় মূর্ত্তির গলদেশে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রতন্ত্র লিখিত একখানি সীসফলক ঝোলান আছে, পঞ্চদশ বৎসর পরে যখন সেই মূর্ত্তিটী সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই সময়েই আপনার পুত্র নিহত হইবে। যে সেই মূর্ত্তিটী জলে ফেলিয়া দিবে, সে-ই আপনার পুত্রকে বিনাশ করিবে। তাহার নাম খাসীব-তনয় নরপতি আজীব *।' পিতা তাহাদের সেই কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভাবী বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে আমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ হইয়া আসিল। সেই ভাগ্যপরীক্ষক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পুনরায় আমার পিতার নিকট আসিয়া বলিল 'প্রভু, সমুদ্র মধ্যস্থ অয়স্কান্তমণিপর্ব্বতের অশ্বারোহী মূর্ত্তি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। খাসীবতনয় নরপতি আজীবই তাহা জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।' পিতা সেই কথা শুনিয়াই এই গুপ্ত বাসস্থানটী প্রস্তুত করিয়া, যত দিন বিপদ-সম্ভাবনা উত্তীর্ণ হইয়া না যায়, তত দিনের জন্য আমাকে এই খানে রাখিয়া গিয়াছেন। নরপতি আজীব পাছে আমাকে বিনাশ করে সেই ভয়েই আমি এখানে বাস করিতেছি। আমি আর দশদিন মাত্র এই স্থানে থাকিব—দশ দিবস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর আমার ভয় নাই।"

তাহার সেই কথা শুনিয়াই আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম—মনে মনে বলিলাম, সেকি! আমিইত নরপতি খাসীবের পুত্র আজীব, আমিইত অয়স্কান্ত-পর্ব্বতের অশ্বারোহী মূর্ত্তি জলে নিক্ষেপ করিয়াছি। আমি

* আজীব—অদ্‌ভুত।

এই অতুল রূপবান্ বালকের হন্তা? কখনই না! আল্লার দোহাই—হত্যাত দূরের কথা আমি ইহার গাত্রের এক গাছি লোমও নষ্ট করিব না—আমি কখনই ইহার অনিষ্ট করিবনা। অনন্তর বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যদি "পরমপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার মস্তকের এক গাছি কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবেনা—তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমার সহিত থাকিয়া তোমার প্রয়োজন সাধন করিব এবং তুমি যখন নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া যাইবে, তখন তোমার সঙ্গে গিয়া তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা করিব যে, তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আমার দেশে পাঠাইয়া দেন। অবশ্য, তিনি আমাকে স্বস্থানে পাঠাইয়া দিলে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।" বালক আমার প্রস্তাবে পরম প্রীত হইল। আমি তাহার সহিত একত্র উপবেশন করিয়া নানাবিধ কথায় বার্ত্তায় সমস্ত দিবা যাপন করিলাম। রজনী উপস্থিত হইলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলাম, বালক শয়ন করিল; আমি অঙ্গাচ্ছাদনী দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া তৎপার্শ্বেই নিদ্রা গেলাম। প্রত্যুষ সময়ে উঠিয়া যথাবিধি জল আনিয়া দিলাম; বালক হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া বলিল ভাই, এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ ও অমায়িকতার জন্য জগদীশ্বর তোমাকে পুরস্কার প্রদান করুন। যদি আমি কোন রূপে আজীব নরপতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার এইরূপ অসীম গুণের কথা পিতার নিকটে বর্ণন করিব, তিনি অবশ্যই ইহার উচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া তোমার যথোচিত পূজা করিবেন।" আমি বলিলাম "জগদীশ্বর করুন, যে দিন তোমার কোন রূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সে দিন যেন প্রভাত না হয়।" অনন্তর আমি তাহার সম্মুখে কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিলাম এবং উভয়ে পরম আনন্দে একত্র আহারাদি করিলাম। সে দিনও নানাবিধ কথায় বার্ত্তায় ও আমোদ প্রমোদে কাটিয়া গেল।

এইরূপে আমি নয় দিবস তাহার যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিলাম। দশম দিবসে প্রাতে বালক বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইল মনে করিয়া পরম আনন্দিত হইল এবং আমাকে আহ্বান করিয়া বলিল "ভাই যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য কিঞ্চিৎ জল উষ্ণ কর, তাহা হইলে আমি সেই জলে স্নান ও সর্ব্বাঙ্গ



বেশ ঘর চিত্র !

প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করি। বোধ হইতেছে, তোমার সাহায্যে এযাত্রা মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম, আর বিপদের আশঙ্কা নাই।" "এখনই,—আনন্দের সহিত তোমার অভিলষিত সাধন করিতেছি" আমি এই কথা বলিয়াই তাহার জন্য কিঞ্চিৎ জল উত্তপ্ত করিয়া আনিয়া দিলাম। সে একটী নিভৃত স্থানে গিয়া স্নানাদি সমাধানন্তর অপর নূতন বসন ভূষণাদি পরিধান করত বিশ্রামার্থ শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিল। সে কি চাহে আমি তাহারই অপেক্ষায় নিকটে রহিলাম। বালক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া বলিল "ভাই, আমার বড় তরমুজ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে; তুমি একটী তরমুজ

ছেদন করিয়া তাহার রসের সহিত কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করিয়া দাও।” আমি উঠিলাম,—বালকের ইচ্ছানুসারে একখানি থালের উপরে করিয়া একটী তরমুজ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “ভাই আমি ছুরিখানি খুঁজিয়া পাইতেছি না—সেখানি কোথায় আছে জান?” সে বলিল “দেখদেখি, আমার মস্তকের উপরে এই তাকের উপর সেখানি আছে।” আমি উপরে উঠিয়া ছুরিখানি কোষ হইতে লইয়া যেমন নামিয়া আসিব, অমনি হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া তাহার উপরি নিপতিত হইলাম। জগদীশ্বরের যেমন ইচ্ছা—ছুরিখানি তাহার হৃদয়ে একেবারে আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। আহা! বালকটী অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি যখন দেখিলাম বালকটী নিহত হইয়াছে—আমিই তাহার হন্তা, তখন যে আমার কি হইল তাহা বলিতে পারি না। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম এবং গাত্র-বস্ত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অনবরত কপোলে করাঘাত পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলাম। হায় কি হইল! হায় কি করিলাম! আ কি দুরদৃষ্ট! হা জগদীশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এ হত্যাদোষে দোষী নহি! আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক নিরপরাধ বালকের প্রাণ বধ করি নাই। হায়, আমি যদি পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইতাম,—যদি আমি সেরূপ ভয়াবহ বিপদ সকলে পতিত হইয়া উদ্ধার না হইতাম, তাহা হইলে আর এরূপ বিষম অনিষ্টসংঘটন হইতে পারিত না!

আর বৃথা বিলাপ করিলে কি হইবে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—আর উপায় নাই। আমি সেই কাষ্ঠসোপান দিয়া গহ্বর হইতে ভূমির উপরে উঠিলাম এবং গুপ্ত দ্বারটী রুদ্ধ করিয়া দিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিলাম। স্থানটী পুনরায় পূর্ব্ববৎ হইল। আমি ধীরে ধীরে পূর্ব্ব স্থানে গিয়া জাহাজখানির অপেক্ষায় সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল মধ্যে দেখিলাম, সেই পোতখানি সাগরের তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া বায়ুভরে দ্রুত সেই দিকে আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম ইহারা বালককে নিহত দেখিয়া যদি আমাকে এই স্থানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে বিনাশ করিবে। আবার জীবনাশা অত্যন্ত বলবতী হইল। প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ একটী বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক পত্ররাশির মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। ক্রমে পোতখানি তীরে আসিয়া লাগিল। সেই

ক্রীত দাসগণ ও বালকের পিতা বৃদ্ধ শেখ কূলে অবতীর্ণ হইয়া গুপ্ত দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের উপরিস্থ মৃত্তিকাগুলি আর্দ্র দেখিয়াই সকলে একেবারে চমকিয়া গেল। দাসগণ পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকাগুলি তুলিয়া দ্বারটী উন্মুক্ত করিল। বৃদ্ধ অনুচরবর্গের সহিত গহ্বরের মধ্যে নামিয়া গেল। হায়! কোথায় তাহার পুত্র! সে নিহত, উর্দ্ধমুখে পতিত রহিয়াছে। যদিও তখন প্রাণবায়ু নাই, তথাপি তাহার সেই মনোহর মুখখানি তেমনই রহিয়াছে! পরিষ্কৃত বসনভূষণগুলি তেমনই পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে! পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা উরঃস্থলে বিদ্ধ; আর প্রাণ নাই, নিশ্চেষ্ট! সেই ভয়ানক শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া সকলেই ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধের ত আর কথাই নাই—সে দারুণ শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ ভূতলে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ এতক্ষণ নিশ্চেষ্ট নিশ্চল পড়িয়াছিল, যে পরিচারকগণ মনে করিল বুঝি সঙ্গে সঙ্গে প্রভুরও প্রাণ বিয়োগ হইল। যাহা হউক অনেকক্ষণের পর বৃদ্ধ শেখ জ্ঞান লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিচারকগণ প্রভুপুত্রের প্রাণশূন্য জড় দেহ মহামূল্য বসনে জড়াইয়া লইয়া শেখের সহিত উপরে আগমন করিল। আর কি হইবে, সমস্ত উপায়ই নিষ্ফল হইল—তাহারা গহ্বরস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি একে একে পোতের উপর তুলিয়া লইল এবং জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঠাকুরাণি! আমি সেই নির্জ্জন স্থানে রহিলাম। দিবসে বৃক্ষের উপরে লুকাইয়া থাকিতাম; আর রজনীতে চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। এই-রূপে প্রায় দুই মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি দেখিলাম দ্বীপের পশ্চিম দিক হইতে জলরাশি দিন দিন সরিয়া যাইতেছে। তিন মাসের মধ্যেই সে দিকটী শুষ্ক হইয়া আসিল। আমি সেই নির্জ্জন স্থান হইতে প্রস্থানের উপায় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম এবং পদব্রজে সেই শুষ্ক সমুদ্রগর্ভ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। জলহীন খাতটী অতিক্রম করিয়া একটা বৃহৎ বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হইলাম; সাহসে নির্ভর করিয়া সেটীও অতিক্রম করিয়া চলিলাম। সেই বালুকাময় ভূমির পরপারে দূরে একটী অগ্নি-ময় আকৃতি নয়ন গোচর হইল। আমি সেই দিকেই লক্ষ করিয়া চলিলাম

কতক দূর গিয়া দেখিলাম বাস্তবিক সেই উজ্জ্বল দ্রব্যটী অগ্নি নহে, তাম্রপত্র মণ্ডিত একটী বৃহৎ অট্টালিকা। উজ্জ্বল তাম্রপত্রগুলিতে প্রখর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হওয়াতেই দূর হইতে অগ্নিময় বলিয়া বোধ হইতে ছিল। আমি প্রাসাদটীর গঠনসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। এক জন বৃদ্ধ দশ জন একচক্ষুহীন যুবক সমভিব্যাহারে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইল। আমি সেই যুবকগুলির সকলকেই একচক্ষুহীন দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাহারা আমাকে দেখিয়াই অভিবাদন পূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম; তাহারা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অনন্তর তাহারা আমাকে সাদরে প্রাসাদের মধ্যে লইয়া গেল। আমি দেখিলাম একস্থানে দশখানি কাষ্ঠাসনের উপর নীলবর্ণ* আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে। যুবকগণ সেই আসনগুলির উপরে উপবেশন করিল। বৃদ্ধও তাহাদের সহিত একখানি ক্ষুদ্র আসনে বসিল। একচক্ষু যুবকগণ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়! উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন, কিন্তু আমাদের অবস্থার বিষয়ে, কি এক এক চক্ষু বিনষ্ট হওয়ার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবেন না।" আমি উপবেশন করিলাম। ক্ষণকালের পর বৃদ্ধ উঠিয়া গেল এবং আমাদিগকে কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত করিয়া আনিয়া দিল। আমারা ভোজন করিতে বসিলাম। আহারান্তে শেখ কিঞ্চিৎ মদিরা আনিয়া দিল। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আমরা সুরাপান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলাম। অনন্তর যুবকগণ শেখকে বলিল "আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্য সকল আনয়ন কর। বৃদ্ধ পার্শ্বস্থ একটী গৃহ হইতে মস্তকে করিয়া দশটী আবৃত বারকোষ আনয়ন করিল এবং সেগুলি ভূমিতে স্থাপন করিয়া দশটী বাতি জ্বালিয়া প্রত্যেক বারকোষে এক একটী সংলগ্ন করিয়া দিল। বারকোষ গুলির আবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখিলাম, তন্মধ্যে কেবল কতকগুলা অঙ্গারচূর্ণ-মিশ্রিত ভস্ম রহিয়াছে। যুবকগণ কফোণি পর্য্যন্ত আস্তিন গুটাইয়া সেই অঙ্গারচূর্ণ ও ভস্ম মুখে মাখিতে লাগিল এবং ঘনঘন কপোলে করাঘাত

---

* নীল বর্ণ, শোকসূচক চিহ্ন।

করিয়া বলিতে লাগিল "হায় আমরা স্বচ্ছন্দে শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিলাম—আমাদের অন্যায় কৌতূহল সে সুখ ভোগ করিতে দিল না!" আমি তাহাদের সেইরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। যুবকগণ সমস্ত রজনী সেইরূপ মুখে ছাই ভস্ম মাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। প্রভাত সময়ে শেখ কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত জল আনিয়া দিল। তাহারা সেই জলে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া এবং বসন পরিবর্ত্তন করিয়া পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইল। সমস্ত রাত্রের সেই অদ্ভুত ব্যাপার সকল দেখিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম—নিজ দুঃখ ক্লেশ সমস্ত একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কারণ জানিবার জন্য হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আর থাকিতে পারিলাম না, তাহাদিগকে সেই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল "যুবক! যে বিষয়ের সহিত তোমার কোন সংশ্রব নাই তাহা জিজ্ঞাসা করিওনা—তুমি কি জান না, যে নিস্তব্ধ থাকে, সে কখনও ভ্রমদোষে দূষিত হয় না?—অতএব নিস্তব্ধ থাক। যদি সুখে থাকিতে চাও কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিও না।" আমি আর তখন কিছুই বলিলাম না, তাহাদের কথায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

এইরূপে পূর্ণ এক মাস কাল তাহাদের সহিত রহিলাম। তাহারা প্রত্যহ রাত্রেই সেইরূপ অঙ্গারচূর্ণ ও ভস্ম মুখে মাখিয়া বিলাপ করিত, প্রত্যহই তাহা দেখিতাম, প্রত্যহই মনে মনে কারণ জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিত। কোনক্রমে কষ্টে স্বষ্টে একমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল বটে, কিন্তু আর থাকিতে পারিলাম না, এক দিন তাহাদিগকে বলিলাম "আল্লার দোহাই—পরমপিতা পরমেশ্বরের নামে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কেন তোমরা প্রতি রজনীতেই এরূপ ছাই ভস্ম মাখ, আর কেনই বা 'হায়! আমরা শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিলাম, আমাদের অন্যায় কৌতূহল তাহা ভোগ করিতে দিল না' বলিয়া বিলাপ কর, আমাকে তাহা বলিতে হইবে। তোমাদের এইরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে! তোমরা যদি প্রকৃত কারণ আমাকে না বল, তাহা হইলে আমি এখান হইতে যথেচ্ছা চলিয়া যাইব। লোকে কথায় বলে, যখন নয়নে দেখিতে পাই না, তখন হৃদয়ও ব্যথিত হয় না—আমারও তাহাই, আমিও তাহা হইলে তোমা-

দের এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে পাইবনা, হৃদয়ও ব্যথিত হইবে না।" এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল "যুবক! তোমার নিকটে আমাদের এই দুঃখের কারণ গোপন রাখায় কোন স্বার্থ নাই, আমরা নিজের জন্য তাহা গোপন করি নাই। পাছে তুমিও আমাদের ন্যায় হও—আমরা যে দুঃখ ভোগ করিয়াছি, পাছে তোমাকেও সেই দুঃখ ভোগ করিয়া আমাদের ন্যায় প্রতি রজনীতে বিলাপ করিতে হয়, সেই ভয়েই বলি নাই।" আমি বলিলাম "যাহাই হউকনা কেন, তোমাদিগকে ইহার প্রকৃত কারণ বলিতেই হইবে।" তাহারা বলিল "দেখ, আমরা তোমাকে সৎপরামর্শ দিতেছি—তুমি তাহাতে অবহেলা করিওনা। আমাদের এরূপ অবস্থার কারণ জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে? কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া নিজে নিজের দুঃখ ডাকিয়া আনিবে, কেন তুমি আমাদের ন্যায় একটী অমূল্য চক্ষু রত্ন হারাইবে?" তাহারা আমাকে অনেক প্রকারে বুঝাইল, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিলাম না, কেবল বারম্বার তাহাদের বিবরণ বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিল "তবে তোমার যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, যে আমাদের ন্যায় হইবে, হও; কিন্তু আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশা হইলে আর তোমাকে এখানে থাকিতে স্থান দিবনা—দূর করিয়া দিব।"

অনন্তর তাহারা উঠিয়া একটী মেষ আনয়ন করিল এবং সেটীকে জবাই করিয়া তাহার ছাল খুলিয়া লইয়া বলিল "আইস যুবক এই ছুরিখানি লইয়া মেষ-ত্বকের মধ্যে প্রবেশ কর, আমরা তোমাকে দূরে ফেলিয়া যাই, তাহা হইলে রুখ * নামক এক প্রকার বৃহৎ পক্ষী আসিয়া মেষ বিবেচনায় তোমাকে নখে করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবে এবং আহারার্থে এক পর্ব্বতের উপরে নামাইবে, তুমি অমনি ছুরিকার দ্বারা স্বীয় আবরণ চর্ম্মটী ছেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে? তাহা হইলেই পক্ষী ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। রুখ যেমন উড়িয়া যাইবে, তুমিও অমনি উঠিয়া যাত্রা করিবে। অর্দ্ধ দিবস ভ্রমণের পর একটী স্বর্ণমণ্ডিত চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন

---

* আরব দেশীয় উপন্যাস সকলে প্রচলিত একপ্রকার কাল্পনিক পক্ষী। এইরূপ বর্ণনা আছে, যে এই পক্ষী অবলীলাক্রমে দুই তিনটী হস্তীকে ছোঁমারিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে।

খচিত একটী অত্যুচ্চ প্রাসাদ দেখিতে পাইবে; তুমি সেই প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিও, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে কেন আমাদের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। আমরা সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়াই এক একটী চক্ষু হারাইয়াছি। তোমার আর অধিক শুনিবার প্রয়োজন কি? স্বয়ং গিয়াই সমস্ত দেখিয়া আইস। আমাদের এক এক জনের বিবরণ এত দীর্ঘ যে তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন, সে সকল ইতিহাস শ্রবণ করিতে গেলে তোমার ধৈর্য্য থাকিবে না, অতএব স্বচক্ষে দেখিয়া আসাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

অনন্তর তাহারা আমাকে সেই মেষত্বকের মধ্যে পূরিয়া শেলাই করিয়া বহির্দ্দেশে রাখিয়া প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরেই একটা বৃহৎ শ্বেতবর্ণ পক্ষী আসিয়া মেষত্বক্ সহিত আমাকে তুলিয়া লইয়া চলিল। আমি মেষত্বকের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম সুতরাং সে যে কত ঊর্দ্ধে উঠিল—কতদূর উড়িয়া গেল, কিছুই জানিতে পারিলাম না, কেবল ক্ষণকালের পর বোধ হইল যেন সে আমাকে কোন উচ্চ পর্ব্বতের উপর নামাইয়া দিল। আমি অমনি ছুরিখানির দ্বারা শেলাইগুলি কাটিয়া ফেলিলাম। পক্ষীটা মেষমর্ম্ম হইতে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি নির্গত হইতে দেখিয়াই ভয়ে উড়িয়া পলাইল। আমি দ্রুত উঠিয়াই যুবকদিগের উপদেশ মত প্রাসাদাভিমুখে চলিলাম। প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যথার্থই অট্টালিকাটী তাহাদিগের বর্ণনার অনুরূপ শোভাময়। আমি আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটী সুসজ্জিত গৃহের প্রান্তভাগে বহুমূল্য বসন-ভূষণভূষিতা চত্বারিংশৎটী অতুলরূপবতী মনোহারিণী যুবতী রমণী ছিলেন, তাঁহারা আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "আসুন, আসুন প্রভু, স্বামিন্ আসুন; একমাস কাল হইল আমরা আপনার জন্য এইখানে অপেক্ষা করিতেছি, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!—তিনি আজি আমাদিগকে উপযুক্ত পাত্র যুটাইয়া দিলেন এবং আপনাকেও উপযুক্ত সঙ্গিনী সকল মিলাইয়া দিলেন।" তাঁহারা এইরূপে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াই আমাকে একখানি আসনের উপর উপ-বেশন করাইয়া বলিলেন "আপনি অদ্য হইতে আমাদের প্রভু এবং অধিপতি হইলেন, আপনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তখনই তাহা সমাধা করিব।" রমণীগণ এই কথা বলিয়াই কতকগুলি উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য

আনিয়া দিলেন। আমি পানাহার করিয়া তাঁহাদের মিষ্টালাপে যেন স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে লাগিলাম। কথায় বলে মুনিমনোমোহন রূপ, বাস্তবিক রমণীদিগের রূপ সেইরূপই—তাঁহাদিগকে দেখিলে সংসারবিরাগী ধার্ম্মিক পুরুষেরও মন বিচলিত হয়, তাঁহারাও ঈশ্বরারাধনা ত্যাগ করিয়া যুবতীদিগের দাস হইয়া সানন্দে তাঁহাদের আজ্ঞা শিরে বহন করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করেন, সুতরাং আমি যে একেবারে ভুলিয়া যাইব তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল, রমণীগণ আমার সম্মুখে একটী মেজ স্থাপন করিলেন এবং তদুপরি নানাবিধ ফল মূল ও অপরাপর বর্ণনাতীত উপাদেয় খাদ্য সকল সাজাইয়া দিলেন। আমি আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে তাঁহারা সুরা ও সুরাপানার্থ চসকাদি আনিয়া দিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। রমণীদিগের মধ্যে একজন গান গাহিতে লাগিলেন ও অপর একটী সেই গানের সহিত মিলাইয়া বীণা বাদন করিতে লাগিলেন। সুমধুর সুরাপূর্ণ চসক হস্তে হস্তে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আ! ঠাকুরাণি! কি বলিব—হৃদয়মধ্যে আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল; আহ্লাদে মন এমনি মাতিয়া উঠিল, যে তাহাতে আর কোনরূপ পার্থিব চিন্তাই স্থান পাইল না। আমি বলিয়া উঠিলাম "আ, কি আনন্দ!—কি সুখ!—এমন সুখের জীবন আর কাহার আছে?" সমস্ত রজনী সেইরূপ অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। পর দিন প্রাতে উঠিয়া স্নানশালায় প্রবেশ করিলাম এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া স্নান করিলাম। রমণীগণ আমাকে একটী মহামূল্য নূতন বেশ আনিয়া দিলেন। আমি সেই নববেশ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইলাম, রমণীগণ ভোজ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিলেন; আমরা সকলে পুনরায় একত্র পানাহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম।

এইরূপে পরম সুখে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। নব বর্ষের প্রথম দিবসে রমণীগণ আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতে ও আমার বসনপ্রান্ত ধরিয়া বারম্বার বিদায় চাহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি, তোমরা রোদন করিতেছ কেন—এমন সুখের সময়ে তোমাদের আবার কি নূতন দুঃখ উপস্থিত হইল?" তোমরা

দের রোদন দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে; বল, কি হইয়াছে বল কি দুঃখে রোদন করিতেছ বল, আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

"প্রিয়তম! তোমার সহিত যদি আমাদের সাক্ষাৎ না হইত—তুমি যদি আমাদের আলয়ে না আসিতে—পরস্পর আলাপ না হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। আমরা এপর্য্যন্ত এত পুরুষের সহবাস করিয়াছি কিন্তু তোমার ন্যায় রসিক সুপুরুষ কাহাকেও দেখি নাই" রমণীগণ আমার প্রশ্নের উত্তরে এই কয়টী কথা মাত্র বলিয়াই পুনরায় রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি আর থাকিতে পরিলাম না, পুনরায় ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি তোমাদের রোদনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি—বল তোমরা কেন কাঁদিতেছ?" তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিলেন "প্রিয়তম! তুমিই আমাদের রোদনের কারণ, তোমার জন্যই আমরা রোদন করিতেছি—পাছে তোমার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে সেই ভয়েই কাতর হইয়াছি। এখনও যদি তুমি আমাদের কথা শুন—উপদেশানুযায়ী কার্য্য কর, তাহা হইলে আর আমাদিগকে কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে না। কিন্তু যদি তুমি তাহার বিপরীত কার্য্য কর তাহা হইলে আমরা তোমাকে এখন হইতেই হারাইলাম। প্রিয়তম, আমাদের মন কেমন বলিতেছে, তুমি আমাদের কথা শুনিবেনা আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে হারাইব।" আমি বলিলাম "কি করিতে হইবে বল, আমি অবশ্যই তোমাদের আজ্ঞা পালন করিব, কখনই তাহার অন্যথা হইবেনা।" সেই কথা শুনিয়াই তাঁহারা বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি যদি আমাদের প্রকৃত বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শুন আমরা বলিতেছি;—আমরা সকলেই রাজকন্যা। বহু দিবস হইতে আমাদের এইরূপ রীতি আছে যে, আমরা সকলে এই প্রাসাদ মধ্যে একত্র নানাবিধ আমোদ প্রমোদের সহিত বাস করি। সমস্ত বৎসর এই খানেই কাটিয়া যায়, কেবল বৎসরের মধ্যে চত্বারিংশ দিবস মাত্র নিজ নিজ পিতৃভবনে গিয়া থাকি, এবং চত্বারিংশদ্দিন অতিবাহিত হইয়া গেলেই আবার এক বৎসরের মত এই স্থানে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করি। আমাদের ব্যবহারিক রীতিই এইরূপ। এখন ভয় হইতেছে—বাটী যাইবার সময় উপস্থিত, আমাদের অনুপস্থিতি কালে হয়ত তুমি উপদেশমত

কার্য্য করিবে না, সুতরাং আমরা তোমাকে হারাইয়া অকূল দুঃখসাগরে ভাসিব। আমরা তোমাকে এই প্রাসাদের এক শতটী কুঞ্জি প্রদান করিতেছি; এই শত কুঞ্জিতে একশতটী ভিন্ন ভিন্ন পুরির দ্বার উদ্ঘাটন করা যায়। তুমি সেই সকল দ্বারের মধ্যে একোনশতটী দ্বার মুক্ত করিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি দর্শন করিও, পানাহার করিয়া আমোদ প্রমোদ করিও কিন্তু যে দ্বারটী উজ্জ্বল স্বর্ণমণ্ডিত সেইটী খুলিও না। সেই দ্বারটী খুলিলে নিশ্চয়ই মহা বিপদ ঘটিবে—নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে হারাইব। দেখিও, দেখিও যেন আমাদের কথায় অবহেলা করিয়া আমাদিগকে চিরদুখিনী করিওনা।” তাঁহাদের সেই কথাগুলি শুনিয়াই আমি শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে কখনই সে পুরির দ্বার খুলিবনা। তাঁহারা কতক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন; আমি একাকী সেই প্রাসাদ মধ্যে রহিলাম।

অপরাহ্ন সময়ে প্রথম দ্বারটী উদ্ঘাটিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আহা কি অপূর্ব্ব শোভা, যেন দ্বিতীয় স্বর্গভুবনের ন্যায় মনোহর স্থান দেখিয়াই আমার মন একেবারে ভুলিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে সুপক্ক ফলভরে অবনত হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ সকল বায়ুভরে যেন নৃত্য করিতেছে, নানাবিধ কলকণ্ঠ পক্ষী সকল সেই বৃক্ষগুলির শাখায় শাখায় গীত গাহিয়া বেড়াইতেছে, কৃত্রিম স্রোতস্বতী সকল কলকল রবে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। সেই সকল মনোহর স্বভাবশোভা দেখিয়া হৃদয় যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমি প্রস্ফুটিত কুসুমকুলের মধুময় সুবাস আঘ্রাণ করিতে করিতে ও পক্ষীকুলের সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত পরমপিতা জগৎপাতার মহিমা কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আহা কি মধুর শোভা! সুপক্ক আপেল ফল কুপিতা মনিনী প্রণয়িনীর আরক্ত কপোল-রাগ ও তৎপ্রণয়ী জনের ভয়পাণ্ডুর মুখবর্ণ এই উভয়ই এক কালে অনুকরণ করিয়া যেন নব প্রেমিক যুবক যুবতীকে পরিহাস করিতেছে; কুইন্স ফলগুলি কুন্দুরু ও মৃগনাভির ন্যায় মনোহর সুবাস বিতরণ করিতেছে, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কুল গুলি বৈদুর্য্য মণিকে পরাভূত করিয়াই যেন হাসিতেছে। ঠাকুরাণি! আমি সেই সকল স্বভাবশোভা দর্শন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং সে দ্বারটী রুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় পুরির দ্বার উদ্ঘাটিত করিলাম। একটী বৃহৎ উদ্যান,

প্রকাশিত হইল। উদ্যানের মধ্যে তাল তরুই অধিক ; একটী স্রোতস্বতী গোলাপ যাতি যুথি প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষের মূল সিক্ত করিয়া মৃদুবেগে বহিয়া যাইতেছে। কুসুম সকলের অপূর্ব্ব সুবাসে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া গিয়াছে। সে স্থানটীও এমনি মনোহর যে, যেদিকে নয়নক্ষেপ করি, সেই দিকই একেবারে মোহিত করিয়া ফেলে। যাহা হউক সে দ্বারটীও বন্ধ করিলাম এবং তৃতীয় দ্বারটী খুলিয়া একটী বৃহৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিলাম গৃহতল নানা বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরে ও নানারূপ বহুমূল্য মণিমাণিক্যে বিনির্ম্মিত, ইতস্ততঃ চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত পিঞ্জর সকল সজ্জিত রহিয়াছে—সেই সকল পিঞ্জরের মধ্য হইতে পক্ষীগণ আনন্দে গান গাহিতেছে, গৃহ মধ্যেই কতকগুলি বৃক্ষ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া আছে, এবং সেই বৃক্ষ সকলের শাখায় শাখায় পক্ষীকুল নাচিয়া বেড়াইতেছে। এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াই আমার হৃদয় একেবারে আনন্দে নাচিয়া উঠিল—সমস্ত পার্থিব চিন্তা মন হইতে একেবারে বিদূরিত হইল। আমি সেই খানেই শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া সে দ্বারটী রুদ্ধ করত চতুর্থ পুরির দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম। চতুর্থ পুরি একটী বৃহৎ অট্টালিকা, তাহার মধ্যে চত্বারিংশৎটী মুক্তদ্বার গৃহ ; আমি একে একে সেই সকল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গৃহগুলির মধ্যে রাশি রাশি পদ্মরাগ সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি বর্ণনাতীত মণিমাণিক্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে। আমি সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্যজাত দর্শন করিয়া একেবারে চমকিয়া গেলাম ; মনে মনে বলিলাম, একি ! এরূপ মহামূল্য মণি মাণিক্যত কোন রাজভাণ্ডারেই নাই !—আজি আমি এই সকল ধনের অধিপতি !—আ, কি সুখ ! আজি আমি অদ্বিতীয় সম্রাট। আমি এই অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী, চত্বারিংশৎটী মনোমোহিনী অলোকসামান্য রূপবতী যুবতীর অধিপতি !—আমার সহিত এই অতুল সুখের অংশ লয় এমন দ্বিতীয় পুরুষ নাই—আমিই এসকল স্ত্রীরত্ন ও ধনরত্নের এক মাত্র স্বামী !

এইরূপে আমি প্রত্যহ নূতন নূতন পুরি দর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে উনচত্বারিংশৎ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, এখন কেবল নিষিদ্ধ দ্বারটী মাত্র অবশিষ্ট—আমি একে একে সকলগুলিই দেখিয়াছি কেবল সেই স্বর্ণমণ্ডিত

দ্বারটী খুলিয়া দেখা হয় নাই। কেমন যে অন্যায় চাঞ্চল্য সেই দ্বারটী খুলিবার জন্যই বিষম কৌতূহল জন্মিল। রমণীদিগের ফিরিয়া আসিতে আর এক দিন মাত্র বিলম্ব আছে ; কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, আমার এই বর্ত্তমান দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং সয়তানের প্ররোচনায় আমার মন কেবল সেই দিকেই ধাবিত হইতে লাগিল। আর আমার ধৈর্য্য রহিল না, আমি নিষিদ্ধ দ্বারটী উদ্‌ঘাটিত করিলাম, অমনি কেমন একপ্রকার সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। আমি সেই গন্ধে কেমন যেন মদোন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলাম, সর্ব্ব শরীর যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, পদদ্বয় যেন আর শরীরভার বহন করিতে পারিল না—মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলাম। ক্ষণকালের পর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে পুনরায় উঠিয়া সাহসে নির্ভর করত পুরির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ভূতলে রাশি রাশি জাফ্‌রাণ ছড়ান রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে স্বর্ণময় দীপাধার সকলে উজ্জ্বল প্রদীপ জলিতেছে ও সেই সকল দীপ হইতে মুসব্বর ও মৃগনাভির সুবাস নির্গত হইতেছে, দুইটী গন্ধদ্রব্যাধারে চন্দন কাষ্ঠ অম্বর ও মধু মিশ্রিত এক প্রকার অপূর্ব্ব গন্ধ দ্রব্য রহিয়াছে। আমি সেগুলি ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলাম ; একটী অপূর্ব্ব কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব নয়নগোচর হইল। আমি সেটীর অদ্ভুত অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া একেবারে চমকিত হইয়াগেলাম। অশ্বটীর সম্মুখে দুইটী বৃহৎ কাচপাত্র রহিয়াছে, পাত্রদ্বয়ের একটী পরিষ্কৃত তিল ও অপরটী মৃগমদবাসিত গোলাপজলে পূর্ণ। অশ্বটী বাঁধা ছিল বটে, কিন্তু স্বর্ণময় পর্য্যানাদি দ্বারা সজ্জিত ছিল। আমি তাহার সেইরূপ সজ্জা ও সুখসেব্য পান ভোজনাদি দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম অবশ্যই এ অশ্বটীর কোন প্রকার অসাধারণ গুণ আছে। নতুবা ইহার এত যত্ন হইবে কেন? সেগুণ যে কি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল সয়তানপ্রেরিত হইয়া সেটীকে খুলিয়া আনিলাম এবং পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রশ্মি গ্রহণ করিলাম। অশ্ব যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি রহিল, রশ্মিসঙ্কেত মানিল না ; আমি তাহার কুক্ষিদেশে পদাঘাত করিলাম, তথাপি সে এক পদও চলিল না ; সুতরাং একগাছি মিক্‌রার কশা গ্রহণ করিয়া সবলে প্রহার করিলাম। অমনি অশ্বটা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় কর্ক্কশ রব করত দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশমার্গে উৎপতিত হইল। আমি তাহার পৃষ্ঠে উপবিষ্ট

ছিলাম সুতরাং আমিও সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া চলিলাম। অশ্বটা কতক দূর গিয়া সহসা আমাকে একটা প্রসাদের ছাদে ফেলিয়া দিল এবং পুচ্ছের আঘাতে এই চক্ষুটী বিনষ্ট করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি সেই অবস্থায় সৌধশিখর হইতে কষ্টেস্থষ্টে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, সেই পূর্ব্বকথিত তাম্রপত্রমণ্ডিত প্রাসাদেই উপস্থিত হইয়াছি। একচক্ষু যুবকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহারা আমাকে দেখিয়াই বলিল "অবাধ্য যুবক, তোমার আর এখানে অভ্যর্থনা নাই—যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।" আমি অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম "ভাই! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে অমাকে ত্যাগ করিওনা তোমাদের সঙ্গে লও।" তাহারা উত্তর দিল "আল্লার দোহাই, তুমি আমাদের সহিত থাকিতে পাইবে না—যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।" অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিলনা। কি করি কাজে কাজেই আমাকে ব্যাকুলিতহৃদয়ে রোদন করিতে করিতে তথা হইতে বিদায় হইতে হইল। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় পথে আর কোন বিপদ ঘটিল না; শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া ভিক্ষুক বেশে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তৃতীয় রাজভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত হইল, প্রধানা রমণী খলীফে জাফর ও মেসরুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বল,—তোমাদের প্রকৃত বিবরণ কি বর্ণন কর।" জাফর উঠিয়া রমণীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, পূর্ব্বে দ্বরোদ্ঘাটনকারিণীকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ কাল্পনিক বিবরণই বর্ণন করিলেন। রমণী তাঁহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলকে অব্যাহতি প্রদান করত বিদায় হইতে বলিলেন। সকলে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল। খলীফে রাজপথে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এখন কোথায় যাইবে?" তাহারা বলিল "কোথায় যাইব তাহা আমরা এখনও জানিনা—আমাদিগের যাইবার কোন নিরূপিত স্থান নাই।" হারুণ উর্‌রসীদ সেই কথা শুনিয়াই তাহাদিগকে আপনার সহিত লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং জাফরকে বলিলেন "তুমি ইহাদিগকে এখন নিজ আবাসে লইয়া যাও, প্রাতঃকালে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিও; শেষে কি ফল ফলে দেখা যাইবে।" জাফর তাঁহার আজ্ঞানুসারে

তাহাদিগকে নিজ আবাসে লইয়া গেলেন। খলীফে রাজ প্রাসাদে গিয়া শয়ন করিলেন, নূতন ঘটনাটীর বিষয় হৃদয়ে অন্দোলিত হইতে লাগিল—নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে খলীফে সভা মধ্যে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ ও সভাসদ্‌গণ আসিয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিল। নরপতি সকলকে বিদায় দিয়া উজীর জাফরকে বলিলেন "কল্য রজনীর সেই রমণীত্রয় কুক্কুরীদ্বয় ও ভিক্ষুকগণকে এইখানে আনয়ন কর।" আজ্ঞা মাত্রেই উজীরবর উঠিয়া সকলকে নরপতি-সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ভিক্ষুকত্রয় সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইল, রমণীগণ যবনিকার অন্তরালে রহিলেন। জাফর রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "গত রজনীর ভদ্রাচারের জন্য ও আমরা যে কে তাহা তোমরা জানিতেনা বলিয়া তোমাদিগের দোষ মার্জ্জনা করা গেল। এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি, যে তোমরা এল্ আব্বাসবংশধুরন্ধর হারুণ উর্ রসীদের সম্মুখে আনীত হইয়াছ। অতএব সত্য ভিন্ন মিথ্যা উত্তর প্রদান করিও না।" অনন্তর জাফর খলীফের অভিপ্রায়ানুসারে জ্যেষ্ঠা রমণীকে নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রধানা রমণী অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেনঃ—



প্রথমা নাগরী। *

নরনাথ! আমার ইতিহাস অতি অদ্ভুত। এই যে দুইটী কুক্কুরী দেখিতেছেন ইহারা আমার ভগিনী। আমরা যদিও ভিন্ন ভিন্ন মাতার গর্ভজাত, কিন্তু পিতা একই। আমিই সর্ব্ব কনিষ্ঠা। পিতা পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। পিতার মৃতুর পর জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয় পাণিগ্রহণ করিলেন এবং পতিসহবাসসুখভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে পর ভগিনীপতিদ্বয় নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে এক এক সহস্র দীনার গ্রহণ করত কতকগুলি বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যার্থে যাত্রা করিলেন; ভগিনীদ্বয়ও তাঁহাদের সহিত গেলেন। আমি একাকিনী এইখানেই রহিলাম। চারি

---

* তৃতীয়া যুবতী, আমরা পাঠকগণের সহিত পরিচয়ের ক্রমানুসারে পূর্ব্বে তৃতীয়া বলিয়াছি, কিন্তু এখন মর্য্যদা ও বয়ঃক্রমের ক্রমানুসারে প্রথমা বলিয়া লিখিত হইল।

বৎসরের পর ভগিনীপতিদ্বয় ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেন এবং সহধর্ম্মিণীদিগকে অপরিচিত দেশে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। ভগিনীদ্বয় অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষুকবেশে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের এমনি দুরবস্থা হইয়াছিল, যে প্রথমে আমি চিনিতেই পারিনাই ; পরে যখন চিনিতে পারিলাম তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম "একি! আপনাদিগের এরূপ অবস্থা হইল কিরূপে ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন "ভগিনি! সে কথা বলিলে আর এখন কি হইবে—অদৃষ্টে যাহা লিখিত ছিল তাহাই ঘটিয়াছে।" যাহা হউক আমি তাঁহাদিগকে হাম্মামে লইয়া গেলাম এবং স্নান ও অঙ্গপ্রক্ষালনাদি করাইয়া নূতন বসন ভূষণাদি পরাইয়া বলিলাম "আপনারা আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমি আপনাদিগের অনুজা। আপনারা আজি হইতে আমার পিতামাতার স্থানীয়া হইলেন। আমরা পিতৃধন যাহা কিছু ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম তাহার মধ্যে আমার অংশটী জগদীশ্বরের কৃপায় যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে, এখন আপনারা দুইজনেই সেই ধনের লভ্যাংশ ভাগ করিয়া লউন, কারণ আমার যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট আমি তদ্দ্বারাই সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিব ; আর আপনারাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মূল ধন পাইলে অনায়াসে দিনাতিপাত করিতে পারিবেন। আমি এই কথা বলিয়াই তাঁহাদিগকে সাদরে পরম যত্নে নিজ আলয়ে রাখিলাম। তাঁহারাও মৎপ্রদত্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়াগেল। একদিন ভগিনীদ্বয় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভগিনী! আমরা পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি, এরূপ একাকিনী থাকা আমাদের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতেছে। উপযুক্ত নায়ক ব্যতিত আমারা আর থাকিতে পারিনা।" আমি তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া বলিলাম "সেকি! আপনারা কি এই অল্পকালের মধ্যেই বিবাহের সুখ ভুলিয়া গিয়াছেন ?—এখন যেরূপ সময়, সৎ স্বামী পাওয়া দুরূহ—বিশেষ আপনারাত বিবিহিতাবস্থার উপযুক্ত শিক্ষাপাইয়াছেন। আর বিবাহে প্রয়োজন নাই, কেন বৃথা নিজের দুঃখ নিজে ডাকিয়া আনিবেন ?" আমি এইরূপ অনেক উপদেশ দিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুই শুনিলেন না, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনরায় বিবাহ করিলেন। যাহাই হউক, তাঁহারা



আমার কথা শুনিলেন না কি করিব! বিবাহের সময় নিজ অংশ হইতেই উপযুক্ত যৌতুকাদি দিলাম এবং যেমন ছিলেন সেইরূপে নিজ আলয়েই রাখিয়া অর্থসাহায্য করিতে লাগিলাম। কিছু দিনের পর তাঁহারা নিজ নিজ স্বামী-সদনে গেলেন। নূতন স্বামীদ্বয় আবার তাঁহাদের পুরাতন স্বামীদিগের অপেক্ষা উত্তম ধাতুর লোক! তাহারা তাঁহাদের যাহা কিছু ছিল সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া বিদেশে পালাইয়াগেল। ভগিনীদ্বয় পুনরায় সহায়সম্পত্তিহীন হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন "ভগিনি!

আমরা তোমার কথায় অবহেলা করিয়া বিবাহ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা কর, আমাদের উপর ক্রোধ করিও না। যদিও তুমি আমাদের কনিষ্ঠা বটে তথাপি বুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা অনেক জ্যেষ্ঠা তোমার কথা না শুনিয়া আমরা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, এবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর বিবাহের নাম মুখেও আনিব না।" আমি বলিলাম "ভগিনীদ্বয়! এ পৃথিবী মধ্যে আপনারা ভিন্ন আর আমার কে আছে?—আপনারাই আমার ভক্তি-ভাজন—স্নেহভাজন—আপনারাই আমার সকল। আপনারা যখন আসিবেন, তখনই আমি আপনাদের সেবায় প্রস্তুত।" এই বলিয়াই আমি তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলাম এবং পূর্ব্বের ন্যায় যত্নে নিজালয়ে রাখিলাম।

এক বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াগেল, আমি একবার স্বয়ং বাণিজ্যার্থে সমুদ্রযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলাম এবং তদুপযোগী দ্রব্যজাত সমস্ত একটী বৃহৎ জাহাজে বোঝাই করিয়া ভগিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি বাণিজ্যার্থে যাইতেছি, আপনারা বাটীতেই থাকিবেন কি আমার সহিত যাইবেন?" তাঁহারা বলিলেন "আমরা তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না, তোমার সঙ্গেই যাইব।" আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম, ভগিনীদ্বয় আমার সঙ্গেই চলিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম যদি কোন দুর্দ্দৈব ঘটনায় আমাদের জাহাজ ডুবিয়া যায়, আর আমরা সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে কি হইবে—তাহা হইলে আমরা কিরূপে আবার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব? ক্ষণকাল চিন্তার পর কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হইল। সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ গৃহের এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া যাত্রা করিলাম। আমাদের পোতখানি দিবা রাত্রি পালিভরে চলিতে লাগিল। কএক দিবস যাত্রার পর জাহাজখানি এমনি একটা অপরিচিত পথে চলিল যে পোতাধ্যক্ষও বলিতে পারিল না, যে আমরা কোথায় নীত হইতেছি। ক্রমে আমরা একটী ভিন্ন সাগরে গিয়া পড়িলাম। অনুকূল বায়ুভরে আমাদের জাহাজখানি দশ দিবসের মধ্যেই সেই সাগর পার হইয়া কূলের নিকটে উপস্থিত হইল। আমরা দূর হইতে একটী নগর দেখিতে পাইয়া পোতাধ্যক্ষকে তাহার নাম

জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল "ঠাকুরাণি! আমি এ নগরটী চিনিনা—আমি ইহা এই প্রথম দেখিলাম, পূর্ব্বে আর কখনও দেখিনাই। এ পথটী আমার অপরিচিত, আমি কখনও এদিক দিয়া পোতচালনা করিনাই। যাহা হউক যখন আমরা জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তখন এই খানেই দ্রব্যাদি নামাইয়া ক্রয় বিক্রয়ের উপায় দেখিতে হইতেছে। যদি এখানে নিতান্তই আমাদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে দুই দিবস কাল বিশ্রাম করিয়া প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পেয় দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিয়া লইয়া পুনরায় যাত্রা করিব।" পোতাধ্যক্ষ এই কথা বলিয়াই নগরাভিমুখে পোত-চালনা করিল; আমরা নগরের বন্দরে প্রবিষ্ট হইলাম। পোতাধ্যক্ষ সর্ব্বাগ্রে কূলে অবতীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! একবার তীরে অবরোহণ করিয়া দেখিবেন আসুন, জগদীশ্বর এখানকার অধিবাসীদিগের কি দুর্দ্দশা করিয়াছেন!—উঃ জগদীশ্বরের ক্রোধ অপ্রতিবিধেয়!" আমরা তাহার কথায় কূলে অবতীর্ণ হইলাম এবং নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার অধিবাসীগণ সকলেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়—সকলেই জড়মূর্ত্তি। আমরা সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম, এবং আরও অগ্রসর হইয়া বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রাজন্, বাজারের মধ্যে আরও অদ্ভুত ব্যাপার! চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ রৌপ্য ও অপরাপর বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্য সকল স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে; ব্যবসায়ীরা বসিয়া আছে, ক্রেতাগণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দালালগণ এদিক ওদিকে যেন ছুটিয়া যাইতেছে—সকলেই যেন ব্যস্ত, কিন্তু কাহারও প্রাণ নাই সকলেই প্রস্তরময়—নিশ্চল! আমরা সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম—আপনা আপনি বলিলাম "এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের অবশ্যই কোন আশ্চর্য্য কারণ থাকিবে।" চতুর্দ্দিকে সজ্জিত বহুমূল্য বস্ত্র সকল ও মণি মাণিক্যাদির শোভায় আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গীগণ ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আমি একাকিনী অগ্রসর হইয়া চলিলাম।

ক্রমে আমি দুর্গ মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দুর্গটীর গঠন অতি চমৎকার। আমি তাহার চতুর্দ্দিক দেখিয়া রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম স্বর্ণ রৌপ্যময় পাত্র সকল যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে,

নরপতি সভাসদ্ ও পাত্রমিত্রসকলের মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার মণিমাণিক্য-খচিত বসনভূষণগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমি আরও একটু নিকটে গিয়া দেখিলাম, রাজসিংহাসনখানি নানাবিধ মহামূল্য মণি ও মুক্তা সকলে ভূষিত—এক একটী মুক্তা যেন এক একটী তারকার ন্যায় উজ্জ্বল, রাজপরিচ্ছদের পার্শ্বগুলি বিশুদ্ধ সুবর্ণ সূত্রে নির্ম্মিত। নরপতির উভয় পার্শ্বে পঞ্চাশৎজন উন্মুক্ত-তরবারি মেম্‌লুক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগেরও বসনভূষণগুলি অপূর্ব্ব মণিমণ্ডিত, কিন্তু হইলে কি হয়? কি রাজা, কি প্রজা, কি রাজপুরুষ সকলেই কৃষ্ণপ্রস্তরময়। আমি সেই সকল ব্যাপার দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম এবং তথা হইতে অন্তঃপুরের একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম প্রস্তরমূর্ত্তি মহিষী বসিয়া আছেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মণিময় ভূষায় ভূষিত মস্তকে রত্নমণ্ডিত মুকুট, কণ্ঠদেশে অপূর্ব্ব মুক্তাহার সকল মনোহর শোভায় শোভিত করিয়া রহিয়াছে। জীবদবস্থায় বসন ভূষণগুলি যেমন ছিল এখনও অবিকল তেমনি রহিয়াছে, কিন্তু সে জীবন নাই। সেই গৃহের অপর সীমায় আরও একটী দ্বার উন্মুক্ত ছিল, সেই দ্বারের পরেই সাতটী ধাপ বিশিষ্ট একটী সোপানশ্রেণী। আমি সেই সোপানমার্গ দিয়া অপর একটী গৃহে উঠিলাম। এ গৃহটী পূর্ব্ব গৃহাপেক্ষাও মনোহর, ইহার তলদেশ অপূর্ব্ব মার্ব্বলপ্রস্তরে আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণমণ্ডিত গালিচায় ভূষিত; গৃহের মধ্যে এক খানি মনোহর মর্ম্মরপ্রস্তরময় পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে, পর্য্যঙ্কখানি নানাবিধ মণি মুক্তায় খচিত। সেই সকল আশ্চর্য্য দ্রব্য থাকিতেও সর্ব্বাগ্রে নয়নদ্বয় একটী জ্বলন্ত দীপের দিকে আকৃষ্ট হইল, আমি অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে গেলাম। সে দীপটী বাস্তবিক দীপ নহে একটী উটপক্ষীর * ডিম্বের ন্যায় বৃহৎ হীরক খণ্ড; সেটী এত আলোক বিস্তার করিতেছিল, যে দেখিয়া দীপ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া ছিল! আমি হীরক খণ্ডটী দেখিয়া একেবারে চমকিয়া গেলাম। যাহা হউক তথা হইতে

---

* এই প্রসিদ্ধ বৃহৎ পক্ষী বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। এই পক্ষীর পৃষ্ঠদেশে উষ্ট্রের ঝুটির ন্যায় একটী কুঁজ আছে সেই জন্যই উটপক্ষী বলে। উটপক্ষীর ডিম্ব প্রায় একটী ছোট কুম্‌ড়ার ন্যায়।

ফিরিয়া পর্য্যঙ্কের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম; নানারূপ বহুমূল্য রেশমী শয্যাচ্ছাদনী সকল দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। গৃহমধ্যে কয়েকটী বাতি জলিতেছিল, সেইগুলি দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, অবশ্যই এই পুরির মধ্যে কেহ না কেহ জীবিত আছে, নতুবা এ সকল বর্ত্তিকা কে জ্বালিয়া দিল? প্রস্তরময় মূর্ত্তি সকলের মধ্যে কে জীবিত আছে?—কে জগদীশ্বরের ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইয়া সহজ শরীরে আছে, তাহা দেখিবার জন্য হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তথা হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে সেই জীবিত ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত প্রাসাদটী ঘুরিয়া বেড়াইলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল,—এতক্ষণ সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কেমন হতবুদ্ধি হইয়া ছিলাম, আবার যে জাহাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে তাহা আর মনে ছিল না; এখন তাড়া তাড়ি প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কি করি, অনন্যোপায় হইয়া অন্তঃপুরের সেই গৃহটীর মধ্যেই প্রবেশ করিলাম এবং কোরাণের কয়েকটী পদ আবৃত্তি করত সেই পর্য্যঙ্কখানির উপরস্থ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করিলাম। নানারূপ উদ্বেগে নিদ্রা হইল না, কেবল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম। মধ্যরাত্রে শুনিতে পাইলাম কে যেন নিকটেই অতি মধুর স্বরে কোরাণ পাঠ করিতেছে। আমি অমনি উঠিয়া বসিলাম, ব্যগ্রভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম। পার্শ্বস্থ গৃহের একটী দ্বার উদ্‌ঘাটীত ছিল, আমার নয়নদ্বয় সেই দিকেই নিপতিত হইল। আমি শয্যা হইতে নামিয়া সেই দিকে গেলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেটী একটী ভজনালয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি দীপ ঝুলিতেছিল, আমি সেই দীপ সকলের আলোকে দেখিলাম একখানি নমাজ পাঠ করিবার গালিচার উপরে একজন অতুল রূপবান্ যুবক উপবিষ্ট হইয়া কোরাণ পাঠ করিতেছেন। আমি সেই জনহীন প্রস্তরমূর্ত্তির দেশে এক মাত্র জীবিত ব্যক্তিকে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম এবং অগ্রসর হইয়া যথাবিধি অভিবাদন করিলাম। তিনি প্রত্যভিবাদন করিলেন। আমি বলিলাম "যুবক, আপনি যে পবিত্র পুস্তকখানি পাঠ করিতেছেন আমি

তাহারই সত্যতার দোহাই দিয়া একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনাকে তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে হইবে।" তিনি সেই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "অগ্রে আপনি নিজ বিবরণ বর্ণন করুন, কিরূপে এবং কেনইবা এই প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলুন, পরে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারই প্রকৃত উত্তর দিব।" আমি নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলাম "আমার বিবরণ শুনিলেন—এখন এ নগরীর এরূপ দুর্দ্দশা হইল কেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।" "একটু অপেক্ষা করুন, আমি সমস্তই বলিতেছি" তিনি এইকথা বলিয়াই সম্মুখ-স্থিত কোরাণখানি মুড়িয়া একটী সাটিন নির্ম্মিত থলির মধ্যে বদ্ধ করিলেন এবং আমাকে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতুল রূপরাশি একবার স্পষ্টরূপে দেখিয়া লইলাম। যুবকের প্রতি কটাক্ষই আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং হৃদয়ে প্রণয়বহ্নি জ্বালিয়া দিল। আমি বারম্বার অনুরোধ করিয়া নগরীর সেইরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি "বলিতেছি শ্রবণ কর" এই কথা বলিয়াই বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যুবক বলিলেন "এই নগরটী আমার পিতার, তিনিই ইহার অধিপতি ছিলেন—ইহার প্রস্তরময়মূর্ত্তি অধিবাসীগণ তাঁহারই প্রজা ছিল। তুমি এই প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই যে প্রস্তরময় রাজমূর্ত্তি দেখিয়াছ তিনি আমার পিতা আর এই অবরোধ মধ্যে যে মহিষীমূর্ত্তি দেখিয়াছ তিনিই আমার জননী। ইহাঁরা সকলেই অগ্নিপূজক মাজিয়ান ছিলেন। ইহাঁরা সর্ব্বব্যাপী এক মাত্র জগৎপাতার পরিবর্ত্তে অগ্নি, আলোক, ছায়া, উত্তাপ, পৃথিবী এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেন। আমার পিতা বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপুত্রক ছিলেন, পরে ঈশ্বরের কৃপায় আমিই এক মাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করি। বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পিতা আমাকে যথারীতি লালন পালন ও শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগের পরিবারের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মুসলমানরমণী বাস করিতেন। তিনি যদিও প্রকাশ্যে আমাদের পারিবারিক ও কৌলিক ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি মানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে অন্তরে

সেই একমাত্র জগদীশ্বর ও তাঁহার মহিমাঘোষক ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমার পিতা তাঁহাকে গোঁড়া মাজিয়ান বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার অগ্নিপূজায় বাহ্যিক শ্রদ্ধা দেখিয়া বড় ভক্তি করিতেন ও একধর্ম্মাবলম্বী বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহও করিতেন; সুতরাং শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হইতেই তিনি আমাকে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন 'তোমাকে আমার পুত্রের সম্পূর্ণ ভার প্রদান করিলাম; তুমি ইহাকে লালন পালন কর, আমাদের কুলধর্ম্মের উপদেশ ও যথাবিধি শিক্ষা দাও।' বৃদ্ধা পিতার নিকট সেইরূপ আজ্ঞা পাইয়াই আমার লালন পালনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং গোপনে গোপনে আমাকে এল্ ইস্‌লামের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে চরিত্রশুদ্ধি, ধর্ম্মসম্মত দেহশুদ্ধি ও নমাজপাঠের নানারূপ ধারা শিক্ষা করিলাম। তিনি সমগ্র কোরাণখানি আমার কণ্ঠস্থ করিয়া দিলেন। আমি মাজিয়ানতনয় হইয়াও একজন প্রকৃত মুসলমান হইলাম। বৃদ্ধা আমাকে প্রকাশ্যে মুসলমানোচিত আচার ব্যবহার করিতে ও অগ্নিপূজার প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন 'দেখ, তোমার পিতা যদি জানিতে পারেন যে আমি তোমাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিনাশ করিবেন, অতএব বৎস, যাহাতে প্রকৃত বিষয় প্রকাশ না হয়—যাহাতে কেহ তোমাকে অগ্ন্যুপাসক-বিদ্বেষী সত্যধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বুঝিতে না পারে তাহা করিও—দেখিও যেন আমাকে বিপদে ফেলিও না।' আমি তাঁহার কথায় স্বীকার করিয়া উপদেশানুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মাদি অতি গোপনে সমাধা করিতে লাগিলাম। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই বৃদ্ধার কাল হইল।

আমার পিতার অধীনস্থ প্রজাকুল ক্রমেই অধিকতর অধর্ম্মাচারী পাপপরায়ণ হইতে লাগিল—ক্রমেই আমাদের নগরী মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য সকল সমারোহের সহিত সমাহিত হইতে লাগিল। এক দিন, কি নিকটস্থ কি দূরস্থ, সকল লোকই শুনিতে পাইল, যেন কে আকাশ হইতে বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ গম্ভীর স্বরে বলিতেছে 'নাগরিকগণ অগ্নিপূজা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃত ঈশ্বর একমাত্র জগৎস্রষ্টার ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, নতুবা তোমাদের নিস্তার নাই।' প্রজাকুল সেই দৈববাণী শুনিয়াই ভয়াকুলিতচিত্তে দলে দলে

আমার পিতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল ‘রাজন্! এই অদ্ভুত আকাশবাণীর অর্থ কি, আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা—কিন্তু শুনিয়া অবধি আমাদের হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; অতএব কৃপা করিয়া ইহার বিহিত বিধান করুন।’ পিতা তাহাদের কথায় হাসিয়া উত্তর দিলেন ‘তোমাদের ভয় কি?—তোমরা এত সামান্য বিষয়ে এরূপ ভীত হইয়াছ কেন?—তোমরা কি এই একটা যৎসামান্য কারণে নিজ নিজ কৌলিক প্রথা ও সত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে বাসনা করিয়াছ। যাও, তোমরা উৎসাহের সহিত ধর্ম্মাচরণ করগে যাও। যদি অগ্নিদেবের উপর তোমাদের অচলা ভক্তি থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত দুর্নিমিত্ত স্বীয় তেজে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন।’ প্রজাগণ সেই কথায় উৎসাহিত হইয়া আরও গুরুতর পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল। যে সময়ে সেই দৈববাণী হইয়াছিল পরবৎসরেও ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্ববৎ দৈববাণী হইল। এবারে আর প্রজাগণ তাহাতে কর্ণপাতও করিল না যেমন অগ্নিপূজা করিতেছিল তেমনই করিতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরেও অবিকল সেই সময়ে সেই দৈববাণীটী শ্রুতিগোচর হইল; কিন্তু কিছুতেই অগ্নিপূজকদিগের জ্ঞানোদয় হইলনা, বরং তাহারা উত্তরোত্তর আরও ঈশ্বরবিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের সেইরূপ অসদাচরণে জগদীশ্বর আরও কুপিত হইয়া উঠিলেন। এক দিন প্রত্যুষ সময়ে সকলে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ অগ্ন্যুপাসকগণ ও তাহাদের গো, মেষ, উষ্ট্রাদি পশুকুল এককালে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াগেল, কেবল আমি একাকী বাঁচিয়া রহিলাম, তদ্ব্যতীত আর কেহই পার পাইল না। সেই ভীষণ দুর্ঘটনার দিন হইতেই, আপনি এখন আমাকে যেরূপ দেখিতেছেন, এইরূপ উপবাসাদি সংযম করিয়া সেই একমাত্র জগদীশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত দূত মহম্মদের আরাধনা করিয়া এবং কোরাণ পাঠ করিয়া জীবন যাপন করিতেছি। কিন্তু আর পারিনা, এ নিভৃত জীবন আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে,—একজন সঙ্গী ব্যতিরেকে জীবন নিতান্ত ভার হইয়া উঠিয়াছে।”

আমি তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বলিলাম “আপনি আমার সহিত বোগ্দাদ নগরে যাইবেন?—সেখানে অনেক ধর্ম্মজ্ঞ ও ব্যবহারবিৎ পণ্ডিত



আছেন, আপনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে আরও অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। যদি আপনি আমার সহিত যান তাহা হইলে আমি আপনার দাসী হইয়া থাকিব। যদিও আমি একটী গণ্য মান্য পরিবারের কর্ত্রী, যদিও শত শত দাস দাসী ও অপরাপর পুরুষ পরিবার বর্গ আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বহন করে, তথাপি আমি আপনার ক্রীতদাসী হইয়া সর্ব্বদা অভিলষিত সাধন করিব। আমি বহু মূল্য দ্রব্যজাত লইয়া বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলাম, জগদীশ্বর আমাদিগকে এই অদ্ভুত ব্যাপার সকল দেখাইবার জন্যই

এই দিকে চালিত করিয়া আনিয়াছেন। আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া আপনার এই প্রস্তরমূর্ত্তির নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনার সহিত আমার পরিচয় হওয়াই জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, অতএব আর দ্বিধা করিবেন না আমার সহিত আমাদের দেশে চলুন।" এইরূপে আমি তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পরে তিনি স্বীকৃত হইলেন। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না—একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াগেলাম। তাঁহার শয্যার প্রান্তভাগে শয়ন করিয়াই সে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া উভয়ে ধনাগারে প্রবেশ করত কতকগুলি লঘুভার বহুমূল্য দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিলাম এবং দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া প্রকাশ্য রাজমার্গে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে পোতাধ্যক্ষ ও ক্রীতদাসদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা আমাকে হারাইয়া ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, আমাকে দেখিয়াই একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল এবং আমার সেইরূপ অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিয়া তাহাদিগকে নগরীর সেইরূপ দুরবস্থার কারণ বলিলাম। সকলে শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেল। সকলেই আমাদিগকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইল বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয় আমার সঙ্গীকে দেখিয়া হিংসাবশে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং গোপনে কেবল আমারই বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

আমরা পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিলাম। যুবকের সহবাসে আমার আর সুখের সীমা রহিল না। কয়েক দিন উপযুক্ত বায়ুর অপেক্ষায় আমাদিগকে সেই স্থানেই থাকিতে হইল। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেই পোতাধ্যক্ষ পালি তুলিয়া দিল। আমরা পুনরায় উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া চলিলাম। একদিন ভগিনীদ্বয় আমার ও সেই যুবকটীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনি! তুমি এই অতুল রূপবান্ যুবকটীকে লইয়া কি করিবে?" "কেন, আমি ইহাঁকে পতি-বরণ করিব" আমি এই উত্তর দিয়াই যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিলাম "প্রভু, আমি একটী প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি তাহাতে অসম্মত হইবেন না।" তিনি বলিলেন "ভাল বল—আমি অবশ্যই স্বীকার করিব।"

আমি প্রিয়তমের সেই কথা শুনিয়া ভগিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "ভগিনীগণ! এই যুবকই আমার সর্ব্বস্বধন, আমার আর কোন ধনে প্রয়োজন নাই। এই পোতমধ্যে যাহা কিছু ধনরত্ন আছে সমস্ত তোমরা গ্রহণ কর তাহাতে আর আমার কোন প্রয়োজন নই। তাঁহারা তখন "ভাল, ভাল, ভগিনি তুমি অতি সৎপ্রস্তাব করিয়াছ" বলিয়া সাধুবাদ দিলেন, কিন্তু বলিলে কি হয়?—হিংসাবৃত্তি কোথায় যাইবে? মনোমধ্যে যে বিষম ভাব ছিল তাহা তেমনই প্রবল রহিল। তাঁহারা গোপনে কেবল আমাদের অনিষ্ট সাধনেরই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পোতখানি সুবায়ুভরে বিপদসঙ্কুল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চলিল; আমরা নিরাপদে স্থিরতর সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। ক্রমে আমরা এল্ বস্রার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অপরাহ্ন সময়ে দূর হইতে নগরে উচ্চতর সৌধ শিখর সকল দেখা যাইতে লাগিল। আমরা বহুদিনের পর পরিচিত স্থান দর্শন করিয়া রজনীতে পরম আনন্দে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিলাম। নিশীথ সময়ে আমার ভগিনীদ্বয় চুপে চুপে আমাদিগের শয্যায় আসিয়া আমাকে ও সেই যুবকটী শয্যা সহিত সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। যুবক সন্তরণ জানিতেন না, জলে পতিত হইয়াই নিমগ্ন হইলেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্টারদিগের* মধ্যে গ্রহণ করিলেন। আমার পরমায়ু ছিল সুতরাং জগদীশ্বরের কৃপায় জলে নিপতিত হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্রেই একখানি ভাসমান কষ্ঠফলক প্রাপ্ত হইলাম। আমি সেই খানি অবলম্বন করিয়া ভাসিতে লাগিলাম। তরঙ্গমালা আমাকে লইয়া একটা দ্বীপের কূলে ফেলিয়া দিল। আমি উঠিয়া লোকালয় অন্বেষণে চলিলাম। সমস্ত রজনী কেবল ভ্রমণেই অতিবাহিত হইয়াগেল। প্রাতঃকালে দেখিলাম দ্বীপটী প্রকৃত দ্বীপ নহে একটী উপদ্বীপ মাত্র, ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি সেটী একটী যোজক; সেই যোজকের দ্বারাই ভূভাগ মহাদেশের

---

* মার্টার—পদবী বিশেষ, মুসলমান ধর্ম্মানুসারে যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে বা ধর্ম্মযুদ্ধের উদ্যোগে আহত হইয়া তৎপরে; কোন দোষ বিনা অপরের হস্তে; মহামারীতে; জলে ডুবিয়া কি গৃহ-পতনে প্রাণত্যাগ করে তাহারা এই সম্মানজনক পদবী পায়। মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে মার্টারদিগের আত্মা শেষ বিচারের দিবস পর্য্যন্ত এক প্রকার হরিদ্বর্ণ পক্ষীর মধ্যে থাকে এবং সেই পক্ষী স্বর্গের ফল ও জলে প্রাণধারণ করে।

সহিত সংযুক্ত। আমি যখন সেই যোজকের উপর তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে সুতরাং সেই খানেই আর্দ্র বস্ত্রগুলি শুকাইয়া লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইয়া চলিলাম। কিঞ্চিৎ গমন করিয়াই দেখিলাম যে দিকে সেই দ্বীপের রাজধানি, সৌভাগ্য ক্রমে আমি সেই দিকেই যাইতেছি। আমি লোকালয় প্রাপ্তির আশায় অধিকতর উৎসাহিত হইয়া দ্রুত চলিলাম। পথিমধ্যে একটা ক্ষুদ্র সর্পিণী আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিল। আমি দেখিলাম তাহার পশ্চাতে আর একটী বৃহত্তর ভীষণ কালসর্প তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য বেগে দৌড়িয়া আসিতেছে। অগ্রগামী সর্পিণী এমনি ক্লান্ত ও নির্জ্জীব হইয়াছে যে তাহার মুখ হইতে বিলোল জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পলায়মান ক্ষীণতর সর্পিণীকে সেইরূপ প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত শ্রান্ত দেখিয়া আমার হৃদয়ে কেমন দয়ার উদ্রেক হইল। আমি অমনি ভূমিতল হইতে একখানি প্রস্তর তুলিয়া লইয়া সবলে বলবান সর্পের মস্তকে নিক্ষেপ করিলাম। বৃহৎ সর্পটা সেই আঘাতেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সর্পিণী অমনি দুইটী পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। আমি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া একেবারে চমকিয়া গেলাম।

এই অদ্ভুত ঘটনার সময় আমি এতদূর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, সেই খানেই শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম। ক্ষণকালের পর নিদ্রা ভাঙ্গিলে দেখিলাম একটী রমণী আমার পদপ্রান্তে বসিয়া চরণসেবা করিতেছেন। আমি তাঁহার সেইরূপ সেবায় লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম “আপনি কে? কেনইবা আমার এরূপ সেবা করিতেছিলেন?—কি প্রার্থনা করেন?” রমণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “সেকি? এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে ভুলিয়া গেলে? তুমি এই মাত্র যাহাকে উদ্ধার করিলে, আমি সেই,—কাল সর্পকে বিনাশ করিয়া যাহার প্রাণ দান করিয়াছ আমি সেই সর্পিণী; আমি জিনীয়ে, আর সেই সর্পটা আমার চিরশত্রু জিনী—তুমি যদি তাহাকে বিনাশ না করিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আমাকে গ্রাস করিত। আমি তোমার বিবরণ জানি সুতরাং তুমি কাল সর্পকে বিনাশ করিতেই তোমার জাহাজে গিয়া সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য ও ধনরত্ন তোমার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া

পোতখানি ডুবাইয়া দিয়াছি, আর তোমার ভগিনীদ্বয়কে ইন্দ্রজালবিদ্যাবলে কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। তোমার প্রণয়ভাজন যুবক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং তাহার আর কোন উপায় নাই—কিছুই করিতে পারিলাম না। এখন চল তোমাকে স্বীয় আবাসে রাখিয়া আসি।" জিনীয়ে এই কথা বলিয়াই আমাকে লইয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার বাটীর ছাদের উপর কুক্কুরীরূপিণী ভগিনীদ্বয়ের নিকটে অবতীর্ণ হইল। আমি দেখিলাম, পোতস্থ সমস্ত দ্রব্যই আমার আবাসের মধ্যস্থলে সজ্জিত রহিয়াছে, একটীও বিনষ্ট হয় নাই। জিনীয়ে আমাকে নামাইয়া দিয়াই বলিল "দেখ, আমি সুলেমান বাদসাহের অঙ্গুরীয়ের উপরে খোদিত মহৎ নামের দোহাই দিয়া শপথ করিতেছি, যদি প্রত্যহ এই কুক্কুরীদ্বয়কে তিন শত কশাঘাত না কর, তাহা হইলে তোমাকেও এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব।" "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই বলিয়াই আমি তাহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। রাজন্ আমি সেই জন্য কৃষ্ণ কুক্কুরীদ্বয়কে প্রত্যহ প্রহার করি,—যদিও স্নেহবশে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয় তথাপি কি করিব জিনীয়ের বিষম প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া অগত্যা প্রহার করিতে হয়।

প্রথমা নাগরীর বিবরণ সমাপ্ত হইল, খলীফে শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং দ্বিতীয়া রমণীকে বলিলেন "ভদ্রে! তোমার এই সুকোমল দেহস্থ কশাঘাত চিহ্নগুলির কারণ কি?—কে তোমাকে এমন নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিল?" রমণী বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

দ্বিতীয়া নাগরী।

নরনাথ! শ্রবণ করুন, আমার পিতা অনেক ধন সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। পিতার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই আমি একজন বহুধনাধীশ্বর যুবককে বিবাহ করিলাম। বিবাহের এক বৎসর পরে আমার স্বামীর কাল হইল, এবং তাঁহার সম্পত্তি হইতে প্রাপ্য অংশ অশীতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম*। সেই ধন হইতে আমি এক এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের দশটী পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। এক দিন একাকিনী বসিয়া আছি সহসা একটা অতি কুৎসিতা বৃদ্ধা আমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত অভিবাদন করিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! আমার একটী অতি দীনহীনা কন্যা আছে, আজি রজনীতে তাহার বিবাহ হইবে; অতএব আপনি যদি অনুকম্পা পুরঃসর সেই বিবাহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া দেন তাহা হইলে জগদীশ্বর আপনাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিবেন। ঠাকুরাণি! জগদীশ্বর ভিন্ন তাহার আর এমন কোন বন্ধু বান্ধব নাই যে এ উৎসবে আমোদ প্রমোদ করে; আপনারা যদি দয়া করিয়া না যান, তাহা হইলে তাহার হৃদয় দুঃখে ভাঙ্গিয়া যাইবে।" বৃদ্ধা এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে করিতে আমার চরণ চুম্বন করিল। তাহার সেইরূপ রোদনে আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল, আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তাহার নিমন্ত্রণে স্বীকার করিলাম। সে পরম প্রীত হইয়া বলিল "ঠাকুরাণি! আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকুন আমি সন্ধ্যার সময় আসিয়া লইয়া যাইব।" আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। সে আমার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বিদায় হইল।

আমি তৎক্ষণাৎ উৎসব স্থানে যাইবার উপযুক্ত বসন ভূষণাদি পরিধান করিলাম। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ঠাকুরাণি! অপরাপর

---

* মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে ধনীর পত্নীগণ ধনীর পুত্র থাকিলে আট অংশের একাংশ ও ধনী অপুত্রক হইলে চারি অংশের একাংশ প্রাপ্ত হয়।

নিমন্ত্রিতা কামিনীগণকে আপনার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত করা হইয়াছে। তাঁহারা এখন সানন্দে আপনার অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসুকহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত আসুন।” আমি তাহা শুনিয়া উত্তরীয় বস্ত্রখানি গ্রহণ করিলাম এবং কয়েকজন ক্রীতদাসী সমভিব্যহারে তাহার সহিত চলিলাম। সে আমাকে একটী নূতন পথ দিয়া লইয়া চলিল, পথে সুখদ পরিমলবাহী মৃদুমন্দ পবন বহিতেছিল—শরীর যেন যুড়াইয়াগেল। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই আমরা একটী গগনস্পর্শী প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধা সেই প্রাসাদের দ্বারে করাঘাত করিল; অমনি পরিচারক দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতুময় কারুকার্য্যে ভূষিত দীপালোকে আলোকিত একটী পথে উপস্থিত হইলাম, বৃদ্ধা সেই পথের মধ্য দিয়া আমাদিগকে একটী রেশমীবস্ত্রমণ্ডিত গৃহমধ্যে লইয়াগেল। গৃহের প্রান্তভাগে একখানি মুক্তাখচিত মর্ম্মর প্রস্তরময় পর্য্যঙ্ক ছিল। সেই পর্য্যঙ্কের উপরে একটী অতুলরূপবতী-রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাদর-অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বলিলেন “ভগিনি! আজি তুমি যে আমাকে কতদূর কৃতার্থ করিলে—তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয় যে কতদূর পরিতৃপ্ত হইল, তাহা বলিতে পারি না।” রমণী এই কথা বলিয়াই আমাকে নিজ আসনে উপবেশন করাইয়া পুনরায় বলিলেন “ভগিনি! আমার একটী সহোদর আছেন, তিনি একদিন কোন উৎসবস্থানে তোমার অতুলরূপমাধুরী দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়াছেন। আমার ভ্রাতা একজন সুরূপ যুবক—তাঁহার আকার-সৌষ্ঠব আমার অপেক্ষাও অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক তোমাকে দেখিয়া অবধিই ভ্রাতার হৃদয়ে দারুণ প্রণয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে—সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া তিনি দিন দিন ক্ষীণতর হইতেছেন। তিনিই তোমাকে কৌশলে আমার নিকটে আনয়ন করিবার জন্য বৃদ্ধাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখন আমার সহোদর জগদীশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত সত্যধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের অনুমোদিত নিয়মানুসারে ও যথার্থ ব্যবহারানুরূপে তোমাকে বিবাহ করিতে বাসনা করেন। দেখ, ভগিনি যাহা ব্যবহার বা ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে, তাহাতে আর লজ্জা কি?” আমি কি করি অন্য উপায় নাই তাহারা

তখন আমাকে বাটীর মধ্যে বদ্ধ করিয়াছে, পালাইবার পথ নাই, কাজে-কাজেই অগত্যা তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। রমণী আমার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াই সানন্দে করতালি প্রদান করিলেন; অমনি পার্শ্বস্থ গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একজন অতুলরূপলাবণ্যবান্ মনোমোহন যুবক সেই দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজন্! বাস্তবিক যুবকের এমনি কমনীয় কান্তি যে আমি এককালে আত্মবিস্মৃত হইয়া বিবাহ করিতেই উৎসুক হইলাম। যুবক গৃহমধ্যে আসিয়া উপবেশন করিতে না করিতেই কাজী ও চারিজন সাক্ষী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে অভিবাদন করিল এবং সেই যুবকের ও আমার বৈবাহিক স্বীকার পত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় লিখনগুলি লিখিয়া লইয়া বিদায় হইল। কোথায় আমি বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসব সম্পাদন করিতে গেলাম, না আমারই বিবাহ হইয়াগেল! কাজী ও সাক্ষীগণ চলিয়াগেলেপর যুবক আমারদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন "আহা আজিকার রজনী কি শুভরজনী—জগদীশ্বর করুন, ইহা যেন আরও শুভকারী হয়।" অনন্তর তিনি আমাকে একটী বিষয়ে তাঁহার অভিমত সম্পাদন করিতে স্বীকার করাইয়া লইলেন এবং একখানি কোরাণ আনয়ন করিয়া বলিলেন "এখন এই পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করি শপথ কর, যে আমা ব্যতীত আর কাহারও প্রতি কখন অনুরক্ত হইবে না—কাহাকেও কখন হৃদয়ে স্থান-দিবে না।" আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে পবিত্রকোরাণ হস্তে শপথ করিলাম। তিনি পরম আনন্দে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; আমিও তাঁহার প্রণয়ে এককালে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

আমরা নব প্রেম রস আস্বাদন করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলাম, দিন যামিনী যেন আমাদিগকে প্রতারণা করিয়াই চলিয়া যাইতে লাগিল। এক মাসের পর, এক দিন আমি প্রিয়তমের নিকট কতকগুলি বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য বাজারে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বিশেষ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। আমি সেই বৃদ্ধার সহিত বাজারে গেলাম। বৃদ্ধা আমাকে একটী যুবক বস্ত্রব্যবসায়ীর দোকানে লইয়া গেল এবং সেই ব্যবসায়ীর নানারূপ গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিল "এই ব্যবসায়ী এক জন ধনবান্ বণিক্‌পুত্র, ইনি পিতৃ



বিয়োগের পর অতুল ধন সম্পিত্তর অধিকারী হইয়াছেন।” তাহার সেইরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথায় আমি মনে মনে বিরক্ত হইলাম। বৃদ্ধা বস্ত্রব্যবসায়ীকে কতকগুলি বহুমূল্য বস্ত্র দেখাইতে বলিল। সে মনোমত কাপড় বাছিতে লাগিল। বৃদ্ধা পুনরায় ব্যবসায়ী যুবকের গুণোৎকীর্ত্তন করিয়া নানারূপ চাটক্তি করিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বিরক্ত হইয়া বলিলাম “আমরা কাহারও গুণগান শুনিতে আসি নাই—বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য আসিয়াছি। তোমার চটূক্তি শুনিতে চাই না; চল শীঘ্র প্রয়োজনীয়

বস্ত্র ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই।" এই সময়ে বস্ত্রব্যবসায়ী আমাদের মনোমত বস্ত্রগুলি বাছিয়া বাহির করিয়াদিল। আমরা কাপড় লইয়া মূল্য প্রদান করিলাম। সে মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিল "ঠাকুরাণি! আমি এসকল দ্রব্যের মূল্য প্রর্থনা করি না—আজি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দোকানে আসিয়াছেন বলিয়া এগুলি আপনাকে উপায়নস্বরূপে প্রদান করিলাম।" আমি সেই কথা শুনিয়াই সঙ্গিনী বৃদ্ধাকে বলিলাম "যদি বণিক্-পুত্র মূল্য না লয়, তাহা হইলে বস্ত্রগুলি ফিরাইয়া দেও; উহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" দুষ্ট বণিক্ সেগুলিও লইতে অস্বীকৃত হইয়া বলিল "আল্লার দোহাই আমি তোমার নিকট হইতে কিছুই লইব না। একবার তোমার সুকোমল কপোলদেশ-চুম্বন প্রার্থনায় উপহার দিলাম। আমার দোকানের সমস্ত দ্রব্যগুলির মূল্যাপেক্ষা তোমার কপোল দেশে একটী চুম্বনের মূল্য অধিক।" "সেকি! চুম্বন করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?" বৃদ্ধা তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে বলিল "বৎসে! শুনিলে?—যুবকের প্রস্তাবে সম্মত হইলে হানি কি? দেখ, একবার মাত্র মুখচুম্বন করিলে কিছু তোমার ক্ষতি হইবে না, অথচ মনোমত বস্ত্রগুলি বিনামূল্যে লইয়া যাইতে পারিবে।" আমি বলিলাম "সেকি! আমি যে শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—তুমি কি তাহা জান না?" বৃদ্ধা বলিল তাহাতে আর কি ক্ষতি হইতেছে? তুমি কিছু চুম্বন করিতে দিয়া প্রকাশ করিবে না; তাহা হইলে কেহ জানিতেও পারিবে না, কোন ক্ষতিও হইবে না। লাভের মধ্যে কাপড়গুলি পাইতেছ, টাকাগুলিও ফেরত পাইতেছ।" সে এইরূপে অনেক বুঝাইতে লাগিল—অনেক প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার চাতুরীতে পড়িয়া জ্ঞানবুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল—পাপিষ্ঠা বৃদ্ধার প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া, পাছে পথিকগণ দেখিয়া চিনিতে পারে সেই ভয়ে অবগুণ্ঠনের একপার্শ্ব টানিয়া দিলাম। দুরাত্মা বণিক্তনয় অমনি আমার অবগুণ্ঠনের মধ্যে মুখ প্রবেশ করিয়া দিয়া, চুম্বনের পরিবর্ত্তে, গণ্ডস্থলে নির্দ্দয়রূপে দংশন করিল। তাহার সেই ভীষণ দংশনে কপোলদেশ একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াগেল। আমি যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধা আমাকে ক্রোড়ে করিয়া মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণের পর আমার চেতনা পুনরাবৃত্ত হইল; উঠিয়া দেখিলাম পাপিষ্ঠ বস্ত্রব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আমাকে পুনরায় সচেতন দেখিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিল "বৎসে! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর কি করিবে? চল এখন আমরা গৃহে ফিরিয়া যাই। তুমি গৃহে গিয়া শারীরিক অস্বাস্থ্য জানাইয়া নিজগৃহে শয়ন করিয়া থাকিও আমি গিয়া ক্ষতস্থানে এরূপ একটী ঔষধ লাগাইয়া দিব যে শীঘ্রই সমস্ত আরোগ্য হইয়া যাইবে—কেহই প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিবে না।"

আমি সেইখানে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাটীতে ফিরিয়া চলিলাম; ক্ষতযন্ত্রণায় ও ভয়ে সর্ব্বশরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিয়া উত্তর দিব,—কি বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে তাহা ভাবিয়া হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহাই হইল—তখন চিন্তা করিলে আর কি হইবে? ধীরে ধীরে বাটীতে ফিরিয়া গিয়া পীড়িতের ন্যায় ভাণ করিয়া নির্জ্জনে রহিলাম। আমার স্বামী অস্বাস্থ্য সংবাদ শুনিয়াই নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়তমে, আজি তোমার কি হইয়াছে?" আমি উত্তর দিলাম "নাথ! আমার কেমন অসুখ-বোধ হইতেছে, শরীর ভাল নহে।" তিনি হঠাৎ কপোলদেশ দেখিয়া বলিলেন "একি! তোমার ঐ সুকোমল কপোলদেশ এমন ক্ষতবিক্ষত হইল কিরূপে?" আমি বলিলাম "নাথ! আজি তোমার অনুমতি লইয়া বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য বাজারে গিয়াছিলাম, সহসা একটা দাহ্ কাষ্ঠ বোঝাই উষ্ট্র সেইদিকে আসিয়া পড়িল। তাহার সেই পৃষ্ঠস্থ বোঝাই কাষ্ঠের আঘাতে এইরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে।—এনগরীর পথগুলি এমনি অপ্রশস্ত *।" আমি মনে করিলাম বুঝি সেই কথাতেই সমস্ত কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিল। তিনি বলিলেন "সেকি! কাষ্ঠবিক্রেতা-দিগের এতদূর স্পর্দ্ধা! কল্যই আমি বিচারপতির নিকটে গিয়া আবেদন

* আরব পারস্য প্রভৃতি দেশের নগর সকলের পথ নিতান্ত অপ্রশস্ত এমনকি একটা বোঝাই উট চলিলে আর সে পথে গতায়াত করা ভার হয়। বড় বড় বোঝাই সময়ে সময়ে পথের দুই পার্শ্বস্থ বাটীর ভিত্তিতে ঘষিয়া যায়।

করিব এবং নগরস্থ সমস্ত কাষ্ঠবিক্রেতাকে ফাঁসী দিব।” আমি সেই কথায় ভীত হইয়া বলিলাম “নাথ, বিনাদোষে তাহাদিগকে দণ্ডদিবেন কেন?—আমি প্রকৃত ঘটনা না বলিয়া অলীক বিবরণ বলিয়াছি। একটা মিথ্যাকথা বলিয়া নির্দ্দোষীকে দণ্ডিত করা উচিত নহে—আমি নিজের দোষেই নিজে আহত হইয়াছি। বাটী হইতে নির্গত হইয়াই একটা গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলাম। দৈবক্রমে পথিমধ্যে গর্দ্দভটা ভীত হইয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। আমি একটা পথমধ্যস্থ প্রোথিত কীলকের উপরে পড়িয়া-গেলাম এবং সেই আঘাতেই কপোলদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।” তিনি সেই কথা শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “কি, গর্দ্দভপালকগণ এরূপ অশিক্ষিত গর্দ্দভ রাখে! আমি কল্য প্রাতেই একথা জাফর এল্‌বার্‌মেকীকে বলিতেছি এবং গর্দ্দভপালকদিগকে সবংশে বিনাশ করিতেছি।” অমি আরও ভীত হইয়া বলিলাম “নাথ! আমি দৈববশে পড়িয়া গিয়াছিলাম বলিয়া কি সকলকেই বধ করিবেন?—নির্দ্দোষীদিগকেও বিনাশ করিবেন?” “অবশ্য আমি সকলকেই বিনাশ করিব” তিনি এইকথা বলিয়াই আমাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক এক সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন। অমনি পার্শ্বস্থ একটী দ্বার খুলিয়াগেল। সেই দ্বারদিয়া সাতজন কাফ্রী ক্রীতদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমাকে শয্যা হইতে গৃহের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল। স্বামী একজনকে ঘাড় ধরিয়া আমার মস্তকোপরি উপবেশন করিতে এবং অপর একজনকে আমার পদদ্বয় ধরিয়া আঁটুর উপর বসিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা সম্পাদন করিল। অমনি আর একজন একখানি মুক্তকোষ খরশান অসি আনিয়া বলিল “প্রভু, আজ্ঞা করুন; পাপিয়সীকে এক আঘাতেই দ্বিখণ্ড করিয়াফেলি—দুইজনে দুইদিক হইতে দুইখণ্ড লইয়া টাইগ্রীসের জলে ফেলিয়া দিউক এবং মৎস্যগণ আনন্দে ইহার কোমল মাংস ভোজন করুক। প্রভু, এরূপ দুশ্চারিণী রমণীদিগের প্রকৃত শাস্তিই এই-রূপ—যাহারা পবিত্রনামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেনা এবং প্রণয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে তাহাদের এইরূপে বিনষ্ট হওয়াই উচিত।” আমার স্বামী বলিলেন “সাদ, উহাকে দ্বিখণ্ডই করিয়াফেল।” ক্রীতদাস সেই কথা শুনিয়াই আমার নিকটে আসিয়া বলিল “আর কেন, এখন একবার ঈশ্বরের

নাম গ্রহণ কর—একবার মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসসূচক পদগুলি আবৃত্তি কর; তোমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে এইবেলা কতক পাপক্ষয় করিয়া লও যে ভবিষ্যতে শেষবিচার দিবসে উত্তর দিতে পারিবে।" আমি বলিলাম "ভদ্র! আমাকে একবার ছাড়িয়া দাও, আমি শেষপ্রার্থনা করিয়া লই।" তাহারা ছাড়িয়া দিল আমি উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতা কয়টী পাঠ করিলাম:—

বল বল প্রিয়তম এই কি তোমার
অধিনীর প্রতি হল আজি সুবিচার?
প্রণয়ে পাগল করি থাক তারে পরিহরি,
সুখে আছ নিজে কিন্তু অশ্রু বহে তার।

তারাহীন করি মম যুগল নয়ন
জ্বালি দিয়া হৃদিমাঝে বিরহ দহন,
আপনি সুখশয়নে রহিবে প্রফুল্ল মনে
বল নাথ, সে তোমার বিচার কেমন?

রবে বটে দূরে নাথ, ত্যজিয়া আমায়
নয়ন হেরিবে কিন্তু সতত তোমায়।
ভুলিবে, ভুলিয়া যাও, মনোমত বেছে নাও;
অধীনী তোমারে কভু ভুলিবেনা হায়!

বল নাথ! প্রতিজ্ঞা সে কোথায় তোমার?
চিরদিন সমভাবে রহিবে আমার?
অধীনী ভুলায়ে লয়ে হৃদয়ের ঈশ হয়ে
এমন বঞ্চনা নাথ! এই কি বিচার?

এত কি কঠিন নাথ ! তোমার হৃদয়
হবেনাক তায় হায় দয়ার উদয় ?
—রমণীর অশ্রুজলে কার না হৃদয় গলে
হাহা নাথ ! তব সম কে আছে নিদয় ?

সুদিন কুদিন নাথ আছেত সবার—
আপনি করিব ভোগ ভাগ্য আপনার ;
কর যাহা ইচ্ছা তব সকলি সহিয়ে রব—
খণ্ডিতে অদৃষ্ট লিপি কে পারে কাহার ?

একমাত্র ভিক্ষা, আর কিছু নাহি চাই
কোরোনা নিরাশ তাহে আল্লার দোহাই !
মরিলে সমাধিপরি লিখে দিও দয়াকরি
প্রেমাধীনী পাগলিনী হেন আর নাই !

দৈববশে পথ ভুলি প্রেমিক সুজন
আসিয়া তথায় যদি করে দরশন,
গলিবে হৃদয় মন হবে অশ্রু বিমোচন
নিজের প্রেমের সনে করিবে তুলন।

আমাকে সেইরূপ রোরুদ্যমানা দেখিয়া ও কবিতাকয়টী শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ আরও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেনঃ—

রমণী প্রণয়ে হয়ে বিভ্রান্ত হৃদয়
করিনাই ত্যাগ তারে সুখলভিবারে ;

নূতন করিতে লাভ আশা মোর নয়—
পাপের উচিত ফল দিতে খালি তারে।
যেমন পাপের রাশি সঞ্চয় যাহার
অবশ্য ভুগিতে হবে তেমন তাহার।

হৃদয়ে বাসনা তার করি প্রেম দান
আমার সহিত করে অংশী পরজনে,
করে সুখভোগ রাখি উভয়ে সমান;
স্বেচ্ছাচারে সুখভোগ বড় সাধ মনে।
আমি কিন্তু করি এবে অন্তর সহিত
'ঘৃণার্হ অংশিত্বে'* ঘৃণা ধার্ম্মিক উচিত।

আমি তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপে দয়ার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম একবার প্রাণনাথের চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি, অবশ্যই দয়ার উদ্রেক হইবে—অন্ততঃ সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া আমার প্রাণদান করিবেন। কিন্তু সে চিন্তা হৃদয়েই রহিল প্রকাশ্যে আর কিছুই বলিতে সাহস হইল না। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে দাসদিগকে বলিলেন "অরে, তোরা এখনও বিলম্ব করিতেছিস্ কেন? এ পাপিয়সীতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই—ইহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল্।" পরিচারকগণ তাঁহার আজ্ঞা পালনার্থ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আর মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে—মুহূর্ত্ত মধ্যেই তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে ইহলোকের আশা ভরসা একেবারে ঘুচিয়া যাইবে। আমি প্রাণভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে সহসা সেই বৃদ্ধা আসিয়া আমার স্বামীর পদতলে নিপতিত হইল এবং চরণ

*মুসলমান মাত্রেই এই ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট কথাটী বলিয়া থাকেন অংশিত্বের প্রকৃত ভাবার্থ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যে অংশিত্ব অপরাপর সময়েও ইহা ব্যবহার হয়।

চুম্বন করিয়া বলিল "বৎস! তোমাকে শৈশবাবস্থায় যে স্নেহভরে লালন-পালন করিয়াছি, সেই স্নেহের অনুরোধে আজি তোমাকে একটী বাক্য পালন করিতে হইবে। আজি তুমি এই রমণীকে ক্ষমা কর, এ এমন কিছু অপরাধ করে নাই, যে ইহার প্রাণদণ্ড করিতে হয়। বৎস! এখনও তোমার বয়স অল্প, এখনও তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই; আমার এই ভয় হয় যে তুমি বিবেচনার দোষে কি অকার্য্য করিবে—শেষবিচারের দিনে আবার এই রমণী তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। অতএব কাজ কি, বিশেষ না জানিয়া দণ্ডপ্রয়োগ করিওনা—আমাকে উহার প্রাণ ভিক্ষা দাও।" সে এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে লাগিল এবং আমাকে ক্ষমা করিবার জন্য বারম্বার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর প্রিয়তমের ক্রোধ কতক হ্রাস হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন "ভাল, তোমার কথায় পাপিয়সীর দোষ ক্ষমা করিলাম—আমি আর উহার প্রাণদণ্ড করিব না কিন্তু উহার শরীরে এরূপ চিহ্ন করিয়া দিব যে চিরদিন মনে থাকিবে, কি কার্য্যের কিফল।" তিনি এই কথা বলিয়াই ক্রীতদাসদিগকে আমার গাত্রবস্ত্র সকল উন্মুক্ত করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং একটা কুইন্সশাখা গ্রহণ করিয়া আমার পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদেশে অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। আমি সেই অসহ্য প্রহারযাতনায় জীবনাশায় হতাশ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। স্বামী আমাকে সেইরূপ চেতনহীন দেখিয়া সন্ধ্যার পর বৃদ্ধার সহিত আমাকে আমার পূর্ব্ব আবাসে ফেলিয়া আসিতে বলিলেন। পরিচারকগণ প্রভুর আজ্ঞানুসারে আমাকে পূর্ব্ব বাসস্থানে ফেলিয়াগেল। আমি সেইখানে থাকিয়াই ক্ষতস্থানগুলির চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্তু প্রহারচিহ্ন সমস্ত একেবারে বিলীন হইল না, মিক্রাপ্রহারের চিহ্নের ন্যায় রহিয়া গেল। পূর্ণ চারি মাস কাল নানারূপ ঔষধ ব্যবহার করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে চিহ্ন মিলাইয়া গেল না। অবশেষে এক দিন সেই প্রাসাদটী দেখিতে গেলাম। সেই রাজ পথটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কোথায় বা সে প্রাসাদ, কোথায় বা কি, সমস্তই বিনষ্ট হইয়া কেবল ইষ্টক প্রস্তর ও কঙ্কর স্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম



এখন নিঃসহায়—একাকিনী কোথায় যাই, কোথায় থাকি! অনেক চিন্তার পর একটী ভগিনীর আবাসে গেলাম। এই ভগিনীটী যদিও আমার সহোদরা নহেন, কিন্তু আমরা উভয়েই এক পিতৃজাত। ভগিনীর সহিত দুইটী কুক্কুরী ছিল। রাজন্ যিনি আমার পূর্ব্বেই আত্মবিবরণ বর্ণন করিলেন ইনিই সেই ভগিনী। আমি ইহাঁর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা সকল বর্ণন করিলাম। ইনি বলিলেন "ভগিনি! অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে? যাহা হউক তুমি যে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছ তাহাই যথেষ্ট—জগদীশ্বরকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দাও।" তিনি এই কথা বলিয়াই

নিজের ও কুক্কুরী-রূপিণী ভগিনীদ্বয়ের বিবরণ বর্ণন করিলেন। আমরা উভয়ে সেই পর্য্যন্ত একত্র রহিলাম—আর এক দিনের জন্য বিবাহের নাম মুখেও আনিতাম না। কিছু দিনের পর এই তৃতীয়া ভগিনীটীও আসিয়া আমাদের সহিত রহিলেন। আমরা ইহাঁকে প্রয়োজনী দ্রব্য সকল আহরণের ভার প্রদান করিলাম। ইনি সেই অবধিই বাজার হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকেন। রাজন্ এই আমাদের ইতিহাস।

বাহক ও বোগ্‌দাদ নাগরীত্রয় (উপসংহার)।

নরপতি হারুণ উর্‌সীদ রমণীদিগের বিবরণ শ্রবণ করিলেন। হৃদয় একপ্রকার অপূর্ব্ব বিস্ময়রসে পূরিয়া গেল। সেই অপূর্ব্ব আখ্যানগুলি পুস্তকে লিখিয়া ইতিহাসের সহিত পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং প্রধানা রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শুভে, যে জিনীয়ে তোমার ভগিনীদ্বয়কে ইন্দ্রজালবিদ্যাবলে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে সে কোথায় থাকে তাহা কি তুমি জান?" সে উত্তর দিল "রাজন্! সে বিদায় হইবার সময় আমাকে তাহার এক গুচ্ছ কেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছে যে 'যখন আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখন তুমি এই গুচ্ছ হইতে দুই এক গাছি কেশ গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিও তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব—যদি কাফ পর্ব্বতের পরপারেও থাকি তাহা হইলেও মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইবে না।'" খলীফে বলিলেন "তবে সেই কেশগুচ্ছ আমাকে প্রদান কর আমি তাহাকে এইখানে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি।" রমণী তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কেশগুচ্ছ বাহির করিয়া দিলেন। খলীফে সেগুলি গ্রহণ করিয়া তন্মধ্য হইতে কয়েক গাছি কেশ দগ্ধ করিলেন; দগ্ধ কেশের গন্ধ বায়ুভরে

চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া গেল। অমনি সমস্ত প্রাসাদটী কাঁপিয়া উঠিল এবং বজ্রনির্ঘোষবৎ একটা শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিত্রপুত্তলির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। আ! সম্মুখেই সেই জিনীয়েমূর্ত্তি উপস্থিত। জিনীয়ে মুসলমানী, সে মহম্মদের ধর্ম্ম বিশ্বাস করিত, সুতরাং নম্রভাবে খলীফেকে অভিবাদন করিয়া বলিল "জগদীশ্বরের নিযুক্ত ধার্ম্মিক-পালক খলীফের জয় হউক—জগদীশ্বর তাঁহাকে চির শান্তিসুখ প্রদান করুন।" "জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন, তুমি তাঁহার অনন্ত দয়া ও প্রসাদ প্রাপ্ত হও" খলীফে এই কথা বলিয়া তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। জিনীয়ে বলিল "রাজন্! এই রমণী একদিন আমাকে জীবন-শঙ্কট বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; ইনি যদি সেদিন আমার পরম শত্রুকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাণ হারাইতে হইত। যাহা হউক ইনি আমার যে উপকার করিয়াছেন চিরকালেও তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না। রাজন্ ইহাঁর ভগিনীগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল আমি তাহা দেখিয়াছিলাম এবং তাহার প্রতিফল দিবার জন্য, উৎসুক হইয়াছিলাম, সুতরাং ইহাঁর দ্বারা উপকৃত হইয়াই তাহাদিগকে ইন্দ্রজালবিদ্যাবলে কুক্কুরীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমে তাহা-দিগকে বিনাশ করিবারই ইচ্ছা ছিল—মনে করিয়া ছিলাম, যে তাহারা কোনরূপ সুযোগে আবার কোন না কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিবে, অতএব এককালে বিন-ষ্টই করি, কিন্তু উপকর্ত্রীর ভগিনী বলিয়া তাহাদিগকে প্রাণে মারি নাই। ধার্ম্মিকপাল! আপনি যদি সেই কুক্কুরীদ্বয়কে পুনরায় পূর্ব্ব নারীমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনার আজ্ঞায় তাহাদিগকে এখনই ইন্দ্রজালমুক্ত করিতেছি, কারণ আপনি জগদীশ্বরের নিয়োজিত নিয়ন্তা খলীফে এবং আমি জগৎত্রাতা মহম্মদোপদিষ্ট সত্যধর্ম্মাশ্রিতা মুসলমানী—আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্যপ্রতিপাল্য ও শিরোধার্য্য।" খলীফে বলিলেন "তবে তুমি এখনই এই কুক্কুরীদ্বয়কে ইন্দ্রজালমুক্ত করিয়া দাও, পরে দ্বিতীয়া রমণীর বিষয়ে বিচার করিব এবং তদন্ত করিয়া যদি প্রহারকর্ত্তাকে খুঁজিয়া পাই তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিব।" জিনীয়ে বলিল "ধার্ম্মিকপাল, আপনার অনুসন্ধানে আমি সাহায্য করিতে পারি। যিনি

দ্বিতীয়া রমণীর সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া বিনাদোষে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছেন তাঁহাকে আমি জানি, তিনি আপনার একজন অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ।" জিনী এই কথা বলিয়াই একপাত্র জল গ্রহণ করিল এবং তদুপরি কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র পাঠ করত, কুক্কুরীদ্বয়ের মুখে সেই জল ছিটাইয়া দিয়া বলিল "তোরা পূর্ব্ববৎ নারীমূর্ত্তি ধারণ কর্।" অমনি কুক্কুরীদ্বয় অপূর্ব্ব রূপবতী যুবতীমূর্ত্তি ধারণ করিল। আ! সর্ব্বস্রষ্টা জগৎপাতার মহিমা বর্দ্ধিত হউক! জিনীয়ে রমণীদ্বয়কে মায়ামুক্ত করিয়া বলিল "ধার্ম্মিকাধিপ! যিনি এই দ্বিতীয়া রমণীকে প্রহার করিয়াছেন, তিনি আপনার পুত্র এল্আমীন। তিনি এই রূপবতী যুবতীর রূপগুণের ব্যাখা শ্রবণ করিয়া ইহাঁর প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া ছিলেন—" জিনীয়ে এইরূপে দ্বিতীয়া নাগরীর কথিত বিবরণগুলি বর্ণন করিল। নিজ তনয়ই যে রমণীর প্রহারকর্ত্তা তাহা শুনিয়া খলীফে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন "যাহা হউক আমার দ্বারাই যে কুক্কুররূপিণী রমণীদ্বয়ের উদ্ধার হইল তজ্জন্য জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ!—এখন দ্বিতীয়া রমণীর বিষয়ে প্রকৃত বিচার করা উচিত।" তিনি এই কথা বলিয়াই এল্আমীনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই খলীফে-তনয় পিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরপতি তাঁহাকে দ্বিতীয়া রমণীঘটিত বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পিতার নিকট সমস্তই স্বীকার করিলেন। খলীফে কাজী ও সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিতে বলিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। নরপতি প্রথমা রমণী ও ইন্দ্রজালমুক্ত ভগিনীদ্বয়ের সহিত একচক্ষুহীন ভিক্ষুক রাজ-তনয়দিগের বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে নিজ পারিষদ্ করিয়া রাখিলেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া বোগদাদ-প্রাসাদ মধ্যেই তাহাদের বাসোপযোগী তিনটী মহল নিরূপিত করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়া যুবতী পুনরায় এল্আমীনের সহিত বিবাহিতা হইলেন এবং তাঁহার সম্পত্তি সমস্ত তাঁহাকেই প্রত্যর্পিত হইল। খলীফে তাঁহার প্রাসাদটী পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। এখন কেবল সেই আহারীয়-আহরণকারিণী তৃতীয়া যুবতী অবশিষ্ট,—খলীফে স্বয়ং তাঁহার পাণিপীড়ন করিয়া সে দিনের মত নিজ শয়নাগারেই স্থান দিলেন। পরদিন তাঁহার

জন্য ভিন্ন বাসস্থান নিরূপিত ও পরিচারিকা ক্রীতদাসী সকল নিযুক্ত হইল। নরপতি যুবতীর জন্য একটী নিরূপিত আয় স্থির করিয়া দিলেন; এবং কিছু দিনের পর একটী ভিন্ন প্রাসাদও প্রস্তুত হইল।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

টীকার পরিশিষ্ট।

জিনী, জিন্, জান, আফ্রীত, মারিদ ইত্যাদি।

মুসলমানদিগের বিশ্বাস এই যে জগদীশ্বরের সৃজিত বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট জীব কুল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম "মেলাইকে" বা দেবদূত, দ্বিতীয় "জিন্" বা "জিনী," ও তৃতীয় "ইন্স্" বা মনুষ্য। স্বর্গীয়দূত আলোকের দ্বারা, জিনী অগ্নি দ্বারা এবং মনুষ্য মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত। কেহ কেহ বলেন সয়তান একটী ভিন্ন সৃষ্টি, কিন্তু অধিকাংশেরই মতে সয়তানগণ বিদ্রোহী জিনী মাত্র তাহারা বিভিন্ন জীব নহে।

এল্ কাজবীনী বলেন যে "দেবদূতগণ জ্ঞান বুদ্ধি ও বাক্শক্তি বিশিষ্ট। তাহারা সয়তান ও জীন হইতে ভিন্ন জাতি। তাহারা রাগ দ্বেষ মোহ কামাদির বশীভূত নহে এবং জগদীশ্বরের অভিপ্রায় সাধনই তাহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তন তাহাদের আহার এবং পরম পিতার নামগান পেয়। দেবদূতদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনের জন্য প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে।" কতকগুলি দেবদূত পশুরূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেবদূতের মধ্যে চারিটী সর্ব্ব প্রধান, তাহাদের নাম জেব্রাইল, মিকাইল, আজ্রাইল ও ইসরাফিল। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মুসলমানের সহিত একটী রক্ষক ও একটী দর্শক স্বর্গীয়দূত আছে।

জিন বা জিনীগণ আদমের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। মহম্মদ বলিয়াছেন যে "জিন জাতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—জান (ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল), জিন, শয়তান, আফ্রীত ও মারিদ। মারিদগণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। যেমন কতকগুলি বানর কালবশে মনুষ্য হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কতকগুলি জান কালবশে জিন হইয়াছে।* বাস্তবিক জান ও জিন এই শব্দদ্বয় ব্যবহারকালে প্রায় এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মন্দ জিনীদিগকে শয়তান বলে এবং সেই ঈশ্বরদ্রোহী জিনী অধিকতর দুর্দ্দান্ত ও বলবান্ হইলেই আফ্রীত হয়। মারিদ আবার তদপেক্ষাও দুর্দ্দান্ত ও ভয়ানক। দুর্দ্দান্ত জিনদিগকে নারা বলে এবং শান্ত জিনদিগের নাম পিরীস্।"†

মহম্মদ বলেন "জানগণ ধূমহীন অগ্নি হইতে সৃষ্ট।"। এল জোহারী কহেন "এই অগ্নিতে শয়তান (ইব্লীস) সৃষ্ট হইয়াছে।" এল জান এই নামটী কোন কোন স্থলে ইব্লীস্ এই অর্থ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় যথা কোরাণে "জানকে (ইব্লীসকে) পূর্ব্বে (আদমের পূর্ব্বে) আমরা 'সাম্ম' অগ্নি (ধূমহীন অগ্নি) হইতে সৃজন করিয়াছি।‡" কোরাণের স্থানে স্থানে "জান" এই শব্দটী সর্প ও জিন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

এল্ কাজবীনী বলেন "জিনীগণ বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছদেহ, আমরা যেমন বায়ুর মধ্য দিয়া অবাধে সমস্ত দ্রব্যই দেখিতে পাই মধ্যে যে কিছু ব্যবধান আছে তাহা বোধ হয় না, তেমনি তাহাদের দেহের মধ্য দিয়াও আমরা সমস্ত দেখিতে পাই। বায়ু যেমন চক্ষুর অগোচর তাহারাও তেমনি অগোচর, তবে তাহারা যখন দেহ ঘনীভূত করে তখন আমরা তাহাদিগের

* কোরাণ ৫ম পরিচ্ছেদ ৬৫ কবিতা।

† মির এট্ এজ্ জেমান।

‡ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ২৭ কবিতা এবং জেলালেনের কৃত টীকা।

আকারাদি স্পষ্ট দেখিতে পাই। ইহারা ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করিতে পারে, পাঠকগণ তাহার উদাহরণ এই পুস্তক মধ্যে অনেক স্থানে দেখিতে পাইবেন।

জিনদিগের মধ্যে আবার ধার্ম্মিক আছে ঈশ্বরের নামঘোষক আছে প্রকৃত মুসলমান আছে। বাস্তবিক মনুষ্যের ন্যায় ইহাদের রাজা প্রজা দুষ্ট শিষ্ট সকলেই আছে। ইহাদের রাজাদিগের নাম সুলেমান। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সুলেমান জন্ম গ্রহণ করিয়া জিন প্রজা শাসন করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমানগণ দেবদূত জিন জিনী প্রভৃতিকে নানারূপ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াও মনুষ্যের অপেক্ষা হীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক স্থলে লিখিত আছে "যখন আমরা দেবদূতদিগকে বলিলাম তোমরা আদমের আজ্ঞাবহ হও, তখন কেবল ইব্লিস্ জিন্ ব্যতীত সকলেই তাহার অনুগত হইল।" এই প্রমাণের দ্বারা আমরা আরও একটী প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিতেছি যে জিন ও দেবদূত ভিন্ন পদার্থ নহে কেবল শ্রেষ্ঠ জিনগণই স্বর্গীয়দূত তবে বিশেষ এই যে দেবদূতগণ সাধারণ জিন জাতির অদৃশ্য ও তাহাদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। কথিত আছে সয়তানগণ ইব্লিসের পুত্র তাহারা ইব্লিসের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং ইব্লিস প্রলয়ের পরেও জীবিত থাকিবে কিন্তু অপরাপর জিনগণ তাহার পূর্ব্বেই মরিবে। এ বিষয়টী সকলে সমভাবে বিশ্বাস করেন না, সাধারণের বিশ্বাস এই যে, যে যখন প্রাণ ত্যাগ করুক না কেন আত্মার পুনরুত্থানের পূর্ব্বেই সকলকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে কেবল স্বর্গীয়দূত আজরাইল সকলের শেষে প্রাণত্যাগ করিবেন। জিনগণ দীর্ঘজীবী হইলেও সকলেই বহু দিন জীবন ধারণ করে না, কেহ কেহ উল্কাপাতে কেহ কেহবা অপর জিন অথবা মনুষ্যের দ্বারাও নিহত হয়। জিনগণ অগ্নি হইতে সৃষ্ট সুতরাং রক্তের পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রতি শিরায় অগ্নিপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সুতরাং কোন রূপে আহত হইলে দেহ হইতেই অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। সাধারণ জিনগণ মনুষ্যের ন্যায় পান আহার এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকে, মনুষ্যের ন্যায় তাহাদেরও সন্তান সন্ততি হয় এবং মনুষ্য জাতির সহবাসেও পুত্রাদি লাভ করিতে পারে। পুরুষ মানবের সহিত স্ত্রী জিনের সহবাসে বা মানবীর সহিত জিনের সহবাসে সন্তানোৎপত্তি হয়। সেরূপ সন্তানেরা পিতা মাতা উভয়েরই গুণ দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহম্মদ বলিয়াছেন যে "জিনদিগের আকৃতি নানারূপ, কেহ সর্পের ন্যায়, কেহ বৃশ্চিকের ন্যায়, কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহবা শৃগালের ন্যায় ইত্যাদি। জিনগণ তিন প্রকার সাধারণ ভাগে বিভক্ত যথা স্থলবাসী, জলবাসী, ও বায়ুবাসী। কতকগুলি জিনের পক্ষ আছে তাহারা উড়িতে পারে, কতকগুলি সর্প ও কুক্কুরবৎ এবং আর কতকগুলি মনুষ্যের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকে।" যে সকল সর্প মনুষ্যের বাসস্থানে থাকে তাহারা সকলেই জিন্; সুতরাং গৃহে সর্প প্রবেশ করিলে ধার্ম্মিক মুসলমান অগ্রে তাহাকে বাহিরে যাইতে বলে, যদি না শুনে তাহাহইলেই বিনাশ করে।

আমাদের দেশীয় ভূত যেমন লৌহকে ভয় করে আরব জিনীও তেমনি লৌহকে ভয় করিয়া থাকে। সাধারণ আরবীয়দিগের মতে মরু ভূমির ঘূর্ণাবায়ুস্তম্ভ দুর্দ্দান্ত জিনীদিগের মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং তাহারা ঘূর্ণাবায়ুস্তম্ভ দেখিলে "হাদীদ! হাদীদ!" (অর্থাৎ লৌহ লৌহ) বা "হাদীদ! ইয়া মাশুম!" (অর্থাৎ লৌহ! তুই হতভাগা) কিম্বা "আল্লাহো আক্বর" (অর্থাৎ জগদীশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম) বলিয়া চীৎকার করে।

সাধারণ বিশ্বাস এই যে, জিনগণ পৃথিবীর সীমা কাফ পর্ব্বতের পরপারে থাকে এবং ইচ্ছা হইলে মৃত্তিকার নিম্নে কি জলের ভিতরেও থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পতিত বাটী, কূপ

ইত্যাদি যে যে স্থানে আমাদের দেশী ভূত থাকে সে সে স্থানেও বাস করে। দুষ্ট জিনগণ যিশুর জন্মের পূর্ব্বে সপ্ত স্বর্গেই ভ্রমণ করিতে পারিত, পরে যিশুর জন্মের পর তিনটী স্বর্গ তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ হয়। তৎপরে যখন মহম্মদ জন্মিলেন তখন সকল স্বর্গেই তাহাদের গমন নিষিদ্ধ হইল। এখন তাহারা সর্ব্ব নিম্নস্থ স্বর্গের সীমাপর্য্যন্ত যায় এবং তথা হইতে স্বর্গীয়দূতদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ করে, সময়ে সময়ে মনুষ্যদিগকেও তাহা বলিয়া দেয়।

জিনগণ মন্ত্রপ্রভাবে মনুষ্যের বশীভূত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশীয় ভূতের যে যে গুণ ইহাদেরও প্রায় তাহাই।

যুবতী রমণী অপহরণ করা জিনদিগের একটী বিষম রোগ, তাহারা প্রায়ই রূপবতী যুবতীদিগকে হরণ করিয়া, হয় বিবাহ করে, না হয় সম্ভোগার্থ রাখিয়া থাকে।

উল্লিখিত কয় প্রকার ব্যতিত আরও অনেক উপদেবতা আছে, নিম্নে তাহাদের কতকগুলির নাম ও লক্ষণ উল্লেখ করা গেল, কারণ এই পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে সে সকলেরও উল্লেখ আছে ঃ—

ঘুল বা ঘুলে—তাহারা আমাদের দেশে প্রচলিত উপকথার রাক্ষস রাক্ষসীর ন্যায়। কেহ কেহ বলেন ইহারা সয়তানশ্রেণীর জিন ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসে ভিন্ন জাতি। ইহারা নরমাংস আহার করে এবং মায়ার দ্বারা পথিকদিগকে আকর্ষণ করিয়া বিনাশ করে। ঘুলে অর্থাৎ স্ত্রীঘুলগণ সময়ে সময়ে রূপবান পুরুষদিগের প্রতি আসক্ত হইয়া মানবীরূপ ধারণ করত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকে।

সিএলা বা সেয়ালা—ইহারা বনবাসী জিন বিশেষ। ইহারা মনুষ্যদিগকে শিকারার্থ গ্রহণ করিয়া, বিড়াল যেমন মূষিক লইয়া ক্রীড়া করে, সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহারা মনুষ্যের ন্যায় স্বর করিয়া বনমধ্য হইতে চীৎকার পূর্ব্বক "কে কোথায় আছ, আইস আমাকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়াছে" বলিয়া আহ্বান করিতে থাকে এবং পথিকগণ সাহায্যার্থ নিকটে আসিলেই আক্রমণ করিয়া বিনাশ করে।

ঘাদ্দার বা ঘারার—ইহারা মনুষ্যদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া নিকটে আনয়ন করতঃ হয় বর্ণনাতীত যাতনা দেয়, নাহয় ত কেবল মাত্র বিভীষিকা দেখায়।

দেলহান—ইহারা সাগরস্থ দ্বীপ সমূহে বাস করে এবং নরমাংস আহার করিয়া থাকে। উটপক্ষী ইহাদের বাহন। ইহারা জাহাজ হইতেও মনুষ্য ধরিয়া খায়।

শিক্—ইহারা জরাসন্ধের দ্বিখণ্ড দেহের অর্দ্ধ খণ্ডের ন্যায় অর্দ্ধমানবদেহ, অর্থাৎ এক জন মনুষ্যকে ঠিক মাঝা মাঝি চিরিলে তাহার অর্দ্ধ খণ্ড যেরূপ হয়, ইহারা সেইরূপ।

হাতিফ—ইহাদিগকে দেখা যায় না, কেবল ইহাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিয়া মনুষ্যদিগকে সতর্ক করিয়া দেয় এবং উপদেশও দিয়া থাকে।

কাজী।

কাজী—বিচারক ও বিচারমন্ত্রী—সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক বিচারই ইহাঁকে করিতে হয়; দেওয়ানী, ফৌজদারী, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত বিচারেই ইহাঁর অধিকার। ইহাঁকে উক্ত বিবাদ

সকল বিচার করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বিবাহ, পোষ্যপুত্র-গ্রহণ প্রভৃতি ও অপরাপর বিষয়ের দলীল দস্তাবেজও লিখিতে হয়। বাস্তবিক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে জজ, মাজিষ্ট্রেট ও রেজিষ্ট্রার পৃথক্ পৃথক্ যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাঁদিগকে একাকীই তাহা সম্পাদন করিতে হয়।

ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী।

মুসলমানদিগের ক্রীতদাস দাসীরা হয় যুদ্ধে ধৃত বন্দী না হয় বলপূর্ব্বক আনীত ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা ক্রীতদাসদিগকে ধরিয়া আনিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করে; এরূপ দীক্ষায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমান হইলেও তাহারা স্বাধীনতা পায় না। তবে কোন ভিন্ন-ধর্ম্মীর ক্রীতদাস যদি মুসলমান রাজ্যে পালাইয়া আসিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহা হইলেই স্বাধীন হয়। ক্রীতদাসীর গর্ভে ক্রীতদাসজাত বা প্রভু ভিন্ন অন্য স্বাধীন পুরুষজাত সন্তান ক্রীতদাস হইয়া থাকে। প্রভু নিজ ঔরসজাত দাসী-পুত্রকে যদি নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার না করেন তাহাহইলেও সে পুত্র ক্রীতদাস হয়। আরব দেশস্থ ক্রীতদাসদাসীগণের অধিকাংশই আবিসিনিয়া বা কাফ্রীদেশের লোক। ধনবানদিগের আবাসে দুই একটী জর্জ্জিয়া ও সার্কেসিয়া দেশীয় ক্রীতদাসও আছে।

ক্রীতদাসদাসীদিগের সাধারণ স্বাধীনতা নাই, তাহারা সর্ব্ববিষয়েই নিতান্ত প্রভুর ক্ষমতা-ধীন; তাহাদিগের কোন দ্রব্যেই অধিকার নাই। প্রভু যতক্ষণ কিছু প্রদান না করিবেন ততক্ষণ সে কিছুই ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহাদের উপার্জ্জন প্রভুর সম্পত্তি। প্রভুরা ক্রীতদাসদাসীদিগকে বা তাহাদের দ্রব্য সকল লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। প্রভুরা ক্রীতদাসীদিগকে ভোগ্যারূপে রাখিয়া থাকেন; তাঁহাদের ঔরসে দাসীগর্ভে সন্তান জন্মিলে যদি তাঁহারা নিজ ঔরসজাত বলিয়া স্বীকার করেন তাহাহইলেই তাহারা বিবাহিতা স্ত্রীজাত সন্তানের ন্যায় স্বাধীনতা ও আইনসঙ্গত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর যদি স্বীকার না করেন তাহাহইলে ক্রীতদাস বা দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যথেচ্ছা বিক্রীত বা প্রদত্ত হইতে পারে। ক্রীতদাস দাসীগণ কোন দোষ করিলে প্রভুরা তাহাদিগকে ইচ্ছানুসারে বধ পর্য্যন্তও করিতে পারেন, তাহাতে রাজদ্বারে দণ্ড হয় না, তবে অন্যায় পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে অতি যৎসামান্য দণ্ডও হইয়া থাকে। এক জন ক্রীতদাস একটী স্ত্রী বর্ত্তমানে আর একটী বিবাহ করিতে পারে না। তাহারা অপরাপর সম্পত্তির ন্যায় ধনীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে। দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে (যদি সন্তান সন্ততি না থাকে) তাহাদের সম্পত্তি পূর্ব্ব প্রভু বা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ পাইয়া থাকেন। যেমন ক্রীতদাসগণ স্বাধীনদিগের ন্যায় সমস্ত রাজ-সাহায্য পায় না তেমনি আবার আইন অনুসারে তাহাদের দোষের দণ্ডও স্বাধীন ব্যক্তির দণ্ডের অর্দ্ধেক মাত্র এবং অর্থদণ্ড হইলে সে দণ্ড তাহার প্রভুকে দিতে হয় অথবা রাজপুরুষগণ দোষী ক্রীতদাসকে ক্রোক করিয়া প্রভুর নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লয়।

প্রভু যদি ক্রীতদাসীর বিবাহ না দেন তাহাহইলে তাহার সহিত সহবাস করিতে পারেন, কিন্তু যদি তাঁহার যৌত অধিকার হয় তাহাহইলে পারেন না এবং বিবাহ নিয়মের নিষিদ্ধ

সম্পর্ক বিশিষ্ট হইলেও সহবাস নিষিদ্ধ। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমানী ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিতে পারে না। প্রভুরা নূতন দাসী ক্রয় করিয়া সাধারণতঃ এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং তিন দিনের মধ্যেই যদি তাহার কোনরূপ দোষ দেখিতে পান তাহাহইলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব্ব স্বামীকে ফিরাইয়া দেন।

যদি কোন পুরুষ আপনার বিবাহিতা সহধর্ম্মিণীকে কিম্বা কোন স্ত্রী বিবাহিতা স্বামীকে ক্রয় করে তাহাহইলে তৎক্ষণেই পূর্ব্ব বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যায় এবং সেই দিন হইতে পরস্পর প্রভু ও দাস ভাব হয়। তবে স্বাধীনতা প্রদান করত উভয়ের সম্মতিক্রমে পুনরায় নূতন বিবাহ হইতে পারে।

ক্রীতদাসদাসীকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে বড় অধিক আড়ম্বর করিতে হয় না, কেবল দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে "তুমি স্বাধীন হইলে" বলিয়া লিখিয়া দিলে (কিম্বা বাচনিক বলিলেও) তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। এত দূর আড়ম্বর না করিয়াও দাস দাসীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার আর এক উপায় আছে—ক্রয় করিবার সময় প্রভু যে বিক্রয়-নামা প্রাপ্ত হন তাহা ক্রীতদাসদাসীকে অর্পণ করিলেই তাহারা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন আর একরূপ স্বাধীনতা প্রদান আছে, প্রভু কোন কার্য্যের জন্য বা অন্য কোন কারণে ক্রীতদাসদাসীকে কোন নিরূপিত সময়ের পর মুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন এবং সেই নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে ক্রীতদাসদাসী স্বাধীন হয়। প্রভু সেরূপ অঙ্গীকার করিলে পর আর তাহাকে বিক্রয় করিতে পারেন না। দাসী প্রভুসহবাসে গর্ভবতী হইলে প্রভু যদি সে গর্ভস্থ সন্তানকে আপনার ঔরসজাত বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে আর তাহাকে বিক্রয় করিতে পারেন না এবং তাহার মৃত্যুর পর সে দাসী পরাধীনতা হইতে মুক্ত হয়।

বিবাহিতা স্ত্রীর অনেক ব্যয় ও অসুবিধা বলিয়া অনেক আরব গৃহস্থ (কি ধনী কি মধ্যবিত্ত) ক্রীতদাসী রাখিয়া থাকে। এই সকল দাসীদিগের অবস্থা বিবাহিতা স্ত্রীর অপেক্ষা হীন নহে, তাহারা সমস্ত সাধারণ দাসদাসীর কর্ত্রী এবং প্রভুর সহিত সমসুখভাগিনী। তাহারা বিবাহিতা স্ত্রীদিগের ন্যায় বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা। বাস্তবিক তাহাদের ক্রয় বিক্রয় চলে এই মাত্র অধীনতার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নাই।

আরব ক্রীতদাসদাসীরা সাধারণত দুই প্রকার, এক প্রকার শ্বেতকায় অপর কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতদাসদাসীগণ প্রায় আবিসিনীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত এবং কৃষ্ণদাসদাসীগণ কাফ্রী। কাফ্রীদাসীদিগের এমন রূপ নাই যে তদ্দ্বারা কাহারও মন আকর্ষণ করে সুতরাং তাহারা কেবল রন্ধনাদি সামান্য গৃহকার্য্য সকলই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। শ্বেতদাসীগণই কেবল ভোগ্যারূপে গৃহীত হয় এবং তাহাদিগকে সূচিবিদ্যা কারচোপের কাজ ও নৃত্য গীতাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব্বকালে এই দাসীরা ভাষা এবং শাস্ত্রাদিও শিক্ষা করিত এবং কেহ কেহ পুস্তকাদিও রচনা করিতে পারিত। প্রথমতঃ এই দাস দাসীগণ যখন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী থাকে তখন তাহাদিগকে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করা হইয়া থাকে পরে মুসলমান হইলে আর কোন গোলযোগই থাকে না। শ্বেতকায় ক্রীতদাস-দিগকে "মেম্‌লুক" বলে, তাহাদিগকে হয় খানসামার কার্য্য না হয় শরীররক্ষকের কার্য্য করিতে হয়। খোজাগণ কঞ্চুকীদিগের ন্যায় অন্তঃপুরক্ষক। সাধারণ লোকে প্রায় খোজা রাখিতে পারে না—রাজা বা বড় বড় ধনী লোকেই খোজা রাখিয়া থাকে। খোজারা ক্রীতদাসদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, অপর সাধারণ দাসদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের মান্য অনেক অধিক। খোজারা প্রায় কাফ্রী জাতীয়, দুই এক জন আবিসিনীয়াবাসীও আছে।

আইন অনুসারে প্রভুগণ ক্রীতদাসদিগকে উপযুক্ত অশন বসন দিবার জন্য বাধ্য। প্রভু যদি তাহাতে অক্ষম হয়েন তাহা হইলে হয় তাহাদিগকে নিজ নিজ ভরণপোষণার্থ উপার্জ্জন করিতে অনুমতি, না হয় স্বাধীনতা দিবেন। অক্ষম হইয়া ক্রীতদাসদাসী বিক্রয় করা আরবীয়দের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক সেই জন্য অক্ষম হইলে অধিকাংশ লোকেই ক্রীতদাস দাসীদিগকে স্বাধীন করিয়া দেয়।

পৃথিবীর সকল স্থানের ক্রীতদাসদাসীদের অপেক্ষা আরব ক্রীতদাসদাসীরা সুখী। মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞায় আরবীয় মাত্রেই তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। কয়েকটী আজ্ঞা অনুবাদিত হইল তদ্দ্বারাই পাঠকগণ সমস্ত বুঝিতে পারিবেন ঃ—

"স্বয়ং যেরূপ দ্রব্য আহার করিবে যেরূপ বসন পরিধান করিবে মেম্লুক্ দিগকেও সেইরূপ দ্রব্য আহার করিতে ও সেইরূপ বসন পরিধান করিতে দিবে এবং কখন সাধ্যাতীত কার্য্য করিতে বলিবে না।"

" ক্রীতদাসদাসীকে বিনাদোষে প্রহার করিলে কি তাহাদের মুখে চপেটাঘাত করিলে যে পাপ হয়, তাহাদের স্বাধীন করিয়া দেওয়া ব্যতীত আর সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

" যে ব্যক্তি ক্রীতদাস দাসীর সহিত মন্দ আচরণ করে তাহার স্বর্গ লাভ হইবে না।"

" যে ব্যক্তি ক্রীতদাসীকে কি তাহার সন্তানকে বিক্রয় করিয়া বা দান করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবে, জগদীশ্বরও তাহাকে তাহার বন্ধুদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবেন।"

" যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভুর মঙ্গল কামনা করে ও কায়মনোচিত্তে ঈশ্বরের পূজা করে তাহার জন্য স্বর্গধামে দ্বিগুণ পুরস্কার রহিয়াছে।" ইত্যাদি

সকল মুসলমানেই ঠিক আজ্ঞাগুলির মত কার্য্য না করুক অনেক অংশে তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। কথিত আছে " ওথমান এক সময়ে অবাধ্যতার জন্য এক জন মেমলুকের কাণ মলিয়া দেন, পরে তজ্জন্য অনুতাপিত হইয়া দণ্ডিত মেমলুককে ডাকিয়া নিজের কাণ মলিয়া দিতে বলেন। প্রথমে মেমলুক অস্বীকৃত হয়, কিন্তু তিনি বারম্বার আজ্ঞা করায় সে অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে প্রভুর কাণ মলিয়া দেয়। ওথমান তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, না তুমি জোরে মলিয়া দাও আমি শেষ বিচারের দিনে যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিব না। মেমলুক উত্তর দিল, প্রভু আপনি যে ভয় করিতেছেন আমিও সেই ভয় করিতেছি।"—জেইন এল্ আরিদীনের এক জন মেমলুক একটা মেষের পা ভাঙ্গিয়া দেয়। তিনি মেমলুককে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আমি আপনাকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্য এরূপ কার্য্য করিয়াছি। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন, আমি তোমার এই দুষ্প্রবৃত্তি দাতা সয়তান ইব্লিস্কে ক্রুদ্ধ করিব—যাও, জগদীশ্বরের দোহাই তুমি এখনই স্বাধীন হও, আমি আর তোমাকে চাহিনা। এইরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে তাহা এস্থলে বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন।

সময়ে সময়ে স্বাধীন ব্যক্তিগণও চক্রান্তে পড়িয়া বিক্রীত হইয়া থাকে।

হাম্মাম বা স্নানশালা।

স্নানশালা আরবীয়দিগের পক্ষে অতি আদরের স্থান। আমাদের দেশে পূর্ব্বে স্নানশালা ছিলনা পরে মুসলমান রাজাদিগের আমলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটী স্নানশালা প্রস্তুত হয়। এখনও কোথাও কোথাও তাহার ভগ্নাবশেষ চিহ্ন এবং কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ অভগ্ন ও

সংস্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে স্নানশালা সকল বোধ হয় আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই দেখিয়া থাকিবেন, সুতরাং আরব স্নানশালা সকলের একটী স্থূল বিবরণ দেওয়া গেল। আরব দেশে সাধারণ স্নানশালার ন্যায় বড় বড় লোকের বাটীতেও হাম্মাম আছে কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত আয়তনে ক্ষুদ্র।

হাম্মাম একটী বৃহৎ বাটী, ইহার মধ্যে অনেকগুলি গৃহ আছে। গৃহগুলির তলদেশ শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বা অন্য কোন সুদৃশ্য মর্ব্বল প্রস্তরময়। ভিতরের গৃহগুলি বৃহৎ বৃহৎ গুম্বেজে শোভিত। সেই সকল গুম্বেজে আলোক আসিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল বাতায়ন সকল আছে। প্রথম গৃহের নাম "মেস্লাখ্", এই গৃহে স্নানার্থীরা বস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্নান করিতে যায়। ইহার মধ্যস্থলে একটী শীতল জলের ফোয়ারা এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বসিবার জন্য মার্ব্বল প্রস্তরময় রোয়াক, এই সকল রোয়াকের উপর স্নানার্থীদিগের অবস্থা বিবেচনায় নানারূপ আসন পাতা থাকে। হাম্মামের অভ্যন্তর ভাগই প্রকৃত স্নানশালা। মধ্য বা প্রধান গৃহের নাম "হারারা", এই গৃহটী প্রায় ঢেরার আকৃতিতে গঠিত হইয়া থাকে। হারারার মধ্যে একটী উষ্ণ জলের ফোয়ারা থাকে এবং সেই ফোয়ারার নিম্নে মার্ব্বল আসন সকলও থাকে। এই গৃহের এক কোণে অভ্যন্তর-প্রকোষ্ঠ, তাহার নাম " বেটআওয়াল " অপর কোণে বৃহৎ চুল্লির উপর জল গরম হয়। অবশিষ্ট কোণদ্বয়ে দুইটী গৃহ। এই গৃহদ্বয়ের একটীতে উষ্ণ জলের চৌবাচ্ছা অপরটীর্তে শীতল ও উষ্ণ জলের দুইটী চৌবাচ্ছা। হারারা গৃহটী অগ্নির উত্তাপে এমনি উষ্ণ যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদজল নির্গত হইতে থাকে। বেটঅওয়াল হারারার ন্যায় তত উষ্ণ নহে।

স্নানার্থীগণ প্রথম গৃহে বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া একখানি গামছা পরিধান করে ও আর একখানি গামছা মস্তকে বাঁধিয়া কাষ্ঠপাদুকা পদে দিয়া হারারার মধ্যে প্রবেশ করে। অমনি তথাকার উত্তাপে তাহার গাত্র হইতে স্বেদ জল নির্গত হইতে থাকে এবং একজন পরিচারক আসিয়া কটিতটের গামছাখনি বাতিত আর সমস্ত খুলিয়া লইয়া অঙ্গুলি মটকাইতে ও গাত্র মর্দ্দন করিয়া দিতে থাকে এইরূপে ক্ষণকাল গাত্র মর্দ্দন হইলে সে স্নানার্থীর পদতল ঘষিয়া দিয়া একখানি রোমজাত বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দেয় তৎপরে স্নানার্থী নিজ ইচ্ছানুসারে একটী চৌবাচ্ছায় অবগাহন করে অবগাহন হইলে পর খর্জ্জুরের চোঁচ ও সাবানের জলের দ্বারা গাত্র মার্জন করিয়া দেওয়া হয়। পরে স্নাত ব্যক্তি একটী আসনে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করে ও যৎকিঞ্চিৎ পান আহার করিয়া থাকে। এই আহারের সময় একজন পরিচারক তাহার পদতল মর্দ্দন করিতে থাকে। পরে স্নাত ব্যক্তি নিজ বসন ভূষণ পরিয়া বিদায় হয়। ইচ্ছানুসারে হাম্মামে ক্ষৌরকার্য্যও হইয়া থাকে।

হাম্মাম আরবস্ত্রীদিগের বিশেষ প্রিয় স্থান। তাহারা প্রায়ই তথায় নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। কখন কখন বা তাহারা গায়িকা নর্ত্তকী পর্য্যন্তও লইয়া যায়। পুরুষদিগের যেমন ক্ষৌর কার্য্য করা হয় তেমনি স্ত্রীলোকদিগের বেণী বন্ধিয়া দেওয়াও হইয়া থাকে। ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তথায় কিছু অধিক গিয়া থাকে। কোন কোন হাম্মাম কেবল স্ত্রীদিগের জন্য প্রস্তুত এবং কতক গুলি বা কেবল পুরুষদিগের জন্য; আবার এক এক হাম্মামে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই স্নান করিয়া থাকে। এই সকল হাম্মামে প্রাতঃকালে পুরুষ ও অপরাহ্ণে স্ত্রীলোকে স্নান করে। যখন স্ত্রীলোকেরা থাকে সেই সময়ে তাহার চিহ্নস্বরূপ একখানি গামছা বা ছোট পরদা দ্বারের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আর পুরুষগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরব দেশে সাধারণ হাম্মাম ছিলনা। মহম্মদ হাম্মামে স্নান করা ভাল বাসিতেন না। তিনি প্রথমে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই তথায় স্নান করিতে নিষেধ

করিতেন। পরে কেবল শরীর প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিস্কৃত হইবার জন্য পুরুষদিগকে ও প্রসবের পর সূতিকা হইতে বহির্গত হইয়া বা পীড়ার পর প্রথম স্নানের দিবস (বাটীতে স্নানের স্থান না থাকিলে) স্ত্রীলোকদিগকে হাম্মামে যাইতে দেওয়ায় তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। ভদ্র রমণীদিগের মধ্যে অনেকে স্বামীর অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ হাম্মামে স্নান করিতে ভালবাসেন না। মহম্মদ বলিয়াছেন "যে স্ত্রী হাম্মামে প্রবেশ করে তাহার শরীরে ভূতাবেশ হয়।" সেই জন্য পুরুষগণও হাম্মামে প্রবেশের পূর্ব্বে ভূতের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। মহম্মদ বলিয়াছেন "সমস্ত পৃথিবীই আমার প্রার্থনার স্থান, আমি সকল স্থানেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি, কেবল সমাধিস্থল বা হাম্মামে পারি না।" মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে তথায় সয়তানের আবাস। মুসলমান ভিন্ন সকল ধর্ম্মাবলম্বীই হাম্মামে স্নান করিতে পারে কেবল ভিন্নধর্ম্মীদিগকে ঘাড়েরদিকে একটী বিশেষ চিহ্ন ঝুলাইয়া যাইতে হয় কারণ মুসলমানগণ হাম্মামে যেরূপ আদর পাইয়া থাকে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সেরূপ আদরের অধিকার নাই।

শোকবস্ত্র ও শোকচিহ্ন।

পূর্ব্বকালে আরবীয়দিগের স্ত্রী পুরুষ সকলেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শোক প্রকাশ করিত। আব্বাসী খলীফে ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণের যে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করা পদ্ধতি ছিল, তাহা ইমাম-ইব্রাহিম-ইব্‌ন্‌-মহম্মদের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। এখন আর পুরুষগণ শোকপরিচ্ছদ ধারণ করে না, কারণ ঈশ্বরের জীব ঈশ্বরই গ্রহণ করেন তাহাতে শোক প্রকাশ করা অধার্ম্মিকতা। সুতরাং স্ত্রীলোকেরাই শোক-বস্ত্র ও শোক-চিহ্ন ধারণ করে। অধিক বয়স্ক লোকের মৃত্যুতে শোকচিহ্ন বা শোকবস্ত্র ধারণ করিতে নাই। অপর অল্পবয়স্ক আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তাহারা অঙ্গরাখা শিরোভূষণ, অবগুণ্ঠণ, (সময়ে সময়ে কণুই ও হাঁটু অবধি হস্তপদ পর্য্যন্তও) নীলবর্ণে রঞ্জিত করে এবং কেহ কেহ বা গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত নীলবর্ণ করিয়া গালিচা আসন গদি প্রভৃতি উল্‌টাইয়া রাখে। শোক সময়ে অলঙ্কার ভূষণাদি ধারণকরে না এবং গন্ধদ্রব্য বা কজ্জলাদিও ব্যবহার করে না।

পরিচ্ছদ।

আরবীয় সাধারণ পরিচ্ছদ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ এই পুস্তকের চিত্র সকল হইতেই অনেকটা বুঝিতে পারিবেন এবং মোগলদিগের পোষাক দেখিয়াও কতক স্থির করিতে পারিবেন। আরবদিগের অঙ্গরাখার আস্তিন গুলি হাত হইতে অনেক দীর্ঘ হয় তাহার অর্থ এই যে উচ্চপদস্থ বা অন্য প্রকার বড় লোকের সম্মুখে হস্ত দেখাইতে নাই, আরবীয়গণ সেরূপ লোকের সম্মুখে যাইতে হইলে আস্তিনদ্বারা হস্ত আচ্ছাদন করিয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের বসন ভূষণও চিত্র সকলে দেখিলে এবং (নূতন কোন নাম লিখিত হইলে তাহার) নিম্নস্থ টীকায় বুঝিতে পারিবেন। কেবল ইজার বা ঈজার নামক বস্ত্রের ও অপর

কয়েকটীর বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল এই ইজার এই পুস্তকে প্রায় সর্ব্ব স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইজার আমাদের দেশের মুসলমানেরা যে ইজার ধুতির পরিবর্ত্তে পরিধান করে সে ইজার নহে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য আচ্ছাদন বিশেষ। স্ত্রীলোকেরা সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে হইলে ইজার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে। ইহা একখানি অন্যূন দুই গজ প্রস্থ ও তিনগজ দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ড। ইহা মস্তকের উপর এরূপে দেয় যে দুই প্রান্ত দুই দিক দিয়া সমভাবে ঝুলিয়া পড়ে এবং সেই প্রান্তদ্বয়ের পাড়ের নিকট একত্র করিয়া এরূপে ধরে যে সমস্ত পরিচ্ছদই আচ্ছাদিত হয় কেবল ঘাগ্‌রার ও মুখাবগুণ্ঠনের কতক অংশ দেখাযায় মাত্র। ইহা সাধারণতঃ শ্বেত কেলিকোয় নির্ম্মিত হয়, ধনাঢ্য পরিবারস্থ রমণীগণের মধ্যে বিবাহিতারা কৃষ্ণবর্ণ রেশমী ও অবিবাহিতারা শ্বেত বর্ণ রেশমী ইজার ব্যবহার করে; সে ইজারকে "হাবারা" বলে।

আরব স্ত্রীরা "কিনা" নামক এক প্রকার অবগুণ্ঠণ ব্যবহার করে। ইহা একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রে নির্ম্মিত; ইহা প্রায় এক গজ বা তদধিক দীর্ঘ এবং প্রস্থে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহা ইজারের নিম্নে মস্তকের উপর হইতে মুখের উপর দিয়া প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ওয়াহাবী স্ত্রীরা এইরূপ ছিটের অবগুণ্ঠন ব্যবহার হইয়া থাকে। এক প্রকার অবগুণ্ঠনের দুই কোণে দুইটা ফিতা লাগান থাকে সেই ফিতার দ্বারাই তাহা মস্তকে বাঁধিয়া প্রায় পদতল পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এ অবগুণ্ঠনে (দেখিবার জন্য) নয়নের কাছে দুই ছিদ্র রাখা হয়, এরূপ অবগুণ্ঠনের নাম "বুর্কো"। কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠন গুলি প্রায় স্বর্ণমুদ্রা ও ঝুটা মুক্তায় ভূষিত হইয়া থাকে, ঐ মুদ্রাশ্রেণী ও মুক্তামালা পরিধানকর্ত্রীর কপালের উপর থাকে। এরূপ কৃষ্ণ বর্ণ অবগুণ্ঠ কেবল শোক সময়েই ব্যবহার্য্য, অন্যসময়ে প্রায় ভদ্ররমণীরা ব্যবহার করেন না।

সুরা ও মাদকতা; পান, পানভূমি, উপকরণ।

সুরাপান মহম্মদীয় ধর্ম্মে অত্যন্ত নিষিদ্ধ, কোরাণের স্থানে স্থানে সুরা কি কোনরূপ মাদক পেয় পানকরার নিষেধ আছে তথাপি এই পুস্তকমধ্যে যেরূপ সুরাপানের বর্ণন আছে তাহা দেখিলে বোধ হয় যে সকল মুসলমানেই মাতাল। এই অসামঞ্জস্যের জন্য সুরাপানের বিবরণ কিছু বিস্তৃত রূপে লেখা প্রয়োজন হইতেছে। যদিও আমোদপ্রার্থী পাঠকগণ দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিরক্ত হইবেন বটে তথাপি প্রকৃত তথ্যানুসন্ধায়ীদিগের জন্য ইহা নিতান্ত সংক্ষেপ করিতে পারিলাম না। কোরাণে সুরা বা তৎসদৃশ মাদক পেয় পান নিতান্ত অকার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে তথাপি "নিবীধ" নামক এক প্রকার সুরা পান করিতে কাহারও নিষেধ নাই। এখন যদিও আরবীতে সকলপ্রকার সুরাকেই নিবীধ বলে তথাপি ইহা বিলাতি সরাপের ন্যায় পেয় নহে, শুষ্ক দ্রাক্ষা বা খর্জ্জুর ভিজাইয়া রাখিয়া যে ছির্কা প্রস্তুত হয় ইহা তাহাই। মহম্মদ এই প্রকার সুরা পান করিতেন বলিয়া মুসলমানগণ এরূপ সুরাপান দোষাবহ বা নিষিদ্ধ বিবেচনা করে না। মহম্মদ সন্ধার সময় জলে খর্জ্জুর বা দ্রাক্ষা ভিজাইয়া দিয়া তৎপর দিন ও পর-পরদিবসেও পান করিতেন তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত হয় তাহা পরিচারকদিগকে প্রদান করিতেন নাহয় ফেলিয়া দিতেন। ইবন্‌-খালদূন বলেন খলীফে হারুণ উর্‌রসীদ ও খলীফে এল্‌-মামুন প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা

ব্যক্তিগণ যে সুরাপায়ী বলিয়া খ্যাত আছেন তাহা নিষিদ্ধ পেয় পান হেতুক নহে। তাঁহারা শুষ্ক খর্জ্জুর হইতে প্রস্তুত নিবীধই পান করিতেন।

আরব নগর সমূহে কিস্‌মিস্ হইতে প্রস্তুত এক প্রকার সুরা বিক্রয় হয় তাহার নাম "জেবীব" আরবীতে কিস্‌মিস্‌কেও জেবীব বলে। এখন পূর্ব্বের ন্যায় সুরার নানারূপ নাম নাই জেবীব প্রভৃতি নাম লোপ পাইয়া প্রায় সকল মদিরার নামই নিবীধ হইয়াছে। আর এক প্রকার "আর্কস্সূস" নামক মদ্য আছে। কায়রো নগরে যে খর্জ্জুর-সুরা বিক্রয় হয় তাহার মধ্যে খর্জ্জুর দেওয়া থাকে, পান করিবার সময় ছাঁকিয়া পানকরিতে হয়। এই সকল সুরা ব্যতিত "বূজে" বলিয়া এক জাতীয় সুরাশ্রেণী পাওয়া যায় বূজে গোধুম, গোধুম-পিষ্টক, যব, যবপিষ্টক প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য হইতে প্রস্তুতহয়।

আরবীয়দিগের মধ্যে অহিফেণ গাঁজা প্রভৃতিও বেস প্রচলিত আছে। এই পুস্তক মধ্যেও "বেন্‌জ" বা ভাঙের কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বেন্‌জ বা সিদ্ধির কচি কচি পাতা গাঁজার ন্যায় তামাকুর সহিত মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা এখানে মোল্লাদিগকে প্রায় তামাকু-ধূম পান করিতে দেখি না, কিন্তু আরব দেশে তামাকুর যথেষ্ট ব্যবহার।

মেঃ লেন সাহেব কায়রোবাস কালে মাদকতা বিষয়ে যে সকল দেখিয়া, শুনিয়া ও পাঠকরিয়া ছিলেন সে সকল বিষয়ে নিজ পুস্তকের টীকার মধ্যে নানা কথা লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় সে সকল দীর্ঘ প্রস্তাব এখানে নিষ্প্রয়োজন। তিনি বলেন বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা পূর্ব্বকালে আরবে সুরার প্রাদুর্ভাব কিছু অধিক ছিল পরে "কাফির" ব্যবহার প্রচলিত হইয়া পর্য্যন্ত অনেক স্থলে সুরার পরিবর্ত্তে কাফি পান করিয়াই আমোদ প্রমোদ সমাহিত হয়। তিনি আরও বলেন যে আরবীয় বড় লোকেরা এমনকি কাজি উজীর প্রভৃতি ধর্ম্মশাসক ও রাজশাসনানুযায়ী শাস্তিদাতাগণও সুরাপানাদি ঘৃণিত কার্য্যে উৎসাহ দিতে কি উৎসাহ দিবার জন্য কুৎসিত পুস্তকাদি রচনা করিতে লজ্জিত হয়েন না; তিনি কায়রোবাস সময়ে সেরূপ অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছেন।

এখন আর সে দিন নাই সর্ব্বত্রই সমান, ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইলেও কায়রো প্রভৃতি নগরে ইউরোপীয় ব্রাণ্ডি প্রভৃতি তোজোময় সুরা সকলও বেস্ প্রচলিত হইয়াছে। অনেক মুসলমান কোরাণের আজ্ঞায় সন্দেহ করে। তাহারা বলে মহম্মদ সুরাপান নিষেধের আজ্ঞা সন্দেহ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন নতুবা এরূপ আজ্ঞা দিয়া আবার এরূপ লিখিলেন কেন যে, সুরা পানাবস্থায় কেহ নমাজ করিও না, নেসার ঘোর যতক্ষণ না ছাড়ে যতক্ষণ তুমি নিজে কি বলিতেছ তাহা নিজেই জাননা ততক্ষণ নমাজপাঠ বা প্রার্থনা নিষিদ্ধ।" যাহাই হউক কোরাণে এ বিষয়ে অতি কঠিন আজ্ঞা আছে, তাহাতে আছে যে "হে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তিগণ মদ্যপান, পুত্তলিকাদি অলিক মূর্ত্তি ব্যবহার এবং ভবিষ্যদ্‌জ্ঞানার্থ মন্ত্রাদি প্রয়োগ একয়টী সয়তানি কার্য্য এসকল কুশলেচ্ছু বক্তিগণ সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিবেক" ইত্যাদি। ব্যবহারশাস্ত্রে সুরাপানের বা অপর কোন মাদক সেবনের অশীতি বেত্রাঘাত ব্যবস্থা আছে; ক্রীতদাসদাসীর তদর্দ্ধেক। রমজান মাসের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে মাদক সেবন করিলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও বিধি।

কথিত আছে মহম্মদের কয়েকজন প্রধান প্রধান সহচর কেবল সুরাপানের নিষেধ আছে বলিয়াই প্রথমে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বিখ্যাতনামা এল্ আশা একজন রীতিমত সুরাপায়ী ছিলেন, তিনি কেবল সুরাপান করিতে পারিবেন না বলিয়াই মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই পরে প্রাণভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে এক সময়ে একব্যক্তি উক্ত বিখ্যাতনামার সমাধির নিকট দিয়া

যাইতেছিল, সে সমাধি আর্দ্র দেখিয়া একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল মদ্যপায়ী যুবকগণ আজিও মৃত এল্ আশাকে পানসহচর বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহারাই এই সমাধির উপর সুরাপান করিতেছিল এবং কল্পিত পানসহচর এল্ আশার অংশ তাঁহার সমাধির উপর ঢালিয়া দিতেছিল। আরবীয়েরা যে সকলেই ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সুরাপান করে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ সুরার বিরোধীও অনেক আছে; অনেকে মাতলামী ভাল বাসে না, বা সুরায় শরীর নষ্ট করে বলিয়া সুরার বিপক্ষ।

মুসলমান রাজাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সুরাপানাসক্ত, কবি ও গায়ক বাদকগণই তাঁহাদের প্রিয় পানসহচর; অভাবে সামান্য পরিচারকদিগকেও পানসহচর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

পানভূমিতে উজ্জ্বল বসন ভূষণ পরিধান করিয়া যাইতে হয়। আপানভূমির পোষাক প্রায় হরিদ্রা সবুজ প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণেরই হইয়া থাকে। পানভূমিতে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই শ্মশ্রুরাজি নানারূপ গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত করিয়া আইসে এবং সর্ব্বাঙ্গে গোলাপজল মাখে। পানগৃহে চন্দনকাষ্ঠাদি দগ্ধকরিয়া সুবাসিত করা হয়।

আরব কবিতাদিতে যত দূর জানা যায় তাহাতে তথাকার সুরা অপেক্ষাকৃত ঘন বলিয়া বোধহয়। আরব সুরার স্বাদ মিষ্ট এবং তাহা ইউরোপীয় সুরার ন্যায় তীক্ষ্ণ নহে। এই সুরা পানের পূর্ব্বে ছাঁকিয়া কাচ বা অন্য কোন পাত্রে রাখাহয়, এবং সেই পাত্রগুলি হয় কেবলমাত্র মেঝিয়ার উপর আস্তরণ বিছাইয়া তদুপরি, না হয় গোল বারকোষের উপর সাজাইয়া রাখা হয়। পানার্থীরা হয় তাহার চতুর্দ্দিকে না হয় দেওয়ানে, তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া, উপবেশন করে। একজন ভৃত্য সেই সুরাপাত্র হইতে চসকে মদিরা ঢালিয়া সকলের হস্তে প্রদান করে। এই ভৃত্যের দক্ষিণ হস্তে একখানি বড় গোটাদার রুমাল থাকে, সুরাপায়ী পান করিয়া সেই রুমালের প্রান্তভাগ দ্বারা মুখ মুছিয়া ফেলে। চসকগুলি প্রায় কাচ নির্ম্মিতই হইয়া থাকে, তবে কোথাও কোথাও স্বর্ণরৌপ্যময়ও দেখিতে পাওয়া যায়। সুরাপূর্ণ চসককে "কাস্" বলে, শূন্য হইলে তাহার নাম "কাডা" বা "জাম"। চসকসাধারণের নাম "কুবে;" সর্ব্বৎ পানের পাত্রকে "কুল্লে" বলে। এই সকল পানপাত্রের সহিত নানাবিধ ফলমূলপূর্ণ পাত্র সকল এবং বীজনার্থ পাখা তালবৃন্ত ইত্যাদিও থাকে। ফলমূলই প্রায় আরবীয়দের সুরাপানের চাট হইয়া থাকে, সুতরাং এই সূত্রে কয়েক প্রকার ফলের বিষয়েও নিম্নে কিছু লেখাগেল।

"বেলা" বা খর্জ্জুর ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। মহম্মদ "রুতব" টাট্কা খর্জ্জুর ও তরমুজ বড় ভাল বাসিতেন। তিনি এই উভয় ফল একত্র আহার করিতেন ও বলিতেন "খর্জ্জুর বৃক্ষ মানবজাতির পিতৃস্বসা, কারণ জগদীশ্বর যে মৃত্তিকা হইতে আদমকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন খর্জ্জুর বৃক্ষও সেই মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত; অতএব পিতৃস্বসা খর্জ্জুর বৃক্ষকে সকল্লে উপযুক্ত সম্মান প্রদান কর। জগদীশ্বর এই বৃক্ষকে মনুষ্যের ন্যায় কতকগুলি গুণ প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের মস্তকচ্ছেদন করিলে তাহারা যেমন মরিয়া যায়, ইহাও সেইরূপ মরিয়া যায়; মনুষ্যের কোন অঙ্গ কাটিয়া দিলে যেমন সে আর পুনরায় গজায় না, ইহারও শাখা কাটিয়া দিলে সে স্থান হইতে আর নূতন শাখা গজায় না। জগদীশ্বর পৃথিবীর খর্জ্জুর বৃক্ষ সকল কেবল মুসলমানদিগেরই জন্য সৃজন করিয়াছেন। সমস্ত খর্জ্জুর বৃক্ষই মুসলমানদের, সেই জন্যই তাহারা খর্জ্জুরবৃক্ষযুক্ত দেশসকল জয় করিয়াছে।" ইত্যাদি।

"বিত্তীখ" বা তরমুজ ইহা মর্য্যাদায় দ্বিতীয় ফল। মহম্মদ বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি এক কামড় তরমুজ খায় জগদীশ্বর তাহার সহস্র সৎকার্য্য লিখিয়া রাখেন ও সহস্র দুষ্কার্য্য কাটিয়া

দেন এবং স্বর্গের উচ্চতর অংশে তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া রাখেন। তরমুজ ফল একাকীই খাদ্য, পেয়, অম্ল, ক্ষার এবং জীবনধারণের উপায়।" ইত্যাদি।

তৃতীয় "মজ" বা কদলি (Banana)। মহম্মদ বলিয়াছেন "পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে তন্মধ্যে মজই স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায়, কারণ কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই ইহার ফল ফলে।

চতুর্থ "রুম্মান" বা দাড়িম্ব (বেদানা) মহম্মদের মতে প্রত্যেক দাড়িম্ব পুণরুৎপাদক স্বর্গীয় বীজে পূর্ণ।

অপরাপর ফলের মধ্যে টফ্‌ফা (আপেল), কুম্মেট্রে (পেয়ারা), সাফারজাল (কুইন্স), মিস্‌মিস্, খখ্ (পীচ), টীন (ডুমুর), জুম্মেজ, ইনেব (দ্রাক্ষা), "নাবক" বা সড়্র, ওন্নাব, ইজ্জাস, বা রকুক্ (কুল), জজ (আখরোট), লজ (লেবু), বগুক্, ফষ্টক্, বুরুটুকান (কমলালেবু,) নারিঞ্জ, লেমুন (লেমুবিং) উট্রুজ বা টুরুঞ্জ, কেব্বাব, টুট, জেইতুন এতদ্ব্যতিত "কাসার এস সুক্কর" বা ইক্ষু।

এই সকল ফল মূল পূর্ণ পাত্র সকলের দ্বারা আপানভূমি প্রায়ই শোভিত হইয়া থাকে এবং তদ্ব্যতিত নানারূপ কুসুমও সজ্জিত হয়। আরবদিগের কুসুমপ্রিয়তা বিষয়ে অনেক গল্প আছে সে সকলের উল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন, আরবীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা গোলাপ পুষ্পই অধিক ভালবাসে মহম্মদ বলিয়াছেন যে "আমার স্বেদজল হইতে গোলাপের উৎপত্তি হইয়াছে যে কেহ আমার সুবাস আঘ্রণ করিতে চাহে সে গোলাপ পুষ্প আঘ্রাণ করুক।"

সুরা পান কালে গীত বাদ্য নৃত্য নাহইলে পান পূর্ণাঙ্গ হয় না, এই জন্য আপানভূমি বা গৃহের পার্শ্বে কাষ্ঠময় জাল বা জাফ্‌রিবিশিষ্ট দ্বার থাকে এবং সেই দ্বারের পরপার্শ্বের গৃহের সহিত অন্তঃপুরের সংযোগ থাকে। সুরাপান কালে রমণীরা আসিয়া সেই পার্শ্বগৃহে গীত বাদ্যাদি করে এবং পানার্থীগণ সেই সুশ্রাব্য গীতবাদ্য শুনিতে শুনিতে সুরাপান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকে,—সময়ে সময়ে অতি লজ্জাজনক আমোদ প্রমোদও হইয়া যায়।

আরব গীত বাদ্য ভারতীয় গীত বাদ্যের সহিত তুলনায় বড় ভাল নহে। আরবেরা খঞ্জনীতে সঙ্গত করে ও বিলাতি হার্পের ন্যায় এল্ উত নামক এক প্রকার বীণার স্বরের সহিত গীত গায়। ইহাদের যন্ত্র সকলের বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে না।

আরব-আবাস।

যদিও আমাদের আবাস সকলের বহিঃ ও অন্তঃপুর আছে এবং যদিও মুসলমানদিগের রাজত্বের সময় হইতে আমরা কতক যাবনিক রীতি গ্রহণ করিয়াছি তথাপি আমাদের আবাস যবনদিগের আবাস হইতে অনেক ভিন্ন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পাঠকগণ বোধ হয় অনেকেই এদেশীয় মুসলমানদিগের বাসভবন দেখিয়াছেন। এই পুস্তকের মধ্যে আরব আবাস বিষয়ে যে সকল কথার উল্লেখ হইয়াছে সেই সকল উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে যে বিবরণের প্রয়োজন এস্থলে কেবল তাহাই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইল।

আরবপ্রাসাদ সমূহের প্রবেশ দ্বারের পরেই একটী গৃহ বা আচ্ছাদিত পথ (পথ কুঠরী) আছে। এই গৃহটী প্রস্থে দ্বারের বিস্তারাপেক্ষা কিঞ্চিত বড়। এই স্থানে একখানি প্রস্তরময় বেঞ্চির ন্যায় আসন পাতা থাকে, দ্বারবানেরা সেই আসনেই উপবেশন করিয়া প্রহরীর কার্য্য

করে। এগৃহ বা পথটী প্রায় সরলভাবে গঠিত হয় না। দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহা অতিক্রম করিতে প্রায় দুই তিনটী মোড় ফিরিতে হয়। ইহা এরূপ বক্র করিবার অর্থ এই যে দ্বার খোলা থাকিলেও বাহির হইতে কেহ অভ্যন্তর ভাগ দেখিতে পাইবে না।

আরবআবাসের গৃহ সকল প্রায় এক আকারে গঠিত ও একরূপে সজ্জিত হইয়া থাকে। প্রতি গৃহেরই মেঝিয়ার অর্দ্ধাধিকাংশ প্রায় অর্দ্ধ ফুট উচ্চ। এই অংশকে "লীওয়ান" বলে এবং নিম্ন অংশের নাম "দর্কা" বা "দর্গা"। যে গৃহে কেবল একটী লওয়ান সে গৃহের নিম্নাংশ দ্বার হইতে আরম্ভ হইয়া বিপরীত দিকের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভাল ভাল প্রাসাদ ও অট্টালিকার গৃহের দর্কা শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরে ভূষিত। এই নিম্নাংশেই পাদুকাদি রাখিয়া সকলে লীওয়ানে উপবেশন করে। লীওয়ান দর্কার ন্যায় তত ভাল প্রস্তরাদিতে প্রস্তুত হয় না কারণ তাহা প্রায় সর্ব্বদাই আচ্ছাদিত থাকে, এই লীওয়ানের (ভিত্তিরদিকে) তিন দিকে গদি পাতা থাকে এবং ঠেস্ দিবার জন্য ছোট ছোট গদি বালিস বা তাকিয়া দেয়ালে ঠেসান থাক। এই গদিপাতা স্থানের নাম "দীওয়ান" বা "দীবান" এই দীওয়ান প্রায় লীওয়ান হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। এই স্থানকে উচ্চতর করিবার জন্য লীওয়ানের পার্শ্ব ভাগ (প্রস্থে প্রায় তিন ফুট) কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যে লীওয়ানে সেরূপ উচ্চাংশ গঠিত না থাকে সেখানে অর্দ্ধ হস্তের অনূর্দ্ধ উচ্চ কাষ্ঠময় আসনের দ্বারা উচ্চ করিয়া লওয়া হয়। দীওয়ানের গদি বা বিছানাগুলি তাহার মাপেই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। লীওয়ানের শেষ অংশে যে দীওয়ান বা উচ্চাংশ থাকে তাহার নাম "সদর্" এবং সেইটী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান। সেই সদর্ দীওয়ানের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে দীওয়ানের যে স্থান দক্ষিণে থাকে তাহাতে একটী ছোট গদি পাতা থাকে; তাহা মধ্য স্থানের অপেক্ষা হীন হইলেও অপরাপর স্থানের অপেক্ষা সম্মানজনক ও শ্রেষ্ঠ স্থান। বাম কোণ তদপেক্ষা হীন। কোন আদরণীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আসিলে তাহাকে গৃহী সদর্ দীওয়ানের মধ্যাংশেই উপবেশন করাইয়া থাকে এবং তদ্দারাই তাহার উপযুক্ত মান রক্ষা হয়।

গৃহের ভিত্তি আমাদের দেশেরই ন্যায় চূণকামকরা। ছাদের কড়িকাষ্ঠগুলি কিছু ঘন-সজ্জিত এবং সেগুলি প্রান্ত সকল নানারূপ খোদিত কারু-কার্য্য যুক্ত ঐ সকল কারুকার্য্য নানারূপ উজ্জলবর্ণে রঞ্জিত, ঐ দুই প্রান্ত ভিন্ন কড়িকাষ্ঠের অপর কোন স্থানে রং দেওয়া হয় না। কোন কোন গৃহের কড়ি কাষ্ঠের কারুকার্য্যগুলি গিল্টি করা। ধনীদিগের বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহগুলির মধ্যে প্রায়ই এক একটী অল্পগভীর চৌবাচ্ছা ও তন্মধ্যে এক একটী ফোয়ারা থাকে। লীওয়ানের ছাদের অপেক্ষা দরকার ছাদ উচ্চ, এমন কি কোথাও কোথাও দর্কার ছাদ লীওয়ানের অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ হইয়া থাকে। এই উচ্চ ছাদে আলোক আসিবার জন্য জাফ্রিদেওয়া বাতায়ন থাকে। গৃহের বাতায়ন সকল প্রায়ই বারাণ্ডার ন্যায় ভিত্তি হইতে কতকদূর বাহির করা হইয়া থাকে এবং ভিতর দিকে উপবেশনার্থ আসনাদিও পাতা থাকে। বাতায়ন সকলের অধিকাংশই কাষ্ঠময় জাল বা জাফ্রি মণ্ডিত এবং নানারূপ কারুকার্য্যে শোভিত। কোন কোন বাতায়ন রঞ্জিত কাচ মণ্ডিতও হইয়া থাকে এবং সেই সকল কাচের উপর নানারূপ পুষ্পের প্রতিরূপ চিত্রিত করা হয়।

বড় বড় সুসজ্জিত গৃহকে "কাআ" বা "কাবা" বলে এক একটী কাআয় তিনটী চারিটী পর্য্যন্ত লীওয়ান থাকে। এবং তদ্ব্যতীত চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র গৃহসকলও থাকে যে গৃহে চারিটী লীওয়ান তাহার দর্কার আকার ঢেরার ন্যায় অর্থাৎ প্রতি কোণে একএকটী লীওয়ান থাকে এবং সেগুলিতে দুই দুইটী দীওয়ান থাকে।

মহম্মদীয় ধর্ম্ম ; নমাজ, রেকা ; নমাজের আসন, পর্ব্বাহ এবং রীতি নীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র ইত্যাদি।

"ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় দেবতা নাই—মহম্মদ ঈশ্বপ্রেরিত সত্যধর্ম্মপ্রচারক।" এই দুই কথায় যে বিশ্বাস করে সে-ই মুসলমান। মুসলমানগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রথম "সুন্নী" বা নিষ্ঠাপরায়ণ ও অপর "শিয়াই।" সুন্নী আবার চারি ভাগে বিভক্ত যথা হানাফী, শাফী, মালিকী ও হাম্বেলী। শিয়াইরা পারস্যবাসী; এখন যাহারা সুন্নী নহে তাহাদের সকলকেই শিয়াই বা শিয়া বলে। সুন্নীরা শিয়াইদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া মানে না তাহাদের মতে তাহারা কেবল মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এইমাত্র। নিম্নলিখিত কয়টী বিশ্বাসই মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূল :—

১, জগদীশ্বরকে অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎপতি, সর্ব্বক্ষম, বলিয়া বিশ্বাস।

২, আলোক হইতে সৃষ্ট স্বর্গীয়দূত, ধূমহীন অগ্নি হইতে সৃষ্ট জিন, মন্দ জিনি ইব্রিসপ্রমুখ ভূত, সয়তান প্রভৃতিতে বিশ্বাস।

৩, ধর্ম্মশাস্ত্রের অমানুষ ঈশ্বর-কথিত বাক্যে, মুষা যিশু প্রভৃতির কথিত ধর্ম্মকথায় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোরাণ গ্রন্থে বিশ্বাস।

৪, ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা আদম, নোয়া, আব্রাহাম, মুষা, যিশু এবং মহম্মদে বিশ্বাস। যিশু পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি কুমারীর গর্ভজাত কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র নহেন, একজন প্রেরিত; এবং মহম্মদ তাঁহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস।

৫, মৃত্যুর পর সকলের আত্মার পুনরুত্থান, পাপ পুণ্যের বিচার, দণ্ডদান, মুসলমান ভিন্ন অন্যধর্ম্মাবলম্বীর অনন্ত নরক ও মুসলমানদিগের স্বর্গলাভে বিশ্বাস।

৬, জগদীশ্বর সকল কার্য্যেরই নিয়ন্তা যে যাহা করিতেছে সে তাহার কার্য্য নহে, জগদীশ্বর তাহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস।

নিম্নলিখিত কয়েকটী শাস্ত্রসিদ্ধ কার্য্য মুসলমান মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য :—

১, নমাজ (এস্-সালা)—নমাজ দিনের মধ্যে পাঁচবার করিতে হয়। প্রথম প্রত্যূষ ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে, দ্বিতীয় দ্বিপ্রহর ও অস্‌র (দ্বাদশ ঘটিকা ও এক ঘটিকার) মধ্যে, তৃতীয় অস্‌র্ ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে, চতুর্থ সূর্য্যাস্ত "ইশে" বা সন্ধ্যার মধ্যে, এবং পঞ্চম সন্ধ্যার পর। এই পাঁচ সময়ে মস্‌জিদ হইতে মুয়েদ্দীনগণ উচ্চৈঃস্বরে সকলকে উপযুক্ত সময় জানাইয়া দেয়। নমাজের পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ প্রকার নমাজে স্নান ও সাধারণ নমাজে অঙ্গ প্রক্ষালন এবং শরীরশুদ্ধি করিতে হয়। অঙ্গ প্রক্ষালন ও শরীরশুদ্ধির প্রকরণ—হস্তদ্বয়, মুখ, নাসারন্ধ্র, মুখগহ্বর, ও কফোণি পর্য্যন্ত বাহু তিন তিনবার প্রক্ষালন করিতে হয় এবং মস্তকের উপর, শ্মশ্রু, কর্ণদ্বয় এক একবার প্রক্ষালন করিতে হয়। এই প্রক্ষালনকে "য়ুজুদ" বলে। এইরূপ প্রক্ষালনের জল স্রোতের বৃহৎ পুষ্করিণীর হ্রদের বা সমুদ্রের হওয়া উচিত। প্রক্ষালনের পর কতকগুলি কোরাণের পদ ও "জগদীশ্বর অতি মহৎ" ইত্যাদি পাঠ করিতে হয়। এই সকল প্রার্থনা দুই তিন চারি ইত্যাদি ক্রমে রেকায় বিভক্ত; রেকার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন, এক প্রকার পদেরই অবৃত্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রেকা হয়, এই রেকা দাঁড়াইয়া এক প্রকার, বসিয়া এবং এইরূপ নানা অঙ্গ ভঙ্গিতে নানা প্রকার। নমাজের পদ সকলের কতক অংশ দাঁড়াইয়া কতক বসিয়া কতক অপরাপর নানা প্রকার ভঙ্গি করিয়া পাঠ করিতে হয়। এই সকল ভঙ্গি সকল সময়ে করে না সময় বিশেষে ও প্রয়োজনবিশেষে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি করিতে হয়। এই সকল ভঙ্গি দ্বারাই

রেকার সংখ্যা বুঝা যায়। শুক্রবারই প্রধান উপাসনার দিন। শুক্রবারের ও পর্ব্বাহের, রমজানের, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহণ সময়ের, বৃষ্টির প্রার্থনায়, যুদ্ধের পূর্ব্বের, তীর্থ যাত্রার পূর্ব্বের এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নমাজ প্রায় একরূপ।

২, দান—দানের নাম "জেকা"। বাৎসরিক দিনে দরিদ্রদিগকে দান করিতে হয়। অবস্থা বিবেচনায় উষ্ট্র, গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, ঘোটক, অশ্বতর, গর্দ্দভ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দানের প্রশস্ত দ্রব্য। এসকলের সংখ্যানিরূপণ আছে।

৩, উপবাস (এস্‌সিয়াম)—রম্‌জান্ মাসের দিবাভাগে মুসলমান মাত্রকেই আহার, পান ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ার্থক কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। ইহাকে এদেশী মুসলমানেরা রোজা বলে। শরীর সুস্থ থাকিলে সকলেই রোজা করে।

৪, তীর্থ-যাত্রা (এল্-হেজ্জ্) পারগপক্ষে সকল মুসলমানকেই অন্ততঃ একবার মক্কা ও আরাফৎ পর্ব্বত দর্শন করিতে হয়। ৯ই জুলহেজ্জ তীর্থদর্শনের প্রশস্ত দিন এই দিনে আরাফৎ পর্ব্বত হইতে মক্কায় গিয়া (যাহার যেমন ক্ষমতা) পশুবধপূর্ব্বক তাহার মাংস আহার করিতে হয় এবং অবশিষ্ট দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে হয়।

অপরাপর কর্ত্তব্যের মধ্যে—সুন্নৎ ইহা যদিও সকলেই করিয়া থাকে তথাপি না করিলেও চলে; মাংসের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য বিচার—উষ্ট্রমাংস মুসলমানের মতে শুদ্ধ খাদ্য, শূকর-মাংস ও রক্ত নিষিদ্ধ; যবাই না করিয়া বিনাশ করিলে তাহা খাইতে নাই। সুরাপান নিষিদ্ধ; জুয়া খেলা নিষিদ্ধ; গীতবাদ্যও নিষিদ্ধ কিন্তু সকল মুসলমানেরই ইহা প্রিয় আমোদ। প্রতিমূর্ত্তি কি কোন জীবের চিত্র রাখা বা করা নিষিদ্ধ। পরিষ্কার বসন ভূষণ নিতান্ত প্রয়োজন। রেশমী পোষাক ও স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার পরিধান পুরুষের নিষিদ্ধ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নমাজের গালিচা—নমাজের আসন এক জনের শয়নের উপযুক্ত দীর্ঘ, ইহার উপরে নমাজ পাঠ করা হইয়া থাকে তদ্ব্যতিত আর কোন কার্য্যই করা হয় না। কেবল জ্ঞানী ও বিদ্বানগণ ঘোড়ার পৃষ্ঠে এই আসন পাতিয়া উপবেশন করিতে পারেন।

দেওয়ানী আইনের স্থূল মর্ম্ম—এক জন চারি জন রমণীকে বিবাহ করিতে পারে, পরে সেগুলি বর্ত্তমানে অপর বিবাহ নিষিদ্ধ, এক জন মরিলে আর একটী স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন যত খুসি ভোগ্যা দাসী রাখিতে পারে। উপর্য্যুপরি দুইবার স্ত্রী ত্যাগ করিয়া আবার পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করা যায়। প্রভু-ঔরসজাত দাসী পুত্রকে প্রভু গ্রহণ করিলে সে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সমান। পুত্রেরা পিতার ধনের সমাংশ পায়, কন্যারাও তাহাই, কিন্তু কন্যার ভাগ পুত্রের অংশের অর্দ্ধেক। ধনীর পুত্র থাকিলে পত্নীগণ আট ভাগের এক ভাগ পায়, পুত্র না থাকিলে এক চতুর্থাংশ। পুত্র থাকিলে স্বামী স্ত্রীর ধনের সিকি পায়, নতুবা অর্দ্ধেক। দায়ভাগের পূর্ব্বে ধনীর ঋণ ও অপরাপর দেয় দিতে হয়। ধনী আপনার ধনের এক তৃতীয়াংশ ইচ্ছামত দানাদি করিয়া যাইতে পারেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

জন্ম, জাতকর্ম্ম ও শিক্ষাদি।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পুত্র লালনপালনার্থ যত প্রকার শাসন আছে অন্যান্য বিষয়ে বলিতে গেলে তাহার অর্দ্ধেকও নাই। পুত্র জন্মিলে অনেক প্রকার উৎসব ও সংস্কার করিতে হয়, সুতরাং সে বিষয়ের কতক পরিচয় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

জাতমাত্রেই শিশুকে একখানি পরিষ্কৃত শ্বেত বস্ত্রখণ্ডে বা পীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া এক জন (পুরুষ স্ত্রীলোক নহে) শিশুর দক্ষিণ কর্ণে "আদান" পাঠ করিবে এবং বাম কর্ণে "ইকামে" পাঠ করিবে। কারণ ফতিমে প্রসব হইলে পর মহম্মদ এল্ হসনের কর্ণে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। এই আদান ও ইকামে প্রায় একই প্রকার; আদানের ভাবার্থ এই "জগদীশ্বর অতি মহৎ (চারিবার পাঠ করিতে হয়) আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম জগদীশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় দেবতা নাই (দুইবার) আমি স্বীকার করিতেছি মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত দূত (দুইবার) ঈশ্বরের প্রার্থনার্থ আইস, (দুইবার) নিরাপদ স্থানে আইস (দুইবার) ঈশ্বর মহৎ (দুইবার) এবং জগদীশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় দেবতা নাই"।

পূর্ব্বকালে প্রথা ছিল যে, পুত্র হইলে আরবীয়েরা সাতদিবস ক্রমাগত বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি করাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিত। এখনও কোন কোন পরিবারে সে প্রথা আছে কিন্তু সাধারণত কেবল সপ্তম দিবসেই এই আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। এই দিন বন্ধু বান্ধবেরা একত্র হইয়া নবজাত শিশুকে দেখিতে যায় এবং প্রসূতী সাত দিনের মধ্যে কতক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সকলকে আহ্বান অভ্যর্থনা করে। আমাদের সমাজ মধ্যে যেমন নবজাত শিশু দর্শনকালে যৌতুক দিবার প্রথা আছে সেইরূপ আরবীয়দিগেরও আছে। তাহারা স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা দিয়া শিশুর মুখ দেখিয়া থাকে। ঐ প্রাপ্ত মুদ্রায় শিশুর শিরোভূষণ করিয়া দেওয়া হয়। যৌতুক দেওয়া হইয়া গেলে পর পিতা সন্ধ্যার সময় ভোজ দিয়া থাকে।

এই দিনে বা চতুর্দ্দশ, একবিংশ, অষ্টাবিংশ অথবা পঞ্চত্রিংশদ্দিনে নানারূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসব করা হইয়া থাকে। সেই সকল কার্য্যের প্রশস্ত দিন সপ্তম দিবস, অপারগ পক্ষে ঐ কয় দিবসেও করিতে হানি নাই। এই সকলের মধ্যে নামকরণ একটী কিন্তু আজি কালি নামকরণ প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই বা তাহার তিন ঘণ্টা মধ্যেই হইয়া থাকে। এই কার্য্যে দৈবজ্ঞদিগের মত জানা হয় কিন্তু পূর্ব্বে সেরূপ ব্যবহার ছিলনা। শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে নামকরণের রীতি এইরূপ;—পিতা সন্তানের একটী উত্তম নাম রাখিবেন—সে নাম "রসীদ" (ধার্ম্মিক) "আমীন" (ঈশ্বর বিশ্বাসী) প্রভৃতি আত্মগরিমাসূচক নাম না হয়—মহম্মদ বলিয়াছেন যে "আব্দ্-আল্লা (দেশীয় মুসলমানদের আবদুল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের দাস) বা আব্দ্-অর্-রহমন (দেশীয় মুসলমানদের আবদুলরহমন অর্থাৎ অনন্ত দয়াবানের দাস) ইত্যাদিই ঈশ্বরের প্রীতিকর নাম"। মহম্মদ বলেন, তাঁহার কোন আত্মীয় বা তাঁহার সঙ্গীদিগের নামে পুত্রের নামকরণ করিলে জগদীশ্বর বড় প্রীত হন। কিন্তু সেনামের পুত্রকে কখন কটূক্তিকরা উচিতনহে। কটূক্তি করিলে তাহা যাহার নামের অনুকরণে নাম রাখা হয় তাহাকেই অপমান করাহয়। এজন্য মহম্মদ নাম রাখিলে সে পুত্র শাসনার্থ নামধরিয়া গালিদেয় না কেবল ওরে হাঁরে বা তৎসদৃশ কোন কথায় ডাকিয়া শাসন করিয়া থাকে। এই সকল নামের মধ্যে মহম্মদ ও আহাম্মদ নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। জগদীশ্বরের নামসূচক নাম রাখিতে নাই। নামকরণে কোন বিশেষ উৎসবকরা হয় না। নামকরণ ব্যতিত ঐ দিনে আর একটী সং-

স্কার আছে তাহাতে হয় মেষ নাহয় ছাগ জবাই করিতে হয়। পুত্র হইলে দুইটী, কন্যা হইলে একটী পশু বধকরা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে এই সংস্কারটী প্রায় কেহই করে না। যদিও এ জবাই সাধারণ জবাই নহে তথাপি ইহা প্রচলিত নাই বলিয়া তদ্বিষয়ে অধিক লেখার আবশ্যক নাই। তৎপরে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতে হয় এবং মুণ্ডিত কেশের ওজনে স্বর্ণ বা রৌপ্য দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে হয়। পুত্রেরই মস্তক মুণ্ডিত হইয়া থাকে কন্যার মুণ্ডন করার রীতি নাই। মস্তক মুণ্ডন করিবার সময় শিখার ন্যায় পশ্চাৎ ভাগে ও সম্মুখে এক এক গুচ্ছ কেশ রাখিতে হয়।

সুন্নৎসংস্কারও এই দিবসে করা উচিত, কিন্তু সাধারণত পাঁচ ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত করা হয় না সুতরাং সুন্নৎ পরে বর্ণিত হইল।

মুসলমানগণ পুত্রকে ঈশ্বরপ্রদত্ত ন্যস্ত ধন বলিয়া মানে এবং কেবল ধর্ম্মার্থে ও ঈশ্বরের প্রিয় সাধনার্থ নিজ কর্ত্তব্য বিধিমতে সম্পাদন করে মহম্মদীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রমতে যদি স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত উচিত ব্যবহার না করা হয় তাহা হইলে শেষ বিচারের দিনে তাহারাই প্রথমে প্রতিবাদী হইয়া থাকে। তাহারা তখন বলে " জগদীশ্বর, ইনি আমাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা দেন নাই আমরা অজ্ঞানবশে যাহা করিয়াছি এবং ইনি যে সকল অখাদ্য আহার করাইয়াছেন অজ্ঞানবশে আহার করিয়াছি ইনিই তাহার জন্য দায়ী আপনি সে সকল পাপের দণ্ড ইহাঁকেই প্রদান করুন।" জগদীশ্বর তাহাদের পাপ অংশ করিয়া সেই স্বামী বা পিতার উপর নিক্ষেপ করেন এবং তাহার সুকৃতের অংশ লইয়া তাহাদিগকে প্রদান করেন।

সন্তানকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইতে হয়। ধাত্রীর স্তন্য অপেক্ষা মাতার স্তন্য শ্রেষ্ঠ। মুসলমানদিগের বিশ্বাস স্তন্যের তারতম্যেই সন্তানের গুণ দোষের তারতম্য হয়।

মুসলমানগণ পুত্রসন্তানকে ঈর্ষাজনক লোভ্য পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করে এবং পাছে কোন কুদৃষ্টিতে পড়িয়া তাহার কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে পুত্রদিগকে এরূপ করিয়া রাখে যে তাহার রূপ বা অঙ্গসৌষ্ঠবাদি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে অথবা তাহার মস্তকে এমনি একটী স্বর্ণ রৌপ্যাদি খচিত শিরোভূষণ দেয় যে লোকের দৃষ্টি কেবল তাহারই উপরে পতিত হয় ও শিশুর দিকে বড় মন যায় না। এই সংস্কার থাকার জন্য লোকে কাহার পুত্রেরদিকে নয়নক্ষেপ করিতে হইলে "সুভানাল্লা" বা "মাশাল্লা" বলিয়া ঈশ্বরপ্রার্থনা করিয়া পরে তাহার দিকে নয়নক্ষেপ করে। দরিদ্রদিগের পুত্র সকলের পক্ষে তত ভয় নাই তাহাদের নয়নাকর্ষক গুণ প্রায় কাহারই থাকে না বিশেষতঃ বসন ভূষণহীন ধূলা কাদা মাখিয়া বেড়ায়। ধনীদিগের পুত্রেরা বিদ্যালয়ে যাইবার বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হয় না। কেহ কেহ বা বাটীতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বহির্গমনের প্রয়োজন হয় না। মুসলমানপুত্রদিগকে অপরাপর বিষয়ের সহিত পিতাকে উপযুক্ত মান্য ও ভক্তি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। মুসলমানদিগের পক্ষে পুত্র অতীব প্রার্থনীয় তাহার কয়েকটী কারণ আছে; সেগুলি এই ঃ—

১ম, পুত্র হইলে স্ত্রী বা স্বামীত্যাগ চলেনা, ক্রীতদাসী বিক্রীত হইতে পারে না। সুতরাং পুত্র মাতার নিতান্ত প্রার্থনীয়।

২য়, পাপী হইলেও শৈশবে মৃত পুত্রদিগের অনুরোধে স্বর্গবাস লাভ করিতে পারে। মুসলমান বিশ্বাস এই যে শিশুগণ জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিলে, পুনরুত্থান দিবসে স্বর্গে যাইবার জন্য আহূত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা মা বাপকে না লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হয় কাজেকাজেই তাহাদের মাতা পিতা বিনাপুণ্যেও স্বর্গ লাভ করে। কথিত আছে অজ্ঞান মুসলমান শিশুর মৃত্যু হইলে জগদীশ্বর স্বর্গীয় দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কি আমার দাসের সন্তানকে আনিয়াছ?" তাহারা উত্তর দেয় "হাঁ আনিয়াছি।" জগদীশ্বর

জিজ্ঞাসা করেন "আমার দাস কি বলিল?" তাহারা উত্তর দেয় "সে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল আমরা সকলেই জগদীশ্বরের পদার্থ তাঁহার নিকটে আবার নীত হইব।" অমনি জগদীশ্বর স্বর্গ মধ্যে তাঁহার দাসের জন্য একটী প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দেন এবং স্বর্গধাম বলিয়া তাহার নাম দিতে বলেন। ইত্যাদি।

৩য়, সন্তান প্রসব করিলেই মাতা স্বর্গে মার্টারদিগের সমান মান্য প্রাপ্ত হয় এবং তাহার প্রসববেদনা ও শিশুপালনের ক্লেশ নরকাগ্নি হইতে তাহাকে রক্ষা করে।

উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা পুত্রকে সর্ব্বাগ্রে রীতি নীতি ও সভ্যতা শিক্ষা প্রদান করেন; যথা, কিরূপে আহার করিতে হয়, কিরূপে উপবেশন করিতে হয়, কৃপণতা কিরূপে ত্যাগকরা উচিত, সভামধ্যে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য ইত্যাদি। পরে শিশু কোরাণ পাঠে নিযুক্ত হয়। মহম্মদের এইরূপ আজ্ঞা আছে যে "সাত বৎসর বয়সের সময় তোমার সন্তান সন্ততিকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও এবং দশবৎসরের সময় প্রার্থনাকার্য্যে অবহেলার জন্য প্রহার কর ও ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে দাও।"

সুন্নৎকার্য্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বেই সমাধা হয়। এই সংস্কারটী ক্ষমতানুসারে নানাপ্রকার ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কার্য্যে ধনবান্‌দিগের সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া যায়। এই সুন্নৎকার্য্য কিপ্রকার তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন, ইহার বিশেষ কিছু লেখার আবশ্যক নাই। এই দিন যে শিশুর সুন্নৎ হইবে তাহাকে বালিকার ন্যায় শাজাইয়া (কেবল মস্তকে একটা বালকের পাক্‌ড়ি থাকে) অশ্বারোহণে পাড়া ঘুরাইয়া আনা হয়; সঙ্গে আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণ নানারূপ মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে গমন করে, নানাপ্রকার বাদ্য বাজে এবং উৎসব সমস্ত সমাপ্ত হইলে মহাভোজ হয়।

আরব বালকদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র সাহিত্যশাস্ত্রে শিক্ষিত হয়। অপরাপর শাস্ত্রের পাঠ ত প্রচলিত নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। কোরাণই ইহাদের প্রধান পাঠ্য। হস্তাক্ষর শিক্ষা আরবদিগের মধ্যে একটী প্রধান শিক্ষা।

আরব বালিকাদিগকে প্রায় লেখা পড়া শিখান হয় না। যাহারা শিখায় তাহারা অতি সামান্যই শিখাইয়া থাকে। কন্যাকে শিক্ষা দিতে হইলে বাটীতে পুং বা স্ত্রী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় কোরাণের কতক অংশ; সেটীই তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিতে দেওয়া হয়। কোরাণের সমস্ত অংশ স্ত্রীদিগের পাঠ করিতে নিষেধ, এইরূপ আজ্ঞা আছে যে "কন্যাদিকে সুরাট এন্ নূর (২৪শ পরিচ্ছেদ) শিক্ষা দাও কিন্তু সুরাট যূসফ (১২ শ পরিচ্ছেদ) পাঠ করিতে দিওনা।" সুরাট যূসফ একটী আখ্যাকা ইসফ্ জেলেখা বলিয়া বাঙ্গালায় ইহার একখানি অনুবাদ আছে। বাস্তবিক সে পরিচ্ছেদটী স্ত্রীলোকের পাঠের অনুপযুক্ত। এতদ্ব্যতিত গীত বাদ্যাদি, সূচিবিদ্যা, বুনিবার কৌশল এবং কারচোবের কাজও কতক কতক শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই শিক্ষার পর পিতার আর একটী নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য—বিবাহ দান। পুত্রের বিবাহ বিংশ বৎসরে ও কন্যার বিবাহ দ্বাদশ বৎসরে দেওয়াই প্রশস্ত। এতদ্বিষয়ের যাহা কিছু বিবাহ-বিষয়ক টীকায় দেখ।

মৃত্যু—অন্ত্যেষ্টি ও তদানুষঙ্গিক ক্রিয়া।

মুসলমান ধর্ম্মানুসারে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা নিতান্ত অন্যায় সেই জন্য আরবীয় পুরুষগণ আত্মীয় বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে কোনপ্রকার শোকচিহ্ন ধারণ করেনা। তবে আমরা যে

যে খানে সে রূপ কথা ব্যবহার করিয়াছি তাহার প্রকৃত আরবিক কথা শোকচিহ্ন নহে শান্ত্বনা। সমাধিকার্য্য সমাপনের ঠিক পর-রাত্রিতে কোরাণপাঠার্থ অনেকগুলি লোক নিযুক্ত হয়। সেই সকল লোকে তিন তিন বার করিয়া "ঈশ্বর ব্যতিত অপর দেবতা নাই" এই কথাকয়টী সহস্রবার পাঠ করে। এই পাঠের গণনা জপমালার ন্যায় একগাছি সহস্র মালাযুক্ত রজ্জুর দ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। এইরূপ কোরাণপাঠকে জিকর বলে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জিকর পাঠের রীতি—জিকীর বা জিকর-পাঠকগণ ত্রিশ জনে একত্র মিলিত হইয়া বাটীর সম্মুখে পথে বাদামিয়া ভাবে ঘিরিয়া উপবেশন করে এবং মধ্যস্থানে তিনটী বড় বড় (এমন কি চারি ফুট দীর্ঘ) বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। এই সকল জিকীরগণ সামান্য শ্রেণীর ফকীর, তাহাদের বেশভুষাও অতি সামান্য। এই সভার একস্থানে চারি জন মুনষীদ বা ধর্ম্মসংক্রান্ত-গীতগাহক উপবেশন করে এবং তাহাদের সহিত "নে" নামক এক প্রকার বংশীবাদকদিগের এক জন থাকে। জিকর পাঠ প্রায় এক প্রহর রাত্রির সময় আরব্ধ হইয়া থাকে। এই উপবিষ্ট সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান বা শেখ "এল্ ফতা!" বলিয়া ফতা বা ফয়তা আরম্ভ করিয়া দেয় অমনি অপরাপর লোকগণ বলিতে আরম্ভ করে ঃ—

"জগদীশ্বর! আমাদের প্রভু মহম্মদকে পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অধিক কৃপা প্রদান করুন এবং আধুনিকদিগের মধ্যে সুখী করুন। আমাদের প্রভু মহম্মদকে সর্ব্ব সময়ে সুখে রক্ষা করুন এবং শেষ বিচার দিবসে অতুল সুখ দান করুন। তদ্ব্যতিত অপরাপর প্রেরিত ভবিষ্যদ্বাদীদিগের প্রতি স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অপেক্ষা অধিক কৃপাদান করুন। আমাদের প্রভু ও নিয়োক্তা মহাত্মা আবুবেকর, ওমার, ওস্মান, আলী এবং অপর ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তিগণের প্রতি তুষ্ট হউন। ঈশ্বর পূর্ণ ও তাঁহার শাসন এবং প্রতিপালন অতি চমৎকার। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহত্তম ঈশ্বর ব্যতিত আর কাহারও ক্ষমতা বা বল নাই। হে ঈশ্বর হে প্রভু! আপনি অক্ষয় ক্ষমার আধার! হে জগৎপতি জগদীশ্বর! শান্তিঃ!" তাহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দুই তিন মিনিট কাল নিস্তব্ধ হয় এবং তৎপরে পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনুচ্চ-স্বরে "ফতা" পাঠ করে। জিকর পাঠের পূর্ব্বে এইরূপ ফতা প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর দরবেশেরাই পাঠ করিয়া থাকে। ফতার (বা চলিত কথায় ফয়তার) পর জিকর পাঠ হয়।

জিকর—সেইরূপ উপবেশন করিয়াই মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে একপ্রকার সুরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লা" অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় দেবতা নাই, এই কথা কয়টী পাঠ করে। একবার পাঠ হইলে মস্তক ও সর্ব্ব শরীর অবনত করিয়া সেই সুরেই তাহা পুনরায় দুই বার পাঠ করে। এইরূপে তাহারা প্রায় পনের মিনিট কাল পাঠ করিতে থাকে। তৎপরে আবার সেই পরিমিত কালই সেই সুরে সেই কথাগুলিই দ্রুততর পাঠ করে। এই সময়ে মুনষীদেরা সেই সুরে বা অপর সুরে গান গাহিতে থাকে। এইরূপে জিকর পাঠ হইয়াগেলে পর প্রায় ততটা সময়ই আবার অন্য সুরে প্রথমে অতি মৃদু ও পরে ক্রমে দ্রুততর ভাবে পাঠ করিতে থাকে। সে পাঠ হইলে আবার আর এক সুরে পাঠ করে। তৎপরে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় আর এক সুরে পাঠ করে। সেরূপ পাঠ হইলে পর গম্ভীর স্বরে আর একরূপ করিয়া পাঠ করে, এই বার "লা" ও "আল্লা" এই দুই কথায় জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জিকীর একবার পাঠের সময় দক্ষিণে ও এক বার বামে মুখ ফিরায়, এইরূপে তাহারা পর্য্যায়ক্রমে মুখ ফিরাইয়া জিকর পাঠ করিতে থাকে। পাঠ করিতে করিতে মস্তিষ্ক গরম হইয়া দলস্থ দুই এক জনের (বৈরাগীর ভাব লাগার ন্যায়) ভাব লাগিয়াও থাকে। সকলেই এই সময় জিকর পাঠ করিতে করিতে গরম হইয়া উঠে এবং অতি দ্রুত পাঠ করিতে থাকে। এই সময় কেহ মস্তক নাড়িয়া পাঠ করিতে থাকে কেহ বা লম্ফ প্রদান করিয়া পাঠ করিতে থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবাহ।

মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবাহ একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। পিতা যদি উপযুক্ত বয়সে পুত্র কি কন্যার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে তাহারা যে সকল দুষ্কার্য্য করে তাহা (তাহাদের মতে) তাহার পিতারই অর্শে। মহম্মদ বলেন বিবাহ করিলে সমগ্র ধর্ম্মকার্য্যের অর্দ্ধাংশ সম্পন্ন হয়। কথিত আছে এক সময়ে তিনি এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বিবাহিত?" সে উত্তর দিল "না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি কোন ব্যমোহ আছে?" সে উত্তর দিল "না।" তিনি বলিলেন "তবে তুমি শয়তানের সহোদর। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা অতি পাপী ও দুষ্ট তাহারাই বিবাহ করে না। অবিবাহিতগণ মৃত্যুর পরেও অতি নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা বিবাহিত তাহারা সভ্য শিষ্ট ও শান্ত।" আমাদের বিবেচনায় এ বিবাহ বোধ হয় আইনসঙ্গত স্ত্রীসহবাস, কারণ সেরূপ না হইলে আরব আচার ব্যবহারের সহিত এ নিয়মের সামঞ্জস্য হয় না।

এক জন মুসলমান শাস্ত্রমতে চারিটী বিবাহ করিতে পারে এই চারি স্ত্রীই বর্ত্তমান থাকিতে যদিও পুনরায় বিবাহ করিতে নাপারুক একটীর মৃত্যু হইলে বা একটীকে ত্যাগ করিলে পুনরায় আর একটী বিবাহ করিতে পারে। বিবাহিতা স্ত্রী থাকিতেও যত খুষি ভোগ্যা দাসী রাখিতে পারে। কেহ কেহ বলে দাসী ও স্ত্রীতে চারিটীমাত্র রাখাই শাস্ত্রের মত, হয় চারিটী দাসী একত্র রাখিতে পারিবে, না হয় চারিটী বিবাহ করিতে পারিবে, অথবা দাসী ও স্ত্রীতে গণনায় মোট চারিটী মাত্র রাখিতে পারিবে। বাস্তবিক সে মতের অনুযায়ী ব্যবহার অতি বিরল। পূর্ব্বকালে আরবীয় ধনীগণ অসংখ্য দাসী রাখিত বলিলেও বড় ক্ষতি হয় না। কথিত আছে আলীর চারিটী স্ত্রী ও তদ্ব্যতীত সপ্ত দশ জন দাসী ছিল। এই আলীই ফতিমেকে বিবাহ করেন। আলী কিছু দিন ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইলেই স্ত্রীদিগকে ত্যগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতেন। তিনি এক কালে এক দলিলেই চারিটী বিবাহ করিতেন এবং এককালেই চারিটীকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ক টীকাতেই লিখিয়াছি যে এক জন মুসলমান একটী স্ত্রীকে একবার ত্যগ করিয়া পুনঃ গ্রহণ করিতে পারেন এবং পুনরায় আবার তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু দুই বারের অধিক ত্যাগ করিলে আবার পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন না। এইরূপে তিন বার ত্যাগ করিলে পুনরায় গ্রহণার্থ স্ত্রীর সম্মতি ও নূতন বিবাহবন্ধনের প্রয়োজন। এই নিয়ম সকলের দ্বারা বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিবাহ করা, ত্যগ করা, পুনঃ গ্রহণ করা, আবার ত্যাগ করা এবং যখন ইচ্ছা নূতন বিবাহ করা আরবীয়দের একটী মহৎ রোগ বিশেষ সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক আড়ম্বরের নিষ্প্রয়োজন। কথিত আছে মুঘেয়রে ইব্‌ন্ সিয়াবে সমস্ত জীবনের মধ্যে অশীতিটী বিবাহ করে! আবার বোগ্‌দাদের ডায়র মহম্মদ ইব্‌ন্ এৎ তাইখিব অশীতি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন এই সময়ের মধ্যেই নয়শতটী রমণীর পানিপীড়ন করিয়াছিলেন!! পুরুষের পক্ষে যেমন স্ত্রীর পক্ষেও তেমনি, উম্ খারিজে নাম্নী একটী রমণী চত্বারিংশৎটীরও অধিক বিবাহ করিয়া ছিল! এরূপ বিবাহের পদ্ধতিও ভাল, উপায়ও উত্তম!!

সাধারণতঃ পাত্রের জননীই বিবাহে কন্যা মনোনীত করিয়া থাকে, অভাবে কোন আত্মীয়া রমণী তদভাবে খাতিবে বা ঘটকীরাই এই কার্য্য সমাধা করে; ঘটকীদিগকে তজ্জন্য পারিশ্রমিক দিতে হয়। শাস্ত্রানুসারে বিবাহার্থী বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীর মুখ দেখিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সে ব্যবহার দেখা যায় না। আইনানুসারে একজন পুরুষ আপনার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোকেরই মুখ দর্শন করিতে পারে না।

বিবাহের নিষেধ—কোরাণে এই সকল বিবাহ নিষিদ্ধঃ—মাতাকে বিবাহ নিষিদ্ধ, কন্যা বা পৌত্রী দৌহিত্রী প্রভৃতিকে বিবাহ নিষিদ্ধ, সহোদরা বা বৈমাত্র ভগিনীকে বিবাহ; মাশী পিষী বা তাহাদের কন্যা, ভ্রাতৃতনয়া বা তাহার কন্যাদি, ধাত্রী (যে কেহ দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পাঁচবার স্তনা দিয়াছে), বা এক ধাত্রীর দুগ্ধে পালিত কোন কন্যা, শাশুড়ী, স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা (স্ত্রী মৃতে বা পরিত্যক্ত হইলে তাহার গর্ভজাত অন্য পিতার ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা দোষাবহ নহে), বধূ, স্ত্রীর ভগিনী (স্ত্রী মৃতে বা ত্যক্ত হইলে হয়), খুড়ী জ্যেঠী, অদত্তস্বাধীনতা ক্রীতদাসী (নিজের হইলে), স্ত্রী সত্তে অপরের দাসীকে বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীকে বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কোন লোকের কোন স্ত্রীর সহিত অশাস্ত্রীয় প্রণয় থাকে তাহা হইলেও বিবাহের সময় তাহার সহিত সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া বিবাহ করা উচিত। খুল্লতাততনয়াকে বিবাহ করা প্রার্থনীয় কারণ মুসলমান বিশ্বাস এই যে রক্তের সম্পর্ক থাকার জন্য স্বাভাবিক প্রণয়ের উৎপত্তি হয়।

"কুমারী বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় অভাবে পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিবে তথাপি বিধবাকে বিবাহ করিতে যত্ন করিবে না, কারণ তাহা হইলে তাহাকে বলিতে পারিবে যে 'যদি তোমার কোন সদ্‌গুণ থাকিত তাহা হইলে কখনই পরিত্যক্ত হইতে না।' যে পরিত্যক্ত স্ত্রীর সন্তান আছে তাহাকে বিবাহ করিবে না, কারণ তাহার মন পূর্ব্ব স্বামীর প্রতিই থাকে নূতন স্বামীর পক্ষে সে শত্রু।"

কন্যা বয়স্থা না হইলে বিবাহ বিষয়ে তাহার মত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। পিতা বা তদভাবে অন্য কর্ত্তৃপক্ষ সে বিষয়ে মতামত দিয়া কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। প্রথম বিবাহ সময়ে সাধারণত কন্যার বয়ঃক্রম নয় হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিক বিবাহের উপযুক্ত সময় দ্বাদশ হইতে শোড়ষ বর্ষ। বিবাহের সময়ে বরকে ব্যবহার-মতে বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত যৌতুক দিতে হয়। কন্যা বয়স্থা হইলে স্বীয় মত প্রকাশ করে ও নিজের প্রতিনিধি দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করায়। আইন অনুসারে দশ দির্হেম (আড়াই টাকা) যৌতুক দিলেই যথেষ্ট হয় তদধিক ইচ্ছাধীন।

বাগ্দান-পত্র পুর্ব্বের ন্যায় আজি কালি আর লেখা হয় না, মুখে মুখে চুক্তি হইলেই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কখন কখন এক আধ খানি লেখাও কাজী কর্ত্তৃক মোহরাঙ্কিত হইয়া থাকে। শওয়াল মাসই বিবাহের প্রশস্ত সময়, মহরম মাসে বিবাহ করিতে নাই। বিবাহে এই কয়টী লোক উপস্থিত থাকিলেই হয়—বর বা বরের প্রতিনিধি, কন্যার প্রতিনিধি, দুই জন পুরুষ সাক্ষী (যদি সহজে পাওয়া যায়) এবং কাজী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অন্য কোন লোক ইহাদিগের কার্য্য খুৎবে পাঠ।

খুৎবে—ইহাতে ঈশ্বরের স্তোত্র, মহম্মদের সুখার্থে প্রার্থনা ও আর কয়েকটী বিবাহ-বিষয়ক কোরাণের পদ আছে।

খুৎবে পাঠের পর সকলে ফতা বা ফয়তা অর্থাৎ কোরাণের উপক্রমণিকা ভাগ, (ইহার বিশেষ মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি বিষয়ক টীকায় দেখ) পাঠ করে। তদনন্তর বর যৌতুকের টাকা প্রদান করে।

এইকার্য্য সকলের পূর্ব্বে বর বা বরের প্রতিনিধি (পিতা বা কোন আত্মীয়) কন্যার প্রতিনিধি (পিতা বা কোন পুরুষ আত্মীয়) পরস্পরের দিকে সম্মুখ করিয়া উপবিষ্ট হয় এবং উর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ করিয়া পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে এবং খুৎবেপাঠক একখানি রুমালের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। পরে খুৎবে পাঠ হইয়াগেলে পাঠক তাহাদের দুইজনকে (আমাদের দেশীয় পুরোহিতদিগের ন্যায়) বলাইতে থাকে আর কন্যাকর্ত্তা বলে "আমার কন্যা কুমারী অমুকীর (বা আমার অমুক অমুকীর) সহিত তোমার (বা তোমার অমুকের)

বাগ্‌দান করিলাম।" বর বা বরের প্রতিনিধী বলে "আমি এ বাগ্‌দানে স্বীকৃত হইলাম।" এরূপ বাগ্দান প্রায় কন্যা ও বরের অতি অল্প বয়সের সময়ই হয়। এই প্রকার কথা তিন বার বলা হইলে পর ফতা পাঠ হয়।

কুমারী পাত্রীর সহিত বিবাহেই বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। বিধবা বা পরিত্যক্ত রমণীর বিবাহে কোন ধুমধাম নাই। শুক্র ও সোমবারই বিবাহের প্রশস্ত বার। বিবাহের পূর্ব্বে বর একবার কি দুইবার ভোজ দিয়া থাকে এবং কয়েক রাত্রি তাহার বাটী আলোকমালায় শোভিত করা হয়। কখন কখন দুই পার্শ্বের বাটীতে রজ্জু বাঁধিয়া পথ মধ্যে আলোকাধার ও নানাবিধ পতাকাদি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহের পতাকা সকল প্রায় রক্ত ও হরিদ্বর্ণেই রঞ্জিত হইয়া থাকে। কাহার কাহার মতে বিবাহলগ্নেই ভোজদেওয়া উচিত, কেহ কেহ বা তৎ পূর্ব্বে দেওয়াই প্রশস্ত বিবেচনা করে। বিবাহোৎসবের ভোজের বিষয়ে মহম্মদ বলিয়াছেন "প্রথম দিবসের ভোজ অবশ্যদেয়, দ্বিতীয় দিবসের ভোজ ধর্ম্মার্থে কিন্তু তৎপরের ভোজ কেবল যশোলাভার্থ।" যশোলাভার্থ প্রদত্ত ভোজে আহার করা শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। বিবাহের নিমন্ত্রণ স্বীকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য কিন্তু নিমন্ত্রিত মাত্রেই পান আহার করিতে বাধ্য নহে। শাস্ত্রানুসারে বিবাহোৎসবের পানাহার অতি পরিমিতরূপ হওয়া উচিত। নিমন্ত্রিতগণকে বিবাহোৎসবের দুই তিন দিন পূর্ব্বে বরের জন্য খাদ্যসামগ্রী উপায়ন দিতে হয়। বিবাহোৎসবে গীত ও খঞ্জনীবাদ্য আবশ্যক কিন্তু তদপেক্ষা জিকর পাঠই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বৈবাহিক উপায়ন আদান প্রদানের দিনে অপরাহ্ণ সময়ে কন্যাকে একবার বরের বাটীতে লইয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বদিবস কন্যা সাধারণ স্নানশালায় যায়। স্নানশালায় যাইবার সময় অবস্থানুসারে সমারোহ হইয়া থাকে। স্নানান্তর তথায় পানাহারাদি নানারূপ উৎসব হয়। হাম্মাম হইতে ফিরিয়া কন্যা নিজ আবাসে গেলে পর সেখানেও নানারূপ আমোদ আহ্লাদ হইয়া থাকে। কন্যাকে কজ্জল পরাইয়া দিয়া অলক্তকের ন্যায় হেন্না অর্থাৎ মেদিপাতার দ্বারা হস্তপদাদি রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হয়।

অনন্তর পর দিবস কন্যাকে বরের বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। যাইবার সময় বাদ্যবাদনাদি নানাপ্রকার সমারোহ হইয়া থাকে। মিশরের-বিবাহ সমারোহ আমাদের দেশের বিবাহ সমারোহের প্রায় সমতুল্য; কেবল বিশেষ, ইহার সহিত গাড়ির উপরে নানাপ্রকার দোকান থাকে (এ দোকান বিক্রয়ার্থ নহে যেমন কাফির দোকান ইত্যাদি) এই দোকানে নানারূপ খাদ্য ও পেয়াদি প্রস্তুত হইয়া দর্শকদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। তদ্ভিন্ন গাড়ির উপরে (সঙের ন্যায়) নানা ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের কৌশল দেখাইবার জন্য নিযুক্ত থাকে। কন্যা ও তৎপক্ষীয়েরা বরের বাটীতে গিয়া উৎসবাহারে উপবিষ্ট হয়।

বরও কন্যার ন্যায় দিবসে স্নানশালায় গিয়া নানা উৎসব ও সমারোহের সহিত স্নানাদি সমাপন করে এবং রাত্রিতে বন্ধুবান্ধবের সহিত মসজিদে গিয়া রাত্রির নমাজ করে। নমাজ সমাপ্ত হইলে পর আলোকমালার মধ্য দিয়া মহা সমারোহে গৃহে ফিরিয়া আসে। সঙ্গী বন্ধুবান্ধবগণ নিম্নতলেই থাকে বর উপরে কন্যার নিকটে যায়। তখন কন্যা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হইয়া বসিয়া থাকে। এবং দুই একটী সঙ্গিনী নিকটে থাকে। বর তাহাদিগকে বিদায় করিবার জন্য কিছু কিছু দান করে এবং বধূর মুখ দেখার জন্য যৌতুক প্রদান করিয়া আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া মুখ দর্শন করে। আচ্ছাদন খুলিবার সময় "অনন্ত দয়াবান ক্ষমাশীল ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতেছি" এই কয়টী কথা বলিতে হয়। এই দর্শনই বরের প্রথম দর্শন। ইহার নাম "দখুল" বা "দখ্‌লে।" এই কার্য্যের পরেই বরকে নিজ শরীর সুবাসিত করিয়া লেবুর রস ও চিনি কন্যা এবং তৎসহচরীদিগের মস্তকে দিতে বলা হয়; ইহা দেশাচারের অনুযায়ী। অনন্তর বর দুই রেকার নমাজ পাঠ করিতে করিতে কন্যার

নিকটে যায়, এই সময় পারগপক্ষে কন্যারও দুই রেকার নমাজ পাঠ করা উচিত। পরে বর কন্যার কপালোপরিস্থ কেশ গ্রহণ করিয়া বলে "হে ঈশ্বর এই স্ত্রীর দ্বারা আমাকে সুখী কর এবং এই স্ত্রীকেও আমার দ্বারা সুখী কর। হে ঈশ্বর এই স্ত্রীর দ্বারা আমাকে সন্তানবান্ কর এবং আমার দ্বারা এই স্ত্রীকে সন্তানবতী কর। জগদীশ্বর তুমি যেমন আনন্দের সহিত মনুষ্যদিগকে সংযুক্ত করিয়া থাক সেইরূপে আমাদিগকে সংযুক্ত কর এবং যেরূপে আনন্দের সহিত বিযুক্ত করিয়া থাক, বিয়োগসময়ে সেইরূপেই বিযুক্ত করিও।"

আমরা উপরে যে বিবাহের প্রথা লিখিলাম তাহাই বর্ত্তমান কালের মিশর-প্রচলিত বিবাহ।

একাধিক

সহস্র রজনী।

সচিত্র ও সটীক।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রী সত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ও

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ।

নং ২৪, মীর্ জাফর্স লেন ;—কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

সূচীপত্র।

চিত্রের নির্ঘণ্ট।

চিত্রের নির্ঘণ্ট



তিনটী আপেল ফল।

এক দিন রাত্রিকালে খলিফে হারুণ উর্ রসীদ আপনার উজীর জাফরকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! চল আমরা নগর পরিভ্রমণ করিয়া আসি। রাজপুরুষেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কিরূপে সম্পাদন করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিব। যাহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ হইবে তাহাকে অধিকার হইতে চ্যুত করিব।" উজীর বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণমাত্রেই শিরোধার্য্য।" খলিফে উজীর ও মেস্‌রুরের* সহিত বহির্গত হইলেন। রাজপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটী সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, একটী বৃদ্ধ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। বৃদ্ধের মস্তকে একখানি

* মেস্‌রুর—খলিফের একজন প্রিয়তম খোজা দাস।

মৎস্য ধরিবার জাল ও একটী খালুই, হস্তে যষ্টি। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অবসন্নভাবে পদচালনা করিতেছে, এবং মৃদুস্বরে এই কএকটী কবিতা পাঠ করিতেছে।

‘জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ হও তুমি’ সবে মোরে কয় ;
‘তব জ্ঞানালোকে ধরা আলোকিত হয়,
জ্ঞানের সমান আর নাহি কোন ধন ;
বিনা জ্ঞানে ধরা মাঝে সুখী কোন্ জন ?’
এ কথা কভু ত আমি বুঝিতে না পারি,
ক্ষমতা যাহার আছে, সুখ আছে তারি।
ক্ষমতা যাহার আছে সেই মহাজ্ঞানী ;
ক্ষমতা থাকিলে নর সর্ব্ব ধনে ধনী।
ক্ষমতা বিহনে জ্ঞান কি ছার মিছার,
কোন ফল নাহি যার কি গুণ তাহার ?
সর্ব্ব জ্ঞানে জ্ঞানী তুমি জানে সর্ব্বজনে,
সংসারের পাঁজি পুথি পূরিয়াছ মনে ;
বল দেখি পাঁজি পুথি লাগে কোন্ ফলে,
যদি পোড়া পেট তাহে কখন না চলে ?
পাঁজি পুথি সহ যদি দ্বারে দ্বারে যাও,
দেহ পুথি বিনিময়ে পেটে ভাত চাও,
আজীবন আমরণ মর ঘুরে ঘুরে,
এক দিনো তাতে কি রে পোড়া পেট পূরে ?
অভাগা-অদৃষ্টে সুখ কভু নাহি হয়,
দুখের জীবন তার দুখে হয় লয়।
নিদাঘে আতপ-তাপ শীতে শীত-ভোগ,
চারিদিকে দূর ছাই দুখে দুখ-যোগ।

নিপীড়িত হয়ে যদি রাজ-দ্বারে যায়,
কে শুনে তাহার কথা, বলে বা কাহায় ?
দরিদ্রের এ জীবনে নাহি কোন ফল,
মরণ হলেই তার জনম সফল।

খলিফে হারুণ উর্ রসীদ তাহার কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়া জাফরকে বলিলেন "এ লোকটীর বিলাপময় কবিতা কয়টী শুনিলে? আহা ও যথার্থই দুঃখী!"—তিনি ধীবরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সেথ! তুমি কি ব্যবসায় করিয়া থাক?" ধীবর বলিল "মহাশয়, আমি মৎস্যজীবী। আমার অনেকগুলি পরিবারকে পোষণ করিতে হয়। আমি এই ব্যবসায়েই কথঞ্চিৎ তাহাদের অভাব সকল দূর করি। অদ্য আমি মধ্যাহ্নকাল হইতে এপর্য্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিলাম কিন্তু জগদীশ্বর আমায় কিছুই দিলেন না। কিরূপে পরিবারবর্গের আহারীয় ক্রয় করিব ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। হা ধিক্! আমাদের ন্যায় দুর্ভাগাদের আর বাঁচিয়া ফল কি? আমাদের মরণই মঙ্গল!" খলিফে বলিলেন "সেথ! চল—ফিরিয়া চল; আমার নাম করিয়া পুনরায় একবার টাইগ্রীস্হ্রদয়ে জাল ফেলিয়া দেখ। আমার অদৃষ্টে যাহাই উঠুক না কেন, আমি একশত সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যে তাহা ক্রয় করিব।" ধীবর দয়াবান্ উর্ রসীদের এই প্রস্তাবে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিল "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" তাঁহারা তিন জনে টাইগ্রীসাভিমুখে চলিলেন। ধীবর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সকলে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যজীবী সবলে টাইগ্রিস-হৃদয়ে জাল নিক্ষেপ করিল। ক্রমে ক্রমে জালখানি জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। ধীবর জাল-রজ্জু ধরিয়া ক্রমশঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জালের সহিত একটী সিন্ধুক উঠিল। খলিফে অঙ্গীকৃত শত সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া জালুককে বিদায় দিলেন। ধীবর জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। উর্ রসীদ জাফর ও মেস্‌রুরকে সিন্ধুক

লইয়া আসিতে বলিয়া নিজ-প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। জাফর ও মেস্‌রুর গুরুভার সিন্ধুকটী লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ-কর্ম্মচারীদ্বয় সিন্ধুকটী খলিফের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। খলিফে তাহার ডালা খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। সিন্ধুকটী বদ্ধ ছিল। কর্ম্মচারীদ্বয় বলপূর্ব্বক উহা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে একটী তালপত্র-নির্ম্মিত ঝুড়ি। ঝুড়িটীর মুখ রক্তবর্ণ পশমী সূত্র দ্বারা বদ্ধ। জাফর সূত্রগুলি একে একে কাটিয়া ফেলিলেন। ঝুড়ির মধ্যে এক খণ্ড গালিচা। গালিচাখানি তুলিলেন; তাহার নিম্নে একখানি ইজার*। উজীর সেখানিও বাহির করিয়া ফেলিলেন। গলিত-রজতকান্তি একটী যুবতীর মৃতদেহ প্রকাশিত হইল। রমণীর সর্ব্বশরীর ছিন্ন ভিন্ন, দারুণ অস্ত্রাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এককালে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। খলিফে দেখিলেন; তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। জাফরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কুক্কুর! এ কি? আমার রাজ্যমধ্যে এত অত্যাচার! আমার শাসনে পাপাত্মারা নরহত্যা করিয়া বিনাদণ্ডে পার পাইবে? না—তাহা কখনই হইবে না। আল্লার দোহাই—অবশ্য আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দিব—জীবনের জন্য জীবন গ্রহণ করিব।"

অনন্তর খলিফে উজীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যদি আমি প্রকৃতই খলিফেদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমার শরীরে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পৈত্রিক রক্ত প্রবাহিত থাকে, তবে শপথ করিয়া বলিতেছি তুমি যদি এই কামিনীর হন্তাকে হাজির করিতে না পার,—আমি যাহাতে এই হত্যাজনিত গুরুতর হৃদয়বেদনা তাহার রক্তে উপশমিত করিতে পারি সে উপায় না করিতে পার—তবে নিশ্চয়ই তোমাকে ক্রুশে আরোপিত করিয়া বিনষ্ট করিব। কেবল যে তোমার বিনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইব এমন নহে, তোমার চল্লিশ জন আত্মীয় জনেরও ঐরূপে জীবন গ্রহণ করিব।" ক্রোধে খলিফের নেত্রদ্বয় আরক্ত, কপালে ভ্রুকুটী, অধর স্ফুরিত হইতেছে। উজীর ভয়বিহ্বল,

---

* ইজার—মুসলমান স্ত্রীদিগের ব্যবহার্য্য দীর্ঘ চাদরবিশেষ।

খলিফের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি অতি কষ্টে মনকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমাকে তিন. দিবস সময় দিতে হইবে।"—খলিফে তাহাতেই সম্মত হইলেন। উজীর খলিফের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। নগরের সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে, সরাইয়ে সরাইয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, অপরাধীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফলিফের সম্মুখে অপরাধীকে উপস্থিত করিয়া কিরূপে গুরুতর দণ্ড হইতে আপনি নিষ্কৃতি পাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার মনকে গ্রাস করিয়া রহিল। যদি অপরাধীকে যথাসময়ে প্রভুর নিকট উপস্থিত করিতে না পারেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন-শেষ—নিজের জীবন-শেষ, এবং চল্লিশ জন প্রিয় আত্মীয়জনের জীবন-শেষ।—যদি অন্য কাহাকেও অপরাধী বলিয়া খলিফের নিকট লইয়া যান,—উঃ সে পাপ মরিলেও দূর হইবে না। কলুষিত আত্মা চিরকালই তাঁহাকে তিরস্কার করিবে।—উপায় কি! কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিরূপেই বা এই পতনোন্মুখ বিপদ্ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন! উজীর ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি তিন দিবস বাটী বসিয়া রহিলেন, চতুর্থ দিবসে খলিফে তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উজীর প্রভু-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

উজরীকে উপস্থিত দেখিয়া খলিফে অপরাধীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর বলিলেন "হে ধার্ম্মিক-রাজ! আমি অপরাধীর বার্ত্তা কিরূপে বলিতে পারিব, অতীন্দ্রিয় বিষয় কিরূপে আমার মনের গোচর হইবে?" উজীরের এই উত্তর শ্রবণে খলিফের মন ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রাসাদের তোরণ-সন্নিধানে উজীরকে ক্রুশে আরোপিত করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং উজীরের ও তাঁহার আত্মীয়গণের হত্যা দর্শন করিবার নিমিত্তে নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য ঘোষককে নগর মধ্যে ঘোষণা করিতে অনুমতি করিলেন। ঘোষক খলিফের আদেশমতে কার্য্য করিল। চারিদিক হইতে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দর্শন করিবার জন্য জনগণ সমাগত হইতে লাগিল। উজীরের হত্যা দেখিতে তাহারা উপস্থিত হইল,—কিন্তু কি কারণে কি অপরাধে তাঁহার এই দণ্ড হইতেছে তাহা

কেহই অবগত নহে। খলিফের আদেশমতে একচল্লিশটী ক্রুশ প্রোথিত হইল, উজীর ও তাঁহার চল্লিশ জন সহগামী সেই সকল ক্রুশের নিম্নে স্থাপিত হইলেন। সমস্ত স্থির! একচল্লিশ জন মানবের জীবন-বিনাশের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত, কেবল খলিফের শেষ অনুমতির অপেক্ষা। সমাগত জনগণের মন শোকে অভিভূত, হৃদয় স্তম্ভিত, চক্ষু বাষ্পাকুল। উজীরবর জাফরের জীবন শেষ হইবার আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব আছে—খলিফের জিহ্বা হইতে নিদারুণ বাক্য বহির্গত হইবার আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব আছে—সহসা কে ও দ্রুতপদে জনতা মধ্যে প্রবেশ করিল! ঐ সুন্দর সুপরিচ্ছদ যুবাপুরুষটী কে? ঐ দেখ তিনি তীরবেগে উজীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! ঐ দেখ উজরীকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন! বলিতেছেন, "হে আমীরশ্রেষ্ঠ! শরণাগত-প্রতিপালক! আপনার ভয় নাই! যে পামর পাষণ্ড কঠিনহৃদয় নারীঘাতকের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া আপনার এই অবস্থা, যাহার জন্য আপনার বহুমূল্য জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই সেই অধম অপরাধী উপস্থিত। উজীরবর! আমিই সেই নরাধম! আপনারা সিন্ধুক মধ্যে যে রমণীর মৃত দেহ দেখিতে পাইয়াছেন, আমিই সেই রমণীকে হত্যা করিয়াছি, তাঁহার জীবনের জন্য আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবন গ্রহণ করুন।" যুবকের বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিয়া উজীরের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল, আপনার জীবন রক্ষা হইল,. উজীরের মন হরষিত; কিন্তু এমন সুরূপ এমন উদারচিত্ত যুবকের প্রাণ নষ্ট হইবে, ইহাতে কাহার মন না বিষাদিত হয়!—উজীরের মন বিষাদে বিপন্ন হইয়া উঠিল।—কিন্তু আবার দেখ কে ঐদিকে ধাবমান হইতেছে! যুবকের সহিত উজীরের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ঐ দেখ একজন স্থবির পুরুষ সেইখানে উপস্থিত। ঐ শুন বৃদ্ধ উজীরকে সেলাম করিয়া কি বলিতেছেন!—একি চমৎকার কাণ্ড! "সচিবপ্রবর! আপনি এ যুবকের বাক্য বিশ্বাস করিবেন না, রমণীকে এ যুবক বিনষ্ট করে নাই, আমিই তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি তাহার জীবনের জন্য আপনি আমার জীবন গ্রহণ করুন।" বৃদ্ধের মুখ হইতে স্পষ্ট ও গম্ভীর স্বরে এই বাক্যগুলি নির্গত হইল। কিন্তু যুবক উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি এ বৃদ্ধের বচন শ্রবণ করিবেন না, জরা ইহাঁর

জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছে, বুদ্ধি জড় করিয়াছে, ইনি বাতুলের ন্যায় কি বলিতেছেন তাহার ভাবগ্রহ করিতে নিজে অসমর্থ!—আমিই প্রকৃত অপরাধী। রমণীকে আমিই হত্যা করিয়াছি। আমার জীবন গ্রহণ না করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" যুবকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের শোকবেগ দ্বিগুণ বল ধারণ করিল, তিনি বাষ্পগদ্‌গদ বচনে যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি এই নিদারুণ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার তরুণ বয়স, সংসারের অনেক সুখই এখনও তোমার অভুক্ত রহিয়াছে। আমি জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত; ইহলোকের সুখভোগে আমার আর স্পৃহা নাই, সংসারে আমার বিরতি হইয়াছে, আমি নিজের অকিঞ্চিৎকর জীবন সম্প্রদান করিয়া তোমার, মন্ত্রিবরের এবং উহাঁর আত্মীয়গণের বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিব। মন্ত্রিবর! আমিই সেই রমণীকে হত্যা করিয়াছি। আল্লার দোহাই! আপনি এই মুহূর্ত্তে আমার জীবন গ্রহণ করুন, নারীহত্যা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হউক, আর ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিবেন না।"

এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে উজীরের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তিনি যুবক ও বৃদ্ধকে লইয়া খলিফের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ধার্ম্মিক-জন-পালক! রমণীঘাতক আপনার নিকট উপস্থিত।" খলিফে বলিলেন "সে নরাধম কোথায়?" মন্ত্রিবর জাফর উত্তর করিলেন, "ধার্ম্মিক-পাল! এই যুবক বলিতেছে আমি রমণীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু এই বৃদ্ধ বলিতেছে যুবকের কথা সমস্তই অলীক আমিই রমণীর প্রকৃত হন্তা।" খলিফে উভয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "তোমাদের মধ্যে কে রমণীকে বধ করিয়াছে?" যুবক বলিল "আমিই সেই রমণীকে বধ করিয়াছি, অন্য আর কেহই নহে।" বৃদ্ধও বলিল "আমি সেই নারীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি অপর কেহই নহে।" উভয়ের বাক্য শেষ হইলে খলিফে জাফরকে বলিলেন "উভয়কেই লইয়া গিয়া ক্রুশে আরোপিত কর, উভয়েরই জীবন গ্রহণ কর।" জাফর বলিলেন "মহারাজ! যদি রমণীর হত্যা-পাপে একজন বই লিপ্ত না থাকে, তবে দুইজনের জীবন গ্রহণ করা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইবে?" যুবক বলিলেন "স্বর্গ মর্ত্তের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের দোহাই! আমিই রমণীকে

হত্যা করিয়াছি।” এই কথা বলিয়া, তিনি কিরূপে রমণীকে হত্যা করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহার মৃতদেহ সিন্ধুকে পূরিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহার আমূল সমস্ত বিবরণ খলিফের নিকট প্রকাশ করিলেন। শ্রবণ করিয়া খলিফের মনে প্রত্যয় হইল যে, যুবকই রমণীর প্রকৃত হন্তা। তিনি বিস্মিতনেত্রে যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন অকারণে রমণীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছ, কেনই বা অকারণে আবার আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে উৎসুক হইয়াছ ?”

যুবক বলিলেন “হে ধর্ম্মনিরত! ধার্ম্মিক-প্রবর! ধার্ম্মিক-পাল! যে রমণীকে আমি হত্যা করিয়াছি তিনি আমার পত্নী। এই স্থবিরবর তাঁহার পিতা এবং আমার পিতৃব্য। আমি কৌমারকালে তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। জগদীশ্বরের প্রসাদে তাঁহার গর্ব্ভে আমার তিনটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তিনি আমাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং কায়মনোবাক্যে আমার সেবা করিতেন। আমি কখনও তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। বর্ত্তমান মাসের প্রারম্ভে তাঁহার এক উৎকট পীড়া উপস্থিত হয়, আমি সুনিপুণ চিকিৎসকগণের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম; তাঁহাদের সুচিকিৎসার বলে হৃদয়েশ্বরীর রোগ শান্তি হইল। আমি তাঁহাকে নগরীস্থ হামামে স্নানার্থে প্রেরণ করিতে অভিলাষ করিলাম। চিকিৎসকদিগকেও আমার অভিলাষ জানাইলাম। কিন্তু আমার পত্নী হামামে যাইবার পূর্ব্বে আমাকে বলিলেন ‘আমি হামামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কোন দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করি, সে দ্রব্যের নিমিত্ত আমার চিত্ত অতিশয় লালায়িত হইয়াছে।’ তিনি কি বস্তু অভিলাষ করেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। বরবর্ণিনী উত্তর করিলেন ‘আমি একটী আপেল ফল অভিলাষ করি, আপেলের ঘ্রাণ ও আস্বাদ গ্রহণ করিতে আমার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে।” আমি তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, সমস্ত নগরে আপেল অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলাম; একটী আপেলের জন্য যদি একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে হইত, আমি তাহাতেও কাতর ছিলাম না। হৃদয়েশ্বরীকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। কিন্তু সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়াও আমি একটী আপেল পাইলাম না। মনে বড় অসুখ হইল, সমস্ত রাত্রি চিন্তায় অস্থির হইয়া রহিলাম, একবারও চক্ষু মুদ্রিত



করিতে পারিলাম না। রাত্রি প্রভাত হইল, আমিও শয্যা পরিত্যাগ করিলাম। নগরীর সমস্ত উদ্যান পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল, কোথাও একটী আপেল প্রাপ্ত হইলাম না। এক জন বৃদ্ধ উদ্যানপালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার কাছে আপেলের অনুসন্ধান করিলাম। উদ্যানপাল আমার কথা শুনিয়া বলিল "বৎস! এখানে তুমি আপেল পাইবে না, সে দ্রব্য এস্থানে দুষ্প্রাপ্য; এল্ বস্রার রাজ-উদ্যান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তুমি আপেল পাইবে না, কেবল সেই খানেই ধার্ম্মিক-রাজ খলিফের উপভোগের নিমিত্ত এ সময়ে আপেল রক্ষিত দেখিতে

পাইবে।” উদ্যানপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। হৃদয়েশ্বরীর অভিলাষ-তৃপ্তি করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে অধিকতর বলবতী হইল, আমি এল্ বস্রায় যাত্রা করিলাম। এল্ বস্রা যাইতে ও আসিতে আমার পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইল। পথিমধ্যে কোথাও এক মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করি নাই। যাহাই হউক আমার কার্য্য-সিদ্ধি হইল, এল্ বস্রার উদ্যান-পালকে তিন স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া আমি তিনটী আপেল সেখান হইতে ক্রয় করিয়া আনিলাম। বাটী আসিয়া আপেল তিনটী জীবিতেশ্বরীর হস্তে প্রদান করিলাম। কিন্তু তাঁহার তাহাতে সন্তোষ হইল না, তিনি আপেল তিনটী নিকটে রাখিয়া দিলেন। জীবিতেশ্বরী তখন ভয়ানক জ্বরে ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হইল।

অনন্তর তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া আমি আপনার দোকানে গমন করিয়া কেনা বেচা করিতে লাগিলাম; আমি এই রূপে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত আছি, এমন সময় এক জন কৃষ্ণ দাসকে আমার দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিলাম, বেলা তখন ঠিক দুই প্রহর। দাসের হস্তে একটা আপেল, সে ঐ আপেলটী লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে গমন করিতেছিল, আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ‘তুমি এ আপেলটী কোথা পাইলে? আমি একটী আপেল কিনিতে ইচ্ছা করি।’ দাস আমার কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিল ‘আমি আমার প্রেয়সীর নিকট এ আপেলটী পাইয়াছি। আমি অনেক দিনের পর প্রেয়সীর নিকটে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি পীড়িত। তাঁহার নিকটে তিনটী আপেল দেখিতে পাইলাম। প্রেয়সী বলিলেন আমার সরল-হৃদয় স্বামী এই তিনটী আপেল আনিতে এল্ বস্রা গমন করিয়াছিলেন। এবং তিন স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া এই তিনটী আপেল আমার জন্য আনিয়াছেন।—আমি তাঁহার নিকট হইতে এই আপেলটী আনিয়াছি।’ ধার্ম্মিকরাজ! আমি যখন কৃষ্ণদাসের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলাম, তখন সমস্ত জগৎ আমার নয়নে অন্ধকারময় হইল, সমস্ত সংসার পাপে কলুষিত বোধ হইতে লাগিল। আমি দোকান বন্ধ করিয়া বাটী প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তখন আমার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কম্পমান, আমার মন একবারে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে—হিতাহিতজ্ঞান একে-

বারে হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়াছে। প্রিয়ার পার্শ্বে আমি দুইটী বই আপেল দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একটী আপেল কোথায় গেল? তিনি বলিলেন 'কোথায় গেল তা আমি জানিনা।' তখন কৃষ্ণ দাসের সমস্ত কথাই আমার সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। আমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া একখানি ছুরিকা হস্তে করিলাম, সেই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা একেবারে প্রিয়ার হৃদয়ে প্রোথিত করিলাম। অনন্তর তাঁহার হস্তপদাদি ও মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলাম এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সে গুলি একটী ঝুড়ীর মধ্যে রাখিয়া প্রিয়ার আচ্ছাদন-বস্ত্র দ্বারা সেটী আবৃত করিলাম। শেষে তাহার উপর একখানি গালিচা ঢাকা দিলাম। প্রিয়ার ছিন্ন-দেহ-পূর্ণ সেই ঝুড়ীটী একটী সিন্ধুকে পূরিয়া সিন্ধুকে চাবি বন্ধ করিলাম। সিন্ধুকটী আমার একটী অশ্বতরের পৃষ্ঠে দিয়া টাইগ্রিস নদীতীরে গমন করিলাম, এবং স্বহস্তে সিন্ধুকটী অশ্বতর-পৃষ্ঠ হইতে লইয়া টাইগ্রিসের জলে নিক্ষেপ করিলাম। ধার্ম্মিক-রাজ! আল্লার দোহাই! আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমার জীবন-গ্রহণে অনুমতি প্রদান করুন। প্রিয়ার হত্যাজনিত গুরু পাপ আমার হৃদয় আর বহন করিতে পারে না। যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন আমার হৃদয়-বেদনা দূর হইবে না—মরণান্তেও আমার হৃদয়ের সে বেদনা সমান জাগরুক থাকিবে; যখন ইস্‌রেলের* বংশী আমার আত্মাকে ঈশ্বরের সম্মুখে আহ্বান করিবে তখনও সে বেদনা হৃদয় হইতে তিরোহিত হইবে না। ধার্ম্মিক-পাল! প্রিয়ার জীবনের জন্য আমার জীবন গ্রহণ করুন, যদি তাহাতে আমার গুরুতর পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। নরপাল! আমি অকারণে হৃদয়েশ্বরীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।—আমি প্রিয়ার দেহ টাইগ্রিসে বিসর্জ্জন দিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রোদন করিতেছে। আহা! মাতৃহীন বালক তখনও মাতৃবিয়োগ অবগত হয় নাই, তথাপি রোদন করিতেছে! জিজ্ঞাসা করিলাম বৎস!

---

* মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ইস্‌রেল একজন দেবদূত। ইনি বংশীধ্বনি করিয়া মানবগণের আত্মাকে শেষ বিচার-দিবসে ঈশ্বরের সম্মুখে আহ্বান করিবেন।

ক্রন্দন করিতেছ কেন ? বলিল 'বাবা, আমি একটী আপেল লইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপথে ক্রীড়া করিতে গিয়াছিলাম। একজন কৃষ্ণ দাস আমার হস্ত হইতে আপেলটী কাড়িয়া লইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুই এ আপেল কোথা পাইলি ?' আমি বলিলাম আমার মা পীড়িত হইয়া আপেল খাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া বাবা এল্ বস্রা হইতে তিন মোহর দিয়া তিনটী আপেল আনিয়াছেন। দুষ্ট দাস তথাপি আপেলটী ফিরাইয়া দিল না, আমাকে প্রহার করিয়া আপেল লইয়া চলিয়া গেল। বাবা! না জানি মা আমার উপর কতই রাগ করিবেন, আমাকে কতই প্রহার করিবেন।' পুত্রের বাক্য শুনিয়া আমি বুঝিতে পরিলাম কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি, বুঝিলাম দুষ্ট দাস অকারণে জীবিতেশ্বরীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল, বুঝিলাম বিমল-হৃদয়া পতিব্রতা পত্নীকে আমি বিনা দোষে পশুবৎ হত্যা করিয়াছি। নরনাথ! তখন আমার হৃদয়ের ভাব যে কিরূপ হইল তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। রোদন করিয়া আমার নেত্রদ্বয় অন্ধপ্রায় হইল, চিত্ত একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। প্রিয়তমার পিতা—আমার পিতৃব্য —এই স্থবিরবর তখন আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, আমি সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে অবগত করিলাম। পিতৃব্য কন্যাশোকে বিহ্বল হইলেন। আমরা রোদন করিতে লাগিলাম; রোদন ভিন্ন আমাদের আর কি গতি আছে! অদ্য পঞ্চাহ হইল প্রিয়তমাকে হত্যা করিয়াছি। তাঁহার বিরহ-জনিত শোক আমাদের মনে এখনও সমান বল প্রকাশ করিতেছে। ধার্ম্মিক-রাজ! আপনার ধার্ম্মিকপ্রবর পিতৃপুরুষগণের দোহাই! আপনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমার জীবন গ্রহণ করুন, প্রিয়া-হত্যা-পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হউক। যুবকের কথা শেষ হইল, খলিফের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল।—"আল্লার দোহাই, যুবকের দোষ নাই, এ ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনীয়; সেই দুষ্ট দাসই সমস্ত অমঙ্গলের হেতু—তাহারই জীবন গ্রহণ করিব।" এই কথা বলিয়া খলিফে জাফরের দিকে ক্রোধরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন "উজীর, সেই নারীহন্তা নরাধম দুষ্ট দাসকে তিন দিবসের মধ্যে হাজির করিতে হইবে। না পারিলে, তাহার পরিবর্ত্তে তোমার জীবন গ্রহণ করিব।" এক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার এই নূতন বিপদ্! উজীর রোদন

করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।—"হায়! এবার আবার কিরূপে অপরাধীকে হাজির করিব! এ বিপদ্ হইতে কি রূপে উদ্ধার পাইব, কোন উপায়ই ত দেখিতে পাইতেছি না। ক্ষণভঙ্গুর মৃৎপাত্র কয়বার আঘাত সহ্য করিতে পারে?—এ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন পথই আমার বুদ্ধির গোচর হইতেছে না। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ভিন্ন আমার ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই। তিনিই আমাকে প্রথম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তিনিই আমাকে এই নূতন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই সত্যস্বরূপের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। আমি তিন দিবস বাটী হইতে বহির্গত হইব না।"—এইরূপে খেদ করিতে করিতে—আপনার কাতর মনকে এইরূপে প্রবোধ দিতে দিতে মন্ত্রিবর স্বভবনে উপস্থিত হইলেন। তিন দিবস বাটীতেই রহিলেন। চতুর্থ দিবসে কাজীকে ডাকাইয়া বিষয় বিভবের সমুদায় বন্দোবস্ত করিলেন।—মরণের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। প্রিয় পুত্র কলত্রগণকে জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন, মন্ত্রীর হৃদয় শোকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।—এই অবসরে খলিফের এক জন দূত আসিয়া মন্ত্রিভবনে উপস্থিত হইল। বলিল "উজীর মহাশয়! ধার্ম্মিক-রাজ খলিফে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আদেশে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তিনি শপথ করিয়াছেন যদি আপনি সেই দুষ্ট দাসকে হাজির করিতে না পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অদ্য আপনার জীবন গ্রহণ করিবেন।"

রাজ-দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া উজীরের চিত্ত সংজ্ঞাশূন্য হইল,—পরিজন-বর্গের শোক অধিকতর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। উজীর একে একে সমস্ত সন্তানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।—কেবল কনিষ্ঠতম কন্যাটীর কাছে এখনও বিদায় গ্রহণ করেন নাই। সেটী তাঁহার বড় আদরের ধন। তিনি সকল সন্তান অপেক্ষা সেটীকে অধিক ভাল বাসেন। উজীর প্রিয়তমা কন্যাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বারম্বার তাহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইবেন এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মন্ত্রী প্রিয়তমা কন্যাকে বারম্বার হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।—একবার কন্যার জামার

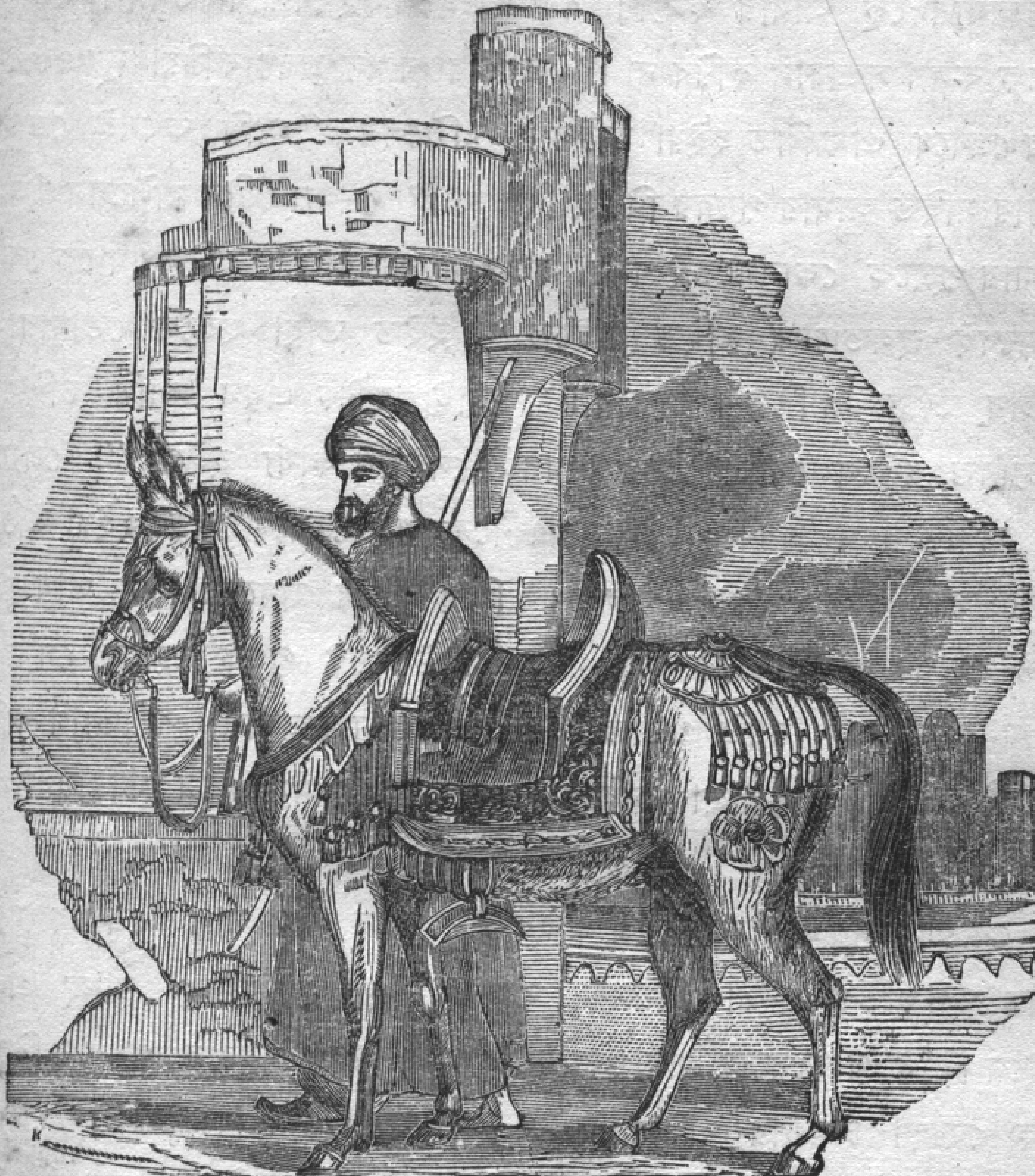
জেবে যেন কি একটা গোলাকার বস্তু স্পর্শে অনুভূত হইল। মন্ত্রী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার জামার জেবে কি?" কন্যা বলিল "বাবা, একটী আপেল, আমাদের দাস রেহান এটী আনিয়াছিল, আমি দুইটী মোহর দিয়া তাহার নিকট হইতে লইয়াছি। চারি দিন হইল আপেলটী আমার কাছে রহিয়াছে।" দাস এবং আপেলের উল্লেখ শুনিয়াই জাফরের মন আনন্দে বিগলিত হইল। বলিলেন "হে! সর্ব্বদুঃখ-হর! সর্ব্বশক্তিমন্! সকলই তোমার মহিমা।"—তৎক্ষণাৎ দাসকে হাজির করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, দাস হাজির হইল। উজীর দাসকে আপেলের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দাস বলিল "প্রভো! পাঁচ দিবস হইল আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কতকগুলি বালক ক্রীড়া করিতেছে; একজনের হস্তে একটী আপেল। তাহার হস্ত হইতে আপেলটী কাড়িয়া লইলাম এবং তাহাকে প্রহার করিলাম, সে রোদন করিতে করিতে বলিল 'এ আপেলটী আমার মার। মার পীড়া হইয়াছে। মা আপেল খাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া বাবা এল্ বস্রা হইতে তিন মোহর দিয়া তিনটী আপেল আনিয়াছেন। আমি খেলা করিবার জন্য এইটী আনিয়াছিলাম।' এই কথা বলিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমি তাহার রোদনে কর্ণ পাত না করিয়া আপেলটী লইয়া বাটী আসিলাম, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা দুইটী মোহর দিয়া সেটী আমার নিকট হইতে কিনিয়াছেন।" দাসের বাক্য শুনিয়া জাফর বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহারই দাস যে এই সমস্ত অমঙ্গলের হেতু, ইহাতে তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। যাহাই হউক দাসকে সঙ্গে লইয়া খলিফের নিকটে উপস্থিত হইলেন। খলিফে এই অশ্রুতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন। এবং এই চমৎকার কথা পুস্তকস্থ করিয়া চারিদিকে প্রচার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জাফর বলিলেন "ধার্ম্মিকপাল! আপনি এই সামান্য কাণ্ডে বিস্মিত হইবেন না। উজীর নূর এদ্দীনের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে আপনার বিস্ময়ের পরিসীমা থাকিবে না।"—খলিফে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপেলের উপাখ্যান অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর কাণ্ড আর কি হইতে পারে?" উজীর বলিলেন "হে ধার্ম্মিক-রাজ! আপনি যদি আমার দাসের জীবন দান করেন তাহা

হইলে আমি সে অভূতপূর্ব্ব উপাখ্যান বর্ণন করি।" খলিফে বলিলেন "আমি তোমার অনুরোধে তাহার জীবন রক্ষা করিলাম।"——ইহা শুনিয়া জাফর উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

উজীর নূরএদ্দীন, তাঁহার পুত্র ;—শেমস্‌এদ্দীন, তাঁহার কন্যা।

ইজিপ্ট-রাজধানী—কায়রো নগরে মহাপরাক্রমশালী ন্যায়পরায়ণ দয়ালু-হৃদয় এক সুলতান ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী একজন প্রাচীনতম উজীর ছিলেন। কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি বার্ত্তাশাস্ত্র, কি শাসন-কৌশল, কি সমাজতত্ত্ব সকল বিষয়েই উজীরের বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল। সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন কার্য্যেই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। উজীরের প্রজ্ঞা তাঁহার আকারের অনুরূপ, তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞান প্রজ্ঞার অনুরূপ ছিল। উজীরের অকলঙ্কচন্দ্রোপম দুইটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম শেমস্‌এদ্দীন, কনিষ্ঠের নাম নূরএদ্দীন। নূরএদ্দীনের ন্যায় রূপলাবণ্যবান্ পুরুষ আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার অলোকসামান্য রূপের কথা চতুর্দ্দিকে প্রথিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে কতশত লোক আগমন করিত। কিছু দিন পরেই উজীর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এরূপ দুর্ল্লভ সচিবরত্নের বিয়োগে সুলতান নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সুলতান প্রিয়তম মন্ত্রীর শোক কথঞ্চিৎ উপশমিত করিয়া তাঁহার পুত্র দুইটীকে আনিয়া পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় একমাস অশৌচ ধারণ করিয়া নিয়মিত সময়ে সুলতানের সচিব-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; সুলতানের এই অসীম অনুগ্রহ-লাভে তাঁহাদের মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া গেল। নব-সচিবেরা সপ্তাহান্তে পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সুলতান যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে গমন করিতেন, তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের একজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

এক দিন রাত্রিতে সুলতান দেশভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তিনি পরদিন প্রত্যুষেই রাজধানী পরিত্যাগ করিবেন। এবার সুলতানের সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠভ্রাতার যাইবার পালা। রাত্রিতে সহোদরদ্বয় নানা প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।—কথাপ্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিলেন "ভ্রাতঃ! আমার একান্ত ইচ্ছা আমরা এক রাত্রিতেই দুইজনে পাণিগ্রহণ করি।" কনিষ্ঠ বলিলেন "দাদা, তোমার যাহা ইচ্ছা আমার তাহাতেই সম্মতি।" সুতরাং এই প্রস্তাবে উভয়েই সম্মত হইলেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "ভ্রাতঃ! যদি সর্ব্বশক্তিমানের কৃপায় আমরা দুইটী কুমারীকে পাইয়া এক রাত্রিতেই তাহাদের পাণিগ্রহণ করি, আর তাহাদের গর্ভে আমাদের এক দিনেই দুইটী সন্তান হয় এবং যদি তোমার পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র আর আমার পত্নীর একটী কন্যা হয় তবে তাহাদের যাহাতে পরস্পর বিবাহ হয় তাহা আমাদের করিতে হইবে।" নূরএদ্দীন বলিলেন "দাদা! তাহা হইলে তোমার কন্যাকে আমার পুত্রের কি যৌতুক দিতে হইবে?" শেমস্‌এদ্দীন বলিলেন তিন সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, তিনটী উদ্যান এবং তিন গোলা ধান্য যৌতুক স্বরূপ দিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক যৌতুক গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।" জ্যেষ্ঠের প্রস্তাব শুনিয়া নূরএদ্দীন বলিলেন "কি! আমার পুত্রকে এত যৌতুক দিতে হইবে? কেন, তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে, আমরা দুই সহোদর, দুই জনেই রাজমন্ত্রী, সুতরাং কুলে, শীলে, ধনে, মানে উভয়েই সমান? আমার পুত্রকে বিনাযৌতুকে তোমার কন্যা দান করিতে হইবে। কারণ কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের গৌরব অধিক, আমার পুত্র হইতেই বংশের নাম, সম্ভ্রম, গৌরব সমস্ত বজায় থাকিবে—তোমার কন্যা হইতে সে কাজ হইবেনা।" জ্যেষ্ঠ বলিলেন "কি! আমার কন্যা হইতে কিছু হইবেনা?" কনিষ্ঠ বলিলেন "তোমার কন্যাদ্বারা আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশের রক্ষা হইবে না, ইহা তুমি নিশ্চয় জান; তবে যে, এই সমস্ত যৌতুকের প্রস্তাব করিলে ইহা কেবল আমার পুত্রকে তোমার কন্যা প্রদান করিবে না বলিয়াই—'যখন লোন খরিদারকে তাড়াইতে ইচ্ছা করিবে তখন তাহার কাছে অসম্ভব মূল্য চাও'—তুমি এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্যের অনুসারেই কার্য্য করিতে অভিলাষ করিতেছ।" শেমস্‌এদ্দীন বলিলেন "আমার কন্যার অপেক্ষা তোমার পুত্রের



গৌরব অধিক একথা বলা তোমার কোন মতে উচিত হয় নাই, বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। তোমার বুদ্ধিও তাদৃশ প্রশংসনীয় নহে, এবং তোমার মনও ভাল নহে, তাহা না হইলে কখনই মন্ত্রিপদে তোমার অংশের কথার উল্লেখ করিতে না। তুমি কি জাননা যে আমি কেবল দয়া করিয়াই তোমাকে উজীরী কার্য্যে আমার সহকারী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি।—তুমি যখন সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ তখন আমি কোনমতেই তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না, তুমি যদি এক দিকে আমার কন্যাকে রাখ

আর অন্য দিকে আমার কন্যার সমান ওজনে সুবর্ণ রাখ তথাপি তোমার পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিব না।" ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নূরএদ্দীনের হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; বলিলেন "আমি কখনই তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব না।" শেমস্এদ্দীন বলিলেন "আমি তোমার পুত্রকে কোনমতেই কন্যা সম্প্রদান করিব না, যদি আমাকে কল্য প্রত্যূষেই সুলতানের সহিত যাইতে না হইত তাহা হইলে তোমার এই ধৃষ্টতার উচিত প্রতিফল দিতাম। যাহাই হউক এখন আমি চলিলাম, প্রত্যাবৃত্ত হইলে খোদার যেরূপ মরজী সেইরূপ কার্য্য হইবে।" জ্যেষ্ঠের এই গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া নূরএদ্দীনের মন ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি হৃদয়ের সে ভাব অতি কষ্টে গোপন করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা উভয়েই পৃথক্ স্থানে সে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, সুলতান রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পিরামীডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উজীর শেমস্এদ্দীন তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

সে রাত্রি নূরএদ্দীনের নেত্র একবারও মুদ্রিত হইল না। ক্রোধে যাহাঁর হৃদয় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিদ্রা কোথায়? রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আপনার খাস কামরায় গমন করিলেন, এক জোড়া চামড়ার থলিয়া লইয়া সুবর্ণমুদ্রা পূর্ণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের গর্ব্বিত বচন এবং অনুচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার মন নিতান্তই অসুখী হইল, তিনি বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন:—

স্বদেশ ছাড়িতে কেন রে ভয়?
ছাড়িলে স্বজন, পাবি দশ জন,
মিত্র গেলে মিত্র অবশ্য হয়।
আবাসের সুখ, ছাড়িতে বিমুখ
কাপুরুষ ছাড়া অপরে নয়।

দুখ ছাড়া সুখ হয় কি কখন ?
দুখ ভোগ বিনে, বল, এ জীবনে
সুখ ভোগে কার হইত মন ?
আবাসে থাকিতে, সদা সাধ চিতে
করেনা কখন সুবোধ জন।

দেশে দেশে ফের করোনা ভয়,
সদা এক স্থানে, থাকিবে কেমনে,
নহ অচেতন জড়তাময় ?
দেখ সুশীতল, তটিনীর জল,
বাধিলে তাহারে কলুষ হয়।

সদা এক ভাবে থাকিতে নাই।
পূর্ণিমার নিশি, হলে দিবানিশি,
কে তারে হেরিত শুনিতে চাই ?
অমা আছে বলে, তাইত সকলে,
পূর্ণিমার চাঁদ হেরিতে যাই।

সিংহ পশুরাজ সকলে জানে।
যদি পশুরাজ, ছাড়ি অন্য কাজ,
দিবা নিশি থাকে একই স্থানে,
বলনা তাহার, কে দেয় আহার,
পশুরাজ বলে কে তারে মানে ?

খরতর শরে দেখে কি গুণ ?
যদি খরতর, মর্ম্মভেদী শর
ধনুকে না উঠে ছাড়িয়ে তূণ ?
স্ববর্ণের রেণু, হতে অন্য রেণু
বল দেখি ভাই কিসেতে ন্যূন

যদি স্বর্ণরেণু থাকে আকরে ?
মলয় চন্দন, হৃদয়নন্দন
কেন, কেন তায় রাখ আদরে ?
ছাড়িয়ে মলয়, ফণীর বলয়,
যায় দূর দেশে ;—ইহারি তরে।

অনন্তর নূরএদ্দীন একজন যুবককে একটী সুন্দর অশ্বতর সজ্জিত করিতে বলিলেন। যুবক তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিল। কাঞ্চনময় জীন, ভারতবর্ষীয় উৎকৃষ্ট লৌহে নির্ম্মিত রেকাব এবং ইস্পাহানের অতি কোমল মকমলের আস্তরণ দিয়া উজীরের বাহন সজ্জিত হইল। বাহনের শোভার সীমা রহিল না। বাহন-পৃষ্ঠে একখানি মহামূল্য রেশমী আসন ও একখানি নমাজের আসন স্থাপিত হইল। উজীর অর্থপূর্ণ চর্ম্মাধারযুগলও বাহন-পৃষ্ঠে যথা স্থানে স্থাপিত করিলেন। সমস্ত প্রস্তুত হইলে তিনি যুবককে এবং দাসদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কালীয়ুব প্রদেশাভিমুখে বিলাস-ভ্রমণে গমন করিব, রাজধানী হইতে তিন রাত্রি অনুপস্থিত থাকিব। কাহারও আমার অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। আমার চিত্ত অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়াছে, আমি একাকী ভ্রমণ করিতে মানস করিয়াছি।"

তিনি এই কথা বলিয়াই দ্রুত অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অল্পমাত্র খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। বিল্বেস

নগরে উপস্থিত হইতে না হইতেই মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। তিনি তথায় অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া আহারাদি সমাপন করিলেন। কতক পরিমাণে শ্রান্তি বিদূরিত হইলে সেখান হইতে কতকগুলি নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও বাহনটীর জন্য আহারীয় লইয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবা-রজনী বেগে অশ্বতর চালনা করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নকালে জেরুজেলমে পঁহু-ছিলেন। নূরএদ্দীন নিজের এবং পরিশ্রান্ত বাহনটীর শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তথায় অবতীর্ণ হইয়া পানাহার সমাপণ করিলেন। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইলে গালিচাখানি পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিলেন। বাহনের পৃষ্ঠস্থ থলি উপাধান স্থানীয় হইল। নূরএদ্দীন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই, মনে মনে সমস্ত কথাগুলি আন্দোলিত হইতেছিল। সমস্ত রজনী সেই সকল চিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রত্যূষে পুনরায় অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথা হইতে আলিপো নগরে প্রস্থান করিলেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আর অধিক দূর গমনে অক্ষম, বাহনটীও নির্জ্জীব; সুতরাং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিবার জন্য একটী সরাইয়ে বাসা ভাড়া করিলেন। সম্যক্‌রূপে শ্রান্তি দূর করিতে তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবসে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কোন্ দিকে যাইবেন—কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। যে দিকে নয়নদ্বয় চলিল, নূরএদ্দীন সেই দিকেই চলিলেন। এইরূপে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এল্ বস্রায় উপস্থিত হইলেন। বস্রায় সন্ধ্যা হইল; নূরএদ্দীন একটী পান্থনিবাসে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সরাইটীতেই সে দিনের বিশ্রাম-স্থান নিরূপিত হইল। তিনি অশ্বতর পৃষ্ঠ হইতে থলিয়া দুইটী, গালিচা ও নমাজের আসন নামাইয়া লইলেন এবং সরাইয়ের দ্বারবানকে অশ্বতরটী লইয়া একটু ইতস্ততঃ বেড়াইয়া আনিতে বলিলেন।

দ্বারপাল অশ্বতরটীকে টওলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। এল্ বস্রার উজীর নিজ গৃহের বাতায়নে বসিয়াছিলেন; ঘটনা ক্রমে হঠাৎ তাঁহার নয়ন নূর-এদ্দীনের অশ্বতরটীর দিকে নিপতিত হইল। বাহনটীর পৃষ্ঠস্থ বহুমূল্য পর্য্যাণ এবং নানাবিধ অলঙ্কার দেখিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন "এ অশ্বতরটী নিশ্চয়ই কোন রাজার বা উজীরের হইবে।" তিনি এক মনে

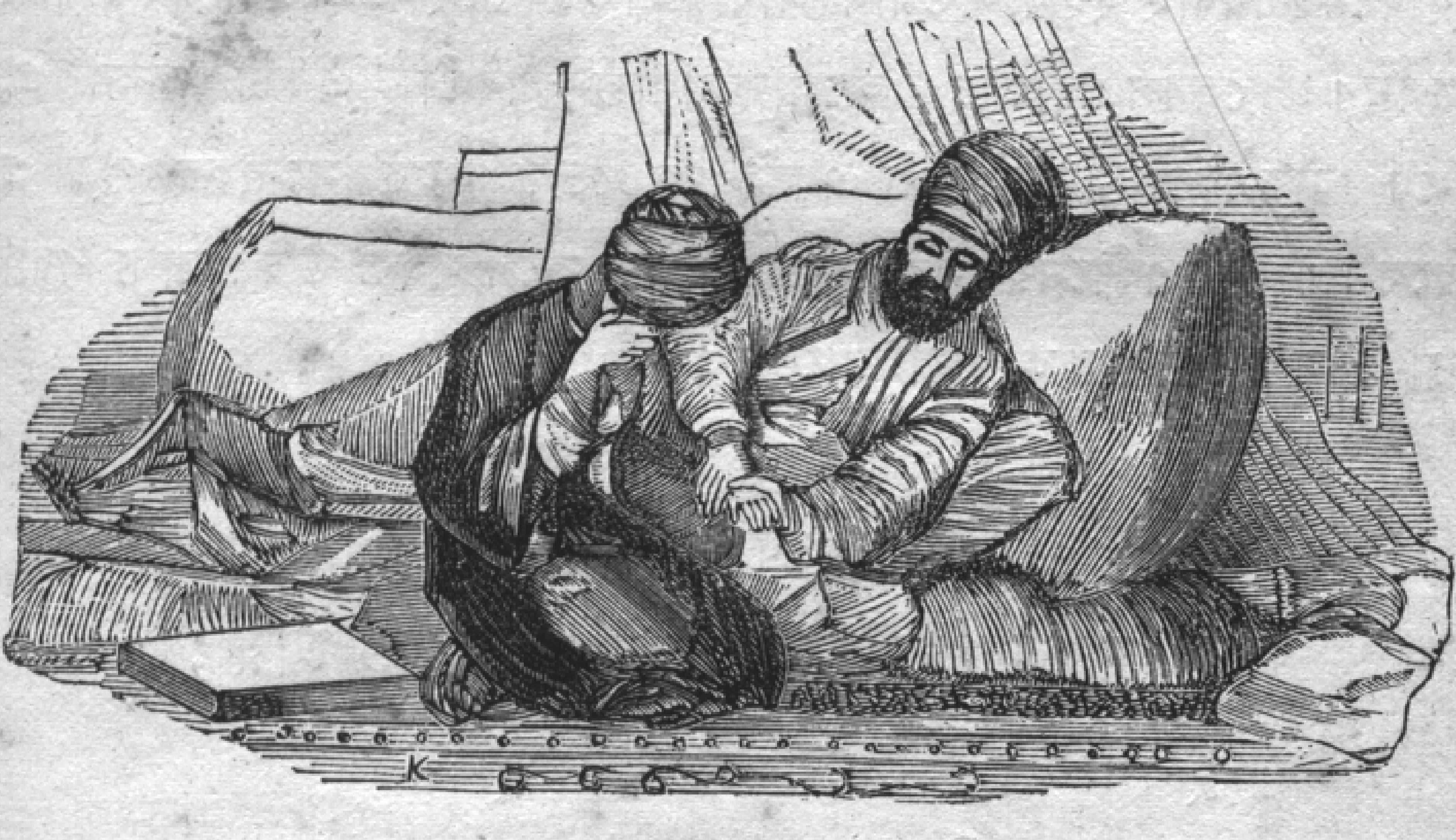
দেখিতে লাগিলেন। যত দেখেন ততই তাঁহার নয়ন তাহার উপর নিবদ্ধ হয়। বৃদ্ধ উজীর সরাইয়ের দ্বারপালকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্রে একজন পরিচারক তাহাকে ডাকিয়া আনিল। দ্বারপাল উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখের ভূমি চুম্বন করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অশ্বতরটী কাহার ?—অশ্বতরটীর অধিকারীর আকৃতিইবা কিরূপ ?" দ্বারপাল বলিল "প্রভু! অশ্বতরটীর অধিকারী একটী তরুণবয়স্ক সুশ্রী যুবক। বোধ হয় কোন ধনবান্ বণিকের পুত্র হইবেন। তাঁহার আকৃতি গম্ভীর, দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন উচ্চ বংশ সম্ভূত।" উজীর দ্বারপালের কথা শুনিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া পান্থনিবাসে নূরএদ্দীনের নিকট গমন করিলেন। নূরএদ্দীন তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া যথা-বিধি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বৃদ্ধ নিজ পরিচয় দিলেন। যুবক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। উজীর সাদরে প্রত্যভিবাদনান্তর তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? প্রয়োজনই বা তোমার কি ?" নূরএদ্দীন বলিলেন "আমি কায়রো নগর হইতে আসিতেছি। আমার পিতা তথাকার উজীর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি করুণাময় পরমেশ্বরের অপার কৃপা লাভ করিবার জন্য ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" তৎপরে তিনি আদ্যোপান্ত নিজ বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পৃথিবীস্থ সমস্ত গ্রাম নগর প্রভৃতি না দেখিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।" উজীর বলিলেন "বৎস, এরূপ দারুণ অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, সমস্ত দেশ প্রদেশ নগর নগরী দেখা সাধারণ কার্য্য নহে। কত দেশ কতরূপ বিপদে পূর্ণ, কত স্থান যে কতরূপ শঙ্কটময় তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়ত এরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও বিষম বিঘোরে প্রাণ হারাইবে।" উজীর এই কথা বলিয়াই অশ্বতরপৃষ্ঠের থলি গালিচা ও নমাজের আসনখানি পুনরায় অশ্বতরের পৃষ্ঠে স্থাপিত করিতে অনুমতি দিলেন এবং নূরএদ্দীনকে নিজ বাসভবনে লইয়া গেলেন। যুবককে দেখিয়াই বৃদ্ধের মনে অসীম স্নেহের উদয় হইয়াছিল, তিনি পরিচারকদিগকে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নূরএদ্দীন তাঁহার সস্নেহ সমাদরে একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। উজীর বলিলেন "বৎস আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবনের শেষ

ভাগ উপস্থিত। আমার একটীও পুত্র সন্তান নাই—জগদীশ্বর আমায় কেবল একটী কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। কন্যাটী রূপে গুণে তোমারই অনুরূপ। এপর্য্যন্ত যে কয়টী সম্বন্ধ আসিয়াছে তাহার কোনটীই আমার মনোমত হয় নাই, যতগুলি যুবক তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া আসিয়াছিল সকল গুলিকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তোমার প্রতি আমার মন একান্ত বশীভূত হইয়াছে। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি তাহার পাণিপীড়ন কর। তুমি কি আমার কন্যাটীকে গ্রহণ করিবে? যদি তাহাকে বিবাহ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে এল্ বস্রা প্রদেশের সুলতানের নিকটে লইয়া গিয়া, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দি ও তোমাকে আমার পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করি; কারণ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর পরিশ্রম করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি এখন তোমার উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।" নূরএদ্দীন উজীরের প্রস্তাব শুনিয়া ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া বলিলেন "যে আজ্ঞা, আপনার যাহা অভিরুচি।"

উজীর নূরএদ্দীনের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইলেন। পরিচারকদিগকে ডাকিয়া যুবকের জন্য আহারীয় প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং নিজ প্রাসাদটী উত্তমরূপে সাজাইতে অনুমতি দিলেন। অট্টালিকা উত্তমরূপে সুসজ্জীভূত হইলে, উজীর নিজ বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিলেন এবং এল্ বস্রাস্থ সমস্ত গণ্য রাজকর্ম্মচারী ও বণিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে সমুপস্থিত হইলে বৃদ্ধ উজীর সকলকে যথাবিহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "হে আমীরশ্রেষ্ঠগণ! আমার একজন সহোদর মিশরদেশে বাস করিতেন; তিনি মিশরাধিপতির উজীর ছিলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান হয়। আর তোমরা ত জানই আমার একটীমাত্র দুহিতা। ভ্রাতা এক সময়ে তাঁহার একটী পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করেন; আমিও তাহাতে সম্মত হইয়া স্বীকার করি যে, আমার কন্যাটী বিবাহের যোগ্যা হইলেই তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। এক্ষণে তাঁহার একটী পুত্র এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি অদ্য সেই নবাগত ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমার কন্যাটীর উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা সফল

করিতে ইচ্ছা করি। এখন তোমাদের অভিমত কি?". নিমন্ত্রিতগণ সকলে এক-বাক্য হইয়া বলিল "উজীর মহাশয়,আপনি অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা সুখের আর কি আছে?" অনন্তর পরিচারকগণ নিমন্ত্রিতগণকে একএক পাত্র চিনির সরবৎ প্রদান করিয়া তাঁহাদের উপর গোলাপ জল সেচন করিতে লাগিল। তাঁহারা সকলে উজীর-গৃহ হইতে আনন্দিত মনে নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন। উজীর পরিচারকদিগকে নূরএদ্দীনকে সাধারণ স্নানশালায় লইয়া যাইতে বলিলেন ও তাঁহার জন্য এক সুট নিজের পোষাক, প্রয়োজনীয় গাত্রমার্জ্জনী এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করিলেন। যুবক তথায় স্নানাদি সমাপন করিলেন। পরিচারকগণ প্রভুপ্রদত্ত বস্ত্র গুলি তাঁহাকে পরাইয়া দিল। তিনি মেঘশূন্য আকাশ মণ্ডলে পূর্ণ শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া উজীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উজীর সাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন "যাও অদ্য রাত্রে তোমার স্ত্রীর সহিত আলাপ পরিচয় করগে। কল্য তোমাকে সুল-তানের নিকটে লইয়া যাইব। জগদীশ্বর করুন তোমরা পরম সুখে দিন যাপন কর।" নূরএদ্দীন উজীরের নিকট হইতে উঠিয়া নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীর নিকট গমন করিলেন।

এদিকে শেমস্‌এদ্দীন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন না। পরিচারকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "যে দিনে আপনি সুলতানের সহিত দেশভ্রমণে গমন করেন তিনি সেই দিনই নিজ অশ্বতরটী বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া বলিলেন, 'আমার মন অত্যন্ত অসুস্থ আছে সেই জন্য আমি একবার কালীয়ুব প্রদেশাভিমুখে ভ্রমণ করিতে চলিলাম। ফিরিয়া আসিতে তিন দিবস বিলম্ব হইবে। তোমাদের কাহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে হইবে না।' তিনি এই কথা বলিয়াই একাকী প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু সেই হইতে এপর্য্যন্ত আর আমরা তাঁহার কোন সম্বাদ পাই নাই।" ভ্রাতার এইরূপ নিরুদ্দেশে শেমস্‌এদ্দীনের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। আপনা আপনি বলিলেন "আর কিছুই না, নূরএদ্দীন আমার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুলতানের সহিত বিদেশযাত্রার পূর্ব্বরাত্রের কথাবার্ত্তায় যে দুই একটী রূঢ় কথা



বলিয়াছিলাম তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় আহত হইয়া থাকিবে। অবশ্যই আমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।" শেমস্‌এদ্দীন মনে মনে এই কথা বলিয়াই সুলতানের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে দূতদিগকে প্রেরণ করিলেন। নূরএদ্দীন তত দিনে কত দূর চলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাহারা নিষ্ফলে ফিরিয়া আসিল।

শেমস্‌এদ্দীন ভ্রাতার পুনর্দ্দর্শন-লাভ-আশায় এককালে হতাশ হইলেন। মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন "হায়, আমি কেন তাঁহাকে সেরূপ রূঢ় কথা বলিলাম—কেন আমি তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া দিলাম!—হায়, আমি যদি আমাদের ভাবী পুত্র কন্যাদের বিবাহের বিষয়ে সেরূপ না বলিতাম তাহা হইলে নূরএদ্দীন কখনই নিরুদ্দেশ হইতেন না। হায়, আমার বুদ্ধির দোষেই এই বিপদ ঘটিল।"

এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই শেমস্‌এদ্দীন কায়রো নগরবাসী একটী বণিকের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। জগদীশ্বরের এমনি অদ্ভুত কৌশল! এল্ বস্রায় উজীর-তনয়ার সহিত নূরএদ্দীনের যে দিন বিবাহ হইল,

ঠিক সেই দিনেই শেমস্‌এদ্দীনের বিবাহকার্য্য সমাহিত হইয়া গেল। জগদীশ্বরের অতুল মহিমার কে সীমা নিরূপণ করিতে পারে? যেমন উভয় ভ্রাতার এক দিনেই বিবাহ হইল, তেমনি আবার এক দিনেই উভয়ের রমণী গর্ভবতী হইলেন। সেমস্‌এদ্দীনের অলোকসামান্য-রূপবতী একটী কন্যা প্রসূত হইল। নূরএদ্দীনের সহধর্ম্মিণী একটী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন। নূরএদ্দীনের নবপ্রসূত পুত্রের রূপে সমস্ত উপমা দ্রব্য পরাজিত হইয়া গেল। কোন কবি বলিয়াছেন ঃ—

সৌন্দর্য্য আপনি যদি করি আগমন
সে রূপের সনে রূপ মিলাইতে চায়;
তুলনায় দেখি সেই রূপ অতুলন
হেরে গিয়ে অধোমুখ করে সে লজ্জায়।

নূরএদ্দীন নিজ তনয়ের নাম 'হসন'* রাখিলেন। সপ্তম দিবসে উজীর-ভবন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উজীর-জামাতা নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন।

উৎসব সমাপ্ত হইলে উজীর জামাতা নূরএদ্দীনকে স্থলতানের নিকটে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ যথারীতি নরপতি-সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দাঁড়াইলে বাগ্মী-প্রধান নূরএদ্দীন স্থলতানকে অভিবাদন করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

"এই সেই নরাধিপ স্থবিচার যাঁর
রহিয়াছে স্থবিস্তীর্ণ জগতে প্রচার।
এই সেই নরাধিপ যাঁর বাহুবল
করিয়াছে বশ এই ধরণীমণ্ডল।

---

* হসন,—অর্থাৎ রূপবান্‌।

ধন্যবাদ! অতুল সে ইহাঁর দয়ার,—
দয়া নয়—প্রজাকণ্ঠে রতনের হার।
এস এস এস সবে এস জগজন
নরাধিপ-করাঙ্গুলি করসে চুম্বন;
এই করাঙ্গুলি সুধু করাঙ্গুলি নয়,
খুলিতে অদৃষ্ট-কোষ কুঞ্চিকা নিশ্চয়।”

সুলতান উভয়কে সদয়-সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং নূরএদ্দীনের বাক্‌পটুতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এ যুবকটী কে?” উজীর সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন “এটী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।” সুলতান বলিলেন “সে কি! এটী তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র? তোমার আর একটী ভ্রাতা আছে, কৈ তাহা ত কথন শুনি নাই?” উজীর বলিলেন “সুলতানশ্রেষ্ঠ! আমার আর একটী ভ্রাতা ছিলেন; তিনি মিশররাজের উজীরী করিতেন। সম্প্রতি তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী পিতার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিই কনিষ্ঠ, মিশর দেশ ত্যাগ করিয়া এখন আমার নিকটেই আছেন। বহুকাল হইল আমি ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে আমার কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিব। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া ইহাঁকেই কন্যাটী সম্প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট আমার বিনীত প্রর্থনা এই যে, আমি একান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বুদ্ধির তেজ অনেক কমিয়া আসিয়াছে; সকল সময়ে সমান বিচার করিতে পারি না অতএব আমায় অবসর দিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমার পদে প্রতিষ্ঠিত করুন। অমার ভ্রাতুষ্পুত্র এখন যুবাপুরুষ, বিশেষ নানা বিদ্যায় ভূষিত, বিচারক্ষমতাও যথেষ্ট আছে, অতএব ইনিই আমার পদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।” নূরএদ্দীনের বাক্‌পটুতায় সুলতান পূর্ব্বেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধ উজীরের প্রার্থনায় আর কোন আপত্তি রহিল না। তিনি তাঁহাকেই উজীরের পদ প্রদান করিয়া একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ খেলাৎ দিলেন ও যে বহুমূল্য অশ্বতরটীতে নিজে আরোহণ করিতেন

সেইটী পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিতে বলিলেন। নূরএদ্দীন পারিতোষিক ও খেলাৎ প্রাপ্ত হইয়া সুলতানের করতল চুম্বন করতঃ সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ উজীর জামাতার সহিত সানন্দে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই নবজাত পুত্রটী শুভ-লক্ষণাক্রান্ত। তাহারই অদৃষ্টবশে অদ্য আমাদের উভয়ের অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইল।" নূরএদ্দীন পরদিন পুনরায় সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি ভূমি চুম্বন করিয়া নরপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সুলতান তাঁহাকে উজীরের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। নূরএদ্দীন নিজ আসনে উপবেশন করিয়া একে একে উপস্থিত অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। সুলতান তাঁহার কার্য্যপটুতা, সূক্ষ্মদর্শন ও বিচারক্ষমতা দেখিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি নূতন উজীরের গুণগুলি যতই বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলেন ততই সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন, ততই নূতন উজীরের প্রতি তাঁহার স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। সভাভঙ্গ হইলে নূরএদ্দীন গৃহে আসিয়া শ্বশুরের নিকট সে দিনের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া অতুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

বৃদ্ধ উজীর গৃহে থাকিয়া নিজ দৌহিত্র হসনের লালন পালনের উপায় সকল স্থির করিয়া দিতে লাগিলেন। নূরএদ্দীন নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার আর তিলার্দ্ধ মাত্র অবকাশ রহিল না; এমন কি সময়ে সময়ে দিবারাত্রিই সুলতানের সহিত কাটিয়া যাইতে লাগিল। নৃপতি তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন। নূরএদ্দীনের সম্পত্তির আর সীমা রহিল না। তিনি পাঁচ সাত খানি সমুদ্র-পোত ক্রয় করিলেন। তাঁহার অধিকৃত পোত গুলি বণিকদিগকে ও তাহাদিগের বহুমূল্য বাণিজ্য দ্রব্য সকল দেশ দেশান্তরে বহিতে লাগিল। তিনি সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে অগণ্য বাগান ও জল তুলিবার কল সকল প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে পূর্ণ চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার পুত্র দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময় বৃদ্ধ উজীর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নূরএদ্দীন সমারোহের সহিত শ্বশুরের দেহটী সমাধিস্থ করিলেন। এত দিন বৃদ্ধ

উজীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন পুত্রকলত্রের ভার তাঁহার নিজ স্কন্ধেই নিপতিত হইল। এত দিন নিজের বিষয়ে কিছুই ভাবিতে হইত না, এখন সকলই ভাবিতে হইল। হসনের পাঠ-শিক্ষার সময় উপস্থিত। নূরএদ্দীন তাহাকে নিজের বাটীতেই শিক্ষা দিবার জন্য একটী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শিক্ষক হসনকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে সাধারণ বিদ্যা সমাপ্ত হইলে নানাবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিমান হসন সেগুলিও অল্পদিনের মধ্যে শিখিয়া ফেলিলেন। সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিক্ষক কএক বৎসর তাঁহাকে কোরাণ পড়াইলেন। দিন দিন যেমন কুমারের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন দিন যেমন তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে লাগিলেন, তেমনি দিন দিন তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল এবং অতুল রূপরাশিও অপূর্ব্ব দীপ্তি ধারণ করিল। শিক্ষক তাঁহার পিতৃভবনে বসিয়াই তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অট্টালিকার মধ্যেই বাস, সেই খানেই পাঠ, সেই খানেই ভ্রমণ, সেই খানেই ক্রীড়া,—হসন কৌমারাবস্থা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও অট্টালিকার বাহিরে যাইতেন না। এক দিন উজীর নূরএদ্দীন তাঁহাকে একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া সুলতানের নিকট লইয়া গেলেন। হসন বদর্‌এদ্দীনের অলোক সমান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া নরপতির হৃদয়ে অতুল স্নেহের আবির্ভাব হইল। বলিলেন "উজীর! তোমার পুত্রটীকে দেখিয়া অতীব প্রীত হইলাম। তুমি ইহাকে প্রত্যহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও।" নূরএদ্দীন বলিলেন "সুলতানের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" তাহার পর দিন হইতেই হসন প্রত্যহ সুলতানের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। হসনের বয়ক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময় উজীর নূরএদ্দীন সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। দিন দিন ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি হসনকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "বৎস ইহলোকের সকলই বিনশ্বর; জগতে যাহার নাশ নাই এমন কোন পদার্থই নাই। পরলোকের সমস্তই নিত্য সমস্তই অবিনশ্বর। বোধ হয় আমাকে শীঘ্রই সেই নিত্য ধামে যাইতে

হইবে। আমি তাহার পূর্ব্বে তোমায় কতক গুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। তুমি সেই গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ, ভবিষ্যতে সুখী হইবে।” তিনি এই কথা বলিয়াই সামাজিক রীতি, নীতি ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। হসনও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উপদেশ গুলি শেষ হইলে উজীরের মনে নিজ পূর্ব্ববিবরণ সমস্ত উদিত হইতে লাগিল। মাতৃভূমি, স্নেহময় সহোদর, বাল্যকালের সুহৃদ্‌গণ, কাহাকেও আর দেখিতে পাইবেন না—তাঁহার শোকসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল।—নয়ন দ্বয় হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বলিলেন “বৎস! শ্রবণ কর। কায়রো নগরে আমার একজন সহোদর আছেন। আমি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে এখানে আসিয়াছিলাম।” তিনি এই কথা বলিয়া এক খানি কাগজে আদ্যোপান্ত নিজ জীবনের ঘটনা সকল এবং এল্ বস্রায় আগমনের, উজীরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসের ও বিবাহের তারিখ লিখিলেন। সমস্ত লেখা শেষ হইলে পুত্রকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া বলিলেন “বৎস এই পত্রখানি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দাও, এই খানিতেই তোমার প্রকৃত বংশাবলি নিরূপিত হইবে। যদি কখন কোনরূপ বিপদ্‌ঘটনা ঘটে, কায়রোয় তোমার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিও; বলিও ‘বিদেশে—অপরিচিত স্থানে আমার পিতার কাল হইয়াছে। তিনি জীবনশেষে একবার আপনাদিগকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার হত ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।’ তিনি অবশ্যই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।” হসন কাগজ খানি মমজমায় মুড়িয়া নিজ টুপীর মধ্যে শেলাই করিয়া রাখিলেন। ভাবী পিতৃবিয়োগ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে কাতর দেখিয়া নূরএদ্দীন অনেক বুঝাইলেন, হসনের চিত্ত একটু সুস্থির হইলে নূরএদ্দীন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

নূরএদ্দীন বলিলেন “বৎস, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কখন অধিক ঘনিষ্ঠতা করিও না—যে নির্জ্জনে থাকে তাহার কখন বিপদ ঘটে না।—

প্রকৃত সুহৃদ হেন নাহিক ধরায়
বিশ্বাস করিতে পার সর্ব্বদা যাহায়।
সম্পদ সময়ে বন্ধু দেখিছ যে জন
রবেনা আসিবে তব বিপদ যখন।
অতএব থাক তথা যেথান নির্জ্জন,
এমন সুহৃদ জনে নাহি প্রয়োজন।

আহা! যে কবি এই কবিতাটী গ্রথিত করিয়াছেন তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। হসন, তুমি সর্ব্বদা অল্পভাষী হইবে, সর্ব্বদা নিজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে, কখনও বহুভাষী হইও না। কোন কবি বলিয়াছেন ঃ—

মৌনব্রত হয় সদা জ্ঞানের ভূষণ
বিপদে পড়ে না কভু মৌনী যেই জন।
অতএব বহুভাষী কভু নাহি হও
ভাল মন্দ সকলেতে চুপ করে রও।
একবার অনুতাপ না কহে বচন,
বহু কথা কয়ে চির দুখ নিরূপণ।

কখনও সুরাপান করিও না, সুরার অসাধ্য কিছুই নাই। সুরা সকল প্রকার অনিষ্টই করিতে পারে। একজন বিজ্ঞ কবি এবিষয়ে বলিয়াছেন ঃ—

করিয়াছি ত্যাগ আমি সুরা-বিষ-পান
আলাপ করি না আর সুরাপায়ী সনে।
সুরা নাহি পিয়ে যেই মনুজ প্রধান
প্রিয় বন্ধু নিরূপণ করেছি সে জনে।
পথ হতে করে সুরা বিপথে চালন
পাপের দরজা সুরা করে উন্মোচন।

কখনও কোন লোকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিওনা। কখনও কাহাকে পীড়ন করিওনা। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

যদিও ক্ষমতা আছে প্রচুর তোমার
কোরোনা কোরোনা কভু পর নিপীড়ন।
অবশেষে দুখে মন পুড়িবে তোমার
পরিতাপে করিবেক সতত দহন।
পীড়ন করিয়া সদা দীন দুখী জন
হতে পারে বটে নিদ্রা সুখেতে তোমার ;
মুদ্রিত নহেক কিন্তু ঈশ্বর-লোচন
—দেখিবেন তাহাদের নয়নের ধার।

বরং ধনের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিও কিন্তু নিজের প্রতি কখন তাচ্ছল্য প্রকাশ করিও না। যে ব্যক্তি ধন পাইবার যথার্থ উপযুক্ত তাহাকেই অর্থ প্রদান করিবে, অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কখনও মুক্ত-হস্ত হইওনা। তুমি টাকা রাখিতে পারিলে, টাকা তোমায় রাখিতে পারিবে ; কিন্তু তুমি যদি তাহা বৃথা ব্যয় কর তাহা হইলে সেই অর্থই আবার তোমার অনর্থ ঘটাইবে এবং তোমাকে সকলের নিকট সামান্য সাহায্যও বাচ্ঞা করিতে হইবে। এই বিষয়ে কোন কবি লিখিয়াছেন ঃ—

যবে ধনরাজি হায় হয়ে যায় ক্ষয়,
ভাগ্য-দোষে যবে মম লক্ষ্মী বাম হয়
থাকেনা তখন হায় বন্ধু কোন জন,
করেনাক কেহ আর কটাক্ষে দর্শন।
কিন্তু যবে ধন রত্ন হয় অনুকূল
সম্পত্তির যবে আর নাহি রহে তুল,



জগৎ আসিয়া হয় সুহৃদ্ তখন ;
সে জনো বান্ধব হয় অরাতি যে জন ।
কিন্তু যবে নাহি রবে তেমন সময়
করিবে তখন ত্যাগ সে বন্ধুনিচয় ।

নূরএদ্দীন এইরূপে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে করিতে অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে প্রস্থান করিলেন। উজীরের প্রাসাদ শোক-চিহ্নে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সুলতান এবং প্রধান প্রধান আমীরগণ নূর-

এদ্দীনের পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদ শুনিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। সমারোহের সহিত তাঁহার মৃত শরীর কবরস্থ করা হইল। বিচার-পারদর্শী উজীরের মৃত্যুতে সকলেই শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজ্যস্থ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার জন্য দুই মাস কাল শোক-চিহ্ন ধারণ করিলেন। নূরএদ্দীন-তনয় পিতার মৃত্যুতে একেবারে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদাই গৃহমধ্যে থাকিয়া শোক-চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিনের জন্যও সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সুলতান বদরএদ্দীনের এইরূপ ব্যবহারে একান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং একজন পারিষদকে নিজ উজীরের পদে অভিষিক্ত করিয়া নূরএদ্দীনের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমতি দিলেন। নূতন উজীর আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রে নিজ দল বল সঙ্গে লইয়া মৃত উজীরের বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করিতে এবং তাঁহার পুত্র বদরএদ্দীনকে ধরিয়া আনিতে চলিল। নূতন উজীরের দলের মধ্যে মৃত নূরএদ্দীনের একজন পুরাতন পরিচারক ছিল। তাহার সম্মুখেই তাহার প্রভুপুত্রের প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার করা হইবে, তাহা তাহার সহ্য হইল না। সে নিজ দলের অগোচরে প্রভুপুত্র হসন বদরএদ্দীনের নিকটে উপস্থিত হইল। বদরএদ্দীন একাকী একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া অধোমুখে নিজ শোক চিন্তা করিতেছিলেন। দাস তাঁহাকে সুলতানের আজ্ঞা জ্ঞাত করিয়া বলিল "প্রভু! প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করুন, এখন আর অন্য উপায় নাই।" তিনি বলিলেন "জীবন-ধারণোপযোগী কিঞ্চিৎ পাথেয় লইবারও কি অবকাশ নাই?" দাস বলিল "না—তাহারা এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে—পালান—পালান—প্রাণরক্ষা করুন।" বদরএদ্দীন তাহার কথা শুনিয়াই নিজ বসন-প্রান্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া বাটী হইতে পলায়ন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শুনিলেন, পথিকগণ দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে "হায় সুলতান পুরাতন উজীরের সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি তাঁহার পুত্রের প্রাণ দণ্ড করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিতে নূতন উজীরকে প্রেরণ করিয়াছেন।" হসনের মন আরও উদ্বিগ্ন হইল। তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে নগর হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন। কোথায় পালাইবেন, কোথায় গেলে সুলতানের হস্ত হইতে এড়াইবেন তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। যে দিকে নয়নদ্বয় চলিল, সেই

দিকেই চলিলেন। এইরূপে তিনি পদব্রজে যাইতে যাইতে মৃত নূরএদ্দীনের গোরস্থানে আসিয়াই এককালে শ্রান্ত ও চলৎশক্তি-হীন হইয়া পড়িলেন।

বদরএদ্দীন সমাধিস্থানে প্রবেশ করিলেন। বিশ্রাম-মানসে নিজ পিতার সমাধির উপর উপবেশন করিয়া মুখের আচ্ছাদনটী খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি বসিয়া আছেন হঠাৎ একজন ইহুদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, আপনাকে আজ এরূপ পরিবর্ত্তিত দেখিতেছি কেন?" বদরএদ্দীন বলিলেন "আমি এই কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম। সহসা স্বপ্ন দেখিলাম যেন, পিতার সমাধি-মন্দির দেখিতে আসি নাই বলিয়া তিনি আমায় ভর্ৎসনা করিতেছেন। সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এখানে আসিতেছি। স্বপ্নটী দেখিয়া অবধি মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন রহিয়াছে।" ইহুদী বলিল "আপনার পিতা দেশ বিদেশে কতকগুলি জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সকল পোতের মধ্যে কএকখানি বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি ঐ সকল জাহাজের সমস্ত মাল সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি।" ইহুদী এই কথা বলিয়াই বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা-পূর্ণ একটী থলিয়া বাহির করিয়া বলিল, "যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে, এই মূল্য গ্রহণ করিয়া আমাকে একখানি ছাড়পত্র লিখিয়া মোহর করিয়া দিন।" তিনি একখানি কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিয়া দিলেন—"আমি হসন বদরএদ্দীন মৃত নূরএদ্দীনের পুত্র, আমার পিতার প্রেরিত জাহাজ গুলির মধ্যে যে গুলি ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাদের সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য অমুক ইহুদীকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে বিক্রয় করিলাম।" হসন ছাড় পত্রখানির একটী নকল গ্রহণ করিয়া ইহুদীর হস্তে প্রদান করিলেন। সে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী তাঁহাকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। হসন আপনার পূর্ব্ব অবস্থা, মান্য প্রভৃতি মনে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্লান্ত বদরএদ্দীনের নয়নদ্বয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তিনি সমাধি-মন্দির মধ্যেই শয়ন করিলেন। ঐ গোর-স্থানে কতকগুলি আফ্রীত্* বাস

---

* জিনি নামক দেবযোনির মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

করিত। একটী পরী* আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সমাধি-মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা তাহার নয়নদ্বয় কুমারের দিকে নিপতিত হইল। সে একদৃষ্টে নিদ্রিত হসনের বদনশ্রী দেখিয়া বলিল "সর্ব্ব-শক্তিমান্ আল্লাকে ধন্যবাদ! আহা! এ যুবকের মুখ খানি যেন স্বর্গীয় কুমারীর ন্যায়।" পরী এই কথা বলিয়াই উড়িয়া চলিল। পথে একটী আফ্রীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরী তাহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" আফ্রীত তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল "আমি কায়রো নগর হইতে আসিতেছি।" পরী বলিল "এই সমাধি-মন্দির মধ্যে একটী যুবক নিদ্রিত রহিয়াছে, তাহার ন্যায় রূপবান্ আর এ জগতে নাই—তুমি তাহাকে দেখিবে?" সে বলিল "দেখিব।" পরী তাহাকে সঙ্গে করিয়া সমাধি-মন্দির মধ্যে লইয়া গেল। আফ্রীত একদৃষ্টে হসনের বদনশ্রী দেখিতে লাগিল। পরী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন তোমার জীবনের মধ্যে কি আর কখন এরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়াছ?" সে বলিল "না—পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! এরূপের তুলনা নাই।—কিন্তু ভগিনি! আমি আজ কায়রো নগরে একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি। যদি তুমি শুনিতে অভিলাষ কর তাহা সমস্ত বর্ণন করিতে পারি।" পরী বলিল "বল, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।" আফ্রীত বলিল "আজ ইজিপ্টদেশে এই যুবকের ন্যায় একটী রূপবতী যুবতী দেখিয়া আসিলাম। যুবতীটী সেখানকার উজীর শেমস্এদ্দীনের কন্যা। রাজা যুবতীর রূপলাবণ্যের বিষয় শুনিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। উজীর তাহাতে অসম্মত হইয়া বলে "মহারাজ্ আমায় ক্ষমা করুন—আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন। আপনি ত জানেন আমার ভ্রাতা নূরএদ্দীন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন; তিনি আমার সহিত আপনারই উজীরীকার্য্য করিতেন। এক দিন তাঁহার সহিত আমাদের পুত্র কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ দিবার সময় কি যৌতুক দিতে হইবে সেই বিষয় লইয়া কলহ হয়। তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। হে মহীপাল! সেই জন্য যে দিন

* স্ত্রীজিন্‌দিগকে "জিনিয়হ" বা পরী বলে।

আমার কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হয় আমার ভ্রাতার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিব না হয় তাহাকে চিরদিনের জন্য অনূঢ়া রাখিব। মহারাজ! এত দিনের পর শুনিলাম আমার ভ্রাতা এল্‌বস্রায় উজীরের কার্য্য করিতেছেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারও একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে। আমি শুনিয়া আমার বিবাহের, সহধর্ম্মিণীর গর্ভ-সঞ্চারের, এবং কন্যার জন্মের তারিখ লিখিয়া রাখিয়াছি। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—আমি সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকেই কন্যাদান করিব। মহারাজ! আমার এই চির-সাধে বিষাদ ঘটাইবেন না। আপনার রাজ্য-মধ্যে কত কত অসামান্যা রূপবতী কুমারী আছে আপনি তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুন।" সুলতান উজীরের এই কথা শুনিয়া একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি বিবাহ করিতে চাহিলাম, আমার প্রত্যাখ্যান! আমার নিকট নানারূপ মিথ্যা ওজর! ভাল আমি বিবাহ করিতে চাহিনা; কিন্তু তোর কন্যার সহিত একটী অতি নীচ অপদার্থের বিবাহ দিয়া তোর দর্প চূর্ণ করিব।" সুলতানের একটী কুব্জ সহিস আছে,—সহিসটীর বুকে পিঠে কুঁজ। তিনি তাহাকে ডাকিয়া উজীর-কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন অদ্য রাত্রেই এ উজীরতনয়ার সহিত আলাপ করিবে। ইহাকে অদ্যই সকলে সমারোহের সহিত লইয়া যাইবে।" আমি দেখিয়া আসিলাম সুলতানের দাসগণ চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া সমারোহের সহিত তাহাকে হাম্মামের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইতেছে এবং এক এক বার তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে ও নানাবিধ বিদ্রূপ-বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; আর যুবতী প্রসাধিকাগণের মধ্যে বসিয়া রোদন করিতেছেন। যে যুবতীটীকে দেখিয়া আসিলাম সেটীকে দেখিতে প্রায় এই যুবকটীর ন্যায়। আহা তাহারা তাহার পিতাকেও তাহার নিকট যাইতে দিতেছেনা। ভগিনি! বলিব কি কুব্জ সহিসের অপেক্ষা কদর্য্য পুরুষ আর ত্রিভুবনে নাই, কিন্তু যুবতী এই যুবকের অপেক্ষাও সুন্দরী।"

পরী আফ্রীতের গল্পটী শ্রবণ করিয়া বলিল "তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ—ইহার অপেক্ষা রূপবতী!—না কথনই হইতে পারে না। ইহার অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর জগতে নাই।" আফ্রীত বলিল "আল্লার দোহাই—ভগিনি!

যথার্থ বলিতেছি, সে যুবতী এ যুবকটীর অপেক্ষা সুন্দরী। যাহা হউক এ যুবক সেই রমণীরই উপযুক্ত! আহা তাহারা রমণী-রত্নটীকে নরাধম সহিসের হস্তে দিবে!" পরী বলিল "ভাল তুমি বলিতেছ যে যুবতীটী এ যুবকের অপেক্ষা রূপবতী! চল দেখি, ইহাকে আমরা তাহার নিকট লইয়া যাই, তাহা হইলেই আমাদের বিবাদ ভঞ্জন হইবে, তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব কে অধিক সুন্দর।" আফ্রীত বলিল "বেস্, উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাই মীমাংসার প্রকৃত উপায়। চল, ইহাকে লইয়া যাই।" আফ্রীত এই কথা বলিয়াই বদরএদ্দীনকে লইয়া উড়িয়া চলিল। পরীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য মার্গে চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহারা কায়রো নগরে উপস্থিত হইল। জিনি হসনকে একটী মাস্তাবার উপর শয়ন করাইয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিল। তিনি উঠিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন তিনি আর সে সমাধি-মন্দিরে নাই—একটী নগর মধ্যে আসিয়াছেন। এ কোন্ নগর?—এ সে এল বস্রা নহে; একটী নূতন অপরিচিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এ আবার কি! তিনি ভয়বিহ্বল-চিত্তে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন। আফ্রীত একটী বাতি জ্বালিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "ভয় নাই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি, তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জগদীশ্বরের দোহাই, আমি তোমার কোন প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই এখানে আনিয়াছি। তুমি এই বাতিটী লইয়া ঐ স্নানশালার সম্মুখে যাও। সেখানে আরও কতকগুলি আলোকধারী লোক দেখিতে পাইবে। তুমি তাহাদের সহিত মিলিয়া যাইবে। তৎপরে উহাদের সহিত একটী বিবাহ-বাটীতে উপস্থিত হইবে। তুমি কাহাকেও ভয় না করিয়া নির্ব্বাধে সর্ব্বাগ্রে কন্যার বাসর-গৃহে প্রবেশ করিবে এবং কুব্জ বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিবে। যখন প্রসাধিকাগণ বা গায়িকাগণ তোমার নিকটে আসিবে, তুমি জামার জেবের মধ্যে হাত দিলেই দেখিতে পাইবে জেবটী স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ আছে, তুমি সেই সকল সুবর্ণ মুদ্রা অকাতরে তাহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিও। ভয় নাই, তুমি জেবে হাত দিতে দ্বিধা করিও না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার জেব শূন্য হইবে না; যেমন ব্যয় করিতে থাকিবে তেমনি আবার পূর্ণ হইবে। এখন সমস্তই পরম

পিতা জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া উঁহাদের দলমধ্যে প্রবেশ কর। তোমার বা আমার ক্ষমতায় এ সমস্ত কিছুই হইবে না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর; তাঁহার দয়ার ও ক্ষমতার বলে সমস্তই সুসিদ্ধ হইবে।"

আফ্রীতের কথা শুনিয়া হসন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "এ আবার কি? এ আবার কিরূপ উপকার?" আফ্রীত জ্বলন্ত বাতিটী তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। হসন বদরএদ্দীন সেটী গ্রহণ করিয়া হাম্মামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন কুব্জ বর অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে; অপরাপর লোকেরা চতুর্দ্দিকে আলোক লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। তিনি সেই দলের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। এবং তাহাদের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখনই প্রসাধিকা বা গায়িকাগণ নিকটে আসিতে লাগিল, তখনই তাহাদিগকে অকাতরে মুষ্টিপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম বদান্যতায় ও অতুল-রূপ-লাবণ্যে সকলে একবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

হসন বদরএদ্দীন তাহাদের সহিত উজীরের প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ-পারিষদগণ দ্বারদেশে বর ভিন্ন অপরাপর পুরুষ মাত্রের গতি রোধ করিল। প্রসাধিকা ও গায়িকাগণ হসনকে দেখাইয়া বলিল "আল্লার দোহাই! তোমরা যদি এই যুবককে প্রবেশ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিব না। ইনি যদি বিবাহস্থলে না থাকেন তাহা হইলে কন্যাকেও বাহির করিব না। ইনি অতুল অনুগ্রহের দ্বারা আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।" সুতরাং তাহারা অগত্যা হসনকে ছাড়িয়া দিল। রমণীগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উৎসব-গৃহে প্রবেশ করিল। বাসরগৃহস্থ পর্য্যঙ্কের নিকট হইতে কন্যার গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত বরের আগমন পথে রাজপারিষদ ও আমীরদিগের রমণীগণ অবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছাদন করিয়া এক একটী দীর্ঘ বাতি হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, বদরএদ্দীনের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া তাহারা একেবারে মোহিত হইয়া গেল। গায়িকাগণ উপস্থিত কামিনীদিগকে বলিল "এই যে যুবকটীকে দেখিতেছ, ইনি আমাদিগকে কেবল উজ্জ্বল স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়াছেন। তোমরা ইঁহার সমাদর করিতে ত্রুটি করিও না, ইঁহার আজ্ঞা কেহ অবহেলা

করিও না।” রমণীগণ তাহাদের এই কথা শুনিয়া যুবককে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই তাঁহার অসাধারণ রূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সকলেরই ইচ্ছা এক বৎসর—এক মাস—অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায়। তাহারা একে একে নিজ নিজ অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল। তাহাদের হৃদয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। বলিতে লাগিল “আহা এ যুবকটী যাঁহার স্বামী—এ নবীন-পুরুষ-রত্নটীর উপর যাঁহার অধিকার—তিনিই ধন্যা, তিনিই সুখী।” সকলেই কুব্জ দাস ও এই বিবাহের ঘটকদিগকে বারম্বার অভিসম্পাত করিয়া বদরএদ্দীনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর গায়িকাগণ খঞ্জনী বাজাইতে লাগিল। প্রসাধিকাগণ উজীর-তনয়াকে তথায় আনিয়া নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া দিল, এবং একটী মনোহর বেণী বান্ধিয়া দিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিল। উজীরতনয়া বহুমূল্য বসনভূষণে শুক্ল চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। যুবতী যখন ভূষিত হইয়া নিকটে আসিলেন তখন তাঁহাকে স্বর্গকন্যার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ধন্য, সেই জগদীশ্বর—যিনি এই রমণী-রত্নটীকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই ধন্য! রমণীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে, তিনি নির্ম্মল গগণে উজ্জ্বল তারকাদল-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইলেন। এদিকে বদরএদ্দীন উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সকলেই তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।—কুব্জ একান্তে উপবিষ্ট। রমণীগণ উজীরতনয়াকে তথায় আনিবামাত্র কুব্জ তাঁহাকে চুম্বন করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। রমণী অমনি দ্রুত সরিয়া গিয়া খুল্লতাতপুত্র হসনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে সকলে হাসিয়া উঠিল, একবার হসন বদরএদ্দীনের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল তিনি জামার জেব হইতে গায়িকাদিগকে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না; বলিল আমরা ইচ্ছা করি “এই যুবতী তোমারই অঙ্কলক্ষ্মী হয়।” তাহাদের কথায় হসনের অধর-প্রান্তে ঈষৎ হাস্য বিকশিত হইল। এতক্ষণ কুব্জ সহিস একাকী একপ্রান্তে বসিয়া আছে, কেহ তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিতেছেনা। তাহার আর ক্রোধের সীমা



নাই। একে সেই রূপ! তাহাতে আবার ক্রোধ-বিকার—অপূর্ব্ব শোভা—অবিকল যেন একটী বানর! আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পরিচারিকাগণ যতবার তাহার সম্মুখস্থ বাতিটী জ্বালিয়া দিতে লাগিল ততবারই নিবিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং সে অন্ধকারে বসিয়াই ক্রোধে ফুলিতে লাগিল। উজীর-তনয়া সুললিত বাহুদ্বয় উন্নত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বলিলেন "জগদীশ্বর! এই কুৎসিত কুব্জের হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিয়া এই যুবকটীকে আমার স্বামী করিয়া দাও!" অনন্তর প্রসাধিকাগণ বদরএদ্দীনের সম্মুখে যথারীতি কন্যার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে লাগিল। একে একে সাতটী বৈবা-হিক বেশ পরিবর্ত্তিত হইলে তাহারা উপস্থিত সকলকে বিদায় দিল। কি

স্ত্রীলোক কি বালক সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেল। কেবল বর ও বদরএদ্দীন তথায় রহিলেন। প্রসাধিকাগণ কন্যার বসন ভূষণ পরিবর্ত্তিত করিয়া বর-সম্মিলনোপযোগী বসন ভূষণ পরিধান করাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে একটী পার্শ্বস্থ গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে কুব্জ বদরএদ্দীনের নিকটে আসিয়া বলিল "প্রভু, আপনার আগমনে যে আমরা আজ কত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে চিরদিনের জন্য বাধিত করিয়াছেন। তা আপনি এখনও বিলম্ব করিতেছেন কেন? এই বেলা নিজ গৃহে প্রস্থান করুন, নতুবা ইহারা আপনাকে বাহির করিয়া দিবে।" "যথার্থ" হসন এই কথা বলিয়াই উঠিয়া চলিলেন। গৃহের বহির্দ্দেশে আসিয়া আফ্রীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল "বদরএদ্দীন! কোথায় যাইতেছ? বিলম্ব কর। কুব্জ যখন অন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তুমি বাসর-গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিয়া থাকিও। যখন উজীরতনয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবে তুমি তাহাকে বলিও 'আমিই তোমার স্বামী। সুলতান আমাকেই তোমার স্বামী বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তবে পাছে তোমার দৃষ্টি শুভ না হইয়া অশুভ হয় আর তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট ঘটে * সেই জন্য আমাদের একটী সামান্য দাসকে দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।' তুমি এই কথা বলিয়া বধূর নিকটে গিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবে। দেখিও কোন বিষয়ে ভীত হইও না—তোমার কোন ভয় নাই।"

আফ্রীত যখন বদরএদ্দীনের সহিত কথা কহিতে ছিল সেই সময় কুব্জ উঠিয়া শয়নাগারের পার্শ্বস্থ গোসলখানায় প্রবেশ করিল। আফ্রীত অমনি ইন্দুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই গৃহমধ্যস্থ একটী জলপাত্র হইতে নির্গত হইল। এবং কুব্জের সম্মুখে আসিয়া শব্দ করিতে লাগিল। কুব্জ বিরক্ত হইয়া বলিল "আঃ এ পাপটা আবার এখানে কেন?" দেখিতে দেখিতে

---

* আরবদিগের এই রূপ বিশ্বাস যে দৃষ্টি দ্বারা শুভ ও অশুভ ঘটিয়া থাকে। আরবীতে অশুভ দৃষ্টিকে 'নিযকাত এল্ নাযাবিয়ে' কহে।

ইন্দুর বিড়াল-মূর্ত্তি ধারণ করিল। বিড়ালটী আবার তখনি একটী বৃহৎ কুক্কুর-রূপ ধারণ করিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুব্জ ভীত হইয়া বলিল "দূর দূর! এ হতভাগা এখানে কেন? দূর!"—দেখিতে দেখিতে কুক্কুর একটী গর্দ্দভ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। কুব্জ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। গর্দ্দভ অমনি একটা ভীষণ মহিষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট স্বরে কুব্জকে বলিল "ওরে ও নরাধম কুব্জ! নীচ দাসদিগের মধ্যেও হেয়—অপদার্থ! তোকে ধিক!" ভয়ে কুব্জের বক্ষস্থলে বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল—দন্তে দন্ত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া গেল। সে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া একখানি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল। আফ্রীত বলিল "নরাধম! পৃথিবী কি তোর অতি সংকীর্ণ বোধ হইয়াছে, তুই কি পরলোকে যাইতে ইচ্ছা করিস্, তাই আমার প্রভুপত্নীকে বিবাহ করিবি?" কুব্জ ভয়ে নিস্তব্ধ। আফ্রীত পুনরায় বলিল "নরাধম! আমার কথার উত্তর দে, নতুবা তোকে এখনই কবরে পাঠাইয়া দিব।" কুব্জ ভয়বিহ্বল স্বরে উত্তর করিল "আল্লার দোহাই, আমার দোষ নাই। সকলে আমায় লইয়া আসিল—আমি আসিয়াছি। আর আমি জানিতাম না যে, মহিষদিগের মধ্যে আবার যুবতীর একটী নায়ক আছে। কিন্তু এখন আমি সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লার ও তোমার সম্মুখে সেই জন্য অনুতাপ করিতেছি।" আফ্রীত বলিল "আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তুই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এখান হইতে চলিয়া যাস্ কি একটীমাত্র শব্দও উচ্চারণ করিস্ তাহা হইলে তোকে এককালে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। কল্য যখন সূর্য্যোদয় হইবে সেই সময় তুই এখান হইতে প্রস্থান করিবি। খবরদার আর কখন এই বাটীর নিকটেও আসিস্ না"। আফ্রীত এই কথা বলিয়াই তাহাকে ঊর্দ্ধপদ করিয়া অধোমুণ্ডে প্রস্তরখণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া বলিল "থাক্ সমস্ত রজনী এই অবস্থাতেই থাক্, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আমি এইখানে পাহারা দিতেছি।" কুব্জ ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সমস্ত রজনী যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে আফ্রীত কুব্জের নিকট চলিয়া গেলে হসন বদরএদ্দীন বাসর-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন। উজীর-তনয়া এক জন বৃদ্ধার

সহিত গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা বলিল "আবু সাহেব!* এই তোমার বধূকে গ্রহণ কর।" উজীরতনয়া সিট্‌এল্ হসন্ † গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা চলিয়া গেল। যুবতীর হৃদয় হৃদয়-শূন্য, তিনি মনে মনে বলিলেন "আল্লার দোহাই যদি প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি সে পাপাত্মা সহিসকে কখনই অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিব না।" যুবতী গৃহের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বরের দিকে নিপতিত হইল। তিনি কুব্জের পরিবর্ত্তে বদরএদ্দীনকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন "প্রিয়তম, এখনও তুমি এখানে আছ? আমি এতক্ষণ মনে মনে ভাবিতেছিলাম তুমি ও সেই কুব্জ উভয়ে পরস্পর আমাকে ভাগ করিয়া লইবে।" বদরএদ্দীন বলিলেন "কি, সেই নীচ সহিস তোমায় স্পর্শ করিবে? সে বিবাহে অংশী হইবে কেন?" যুবতী বলিলেন "তোমাদের মধ্যে আমার স্বামী কে?—তুমি না সেই কুব্জ?" বদরএদ্দীন বলিলেন "প্রিয়তম! কেবল কৌতুক করিবার জন্য তাহাকে বরবেশে সাজাইয়া আনা হইয়াছিল। প্রসাধিকা ও গায়িকারা এবং তোমাদের পরিবারবর্গ তোমার অতুল রূপ রাশি দেখিয়া, পাছে আমাদের পরস্পর প্রথম-দর্শন কোন অশুভ ঘটায়, সেই ভয় করিতেছিল। তাই তোমার পিতা, পরস্পরের হঠাৎ প্রথম-দর্শন নিবারণের জন্য, তাহাকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। সে এখন নিজ পারিশ্রমিক লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে।" সিট্‌এল্ হসন্ শুনিলেন। এতক্ষণের পর তাঁহার মুখে হাসি আসিল। একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "জগদীশ্বরের দোহাই তুমি আমার হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলে। এখন তোমার হৃদয়ে আমায় একটু স্থান দাও।" নবদম্পতী প্রেম-আলিঙ্গনে পরস্পর দৃঢ় বদ্ধ হইলেন।

প্রণয়ীযুগল নিদ্রিত হইলে আফ্রীত পরীকে বলিল "চল, যেখান হইতে যুবককে আনিয়াছি পুনরায় সেই খানে লইয়া চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই—রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এখনই প্রভাত হইয়া

---

* পিশাচ। † রূপবতী শ্রেষ্ঠা।

যাইবে।" পরী তৎক্ষণাৎ বাসর-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ধীরে ধীরে নিদ্রিত যুবককে লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন হইল। আফ্রীত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। জিনিদ্বয় বেগে উড়িয়া চলিল। পথিমধ্যে জগদীশ্বরের অনুমতি ক্রমে তাঁহার একটী দূত আফ্রীতের প্রতি একটী উল্কা নিক্ষেপ করিলেন। আফ্রীত সেই স্বর্গভ্রষ্ট উল্কার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শূন্যমার্গেই ভস্মীভূত হইয়া গেল। পরী ভয়ে যুবককে সেই থানেই নামাইয়া দিল। পাছে আবার উল্কাপাত হয়—পাছে যুবকের কোন অনিষ্ট ঘটে সেই ভয়ে সে বদরএদ্দীনকে আর তিলার্দ্ধ পথও লইয়া যাইতে সাহসী হইল না। দৈব-বশে আফ্রীত ঠিক দামাস্কাস্ নগরের উপরিভাগে ভস্মীভূত হইয়াছিল, সুতরাং পরী সেই নগরের দ্বারদেশেই নিদ্রিত বদরএদ্দীনকে রাখিয়া পলায়ন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। দামাস্কাস্ নগরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নাগরিকগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব রজনীর অধিকাংশই জাগরণে কাটিয়া গিয়াছিল সুতরাং বদরএদ্দীন তখনও নিদ্রিত। নাগরিকগণ দেখিল একটী অতুলরূপবান্ যুবক পথিমধ্যে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন,—পরিধানে কেবল একটী অঙ্গরাখা ও কার্পাসের টুপী। সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন "বলিল ওহে এ যুবকটীর দেখিতেছি কাপড় পরিতেও বিলম্ব সহে নাই।" অপর একজন বলিল "বড়লোকেদের সন্তানেরা প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। দেখিতেছ না, সমস্ত রজনী কোথায় সুরা পান করিতেছিল বোধ হয় পরে কি প্রয়োজন হইয়াছিল কোথায় যাইতে কোথা উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রে দ্বার বন্ধ ছিল নগরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই, দ্বার-দেশেই পড়িয়া আছে।" এইরূপ কত লোকে কত কথা বলিতেছে,—সহসা বদরএদ্দীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন। একি! সে উজীরের প্রাসাদই বা কোথায়?—সে বাসর-গৃহই বা কোথায়? একটী অপরিচিত নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে পড়িয়া আছেন। পথিকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "এ কি! আমি কোথায়?—তোমরা আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছ কেন? আমিই

বা তোমাদের মধ্যে আসিলাম কিরূপে?" নাগরিকগণ বলিল "প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় আমরা এই দিক্ দিয়া যাইতেছিলাম দেখিলাম তুমি তোরণের নিকট নিদ্রিত রহিয়াছ। আমরা এতদ্ব্যতীত তোমার আর কিছুই জানি না।—তুমি কল্য কোথায় শয়ন করিয়াছিলে?" যুবক বলিলেন "কল্য আমি কায়রো নগরে নিদ্রিত ছিলাম।" নাগরিকগণ তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল "ওহে বাপু তুমি গাঁজা থাইয়া থাক কি?" আর এক জন বলিল "তুমি কি পাগল হইয়াছ? কল্য রাত্রে ছিলে কায়রো নগরে—আজি প্রাতে দামাস্কাস্ নগরের দ্বারে নিদ্রিত! এও কি কখন হয়?" বদরএদ্দীন বলিলেন "জগদীশ্বরের দোহাই, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, যথার্থই আমি গত রাত্রে মিশর-রাজধানীতে ছিলাম; দিবসে আবার এল্ বস্রায় ছিলাম।" এক জন বলিল "এ বড় আশ্চর্য্য কথা!" আর এক জন বলিল "আরে না—দেখিতেছ না যুবকটী ক্ষিপ্ত, ইহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে।" নাগরিকগণ তাঁহার প্রতি করতালি দিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল "আহা এ যুবকটী এই বয়সেই ক্ষিপ্ত হইয়াছে। আল্লা কখন কার কি করেন বলা যায় না।" এক জন নাগরিক বদরএদ্দীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল "যুবক! তুমি প্রকৃতিস্থ হও।"—তিনি বলিলেন "যথার্থ বলিতেছি, কল্য রাত্রে আমি মিশর-রাজধানীতে বিবাহ করিয়াছি।" সে পুনরায় বলিল "ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখ দেখি, বোধ হয় তুমি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে।" হসন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "না সে স্বপ্ন নয়—সে কুব্জ সহিস কোথায় গেল? আমার টাকার থলিটীই বা কোথায়—সে যদি স্বপ্নই হইবে তাহা হইলে আমার পরিধেয় বস্ত্র গুলিই বা কোথায় গেল?" তিনি তথা হইতে উঠিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তিনি ক্রমে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন; নাগরিকগণও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি এক জন পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে* প্রবেশ করিলেন। ঐ পিষ্টক-বিক্রেতা পূর্ব্বে

* যেমন কলিকাতায় স্থানে২ মুসলমানদিগের পক্ব মাংস ও রোটি প্রভৃতির দোকান আছে।

এক জন প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল। জগদীশ্বরের কৃপায় এক দিন হঠাৎ তাহার প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে নিজ ঘৃণিত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া একটী রন্ধন-শালা স্থাপন করিল এবং প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি বিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব ব্যবসায় স্মরণ করিয়া দামাস্কাস্-নিবাসী সকলেই তাহাকে ভয় করিত। সুতরাং যখন যুবক তাহার দোকানে প্রবেশ করিলেন তখন সেই পিষ্টক-বিক্রেতার ভয়ে নাগরিকগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

বদরএদ্দীনের অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়া পিষ্টক-বিক্রেতার হৃদয়ে স্নেহের উদয় হইল। সে বলিল "বৎস! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার সমস্ত বিবরণ আমার নিকট বর্ণন কর। অদ্য হইতে তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইলে।" তিনি তাহার নিকট আদ্যোপান্ত নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। পিষ্টক-বিক্রেতা শুনিয়া বলিল "বদরএদ্দীন তোমার বিবরণ অতি অদ্ভুত। কিন্তু বৎস! যত দিন জগদীশ্বর তোমার ক্লেশ দূর না করেন তত দিন তোমার বিবরণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, আপাতত তুমি আমার নিকটেই থাক; আমার পুত্র নাই, আমি তোমাকে পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।" বদরএদ্দীন বলিলেন "চাচা, তোমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহাতেই সম্মত আছি।" পিষ্টক-বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে একটী মূল্যবান্ পোষাক ক্রয় করিয়া আনিয়া বদরএদ্দীনকে পরাইয়া দিল। এবং কাজির নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পোষ্য পুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিল*। বদরএদ্দীন সেই দিন হইতে পিষ্টক-বিক্রেতার সহিত দোকানে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে দামাস্কাস্-বাসীদিগের নিকট পিষ্টক-ব্যবসায়ীর পুত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এদিকে সিট্এল্ হসন্ প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন বদরএদ্দীন তাঁহার নিকটে নাই। মনে করিলেন বুঝি তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও গিয়া থাকিবেন, এখনই ফিরিয়া আসিবেন। গৃহমধ্যে বসিয়া স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

---

* মুসলমান আইন অনুসারে পরস্পর স্বীকৃত হইলেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়।

উজীর শেমস্‌এদ্দীন সুলতানের অত্যাচারে এবং তাঁহার কন্যা বলপূর্ব্বক একটা নীচ কুব্জ সহিসের সহিত বিবাহিতা হইল বলিয়া ক্রোধে, অপমানে ও দুঃখে অন্ধীভূত হইয়া ছিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "পাপিয়সী সিট্‌এল্ হসন্ যদি নীচ সহিস্‌টাকে অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিয়া থাকে তাহা হইলে এখনই তাহাকে বিনাশ করিয়া অপমান দূর করিব।" উজীর এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াই বাসর-গৃহের দ্বারে গিয়া কন্যাকে আহ্বান করিলেন। সিট্‌এল্ হসন্ তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং পিতার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। উজীর তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কান্তি দেখিয়া আরও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "পাপীয়সি! তুই সেই নীচ সহিসের সহধর্ম্মিণী হইয়া প্রীত হইয়াছিস্।" সিট্‌এল্ হসন্ পিতার ক্রুদ্ধ বচন শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "জগদীশ্বরের দোহাই—পিতঃ আপনি আমার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। লোকে আমায় দেখিয়া হাসুক, সেই নরাধম সহিসটার সহিত তুলনা করুক—আমার বিবেচনায় সে আমার একটী নখেরও সমতুল্য নয়!—কিন্তু আমার প্রকৃত স্বামী—বলিতে কি, কল্য রাত্রি আমার যেমন আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছে, জীবনের মধ্যে আমি কখন তেমন আনন্দ উপভোগ করি নাই। পিতঃ কেন মিথ্যা সেই অপদার্থ কুব্জটার নাম করিয়া পরিহাস করিতেছেন?" তাঁহার কথায় উজীরের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ধিক্ তোরে—তুই কি বলিতেছিস্? নিশ্চয়ই সেই পাপিষ্ঠ কুব্জ সহিস তোর সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছে।" যুবতী বলিলেন "আল্লার দোহাই সে পাপিষ্ঠের নাম করিবেন না। জগদীশ্বর তাহার প্রতি বাম হউন—তাহার পিতা পিতা-মহকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করুন! আর তাহার নাম করিয়া আমায় পরিহাস করিবেন না। তাহাকে ত দশ সুবর্ণ মুদ্রায় ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল—সে আপনার পারিশ্রমিক লইয়া তখনই চলিয়া গেল। আমি বাসর-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমার স্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। পূর্ণ শশধরের ন্যায় তাঁহার মুখকান্তিতে গৃহ আলোকিত হইয়া রহিয়াছে।



প্রথমে প্রসাধিকারা যখন আমাকে তাঁহার সম্মুখে আনিল তখন তিনি গায়িকাদিগকে অজস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছিলেন। তিনি কল্য রাত্রে কত দুঃখীকে ধনী করিয়া দিয়াছেন। আমার সদয়-হৃদয় স্বামী অলোক-সামান্য-রূপবান্; তাঁহার নয়ন দুটী উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূযুগল পরস্পর সংযুক্ত।” উজীর শুনিলেন, কন্যা কি বলিতেছে—মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। বলিলেন “হতভাগিনি! কি বলিতেছিস্? একেবারে জ্ঞানশূন্য উন্মাদগ্রস্ত হইলি?” যুবতী বলিলেন “পিতঃ! আপনি সুখের সময়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিলেন! আপনি আমার কথায় মনোযোগ করিতেছেন না কেন? সেই রূপবান্ যুবকই আমার পতি,—তিনি বোধ হয় এই স্নানাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।”

উজীর কন্যার কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; স্নানাগারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কুব্জ সহিস ঊর্দ্ধপদে অধোমুণ্ডে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। উজীর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন “একি! এই না,

সেই কুব্জ সহিস! ব্যাপার কি?" তিনি তাহারে আহ্বান করিলেন। সে তাঁহাকে আফ্রীত ভাবিয়া ভয়ে কোন উত্তর করিল না। উজীর ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিলেন "পাপাত্মা, উত্তর দে নতুবা এই তরবারির দ্বারা তোর মস্তক ছেদন করিব।" কুব্জ ভয়বিহ্বল স্বরে বলিল "জগদীশ্বরের দোহাই—হে আফ্রীত-রাজ! তুমি যে অবধি আমাকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছ সেই অবধি আমি একবারও মস্তক উত্তোলন করি নাই। দোহাই তোমার—আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর, আমি আর প্রাণান্তেও এরূপ কার্য্য করিব না।" উজীর কুব্জের কথা শুনিয়া বলিলেন "কি বলিতেছিস্? আমি আফ্রীত নহি, আমি উজীর—কন্যার পিতা।" কুব্জ বলিল "তুমি উজীর, তবে যাও এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। আমার প্রাণ তোমার হাতে নয়, আমার প্রাণ-দণ্ড করিতে তোমার কোন ক্ষমতা নাই। যাও চলিয়া যাও, যিনি আমার এই দশা করিয়াছেন তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই এখান হইতে প্রস্থান কর।—আঃ পাপিষ্ঠ, তোরা আমায় একটা মহিষের উপপত্নী—একটা আফ্রীতের উপপত্নীর সহিত বিবাহ দিবি! যে আমায় তাহার সহিত বিবাহ দিবে তাহার সর্ব্বনাশ হউক।" কুব্জ এই কথা বলিয়া উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আল্লা তোর সর্ব্বনাশ করুন।" উজীর বলিলেন "ওঠ্ পাপিষ্ঠ, এখনই এখান হইতে প্রস্থান কর্।" কুব্জ বলিল "আমি কি পাগল হইয়াছি, যে তোর কথায় আফ্রীতের অনুমতি না লইয়াই চলিয়া যাইব?—তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন 'সূর্য্যোদয় হইলে চলিয়া যাস্'—সূর্য্যোদয় হইয়াছে কি? যতক্ষণ সূর্য্যোদয় না হয় ততক্ষণ আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারি না।" উজীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোরে এখানে কে আনিল?" কুব্জ বলিল "কল্য আমি স্বয়ংই এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। দেখিলাম ঐ জলের পাত্রটা হইতে একটা ইন্দুর নির্গত হইয়া ক্রমিক বাড়িতে লাগিল। বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে সেটা একটা মহিষ হইয়া উঠিল। মহিষটা আবার ঠিক মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। আমি তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যাও এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। জগদীশ্বর তোমার কন্যার সর্ব্বনাশ করুন,—যে তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবে

তাহারও সর্ব্বনাশ হউক।” উজীর কুব্জের নিকটে গেলেন ও তাহাকে আকর্ষণ করিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া আসিলেন। পাছে সূর্য্য না উঠিয়া থাকে—আফ্রীত ফিরিয়া আসিয়া পাছে তাহার মুণ্ড ছেদন করে সেই ভয়ে সে একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সে উজীরের বাটী হইতে নির্গত হইয়া একেবারে স্থলতানের নিকটে আসিয়া বিগত রাত্রির আফ্রীত-ঘটিত ঘটনাসমূহ একে একে বর্ণন করিল।

কুব্জ প্রস্থান করিলে উজীর শেমস্‌এদ্দীন চিন্তিতহৃদয়ে কন্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন “বৎসে! কল্য রাত্রে যে কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমার নিকট অকপট-হৃদয়ে প্রকৃত ঘটনা বর্ণন কর।” উজীরতনয়া সিট্ এল্ হসন্ বলিলেন “পিতা আমি তোমাকে মিথ্যা বলিতেছিনা,—যথার্থই একটী রূপবান্ সুপুরুষের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই চন্দ্রবদন যুবকের সহিতই আমি রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। যদি বিশ্বাস না হয় ঐ দেখুন চৌকীর উপরে তাঁহার পাকৃড়ী রহিয়াছে, শয্যার নিম্নে তাঁহার পাজামা এবং তাহার সঙ্গে জড়ান আরো একটী কি আছে।” উজীর কন্যার কথা শুনিয়া বাসর-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বদরএদ্দীনের পাকৃড়ীটী চৌকির উপরেই রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন। “এপাকৃড়ীটী দেখিতেছি উজীরী, এরূপ পাকৃড়ী ত কেবল উজীরেরাই ব্যবহার করে, বিশেষতঃ এটী মোসিলী জাতীয়*।” তিনি সেটী বারম্বার এদিক্ ওদিক্ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, টুপীর মধ্যে কবচের ন্যায় একটী কি সেলাই করা রহিয়াছে। তিনি তাহার সেলাই খুলিয়া ফেলিলেন, এবং শয্যার নিম্ন দেশ হইতে পাজামাটী বাহির করিলেন। পাজামার মধ্যে একটী মুদ্রাপূর্ণ থলি ছিল, তিনি তাহার মুখের বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন থলির মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও একখানি কাগজ রহিয়াছে। উজীর তৎক্ষণাৎ কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। বদরএদ্দীন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্যে নিজ বাণিজ্য

---

* এল্‌মোসিলের রীত্যনুসারে প্রস্তুত।

দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া ইহুদীকে যে ছাড়-পত্র লিখিয়া দেন, এ কাগজ খানি তাহারই প্রতিলিপি। পাঠ সমাপ্ত হইলে উজীর চীৎকার করিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যে মূর্চ্ছা অপনোদন হইল। উজীর শেমস্এদ্দীন কতক স্বাস্থ্য-লাভ করিলেন। কে যে তাঁহার কন্যার স্বামী হইল, তাহা আর জানিতে বাকী রহিল না। "সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন;" তিনি এই কথা বলিয়াই কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসে! কে তোমার স্বামী হইয়াছে তাহা তুমি কি জান?" যুবতী উত্তর দিলেন "না।" উজীর বলিলেন "তিনি, আমার ভ্রাতা তোমার খুল্লতাত—নূরএদ্দীনের পুত্র। আর এই এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তোমার বিবাহের যৌতুক। করুণাসাগর জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ!—এরূপ ঘটনা হইবে যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম!"—শেমস্এদ্দীন এই কথা বলিতে বলিতে টুপীর মধ্য হইতে কবচটী বাহির করিয়া তাহার আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। নূরএদ্দীনের হস্ত-লিখিত কাগজ খানি বাহির হইল। শেমস্এদ্দীন ভ্রাতার হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—

"দেখিলাম তাহাদের পদ-চিহ্ন-চয়
চিহ্নিত রয়েছে সেই ভূমির উপর।
মিলনের আশে হায় গলিল হৃদয়
আকুল হইল মম ব্যাকুল অন্তর।
যেই পথ দিয়া তারা করেছে গমন
করিলাম তদুপরি অশ্রু বিসর্জ্জন।
প্রার্থনা করিনু কত নিকটে তাঁহার—
করেছেন যিনি হায়! বিচ্ছেদ-ঘটন;
অবশ্য হইবে মম এদুখ সংহার
করিয়া দিবেন তিনি পুন সম্মিলন।"

শেমস্এদ্দীন এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াই কাগজখানি পাঠ করিলেন, দেখিলেন পত্রখানিতে নূরএদ্দীনের বিবাহ ও বদরএদ্দীনের জন্ম প্রভৃতির তারিখ লিখিত রহিয়াছে। তিনি নিজ বিবাহাদি এবং কন্যার জন্ম দিবসের তারিখ প্রভৃতির সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিলেন। একে একে সমস্তই মিলিল। তিনি পুলকিত মনে সেই কাগজখানি ও নিজ বিবাহাদির তারিখযুক্ত পত্রখানি লইয়া সুলতানের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে পত্রদ্বয় দেখাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। সুলতান আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঘটনাটী সমস্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। ✓

উজীর শেমস্এদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্র বদরএদ্দীনের প্রত্যাগমন আশায় কএক দিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন সমাচারই পাইলেন না। অবশেষে উজীর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, "যাহা কেহ কখন করে নাই আমি তাহাই করিব।" তিনি এইরূপ স্থির করিয়া বাসরগৃহস্থ সমস্ত দ্রব্যের একটী তালিকা প্রস্তুত করিলেন এবং "অমুক সিন্ধুকটী এইরূপ স্থানে ছিল অমুক মশারিটী অমুক স্থানে ছিল" এইরূপ সমস্ত দ্রব্যের এক একখানি বিবরণ-পত্র লিখিয়া আস্‌বাব গুলি গুদামজাত করিয়া রাখিতে অনুমতি করিলেন। পরিচারকগণ সমস্ত ভাণ্ডারে তুলিয়া রাখিল। বদরএদ্দীনের পাকৃড়ী ও অপরাপর পরিধেয় বসনগুলি এবং মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী তিনি নিজেই যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে উজীরতনয়া সিট্ এল্ হসন্ পূর্ণশশধরের ন্যায় একটী পুত্র প্রসব করিলেন। নবজাত শিশু তাহার পিতার ন্যায় অতুল রূপ লাবণ্যে সূতিকাগার আলোকিত করিল। উজীরের আত্মীয়গণ শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সুদীর্ঘ নয়নযুগল কজ্জলে রঞ্জিত করিয়া দিল* এবং তাহাকে পুনরায় ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিল। উজীর দৌহিত্রের নাম রাখিলেন "আজীব"†। আজীব শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সপ্তম বৎসর অতীত হইলে উজীর শেমস্এদ্দীন তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের

---

* আরবদেশের প্রথা এইরূপ। † আজীব—চমৎকার।

হস্তে সমর্পণ করিলেন। শিক্ষক অতি সাবধানে বালকটীকে শিক্ষা দিতে লাগিল।

এইরূপে চারিবৎসর অতীত হইয়া গেল। আজীব বিদ্যালয়ের সকল বালকের অপেক্ষাই বলবান্ ছিল, কেহই তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইত না। সে সকলেরই উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত, কথায় কথায় কলহ করিয়া সকলকেই প্রহার করিত। বালকগণ তাহার এইরূপ অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া একদিন সকলে মিলিয়া শিক্ষকের নিকট অভিযোগ করিল। শিক্ষক তাহাদিগকে বলিলেন "আজীব যাহাতে আর তোমাদের উপর উপদ্রব না করে আমি তাহার এক উপায় বলিয়া দিতেছি।—কল্য যখন সে বিদ্যালয়ে আসিবে তোমরা তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া পরস্পর বলাবলি করিও যে, 'আমাদের মধ্যে সকলকে নিজ নিজ পিতা মাতার নাম বলিতে হইবে; যে বলিতে না পারিবে সে নিশ্চয়ই জারজ—আমরা তাহার সহিত ক্রীড়া করিব না।' তাহা হইলেই দুষ্ট আজীবের দর্প চূর্ণ হইবে, সে আর তোমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে না।"

পর দিন প্রাতে আজীব বিদ্যালয়ে আসিলে, বালকগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। কথায় কথায় এক জন বালক বলিল "দেখ ভাই, সকলকে আপনার ও পিতা মাতার নাম বলিতে হইবে, যে বলিতে না পারিবে আমরা কেহই তাহাকে লইয়া খেলিব না।" বালকগণ সকলেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। এক জন বলিল "আমার নাম মাজিদ, আমার মার নাম আলাবী, আমার পিতার নাম এজ এদ্দীন।" আর এক জন ঐরূপে আপনার ও পিতা মাতার নাম বলিল। আবার আর এক জন বলিল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে আজীবের পালা উপস্থিত। আজীব বলিল "আমার নাম আজীব, আমার মাতার নাম সিট্ এল্ হসন্ আমার পিতার নাম কায়রো নগরের উজীর শেমস্এদ্দীন।" বালকগণ বলিল "না, না—হইল না, উজীর কিছু তোমার পিতা নয়।" আজীব বলিল "হাঁ উজীরই ত আমার পিতা।" বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল এবং করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল "যাও তুমি আমাদের দল হইতে চলিয়া যাও। যে আপনার পিতার নাম জানে না আমরা তাহার সহিত খেলা করিব না।" বালকগণ

এই কথা বলিয়াই আজীবের নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং নানাবিধ বিদ্রূপ-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, সহপাঠীদিগের প্রখর শ্লেষ-বাক্য আজীবের হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল—বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শিক্ষক বলিলেন “আজীব, তুমি কি যথার্থই তোমার মাতার পিতা,—মাতামহ উজীর শেমস্‌এদ্দীনকে জন্ম-দাতা মনে কর?—তিনি তোমার পিতা নহেন, তিনি তোমার মাতামহ। তোমার প্রকৃত পিতা যে কে, তাহা তুমি জান না, —তুমি কেন, আমরাও কেহই জানি না। সুলতান একটী কুব্জ সহিসের সঙ্গে তোমার মাতার বিবাহ দেন; কিন্তু বিবাহের রাত্রে একটা জিনি আসিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তার পর যে কি হইল তাহা কেহই জানে না। তবে আর বৃথা দুঃখ করিলে কি হইবে? তোমায় যদি জারজ অপবাদ দিয়া উহারা তোমার সঙ্গে ক্রীড়া না করে, তাহার উপায় নাই। তুমিত জানই—যাহাদের জননীরা যথারীতি শাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে বিবাহিত, তাহারা সকলেই নিজ নিজ পিতার নাম জানে। উজীর ত তোমার পিতা নহেন, তোমার মাতামহ। তোমার পিতা যে কে, তাহা কেহই জানে না।”

শিক্ষকের কথায় আজীবের হৃদয় আরও অধিক ব্যথিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং নিজ জননী সিট্‌ এল্‌ হসনের নিকট অভিযোগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। বাষ্পে কণ্ঠ এককালে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং একটী কথাও স্পষ্ট বাহির হইল না। সিট্‌ এল্‌ হসন্‌ তনয়ের রোদনে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস! তুমি কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে বল।” বিদ্যালয়ের বালকগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, এবং শিক্ষক যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন, আজীব সেই সমস্ত মাতার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া বলিল “মা! তোমায় বলিতে হইবে, আমার বাবা কে?” তিনি বলিলেন “কেন,—তোমার পিতা কায়রো নগরের উজীর।” আজীব বলিল “না,—তুমি মিথ্যা বলিও না—তিনি আমার পিতা নন, তিনি তোমার পিতা, বল আমার পিতা কে? তুমি যদি সত্য না বল, তাহা হইলে নিশ্চই এই তীক্ষ্ণ কিরিচের দ্বারা আত্মহত্যা করিব।” পুত্রের দারুণ বাক্য শুনিয়া উজীরতনয়ার হৃদয়

ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—একে একে সমস্তই মনে হইতে লাগিল। খুল্লতাত-পুত্র বদরএদ্দীনের সদ্‌গুণগুলি এবং আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া কাতর স্বরে এই কবিতাটী পাঠ করিলেন :—

"জ্বালিয়া প্রণয়-বহ্নি হৃদয়ে আমার
হা! হা! কত দূরে তারা করিল প্রয়াণ ;
বহু—বহু দূরে বাস হইল তাহার,
কত শত ক্রোশ হায় হল ব্যবধান!
ভাসায়ে অপার এ দুখের পাথারে
তেয়াগিয়া যবে হায় করিল গমন,
কে জানে, কেমন হল হৃদয় আমার
জ্ঞান বুদ্ধি একেবারে হরিল তখন।
শান্তি, নিদ্রা, সুখ হায় সেই দিন হতে
করিয়াছে পরিত্যাগ চিরদিন তরে—"

বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সিট্ এল্ হসন্ অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আজীবও তাঁহার সহিত কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ উজীর শেমস্‌এদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দুহিতা ও দৌহিত্র উভয়েই রোদন করিতেছে, তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বলিলেন "তোমরা রোদন করিতেছ কেন?" সিট্ এল্ হসন্ কথঞ্চিৎ রোদন সম্বরণ করিয়া তাঁহার পুত্রের সহিত বিদ্যালয়ের বালকগণ যে যে রূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। উজীর শুনিলেন। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ হইতে কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলি তাঁহার হৃদয় মধ্যে উদিত হইল। তাঁহারও নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু বাষ্প-বারি নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাভিমুখে এল্‌বস্রা পর্য্যন্ত যাইবার জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। এবং পথিমধ্যে যদি



তাঁহার দেখা পান, তাহা হইলে যাহাতে তাঁহাকে অবাধে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারেন, সেই জন্য স্থানে স্থানে শাসনকর্ত্তাদিগের উপর এক এক খানি পত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া সুলতানের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ এল্ বস্রার পথে যতগুলি নগর আছে সকল গুলির শাসনকর্ত্তাকেই এক এক খানি পত্র লিখিয়া, উজীরের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি জগদীশ্বরের নিকট সুলতানের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উজীর গৃহে আসিয়া আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না, তৎক্ষণাৎ পরিচারকদিগকে যানবাহনাদি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের আয়োজন করিতে বলিলেন। তাহারা আজ্ঞামাত্রে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিল। তিনি কন্যা এবং দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া এল্ বস্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিন দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহারা দামাস্কাস্ নগরে উপস্থিত হইলেন।—নগরের অপূর্ব্ব শোভা সকলকেই মোহিত করিল। সু-প্রসিদ্ধ কবিদিগের

বর্ণিত মনোহর তরু-শ্রেণী, বিমল স্রোতস্বতী উজীরের মন হরণ করিল। তিনি ময়দান এল্ হাস্‌বা নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া অনুচরবর্গকে বলিলেন "আমি এই স্থানে দুই দিন বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।" পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তথায় তাম্বু খাটাইয়া বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া দিল।

অনুচরগণ কেহ বা অভিলষিত দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য, কেহ বা প্রসিদ্ধ 'বেণী-উমেইয়ে' নামক মসজিদ দেখিতে, কেহ বা সাধারণ স্নানাগারে স্নান করিবার জন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। আজীবও নূতন স্থানের নূতন শোভা দেখিবার জন্য নিজ খোজা দাসের সঙ্গে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। আজীব আগে আগে চলিল, খোজা এক গাছি বৃহৎ চাবুক হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। উজীর-দৌহিত্রের অনুপম রূপলাবণ্য এবং সুমধুর উত্তর পবনের* অপেক্ষাও মৃদুতর—তৃষ্ণাতুরের নির্ম্মল জলের ন্যায় মনোহর—রোগীর আরোগ্য লাভের ন্যায় আনন্দজনক ভাবভঙ্গী দেখিয়া পথিকগণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। নাগরিকগণ দলে দলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা আজীবকে দেখিবার জন্য পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপে আজীব নগর-শোভা দেখিতে দেখিতে দৈব-বশে নিজ পিতার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বদরএদ্দীন একাকী বসিয়াছিলেন, বালকটীকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় স্নেহে আকুল হইয়া উঠিল। স্বাভাবিক আকর্ষণ,—বালকটী কে, কোথায় থাকে, কিছুই জানেন না কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার জন্য তাঁহার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আজীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনি আমার হৃদয় ও আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন। আপনাকে দেখিয়া আমার মন কেমন স্নেহে অভিভূত হইতেছে। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দোকানে পদার্পণ করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।" স্নেহে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু-জল নিপতিত হইল। আজীব

* আমাদের দেশে দক্ষিণবায়ু যেমন মনোহর আরব দেশে উত্তরবায়ু তদ্রূপ।

তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল—স্বাভাবিক বন্ধন আপনিই তাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। বালক খোজা দাসকে বলিল "দেখ, এই পিষ্টক-বিক্রেতাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছে—স্বভাবতই হৃদয় কেমন আকৃষ্ট হইতেছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন এ লোকটীও আমাদের ন্যায় কোন প্রিয় ব্যক্তিকে হারাইয়াছে। আহা! এস আমরা উহার অভিলাষ পূরণ করি, জগদীশ্বরও আমাদের কামনা পূর্ণ করিবেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া হয় ত এইরূপেই পিতার সহিত আমাদিগকে মিলাইয়া দিবেন।" খোজা বলিল "প্রভু! আল্লার দোহাই তাহা আমাদের উচিত নহে। আমরা উজীরের পরিবার—একটা দোকানে বসিয়া আহার করা কি আমাদিগের উচিত?—আপনি যদি নিতান্ত ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অগ্রে লোক সকলকে তাড়াইয়া দি, তৎপরে প্রবেশ করিবেন। নতুবা লোকে দেখিলে বলিবে কি?" খোজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বদরএদ্দীন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আজীবের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আপনা আপনি বলিলেন "আহা! বালকটীকে দেখিয়া আমার মন কেন আপনা আপনি এরূপ স্নেহে অভিভূত হইল?" খোজা বলিল "না, আর এ সকল কথা শুনিয়া কাজ নাই; চলুন।" বদরএদ্দীন খোজার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনারা আমার দোকানে প্রবেশ করিলে যদি আমি সুখী হই—চরিতার্থ হই, আপনি তাহাতে প্রতিবাদী হইতেছেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি—আপনার শরীর কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু অন্তঃকরণ কখনই কৃষ্ণবর্ণ নয়,—আমি দেখিতেছি আপনার চরিত্র অতি উদার। এই জন্যই লোকে সুখ্যাতি করিয়া বলে—।" তাঁহার মুখে নিজ প্রশংসা শুনিয়া খোজা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বল, কি বলিতে চাও শীঘ্র বল, আমরা বিলম্ব করিতে পারি না।" বদরএদ্দীন বলিলেনঃ—

"না হতেন যদি তিনি জ্ঞান-গরীয়ান—
অতুল সে প্রভু-ভক্তি না হত তাঁহার,

কেন তবে রাজপুরে এত তাঁর মান?
অন্তঃপুরে শান্তি-রক্ষা কেন তাঁর ভার ?
প্রবল প্রতাপ-শালী ধীর বিবেচক
রাজ-অন্তঃপুরে তাই প্রধান রক্ষক।
দেখিতে তাঁহার সেই মূরতি মোহন
স্বর্গীয় দূতেও করে শিথিল চরণ।"

খোজা তাঁহার কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়া প্রীত হইল এবং আজীবের হস্ত ধারণ করিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। বদরএদ্দীন সে দিন বাদাম ও শর্করা মিশ্রিত দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তিনি সেই সুস্বাদু মোরোব্বা হাতায় করিয়া এক খানি সানকে তুলিলেন এবং পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আজীব ও খোজা দাস আহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি বলিলেন "তোমরা অদ্য আমাকে চরিতার্থ করিলে।" আজীব বদরএদ্দীনকে বলিল "আইস, আমাদের সঙ্গে তুমিও আহার কর,—জগদীশ্বর আমাদিগকে অভিলষিত ব্যক্তির সহিত অবশ্য মিলিত করিবেন।" বদরএদ্দীন বলিলেন "বৎস! তুমি কি এই নবীন বয়সেই কোন প্রিয়-ব্যক্তির বিচ্ছেদ-যাতনা ভোগ করিতেছ?" আজীব বলিল "হাঁ চাচা! কোন প্রিয় আত্মীয়ের বিরহে আমার হৃদয় ব্যাকুল রহিয়াছে;—যিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আমার পিতা। আমার মাতামহ এবং আমি তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জানি না খুঁজিয়া পাইব কি না।" আজীব এই বলিয়াই অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদনে বদরএদ্দীনের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি মনে মনে আপনার সহিত আজীবের অবস্থার তুলনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব বিবরণ সমস্তই মনে পড়িল, তাঁহারও নয়নদ্বয় দিয়া অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ভোজন সমাপিত হইলে আজীব ও খোজা প্রস্থান করিল। বদরএদ্দীন তাহাদের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন,—তাঁহার হৃদয় যেন তাঁহাকে

ত্যাগ করিয়া বালকেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল; চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত-মাত্র অদর্শনও তখন তাঁহার অসহ্য, সুতরাং তিনি দোকান বন্ধ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নগরের তোরণের নিকটে আসিয়া খোজা একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল পিষ্টক-বিক্রেতা তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। বিরক্ত হইয়া বলিল "তুমি কি চাও?—আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ কেন?" বদরএদ্দীন বলিলেন "তোমরা চলিয়া আসিলে বোধ হইল যেন আমার প্রাণও দেহ ত্যাগ করিয়া তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল—তোমাদের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম,—বিশেষতঃ এই উপনগরে একটী বিশেষ প্রয়োজনও আছে, তাই মনে করিলাম উপনগর পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে গিয়া প্রয়োজনটী সারিয়া আসি।" খোজা তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া আজীবকে বলিল "আমি তখনই বলিয়াছিলাম—আপনি শুনিলেন না; দোকানে বসিয়া আহার করার জন্য না জানি আজি কি বিষম বিপত্তি ঘটে। ঐ দেখুন পিষ্টক-ব্যবসায়ী এখনও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। নিশ্চয়ই আজি সে আমাদিগকে অবমানিত করিবে।" আজীব একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। বদর-এদ্দীনকে দেখিয়াই ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। খোজাকে বলিল "ভাল, থাক, যতক্ষণ ও সাধারণ পথ দিয়া যাইতেছে ততক্ষণ কিছুই বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু যখন আমরা রাজপথ ত্যাগ করিয়া তাম্বু-অভিমুখে ফিরিব, তখনও যদি ও আমাদের অনুসরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার উচিত প্রতিফল দিব।" আজীব এই কথা বলিয়াই ভূমি-ন্যস্ত-দৃষ্টি হইয়া দ্রুতপদে চলিল। শূন্যহৃদয় বদরএদ্দীনও যন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আজীব এইরূপে কতকদূর আসিয়া পুনরায় একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। তখনও বদরএদ্দীন তাহাদের অনু-সরণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই উজীর-দৌহিত্র একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে একখণ্ড প্রস্তর লইয়া সবলে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। প্রস্তরখণ্ড বেগে বদরএদ্দীনের কপালে আসিয়া লাগিল। তিনি সেই দারুণ আঘাতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন। রক্ত-ধারায় তাঁহার বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আজীব দাসের সঙ্গে নিজ তাম্বুতে চলিয়া গেল।

ক্ষণকালের মধ্যেই বদরএদ্দীনের চেতনা পুনরাবৃত্ত হইল। তিনি উঠিয়া প্রবাহিত রক্ত-ধারা মুছিয়া ফেলিলেন এবং পাকৃড়ির এক প্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ বস্ত্র ছিঁড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা ক্ষত-মুখ বান্ধিয়া দিলেন। শীঘ্রই রক্ত-প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। "হায় কেন আমি বালকটীর সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম, কেন তাঁহাকে বিরক্ত করিলাম। আমি যদি দোকান বন্ধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আসিতাম, তাহা হইলে তিনি আমাকে কখনই প্রতারক মনে করিতে পারিতেন না।" বদরএদ্দীন এইরূপ আত্ম-নিন্দা করিতে করিতে নিজ দোকানে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে কি ছিলেন এখন কি হইয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহার কত মান্য ছিল, এখন আবার তাঁহার কি অবস্থা, তিনি এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্নেহময়ী জননীকে মনে পড়িল,—তাঁহার হৃদয় একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল।

উজীর শেমস্‌এদ্দীন দামাস্কাস নগরে তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া হেমস্ নগরে গমন করিলেন এবং সেখানেও কএক দিবস অপেক্ষা করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। এইরূপে তিনি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে মারিদীন, এল্ মসিল, ডায়ার বেকার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নগরী সমূহ অতিক্রম করিয়া এল্ বস্রায় উপস্থিত হইলেন। উজীর তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বস্রাধিপতি তাঁহার যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শেমস্‌এদ্দীন সুলতানের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন "উজীর আলী নূরএদ্দীন আমার কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন।" সুলতান বলিলেন "দয়াবান্ জগদীশ্বর তাঁহার আত্মাকে সুখী করুন —সাহেব!* তিনি আমার উজীর ছিলেন, আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতাম। তিনি প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার একটী পুত্র ছিল সেটীও বহুদিন হইতে নিরুদ্দেশ, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোন সমাচারই পাই নাই। যাহা হউক তাঁহার স্ত্রী,—আমার পুরাতন উজীরের কন্যা, আমাদেরই সহিত আছেন।"

* সাহেব—মহাশয়, প্রায় উজীরদিগকেই সাহেব বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

ভ্রাতুষ্পুত্রের জননী জীবিতা আছেন শুনিয়া শেমস্‌এদ্দীনের হতাশ হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইল। বলিলেন "আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" সুলতান তাঁহাকে মৃত নূরএদ্দীনের বাটীতে গিয়া ভ্রাতৃজায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সহোদর নূরএদ্দীনের বাটীতে গমন করিলেন।

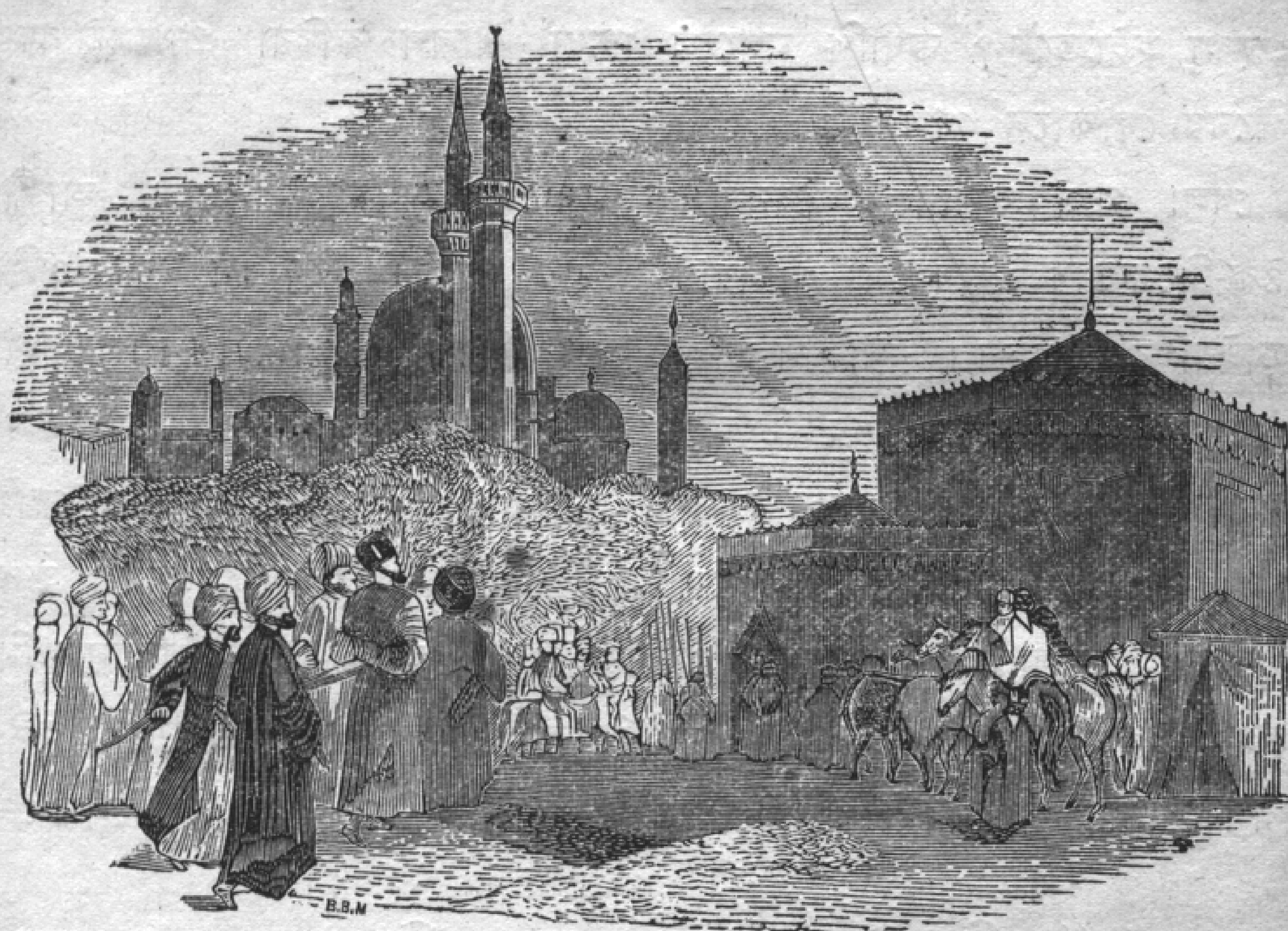
শেমস্‌এদ্দীন ভ্রাতার প্রাসাদের দ্বারদেশে একটী চুম্বন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই একটী প্রাঙ্গণভূমি; প্রাঙ্গণ পার হইয়াই একটী দ্বার। দ্বারের উপরে সুদৃঢ় প্রস্তরের খিলানের স্থানে স্থানে নানা বর্ণের প্রস্তর সকল অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। উজীর সেই দ্বারের মধ্য দিয়া চলিলেন। চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন হঠাৎ একটী ভিত্তি মধ্যে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত নূরএদ্দীনের নাম তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। শেমস্‌এদ্দীন ভিত্তির নিকটে গিয়া নামটী চুম্বন করিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। উজীর ক্ষণকাল সেই খানে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। হৃদয় কতক স্থির হইলে ভ্রাতৃজায়ার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বদরএদ্দীন নিরুদ্দেশ হইলে, তাঁহার জননীর এক দুঃখের উপর আর এক দুঃখ উপস্থিত হইল। নব-বৈধব্য-যন্ত্রণার উপর আবার পুত্র-বিচ্ছেদ, দিবানিশি কেবল রোদনেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, ক্রমে বহু দিন কাটিয়া গেল, তথাপি হসন-জননী পুত্রের কোন উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া নিজ গৃহ মধ্যে হসন বদরএদ্দীনের নামে একটী গোর প্রস্তুত করাইলেন এবং দিবা নিশি সেই গোরের নিকটে রোদন করিয়া কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শেমস্‌এদ্দীন যখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন হসন-জননী গোরের নিকট বসিয়া পুত্রের উদ্দেশে রোদন করিতেছিলেন। উজীর শেমস্‌এদ্দীন ভ্রাতৃজায়াকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন এবং যেরূপে বদরএদ্দীনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে—যে রূপে তিনি সিট্ এল্ হসনের সহিত এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতেই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত

বর্ণন করিলেন। সিট্ এল্ সহনের গর্ভে বদরএদ্দীনের যে একটী সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেটীকে যে এই সঙ্গেই লইয়া আসিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। হসন-জননী সমস্ত শ্রবণ করিলেন। 'হয় ত হসন বদরএদ্দীন জীবিত আছেন'—শুষ্ক আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি উজীরের পদতলে নিপতিত হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল চুম্বন করিয়া এই কবিতা দুইটী পাঠ করিলেন :—

আনি দিল যেই প্রিয় সমাচার
শিরোপা তাহায় করিতে দান
হেন ধন হায় কি আছে আমার,
রাখিব যাহায় তাহার মান।
হৃদয় কাটিয়ে করি কুচি কুচি
যদি লইবারে সে জন চায়
লউক তাহার যথা অভিরুচি
ক্ষতি নাই কিছু আমার তায়।

অনন্তর উজীর আজীবকে তথায় আনিতে বলিলেন। আজীব তথায় উপস্থিত হইলে তাহার পিতামহী তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শেমস্এদ্দীন বলিলেন "শুভে, এ রোদনের সময় নহে। আমাদের সঙ্গে মিসর দেশে যাত্রা করিবার নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ কর। জগদীশ্বর করেন ত অবশ্যই আমরা কোন না কোন সময়ে তোমার পুত্রের—আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের—দর্শন পাইব, তিনি অবশ্যই আমাদিগকে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়া দিবেন।" উজীর এই কথা বলিয়াই ভ্রাতৃ-জায়ার সমস্ত ধনসম্পত্তি ও ক্রীতদাসীদিগকে একত্রিত করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মিসর রাজধানী কায়রো নগরে যাত্রা করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া পুনরায় একবার এল্ বস্রার সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সুলতান মিসরাধিপতির জন্য কতক গুলি বহুমূল্য উপায়ন প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।



উজীর শেমস্‌এদ্দীন এল্‌ বস্রায় আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করিলেন না, ভাদ্রবধূকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কায়রো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে দামাস্কাস্‌ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উজীর পরিচারকদিগকে তাম্বু খাটাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন "সুলতানের নিমিত্ত কতক গুলি বহু-মূল্য উপায়ন সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে এখানে এক সপ্তাহ কাল থাকিতে হইবে।"

দামাস্কাস নগরের বাহিরে একটী বৃহৎ প্রান্তরের উপর বস্ত্রাবাস সকল খাটাইয়া দেওয়া হইল। আজীব এই অবকাশে নিজ খোজা দাসকে বলিল "ওহে, চল দেখি আমরা ক্ষণকাল বেড়াইয়া আসি, দেখিয়া আসি, যে পিষ্টক-বিক্রেতার মোরোব্বা আহার করিয়া, ভদ্রতা করা দূরে থাকুক, প্রস্তরাঘাতে মস্তক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম সে কি করিতেছে? তাহার দোকান আছে কি না।" খোজা বলিল "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" আজীব দাসকে সঙ্গে লইয়া তাম্বু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রক্তের টান—যদিও বালক

জানেনা, পিষ্টক-বিক্রেতা কে? তাহাকে দেখিবার জন্য কেনইবা তাহার এত ঔৎসুক্য হইতেছে? তথাপি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বদর-এদ্দীনের দোকানে গেল।

বেলা প্রায় অপরাহ্ন; বৈকালিক নমাজের সময় উপস্থিত। আজীব পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল বদরএদ্দীন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আজীব তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার কপালে সেই প্রস্তরাঘাতের চিহ্নটী দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। নিকটে আসিয়া বলিল "তোমার মঙ্গল হউক!" বদরএদ্দীন চাহিয়া দেখিলেন। বালককে দেখিয়া একেবারে স্নেহ রসে আর্দ্র হইয়া গেলেন। হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। আনন্দে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল, তিনি ভূমির দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল এইরূপেই অতিবাহিত হইয়া গেল। বদরএদ্দীন আজীবের দিকে চাহিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

"দেখিতে বাসনা সদা, ভালবাসি যারে—
    কিন্তু যবে পাইলাম তার দরশন,
চেতনা তখন যেন ত্যজিল আমারে
    ক্ষমতা-বিহীন হোলো রসনা-নয়ন।
করিলাম নত শির করিতে সম্মান,
করিয়া উঠিল যেন কেমন পরাণ।
হৃদয়ের ভাব—ইচ্ছা করিতে গোপন
    কিন্তু সে যে কোনমতে গোপনের নয়।
করিলাম মনে কত মিনতি বচন,
    কিন্তু সব ভুলে গেল বিহ্বল হৃদয়।"

কবিতা কএকটী সমাপ্ত হইলে আজীব এবং তাহার সহচর খোজা দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এস, তোমরা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আহার করিয়া আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত কর। জগদীশ্বরের দোহাই তোমাকে দেখিলেই আমার হৃদয়

কেমন স্নেহে আকুল হইয়া উঠে, সে দিন তোমায় বিদায় দিয়া যদি আমার ব্যাকুল হৃদয় একেবারে বিবেচনাশক্তি-হীন হইয়া না যাইত, তাহা হইলে কথনই আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম না।" আজীব বলিল "যথার্থ, তুমি আমাদের ভাল বাস বটে; কিন্তু সে দিন তোমার সহিত আহার করিয়াছিলাম, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলে—হয়ত অপমানিতও করিতে। যাহা হউক আমরা আর তোমার সহিত আহার করিব না। তবে তুমি যদি শপথ কর যে, আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না, তাহা হইলে তোমার সহিত আহার করিতে পারি। আর যদি আজিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও তাহা হইলে আমি আর তোমার দোকানে আসিব না,—আমার মাতামহ স্থলতানের জন্য কতকগুলি উপায়ন দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত এখানে এক সপ্তাহ থাকিবেন। এই সাত দিনের মধ্যে আমি আর এক দিনও আসিব না।" বদরএদ্দীন বলিলেন "ভাল, আমি শপথ করিতেছি তোমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিব।" আজীব তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া খোজার সহিত দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘটনা ক্রমে বদরএদ্দীন সে দিনও দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন,—তিনি সেই মোরোব্বায় একথানি পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আজীব বলিল "এস, তুমিও আমাদের সঙ্গে আহার কর—জগদীশ্বর আমাদের শোক দুঃখ দূর করিবেন।" বদরএদ্দীন তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু আহার করিবেন কি, তাঁহার দৃষ্টি আজীবের বদনের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আজীব তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল "তুমি কি ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গেলে?—এই যে কতক্ষণ হইল আমি তোমায় বলিলাম—'তুমি অতি অসভ্য'। তুমি আমার দিকে ওরূপ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ কেন?" বদরএদ্দীন অপ্রতিভ হইয়া নয়ন ফিরাইলেন। এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিলেন।

আহার সমাপ্ত হইল। বদরএদ্দীন আজীব ও খোজার হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন, তাহারা হস্ত প্রক্ষালন করিল। তিনি জামার জেব হইতে একথানি রেশমী রুমাল বাহির করিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপরে

কিঞ্চিৎ গোলাপ জল ছিটাইয়া দিয়া দোকানের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আজীব ও খোজা বসিয়া রহিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই বদরএদ্দীন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার দুই হস্তে দুইটী পাত্র। পাত্রে গোলাপজল ও মৃগনাভি মিশ্রিত স্বাদু সরবৎ। হসন্ পেয়-পূর্ণ পাত্রদ্বয় তাহাদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "যদি কৃপা করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তবে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন।" তাহারা সরবৎ পান করিয়া বদরএদ্দীনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

আজীব তাম্বুতে ফিরিয়া আসিয়াই পিতামহীর নিকট গেল। হসন্ বদর এদ্দীনের জননী সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" বালক বলিল "আমি নগরের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।" হসন্-জননী আজীবকে এক রেকাব দাড়িম্বের মোরোব্বা আনিয়া দিলেন এবং খোজা দাসকে বলিলেন "তোমার প্রভুর সহিত একত্রে আহার কর।" উভয়েই বদরএদ্দীনের দোকানে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া আসিয়াছিল, —উদরে আর তিলার্দ্ধ মাত্রও স্থান ছিল না। কিন্তু কি করে, বলিলে পাছে তিরস্কৃত হইতে হয় সেই ভয়ে খোজা আজীবের সহিত উপবিষ্ট হইল। আজীব বদরএদ্দীনের দোকানে যেরূপ সু-তার মোরোব্বা আহার করিয়াছিল, এ মোরোব্বা সেরূপ সুস্বাদু হয় নাই। সুতরাং সে রুটীর সহিত একগ্রাস মাত্র মোরোব্বা ভোজন করিয়াই বলিল "ছি, ভাল হয় নাই—আমি এরূপ মোরোব্বা আহার করিব না"। হসন্-জননী বলিলেন "মোরোব্বা কি ভাল হয় নাই?—উহা আমি নিজে প্রস্তুত করিয়াছি। আমি ও তোমার পিতা হসন্ বদরএদ্দীন ব্যতীত আর কেহই দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিতে জানে না।" আজীব বলিল "আমি এইমাত্র নগরের মধ্যে দেখিয়া আসিলাম, একজন পিষ্টক-বিক্রেতা অতি চমৎকার দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। আহা, সে মোরোব্বার গন্ধে ভুক্ত ব্যক্তিরও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়। তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে তোমার মোরোব্বা অতি অপকৃষ্ট হইয়াছে।"

আজীবের পিতামহী তাহার এই কথা শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে অধীর হইলেন। খোজার দিকে চাহিয়া বলিলেন "পাপাত্মা নরাধম! কি! তুই আমার পৌত্রকে একটা সামান্য পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আহার করাইয়া

আনিয়াছিস্ !" খোজা ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল "না, ঠাকুরাণি—আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করি নাই, কেবল সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম মাত্র।" আজীব বলিল "না—প্রবেশ কি ? তাহার দোকানে আহার পর্য্যন্ত করিয়াছি—যাহা আহার করিয়াছি তাহা তোমার এ মোরোব্বার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।" তিনি আজীবকে আর কিছুই বলিলেন না, উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীনের নিকটে গিয়া সমস্ত বলিয়া দিলেন। উজীর শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ খোজা পরিচারককে সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলেন। দাসগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার সম্মুখে আনিল। তিনি বলিলেন "কেন তুই আমার দৌহিত্রকে পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে লইয়া গিয়াছিলি ?" খোজা বলিল " আজ্ঞা, না মহাশয়, আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করি নাই।" আজীব বলিল "সে কি, আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম বৈ কি। আমরা তাহার দোকানে আহার করিলাম—সে আমাদিকে বরফ-মিশ্রিত চিনির সরবৎ আনিয়া দিল—পান করিলাম।" শেম্‌স্‌এদ্দীনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল ; তিনি খোজাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। খোজা পুনরায় অস্বীকার করিল। তিনি বলিলেন "ভাল, তুই যদি আহার না করিয়া থাকিস্ ত আমার সম্মুখে আহার কর্ আমি দেখিতে চাই।" খোজা আহার করিতে বসিল। সে আহার করিবে কি, তাহার উদর পূর্ণ। প্রথম গ্রাস তুলিয়াই বলিল "প্রভু, গত কল্য হইতেই আমার উদর যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে, একবারের জন্যও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই।" উজীর বুঝিলেন দাস পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আহার করিয়া আসিয়াছে—ক্রীতদাসীদিগকে বলিলেন "তোমরা ইহাকে ভূমির উপরে ফেলিয়া দাও।" দাসীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূতলে শোয়াইয়া দিল। উজীর তাহাকে গুরুতর রূপে প্রহার করিতে লাগিলেন। সে প্রহারের যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তিনি পুনরায় বলিলেন "পাপিষ্ঠ ! এখনও সত্য কথা বল্।" খোজা বলিল "প্রভু ক্ষমা করুন, আর প্রহার করিবেন না, আমি বলিতেছি—যথার্থই আমরা পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আহার করিয়া আসিয়াছি। আমরা যখন তাহার দোকানে প্রবেশ করিলাম তখন পিষ্টক-বিক্রেতা দাড়িমের মোরোব্বা

প্রস্তত করিতেছিল—সে আমাদিগকে সেই মোরোব্বার কিঞ্চিৎ হাতায় করিয়া তুলিয়া দিল।—আল্লার দোহাই সেরূপ সুস্বাদু মোরোব্বা আমি আর কখন আহার করি নাই। তাহার তুলনায় এ মোরোব্বা অতি অপকৃষ্ট হইয়াছে।”

খোজার মুখে নিজ মোরোব্বার নিন্দা শুনিয়া হসন্-জননী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন “ভাল, সেই পিষ্টক-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এক পাত্র মোরোব্বা কিনিয়া আনিয়া দে। তোর প্রভু পরীক্ষা করিয়া দেখুন কাহার মোরোব্বা উত্তম ও অধিক স্বাদু। যদি সে মোরোব্বা ইহা অপেক্ষা সু-তার না হয়, তাহা হইলে তুই উপযুক্ত সাজা পাইবি।” খোজা বলিল “ভাল, বেস্ কথা, আমি এখনই আনিতেছি।” হসন্-জননী একটী অর্দ্ধ-মোহর ও একখানি সানক আনিয়া দিলেন, খোজা দাস তৎক্ষণাৎ বদর-এদ্দীনের দোকানে গিয়া বলিল “ওহে, এই অর্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের দাড়িম্বের মোরোব্বা উত্তম রূপে প্রস্তত করিয়া দাও। দেখিও যেন মন্দ না হয়। আজি আমার প্রভু-পরিবারের মধ্যেও দাড়িমের মোরোব্বা প্রস্তত হইয়াছে। সেই মোরোব্বা তোমার প্রস্তত মোরোব্বার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলাতে অত্যন্ত গোল বাধিয়া গিয়াছে। আমি সেই জন্যই প্রভুর নিকট অত্যন্ত প্রহার খাইয়াছি। দেখিও সাবধান, যেন মন্দ না হয়—প্রভু আমার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তোমার মোরোব্বা দেখিতে চাহিয়াছেন।” বদর এদ্দীন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “ভাল, যাহা প্রস্তত আছে তাহাই তুমি লইয়া যাও তোমার ভয় নাই, আমার ন্যায় মোরোব্বা প্রস্তত করিতে কেহই জানে না—কেবল এক আমার জননী জানেন, তিনি এখান হইতে বহু দূরে আছেন।” তিনি এই কথা বলিয়াই খোজার হস্তস্থিত সানক খানিতে মোরোব্বা তুলিলেন এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ গোলাপ জল ও মৃগনাভি মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দাস পাত্রপূর্ণ মোরোব্বা লইয়া বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া আসিল। হসন্-জননী পরীক্ষার জন্য বদরএদ্দীনের প্রস্তত মোরোব্বার কিঞ্চিৎ মাত্র মুখে দিলেন। সু-তার মোরোব্বার আস্বাদেই বুঝিলেন তাহার প্রস্ততকর্ত্তা কে,—তিনি অমনি একটী অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। উজীর এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। পরিচারিকাগণ তৎক্ষণাৎ হসন্-জননীর সর্ব্ব-শরীরে সুশীতল গোলাপ জল

সেচন করিয়া যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন "যদি আমার পুত্র অদ্যাপি জীবিত থাকে তবে নিশ্চয় সে-ই এই মোরোব্বার প্রস্তুতকর্ত্তা।—এই মোরোব্বা-পাচক নিশ্চয়ই আমার পুত্র হসন্ বদরএদ্দীন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এরূপ আর কেহই প্রস্তুত করিতে জানে না। কেবল আমি জানি ও বদরএদ্দীনকে শিখাইয়াছিলাম, সেই জানে।" উজীর শুনিলেন, তাঁহার হৃদয় আনন্দে নিমগ্ন হইল। বলিলেন "আহা, ভ্রাতুষ্পুত্র বদরএদ্দীনকে দেখিবার জন্য আমি কত ব্যগ্র হইয়া আছি!—আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, পুনরায় তাঁহাকে পাইব?—সকলই সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের হাত—তাঁহারই ইচ্ছা।" তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পরিচারকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমাদের মধ্যে বিংশতি জন এখনই সেই পিষ্টক-বিক্রেতার নিকটে যাও এবং তাহার দোকান ভাঙ্গিয়া ও সমস্ত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিয়া তাহাকে তাহারই পাকড়ীর কাপড়ে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া লইয়া আইস।—তোমরা কটু কাটব্য বলিয়া গালি মন্দ দিয়া বান্ধিয়া আনিবে বটে, কিন্তু দেখিও যেন তাহার শরীরে কোন রূপে আঘাত না লাগে।" অনুচরবর্গ প্রভুর আজ্ঞা সম্পাদনার্থ প্রস্থান করিল। উজীর অমনি নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তার নিকটে গেলেন এবং মিসরাধিপতির পত্র খানি দেখাইলেন। রাজপ্রতিনিধি পত্র খানি পাঠ করিয়াই তাহা চুম্বন করিলেন এবং মস্তকে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আপনার নিকট অপরাধী? কাহাকে আপনার প্রয়োজন?" তিনি বলিলেন "সে এক জন পিষ্টক-বিক্রেতা।" রাজপ্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ পরিচারকদিগকে অপরাধীর গ্রেপ্তারের জন্য পিষ্টক-ব্যবসায়ীর দোকানে পাঠাইয়া দিলেন। রাজপুরুষগণ বদরএদ্দীনের দোকানে আসিয়া দেখিল আর তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। উজীরের ভৃত্যগণ পূর্ব্বেই গৃহাদি সমস্ত ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া তাহার অধিকারীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

উজীরের পরিচারকগণ বদরএদ্দীনকে ধরিয়া আনিয়া বস্ত্রাবাসে প্রভুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। বদরএদ্দীন ভাবিয়া অস্থির—"একি এ?—আমার কি দোষ?—কেন এ বিভ্রাট ঘটিল, মোরোব্বার মধ্যে এমন কি আছে যে,

আমার এত দূর দুরবস্থা—"। তিনি এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে উজীর, দোষীকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি লইয়া, বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলেন। পরিচারকগণ বদরএদ্দীনকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। বদরএদ্দীনের হস্তদ্বয় পাকড়ীর কাপড় দিয়া পশ্চাদ্দিকে দৃঢ়-বদ্ধ, তিনি অপমানে, দুঃখে, ভয়ে জড়ীভূত। অপমানে নয়নদ্বয় দিয়া বারিধারা অবিরলধারে প্রবাহিত হইতেছে। উজীর একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রোরুদ্যমান বদরএদ্দীন গদগদ স্বরে বলিলেন "প্রভু! আমার কি অপরাধ? আমি কোন্ দোষে দোষী। কি কারণে আমায় সাজা দিতেছেন?" উজীর বলিলেন "তুই-ই কি মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিস্?" বদরএদ্দীন বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। মহাশয়! আমার মোরোব্বায় কি এত দোষ হইয়াছে যে তজ্জন্য এক জনের মস্তক ছেদন করিতে হয়?" উজীর কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কি! তোর মোরোব্বায় যে দোষ হইয়াছে তাহার পক্ষে প্রাণদণ্ডও অতি সামান্য দণ্ড।" বদরএদ্দীন বলিলেন "কি দোষ হইয়াছিল? মহাশয় কি আমায় তাহা বলিবেন না?" "না" উজীর এই উত্তর দিয়াই পরিচারকগণকে ডাকিয়া বলিলেন "উষ্ট্রসকল সজ্জিত কর। এখনই যাত্রা করিতে হইবে।" অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যান বাহনগুলি সজ্জিত ও বস্ত্রাবাসগুলি একত্রে সংগৃহীত হইল। তাঁহারা বদরএদ্দীনকে একটী সিন্ধুকের মধ্যে বদ্ধ করিয়া মিসরাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সমস্ত দিবস চলিয়া সন্ধ্যার সময় একটী প্রান্তরে তাম্বু খাটাইতে অনুমতি দিলেন। আহারাদি সমাপিত হইল। উজীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া আহার করাইলেন। এবং আহারান্তে তাঁহাকে পুনরায় সিন্ধুক মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

পথ-শ্রান্তের পক্ষে রাত্রি সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র—সুতরাং অতি শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া গেল। উজীর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সেদিনও সন্ধ্যার সময় দ্বিতীয় আড্ডায় গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বদরএদ্দীনকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই-ই কি সেই দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলি?" বদরএদ্দীন উত্তর দিলেন,



"আজ্ঞা হাঁ।" উজীর পরিচারকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "ইহাকে এখনই শৃঙ্খল-বদ্ধ কর। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বদরএদ্দীনের চরণযুগল শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল।

এইরূপে উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীন কায়রো নগরাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে আর্‌-রেয়জানীয়ে* নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন এবং বদরএদ্দীনকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখেই একজন সূত্রধরকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই লোকটীর জন্যে একটী 'ক্রুশ' প্রস্তুত কর।" বদরএদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্রুশ প্রস্তুত করিয়া কি করিবেন?" উজীর বলিলেন "ক্রুশ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তোমায় গ্রথিত করিয়া বধ করিব এবং তোমার মৃতদেহের সহিত ক্রুশটী নগরের চতুর্দ্দিকে লইয়া বেড়ান হইবে।"

* কায়রোনগরের নিজ পার্শ্বেই এই গ্রামটী স্থাপিত পথিকলোকেরা কায়রোর মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া প্রায় এইখানেই আড্‌ডা গ্রহণ করে।

বদরএদ্দীন বলিলেন "মহাশয়, আমার অপরাধ কি ?—কেন আমার এতদূর কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন ?" উজীর বলিলেন "তুমি মোরোব্বায় অল্প পরিমাণে মরিচ প্রদান করিয়াছিলে এবং সেই জন্যে মোরোব্বা অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়াছিল বলিয়া তোমার প্রাণ দণ্ড করা হইবে।" বদরএদ্দীন বলিলেন "কেবল মাত্র মোরোব্বায় মরিচ অল্প হইয়াছিল বলিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন ? প্রভু, এই সামান্য দোষে আমার এতদূর গুরুতর দণ্ড দিবেন ?—এতদিন আমাকে একটা সিন্ধুকের মধ্যে বন্দিস্বরূপে বদ্ধ রাখিয়া এবং প্রত্যহ একবার মাত্র আহার দিয়াও কি সে সামান্য দোষের প্রকৃত সাজা দেওয়া হয় নাই ?—এই লঘু দোষে এরূপ গুরু দণ্ড দিয়াও কি আপনি সন্তুষ্ট হন নাই ?" উজীর বলিলেন "কি ? লঘু দোষ,—মোরোব্বায় প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প মরিচ দেওয়া লঘু দোষ ?—এ দোষে প্রাণদণ্ডাপেক্ষা আর লঘু দণ্ড হইতে পারে না।" বদরএদ্দীনের অন্তরাত্মা শুকাইয়াগেল, প্রাণভয়ে হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চিন্তা করিতেছ ?" বদরএদ্দীন বলিলেন "আপনার ন্যায় মহৎলোকের অন্তঃকরণ যে এত ক্ষুদ্র, তাহাই ভাবিতেছি। আপনি যদি বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক হইতেন তাহা হইলে মোরোব্বায় কেবল কিঞ্চিন্মাত্র মরিচ কম হওয়ার জন্য আমার প্রতি এরূপ আচরণ করিতেন না।" উজীর বলিলেন "তোমাকে উপযুক্ত দণ্ডপ্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে তুমি আর সেরূপ কার্য্য করিতে না পার তাহা আমাকে করিতেই হইবে—আমি তজ্জন্য দায়ী।" বদরএদ্দীন বলিলেন "আপনি এপর্য্যন্ত যে শাস্তি দিতেছেন আমার বিবেচনায় তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে।" "যাহা হউক, তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য" উজীর এই কথা বলিয়াই সূত্রধরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বদরএদ্দীন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। উজীর বদরএদ্দীনকে বলিলেন "অদ্য তোমার জীবনের শেষ দিন, কল্য প্রাতেই তোমাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া বিনাশ করা যাইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি তাঁহাকে সিন্ধুকের মধ্যে বদ্ধ করিলেন। বদরএদ্দীন সমস্ত দিবসের দারুণ চিন্তায় ও উদ্বেগে একে-

বারে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীন ইত্যবসরে দাসদিগকে সিন্দুকটী তাঁহার নিজ প্রাসাদে লইয়া যাইতে বলিলেন। এবং আপনিও অশ্বারোহণে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

উজীর নিজ আবাসে আসিয়া কন্যা সিট্‌ এল্‌ হসনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎসে! পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও—তিনি তোমার খুল্লতাত-পুত্রকে আমাদের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন। উঠ এখনই এই প্রাসাদটী বিবাহ-রাত্রে যেরূপ অবস্থায় সাজান ছিল সেইরূপে সাজাইয়া ফেল।" সিট্‌ এল্‌ হসন তৎক্ষণাৎ নিজ পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া পিতার আজ্ঞানুরূপ সমস্ত সাজাইতে বলিলেন। পরিচারিকাগণ আলোক জ্বালিয়া বিবাহ-রাত্রের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া আনিল। উজীর স্বহস্ত-লিখিত সেই তালিকাখানি ও বিবরণ-পত্রগুলি বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন এবং তন্মধ্যস্থ বর্ণনানুসারে দ্রব্যগুলি বিবাহ রাত্রে যেখানে যে যে রূপে ছিল সেই সেই রূপে স্থাপন করিতে বলিলেন। দাসীগণ যথানুমতি দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দিল। উজীরপ্রাসাদ পুনরায় সেই বিবাহ-রজনীর ন্যায় অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। বদরএদ্দীন নিজ পাক্‌ড়ীটী যেথানে রাখিয়াছিলেন শেম্‌স্‌এদ্দীনও দাসীদিগকে সেটী ঠিক সেই স্থানেই রাখিতে বলিলেন। এবং সেইরূপ অপরাপর বস্ত্রগুলি স্বর্ণ-মুদ্রা-পূর্ণ তোড়াটীর সহিত শয্যার নিম্নে রাখিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুরূপ সমস্ত স্থাপিত হইলে উজীর নিজ কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি বিবাহের রাত্রে যেরূপ বেশভূষা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ বেশভূষা করিয়া আজিও বাসর-গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাক। যখন তোমার খুল্লতাত-পুত্র বদরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তাহাকে বলিও 'তুমি এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলে?—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি বাহিরে গেলে, আর এত বিলম্ব হইল কেন? আইস শয়ন কর।' দেখিও যেন তাহার অন্যথা না হয়।" উজীর এই কথা বলিয়াই সিন্দুকটী তথায় আনিতে অনুমতি দিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। উজীর সিন্দুকটী উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে

ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধীরে ধীরে বাহির করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিয়া শেষ কোর্ত্তাটী ব্যতীত সমস্ত বস্ত্রগুলি খুলিয়া লইলেন।

বদরএদ্দীন তখনও নিদ্রিত—কি হইতেছে তাহার কিছুই জানেন না—অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইল—দেখিলেন একটী বিস্তীর্ণ গৃহমধ্যে শয়ান. রহিয়াছেন, দীপ সকল চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছি। বদরএদ্দীন একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেলেন, আপনা আপনি বলিলেন "একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি না জাগ্রত আছি?" তিনি উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আর একটী গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই বাসর গৃহ, সেই পর্য্যঙ্ক, সেই তাঁহারই পাকৃড়ী ও বস্ত্রগুলি সমস্তই তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াগেলেন—"একি! আমি নিদ্রিত রহিয়াছি, না জাগ্রত? তিনি কপালে করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন "আল্লার দোহাই—এ যে সেই কন্যার বাটী—একি! আমি যে এই মাত্র সিন্ধুকের মধ্যে ছিলাম!" বদরএদ্দীন আপনা আপনি এইরূপ বলিতেছেন, হঠাৎ সিট্ এল্ হসন মশারির প্রান্তভাগ তুলিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি কি পুনরায় শয়ন করিবে না? এই মাত্র তুমি কোথায় উঠিয়া গিয়াছিলে?" বদরএদ্দীন ফিরিয়া দেখিলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া আপনা আপনি বলিলেন "একি,—এ যে আমার সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে।" তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই পাকৃড়ী, সেই পরিধেয়, সেই মোহরপূর্ণ থলি সকলই রহিয়াছে,—বদরএদ্দীন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সমস্তই জানেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যেন আমি সমস্তই স্বপ্ন দেখিতেছি।" তিনি হতবুদ্ধি হইয়া স্থির-নিশ্চল-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিট্ এল্ হসন বলিলেন "প্রিয়তম! তোমাকে এমন বিমর্শ দেখিতেছি কেন? তুমি কি চিন্তা করিতেছ? হঠাৎ এরূপ ভাবপরিবর্ত্তনের অর্থ কি? আজি সন্ধার সময়ে ত তোমার এরূপ ভাব ছিল না।" বদরএদ্দীন ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, বল দেখি কত বৎসর আমি এখানে ছিলাম না?" রমণী বলিলেন "জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন—তাঁহার পবিত্র নাম তোমার

মঙ্গল করুন—সে কি ?—তুমি যে এই কতক্ষণ শয্যা হইতে উঠিয়া গেলে !—অকস্মাৎ তোমার এরূপ হৃদয়ের বিকার উপস্থিত হইল কেন ?" বদর-এদ্দীন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বটে—তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি দ্বাদশ বৎসর দামাস্কাস নগরে আছি—তথায় একখানি দোকান খুলিয়া পাচকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। একদিন যেন একটী ভাগ্যবানতনয় এক জন খোজার সহিত আমার দোকানে আসিল——" বদরএদ্দীন এইরূপে বালকটীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে কি কি ঘটিয়াছিল বর্ণন করিতে করিতে হঠাৎ যেমন ললাটদেশ মর্দ্দন করিবেন অমনি করতলে সেই ক্ষত-চিহ্নটীর স্পর্শ অনুভূত হইল। বলিলেন "না প্রিয়তমে! এ স্বপ্ন নয়—এ ঘটনাগুলি বোধ হইতেছে আমার জাগ্রদবস্থাতেই ঘটিয়াছিল। এই দেখ, বালকটী প্রস্তর দ্বারা আমার কপালে যে আঘাত করিয়াছিল তাহার চিহ্নটী এখনও আছে।" এই কথা বলিয়াই তিনি নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে পুনরায় বলিলেন "আশ্চর্য্য কি ?—স্বপ্ন হইলেও হইতে পারে—বোধ হয় তখন আমরা উভয়েই নিদ্রিত ছিলাম। —স্বপ্নে বোধ হইল, যেন আমি দামাস্কাস নগরে গিয়াছি। পরিধানে পাক্ড়ীও নাই অঙ্গরাখাও নাই—কেবল একটী কোর্ত্তা মাত্র।—বোধ হইল যেন আমি পাচকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। —এক দিন যেন আমি দাড়িমের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছি।—না, স্বপ্নই বটে তাহার আর সন্দেহ নাই।" বদরএদ্দীন নিস্তব্ধ হইলেন। যুবতী বলিলেন "প্রিয়তম! তোমার স্বপ্ন-বিবরণ শুনিতে আমার বড় ঔৎসুক্য হইতেছে।—তাহার পর কি হইল ?" তিনি প্রিয়তমার নিকট মোরোব্বা-ঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন "যদি আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া না যাইত তাহা হইলে হয় ত দেখিতাম তাহারা পরদিবসেই আমায় ক্রুশে বদ্ধ করিয়া বিনাশ করিতেছে।" সিট্ এল্ হসন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?—কি জন্য প্রাণ-দণ্ড করিত ?" "আমি মোরোব্বায় অল্প মরিচ দিয়াছিলাম বলিয়া" তিনি এই প্রত্যুত্তর দিয়াই বলিলেন "স্বপ্নে কত কি দেখিলাম—তাহারা

যেন আমার দোকান ভাঙ্গিয়া দিল। সমস্ত দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া দিল। অবশেষে আমাকে একটা সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। আবার যেন তাহারা আমাকে বিনাশ করিবার জন্য এক জন ছুতরকে ডাকিয়া একটা কাষ্ঠময় ক্রুশ প্রস্তুত করিতে দিল। যাহা হউক জগদীশ্বর যে এই ভয়ানক ঘটনাগুলি প্রকৃত না করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে ঘটাইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ।" রমণী সমস্ত শুনিলেন—অধরদেশে মধুর স্মিত বিকশিত হইল। স্নেহভরে প্রিয়তমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বদরএদ্দীন বিগত ঘটনাসমূহকে কখন বা সত্য, কখন বা স্বপ্ন মনে করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বদরএদ্দীন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন "জগদীশ্বরের দোহাই, বলুন আপনিই না মোরোব্বায় মরিচ অল্প হইয়াছিল বলিয়া আমার দোকান ভূমিসাৎ করিয়া দিতে এবং আমাকে বান্ধিয়া আনিতে অনুমতি দিয়াছিলেন?" উজীর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ আমিই সেই—বৎস! এতদিনের পর যাহা সত্য তাহা প্রকাশিত হইল—যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহা জানা গেল। তুমি আমার সহোদরের পুত্র। আমি যে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা, কেবল তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত। তোমায় আমি কখন দেখি নাই, আমি কিরূপে চিনিব—সেই জন্য এইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিতে হইল। তুমি বাড়ীটী দেখিয়াই চিনিতে পারিলে—নিজের পাক্‌ড়ী, পরিধেয় অপরাপর বস্ত্র ও মোহরের তোড়া প্রভৃতি দ্রব্যগুলি চিনিতে পারিলে, আমারও সন্দেহ দূর হইল। জানিলাম তুমিই আমার জামাতা। যাহাহউক এল্ বস্রা হইতে তোমার মাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি, তোমাকেও বহুদিনের পর প্রাপ্ত হইলাম।" তিনি এই কথা বলিয়াই ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হসন বদরএদ্দীন জ্যেষ্ঠতাতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন,—তাঁহারও নয়নদ্বয় দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। "বৎস! এই সমস্ত ঘটনার মূলকারণ কেবল তোমার পিতার সহিত আমার একটি সামান্য বচসামাত্র।" উজীর এই কথা বলিয়াই

নূরএদ্দীনের সহিত তাঁহার যেরূপ বিতণ্ডা হয়—তিনি যে রূপে নিরুদ্দেশ হন, সেই সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন।

অনন্তর শেম্‌স্‌এদ্দীন আজীবকে তথায় আনিতে বলিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় উপস্থিত করিল। বদরএদ্দীন নিজ পুত্রকে দেখিয়াই বলিলেন "এই যে, এই বালকটীই প্রস্তরাঘাতে আমার মস্তক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।" উজীর বলিলেন "বৎস! এটী তোমারই পুত্র।" তিনি স্নেহভরে নিজ তনয়কে আলিঙ্গন করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন:—

কত দিন হায় করেছি রোদন
বিচ্ছেদ-যাতনা সহিয়ে কত!
কত যে ঝরেছে এ দুই নয়ন
বরষা-মেঘের ধারার মত!
দিবা নিশি কত করেছি প্রার্থন
পুনরায় হায় মিলন তরে,
এখন্ সে সব হইলে স্মরণ
হৃদয় পরাণ কেমন করে।
আজি সে কামনা হইল পূরণ—
নাহি ধরে হৃদে আনন্দ তায়—
উল্লাসে মাতিয়া যুগল নয়ন
করিল বর্ষণ সলিল হায়!
আঁখিরে!—একি তোর ধারা?
চির দুখ ভোগে, অভ্যাস যাহায়
দিবস রজনী করিয়াছ হায়
আজিও কেনরে ভুলিলেনা তায়—
সুখের সময়ে দুখীর পারা?

বদরএদ্দীনের কবিতাটী শেষ হইবামাত্র তাঁহার জননী তথায় আসিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং আনন্দ-গদগদ স্বরে এই কবিতা-চরণ কয়টী পাঠ করিলেন :—

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে অদৃষ্ট ! আমার
চির দুখানলে হৃদি দহিবার তরে।
কোথা আজি বল সেই প্রতিজ্ঞা তোমার ?
বিলীন সে দিন আজি সময়-সাগরে।
কেন আর ?—যাও ফিরে। সুদিন উদয়
হইয়াছে—গিয়াছে সে কুদিন আমার,
পাইয়াছি ফিরে সেই প্রাণের তনয়।
করিলাম দান চির-বিদায় তোমার।

সকলে একত্রে মিলিত হইলেন,—আনন্দের আর সীমা রহিল না। বদর-এদ্দীনের জননী পুত্রের অনুপস্থিতি সময়ে যে যে ঘটনা সকল ঘটিয়াছিল তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন। বদরএদ্দীনও বস্রা হইতে পলায়নের পর যে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলেন। উজীর তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকটে গিয়া নিজ ভ্রমণ-বিবরণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান আশ্চর্য্য ঘটনাসমস্ত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং একজন কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া বিবরণটী সমস্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া রাখিতে বলিলেন।

জাফর গল্পটী সমাপ্ত করিয়া বলিলেন "ধার্ম্মিক-রাজ! এখন আপনিই বিচার করিয়া দেখুন কোনটী অধিক আশ্চর্য্য।" হারুণ উর্ রসীদ বলিলেন "যথার্থ,—মন্ত্রীবর তোমার গল্পটী যথার্থই অদ্ভুত ও মনোহর। তদনন্তর তিনি সেই স্ত্রী-হন্তা যুবকটীকে নিজ ভোগ্যাদিগের মধ্য হইতে একটী রমণী প্রদান করিলেন এবং সুখসম্ভোগে জীবন-যাপনোপযোগী বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দিয়া নিজ সহচররূপে নিযুক্ত করিলেন।



দরজী ও কুব্জ।

ইতি পূর্ব্বকালে এল্‌বস্রা প্রদেশে একজন দরজী বাস করিত। সে বড় কৌতুক-প্রিয় ছিল। নিজ ব্যবসায়ে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহাতেই বিনা ক্লেশে তাহার অভাব সকল পূর্ণ হইত। সুতরাং সে অনায়াসে সুখ স্বচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদে কাল অতিবাহিত করিত। সে এতদূর আমোদ-প্রিয় ছিল যে সময়ে সময়ে পথিকদিগের নানারূপ অঙ্গভঙ্গী, কুৎসিত পুরুষদিগের হাস্যোদ্দীপক বদন-বিকৃতি দেখিবার জন্য সস্ত্রীক রাজপথে বেড়াইতে যাইত।

একদিন দরজী অপরাহ্ন সময়ে সহধর্ম্মিণীর সহিত বেড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে পথে হঠাৎ একটী বিকৃত-বদন খর্ব্বাকৃতি কুব্জের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দরজী তাহার হাস্যোদ্দীপক বদনভঙ্গী দেখিয়া নিকটে

গিয়া বলিল "ওহে অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ আমোদ আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা করি; বোধ হয় আমাদের সহিত আহার করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই। যদি অস্বীকৃত না হও, তবে আমাদের সহিত আইস আমরা তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলাম।"

কুব্জ তাহার কথায় স্বীকৃত হইল। দরজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিল এবং বাজার হইতে কিঞ্চিৎ মৎস্যের কাবাব, রুটী, লেবু প্রভৃতি ফলমূল ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিল।

ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। তিনজনেই একত্রে আহার করিতে বসিল। দরজী-দম্পতির আর আনন্দের সীমা নাই—আহারকালে কুব্জের যত মুখভঙ্গী দেখিতেছে ততই হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে দরজী-জায়া একখানি বৃহৎ মৎস্যখণ্ড লইয়া কুব্জের মুখে পূরিয়াদিল এবং হস্তদ্বারা তাহার মুখ আবৃত করিয়া বলিল "এই মৎস্যগ্রাসটী তোমায় গিলিয়া ফেলিতে হইবে, আমি চর্ব্বণ করিতে সময় দিব না।" কুব্জ তাহার কথা শুনিয়া যেমন গিলিতে যাইবে, মৎস্যের সঙ্গে একটী বৃহৎ কাঁটা ছিল অমনি তাহা তাহার গলনালির মধ্যে বিদ্ধিয়া গেল। সে অমনি গতাসু ভূতলে নিপতিত হইল। "এ কি!—এ কি বিভ্রাট—কি হইবে?—উপায়?" ভয়ে দরজীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, বলিল "আহা নির্দ্দোষী—নিরপরাধী।—হায়! ইহার অদৃষ্টে এইরূপে আমাদের হস্তেই মৃত্যু নিরূপিত ছিল। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ব্যতিত আর কাহারও ক্ষমতা বা শক্তি নাই।" রমণী বলিল "আর দেখিতেছ কি? বিলম্ব করিতেছ কেন? এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।" দরজী ব্যাকুলভাবে বলিল "তাইত—কি করিব?—এখন আমি কি করিতে পারি?" রমণী বলিল "উঠ, আর বিলম্ব করিওনা ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া লও এবং একখানি কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল। যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে বলিও এটী আমার পুত্র,—আর আমায় দেখাইয়া বলিও ইনিই ইহার জননী—বালকটীর বড় পীড়া হইয়াছে তাই ঔষধ আনিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইতেছি।"

চতুরার বাক্য শুনিয়াই দরজী তৎক্ষণাৎ শবটী ক্রোড়ে তুলিয়া লইল এবং একখানি রেশমী বস্ত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লইয়া চলিল। রমণীও

তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চতুরা যেন স্নেহভরে আপনার পুত্রকেই বলিতেছে এই ভাবে বলিতে লাগিল "আহা, বৎস! জগদীশ্বর করুন শীঘ্র আরোগ্য হও কোথায় তোমার বেদনা বোধ হইতেছে?—কোন্ স্থানে বসন্ত নির্গত হইয়াছে?—ভয় কি, ঔষধ খাইলেই ভাল হইয়া যাইবে এখন, ভয় কি?" পথের লোকে, জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, বসন্ত-রোগী শুনিয়াই ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল। দরজী-দম্পতি অবাধে কুব্জের মৃত শরীর রাজপথ দিয়া লইয়া চলিল। দরজী পথে যাহাকে দেখে তাহাকেই কপট ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া চিকিৎসকের বাটীর পথ কোন্ দিকে? কোথায় গেলে এত রাত্রে চিকিৎসক পাওয়া যাইবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পথিকগণ তাহাকে একটী ইহুদী চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর বাটী দেখাইয়াদিল। দরজী-দম্পতি ইহুদীর বাটীতে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একজন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাসী দ্বার খুলিয়া দিল। দাসী দেখিয়াই বুঝিল স্ত্রী পুরুষে পীড়িত সন্তানকে দেখাইবার জন্য আনিয়াছে, বলিল "আপনাদের কি প্রয়োজন?" "আমাদের এই সন্তানটীর বড় উৎকট পীড়া হইয়াছে,—চিকিৎসক মহাশয়কে একবার দেখাইবার জন্য আনিয়াছি।" দরজী-রমণী এই বলিয়াই দাসীর হস্তে একটী সিকি-মোহর প্রদান করিয়া বলিল "যাও এই স্বর্ণ মুদ্রাটী তোমার প্রভুকে দিয়া একবার নিম্নে আসিয়া আমাদের পুত্রটীকে দেখিতে বল। আহা বাছার বড় উৎকট পীড়া!" দাসী তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুকে আহ্বান করিবার জন্য উপরে চলিয়া গেল। এই অবসরে দরজী-রমণী স্বামীকে বলিল "আর কেন, এই বেলা ইহাকে রাখিয়া পলায়ন করা যাউক।" দরজী অমনি একটী বারাণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মৃতদেহটী, দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া সস্ত্রীক দ্রুত পলায়ন করিল।

এদিকে ক্রীতদাসী প্রভুর নিকটে গিয়া বলিল "প্রভু! নিম্নে একজন স্ত্রী ও একটী পুরুষ একটী রুগ্ন সন্তান লইয়া আসিয়াছে। তাহারা রুগ্নের জন্য আপনার ব্যবস্থা চায়। আপনার জন্য এই সিকি-মোহরটী দিয়া তাহারা নিম্নে অপেক্ষা করিতেছে। একবার শীঘ্র আসুন।" ইহুদী অর্থ পাইয়া প্রীত হইল এবং তাড়াতাড়ি আলোক না লইয়াই দ্রুত নামিয়া আসিল। দরজী কুব্জের শবটী বারাণ্ডার সোপানের ঠিক উপরেই বসাইয়া

রাখিয়াছিল। ইহুদী যেমন নামিয়া আসিবে অমনি তাহার চরণাঘাতে শবটা গড়াইতে গড়াইতে প্রাঙ্গণ ভূমিতে আসিয়া পড়িল। সে এই ব্যাপার দেখিয়াই ভীত হইয়া বলিল "হায় আমি কি করিলাম। হা জগদীশ্বর! হা এজ্‌রা! হা আরুণ! হা ননের পুত্র জশুয়া! আমি কি করিলাম! আমি বুঝি রোগীকে আরোগ্য করিতে আসিয়া অন্ধকারে তাহারই প্রাণ বিনাশ করিলাম! কি হইবে? এখন কি করিব?" ইহুদী ভয়ে ব্যাকুল—রোগীর সঙ্গের লোক দুই জন যে কোথায় গেল তাহা আর তাহার বিবেচনা হইল না। ত্বরিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে গিয়া কুব্জের মৃত শরীরটী পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—দেখিল যথার্থ-ই সে মরিয়া গিয়াছে। কি হইবে? এখন সে কি করিবে? ভাবিয়া আকুল। রাজপুরুষগণ যদি জানিতে পারে তাহা হইলেইত সর্ব্বনাশ! ইহুদী শবটী নিজ সহধর্ম্মিণীর নিকটে লইয়া গিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল। সে বলিল "তুমি অলসের ন্যায় আর অপেক্ষা করিতেছ কেন? যদি এই ভাবে সমস্ত রজনী কাটিয়া যায়, তাহা হইলে প্রাতে নিশ্চয়ই আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। রাজপুরুষগণ যদি জানিতে পারে তাহা হইলেই আমরা গেলাম! তাহা হইলেই রাজদণ্ডে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই—চল, শীঘ্র চল, আমরা দুই জনে ইহাকে ছাতের উপরে লইয়া যাই, এবং সেখান হইতে পার্শ্বস্থ মুসলমান প্রতিবেশীর বাটীতে ফেলিয়া দি। আমাদের প্রতিবেশী সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ, তাহার বাটীতে সর্ব্বদাই মাংসাদি খাদ্যদ্রব্য থাকে, সেই লোভে প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিড়ালগণ ছাত হইতে তাহার বাটীতে লাফাইয়া পড়ে সুতরাং ফেলিয়া দিবার সময় যদি কোনরূপ শব্দ হয়, তাহা হইলেও কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিবে না। বিশেষতঃ তাহাদের বাটীতে যেরূপ সর্ব্বদা কুক্কুরের গতায়াত তাহাতে হয়ত রাত্রের মধ্যেই তাহারা মৃত শরীরটা সমস্ত উদরস্থ করিয়া ফেলিবে। অতএব চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই এখনই ইহাকে সেইখানে ফেলিয়া দেওয়া যাক্।" ইহুদী-দম্পতি এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াই মৃতদেহটী ছাতের উপরে লইয়া গেল এবং ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ বাটীতে নামাইয়া দিয়া একটী ভিত্তির পার্শ্বে ঠেসাইয়া রাখিল।

সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ বাটীতে ছিল না। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিল এবং দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একটী আলোক হস্তে উপরে গেল। অমনি সেই আলোকে কুব্জের শবমূর্ত্তি তাহার নয়নপথে নিপতিত হইল। দেখিল রন্ধনশালার বিপরীত দিকে যেন এক ব্যক্তি নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বলিল "একি, চোর্ চোর্—আমি মনে করি বুঝি রন্ধনশালা হইতে মাংসাদি সমস্ত বিড়ালে খাইয়া যায়। এ ত বিড়াল নয়, এ যে মনুষ্য-চোর!—আমি যদি পাড়ার সমস্ত বিড়াল ও কুক্কুর বিনাশ করি তাহা হইলেও ত এ চুরি নিবারণ হইবে না। ভাল, আজ তোর আমি বিশেষ প্রতিফল দিতেছি। নরাধম! যা দেখিস্ তাই চুরি করিস্—কি মাংস কি চর্ব্বি কিছুই রাখিয়া নিস্তার নাই! আমি বিড়াল কুক্কুরের ভয়ে লুকাইয়া রাখি, এ নরাধম এই ছাত হইতে নামিয়া আসিয়া অনায়াসে তাহা চুরি করিয়া লইয়া যায়। ভাল—পাঁচ দিন চোরের এক দিন সাধুর।" এই কথা বলিয়াই সে একটী বৃহৎ মুদ্গর লইয়া মৃত কুব্জের স্কন্ধদেশে প্রহার করিল এবং "কেমন পাজি, স্ব কর্ম্মের উত্তম প্রতিফল পাইতেছিস্" এই কথা বলিয়া প্রহারের উপর প্রহার, অনবরত প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মুদ্গরাঘাতে শবটী অবলম্বন হইতে সরিয়া সশব্দে ভূতলে নিপতিত হইল। সহসা তাহার মনে ভয়ের উদয় হইল।—"বুঝি প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিলাম।" তাড়াতাড়ি আলোকটী আনিয়া, শবদেহটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিল। দেখিল চোর প্রাণত্যাগ করিয়াছে। "কি হইবে? কি করিলাম!" ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বলিল "সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই। হায় আমি কি করিলাম—এখনই রাজ-পুরুষগণ আমাকে লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ড করিবে। যাক্ আমার মাংস, চর্ব্বি, আহারীয় সমস্ত যাক্—সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাক্—আমার সর্ব্বস্ব যাক্, আমি ইহাকে কেন এত প্রহার করিলাম। এখন কি হইবে, আমি কিরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব?—জগদীশ্বর! করুণাময়! তোমার অসীম দয়ার ছায়ায় আমায় রক্ষা কর।" সে হতবুদ্ধি হইয়া কম্পিত-কলেবরে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। কি করে—কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এ ঘোর বিপদ্ হইতে নিস্কৃতি পায়, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। নিশা প্রায় শেষ হইয়া যায় আর ভাবিবারও সময় নাই,—সে ত্বরিত শবটী নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া নামিয়া আসিল এবং ধীরে ধীরে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া চলিল। ঘোর অন্ধকার, নির্জ্জন পথ,—অবাধে বাজারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেইখানে একটী দোকানের পার্শ্বে শবটীকে দণ্ডায়মান ভাবে ঠেসাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই এক জন খ্রীষ্টীয়ান দালাল সুরাপানোন্মত্ত হইয়া সেই রাত্রিকালেই সাধারণ স্নানশালায় স্নান করিবার জন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। দৈববশে সে টলিতে টলিতে কুব্জের নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইল। সহসা তাহার নয়ন মৃত শরীরের দিকে নিপতিত হইল, দেখিল একটা লোক নিজপার্শ্বেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় চোরে তাহার মস্তক হইতে পাক্ড়ী চুরি করিয়া লইয়াছিল,* সুতরাং সে শবটী দেখিয়াই মনে করিল বুঝি আবার সেইরূপ পাক্ড়ী চুরি করিবার জন্য নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমনি ক্রোধভরে সবলে তাহাকে একটী মুষ্টাঘাত করিল। কুব্জের মৃত শরীর তাহার সেই প্রহারে ভূতলে নিপতিত হইল। খ্রীষ্টীয়ান শবের বক্ষঃস্থলে উপবিষ্ট হইয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বাজারের প্রহরীকে ডাকিতে লাগিল। তাহার সেই প্রচণ্ড চীৎকারে প্রহরী তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন খ্রীষ্টীয়ান † একটী মুসলমানকে ভূতলে ফেলিয়া দিয়া অনবরত প্রহার করিতেছে। দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া গেল এবং হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা খ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠে সবলে প্রহার করিয়া বলিল "ওঠ্ নরাধম পাজী—উহাকে এখনই ছাড়িয়া দে।" খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রহরী কুব্জকে

---

* আমাদের দেশে যেমন গাঁটকাটারা গাঁট কাটে বা জামার জেব হইতে দ্রব্যাদি তুলিয়া লয়। সেইরূপ আরবদেশে রাত্রে পাক্ড়ী চুরি হইয়া থাকে। আরবীয়েরা বহুমূল্য দ্রব্য বা অর্থাদি প্রায় পাক্ড়ীতেই বান্ধিয়া রাখে।

† পূর্ব্বকালে আরব দেশে মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান প্রভেদ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত।

ভূতল হইতে উত্তোলন করিবার জন্য তাহার নিকটে গেল। দেখিল সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। "এ কি! কাফের খ্রীষ্টীয়ানের এতদূর সাহস! এক জন মুসলমানকে অনায়াসে বধ করিল?" প্রহরী এই কথা বলিয়াই খ্রীষ্টীয়ানের হস্তদ্বয় রজ্জু দ্বারা পশ্চাদ্দিকে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ওয়ালীর বাটীতে লইয়া চলিল। ভয়ে খ্রীষ্টীয়ানের প্রাণ উড়িয়া গেল। বলিল "সে কি! আমি কুব্জকে মারিয়া ফেলিলাম!—হা জগদীশ্বর, হা পবিত্রা কুমারী মেরী! আমি ইহাকে কিরূপে বধ করিলাম?—কি আশ্চর্য্য আমিত ইহাকে তেমন কিছু অধিক প্রহার করি নাই তবে যে এত শীঘ্রই মরিয়া গেল?" প্রহরীর দারুণ প্রহারে তাহার নেশার ঘোর ছুটিয়া গেল। সে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিজ দুরবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয়ান বন্দী ও কুব্জের মৃতদেহ সে রাত্রি ওয়ালীর বাটীতেই রহিল। ওয়ালী পর দিবস প্রাতেই জল্লাদদিগকে ডাকিয়া খ্রীষ্টীয়ান দালালের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাড়ায় পাড়ায় পথে পথে বাজারে বাজারে ঘোষণা করিয়া আসিল। ক্ষণমধ্যেই বধ-ভূমি দর্শকে পূর্ণ হইয়া গেল। ওয়ালী খ্রীষ্টীয়ানকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিম্নে দাঁড় করাইয়া দিলেন। জল্লাদ তাহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিল। আর বিলম্ব নাই, ওয়ালী একবার ইঙ্গিত করিলেই দালালের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়—সহসা সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ জনতা অপসৃত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল কুব্জকে হত্যা করার জন্য দালালে, প্রাণদণ্ডের উদ্যোগ হইতেছে—দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গিয়া বলিল "করেন কি! করেন কি! এব্যক্তি নির্দ্দোষী ইহাকে বধ করিবেন না—কুব্জকে আমি বিনাশ করিয়াছি।" ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি, তুমি হত্যা করিয়াছ?—কেন হত্যা করিলে?" সে বলিল "কল্য রাত্রে বাটীতে গিয়া দেখিলাম। কুব্জ আমার বাটীর পার্শ্বস্থ একটা ছাত হইতে নামিয়া আসিয়া আমার দ্রব্যাদি সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেখিয়াই আমার অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল, আমি একটী মুদ্গর লইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে সবলে প্রহার করিলাম। সে সেই প্রহারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন কি করি প্রাণের ভয়ে মৃত দেহটী লইয়া বাজারের সম্মুখে অমুক গলির নিকটে অমুক দোকানের সম্মুখে রাখিয়া

আসিলাম। দালাল তাহাকে বধ করে নাই—সে তাহার পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। একের দোষে অপরের প্রাণদণ্ড হওয়া কখনই উচিত নহে। অতএব খ্রীষ্টীয়ান দালালকে অব্যাহতি দিয়া আমার প্রাণদণ্ড করুন। আমিই প্রকৃত অপরাধী।" ওয়ালী সমস্ত শুনিয়া জল্লাদকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "এই লোকটী আপনি স্বয়ং কুব্জের হত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিতেছে, অতএব খ্রীষ্টীয়ান দালালকে অব্যাহতি দিয়া ইহারই প্রাণদণ্ড কর।" জল্লাদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিম্নে লইয়া গেল এবং খ্রীষ্টীয়ানের গলদেশ হইতে রজ্জু খুলিয়া পাকশালাধ্যক্ষের গলায় বান্ধিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ইহুদী চিকিৎসক জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন না—ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন না। এ হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত দোষী আমি—আর কেহই নহে। হত্যার প্রকৃত বিবরণ এই,—গত কল্য সন্ধ্যার পর কুব্জটী আরোগ্য লাভার্থ চিকিৎসার্থী হইয়া আমার বাটীতে যায়। আমি তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন নিম্নে নামিয়া আসিব, সে বারান্দার সিঁড়ির উপরেই উপবিষ্ট ছিল অন্ধকারে আমারই চরণাঘাতে উপর হইতে নিম্নে পড়িয়া যায়, সেই পতনই উহার মৃত্যুর কারণ। কুব্জের মৃত্যু হইলে নিজ দোষ গোপন করিবার অন্য উপায় না পাইয়া আমার প্রতিবেশী পাকশালাধ্যক্ষের বাটীতে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, ইনি সেই মৃত দেহকেই চোর বিবেচনায় প্রহার করিয়াছিলেন বস্তুতঃ সে তাহার অগ্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অতএব ইহাঁকে অব্যাহতি দিয়া আমারই দণ্ড বিধান করুন।" ওয়ালী পাকশালাধ্যক্ষকে ছাড়িয়া দিয়া ইহুদী চিকিৎসকেরই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলেন। ঘাতক তৎক্ষণাৎ ইহুদীকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিম্নে আনিল এবং পাকশালাধ্যক্ষের গলার ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া দিল। আ! এ আবার কি! দরজী আসিয়া উপস্থিত! সে জনতার মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিল "নির্দ্দোষী ইহুদীর বিনা অপরাধে জীবন বিনাশ করিবেন না। কেহই এ হত্যাকাণ্ডের যথার্থ বিবরণ জানে না। প্রকৃত দোষী আমি—যদিও আমি স্বহস্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বধসাধন করি নাই, তথাপি আমিই তাহার প্রাণবিনাশের মূল কারণ। হত্যার প্রকৃত বিবরণ এই—গত কল্য অপরাহ্নে আমি সস্ত্রীক ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি পথিমধ্যে দেখিলাম



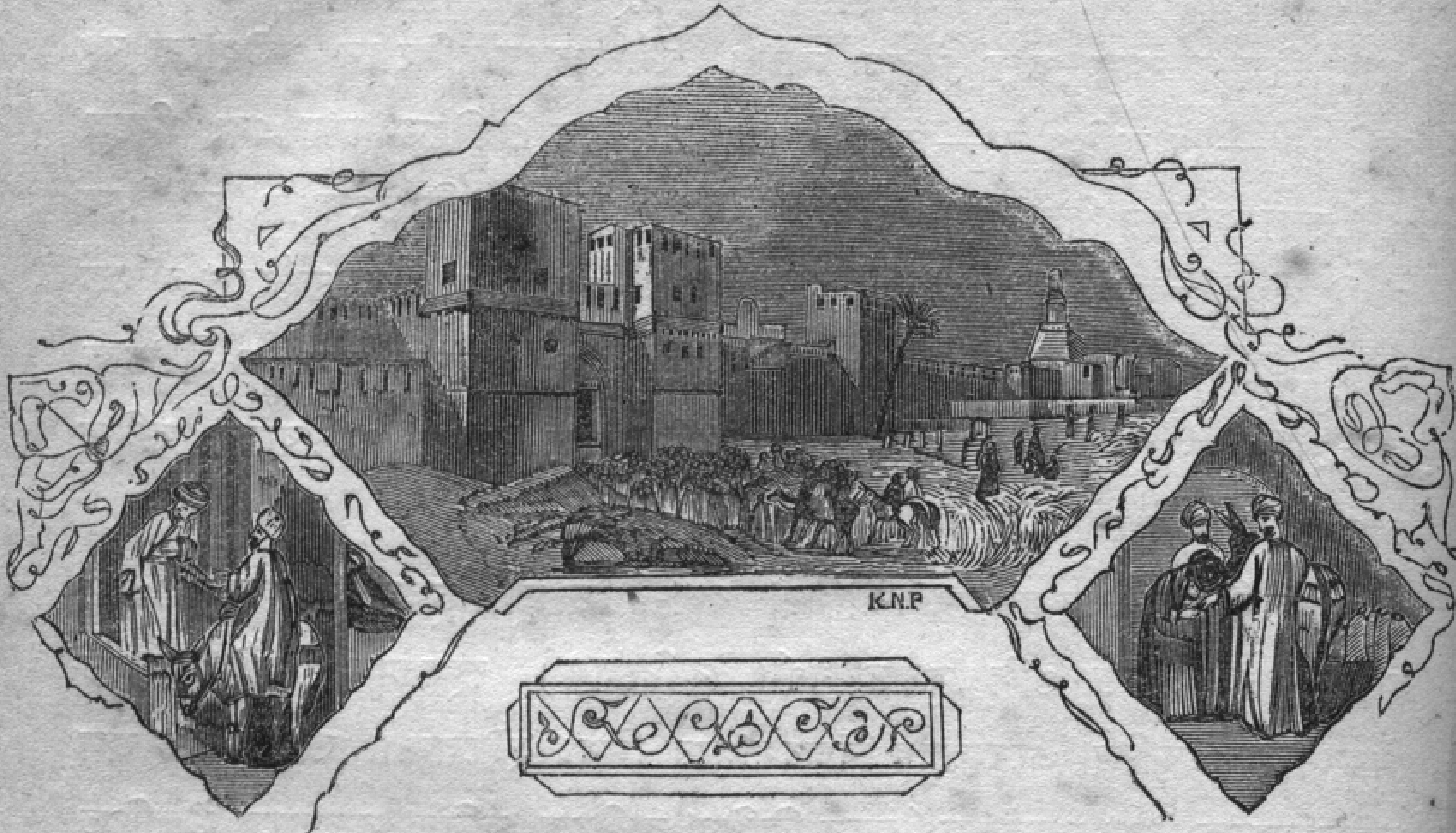
কুব্জটী সুরাপানে মত্ত হইয়া একখানি খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে যাইতেছে। তাহার সেই হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গী দেখিয়া মনে বড় আনন্দের উদয় হইল, নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলাম এবং কিঞ্চিৎ মৎস্য ও মিষ্টান্নাদি কিনিয়া আনিয়া তাহার সহিত একত্রে আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার স্ত্রী কৌতুক করিয়া কিঞ্চিৎ মৎস্য ও এক গ্রাস রুটী তাহার মুখে ঠাসিয়া দিয়া, তাহাকে সে সমস্ত একেবারে গিলিয়া ফেলিতে বলিল। কুব্জ তাহার কথায় যেমন গিলিতে যাইবে, অমনি সেগুলি গলায় লাগিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন কি করি, প্রাণভয়ে আমরা স্ত্রী পুরুষে তাহাকে এই ইহুদী চিকিৎসকের বাটীতে লইয়া গেলাম। একটী ক্রীতদাসী আমাদের দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা তাহার হস্তে ইহাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া আমাদের আগমন-বার্ত্তা জানাইতে বলিলাম। দাসী চলিয়া গেল; আমরা সেই অবকাশে কুব্জের মৃত দেহটী বারাণ্ডার ঠিক সিঁড়ির উপরে রাখিয়া প্রস্থান করিলাম। তাহার পরেই চিকিৎসক মহাশয় যেমন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিবেন, অমনি তাঁহার চরণের আঘাতে মৃত দেহটী গড়াইতে গড়াইতে নিম্নে আসিয়া পড়িল। কেমন মহাশয়, এইত ঠিক?" ইহুদী বলিল "হাঁ—যথার্থই সেইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর দরজী ওয়ালীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ইহুদীকে ছাড়িয়া দিন্—এ হত্যাকাণ্ডে আমিই প্রকৃত দোষী—অতএব আমারই প্রাণদণ্ডের বিধান করুন।" ওয়ালী সমস্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "যথার্থই এ বিবরণটী পুস্তকে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত বটে।" তিনি এই কথা বলিয়াই ইহুদীকে ছাড়িয়া দিতে এবং তৎপরিবর্ত্তে দরজীর প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি করিলেন। ঘাতক

এইরূপ বারম্বার পরিবর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া বলিল "যদি আর কেহ থাকে এই বেলা তাহার নিষ্পত্তি করুন, কতবার আমরা এইরূপ এক জনকে ছাড়িয়া আর এক জনকে ধরিব। আপনি একবার এক জনের প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি দিবেন, আবার তখনই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বল্লিবেন, তবে কি আমরা এক জনেরও প্রাণদণ্ড করিব না, কেবল এইরূপই করিতে থাকিব?"

মৃত কুব্জটী সুলতানের ভাঁড় ছিল। সুলতান সর্ব্বদাই তাহার রঙ্গ দেখিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন; তিলার্দ্ধও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এখন তাহার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তিনি চিন্তিত হইয়া পারিষদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কল্য রাত্রি হইতে কুব্জকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?" তাহারা বলিল "প্রভু! সে কল্য রজনীতে অকস্মাৎ নিহত হইয়াছে। অদ্য প্রাতে ওয়ালী তাহার মৃতদেহ পাইয়া হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেয়। প্রথমে যাহাকে অপরাধী নিরূপণ করা হইয়াছিল তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিম্নে লইয়া গিয়া প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করা হইতেছে এমত সময়ে আর এক ব্যক্তি আসিয়া, বলিল 'আমি কুব্জকে হত্যা করিয়াছি আমার দণ্ডবিধান করুন, নির্দ্দোষীকে ছাড়িয়া দিন্।' ওয়ালী তাহারই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। তাহাকে বধ করা হয় আর বিলম্ব নাই—সহসা আর এক জন আসিয়া বলিল 'আমিই কুব্জের প্রকৃত হন্তা—আমি এই এইরূপে উহাকে বিনাশ করিয়াছি, আমারই প্রাণদণ্ড করুন।' ওয়ালী পূর্ব্বের লোকটীকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল, তাহারও কণ্ঠে রজ্জু সংলগ্ন হইল। আবার আর এক জন আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে একে একে তিন জন লোক বধ-ভূমিতে প্রবেশ করত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিয়া নিজ নিজ স্কন্ধে দোষ আরোপ করিয়াছে। ওয়ালী সর্ব্বশেষে আগত এক জন দরজীরই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিয়াছেন। বোধ করি এখনও তাহাকে বধ করা হয় নাই।" সুলতান এক জন পারিষদ্‌কে বলিলেন "যাও এখনই ওয়ালীর নিকটে গিয়া বল আমি সকলকে দেখিতে ইচ্ছা করি। সে তাহাদিগকে শীঘ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক।" আজ্ঞা মাত্রেই তিনি দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। দেখিলেন দরজীর কণ্ঠদেশে রজ্জু সংলগ্ন হইয়াছে, ঘাতক তাহার প্রাণ বিনাশ করে আর বিলম্ব নাই। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "উহাকে বধ করিওনা—বধ করিও না—সুলতান স্বয়ং সকলকে দেখিতে চান এবং নিজে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করিতে ইচ্ছা করেন।" ওয়ালী তৎক্ষণাৎ দরজীকে ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে খুলিয়া দিতে বলিলেন। জল্লাদ তাহার কণ্ঠদেশ হইতে রজ্জু খুলিয়া লইল। তিনি দরজী, ইহুদী, রাজ-পাকশালাধ্যক্ষ ও খ্রীষ্টীয়ান এই চারি জনকে এবং কুব্জের মৃতদেহটী সঙ্গে লইয়া পারিষদের সহিত রাজ-প্রাসাদোদ্দেশে চলিলেন।

ওয়ালী সুলতান-সমীপে আসিয়া যথা-রীতি ভূমি চুম্বন করিলেন এবং হত্যাঘটিত বিবরণগুলি সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান সেই অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখনি এক জন পরিচারককে উপাখ্যানটী স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে বলিয়া সভাস্থলে উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি এরূপ অদ্ভুত উপাখ্যান আর কখন কোথাও শুনিয়াছ?" খ্রীষ্টীয়ান দালাল সুলতানের সম্মুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল "রাজন্! যদি এ দাসের প্রতি অনুমতি হয়, তাহা হইলে দাস একটী উপাখ্যান বর্ণন করে—দাসের বিবেচনায় সে গল্পটী এই কুব্জের উপাখ্যানের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ও মনোহর।" সুলতান বলিলেন "ভাল, আমি অনুমতি দিলাম, তুমি উপাখ্যানটী বর্ণন কর।" দালাল বলিতে আরম্ভ করিল:—



খ্রীষ্টীয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান।

হে বল-পরাক্রম! প্রভুত-প্রতাপ! বস্রাধিপতি! শ্রবণ করুন। এই এল্ বস্রা প্রদেশ আমার জন্ম স্থান নহে, আমি প্রথমে বাণিজ্যকরণাভিপ্রায়ে এস্থানে আগমন করিয়াছিলাম, অবশেষে অপ্রতিবিধেয় বিধির নিবন্ধে আপনার রাজ্যের অধিবাসী-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। আমি প্রসিদ্ধ কপ্ট-্বংশীয়, কায়রো নগর আমার জন্মস্থান। আমার পিতা তথাকার এক জন সুপ্রসিদ্ধ দালাল ছিলেন। আমি তাঁহার নিকটেই দালালী শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমার যখন পূর্ণ বয়স তখন আমার পিতার কাল হইল; আমি তাঁহার ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইলাম।

একদিন আমি দোকানে বসিয়া আছি, এক জন বহুমূল্য-পরিচ্ছদধারী সুশ্রী যুবক গর্দ্দভারোহণে* আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন

---

* আমাদের দেশে গর্দ্দভারোহণ যেরূপ লজ্জাকর আরবদিগের মধ্যে সেরূপ নহে। কথিত আছে মিশর দেশীয় গর্দ্দভ ঘোটকের অপেক্ষাও উত্তম।

আমিও উঠিয়া তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। যুবক একখানি রুমালের মধ্য হইতে কতকগুলি তিল বাহির করিয়া বলিলেন "এইরূপ তিলের আর্ডেব্* কি দর বিক্রয় হইতে পারে?" আমি বলিলাম এক শত রজত মুদ্রা। তিনি বলিলেন "তবে তুমি কয়াল ও মুটে সঙ্গে করিয়া বাব এন্ নাসির প্রদেশে এল্ জাওয়ালী ভবনে গমন কর। সেইখানে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিয়া যুবক তিলের নমুনাশুদ্ধ রুমাল খানি আমার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও ক্রেতার অন্বেষণে বহির্গত হইলাম। বাজারে প্রত্যেক আর্ডেব তিলের একশত বিংশতি রজত-মুদ্রা দর পাইলাম। সুতরাং চারি জন মুটে সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম। দেখিলাম, সেখানে যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়াই একটী শস্যাগারের নিকটস্থ হইলেন এবং তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা গৃহস্থিত তিলগুলি ওজন করিতে আরম্ভ করিলাম। গোলার মধ্যে পঞ্চাশৎ আর্ডেব তিল ছিল। যুবক আমাকে বলিলেন "তুমি প্রত্যেক আর্ডেব্ তিলে দশ রজত-মুদ্রা দালালী পাইবে ও সমস্ত মালের দাম তুমি নিজের কাছে রাখিবে। মালের মোট মূল্য পাঁচ সহস্র রজত-মুদ্রা। সেই পাঁচ সহস্র মুদ্রার মধ্যে পাঁচশত মুদ্রা তোমার নিজের, অবশিষ্ট চারি হাজার পাঁচশত মুদ্রা আমার প্রাপ্য। আমার অপরাপর শস্যাগারে যত শস্য আছে সমস্ত বিক্রীত হইলে আমি তোমার নিকটে গিয়া আমার প্রাপ্য গ্রহণ করিব।" আপনার যাহা অভিরুচি—এই কথা বলিয়া আমি তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া বিদায় হইলাম এইরূপে সে দিবস আমার, দালালী বাদ, এক সহস্র রজত-মুদ্রা লাভ হইল।

এক মাস কাল যুবকের সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইল না, এক মাস অতীত হইলে তিনি এক দিবস আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার টাকা কোথায়?" আমি বলিলাম, আপনার টাকা মজুত আছে।

* আর্ডেব্—পরিমাণ-বিশেষ—আর্ডেব্ নানাস্থানে নানারূপ। কায়রোর এক আর্ডেব্ আমাদের দেশীয় পরিমাণে প্রায় তিন মণ পঁচিশ সের।

তিনি বলিলেন "আচ্ছা, আমি যত দিনে আসিয়া তোমার নিকট হইতে টাকা গ্রহণ না করি ততদিন তুমি আমার টাকা তোমার নিকটেই মজুত রাখ।" তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, পুনর্ব্বার এক মাস আর তাঁহার কোন সমাচার পাইলাম না। এক মাস অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার টাকা কোথায়?" তাঁহাকে দেখিয়া আমি গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিলাম, এবং আমার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না। "আমি এখন চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া তোমার নিকট হইতে টাকা লইব, সেই পর্য্যন্ত টাকা তোমার কাছেই থাকুক।" এই কথা বলিয়া যুবক পুনরায় প্রস্থান করিলেন। আমিও গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সমস্ত টাকা কড়ায়গণ্ডায় মজুত করিয়া তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এবারও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এক মাস অনুপস্থিত হইলেন; তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, বাস্তবিক এ যুবকের ন্যায় বদান্য পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।—এক মাসের পর যুবক পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন, এবার আর তাঁহার সে ভাব নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি সুন্দর—রাজোচিত। তাঁহার আকৃতি পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি সুস্নিগ্ধ জ্যোতি ধারণ করিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় তিনি স্নানান্তে কৃতনেপথ্য হইয়া আসিয়াছেন। মনোহর গণ্ডস্থলের গোলাপী আভা, কপালের তুষার-ধবল কান্তি, তাঁহার মনোহর বদনের পরম রমণীয় শোভা বিধান করিয়াছে। তাঁহার গণ্ডস্থলের তিলটীও প্রবাল-বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রেই আমি তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া, তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমানের সমীপে প্রার্থনা করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম প্রতিপালকবর! আপনি কি আমার নিকট হইতে আপনার টাকা গ্রহণ করিবেন না? তিনি বলিলেন "অপেক্ষা কর, অত অধীর হইও না, আমার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আমি তোমার নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিব।" এই কথা বলিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আল্লা সাক্ষী; এবার তিনি আমার ভবনে উপস্থিত হইলে আমি

ষোড়শোপচারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার অর্থ উপলক্ষ করিয়াই ত আমার সমস্ত সম্পত্তি, বাস্তবিকও তাঁহার অর্থকে মূলধন করিয়া আমার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে একবৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। যুবক পুনরায় এক দিন আমার দোকানে আগমন করিলেন। এবার তাঁহার পরিধেয় পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্ এবং মনোহর। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম, আমি আর আপনাকে ছাড়িতেছি না অদ্য আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমি এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। তিনি আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া বলিলেন "যদি তুমি আমার টাকা হইতে ব্যয় না কর, তাহা হইলে আমি তোমার আতিথ্য স্বীকার করিতে পারি।" ভাল, আমি আপনার টাকা হইতে এক কপর্দ্দকও খরচ করিব না, আমি এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে একখানি আসন প্রদান করিলাম এবং উপাদেয় ফল মূল, মৎস্য, মাংশ ও স্বাদু পেয় আনিয়া এক খানি মেজের উপরে স্থাপন করিলাম। তিনি আসনখানি মেজের নিকটে টানিয়া আনিয়া আহারার্থ উপবিষ্ট হইলেন। আমিও তাঁহার সহিত আহার করিতে বসিলাম। যুবক বাম হস্ত দ্বারা আহার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সেইরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে তিনি হস্ত প্রক্ষালন করিলেন। আমি এক খানি রুমাল বাহির করিয়া দিলাম। তিনি তাহাতে হাত ও মুখ মুছিলেন। আমি কথায় কথায় বলিলাম প্রভু! একটী বিষয় জানিবার জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। আপনি বাম হস্ত দ্বারা আহার করিলেন কেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করিয়া আমায় চিরবাধিত করুন। তিনি এই কথা শুনিয়াই জামার আস্তিনের মধ্য হইতে মণিবন্ধহীন দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া বলিলেন "এই দেখ, এই জন্যই আমি বাম হস্তে আহার করিলাম। তোমায় অবজ্ঞা করিয়া বা অন্য কোন কারণে নহে।" আমি সেই করতলহীন বাহু দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তিনি বলিলেন "আমার হস্ত দেখিয়াই বিস্মিত হইতেছ?—ইহা যে জন্য এইরূপ হইয়াছে তাহা ইহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক বিস্ময়কর।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! এরূপ হস্ত-চ্ছেদনের

কারণ কি?" তিনি বলিলেন "সমস্তই বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আমার আদি নিবাস বোগ্দাদ্। আমার পিতা সেখানকার এক জন গণ্য ব্যক্তি ছিলেন। পর্য্যটক, পথিক ও বণিকদিগের মুখে এই মিশরদেশের অপূর্ব্ব মনোহারিতার বিষয় শ্রবণ করিয়া বাল্যকালাবধিই আমি এই দেশটী দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল। আমি এই সুযোগে বোগ্দাদ ও এল্‌মোসিল-জাত দ্রব্যাদি এবং অপরাপর নানাবিধ দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যার্থ তোমাদের মিশরদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বিধির নিবন্ধে—জগদীশ্বরের কৃপায় পথে আর কোনরূপ বিপদ ঘটিল না, নির্ব্বিঘ্নে এই কায়রো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।" এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

"পথমাঝে ঘোরতর গভীর গহ্বর
হয় ত হইল অন্ধ নিরাপদে পার,
কিন্তু যার রহিয়াছে দৃষ্টি খরতর
ভাঙ্গিল তাহায় দুটী চরণ তাহার।

বিদ্যাবান্ জ্ঞানবান্ সুধী যেই জন
বিপদে পড়িল হায়! যে বাক্য বলিয়া,
বুদ্ধিহীন জ্ঞানহীন নীচ অকিঞ্চন
অনায়াসে সেই বাক্যে গেল সে তরিয়া।

দয়াশীল সাধুবর ধার্ম্মিকপ্রবর
হইল অক্ষম অন্ন করিতে অর্জ্জন
কিন্তু দয়াহীন পাপী বিধর্ম্মী পামর
সুখেতে করিল চির জীবন যাপন।



কে আছে ধরাতে হেন জ্ঞানগরীয়ান
করিবারে পারে হায় সে বিধি খণ্ডন
সর্ব্বশক্তিমান সেই জগত-নিদান
করেছেন যার প্রতি যে বিধি বন্ধন।”

এই কবিতাটী পাঠ করিয়াই যুবক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।—“আমি কায়রোয় প্রবেশ করিয়া মেস্‌রুর প্রদেশের একটী সরাইয়ে বাসা ভাড়া করিলাম এবং আমার বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিয়া কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য নিজ ভৃত্যকে একটী টাকা প্রদান করিলাম। পরিচারক উপাদেয় ভোজ্য আনিয়া দিল। আমি যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার করিয়াই বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অপরাহ্নে উঠিয়া একবার বেন্ এল্ কাস্রেণে গেলাম। সে দিন আর কিছুই হইল না, সন্ধ্যার সময় বাসায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রজনী অতিবাহিত করিলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া একটী কাপড়ের গাঁট খুলিতে বলিলাম পরিচারক-

গণ তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়াদিল। তন্মধ্য হইতে নমুনাস্বরূপ কএকখানি বস্ত্র বাহির করিয়া একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাজারের ভাব গতিক দেখিবার জন্য জাহারকাস প্রদেশের কেয়সারিয়ে বাজারে গেলাম। দাদালগণ বাণিজ্যার্থে আমার নবাগমন শুনিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি সেই নমুনা গুলি তাহাদের দিয়া বাজার-যাচাই করিতে বলিলাম। তাহারা বিক্রয়ার্থ দোকানে দোকানে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। বাজারে যে দর পাইলাম তাহাতে আমার খরচখরচা সমেত পড়্তা দরও হইল না। একজন বৃদ্ধ দালাল বলিল "প্রভু! আপনাকে একটী উপায় বলিয়া দিতেছি, আপনি সেইরূপ করুন; অবশ্যই আপনার লভ্য হইবে। অপরাপর সওদাগরেরা যেরূপ করে আপনিও সেইরূপ করুন। একজন মুহুরী, একজন সাক্ষী ও একটী পোদ্দার নিযুক্ত করিয়া কিছু দিন মালগুলি ধারে বিক্রয় করিতে থাকুন এবং প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে কিছু কিছু করিয়া নিজ প্রাপ্য আদায় করিতে থাকুন। তাহা হইলে প্রতি টাকায় এক এক টাকা লাভ করিতে পারিবেন এবং সেই অবসরে মিশরের অপূর্ব্ব বিলাস-দ্রব্য সমূহও উপভোগ করিতে পারিবেন।" বৃদ্ধ দালালের পরামর্শটী আমার মনের সহিত বেস্ মিলিল। উত্তম পরামর্শ দিয়াছ, আমি এই কথা বলিয়াই দালালদিগকে আমার বাসায় লইয়া গেলাম। তাহারা আমার সমস্ত মাল কেয়সারিয়েয় লইয়া গেল। আমি ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে এক এক খানি খৎ লিখিয়া লইয়া সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য তাহাদিগকে বিক্রয় করিলাম, এবং সেই খৎগুলি পোদ্দারকে দিলাম সে সেইগুলি লইয়া স্বয়ং একখানি খৎ লিখিয়া দিল। আমি সেইখানি লইয়া নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত দ্রব্য বিক্রীত হইল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাদু-আহারে, সুপেয়-পানে, ও আমোদ আহ্লাদে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। ক্রমে সওদাগরদিগের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য আদায়ের সময় উপস্থিত হইল। আমি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে ব্যবসায়ীদিগের দোকানে গিয়া বসিতে লাগিলাম। আমার মুহুরী ও পোদ্দার সওদাগরদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা গুলি ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন প্রত্যুষে উঠিয়া সাধারণ

স্নান-শালায় স্নান করিয়া আসিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিদ্রা গেলাম। মধ্যাহ্ন সময়ের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া একটী কুক্কুট-কাবাব আহার করিলাম। আহারান্তে মধুর গন্ধ-দ্রব্যে সুবাসিত হইয়া বদরএদ্দীন মালী নামক এক জন সওদাগরের দোকানে গেলাম। সওদাগর সাদরে আমাকে আসন-পরিগ্রহ করিতে বলিল। আমি উপবেশন করিলাম। আমাদের পরস্পর নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

আমরা এইরূপ পরস্পর আলাপে নিমগ্ন আছি, একটী সম্ভ্রান্ত রমণী দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার নিকটেই উপবেশন করিলেন। কামিনীর আগমনে সমস্ত গৃহটী একেবারে সুবাসে বাসিত হইয়াগেল। তাঁহার মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত ছিল—যদিও তাহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাইলাম না, তথাপি তাঁহার সুললিত অঙ্গসৌষ্টব—মধুর গঠন দেখিয়াই আমার মন মোহিত হইয়া গেল। আমি তাঁহার দিকে অলক্ষিত ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তিনি মস্তক হইতে ইজার উত্তোলন করিলেন, বস্ত্রান্তরাল হইতে তাঁহার সুনীল নয়ন-যুগল আমার হৃদয় হরণ করিল। রমণী বদরএদ্দীনকে অভিবাদন করিলেন। বদরএদ্দীন প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত কথাগুলি আমার কর্ণে যেন মধুর বংশীধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিনি আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিলেন। আমার তৃষিত শ্রবণযুগল অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠস্বর পানে নিবিষ্ট হইল। তিনি বলিলেন "বদরএদ্দীন, তোমার দোকানে উত্তম সুবর্ণের কাজকরা কাপড় আছে?" বণিক তাঁহাকে একখানি মনোহর সুবর্ণ-খচিত বস্ত্র বাহির করিয়া দিল। তিনি সেখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "তবে, আমি এখন এখানি লইয়া যাই, পরে তোমায় ইহার মূল্য পাঠাইয়া দিব।" বণিক বলিল "ঠাকুরাণি! এ বস্ত্রখানি আমার নহে—এই লোকটী ইহার অধিকারী। বিশেষতঃ ইহাঁর নিকট আমি ঋণী আছি।" রমণী বলিলেন "ধিক্, তোমাদের জাতিকেই ধিক্—ব্যবসায়ীদের কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা নাই। আমি তোমার নিকট হইতে কতবার এইরূপ মহামূল্য বস্ত্রাদি লইয়াগিয়া পরে মূল্য প্রেরণ করিয়াছি—আমি তোমার আশার অধিক মূল্য দিয়া থাকি—তুমি আমার নিকট এপর্য্যন্ত কত লভ্য করিয়াছ,এখন

এরূপ কথা বলিতে কি একটুও লজ্জা বোধ হইল না ?" সে বলিল "ঠাকুরাণি ! যথার্থ—কিন্তু আজ আমার অর্থের নিতান্ত অপ্রতুল, নতুবা আমি একথা আপনাকে কখনই বলিতাম না।" রমণী এই কথা শুনিয়াই বস্ত্রখানি তাহার বক্ষের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমার মত ব্যবসায়ীরা লোকের মর্য্যাদা রাখিতে জানে না—তোমাদের লজ্জার লেশ মাত্রও নাই।" রমণী এই কথা বলিয়াই উঠিয়া চলিলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না,উঠিয়া বলিলাম, ঠাকুরাণি ! আপনার এভাবে চলিয়া যাওয়া উচিত হইতেছে না। আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ-পাত করুন—অনুগ্রহ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসুন। রমণী আমার কথায় পুনরায় দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "কেবল আপনার মান্য রক্ষার্থেই ফিরিয়া আসিলাম।" আমি তাঁহাকে আসনপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার সম্মুখস্থ একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। আমি বদরএদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বস্ত্রখানি কতমূল্যে বিক্রয় করিবে ?" সে বলিল "উহার মূল্য এগার শত টাকা।" আমি বলিলাম ইহাতে তোমার লভ্য একশত মুদ্রা—ভাল, তোমার লভ্যাংশ আমি ধরিয়া দিলাম। একখানি কাগজ ও কলম দাও আমি ঐ শতমুদ্রার রসিদ লিখিয়া দিতেছি—আমায় কাপড়খানি দাও। বণিক আমায় বস্ত্রখানি প্রদান করিল। আমি সেখানি রমণীকে প্রদান করিয়া বলিলাম, ঠাকুরাণি ! এই গ্রহণ করুন, এখন লইয়া যাইবার আর কোন বাধা নাই—ইহা এখন আমার সম্পত্তি। যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ইহার মূল্য এই বাজারেই আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন—অথবা যদি ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ইহার মূল্যটী মৎপ্রদত্ত যৎসামান্য উপায়ন-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া আমায় চিরবাধিত করিবেন। তিনি বস্ত্রখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর আপনার উন্নতি বিধান করুন—করুণাময় জগৎপাতা আপনাকে আমার ভর্ত্তা করিয়া আমার অতুল সম্পত্তি আপনার সম্পত্তির সহিত মিলিত করিয়া দিন্।" এ বস্ত্রখানি এখন আপনার হইল—ইহার মূল্যে এইরূপ আরো একখানি বস্ত্র আপনার হউক, আমি এই কথা বলিয়াই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,সুন্দরি ! আপনার মনোহর বদনসুধাকর কি

একবার দেখিতে পাই না ? রমণী নিজ অবগুণ্ঠনটী উন্মুক্ত করিলেন। সেই সুধাকর-বিনিন্দিত আননের মনোহর মধুর শোভা প্রকাশিত হইল। আমি দেখিলাম—আমার হৃদয় যেন কেমন বিকল হইয়া গেল। ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি কোথায় আছি, কি করিতেছি তাহা সমস্তই একেবারে ভুলিয়া গেলাম—আমার বোধশক্তি যেন এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। রমণী পুনরায় অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন এবং বস্ত্রের থানটী লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি সেই দোকানেই নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলাম। ক্রমে মধ্যাহ্ন-ভজনার সময় উত্তীর্ণ হইয়াগেল উঠিয়া বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম "যুবতীটী কে ?" সে বলিল "এই কায়-রোর একজন মৃত আমীরের উত্তরাধিকারিণী—একমাত্র কন্যা। আমীরের অসীম বিষয়সম্পত্তির একমাত্র কর্ত্রী।"

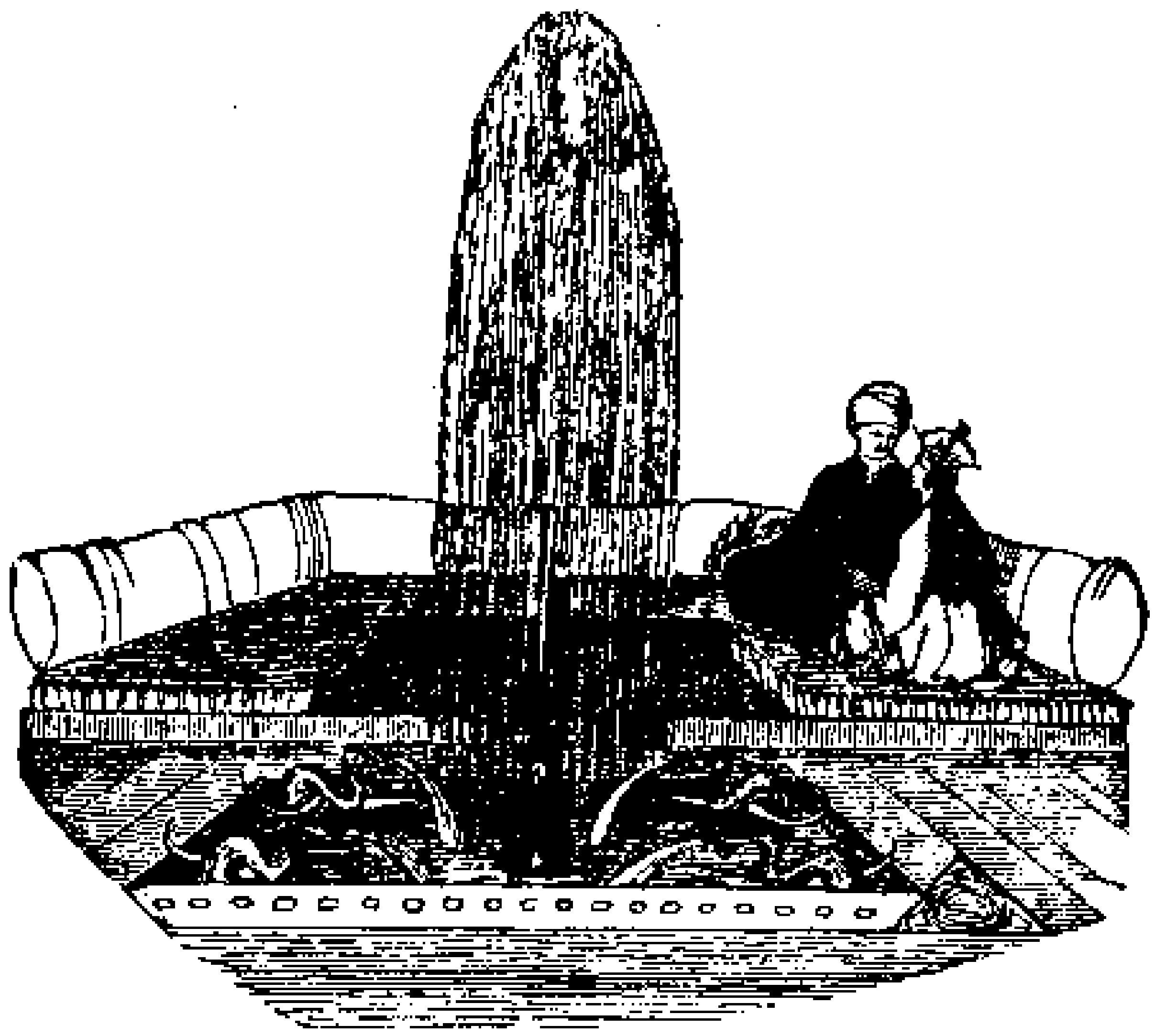
আমি বদরএদ্দীনের নিকট সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলাম। পরিচারকগণ আমার সায়াহ্নের আহারীয় আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল ; কিন্তু আহার করিব কি, উদ্বেগে ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে—কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম, কিন্তু একবারের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সেই রমণীয়া রমণীর চিন্তাতেই সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের একটী পোষাক পরিধান করিলাম এবং যৎকিঞ্চিৎ পান ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার বদরএদ্দীনের দোকানে গেলাম। সে আমাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া একখানি আসন প্রদান করিল। আমি দোকানের মধ্যে উপবিষ্ট হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মনোহারিণী যুবতী পূর্ব্বদিনের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান মনোহর বেশভূষায় শোভিত হইয়া একটী ক্রীতদাসী সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে একখানি আসন প্রদান করিলাম। রমণী উপবিষ্ট হইয়া বদরএদ্দীনের পরিবর্ত্তে আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "আপনার কাপড়ের মূল্য দ্বাদশশত মুদ্রার জন্য আমার সহিত একজন লোক পাঠাইয়া দিন্‌। আমি বাটী হইতে টাকা পাঠাইয়া দিতেছি।" কোকিল-কণ্ঠীর মনোহর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণবিবরে যেন কোমল বেণুরবের ন্যায় ব্রাজিয়া

উঠিল—আমি বলিলাম, কেন টাকার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? "জদীশ্বর করুন, তোমার সহিত যেন আমাদের কখন বিচ্ছেদ না ঘটে" রমণী এই কথা বলিয়াই বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বার শত টাকা বাহির করিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। ক্ষণকাল নানাবিধ কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি ইঙ্গিতে তাঁহাকে আমার মনোগত অভিলাষ জানাইলাম। তিনি বুঝিলেন আমি তাঁহার বাটীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি—অমনি তাঁহার মুখণ্ডলে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম—আমার আত্মা যেন শূন্য দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতেই চলিয়া গেল। রমণী যে দিক দিয়া প্রস্থান করিলেন, আমিও ত্বরিত উঠিয়া সেই দিকে চলিলাম। পথিমধ্যে সহসা একটী ক্রীতদাসী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "প্রভু! আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" তাহার কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, সে কি?—আমি যে এখানকার নবাগত—আমায়তো কেহই চেনেন না। দাসী বলিল "সে কি মহাশয়, আপনি এত অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ভুলিয়া গেলেন? এই কতক্ষণ হইল বদরএদ্দীনের দোকানে যাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন তিনিই আমাদিগের কর্ত্রী।" আমি এই কথা শুনিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে আমাকে একটী পোদ্দারের দোকানে লইয়া গেল। দেখিলাম হৃদয়হারিণী সেই দোকানের মধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ। তোমার প্রণয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। প্রিয়তম! যেদিন তোমার সুমোহন কান্তি আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আহার নিদ্রা কিছুতেই আমার আর শান্তি নাই।" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে! আমার অবস্থা তোমার অপেক্ষাও অধিক, তাহা বর্ণনার অতীত। রমণী বলিলেন "প্রিয়তম! তবে কি আমি তোমার নিকটে যাইব?—অথবা তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে? কারণ আমার ইচ্ছা আমাদের বিবাহ অতি গোপনেই সম্পন্ন হয়।" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে! আমি এখানকার নবাগত, আমার এমন কোন নিরূপিত বাসস্থান

নাই যেখানে তোমার অভ্যর্থনা করিতে পারি। আমার নিবাস একটী সামান্য পান্থনিবাস মাত্র। অতএব তুমি যদি অনুমতি কর, তোমার বাটীতে গিয়াই সাক্ষাৎ করিব। রমণী বলিলেন "ভাল সেই কথাই ভাল। অদ্য শুক্রবার পর্ব্ব দিবস—কল্য প্রত্যুষে নমাজের পর নিজ গর্দ্দভটী আরোহণ করিয়া হাবানিয়ে নামক স্থানে গমন করিবেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন নকীব আবুশামের 'কাআ' নামক প্রাসাদ কোথায়? তাহা হইলে সকলেই আপনাকে আমার আবাস দেখাইয়া দিবে। প্রিয়তম! দেখিও বিলম্ব করিওনা—আমায় বিস্মৃত হইওনা—আমি তোমার জন্য তৃষিত-হৃদয়ে অপেক্ষা করিব।" তিনি এই কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করিলেন; আমিও তথা হইতে নিজ আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের আবেগে রাত্রিতে একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না—সমস্ত রজনী কেবল সেই মনোমোহিনীর চিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। পর দিন প্রভাত হইতে না হইতেই ত্বরিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিধান করিলাম এবং মনোহর সুগন্ধ দ্রব্যে সর্ব্বশরীর সুবাসিত করিলাম। মনোমত বেশভূষা সমাপিত হইল,—একখানি রুমলের মধ্যে পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা বান্ধিয়া লইয়া পদব্রজেই বাব্ জুয়েয়লে নামক স্থানে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া একটী গর্দ্দভ-ভাড়া করিলাম এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গর্দ্দভপালকে হাবানিয়েয় লইয়া যাইতে বলিলাম। সে মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমায় অভিলষিত স্থানে উপস্থিত করিয়াদিল। আমি দার্ব্ব এল্-মনাকিরী নামক পথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, যাও এখানে নকীবের কাআ নামক প্রাসাদ কোথায় জানিয়া আইস। গর্দ্দভপালক চলিয়া গেল, আমি সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে পুনরাবৃত্ত হইয়া বলিল "আসুন প্রভু, আপনাকে কাআ অট্টালিকা দেখাইয়া দিতেছি।" আমি বলিলাম তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছি। গর্দ্দভপাল আমাকে একটী বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল "প্রভু, এই কাআ অট্টালিকা।" আমি বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলাম, অদ্য তুমি যেমন আমাকে এখানে আনিলে,

সেইরূপ কল্য আবার লইয়া যাইবার জন্য এইখানে আসিও। সে বলিল "জগদীশ্বরের নামে শপথ করিতেছি, কল্য ঠিক এই সময়েই আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিব।" আমি তাহাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ একটী সিকি মোহর প্রদান করিলাম। সে সেইটী গ্রহণ করিয়া আনন্দিতমনে চলিয়া গেল। আমি প্রাসাদের দ্বারে করাঘাত করিলাম। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহারিণী অতুল-রূপবতী দুইটী নবীনা কিশোরী দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলিল "প্রভু! আসুন ভিতরে প্রবেশ করুন। আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী তৃষিত-নয়নে আপনার আগমন-পথ চাহিয়া রহিয়াছেন—আসুন শীঘ্র আসুন, আপনার জন্য তিনি গত কল্য সমস্ত রজনী একবারও নয়ন নিমিলিত করেন নাই।" আমি প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলাম রমণীদ্বয় আমাকে উপরে একটী দীর্ঘ সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গেল। গৃহের অপূর্ব্ব শোভায় হৃদয়ে কি এক অভূত-পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। দেখিলাম গৃহটী নানাবিধ কারুকার্য্যময় সাতটী দ্বারে শোভিত। চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব জাল-মণ্ডিত মনোহার বাতায়ন, বাতায়নের বিপরীত ভাগে একটী ফলকুসুম-শোভিত উদ্যান প্রকৃতির বিমল ছবির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সরিৎগুলি ঝর্ ঝর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কলকণ্ঠ প্রকৃতির গায়কগণ সেই জলকল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে মনোহর গীত গাহিতেছে ও মনের আনন্দে শাখায় শাখায় কুসুমে কুসুমে নাচিয়া বেড়াইতেছে। গৃহের মধ্যে ভিত্তি-পার্শ্বগুলি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় মসৃণ ও স্বচ্ছ। উপরিভাগ সুবর্ণময় কারু-কার্য্যে শোভিত, স্থানে স্থানে উজ্জ্বল নীলবর্ণের উপরে সুবর্ণাক্ষরে নানাবিধ কবিতা লিখিত রহিয়াছে। গৃহতল নানাবর্ণের প্রস্তরে বিভূষিত। মধ্যস্থলেএকটী চৌবাচ্ছা—চৌবাচ্ছার চারি কোণে চারিটী সুবর্ণময় সর্পমূর্ত্তি অনবরত মণি-মুক্তা-জালের ন্যায় বিমল জলরাশি বমন করিতেছে এবং মধ্যস্থলে একটী ফোয়ারা হইতে বিমল শীতল বারিধারা বেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের মহামূল্য গালিচা ও আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যত প্রকার সুসেব্য বিলাস-সামগ্রী আছে গৃহটী সেই সমস্ত দ্রব্যেই পূর্ণ।

আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলাম। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আমার হৃদয়-রঞ্জিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী সেদিন যেন



আরও মনোহর বলিয়া বোধ হইল। প্রিয়তমার শিরোদেশ একটী অপূর্ব্ব মণি-মুক্তাজড়িত মুকুটে শোভিত, করতল ও পদতল মনোহর রক্তবর্ণে রঞ্জিত, সুগোল সুঠাম বক্ষস্থল উজ্জ্বল সুবর্ণে মণ্ডিত। তাঁহার সেই স্বর্গ-কন্যা-সদৃশ অপূর্ব্ব বেশ-ভূষায় আমার হৃদয় একেবারে মোহিত হইয়াগেল। যুবতী নিকটে আসিয়া স্নেহভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! যথার্থই কি তুমি আসিয়াছ, না আমি কেবল দুরাশাবশে স্বপ্ন দেখিতেছি?" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে! যথার্থই তোমার চির-ক্রীতদাস আসিয়াছে। রমণী বলিলেন "নাথ! যে দিন তোমার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছি, সেই দিন হইতে কি আহার কি নিদ্রা কিছুতেই আর আমার তৃপ্তি নাই।" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে আমারও সেইরূপ। আমরা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছি, পরিচারিকারা নানাপ্রকার সুস্বাদু ভোজ্য ও পেয় আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিল। আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিলাম। আহার সমাপ্ত হইলে ক্রীতদাসীরা জল আনিয়া দিল। আমরা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া মৃগমদমিশ্রিত গোলাপজলে সর্ব্বশরীর সুবাসিত করিলাম। রমণীর অকৃত্রিম প্রণয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াগেল। তখন সে প্রণয়ের সহিত তুলনায় আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য মূল্যবিহীন ও অপদার্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সুখের সময় অতি শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া যায়। পরস্পর প্রেমালাপে ও সস্নেহ সম্বোধনেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আমাদের অজ্ঞাতসারেই সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিল। পরিচারিকারা পুনরায় আমাদের জন্য নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য ও স্বাদু সুরা আনিয়া দিল। আমরা প্রেমালাপে মগ্ন হইয়া গভীর নিশীথ সময় পর্য্যন্ত সুরাপান করিলাম—মনোহর মদিরা-রস আমাদিগকে প্রেমপাশে আরো দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিল। বলিতে কি সে রজনী আমার যেমন অসীম সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কখন হয় নাই—হইবেও না।

রজনী প্রভাত হইল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম এবং সেই মুদ্রা সহিত রুমালখানি যুবতীকে প্রদান করিয়া বিদায় চাহিলাম। তিনি আমার বিচ্ছেদাশঙ্কায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন "প্রিয়তম! আমি আবার কখন তোমার এই মনোহর মুখখানি দেখিতে পাইব?" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে! আমি অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার আসিতেছি। প্রণয়িনী এই কথা শুনিয়াই আমায় কথঞ্চিৎ অতি কষ্টে বিদায় প্রদান করিলেন। আমি প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম গর্দ্দভপালক গর্দ্দভটী লইয়া দ্বারদেশে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি অমনি গর্দ্দভটীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ আবাসে গেলাম এবং তথায় অবতীর্ণ হইয়া গর্দ্দভ-পালকের হস্তে একটী অর্দ্ধ-মোহর প্রদান করিয়া বলিলাম, অদ্য সূর্য্যাস্ত সময়ে গর্দ্দভটী লইয়া পুনরায় এইখানে আসিও। "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" গর্দ্দভপালক এই কথা বলিয়াই বিদায় হইল।

আমি নিজ আবাস-মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া একবার বাজারে গেলাম। মধ্যাহ্ন সময়ের পূর্ব্বেই বাজারের কার্য্য শেষ হইল। আবাসে ফিরিয়া আসিয়া একটী মেষসাবকের কাবাব প্রস্তুত করাইলাম এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া পান্থনিবাসের দ্বাররক্ষকের দ্বারা প্রিয়তমার নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। সমস্ত দিবস অপরাপর কার্য্যে অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গর্দ্দভপালক আসিয়া উপস্থিত। আমি পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় একখানি রুমালের মধ্যে পঞ্চাশটী সুবর্ণ মুদ্রা বান্ধিয়া লইয়া গর্দ্দভারোহণে প্রিয়তমার আবাসে গেলাম। দেখিলাম সমস্ত গৃহগুলি

ধৌত করা হইয়াছে। ধাতুপাত্রগুলি পরিষ্কৃত ও নানাবর্ণের আলোকাধারগুলি সজ্জিত হইয়াছে। সমগ্র প্রাসাদটী অপূর্ব্ব অলোকমালায় আলোকিত! পরিচারিকাগণ নানাবিধ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্তসমস্ত। প্রিয়তমা আমাকে দেখিয়াই দ্রুত নিকটে আসিয়া সুললিত বাহুযুগলে আমার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! তোমার বিরহে এই সুদীর্ঘ দিবস যে কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না।" পরিচারিকাগণ সমস্ত আহারের আয়োজন করিয়াদিল। আমরা উভয়ে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে ক্রীতদাসীগণ মনোহর মহামূল্য সুরা ও নানাবিধ শুষ্ক ফল আনিয়া দিল। সেদিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় নিশীথ সময় পর্য্যন্ত সুরাপানে ও প্রেমালাপে অতিবাহিত হইয়াগেল। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মুদ্রাসহিত রুমালখানি প্রিয়তমাকে প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ক্রমে বহুদিন অতিবাহিত হইয়াগেল। ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্যয়িত হইল—আমি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম। এক দিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম আমার আর একটী মাত্র রৌপ্য মুদ্রাও নাই সমস্তই খরচ হইয়া-গিয়াছে। মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল বলিলাম একি আমার আর কিছুই নাই! সয়তান আমাকে এককালেই উৎসন্ন করিয়াছে! হায়, আমি অতর্কিত-ভাবে দরিদ্রতার ভীষণ দন্তে চর্ব্বিত হইলাম!

সন্ধ্যার রক্তিমা যথা প্রখর তপনে
তেজহীন করি করে ক্ষীণকর হায়
তেমতি দীনতা যবে ঢাকে নরগণে
কোথায় তাদের তেজ মিলাইয়ে যায়।
বীরের বীরত্ব এবে থাকেনা তখন
জ্ঞানবানে জ্ঞানহীন না থাকিলে ধন।

উপস্থিত নহে যবে অভাগা নির্দ্ধন
অপ্রত্যক্ষে লোকে তারে মনুজ না গণে,
উপস্থিতে সুখ-অংশী নহে সে কখন
কি কাজ সে মরুময় তাহার জীবনে।
তৃণ হতে লঘুতর দরিদ্র জীবন—
কি কাজ তাহায় ? তার মঙ্গল নিধন।

জনপূর্ণ জনপদ আনন্দ-বাজার
সুপ্রশস্ত রাজপথ কোলাহলময়—
ফিরেনা তাহার দিকে নয়ন কাহার
তার দুখ দেখি হায় কেহ দুখী নয়।
ঘোরতর মরুভূমি নিস্তব্ধ নির্জ্জন—
কেবল করিতে তার অশ্রু বিসর্জ্জন।

সম্পদ বিমুখ হয় যাহায় যখন
চির বন্ধুগণে তারে চিনিতে না পারে,
নিজ পরিবার মাঝে বিদেশী মতন,—
আত্মীয় স্বজনে আর চেনেনা তাহারে।
জীবন মরণ তার মরণি বাঁচন—
কবর তাহার হায় শান্তি-নিকেতন।

হায়, আমি কি ছিলাম কি হইলাম! একেবারে আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলাম! কি করিব, কি করিলে এবিপদ হইতে উদ্ধার হইব? উদ্ধারের উপায় নাই। বন্ধুবান্ধবহীন অপরিচিত প্রদেশে আর কিরূপে উপায় হইবে?—কিরূপে সেই প্রিয়তমার নিকটে যাইব?—যাহার নিকট

এতদূর সম্পত্তিশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছি তাহার নিকট এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় কিরূপে উপস্থিত হইব। ভিক্ষোপজীবী হইয়া বরং জীবন ধারণ করা যায়, কিন্তু সে প্রণয়িনীর বিরহে জীবনে ফল ক? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় ক্রমেই অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবাস স্থান হইতে বহির্গত হইয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি কিছুরই ঠিক নাই। মুহূর্ত্তমধ্যেই এল্‌কাস্‌রেণে উপস্থিত হইলাম এবং সেখান হইতে পুনরায় বাব্‌জোয়েয়লেয় গেলাম। দেখিলাম দ্বারের নিকটে শত শত লোক গতায়াত করিতেছে, তিলমাত্র স্থান নাই—কাহার সাধ্য সে জনতা ঠেলিয়া দ্বার অতিক্রম করে। আমি শূন্যহৃদয়ে অন্যমনে সেই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দৈববশে একজন অশ্বারোহীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। দেখিলাম তাহার জামার জেবের মধ্যে একটী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া রহিয়াছে। যাহার যখন অদৃষ্ট মন্দ হয় তাহার তখন সকল দিকেই বিপদ ঘটিতে থাকে। লক্ষ্মীশ্রীর সঙ্গে সঙ্গে লোকের বুদ্ধিবৃত্তিও লোপ পায়। তখন আমি এতদূর বুদ্ধিহীন ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে সেই পরধন অপহরণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি হইল। আমি অশ্বারোহীর জেব হইতে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী আস্তে আস্তে তুলিয়া লইলাম। জেবের ভার লঘু হইবা মাত্রেই অশ্বারোহী বুঝিতে পারিল যে তাহার অর্থপূর্ণ থলিয়া অপহৃত হইয়াছে। অমনি জেবের মধ্যে হাত দিয়া দেখিল জেবটী শূন্য। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিল আমি তাহার পার্শ্বেই দণ্ডায়মান আছি। হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা সবলে আমার মস্তকে প্রহার করিল। আমি সেই দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলাম। আমাকে সেইরূপে নিপতিত হইতে দেখিয়া পথিকগণ আমাদের উভয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং অশ্বের বল্‌গা ধারণ করিয়া অশ্বারোহীর গতিরোধ করতঃ কুপিত ভাবে বলিল "একি, তুমি ইহাকে মারিলে কেন? এ ব্যক্তি তোমার কি করিয়াছে? সকলেইত ঠেলাঠেলি করিতেছে—সকলেইত হুড়াহুড়ি করিয়া অগ্রে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেজন্য এই যুবকটীকে এরূপ প্রহার করা তোমার কখনই উচিত হয় নাই।" এই কথা শুনিয়াই সে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "না আমি ইহাকে সেজন্য প্রহার করি নাই, এ চোর! আমার জামার জেব

হইতে টাকা চুরি করিয়াছে, সেই জন্য ইহাকে আমি প্রহার করিলাম।” তাহার এই কথা শুনিয়াই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িলাম। প্রহার-বেদনা তখন আর তত গুরুতর বোধ হইল না, ভাবী বিপত্তির চিন্তাতেই শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। উপস্থিত লোকেরা বলিল “সে কি—তোমার কথা মিথ্যা, এ যুবকটী দেখিতেছি ভদ্র-সন্তান, এ কেন চুরি করিবে; এ যুবক তোমার কিছুই লয় নাই তুমি অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে প্রহার করিয়া এখন নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য মিথ্যা অপবাদ দিতেছ।” যাহা হউক পথিকদিগের মধ্যে কেহ বা তাহার কথায় বিশ্বাস করিল কেহ বা বিশ্বাস করিল না। সকলে অশ্বারোহীর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাকে আকর্ষণ করিয়া দূরে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অপ্রতিবিধেয় বিধির নির্ব্বন্ধ কে অতিক্রম করিতে পারে—যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ফলিবেই ফলিবে, যতই চেষ্টা কর না কেন সে অপ্রতিবিধেয়। দৈববশে ওয়ালী ও অপর কয়েকজন শাসনকর্ত্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত। ওয়ালী তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াই দেখিল কতকগুলি লোক আমাকে ও অশ্বারোহীকে বেষ্টন করিয়া গোলযোগ করিতেছে। দেখিয়াই নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ব্যাপার কি? এখানে এত গোল কেন?” অশ্বারোহী বলিল “আল্লার দোহাই, হে আমীর-প্রবর আপনি বিচার করুন—এই যুবকটী চোর! আমার জামার জেবের মধ্যে একটী নীল বর্ণের থলিয়ার মধ্যে কুড়িটী স্বর্ণমুদ্রা ছিল, আমি যখন এইখানে জনতার মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম সেই সময়ে এ অতর্কিত ভাবে জেবের মধ্য হইতে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী তুলিয়া লইয়াছে।” ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল “তোমার সহিত আর কেহ ছিল?” অশ্বারোহী বলিল “না, আমার সহিত আর কেহই ছিল না।” এই কথা শুনিয়া ওয়ালী আর তাহাকে কিছুই বলিল না, নিজ প্রধান অনুচরকে আহ্বান করিয়া আমাকে বন্দী করিতে এবং আমার বস্ত্রাদি সমস্ত অনুসন্ধান করিতে বলিল। অনুমতি মাত্রেই সে আমাকে বন্দী করিল। যাহারা এতক্ষণ আমার সাহায্যার্থে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়াছিল তাহারা সকলেই একে একে সরিয়া গেল, আমি একাকী অসহায় তাহার হস্তে নিপতিত হইলাম। ওয়ালী বলিল উহার গাত্রে যে সকল বস্ত্রাদি আছে সে সমস্ত খুলিয়া

ফেল—অনুসন্ধান করিয়া দেখ কিছু আছে কি না। রাজপুরুষগণ আমার গাত্রস্থ সমস্ত বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি মোহরের থলিয়াটী অপহরণ করিয়াই বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাদের অনুসন্ধানে সেটী তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা সেই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী ওয়ালীর হস্তে প্রদান করিল। ওয়ালী তন্মধ্যস্থ মোহর গুলি বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল। দেখিল অশ্বারোহীর বচন-প্রমাণ যথার্থই তাহার মধ্যে কুড়িটী দিনার রহিয়াছে। অমনি ক্রুদ্ধস্বরে পরিচারকদিগকে বলিল "তোমরা উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" তাহারা অনুমতি মাত্রেই আমাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ওয়ালী গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল "যুবক! সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী চুরি করিয়াছ?" আমি অধোমুখে ভূমিন্যস্তদৃষ্টি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি উত্তর দিব? অপহৃত দ্রব্যটী আমার বসনমধ্য হইতেই বাহির হইয়াছে, যদি আমি 'চুরি করি নাই' এই কথা বলি তাহা হইলে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? আর যদি চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার করি তাহা হইলেও মহা বিপদ। কি করি? কি উত্তর দিব ভাবিয়া হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। ওয়ালী বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে আমি অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া বলিলাম, হাঁ আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। ওয়ালী সেই কথা শুনিয়া ও আমার সেই সম্ভ্রান্তজনোচিত বেশ ভূষা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কএকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিল। সাক্ষীগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার আত্মাপরাধ স্বীকার শুনিয়াছে বলিয়া যথারীতি সাক্ষ দিল।—এই সমস্ত ঘটনা বাবজোয়েয়লেতেই ঘটিল। ওয়ালী ঘাতককে আহ্বান করিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিতে বলিল। ঘাতক তৎক্ষণাৎ আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিল। আমার সেই হস্তচ্ছেদন-যাতনা দেখিয়া অশ্বারোহীর হৃদয় দয়ারসে আর্দ্র হইয়া গেল। সে যাহাতে আমার প্রাণদণ্ড* করা না হয় সেই জন্য বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিল। ওয়ালী তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আমাকে আর কোন

---

* আরবীয় আইনানুসারে চৌর্য্যাপরাধীর প্রথম বার দক্ষিণ হস্ত ছেদন পর বার বামহস্ত-চ্ছেদ এবং এইরূপ ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও বাম পদচ্ছেদন হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে প্রাণ-দণ্ডও হয়।

ফেল—অনুসন্ধান করিয়া দেখ কিছু আছে কি না। রাজপুরুষগণ আমার গাত্রস্থ সমস্ত বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি মোহরের থলিয়াটী অপহরণ করিয়াই বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাদের অনুসন্ধানে সেটী তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা সেই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী ওয়ালীর হস্তে প্রদান করিল। ওয়ালী তন্মধ্যস্থ মোহর গুলি বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল। দেখিল অশ্বারোহীর বচন-প্রমাণ যথার্থই তাহার মধ্যে কুড়িটী দিনার রহিয়াছে। অমনি ক্রুদ্ধস্বরে পরিচারকদিগকে বলিল "তোমরা উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" তাহারা অনুমতি মাত্রেই আমাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ওয়ালী গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল "যুবক! সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী চুরি করিয়াছ?" আমি অধোমুখে ভূমিন্যস্তদৃষ্টি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি উত্তর দিব? অপহৃত দ্রব্যটী আমার বসনমধ্য হইতেই বাহির হইয়াছে, যদি আমি 'চুরি করি নাই' এই কথা বলি তাহা হইলে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? আর যদি চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার করি তাহা হইলেও মহা বিপদ। কি করি? কি উত্তর দিব ভাবিয়া হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। ওয়ালী বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে আমি অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া বলিলাম, হাঁ আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। ওয়ালী সেই কথা শুনিয়া ও আমার সেই সম্ভ্রান্তজনোচিত বেশ ভূষা দেখিয়া অশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কএকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিল। সাক্ষীগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার আত্মাপরাধ স্বীকার শুনিয়াছে বলিয়া যথারীতি সাক্ষ দিল।—এই সমস্ত ঘটনা বাবজোয়েয়লেতেই ঘটিল। ওয়ালী ঘাতককে আহ্বান করিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিতে বলিল। ঘাতক তৎক্ষণাৎ আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিল। আমার সেই হস্তচ্ছেদন-যাতনা দেখিয়া অশ্বারোহীর হৃদয় দয়ারসে আর্দ্র হইয়া গেল। সে যাহাতে আমার প্রাণদণ্ড* করা না হয় সেই জন্য বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিল। ওয়ালী তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আমাকে আর কোন

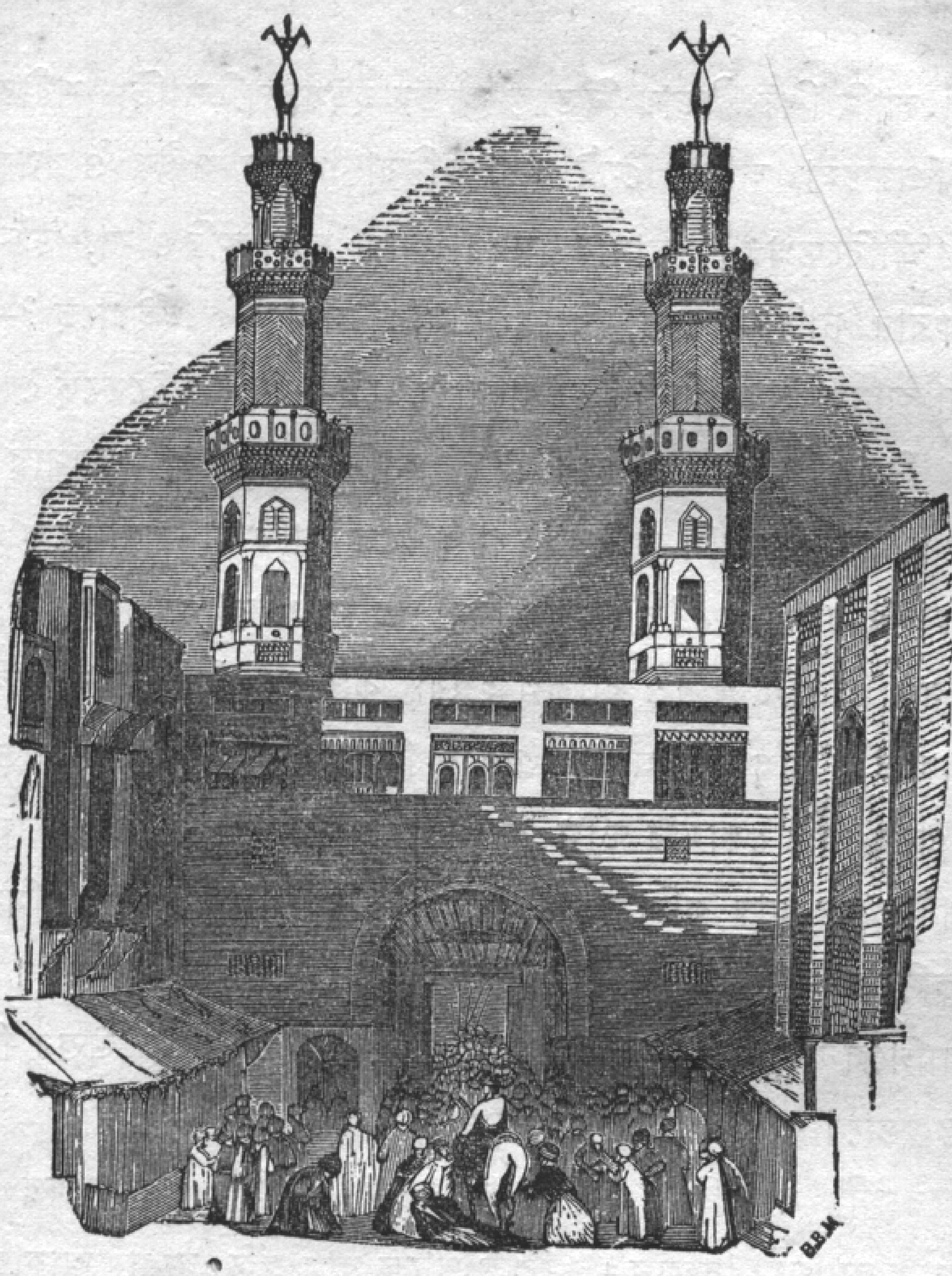
---

* আরবীয় আইনানুসারে চৌর্য্যাপরাধীর প্রথম বার দক্ষিণ হস্ত ছেদন পর বার বামহস্ত-ছেদ এবং এইরূপ ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও বাম পদচ্ছেদন হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে প্রাণ-দণ্ডও হয়।

গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজপুরুষ চলিয়া গেলে পথিকগণ পুনরায় আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি ছিন্ন মণিবন্ধের যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। আমার সেই দুরবস্থা দেখিয়া একজন সদয়-হৃদয় পথিক আমাকে এক পাত্র সুরা আনিয়া দিল। আমি তাহা পান করিলাম। অশ্বারোহী দয়ার্দ্র হইয়া মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "যুবক, তোমার এমন ভদ্রলোকের ন্যায় শ্রী—এমন সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় বেশ ভূষা—তোমার এরূপ কুপ্রবৃত্তি! ছি তোমার এরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করা কি উচিত? এত সামান্য পদার্থের উপর তোমার এতদূর লোভ!" আমি থলিটী গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন করত এই কবিতাটী পাঠ করিলাম :—

নহি আমি চোর, নহে ব্যবসা আমার
  চুরি করা, ছিল না এ কখন অভ্যাস।
কি করি, অদৃষ্ট হায় যেমন যাহার—
  হীন দশা করিয়াছে নীচ অভিলাষ।
ছিল মম ধনাগার পূরিত রতনে
  সহসা সে সব হায় হয়েছে বিলয়;
বঞ্চিত হয়েছি আমি সে সকল ধনে
  অদৃষ্ট নিতান্ত মোরে হয়েছে নিদয়।
শিরোদেশে মহামণি অমূল রতন
  আমি করি নাই দূরে ক্ষেপণ তাহায়,
সেই শরাঘাতে তার হয়েছে পতন
  দেব-দেব মহা বেগে ত্যজিলেন যায়। *

* অর্থাৎ আমি যে অসাধু কার্য্য করিয়াছি তাহার প্রবর্ত্তক ঈশ্বর। মূল গ্রন্থে যে কবিতাটী আছে তাহা কোরাণের স্থরাটএল্ এন্ফাল নামক ৮ম অধ্যায়ের ১৭শ কবিতার মর্ম্মানুসারে রচিত—তাহাতে আছে "যখন তুমি [তাহাদের চক্ষে কাঁকর] ফেলিলে [তখন] তুমি ফেল নাই; কিন্তু পরমেশ্বর [তোমার দ্বারা তাহা] ফেলিলেন।"



অশ্বারোহী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী আমাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। আমি ছিন্ন হস্তখানি বস্ত্রখণ্ডে জড়াইয়া, উরঃস্থলে বস্ত্রমধ্যে রাখিয়া* তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন!—হায় আমি কি ছিলাম কি হইলাম; কোথায় অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর—কোথায় চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত! যাতনায় অস্থির হইয়া ম্লানমুখে শূন্যহৃদয়ে কাআ প্রাসাদে গেলাম এবং নিস্তব্ধভাবে একটী শয্যায় শয়ন করিলাম। প্রিয়তমা আমাকে তদ্রূপ ম্লানভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নাথ! আজি তোমায় এত বিমর্শ ও ম্লান দেখিতেছি কেন, তোমার কি কোন ব্যামোহ হইয়াছে?" আমি বলিলাম,

* আরবেরা মনুষ্য-শরীর যেরূপ সমাধিস্থ করে, সেইরূপ জীবিতাবস্থায় শরীরের কোন অংশ যদি বিচ্যুত হয় তাহাও সমাধিস্থ করিয়া থাকে।

প্রিয়তমে! আমি শিরঃপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি—শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। প্রিয়তমা আমার সেই কথা শুনিয়া একান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "জীবিতেশ্বর! আমার হৃদয় আর দগ্ধ করিও না, উঠ—আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, বল তোমার অদ্য কি হইয়াছে?—তোমার মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন কোন অভাবনীয় বিপদ ঘটিয়া থাকিবে।" আমি বলিলাম, আমার অত্যন্ত অসুখবোধ হইতেছে, আমি অধিক কথা কহিতে পারি না—আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। রমণীর সন্দেহ বিদূরিত না হইয়া বরং আরও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি আরও ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি আমায় আর ভাল বাস না, আমার প্রণয়ে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ; এ পুরাতন প্রণয় আর তোমার ভাল লাগিতেছে না—নতুবা তুমি আমার সহিত এরূপ বিপরীত ব্যবহার করিবে কেন?" তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতে করিতে বারম্বার আমার সেই নব পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার কোন কথারই উত্তর দিলাম না, নীরব নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া রহিলাম।

ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল, প্রিয়তমা কিঞ্চিৎ উপাদেয় আহারীয় আমার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কিন্তু পাছে বাম হস্ত দ্বারা আহার করিলে আমার সেই নূতন দুরবস্থা জানিতে পারেন, সেই ভয়ে আমি আহার করিতে সাহসী হইলাম না—বলিলাম, আমি আহার করিব না আহারে রুচি নাই। প্রিয়তমা পুনরায় বলিলেন "নাথ! বল তোমার কি হইয়াছে? কেন তুমি আজি এরূপ বিষণ্ন ও ব্যাকুল হইয়াছ, তোমাকে আজি কেন এরূপ বিপন্ন দেখিতেছি? প্রিয়তম! বল—আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে বলিতেছি—সময়মতে সমস্তই বলিতেছি—এখন আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, আমাকে বিরক্ত করিও না। প্রণয়িনী এই কথা শুনিয়াই পাত্রপূর্ণ সুরা ও একটী পেয়ালা আনিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! পান কর, সমস্ত ক্লেশ ভাবনা দূর হইবে। এই লও, সর্ব্বদুঃখহর সুরা পান করিয়া স্বাস্থ্য লাভ কর।" আমি বলিলাম, ভাল তুমি অগ্রে পান কর, আমি পরে পান করিতেছি। তিনি পেয়ালায়

সুরা ঢালিয়া পান করিলেন এবং তাহা পুনরায় মদিরায় পরিপূর্ণ করিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। আমি বাম হস্তে তাহা গ্রহণ করিলাম; আমার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল—মৃদুস্বরে এই কবিতাটী পাঠ করিলাম:—

যখন পরম পিতা জগত-জীবন
বিপদে ফেলিতে হায় ইচ্ছেন যাহায়,
দৃষ্টি-হীন করে দেন উভয় নয়ন
শ্রবণে শ্রবণ-হীন করেন তাহায়

জ্ঞান বুদ্ধি অনায়াসে করেন হরণ
শ্লথমূল চুল যথা করে উৎপাটন।

হইলে বাসনা পূর্ণ আবার তাহায়
অনুতাপানলে দগ্ধ করিবার তরে
জ্ঞান বুদ্ধি ফিরে তারে দেন পুনরায়—
অনল জ্বলিতে থাকে তাহার অন্তরে।

আমি এই বলিয়াই পুনরায় রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া একটী অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করত বলিলেন "প্রিয়তম, কেন তুমি রোদন করিতেছ? বল শীঘ্র বল আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। জীবিতেশ্বর! বল, কেনই বা তুমি সুরাপাত্র বাম হস্তে গ্রহণ করিলে?" আমি বলিলাম, আমার দক্ষিণ হস্তে একটী যাতনাদায়ক ব্রণ হইয়াছে। প্রণয়িনী বলিলেন "দেখি কোথায় হইয়াছে—আমি উহা গালিয়া দিতেছি শীঘ্রই যাতনা দূর হইবে।" আমি বলিলাম, উহা এখনও গালিবার উপযুক্ত হয় নাই—বৃথা আমায় বারম্বার অনুরোধ করিও না, উহা আমি এখন বাহির করিতে পারিব না। এই কথা শুনিয়া প্রিয়তমা আর কিছুই বলিলেন না। আমি পাত্রস্থ মদিরা পান করিলাম। প্রণয়িনী পুনরায় পাত্রটী সুরায় পূর্ণ করিয়া

দিলেন, আমি পুনরায় পান করিলাম। এইরূপে তিনি অনবরত মদিরা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, আমিও ক্রমাগত পান করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সুরার মোহিনী শক্তি বশে আমার চেতনা অপসৃত হইল—যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। এই অবসরে প্রিয়তমা আমার মনিবন্ধহীন বাহুটী এবং সেই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী বাহির করিয়া দেখিলেন। প্রকৃত ঘটনা অনুভবে বুঝিতে আর অপেক্ষা রহিল না। আমার সেই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি এককালে ভীষণ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। করুণ বিলাপে ও হৃদয়-বিদারক দীর্ঘনিশ্বাসে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলাম প্রিয়তমা আমার নিমিত্ত চারিটী কুক্কুট-কাবাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপণ করিলাম। প্রিয়তমা আমাকে একপাত্র সুরা পান করিতে দিলেন। আমি পান ভোজন সমাপন করিলাম এবং মুদ্রা-পূর্ণ থলিয়াটী প্রদান করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইবে?" আমি উত্তর দিলাম, যেখানে হৃদয়ের ভাবনা কতক দূর করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিব। প্রিয়তমা বলিলেন "না, অদ্য কোথাও যাইও না, উপবেশন কর।" আমি পুনরায় উপবিষ্ট হইলাম। তিনি বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি কি আমায় এত ভাল বাস যে সেই জন্যই সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণ হস্ত পর্য্যন্তও হারাইলে?—হায় আমি অতি নিষ্ঠুর! যাহা হউক আজি তোমার সাক্ষাতে জগদীশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তুমি যেমন আমার জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিলে আমি অবশ্যই তাহার প্রতিশোধ দিব। এ জীবন থাকিতে আমি তোমায় কখন পরিত্যাগ করিব না। তুমি দেখিবে—দেখিবে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কি না।" রমনী এই কথা বলিয়াই কএকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিতে বলিলেন। পরিচারিকাগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। সাক্ষীগণ উপস্থিত হইলে প্রিয়তমা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি এই যুবকটীকে বিবাহ করিলাম, অদ্য হইতে ইনি আমার স্বামী হইলেন। তোমরা আমাদের উভয়ের পরিণয়-পত্র লিখিয়া দাও। আমি ইহাঁর নিকট

আমার যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমরা তাহারও সাক্ষী রহিলে।” সাক্ষীগণ আমাদের উভয়ের পরিণয়-পত্র লিখিয়া দিল। প্রিয়তমা পুনরায় বলিলেন “আমি এই সিন্ধুকস্থ সমস্ত ধন রত্ন, সমস্ত দাস দাসী এবং তদ্ব্যতীত আমার যত কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা সমস্ত আমার স্বামীকে প্রদান করিলাম তোমরা তাহার সাক্ষী রহিলে।” তাহারা তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইল আমিও তাঁহার দান স্বীকার করিলাম। প্রিয়তমা সাক্ষীদিগকে যথা-রীতি পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং আমাকে একটী গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া একটী বৃহৎ সিন্ধুক উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন “প্রিয়তম! দেখ দেখি ইহার মধ্যে কি আছে।” আমি দেখিলাম—দেখিলাম সিন্ধুকটী রুমালে পূর্ণ। তিনি বলিলেন “নাথ, এগুলি তোমারই সম্পত্তি, প্রত্যহ প্রাতে যে রুমালের মধ্যে পঞ্চাশৎটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে, আমি তাহা তোমারই প্রদত্ত রুমালে জড়াইয়া ইহার মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছি। তুমি এগুলি গ্রহণ কর, পরম কারুণিক পরমেশ্বর এগুলি তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তোমাকে অতুল বিষয়ের অধিকারী করিয়া দিলেন।—প্রিয়তম! আমার নিমিত্তই তুমি এতদূর ক্লেশ ভোগ করিলে, আমার জন্যই তুমি দক্ষিণ হস্ত হারাইয়াছ। আমি তোমার প্রণয়ের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম—আমি যদি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করি তাহা হইলেও তোমার দয়া ও স্নেহের সীমা অতিক্রম করিতে পারিব না—তথাপি তোমার প্রণয়ের অপেক্ষা আমার প্রেম শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না।” প্রিয়তমা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন “নাথ, এখন সমস্ত সম্পত্তিই তোমার অতএব তুমি সে সমস্ত গ্রহণ কর।” আমি তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। তিনি নিজ সিন্ধুকের মধ্যে যে সকল ধন রত্ন ছিল তাহা সমস্ত বাহির করিয়া, যে সিন্ধুকটীতে আমার প্রদত্ত স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি ছিল তাহার মধ্যে, আমার সম্পত্তির সহিত একত্রিত করিয়া রাখিলেন। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। ইতিপূর্ব্বে যেসকল দুর্ভাবনায় আমার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতেছিল সে সমস্ত এককালে দূরীভূত হইয়া গেল। আমি স্নেহভরে প্রিয়তমাকে একটী চুম্বন করিলাম এবং সুপেয় সুরা-রস আস্বাদন করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল,—হৃদয়হারিণী

পুনরায় বলিলেন "প্রিয়তম! আমাকে ভালবাসিয়াই তোমার এত বিপদ, তুমি আমার জন্যই সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলে অবশেষে হস্তটী পর্য্যন্ত হারাইলে, আমি কিরূপে তাহার প্রতিশোধ দিব? আমি যদি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও দান করি তাহা হইলেও তোমার বিশুদ্ধ প্রেমের পরিশোধ করিতে পারিব না।—তুমি আমার নিমিত্তে এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিলে আমি কি তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিতে পারিব না?" তিনি এই কথা বলিয়াই একখানি কাগজে নিজ বসন ভূষণ এবং স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখিয়া একখানি দান-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিলেন। প্রিয়তমা সে রজনী মুহূর্ত্তের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না—আমার সেই দুরবস্থা চিন্তা করিয়া কেবল রোদনেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে প্রায় একমাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রণয়িনী দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন—ক্রমেই তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল। পঞ্চাশদ্দিবসের মধ্যেই তিনি আমাকে দারুণ শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। আমি প্রেয়সীর মৃত-দেহ সমাধিস্থ করিলাম এবং তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত সেখদিগকে কোরাণপাঠে নিযুক্ত করিয়া দীন দরিদ্রদিগকে প্রভূত ধন সম্পত্তি বিতরণ করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমস্ত সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। দেখিলাম প্রিয়তমা অতুল বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রাশি রাশি সুবর্ণমুদ্রা, প্রচুর ভূমিসম্পত্তি, অগণ্য বহুমূল্য রত্ন, বলিতে কি সম্পত্তির সীমা নাই। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দেখিলাম রাশি রাশি তিল রহিয়াছে। আমি তোমায় যে তিল বিক্রয় করি তাহা সেই তিলেরই এক অংশ। এতদিন তাহার অবশিষ্টাংশ বিক্রয় করিতে ব্যস্ত ছিলাম সেই জন্যই তোমার সহিত হিসাব চুক্তি করিতে পারি নাই। এই আমার বাম হস্তে আহারের বিবরণ—এই আমার দক্ষিণ হস্ত-নাশের ইতিহাস।" যুবক নিজ অদ্ভুত বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বলিলেন "এখন আমার একটী অনুরোধ আছে, তোমাকে সেটী রক্ষা করিতে হইবে—আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিলাম, এখন তোমার সহিত আর ব্যবসায়-সম্বন্ধ নাই—আমরা সৌহার্দ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছি।

তিলের মূল্য যাহা তোমার নিকট আমার প্রাপ্য তাহা সমস্তই তোমাকে প্রদান করিলাম তুমি তাহা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিও—আজি অবধি তাহা তোমারই হইল।”

আমি বলিলাম “প্রভু, আপনি আমার প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিলেন—আমি কিরূপে এই অসাধারণ উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানি না।” তিনি বলিলেন “আমি কায়রো ও সেকেন্দারিয়া-জাত বাণিজ্য-দ্রব্য সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছি শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া যাইব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—কেমন যাইতে স্বীকৃত আছ কি?” আমি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বলিলাম “আমি আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাকে সমস্ত উদ্যোগ করিবার জন্য কএক দিন অবকাশ দিতে হইবে—আগামী মাসের প্রথম দিবসেই আমি আপনার সহিত যাত্রা করিব।” তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও সমস্ত বিক্রয় করিয়া বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম।

নিরূপিত দিবসে আমরা উভয়ে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া মিশর দেশ হইতে যাত্রা করিলাম এবং যথাসময়ে আপনার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যুবক নিজ দ্রব্যাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া পুনরায় কায়রোয় প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অনন্তপ্রতাপ জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমি আপনার প্রজাবর্গের মধ্যেই রহিয়া গেলাম। রাজন্ এই আমার ইতিহাস—এখন আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহা কুব্জের ইতিহাসের অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও মনোহর কি না?

সুলতান বলিলেন “না তোমার আখ্যায়িকা কুব্জের বিবরণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তোমাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবেক।” ইহা শুনিয়া পাকশালাধ্যক্ষ সুলতানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল “রাজন্ যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি একটী উপাখ্যান বর্ণন করি। যদি আখ্যায়িকাটী কুব্জের বিবরণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের অব্যাহতি দিয়া বিমল যশঃ লাভ করিবেন।” সুলতান বলিলেন “ভাল—বল।”—পাকশালাধ্যক্ষ বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমি একজন ধনবান বণিকের সন্তান। আমার পিতা খলিফে হারুণ উর্‌রসিদের সময়ে বোগ্দাদের একজন প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সুরাপানে নিতান্ত আসক্ত ও বীণাবাদন-শ্রবণে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন সুতরাং মৃত্যুকালে এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর আমি তাঁহার দেহ সমাহিত করিলাম এবং যথারীতি শোক-সূচক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রেত-কৃত্যাদি সমাপন করিলাম। শ্রাদ্ধাদি সমাপিত হইলে যথোপযুক্ত দিবসে তাঁহার দোকান খুলিলাম। দেখিলাম দোকানে পণ্য দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই কিন্তু দেয় ঋণ অনেক গুলি। যাহা হউক আমি উত্তমর্ণদিগকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থির করিলাম এবং ক্রয় বিক্রয় করিয়া যে কিছু আয় হইতে লাগিল তদ্দ্বারা সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল; ঋণগুলি ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিয়া কিঞ্চিৎ মূল ধন সঞ্চয় করিলাম।

একদিন আমি দোকানের মধ্যে একাকী বসিয়া আছি সহসা একটী মনোহারিণী অতুল রূপবতী যুবতী রমণীর দিকে নয়ন নিপতিত হইল। দেখিলাম যুবতী নানাবিধ রত্নালঙ্কারে ও বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া একটী সুন্দর অশ্বতর আরোহণে বাজারের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। রমণীর সঙ্গে দুই জন ক্রীতদাস এবং এক জন খোজা। তিনি বাজারের দ্বারদেশে বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং খোজাকে সঙ্গে লইয়া বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। খোজা তাঁহাকে বলিল "ঠাকুরাণি! বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রবেশ করুন; কিন্তু কাহাকেও নিজ পরিচয় দিবেন না, লোকে যদি আপনার প্রকৃত পরিচয় পায় তাহা হইলে আর আমাদের অপমানের সীমা থাকিবে না।" খোজা তাঁহাকে এইরূপ আরও অপরাপর বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিল। রমণী ব্যবসায়ীদের দোকান দেখিতে দেখিতে চলিলেন। একে একে অনেকগুলি দেখা হইল, কিন্তু কোনটীই তাঁহার মনোনীত হইল না। অবশেষ রমণী সহচর খোজার সহিত আমার দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার মধুর স্বর আমার কর্ণের মধ্যে যেন অমৃত

বর্ষণ করিল—অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠস্বরে এককালে মোহিত হইয়াগেলাম। তিনি মুখের অবগুণ্ঠনটী খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহার দিকে একবার অতর্কিতভাবে চাহিয়া দেখিলাম। সেই তুলনাহীনা যুবতীর শশধরবিনিন্দিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল—হৃদয় তাঁহার প্রণয়-বাসনায় পূর্ণ হইয়াগেল। আমি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া এই কবিতা দুইটী পাঠ করিলাম ঃ—

বলিও সে রূপসীরে, বদনে যাহার
পাংশুবর্ণ অপরূপ ঘোমটার বাস,
ব্যাকুল হয়েছে হায় পরাণ আমার
দেখি তার মধুময় রূপের বিকাশ।
উপায় নাহিক আর হইতে উদ্ধার,
মরণি মঙ্গল হায় মরণি আমার।

বলিও তাহারে, করি করুণা প্রকাশ
দেখা দিতে একবার অধীন জনায়,
হতাশের পূরাইতে অসম্ভব আশ,
করিতে জীবন দান মুমূর্ষু আমায়।
বলিও—বলিও গিয়া তাঁহার সকাশে,
কৃপার ভিখারী আমি কৃপা-দান-আশে।

তিনি আমার কবিতাদ্বয় শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ—

"তোমার প্রণয় রসে রসেছে হৃদয়—
বলিবার আগে ভাল বেসেছে তোমায় ;
অন্যজন-প্রেম যদি হয়রে উদয়
যাক্ সে অন্তর ছিঁড়ে চাইনা তাহায়।

তোমার রূপেতে মুগ্ধ হয়েছে নয়ন—
অন্য রূপরাশি যদি দেখিবারে চায়,
তোমার ওরূপ যেন না করে দর্শন—
চিরদিন তরে যেন অন্ধ হয়ে যায়।"

কবিতাদ্বয় পাঠ করিয়াই রমণী আমাকে বলিলেন "যুবক, তোমার দোকানে কোন প্রকার উত্তম মূল্যবান বস্ত্র আছে?" আমি বলিলাম, ঠাকুরাণি! এ দাস নিতান্ত দরিদ্র তবে যদি অনুকম্পাপুরঃসর কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন তাহা হইলে মহাজনদের দোকান খুলিলে আপনার ইচ্ছামত দ্রব্য আনিয়া দিতে পারি। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার সহিত নানারূপ কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে হৃদয় তাঁহার প্রণয়ে পূর্ণ হইয়াগেল—আমি এককালে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। বাজারের দোকানগুলি একে একে সমস্তই খুলিল। আমি অপরাপর ব্যবসায়ীদিগের দোকান হইতে রমণীর অভিলাষানুরূপ পাঁচ সহস্র মুদ্রা মূল্যের বস্ত্রাদি আনিয়া দিলাম। যুবতী সেগুলি খোজার হস্তে প্রদান করিয়া উঠিয়া চলিলেন, খোজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রমণী বাজারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, ক্রীতদাসদ্বয় তাঁহার অশ্বতরটী সম্মুখে উপস্থিত করিল,—তিনি তাহাতে আরোহন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোথায় আবাস—কোথায় গেলে আমি দ্রব্যগুলির মূল্য পাইতে পারি, তিনি আমাকে তাহার কিছুই বলিয়া গেলেন না, আমিও লজ্জাপ্রযুক্ত তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বস্ত্রগুলির জন্য মহাজনদের নিকট আমি দায়ী—তাহারা কিছু রমণীকে চেনে না, তাহারা আমাকেই প্রদান করিয়াছে। আমিও আবার রমণীর বাসস্থান জানি না যে মূল্য আদায় করিয়া আনিয়াদি, কাজে-কাজেই আমি সেই অবস্থায় মহাজনদের নিকট আবার ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক সেই মনোহারিণীর মোহন রূপমাধুরী চিন্তাতেই আমার সে দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি দোকান বন্ধ করিয়া নিজ আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরিচারকগণ আমার সম্মুখে আহারীয় দ্রব্যাদি

আনিয়া দিল বটে কিন্তু আহার করিব কি যুবতী-রূপ-চিন্তায় আমার হৃদয় পূর্ণ—এক গ্রাস মাত্রও আহার করিতে পারিলাম না। শয়ন করিলাম, কিন্তু সুষুপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না—সমস্ত রজনীই সেই রূপসীর চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। ব্যবসায়ীগণ আমার নিকট হইতে বস্ত্রগুলির মূল্য চাহিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে পুনরায় আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে বলিলাম। ক্রমে সে সপ্তাহও অতিবাহিত হইল, একদিন মনোহারিণী পূর্ব্বের ন্যায় অশ্বতরারূঢ় হইয়া দুইটী ক্রীতদাস ও এক জন খোজা সমভিব্যাহারে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনার বস্ত্রের মূল্য আনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। এখন আপনার প্রাপ্য সমস্ত আনিয়াছি,একজন পোদ্দারকে আহ্বান করিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করুন।" এই কথা শুনিয়া আমি একজন পোদ্দারকে আহ্বান করিলাম। সে আসিলে খোজা তাহার হস্তে সমস্ত মুদ্রা প্রদান করিল। পোদ্দার সেগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আমায় প্রদান করিল, আমি গ্রহণ করিয়া যুবতীর সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সকল দোকানগুলি খুলিল। রমণী আরও কএকটী দ্রব্য আনিয়া দিতে বলিলেন। আমি মহাজনদের নিকট হইতে তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যগুলি আনিয়া দিলাম। তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়া মূল্যের বিষয়ে কিছু না বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমার মনে হইল, রমণী সেদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য লইয়া গিয়াছেন—তখন আমি আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া নিজ অবিবেচনার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলাম। রমণী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন; আমি আপনা আপনি বলিলাম, এ কিরূপ ভালবাসা?—রমণী আমায় কেবল পাঁচ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মাত্র আনিয়া দিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য লইয়া গেলেন! পাছে আমি দেউলিয়া হইয়া যাই সেই ভয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, এ রমণী নিশ্চয়ই প্রতারক, আমাকে অব্যবস্থিতচিত্ত যুবা পুরুষ দেখিয়া নিজ রূপলাবণ্যের সাহায্যে প্রতারণা করিয়া গেল। আমিও নিতান্ত মূর্খ—যুবতী কোথায়

থাকে, কোথায় গেলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহা একবারও জিজ্ঞাসা করিলাম না।

এইরূপে ক্রমে একমাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি রমণীর দর্শন নাই। মহাজনেরা প্রাপ্য টাকার জন্য আমায় পেড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমি কি করি নিরুপায় হইয়া আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এইরূপ বিষম হীনাবস্থায় প্রবেশোন্মুখ হইয়া একদিন দোকানে বসিয়া নিজ অদৃষ্ট-ফল চিন্তা করিতেছি, সহসা সেই মনোহারিণী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার সমস্ত দুর্ভাবনা অন্তর্হিত হইয়া গেল, মহাজনেরা যে আমায় টাকার জন্য তত উৎ-পীড়ন করিতেছিল তাহা সমস্ত ভুলিয়া গেলাম, তাঁহার বিমল প্রণয়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন এবং কোকিলবিনিন্দিত স্বরে বলিলেন "তোমার বস্ত্রগুলির মূল্য আনিয়াছি—ত্যরাজু বাহির করিয়া মুদ্রাগুলি ওজন করিয়া লও।" তিনি এই কথা বলিয়াই প্রাপ্য মূল্যাপেক্ষা অধিক মুদ্রা প্রদান করিয়া আমার সহিত অপরাপর বিষয়ের নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আনন্দে আমার হৃদয় বিকল হইয়া গেল—আমি অনন্যমনা হইয়া তাঁহার মধুর কথাগুলি পান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বিবাহিত? তোমার স্ত্রী আছেন কি?" না, আমি অবিবাহিত—এপর্য্যন্ত একটী রমণীর সহিতও আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই, আমি এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে রোদন করিতে দেখিয়া বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" আমি বলিলাম, কোনরূপ চিন্তায় আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে আমি তাঁহার অনুচর খোজাকে একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহাকে আমার দৌত্য কর্ম্ম স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলাম। খোজা আমার কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল "দূতের প্রয়োজন কি?—তুমি তাঁহাকে যেরূপ ভালবাস, তিনি আবার তোমায় ততোধিক ভাল বাসেন। তুমি ইহাঁর জন্য যে পরিমাণে ব্যাকুল, ইনি আবার তদপেক্ষা দ্বিগুণ। ইনি যে তোমার নিকটে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে আসেন সে কেবল তোমায় ভাল বাসেন বলিয়া; নতুবা

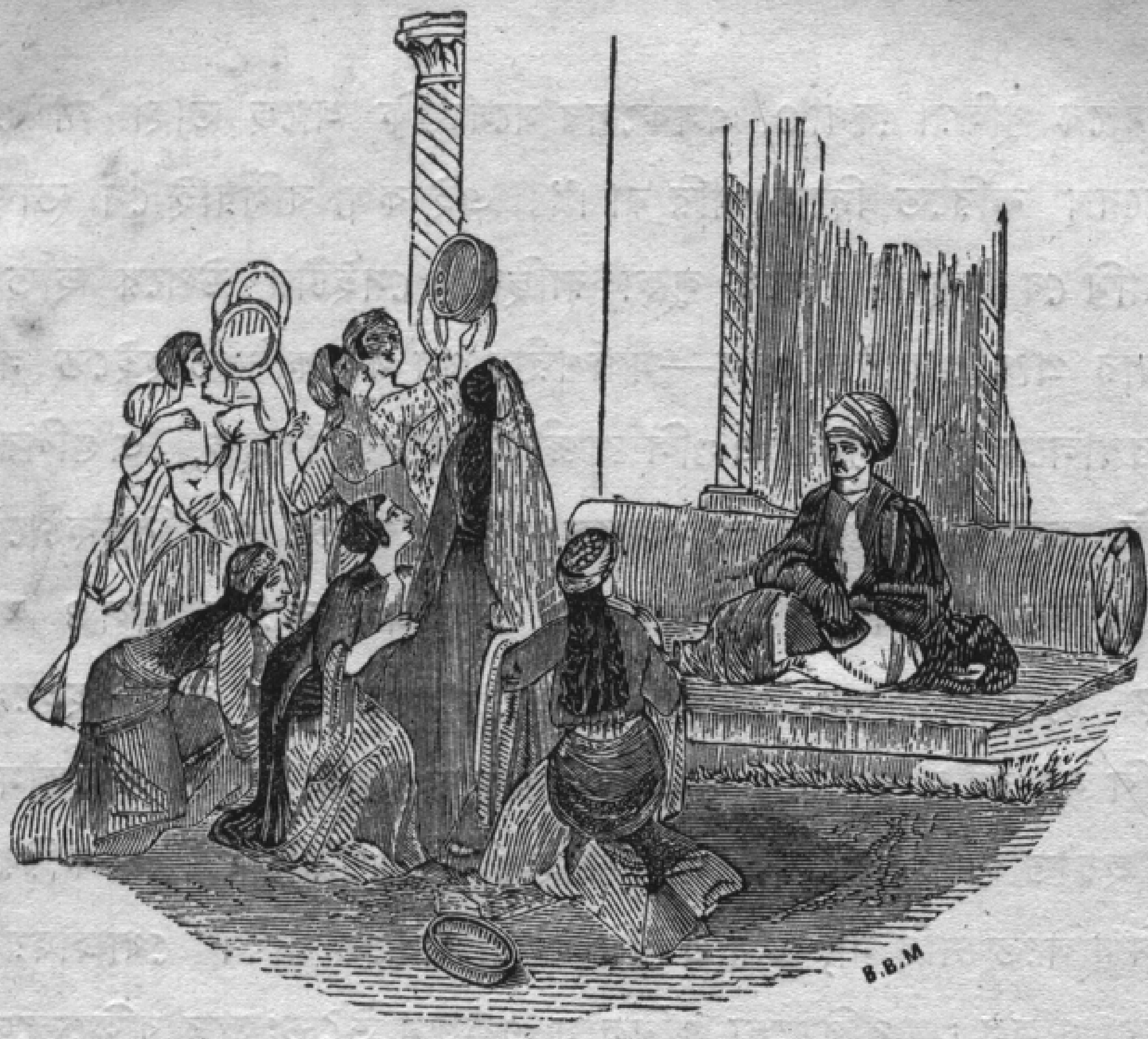
তাহার প্রয়োজন বলিয়া নহে। অতএব তুমি ইহাঁকে স্বয়ংই নিজ অভিপ্রায় বল—ইনি তাহাতে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইবেন না।" আমি যে খোজাকে উৎকোচ প্রদান করিলাম, যুবতী তাহা দেখিতে পাইয়া দোকানের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, সুন্দরি! অনুকম্পা পুরঃসর আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষপাত করুন—আমি আপনার নিকট একটী বিষয়ের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনি কোন দোষ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে বলিতে সাহসী হই।" তিনি আমাকে অভিলষিত প্রার্থনা করিতে অনুমতি দিলেন। আমি তাঁহার নিকটে নিজ মনোগত সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। তিনি বিরক্ত না হইয়া বরং প্রীতি সহকারে আমার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন "এই খোজার হস্তেই তুমি একখানি পত্র প্রাপ্ত হইবে। পত্রে যেরূপ করিতে লেখা থাকিবে তুমি তাহাই করিও।"

রমণী প্রস্থান করিলেন। আমিও উঠিয়া মহাজনদিগের নিকটে গিয়া মুদ্রাগুলি প্রদান করিলাম। সকলেই লভ্য করিয়া আনন্দিত হইল, কেবল আমিই সেই মনোহারিণীর বিরহে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। সে রাত্রি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। এইরূপে কএক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে এক দিন সেই খোজা আমার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মনোহারিণীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তদুত্তরে বলিল "তাঁহার পীড়া হইয়াছে।" আমি বলিলাম, ভদ্র, তাঁহার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর। সে বলিল "তোমার মনোহারিণী যুবতী হারুণ উর্‌রসিদের সহধর্ম্মিণী দেবী জুবেদের পালিতা—রাজ-ক্রীতদাসীদিগের মধ্যে পরিগণিতা। তোমার মনোহারিণী এক দিন স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হইবার জন্য রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করেন। রাজ্ঞী যুবতীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন সুতরাং তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে বেড়াইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। যুবতী তাঁহার নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে যথেচ্ছা ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমাদের ঠাকুরাণী এইরূপে ক্রমেই রাজ্ঞীর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি এক

দিন রাজ্ঞীর নিকট আপনার বিবরণ বর্ণন করিয়া, আপনার সহিত নিজ বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার সেই আবেদন শুনিয়া বলিলেন 'আমি তোমার প্রণয়-ভাজন যুবককে অগ্রে না দেখিয়া বিবাহের অনুমতি দিতে পারি না। যদি দেখি, তুমি তাহাকে যেরূপ ভালবাস সেও তোমায় সেইরূপ ভালবাসে, তাহা হইলেই এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।' এখন আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা এই যে আপনাকে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া এই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়া দি। কিন্তু মহাশয়, রাজ-পুরিতে প্রবেশ করা অতি কঠিন কার্য্য, যদি কোনরূপে আপনাকে অতি গোপনে—রক্ষী ও অপর রাজপুরুষদিগের অগোচরে লইয়া যাইতে পারি তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা যদি আমাদের কৌশল সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা হইলে নিশ্চয়ই জল্লাদের করে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এখন আপনার যাহা অভিমত।" খোজা এই কথা বলিয়াই নীরব হইল। আমি বলিলাম, ভাল—তোমার সহিত রাজান্তঃপুরেই যাইব—তাহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, আমি তজ্জন্য চিন্তিত নহি। খোজা আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বলিল "তবে অদ্য সন্ধ্যার সময় টাইগ্রিস-তীরস্থ রাজ্ঞী জুবেদের নির্ম্মিত মস্‌জীদে গিয়া সায়াহ্ণ-প্রার্থনাদি সমাপন করিবে এবং সমস্ত রজনী তথায় অতিবাহিত করিবে*।" আমি তাহায় স্বীকৃত হইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম।

দিননাথ অস্তাচলের অন্তরালে নিমগ্ন হইলেন, সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। আমি খোজার উপদেশানুসারে সেই মস্‌জীদে সায়াহ্ণ-প্রার্থনা সমাপন করিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পর দিন অতি প্রত্যূষে দেখিলাম দুইজন খোজা একখানি ক্ষুদ্র নৌকার উপর কয়েকটী শূন্য সিন্ধুক লইয়া সেই দিকে বাহিয়া আসিতেছে। ক্রমে নৌকাখানি তীরে আসিয়া লাগিল। খোজাদিগের মধ্যে একজন প্রস্থান করিল—অপরটীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, দেখিলাম সে সেই মনোহারিণীর অনুচর। পরক্ষণেই আমার

* অনেকানেক মস্‌জীদ রাত্রেও মুক্ত থাকে—নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা সেই সকল মস্‌জীদে রাত্রি যাপন করে। কেহ তাহাতে বাধা দেয় না।



মনোহারিণী নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না, দ্রুত তাঁহার নিকটে গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। তিনি প্রেমভরে আমাকে একটী চুম্বন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল নানাবিধ কথা বার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়াগেল। যুবতী আমাকে একটী সিন্ধুকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া তালক বদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর খোজাদ্বয় নানাবিধ বস্ত্রের থান আনিয়া অপর সিন্ধুকগুলি পূর্ণ করিল এবং আমার সিন্ধুকটীর সহিত সমস্ত নৌকায় তুলিয়া লইল। রমণী নৌকায় উঠিলেন, খোজাদ্বয় রাজ্ঞী জুবেদের প্রাসাদাভিমুখে বাহিয়া চলিল। ক্রমেই আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। সেই বিষম ভয়ের নিকট প্রণয়-মোহ ক্রমে পরাভূত হইয়া গেল। আমি তখন উপস্থিত বিপৎপাত হইতে উদ্ধারের জন্য কাতরভাবে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

ক্রমে নৌকাখানি রাজ-প্রাসাদের তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। খোজাদ্বয় সিন্ধুক কয়টী প্রাসাদের মধ্যে বহিয়া লইয়া চলিল, রমণী তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রধান দ্বারপাল তখনও নিদ্রিত ছিল, ইহাদের গোলযোগে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে রমণীকে ডাকিয়া বলিল "সিন্ধুকগুলি

সমস্ত আমাকে খুলিয়া দেখাও, এসকলের মধ্যে কি আছে তাহা না দেখিলে আমি প্রবেশ করিতে দিতে পারি না।" এই কথা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া, আমি যে সিন্ধুকটীর মধ্যে লুকাইয়াছিলাম সেইটীর উপরে হাত দিল। ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল—সর্ব্বশরীর থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। রমণী দ্বারপালকে বলিলেন "এগুলি রাজ্ঞী জুবেদের সিন্ধুক, এগুলির মধ্যে কতকগুলি বহুমূল্য রঞ্জিত বস্ত্র আছে। বিশেষতঃ যে সিন্ধুকটীতে তুমি হাত দিয়াছ উহার মধ্যে কএক বোতল জেম্‌জেম্ কূপের জলও আছে*। যদি নাড়া চাড়ায় দৈবাৎ বোতলের মুখ খুলিয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত কাপড়গুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। এখন তোমায় আমি সমস্ত বলিলাম, যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর।" দ্বারপাল তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিল "না আমি খুলিতে চাহি না, তুমি এগুলি লইয়া যাইতে পার।" খোজাদ্বয় সিন্ধুকগুলি লইয়া চলিল। পথিমধ্যে শুনিলাম একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে "মহারাজাধিরাজ খলিফে বাহাদুর এই দিকে আসিতেছেন।" তাহার সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম, হৃদয়ের মধ্যে কেমন এক প্রকার ভীষণ বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খলিফে নিকটে আসিয়া বলিলেন "এসকল সিন্ধুকের মধ্যে কি আছে?" রমণী বলিলেন "মহারাজ, ইহার মধ্যে রাজ্ঞী জুবেদের কতকগুলি বস্ত্র আছে।" খলিফে বলিলেন "ভাল, সিন্ধুকগুলি উদ্‌ঘাটন কর আমি সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।" রমণীর সাধ্য কি যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তথাপি কৌশল পূর্ব্বক বলিলেন "হে ধার্ম্মিক-পাল সিন্ধুকগুলির মধ্যে রাজ্ঞী জুবেদের পরিধেয় বসন ভিন্ন আর কিছুই নাই, বিশেষতঃ রাজ্ঞী ইহা কাহাকেও খুলিয়া দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন।" "যাহাই হউক, আমি সমস্ত দেখিতে চাহি" খলিফে এই কথা বলিয়াই খোজাদিগকে ডাকিয়া সিন্ধুকগুলি খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা একটীর পর আর একটী করিয়া সিন্ধুকগুলি খুলিয়া দিতে লাগিল তিনি একে একে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে খোজাগণ যে সিন্ধুকের

---

* জেম্‌জেম্ কূপ—মক্কার মন্দির মধ্যে স্থাপিত,—মুসলমানদিগের বিশ্বাস এই যে পরমেশ্বর এই কূপ স্বর্গ হইতে মক্কায় প্রেরণ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে গঙ্গাজল যেরূপ পবিত্র মহম্মদীয়ের জেমজেম্ কূপের জলও তদ্রূপ। বিশেষ উহা পীড়া হইলে ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

মধ্যে আমি ছিলাম সেইটী তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি সেটীও খুলিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম আর বিলম্ব নাই—একবার মনে মনে ইহলোকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। খোজারা সিন্ধুকটী মুক্ত করিতে গেল। চতুরা রমণী বলিলেন "ধার্ম্মিকপাল! এ সিন্ধুকটী উন্মুক্ত করিবেন না, ইহার মধ্যে যে বস্ত্রগুলি আছে তাহা কেবল স্ত্রীলোক-দিগেরই উপযুক্ত, অতএব আমি বিবেচনা করি এ সিন্ধুকটী দেবী জুবেদের সম্মুখেই উন্মুক্ত করা উচিত।" খলিফে এই কথা শুনিয়াই বলিলেন "ভাল সিন্ধুকগুলি পুরির মধ্যে লইয়া যাও।" রমণী সর্ব্ব প্রথমে আমার সিন্ধুকটী লইয়া যাইতে বলিলেন। খোজাগণ সিন্ধুকটী ধরা ধরি করিয়া পুরির মধ্যে একটী গৃহে লইয়া গেল। খোজাগণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র রমণী সিন্ধুকটী উন্মুক্ত করিয়া ইঙ্গিতে আমাকে বাহির হইতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। যুবতী আমাকে একটী পার্শস্থ গৃহ-মধ্যে বন্ধ করিয়া তালক বদ্ধ করিয়া দিলেন। পরিচারকগণ একে একে সমস্ত সিন্ধুকগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল। রমণী গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া বলিলেন "আর তোমার কোন ভয় নাই—এখন আইস আমরা দেবী জুবেদের নিকটে গিয়া ভূমি চুম্বন করি।"

আমি মনোহারিণীর সহিত একটী মনোহর সুবিস্তীর্ণ গৃহে গিয়া দেখিলাম রাজ্ঞী জুবেদে বিংশতিজন যুবতী কুমারী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন; নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণের ভারে যেন তাঁহার কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবনত হইয়া পড়িতেছে। আমরা উভয়ে রাজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইলাম, পরিচারিকা-গণ আমাদিগকে দেখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল; আমি দেবী জুবেদের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখেই একখানি আসনে উপবেশন করিলাম। রাজ্ঞী আমার অবস্থা এবং কুলপরিচয় বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন; আমি একে একে সমস্ত গুলিরই উত্তর দিলাম। তিনি শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন "আমি যে এই রমণীর বিদ্যা শিক্ষার জন্য এতদূর চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত ব্যর্থ ও অপাত্রে নিপতিত হয় নাই। যুবতী যদিও আমার কন্যা নহে, যদিও আমি উহাকে গর্ভে ধারণ করি নাই, তথাপি নিজ কন্যার ন্যায় যত্ন

করিতে কখন ত্রুটি করি নাই। এখন জগদীশ্বরের কৃপায় ইহাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম।" আমি পরম আহ্লাদে পুনরায় ভূমি চুম্বন করিলাম। রাজ্ঞী আমাকে সেই পুরির মধ্যে দশ দিবস অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই রাজ-প্রাসাদের মধ্যেই রহিলাম। এই দশ দিবসের মধ্যে কেবল যে কএক জন দাসী আমার ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দিত, তাহাদের ভিন্ন আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলনা। দশ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে রাজ্ঞী জুবেদে মহারাজ খলিফের নিকট নিজ পরিচারিকার বিবাহের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। খলিফে তাহাতে অনুমতি প্রদান করিয়া বিবাহের ব্যয়ের জন্য দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজ্ঞী জুবেদে স্বামীর নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই কাজি ও বিবাহের সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা আসিয়া আমাদের উভয়ের বিবাহ-পত্র লিখিয়া দিল। পরিণয়োৎসবোপলক্ষে রাজ-পরিচারিকাগণ নানা বিধ মিষ্টান্ন ও উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া প্রাসাদের মধ্যে গৃহে গৃহে পরিবেষণ করিতে লাগিল। এইরূপে আরও দশ দিবস নানাবিধ বৈবাহিক উৎসবে কাটিয়া গেল। বিংশতি দিবসের পর যথারীতি বর-কন্যার সম্মিলনের জন্য অন্তঃপুরচারিণীগণ যুবতীকে স্নানশালায় লইয়া গেলেন। দাসীগণ আমার জন্য নানাবিধ ভোজ্য আনিয়া দিল। সেই সকল উপাদেয় সামগ্রীর মধ্যে শর্করা গোলাপজল ও মৃগনাভি মিশ্রিত স্বাদু জির্ব্বাজে ছিল। আমি যত পারিলাম তাহা আহার করিলাম। আহারান্তে ভ্রম ক্রমে হস্ত প্রক্ষালন না করিয়াই শয্যায় উপবিষ্ট হইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, পরিচারিকা-গণ একে একে সমস্ত বাতি গুলি জালিয়া দিল। গায়িকাগণ খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে কন্যাকে নানাবিধ মঙ্গলাচরণের সহিত সমস্ত প্রাসাদটী ভ্রমণ করাইয়া আনিল এবং আমার সম্মুখে তাঁহার বৈবাহিক বেশ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। গৃহটী নির্জ্জন হইবা মাত্র আমি উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলাম। কিন্তু যেমন আমি তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্তদ্বয় প্রদান করিব অমনি তিনি আমার হস্তে জির্ব্বাজের গন্ধ পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া রাজপরিচারিকাগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া

উপস্থিত হইল। কিজন্য প্রণয়িনী কাতরস্বরে চীৎকার করিলেন আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিনা সুতরাং স্তব্ধভাবে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একজন ক্রীতদাসী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভগিনি! কেন তুমি এরূপ আর্ত্তনাদ করিলে, তোমার কি হইয়াছে?" প্রিয়তমা বলিলেন "এ পাগলটাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাও—আমি ইহাকে প্রকৃতিস্থ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এ সহজ নহে, এ ক্ষিপ্ত—বাতুল।" তাঁহার এই কথা শুনিয়াই আমি বলিলাম, আমি বাতুল?—কেন আমার কি বাতুলতার চিহ্ন দেখিলে? রমণী বলিলেন "পাগল! জির্ব্বাজে আহার করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিস্ নাই কেন? তোর এই জ্ঞানহীনতা ও অসভ্যব্যবহারের জন্য তোকে আমি চাহি না।" তিনি এই কথা বলিয়াই এক গাছি কশা* গ্রহণ করিয়া সবলে আমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। আমি সেই নিদারুণ প্রহারে মূর্চ্ছিতপ্রায় ভূতলে নিপতিত হইলাম। রমণী তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ইহাকে এই নগরের শাসনকর্ত্তা বিচারকের নিকট লইয়া যাও, তিনি বিচার করিয়া ইহার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়াই আমি কাতর স্বরে বলিলাম, জির্ব্বাজে আহার করিয়া ভ্রমক্রমে হস্ত প্রক্ষালন করি নাই বলিয়া কি আমার এই গুরুতর সাজা দেওয়া হইবে? এই সামান্য দোষের জন্য আমার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন? সহচরীগণ আমার দোষ মার্জ্জনার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া বলিলেন "ভগিনি! ক্রোধ ত্যাগ কর—প্রথম বার সকল দোষই মার্জ্জনীয়।" কিন্তু প্রিয়তমার ক্রোধ কিছুতেই অপনীত হইল না, তিনি বলিলেন "জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি এই গুরুতর দোষের জন্য ইহার শরীরের কোন না কোন অংশ কাটিয়া লইব।" রমণী ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, আমি সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম।

প্রহারের পর দশ দিবস আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দশ দিনের পর তিনি পুনরায় আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন "হা হতভাগা কালামুখ! আমি কি তোর সমযোগ্য নই?—তবে কোন্ সাহসে জির্ব্বাজে আহার করিয়া হস্ত

* আরবীয়েরা সকল সময়েই চাবুক ব্যবহার করে, সকল প্রকার সামান্য দোষেই তাহা ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রক্ষালন করিস্ নাই!" তিনি এই কথা বলিয়াই কএকজন দাসীকে আহ্বান করিয়া আমার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বান্ধিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ আমার হস্তদ্বয় বান্ধিয়া দিল। রমণী একখানি তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাহির করিয়া আমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের চারিটী অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেন। আমি যাতনায় মূর্চ্ছিত হইলাম। তদনন্তর যুবতী সেই সকল ক্ষত-মুখে একপ্রকার চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন—প্রবাহিত রক্তস্রোত থামিয়া গেল। আমি সেই অবধি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর কখন জির্ব্বাজে আহার করিব না—যদি করি তাহা হইলে আহারের পূর্ব্বে ও পরে চল্লিশবার ক্ষার দ্বারা, চল্লিশবার উষীরমূল দ্বারা ও চল্লিশবার সাবানের দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিব।—এই আমার অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদনের বিবরণ,—এই আমার একশত বিংশতিবার হস্তপ্রক্ষালনের কারণ। তোমরা নিতান্ত পেড়াপীড়ি করিলে কাজেই জির্ব্বাজে আহার করিতে হইল, নতুবা সেই পর্য্যন্ত আর কখন উহা আহার করি নাই।"

পাকশালাধ্যক্ষ বলিল, রাজন্ সেই অঙ্গুষ্ঠহীন লোকটী এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াই নিস্তব্ধ হইল। আমি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! তাহার পর কি হইল? তিনি বলিলেন "আমি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম দেখিয়া যুবতী ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আমাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। আমরা সেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, রমণী আমাকে বলিলেন "তুমি যে এই রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে আছ তাহা কেহই জানে না। বিশেষতঃ তুমি ভিন্ন আর কেহ কখন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। তুমি কেবল দয়াবতী জুবেদের কৃপাতেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ—যাহা হউক, এখন ইহার মধ্যে আর অধিক দিন বাস করা বড় নিরাপদ বলিয়া বোধ হইতেছে না, কি জানি কোন সূত্রে কেহ যদি জানিতে পারে তাহা হইলেই মহা বিপদ।" প্রিয়তমা এই কথা বলিয়াই আমাকে পঞ্চাশৎ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া পুনরায় বলিলেন। "যাও, এই মূল্যে আমাদের জন্য একটী প্রশস্ত অট্টালিকা ক্রয় করগে।" আমি সেই মুদ্রাগুলি লইয়া রাজান্তঃপুর হইতে কৌশলে বাহির হইলাম এবং প্রিয়ার অভিলাষানুরূপ একটী মনোহর বাটী ক্রয় করিলাম। প্রিয়তমার যে কিছু ধন সম্পত্তি ও বহুমূল্য

বসন ভূষণাদি ছিল তাহা সমস্ত সেই নূতন বাটীতে আনীত হইল। আমরা উভয়ে সেইখানে সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। বন্ধুগণ, এই আমার অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদনের ইতিহাস তোমাদের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলাম।"

অঙ্গুষ্ঠহীন ব্যক্তিটী এই বলিয়াই নিজ বিবরণ সমাপ্ত করিল। আমরাও আহারান্তে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। বাটী আসিয়া দেখিলাম কুব্জ ভিত্তিপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাকশালাধ্যক্ষ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজন্, এই আমার আখ্যায়িকা—এখন আপনই বিচার করিয়া দেখুন ইহা কুব্জঘটিত দুর্ঘটনার বিবরণ হইতে উৎকৃষ্ট কি না।

নরপতি বলিলেন "না তোমার এ গল্প কুব্জের বিবরণাপেক্ষা কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট নহে বরং নিকৃষ্ট, অতএব তোমাদের সকলকেই ক্রুশযন্ত্রে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া ইহুদি চিকিৎসক নরপতির সম্মুখীন হইল এবং ভূমি চুম্বন করিয়া বিনীত ভাবে বলিল "রাজন্ যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি একটী উৎকৃষ্টতর আখ্যায়িকা বর্ণন করি।" রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর্ণন করিতে বলিলেন—সে বলিতে আরম্ভ করিল ঃ—

ইহুদীর বর্ণিত উপাখ্যান।

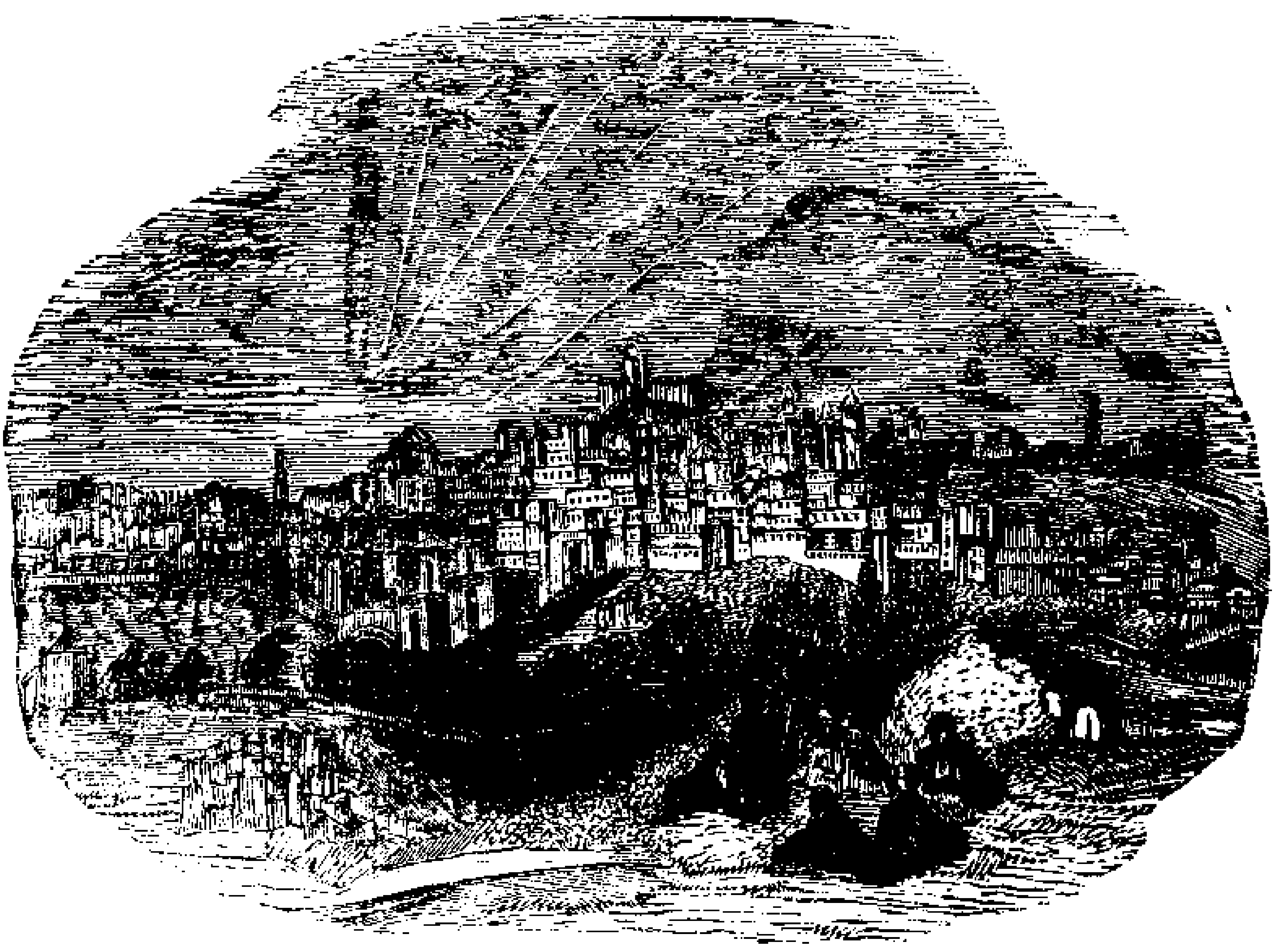
নরপতি শ্রবণ করুন,—দামাস্কাস নগর আমার আদি নিবাস। আমি সেই খানেই চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলাম। ক্রমে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সেই খানেই ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম।

একদিন তথাকার শাসনকর্ত্তার বাটী হইতে একজন পরিচারক আমাকে ডাকিতে আসিল। আমি তাহার সহিত গিয়া দেখিলাম একখানি স্বর্ণ-খচিত মহামূল্য পর্য্যঙ্কে একটী অতুল রূপবান্ রুগ্ন যুবক শয়ান রহিয়াছেন। আমি রোগীর শিয়রে উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি আরোগ্য প্রার্থনায় জগদীশ্বরের

স্তুতিবাদ করিলাম* । তিনি আমায় নয়ন-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি বলিলাম "আপনার হাত দেখি।" তিনি বাম হস্তটী বাহির করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম, মনে মনে বলিলাম উঃ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা কি গর্ব্বিত কি বৃথাভিমানী। যাহা হউক আমি তাঁহার বাম হস্তে নাড়ীপরীক্ষা করিয়া একখানি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলাম। এইরূপ দশ দিবস চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিলাম। যুবক স্বাস্থ্যলাভ করিয়া হামামে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আমাকে পারিতোষিক স্বরূপ একটী বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করিয়া, দামাস্কাসের অনাথ-চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। যুবক যে দিন হামামে প্রবেশ করেন সে দিন আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। আমাদের জন্য সে দিবস অপর কাহাকেও হামামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। যুবক সেই নির্জ্জন স্নান-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। বস্ত্রত্যাগের সময় আমি দেখিলাম তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নির্দ্দয়রূপে ছিন্ন এবং গাত্রের স্থানে স্থানে নিদারুণ কশাঘাতের চিহ্ন। দেখিয়াই আমার হৃদয়ে যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। যুবক আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "চিকিৎসক মহাশয়, আমার ছিন্ন হস্ত ও প্রহারের চিহ্নগুলি দেখিয়াকি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন ?—ভাল চলুন বাটীতে গিয়া আপনাকে সমস্ত বিবরণ বলিতেছি।"

স্নানাদি সমাপ্ত হইলে আমরা তাঁহার বাটীতে ফিরিয়াগেলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিলাম। যুবক বলিলেন "এখানে আহার করিতে বোধহয় আপনার কোন আপত্তি নাই ?" আমি বলিলাম, না কোন আপত্তি নাই। তিনি ক্রীতদাসদিগকে আহ্বান করিয়া একটী মেষসাবকের কাবাব প্রস্তুত করিতে এবং কতকগুলি স্বাদু ফল মূল আনিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল, আমরা উভয়ে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, কৈ মহাশয় আপনার বিবরণ বর্ণন করুন। "বলিতেছি, শ্রবণ করুন" যুবক এই কথা বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন ঃ—

* আরবীয়দিগের সাধারণ প্রথাই এই যে, কোন রোগীকে দেখিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে "জগদীশ্বর তোমায় নিরোগ করুন" ইত্যাদি বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়।



"এল্‌মোসিল প্রদেশ আমার জন্মস্থান। পুরুষানুক্রমে আমাদের সেই স্থানেই নিবাস। আমার পিতামহ দশটী পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। সেই দশজনের মধ্যে আমার পিতাই সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। আমার পিতার আমিই একমাত্র সন্তান—খুল্লতাতগণ সকলেই নিষ্পুত্রক ছিলেন। সুতরাং আমি সকলেরই অত্যন্ত আদরের ধন ছিলাম—খুল্লতাতগণ সকলেই আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এইরূপে আমি ক্রমে বয়স্থ হইলাম। একদিন শুক্রবারে আমরা সকলে ভজনালয়ে গেলাম। ভজনার পর অপরাপর লোক সকলে চলিয়া গেল, কেবল আমার পিতা ও খুল্লতাতগণ তথায় বসিয়া নানা দেশের নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় মিশর দেশের কথা উপস্থিত হইল। আমার খুল্লতাতদিগের মধ্যে একজন বলিলেন 'শুনিয়াছি,

ভ্রমণকারীরা বলে নাইল-নদী-স্রোত-ধৌত মিশর দেশের ন্যায় মনোহর স্থান আর পৃথ্বীতলে নাই।' ইহা শুনিয়া পিতা বলিলেন 'যথার্থ কথা— মিশর দেশ যথার্থই অপূর্ব্ব স্থান। যে মিশর-রাজধানী কায়রো নগর দেখে নাই, সে পৃথিবীর কিছুই দেখে নাই। আহা তাহার মৃত্তিকাই স্বর্ণ! মিশরের নাইল অতি অদ্ভুত। তাহার রমণীগণ কৃষ্ণ-নয়না স্বর্গ-কন্যাদিগের ন্যায় মনোহারিণী। কায়রোর বায়ু সর্ব্বদাই মৃদু মধুর, সর্ব্বদাই সুগন্ধময় এবং আনন্দজনক। আহা কায়রো সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রমোদ-কানন! অপরাহ্ণ-সময়ে যখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যকরে ছয়াগুলি বিস্তৃত হইয়া যায়, তখন যদি একবার সেখানকার উদ্যানগুলি দেখ তাহা হইলে একেবারে মোহিত হইয়া যাও।'

তাঁহাদের মুখে এইরূপ গুণানুবাদ শুনিয়া মনে মনে আমার মিশর-দর্শনের জন্য নিতান্ত ঔৎসুক্য উপস্থিত হইল। মনে মনে মিশর দেশের বিষয়ে কতরূপ কল্পনা করিতে লাগিলাম। ক্রমেই মনে ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মস্‌জিদ হইতে বাটীতে ফিরিয়া গেলাম—সমস্ত দিবস-রজনী কেবল মিশর-চিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমেই আমি অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িলাম। এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই আমার খুল্লতাত-গণ মিশরযাত্রার উদ্যোগ করিলেন, আমি তাঁহাদের সহিত মিশরে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিলাম। পিতা আমায় অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিলাম না! অবশেষে তিনি কতকগুলি বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমার যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিলেন এবং গোপনে খুল্লতাতদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহারা আমায় মিশরের মধ্যে লইয়া না গিয়া যেন দামাস্কাস নগরে রাখিয়া যান--আমি সেইখানে থাকিয়াই যেন পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করি।

আমি পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এল্‌মোসিল হইতে যাত্রা করিলাম। অনবরত পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে প্রসিদ্ধ আলিপো নগরে উপস্থিত হইলাম। আমরা তথায় কএক দিবস অবস্থান করিয়া দামাস্কাস নগরে গেলাম। দামাস্কাসের মনোহর নদী-স্রোত ও অপূর্ব্ব ফলভরাবনত তরুশ্রেণী দেখিয়া আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। নগরটী আমার নয়নে যেন অমর-ভূমি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা সেইখানে

একটী পান্থ-আবাসে অবস্থান করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম। খুল্লতাতগণ নিজ নিজ পণ্য দ্রব্যগুলি সমস্ত বিক্রয় করিলেন, সেই সঙ্গে আমার দ্রব্য গুলিও বিক্রীত হইয়া গেল। আমি প্রতি মুদ্রায় এক এক মুদ্রা লাভ করিলাম। খুল্লতাতগণ পুনরায় বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মিশর প্রদেশে চলিয়া গেলেন। আমি সেই নগরেই মাসিক দুই দীনার * মূল্যে একটী মনোহর অট্টালিকা ভাড়া করিয়া রহিয়া গেলাম। আমি সেখানে কেবল, আহ্লাদ আমোদ ও পানাহার করিয়াই সমস্ত টাকা ব্যয় করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি অট্টালিকার দ্বারদেশে বসিয়া আছি, দেখিলাম একটী যুবতী বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি সেই বহুমূল্য বেশভূষার সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রমণীকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলাম। রমণী কোন দ্বিধা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি অমনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। রমণী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া ইজার খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া গেলাম। তাঁহার প্রণয়-বাসনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমি স্বাদু আহারীয়, নানাবিধ ফল মূল এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া উভয়ে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। নানাবিধ আমোদ আহ্লাদে আহার সমাপ্ত হইল। দুইজনে মদিরা পান করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমেই সুরা-রস আমাদের অন্তরে প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিল—আমরা উভয়ে সুখে নিদ্রিত হইলাম। এইরূপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাতে আমি তাঁহাকে দশটী মোহর প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না প্রত্যুত আমার হস্তে দশটী মোহর প্রদান করিয়া বলিলেন 'প্রিয়তম, তিন দিবস পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে আবার তোমার সহিত মিলিত হইব। তুমি এই মুদ্রা কয়টীতে আমাদের উভয়ের উপযুক্ত নানাবিধ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত করাইয়া রাখিও।' রমণী এই কথা বলিয়াই আমার মনঃপ্রাণ হরণ করিয়া সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* দীনার—স্বর্ণমুদ্রা, ইহার মূল্য আমাদের চলিত টাকার পাঁচ টাকা।

দেখিতে দেখিতে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। নিরূপিত দিবসে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রিয়তমা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ মনোহর বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া আমার আবাসে উপস্থিত হইলেন। আমি পূর্ব্বেই তাঁহার অভ্যর্থনার্থ আহারীয়াদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম; তিনি আসিবা মাত্রই আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। সে রাত্রিও পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রিয়তমা প্রভাতে উঠিয়া দশটী মোহর প্রদান করিলেন এবং পুনরায় তিন দিবস পরে আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাসময়ে আমি পুনরায় তাঁহার জন্য নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। তিনি পুনরায় আমার আবাসে উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার বসন ভূষণ আরও মনোহর আরও মহামূল্য। রমণী আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'নাথ, আমি কি সুন্দরী?' আমি বলিলাম, আ! তাহা আর বলিতে! প্রিয়তমা বলিলেন 'তুমি যদি অনুমতি দাও তাহা হইলে আমি আমার অপেক্ষাও রূপবতী ও অল্পবয়স্কা একটী মনোহারিণী রমণীকে সঙ্গে লইয়া আসি এবং আমরা তিনজনে একত্রে আমোদ আহ্লাদ করি। তিনি আমার সহিত আসিতে ও একত্রে আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা করেন।' আমি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম, তিনি তিনজনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য আমার হস্তে কুড়িটী মোহর প্রদান করিয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ দিবসে আমি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। সন্ধ্যার সময় প্রিয়তমা একটী বহুমূল্য বসনাবৃতা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি বাতিগুলি জ্বালিয়া দিয়া সানন্দে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ আবরণ বস্ত্র গুলি খুলিয়া ফেলিলেন। নবাগত রমণী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিলে দেখিলাম তাঁহার মুখখানি পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের অপেক্ষাও মনোহর—বলিতে কি, সেরূপ সৌন্দর্য্য আমি আর কখন দেখি নাই, বোধ হয় দেখিবও না। আমি উঠিয়া আহারীয় সামগ্রী গুলি তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম এবং তিন জনে আহার করিতে উপবিষ্ট হইাম। এইরূপে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। আমি নবাগত রমণীকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার

সুরাপাত্র পূর্ণ করিতে লাগিলাম এবং উভয়ে মনের সাধে পান করিতে লাগিলাম। আমার এইরূপ আচরণে প্রথমার অন্তরে অন্তরে ঈর্ষাবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন 'এ যুবতীটী যথার্থই সুন্দরী! কেমন ইনি কি আমার অপেক্ষাও সুন্দরী নহেন?' আমি বলিলাম, অবশ্য—ইনিই প্রকৃত সুন্দরী। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। সমস্ত রজনী গাঢ় নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল, প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম গৃহটী অল্প অল্প সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি নূতন সঙ্গিনীকে উঠাইতে গেলাম। গাত্রে হস্ত প্রদান করিবা মাত্র হঠাৎ তাঁহার মস্তকটী শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কি ভয়ানক ব্যাপার! শয্যাটী রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে! ভয়ে বিহ্বল হইয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম প্রথমা রমণী চলিয়া গিয়াছেন। না বলিয়া পূর্ব্বেই তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন? তখন আর প্রকৃত ঘটনা কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না—বুঝিলাম তিনিই ঈর্ষা-পরবশ হইয়া এই ভয়ানক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কি করি মহা বিপদ! মুহূর্ত্তকাল নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, উঠিলাম এবং গৃহের মধ্যেই একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রমণীর মৃতদেহটী প্রোথিত করিলাম। হায়! সেই কুসুমকোমলার সুললিত দেহটী কঠিন মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপন করিবার সময় আমার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সে যাহা হউক আমি সেইখানেই তাঁহাকে কবর দিয়া গৃহতলস্থ মার্ব্বল প্রস্তরের টালিগুলি পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম। যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল। আমি রক্তাক্ত বসনগুলি ত্যাগ করিয়া একটী পরিষ্কার নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম এবং অবশিষ্ট টাকাগুলি লইয়া বাটীর অধিকারীর নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে অসময়ে উপস্থিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বাটীর একবৎসরের ভাড়া প্রদান করিয়া বলিলাম, আমি মিশর দেশে খুল্লতাতদিগের নিকট চলিলাম—এই এক বৎসরের ভাড়া দিতেছি, ইহা নিঃশেষিত হইলে পুনরায় ভাড়া পাঠাইয়া দিব।

আমি দামাস্কাস ত্যাগ করিয়া মিশরে খুল্লতাতদিগের নিকট প্রস্থান করিলাম। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। দেখিলাম তাঁহাদের

তখন বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমস্তই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এত তাড়াতাড়ি তোমার এখানে আসিবার কারণ কি ?' আমি বলিলাম, আপনাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—বিশেষতঃ আপনাদের ফিরিয়া যাইতে যদি বিলম্ব হয়, আর আমার টাকাগুলি সমস্ত খরচ হইয়া যায় তাহা হইলে আমি সেখানে কি করিব সেই ভয়ে এখানে আসিয়াছি। আমি তাঁহাদের সহিত মিশরের অপূর্ব্ব বিলাসদ্রব্য সকল উপভোগ করিতে লাগিলাম এবং অবশিষ্ট মুদ্রা হইতে অতি সংক্ষেপে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প ব্যয় করিতে লাগিলাম। এইরূপে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। খুল্লতাতগণ বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বেই তাঁহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিলাম। দামাস্কাসে চলিয়া আসিয়াছি মনে করিয়া তাঁহারা আর আমার কোন অনুসন্ধান করিলেন না, অমনি চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি আর তিন বৎসর কায়রোয় অবস্থিতি করিলাম। ইতি মধ্যে আমি যথাসময়ে তিনবার দামাস্কাসের বাটীর বাৎসরিক ভাড়া পাঠাইয়াছিলাম। যাহা হউক সেই তিন বৎসরের মধ্যেই আমার সমস্ত ধন ব্যয় হইয়া গেল ; কেবল আর এক বৎসরের ভাড়া মাত্র অবশিষ্ট। তখন কি করি, নানা রূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় দামাস্কাসে ফিরিয়া আসিলাম। আমার বাটীর অধিকারী আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আমি গৃহটীর রক্ত-চিহ্ন গুলি পরিষ্কার করিলাম। পরিষ্কার করিবার সময় দেখিলাম শয্যার নিম্নে একটী মণিময় কণ্ঠভূষণ রহিয়াছে। অলঙ্কারটী সেই মৃত যুবতীর, সেটী সেই ভীষণ রজনীতে তাঁহার কণ্ঠেই ছিল। অলঙ্কারটী দেখিয়াই সমস্ত ঘটনা আমার যেন নূতনবৎ বোধ হইতে লাগিল, আমি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম।

দিবসদ্বয় অতিবাহিত হইয়াগেল, তৃতীয় দিবসে আমি হামামে স্নান করিয়া নূতন পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলাম। এই রূপে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল ; এক দিন কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, সয়তানের প্ররোচনায় কণ্ঠভূষণটী বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয়ার্থে একজন দালালের হস্তে প্রদান করিলাম। দালাল গোপনে একবার জহুরীদিগের নিকট হইতে যাচাই করিয়া আনিল। বাজারে তাহার দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা মূল্য নিরূপিত হইল, কিন্তু কুটিল

দালাল আমার নিকট আসিয়া বলিল 'এ অলঙ্কারটী প্রকৃত স্বর্ণে নির্ম্মিত নহে পিত্তল নির্ম্মিত, ইহার প্রস্তর গুলি ঝুঁটা, ইহার সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মাত্র মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার কি, আমি তাহার কিছুই জানিনা সুতরাং বলিলাম, হাঁ যথার্থ; অলঙ্কারটী ঝুঁটাই বটে, আমরা একটী রমণীকে পরিহাস করিবার জন্য উহা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। যাহা হউক তুমি উহা ঐ মূল্যেই বিক্রয় কর। দালাল দেখিল আমি অলঙ্কারটীর প্রকৃত মূল্য কিছুই জানিনা, অমনি তাহার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ অলঙ্কারটী বাজারের কর্ত্তার হস্তে প্রদান করিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। বাজারের কর্ত্তা সেটী ওয়ালীর নিকটে লইয়া গিয়া বলিল 'আমার এই কণ্ঠভূষণটী চুরী গিয়াছিল, অদ্য চোর ধরা পড়িয়াছে। আপনি ইহার বিচার করুন।' ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক ব্যাপার চলিতেছে আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিনা, দেখিতে দেখিতে রক্ষী পুরুষগণ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল— আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তাহারা আমাকে ওয়ালীর নিকটে লইয়া গেল। ✓ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি এ কণ্ঠভূষণটী কোথায় পাইলে?' আমি দালালের নিকট যাহা বলিয়াছিলাম তাহার নিকটেও তাহাই বলিলাম। ওয়ালী হাসিয়া বলিল 'তোমার কথার তিলার্দ্ধও সত্য নহে।' অমনি রক্ষী পুরুষগণ আমার গাত্রস্থ বস্ত্র গুলি খুলিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে লাগিল। আমি দারুণ প্রহার-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বলিলাম, আমি অলঙ্কারটীর অধিকারীকে হত্যা করিয়া উহা অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। মনে করিলাম বুঝি সমস্ত যন্ত্রণা শেষ হইল— সংসারের আর কোন যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেনা ওয়ালী আমাকে হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবে; কিন্তু সে আশা সফল হইল না। তাহারা আমার দক্ষিণ হস্তটী ছেদন করিয়া ক্ষতমুখে উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিল। আমি যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তাহারা সুরার ন্যায় এক প্রকার পেয় দ্রব্য আমার মুখে ঢালিয়া দিল। ঔষধের গুণে আমার চেতনা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। আমি উঠিলাম এবং ছিন্ন হস্তটী গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আমার জমীদার আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন 'যখন তুমি চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছ তখন আর আমি তোমায় এ বাটীতে

স্থান দিতে পারিনা। তুমি অন্য একটী আবাস খুঁজিয়া লও। আমি বলিলাম, মহাশয়! আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর দুই তিন দিন মাত্র সময় প্রদান করুন আমি ইতি মধ্যেই অপর একটী বাসা খুঁজিয়া লইতেছি। তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। কি করিয়া আর হস্তশূন্য হইয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইব, কি করিয়াই বা স্বজনবর্গের নিকট মুখ দেখাইব সেই চিন্তাতেই আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি একাকী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম এবং বারম্বার জগদীশ্বরের নিকট উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। আমার আর দুরবস্থার সীমা রহিল না।

দুই দিবস কেবল রোদনেই অতিবাহিত হইয়াগেল। তৃতীয় দিবসে আমার জমীদার কতকগুলি রক্ষী পুরুষ ও বাজারের কর্ত্তার সহিত আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? তাহারা কোন উত্তর না দিয়াই আমাকে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিল এবং গলায় একটী শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া বলিল 'চল্ নরাধম, এবার আর তোর নিস্তার নাই। সেই অপহৃত কণ্ঠভূষণটী দামাস্কাসের শাসন-কর্ত্তার। এই তিন বৎসর হইল তাঁহার একটী কন্যা সেই অলঙ্কারটীর সহিত হারাইয়াছে।' আমি শুনিলাম, আমার সর্ব্বশরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলাম, হায়! এই বার আমার নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে!—যাহাই হউক শাসনকর্ত্তার নিকট আমি প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করিব, তিনি আমাকে রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিতে হয় মারিবেন। তাহারা আমাকে সাশনকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন 'এই ব্যক্তিই কি কণ্ঠকভূষণটী বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়াছিল?—তোমরা অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে দণ্ড প্রদান করিয়াছ।' তিনি এই কথা বলিয়াই বাজারের কর্ত্তাকে কারাগারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন 'এখনই এই নির্দ্দোষী ব্যক্তির হস্তচ্ছেদনের ক্ষতি পূরণ করিয়া দাও, নতুবা আমি যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তোমার প্রাণদণ্ড করিব।' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই রক্ষীপুরুষগণ আমার বন্ধন মোচন করিয়া বাজারের কর্ত্তাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়া গেল।



সকলে চলিয়া গেলে শাসনকর্ত্তা আমাকে বলিলেন 'সত্য করিয়া বল দেখি তুমি কণ্ঠভূষণটী কিরূপে পাইলে ?' আমি রমণীঘটিত বিষয়গুলি একে একে সমস্তই বর্ণন করিলাম। তিনি শ্রবণ করিয়া রুমালে মুখ আচ্ছাদন করত রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়াগেল; তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন 'বৎস! সেই জ্যেষ্ঠা রমণীটী আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমি তাহাকে অতি যত্নে ও সাবধানে রাখিতাম। সে যখন বিবাহের যোগ্যা হইল আমি তখন তাহাকে বিবাহের জন্য কায়রোর আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে ইতি মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের কাল হইল। লাভের মধ্যে সে কেবল কায়রোর লোকদিগের নিকট হইতে ব্যভিচার দোষ শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। বৎস সেই জন্যই সে তোমার নিকট গতায়াত করিত। কনিষ্ঠা রমণী তাহারই সহোদরা, উভয়ে পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় ছিল,—জ্যেষ্ঠা তাহার নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়াছিল। হতভাগিনী কনিষ্ঠা তাহার কথায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যেষ্ঠার সহিত বেড়াইতে যাইবার জন্য আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। আমি এত

কি জানি, তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলাম। বৎস! তাহার পরদিন জ্যেষ্ঠা একাকী ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কনিষ্ঠা কোথায়? সে বলিল আমি জানিনা, সে আমার সহিত যায় নাই। কিন্তু বৎস, তাহার পরক্ষণেই সে তাহার জননীর নিকট নিজ দোষ স্বীকার করিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়াছে। বৎস! তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য,—তুমি বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাহা জানিতাম। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে; এখন আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি— এ কন্যাটী তাহাদের সহোদরা নহে, এটী আমার অপর স্ত্রীর গর্ভজাত। বোধ হয় তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই। সে পবিত্রা কুমারী, বিশেষতঃ আমি তোমার নিকট হইতে যৌতুকাদি কিছুই গ্রহণ করিবনা। এখন কি বল?' আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। দামাস্কাসাধিপতি আমার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি (কায়রোয় অবস্থান সময়েই পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়) আনিবার জন্য এল্‌মোসিলে দূত পাঠাইয়াদিলেন। চিকিৎসক মহাশয়! সেইপর্য্যন্তই আমি এই খানে আছি।"

ইহুদী বলিল "রাজন্, আমি তাঁহার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তিনি আমায় প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার সহিত তিন দিবস বাস করিয়া আপনার রাজ্যে আগমন করিলাম এবং এই খানেই থাকিয়া গেলাম।"

নরপতি ইহুদীর আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "না, এ গল্পটী কুব্জের উপাখ্যানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তোমাদিগের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য, বিশেষত এই অনর্থের মূলীভূত কারণ দরজীকে ত কোন রূপেই ক্ষমা করিতে পারি না, তবে দরজী যদি একটী উৎকৃষ্টতর উপাখ্যান বর্ণন করিতে পারে তাহা হইলে সকলকেই মার্জ্জনা করি।" এই কথা শুনিয়াই দরজী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলঃ—

দরজীর বর্ণিত উপাখ্যান।

নরপতে, গত কল্য প্রাতঃকালে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সঙ্গীদিগের বিবরণাপেক্ষা বিস্ময় জনক। কল্য মৃত কুব্জের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যূষে আমি একটী আত্মীয়ের ভবনে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীতে একটী উৎসব ছিল, তিনি সেই উপলক্ষে আমার ন্যায় কএকজন ব্যবসায়ী ও কারিগরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ক্রমে নিমন্ত্রিতগণ সকলে উপস্থিত হইলে, সূর্য্যোদয়ের পর নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় আনীত হইল। আমারা আহার করিতে উপবিষ্ট হইতেছি এমন সময়ে গৃহস্বামী বোগ্দাদনিবাসী একটী যুবককে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবকটীর পরিচ্ছদগুলি যেমন বহুমূল্য ও সুন্দর, রূপও তেমনি মনোহর; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পদদ্বয়ের মধ্যে একটী খঞ্জ। যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন, আমরাও উঠিয়া তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম; তিনি আমাদের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটী বৃদ্ধ ক্ষৌরকার ছিল, যুবকের নয়ন সহসা তাহার উপরে নিপতিত হইল; অমনি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিলেন। গৃহস্বামী ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "সেকি, আপনি চলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাদের কি অপরাধ দেখিলেন? যদি এইরূপে চলিয়াই যাইবেন তবে প্রবেশ করিলেন কেন?" আমরাও তাঁহাকে পুনরুপবেশন করিবার জন্য উপরোধ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। যুবক বলিলেন "আপনারা আমাকে বাধা দিবেননা—বৃথা উপরোধ অনুরোধ করিতেছেন কেন? আমি আপনাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেছিনা—আপনাদের সঙ্গী ঐ ক্ষৌরকারটী আমার প্রস্থানের কারণ।" গৃহস্বামী তাঁহার এই কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সেকি! আপনার নিবাস ত বোগ্দাদ নগরে, তবে এ ক্ষৌরকার আপনার বিরক্তির কারণ হইলেন কিরূপে?" আমরাও যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলাম "মহাশয়, ক্ষৌরকারের উপর আপনার এরূপ বিদ্বেষের কারণ কি, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।" যুবক বলিলেন "আমার পৈত্রিক বাসস্থান বোগ্দাদ নগরে উহার সহিত আমার একটী অদ্ভুত

ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ নাপিতই আমার খঞ্জত্বের কারণ—ঐ নরাধমই আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমি শপথ করিয়াছি, ও নরাধম যেখানে থাকিবে আমি প্রাণান্তেও কথন সেখানে উপবেশন করিবনা—ও যে দেশে বাস করিবে আমি সে দেশেও থাকিবনা। আমি ওর জন্যই বোগ্দাদ ত্যাগ করিয়া এখানে বাস করিতেছিলাম—এখন দেখিতেছি নরাধম এখানেও আসিয়াছে, সুতরাং আমাকে এস্থানটীও ত্যাগ করিতে হইল—আমি আর এক রাত্রিও এখানে বাস করিবনা।” তাঁহার এই কথা শুনিয়াই আমরা ব্যগ্রভাবে বলিলাম “আল্লার দোহাই, ক্ষৌরকারের সহিত আপনার কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাদের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে হইবে।” আমাদের এইরূপ অনুরোধ শুনিয়া ক্ষৌরকারের মুখ শুকাইয়া গেল। যুবক বলিতে আরম্ভ করিলেন :— ✓

বন্ধুগণ! আমি বোগ্দাদ নগরের একজন প্রধান বণিকের একমাত্র পুত্র। আমি পূর্ণবয়স্ক হইলে আমার পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হইল, আমি তাঁহার ধনসম্পত্তি ও দাসদাসীর একমাত্র অধিকারী হইলাম। বিষয়সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আমি কেবল বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিধান এবং স্বাদু উপাদেয় আহার করিয়া বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বিলাসী হইয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু আমি স্ত্রীজাতির একান্ত বিদ্বেষ্টা ছিলাম, এমন কি স্ত্রীজাতির নামে জ্বলিয়া উঠিতাম। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, একদিন বোগ্দাদের রাজপথে ভ্রমণ করিতেছি—দেখিলাম কতকগুলি রমণী সেইদিকে আসিতেছে। আমি অমনি বিরক্ত হইয়া পার্শ্বস্থ একটী গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পথের শেষ সীমাস্থ একটী বাটীর মাস্তাবায় উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের প্রস্থান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছি, সহসা আমার সম্মুখস্থ বাটীর একটী বাতায়ন উদ্ঘাটিত হইল। একটী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহারিণী যুবতী নিম্নস্থ কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করিলেন এবং একবার বামে ও একবার দক্ষিণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন। রমণী তিরোহিত হইলেন; আমার হৃদয়ে প্রণয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—আমার মন কেবল তাঁহার সেই মনোহর রূপমাধুরী ধ্যানে নিমগ্ন হইল। এতদিন স্ত্রীলোকদিগের প্রতি আমার যে বিদ্বেষভাব

ছিল তাহা এখন প্রণয়ে পর্য্যবসিত হইল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া সেইখানেই উপবিষ্ট রহিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, বোগদাদের কাজি কতকগুলি ক্রীত দাস সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যে বাটীর বাতায়নে মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বুঝিলাম কাজিই সেই রমণীর পিতা।

আমি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বাটীতে ফিরিয়া গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিলাম। নানাবিধ চিন্তায় আমার হৃদয় বিলোড়িত হইতে লাগিল। একে একে ক্রীত দাসীগণ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি নিজ মনোগতভাব তাহাদের নিকট কিছুই প্রকাশ করিলাম না। তাহারা আমার নূতন আবেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি তাহার কোন উত্তর প্রদান করিলাম না। ক্রমেই আমার উদ্বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিবেশীগণ আমার অস্বাস্থ্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া একে একে দেখিতে আসিলেন। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে একজন প্রবীণা রমণী আমাকে দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং আমার শিয়রে উপবেশন করিয়া সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তোমার এরূপ উদ্বেগের কারণ কি?" আমি সমস্ত ঘটনাই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি যাঁহাকে দেখিয়াছ তিনি যথার্থই বোগদাদের কাজির কন্যা। কাজি সর্ব্বদাই তাঁহাকে অতি সাবধানে রাখেন। যে গৃহের বাতায়নে তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলে, সেই গৃহটীই তাঁহার শয়নমন্দির। কাজি স্বয়ং নিম্নের একটী সুসজ্জিত গৃহে বাস করেন। আমি সর্ব্বদাই সেই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাকি। বৎস, তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর আমার দ্বারাই তুমি হৃদয়হারিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে—আমিই তোমায় সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিব।" তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি কতক আশ্বস্ত হইলাম—ভাবী মিলন বাসনায় হতাশ হৃদয় পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিল। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলাম। অনুচরবর্গ আমাকে কতক স্বাস্থ্য লাভ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হইল; বৃদ্ধা সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি সোৎসাহে তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পরদিন বৃদ্ধা ম্লানবদনে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে সমাচার জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন

"বৎস, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না; যুবতীর নিকট আমি তোমার কথা বলিবামাত্র তিনি একেবারে ক্রোধে অগ্নি তুল্য হইয়া বলিলেন 'দুর্লক্ষণা হতভাগিনি! যদি আমার নিকট পুনরায় ওরূপ কথা মুখে আনিবি তাহা হইলে আমি তোকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিব।' যাহা হউক বৎস, তুমি একেবারে হতাশ হইও না, আমি পুনরায় তাঁহার নিকট যাইব—দেখি, কঠিনার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিয়া দিতে পারি কি না। বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়াই আমি পুনরায় হতাশ হইয়া পড়িলাম—পুনরায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এইরূপে কএক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল; একদিন সেই প্রবীণা প্রতিবেশিনী আসিয়া বলিলেন "বৎস আজি আমি তোমার জন্য সুসমাচার আনিয়াছি, এখন আমায় কি পারিতোষিক দিবে বল।" আমার শূন্য দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, আমি বলিলাম, আমার অদেয় কি আছে, আপনি যাহা চাহিবেন আমি তাহাই প্রদান করিব। প্রতিবেশিনী বলিলেন "বৎস, গত কল্য আমি তোমার মনোহারিণীর নিকটে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ম্লান-মুখ দেখিয়া বলিলেন 'চাচি! আজি তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?' আমি রোদন করিতে করিতে বলিলাম, বৎসে!—ঠাকুরাণি! আমি গত কল্য তোমার নিকটে আসিবার সময় সেই প্রণয়াশায় উন্মত্ত যুবকটীকে দেখিতে গিয়াছিলাম আহা সে তোমার জন্যই মৃতপ্রায়! আমার এই কথা শুনিয়াই রমণীর হৃদয় গলিয়াগেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে যুবকটী কে?' আমি বলিলাম, তিনি আমার পুত্র—প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান; কয়েক দিবস গত হইল তুমি যখন পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করিতেছিলে তখন তিনি তোমার বিমল বদন-শশধর দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন; আমি তোমাকে তাঁহার আবেদন জানাইয়াছিলাম কিন্তু তুমি সেদিন ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে; এখন সেই হতাশ যুবক তোমার প্রত্যাখ্যান বার্ত্তা শুনিয়া মৃতপ্রায়—আমি তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। হায়, তোমার জন্যই যুবকের প্রাণ বিয়োগ হইবে! আমার এই কথা শুনিয়াই যুবতীর মুখ ম্লান হইয়া আসিল; বলিলেন 'সে কি! সত্যই কি তিনি আমার জন্য এরূপ ব্যাকুল?' আমি বলিলাম, হাঁ সত্যই তিনি তোমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন—আল্লার দোহাই ইহার একটী কথাও মিথ্যা নহে—এখন বলুন তাঁহার প্রাণ

রক্ষার কি উপায় করি। রমণী বলিলেন 'যাও তাঁহাকে আমার সাদর অভিবাদন জানাইয়া বলগে তিনি আমার জন্য যেরূপ ব্যাকুল, আমি তাঁহার জন্য তদপেক্ষাও অধিক, আর তিনি যেন আগামী শুক্রবার দিবস মধ্যাহ্ন নমাজের পূর্ব্বে এখানে আসেন, আমি তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া উপরে আনিতে অনুমতি প্রদান করিব। আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি, পিতা মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই, পুনরায় ফিরিয়া যাইবেন।'" আমি শুনিলাম, হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল; আমার সমস্ত চিন্তা ক্লেশ একেবারে দূরীভূত হইল। আমি বৃদ্ধাকে নিজ পরিধানের পরিচ্ছদটী পারিতোষিক স্বরূপে প্রদান করিলাম। প্রতিবেশিনী বলিলেন "বৎস, এখন হৃদয় সুস্থির কর, ভাবনা জঞ্জাল দূরীকৃত করিয়া উৎসাহিত হও।" আমি বলিলাম, ভদ্রে তোমার কৃপায় আমার সমস্ত দুঃখ ক্লেশই তিরোহিত হইয়াছে। তিনি পোষাকটী লইয়া সানন্দে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলাম; বন্ধুবান্ধবদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

ক্রমে নিরূপিত শুক্রবার উপস্থিত, প্রাতেই বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আমাদের বাটীতে আসিয়া শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ স্বাস্থ্য-সংবাদ প্রদান করিলাম। তিনি শুনিয়া প্রীত হইলেন। অনন্তর আমি একটী মনোমত পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্যে বাসিত হইয়া মধ্যাহ্ন নমাজের সময় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধা বলিলেন "তোমার এখনও যথেষ্ট সময় আছে—তুমি যদি এই অবকাশে সাধারণ স্নানশালায় স্নান করিয়া ক্ষৌরীকৃত হও, তাহা হইলে বিগত অস্বাস্থ্যের চিহ্নগুলি মিলাইয়া যায় এবং তোমার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়। অতি উত্তম পরামর্শ,—কিন্তু অগ্রে ক্ষৌরী হইয়া পরে হামামে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি; আমি এই কথা বলিয়াই বালক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, আমি মস্তক মুণ্ডন করিতে ইচ্ছা করি—তুমি এখনই বাজার হইতে একজন ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া আন,—দেখিও উপযুক্ত সভ্য নাপিত আনিও, যেন সে বৃথা কতকগুলা বকিয়া আমার শিরঃপীড়া জন্মাইয়া না দেয়। বালক তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে এই বৃদ্ধ নাপিতকে ডাকিয়া আনিল। বৃদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল, আমি

উহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। বৃদ্ধ বলিল জগদীশ্বর তোমার সমস্ত দুঃখ ক্লেশ দূর করুন। আমি বলিলাম, জগদীশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। বৃদ্ধ বলিল "প্রভু! প্রফুল্ল হউন—আপনার শরীর নীরোগ হইয়াছে—এখন ক্ষৌরী করিতে হইবে, না রক্তমোক্ষণ করিয়া দিব?—কারণ ইব্‌ন্-আব্বাসের* শাসন মধ্যে লিখিত আছে যে "মহম্মদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিবসে ক্ষৌরীকৃত হইবে জগদীশ্বর তাহার সপ্ততি প্রকার রোগ দূর করিবেন, আর যে ব্যক্তি সেই পবিত্র দিবসে রক্তমোক্ষণ করিবে সে দর্শনেন্দ্রিয়ে বঞ্চিত ও সর্ব্বদাই নানাপ্রকার রোগে কাতর হইবে।" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আমি তোমার বৃথা বাগাড়ম্বর শুনিতে ইচ্ছা করি না—আমার শরীর অসুস্থ শীঘ্র আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও। ক্ষৌরকার আমার কথা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি একটী রুমাল বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী জ্যোতিষ গণনার যন্ত্র † বাহির করিল এবং ব্যস্ত সমস্তভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণ ভূমির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। আমি তোমাদের সঙ্গী ক্ষৌরকারের সেইরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বৃদ্ধ হস্তস্থিত যন্ত্রটী উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়াগেলে আমারদিকে ফিরিয়া বলিল "মহাশয়, আজি বড় শুভদিন—শুক্রবার, সফর মাসের দশম দিবস—ঈশ্বরানুগৃহীত ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের পলায়নের পর হইতে গণনায় ২৬৩ সাল—জ্যোতিষশাস্ত্র মতে আজি মঙ্গলগ্রহ রাশিচক্রের সপ্তম অক্ষাংশে অবস্থিত, বিশেষ তাহার সহিত বুধগ্রহের সংযোগ—আজি কামাইবার অতি উত্তম দিন, এরূপ প্রায় ঘটে না।—যন্ত্রের দ্বারা আরও দেখিতেছি আপনি অদ্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন—যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তিনি অতি ভাগ্যবান। তাহার পর—তাহার পর—আরও কিছু দেখিতেছি—যাহা হউক সে কথা আপনাকে আমি বলিব না।"

---

* ইব্‌ন্-আব্বাস—মহম্মদের পিতৃব্যপুত্র কোরাণের টীকাকার, আব্বাসী খলিফেদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

† Astrolabe—আমাদের দেশে কখন এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না—ইহা পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য দেশ সকলে ব্যবহৃত হইত। ইহার দ্বারা নক্ষত্রের দূরতা প্রভৃতি অপরাপর বিষয় জানা যাইত। এখন উক্ত যন্ত্রের অপেক্ষা সুগম ও উত্তম উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় উহার ব্যবহার রহিত হইয়া গিয়াছে।



আমি বলিলাম, আল্লার দোহাই, তুমি আমাকে একান্ত বিরক্ত করিয়া তুলিলে। আমি আর তোমার বৃথা বাগাড়ম্বর শুনিতে চাহি না,—তোমাকে ক্ষৌর করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি, শীঘ্র ক্ষৌর করিয়া দাও আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। হতভাগা বলিল "মহাশয়, প্রকৃত বিষয় আপনি কিছুই জানেন না সেই জন্যই এরূপ বিরক্ত হইতেছেন। আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, যদি সমস্ত জানিতে পারিতেন তাহাহইলে আমাকে এরূপ নিস্তব্ধ হইতে না বলিয়া বরং আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করিতেন। আমি আপনাকে একটী সৎ পরামর্শ দি—আপনি সেই পরামর্শের অনুসারে কার্য্য করুন—অন্যথা করিবেন না। আমার প্রতি বিরক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে আপনার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত—আমার সৎ পরামর্শগুলির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। আপনি আমার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেন না—ভাল, আমি বিনাবেতনে এক বৎসর কাল আপনার পরিচর্য্যা করিব, দেখি আপনি প্রকৃত বিচার করেন কি না।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, আঃ দেখিতেছি তুমি আজি এই রূপেই আমার প্রাণ বিনাশ করিবে—আমি আর

সহ্য করিতে পারি না। ভাল উৎপাৎ দেখিতেছি—তোমাকে ডাকিয়া যে আমি বিষম বিপদে পড়িলাম—তোমার এ বিষম গ্রাস হইতে উদ্ধার হইবারও ত কোন উপায় দেখি না! বৃদ্ধ বলিল "প্রভু, এরূপ অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন কেন?—আমি মিতভাষী বলিয়া লোকে আমাকে এস্ সামিত * বলিয়া থাকে। আমি অল্পভাষিতা গুণে আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম এল্‌বাক্‌বুক †, দ্বিতীয় সহোদরের নাম এল্‌হেদ্দার, তৃতীয় সহোদরের নাম বক্‌বক্‌, চতুর্থ সহোদরের নাম এল্‌কুজ্ এল্‌আস্বানী, পঞ্চম সহোদরের নাম এল্ কাশশার, ষষ্ঠ সহোদরের নাম শাকালিক এবং সপ্তম আমি—এস্ সামিত!" তোমাদিগের এই ক্ষৌরকারের সেইরূপ অসম্বদ্ধপ্রলাপ শুনিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। আমি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, এই ক্ষৌরকারকে একটী সিকি মোহর প্রদান করিয়া বিদায় কর আমার আর মস্তকমুণ্ডন করিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষৌরকার আমার সেই কথা শুনিয়াই বলিল "সে কি মহাশয়, আমি আপনার কার্য্য না করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিব না।—আল্লার দোহাই আপনি আমায় কিছু দেন ভাল, না দেন ভাল; আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব। আপনি আমার মর্য্যাদা বুঝিলেন না, কিন্তু আমি আপনার মর্য্যাদা জানি। আহা আপনার স্বর্গীয় পিতা আমাদের কত সমাদরই করিতেন। তিনি অতি দয়াবান্ পুরুষ ছিলেন। আজি যেমন আপনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, এইরূপ তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। আমি আসিয়া দেখিলাম তিনি কএকজন বন্ধুবান্ধবের সহিত বসিয়া আছেন। আমি আসিয়াই তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ রক্তমোক্ষণ করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আমার জ্যোতিষ-যন্ত্রটী বাহির করিয়া গণিয়া দেখিলাম যে সে সময়টী রক্তমোক্ষণের পক্ষে অশুভ সময়—তখন রক্তমোক্ষণে অনিষ্ট ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা; আমি অমনি বলিলাম, মহাশয়! এসময় রক্তমোক্ষণের উপযুক্ত সময় নহে, এখন রক্তমোক্ষণ করিতে অনেক ক্লেশ হইবে; যদি অনুমতি করেন

* মৌনব্রতী। † বহুভাষী—অপর কয়টী নামেরও এইরূপ অর্থ।

তাহাহইলে কিঞ্চিৎ পরে উপযুক্ত শুভ সময়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া দি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। আমি উপযুক্ত সময়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া দিলাম। তিনি আপনার ন্যায় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না; বরং আমাকে তজ্জন্য কত ধন্যবাদ দিলেন—তাঁহার নিকটে যতগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও আমার দূরদর্শিতার জন্য কত ধন্যবাদ দিলেন। আপনার পিতা আমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।" আমি কুপিত হইয়া বলিলাম, তোমার ন্যায় লোকের সহিত আলাপ ছিল বলিয়া জগদীশ্বর আমার পিতাকে যেন মার্জ্জনা না করেন। আমার এই কথা শুনিয়াই নরাধম হাসিয়া বলিল "জগদীশ্বর অদ্বিতীয়, অনন্ত! মহম্মদ জগদীশ্বরের প্রেরিত দূত! যিনি স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্যকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ! আমি আপনাকে সহজ ও সুস্থমনা বিবেচনা করিয়াছিলাম—কিন্তু আপনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই এরূপ প্রলাপ বকিতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহার পবিত্র গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'যে ক্রোধ সম্বরণ করিবে, যে দোষীকে ক্ষমা করিবে——'*—যাহাহউক আপনাকে ক্ষমা করিলাম। আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন বুঝিতে পারিতেছি না; আপনিত জানেন আপনার পিতা আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কখন কোন কার্য্য করিতেন না। বিশেষত কথিত আছে যাহার নিকট পরামর্শ লইতে হয় তাহাকে বিশ্বাসও করিতে হয়, দেখুন আপনি আমার ন্যায় পার্থিব বিষয় সকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় পাইবেন না। আমি ত আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট নহি, তবে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? যাহাই হউক আপনি আমাকে যাহাই বলুন না কেন, আপনার পিতার কৃত উপকার সকল মনে করিয়া আমি কিছুতেই বিরক্ত হইব না।" আমি বলিলাম, আল্লার দোহাই, তোমার অসম্বদ্ধপ্রলাপে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—আর সহ্য করিতে পারি না; তুমি এখন শীঘ্র শীঘ্র আমাকে ক্ষৌরী করিয়া প্রস্থান কর।

---

* কোরাণ ৩য় পরিচ্ছেদ ১২৮ সংখ্যক কবিতা।

ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, আমি একবার মনে করিলাম উঠিয়া যাই। বৃদ্ধ আমার সেই ভাব দেখিয়া বলিল "আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি আপনার উপর ক্রোধ করিব না; আপনি বালক—আপনার বিবেচনা-শক্তি অতি ক্ষীণ—জ্ঞান বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই। আপনার বয়স কি ?—সে দিনও আমি আপনাকে স্কন্ধে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছি।"

ভাই, আর কেন ?—কেন আর আমাকে অধিক বিরক্ত কর ? আজিকার মত আমায় অব্যাহতি দাও—আমি আপনার কার্য্য করি, তুমিও নিজের কার্য্য দেখগে। আমি এই কথা বলিয়াই ক্রোধভরে নিজ গাত্রবস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। ক্ষৌরকার আমাকে ক্রোধে জ্ঞানহীন দেখিয়া ক্ষুরখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে শানাইতে আরম্ভ করিল। আমি অধীর-ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পর নরাধম আমার মস্তকের কিয়দংশমাত্র মুণ্ডিত করিয়া দিয়া বলিল "মহাশয়, সকল কার্য্যই বিবেচনা করিয়া করা উচিত—কোন কর্ম্মে নিতান্ত ব্যস্ত হওয়া সয়তানের কার্য্য—

বিবেচনা করি কার্য্য কর সমাধান,
ব্যাকুল হয়োনা কভু ইষ্ট সাধিবারে ;
সতত সুধীর থাক, হও ক্ষমাবান,
অবশ্য পাইবে সেই ক্ষমার আধারে।
বিনা সেই একমাত্র জগত জীবন
জগতে ক্ষমতা আর নাহিক কাহার ;
পীড়ক দুর্দ্দান্ত হেন আছে কোন জন
তাঁরকাছে হবেনাক পাড়ন যাহার ?

মহাশয়, আমি বোধ করি আপনি আমার সমাজিক অবস্থা জানেন না—আমি এই হস্তে কত কত রাজা, কত কত আমীর, উজীর, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত-দিগের মস্তকমুণ্ডন করিয়াছি। একজন কবি বলিয়াছেন :—

ব্যবসা শোভিত যেন মণিময় হার,
প্রধান মুকুতা রাজে তাহে ক্ষৌরকার।
তাহার সমান বল কে আছে কোথায়?
রাজাপ্রজা সকলেই মান্য করে তায়।
ধন্য সেই জন শান্ত বিদ্বান্ সুধীর
যার কর-তলে ফিরে নৃপতির শির।

প্রভু, আমিও ঠিক সেইরূপ—আমাকে অবহেলা করিবেন না।”

আমি বলিলাম, থাক্ ওসকল নিষ্প্রয়োজন কথা শুনিতে চাহিনা—তুমি আমাকে অধিক বিরক্ত করিওনা। বৃদ্ধ বলিল “আপনি এত তাড়াতাড়ি করিতেছেন কেন—আপনার কি কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে?” আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, হাঁ! হাঁ! হাঁ! ক্ষৌরকার বলিল “আঃ! অত তাড়াতাড়ি করিবেন না; কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা সয়তানের কার্য্য। তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য করিলে তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় না বরং তজ্জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয়। আমাদের পরম প্রভু মহম্মদ বলিয়াছেন ‘যে কার্য্য উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া কালবিলম্বে সম্পাদিত হয়, তাহাই সফল হইয়া থাকে।’ জগদীশ্বরের দোহাই, আপনি যেরূপ ব্যস্ত হইতেছেন—আপনার ফললাভবিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। আপনি যদি অভিলষিত কার্য্যটী কি তাহা আমায় বলেন তাহা হইলে আমি সদুপায় করিয়াদি। যাহা হউক জগদীশ্বর করুন, আপনার কার্য্য সফল হউক—কিন্তু আমারত এমন বিশ্বাস হয় না যে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।”

আর তিনঘণ্টা মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে—হতভাগা সহসা ক্রোধভরে ক্ষুরখানি দূরে নিক্ষেপ করিল এবং জ্যোতিষগণনার যন্ত্রটী লইয়া পুনরায় গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। নরাধম পূর্ব্বের ন্যায় আবার সূর্য্যেরদিকে চাহিয়া রহিল; আমি অধীরভাবে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অনেক ক্ষণের পর বৃদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিল “মধ্যাহ্ন-ভজনার আর তিন ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব আছে—তিলার্দ্ধ অধিকও নহে, তিলার্দ্ধ ন্যূনও নহে, ঠিক তিন ঘণ্টা।” আমি বলিলাম, থাম,—আল্লার দোহাই থাম, আমি তোমার কোন

কথা শুনিতে চাহি না। এই কথা শুনিয়াই তোমাদের সঙ্গী ক্ষুরখানি ভূমি হইতে তুলিয়া লইল এবং পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অনেকক্ষণ শানাইয়া মস্তকের অপরাংশ মুণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিল। নরাধম ক্ষুরখানি মস্তকের উপর দুইচারি বার টানিয়াই বিরত হইয়া বলিল "আপনি যে তাড়াতাড়ি করিতেছেন—আমার মন স্থির হইতেছে না। আপনি যদি এরূপ তাড়াতাড়ির কারণ কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়,—আপনিত জানেন আপনার পিতা আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না।"

আমি দেখিলাম, দুরাত্মার হস্ত হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই—মনে মনে বিবেচনা করিলাম, মধ্যাহ্ন নমাজের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, লোকে ভজনালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমাকে প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে হইবে। আর যদি মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করি তাহা হইলে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা হইল না। এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া বলিলাম, আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র ক্ষৌরী করিয়া দাও; আমাকে মধ্যাহ্ন-ভজনার পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণরক্ষার্থ একটী আত্মীয়ের বাটীতে যাইতে হইবে। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়াই বৃদ্ধ চমকিয়া বলিল "আ! তাইত! আমি এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলাম! আমি যে কল্য কএকটী বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তাহারা যে অদ্য আমার বাটীতে আহার করিতে আসিবে! আমিত তাহার কোন আয়োজন করি নাই। হায়! হায়! তাহারা আসিয়া আমাকে কত লজ্জাই দিবে!" আমি বৃদ্ধের এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিলাম, তাহার জন্য আর এত চিন্তা কেন? আমিত তোমায় বলিলাম আমি নিমন্ত্রণে যাইতেছি; আমার বাটীতে যে খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত আছে সে সমস্তই তোমার—তুমি যদি আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষৌরী করিয়া দাও তাহা হইলে সকলই তোমায় প্রদান করিব, তুমি অনায়াসে তদ্দ্বারা বন্ধুদিগের সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে। "জগদীশ্বর আপনাকে সুখী করুন" বৃদ্ধ এই কথা বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "আমার নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগের জন্য আপনার গৃহে কি কি দ্রব্য আছে?" আমি বলিলাম, পাঁচজনের আহারোপযোগী মাংস, দশটী কুক্কুট এবং একটী মেষশাবকের কাবাব প্রস্তুত আছে।

বৃদ্ধ বলিল "সে গুলি সমস্ত এখানে আনিতে বলুন, আমি সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।" আমি পরিচারকদিগকে খাদ্যদ্রব্যগুলি আনিতে বলিলাম; তাহারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। বৃদ্ধ সেগুলি দর্শন করিয়া বলিল "মহাশয়, আপনি জগদীশ্বরের অনুগৃহীত—অতি দয়ালু পুরুষ। কিন্তু একটী বিষয়ে দেখিতেছি এখনও অভাব রহিতেছে—গন্ধদ্রব্যের জন্য কি করিব?" আমি তৎক্ষণাৎ গন্ধদ্রব্য-পূর্ণ বাক্সটী তথায় আনিতে বলিলাম, পরিচারকগণ তাহা আনিয়া দিল। বাক্সের মধ্যে পঞ্চাশৎ দীনার মূল্যের মৃগনাভি-চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ছিল। আমি বাক্সটী তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, এখন এইগুলি গ্রহণ করিয়া আমার মস্তকের অবশিষ্ট অংশটুকু মুণ্ডিত করিয়া দাও। বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়াই বলিল "সে কি কথা—বাক্সের মধ্যে কি আছে তাহা অগ্রে না দেখিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি না।" কি করি মহা বিপদ—অর্দ্ধেক মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে নিরুপায়, আমি বালক ভৃত্যকে বাক্সটী খুলিয়া দিতে বলিলাম সে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া দিল। ক্ষৌরকার হস্তস্থিত জ্যোতিষ-গণনার যন্ত্রটী রাখিল এবং ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া গন্ধদ্রব্য গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

এইরূপে দুষ্ট ক্ষৌরকার অনেক ক্ষণের পর ক্ষুরখানি লইয়া ক্ষৌরী করিতে আরম্ভ করিল। অল্প মাত্র অংশ মুণ্ডিত হইতে না হইতেই নরাধম পুনরায় ক্ষুর খানি রাখিয়া বলিল "আল্লার দোহাই, আপনার এই সদয় ব্যবহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিব কি আপনার পিতাকে ধন্যবাদ দিব তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনি যদি আজি দয়া না করিতেন তাহা হইলে আমি কোনরূপেই বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সম্মান রক্ষা করিতে পারিতাম না। বিশেষতঃ আমার নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে আপনার প্রদত্ত এরূপ উপাদেয়-সামগ্রীর উপযুক্ত কেহই নাই। আমার নিমন্ত্রিত কেবল এই কয় ব্যক্তি মাত্র—জেইতুন হামাম-রক্ষক, সালীয়া গোধুম-বিক্রেতা, ওকাল কলাই-বিক্রেতা, আক্রেশে মুদি, ওমেদ ঝাড়ুদার এবং আকরিণ দুগ্ধবিক্রেতা। ইহারা সকলেই অতি ভদ্র লোক! প্রত্যেকেই এক এক রূপ নূতন প্রকার নৃত্য করিতে পারে—প্রত্যেকেই নূতন নূতন প্রকারের কবিতা পাঠ করিতে পারে। আবার

তাহাদের বিশেষ গুণ—তাহারা আপনার সম্মুখস্থ এই ভৃত্যটীর ন্যায় শিষ্ট শান্ত,—আর আমি, আপনার ক্রীতদাস, অবাধ্যতা কাহাকে বলে তাহাত জানিই না। হামাম-রক্ষক বলে যে, 'আমি যদি ভোজের নিমন্ত্রণে না যাই, ভোজ স্বয়ং আমার বাটীতে আসে!' ওমেদ ঝাড়ুদার অতি রসিক পুরুষ সর্ব্বদাই হাসি খুসি—সর্ব্বদাই আনন্দ,—সে বলে 'আমার সহিত আমার স্ত্রীর যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহার সংবাদ সিন্ধুকের মধ্যে তোলা থাকেনা!' আমার বন্ধুদের মধ্যে সকলেরই নূতন নূতন কৌতুক নূতন নূতন রসিকতা। তাহারা রসিকতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাদের ন্যায় সৎ লোক আর কোথাও দেখিনাই। লোকের মুখে শ্রবণ করা একরূপ, স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন আর এক রূপ,—আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করেন তাহা হইলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই, আপনিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেন। আপনি যেখানে আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য যাইতেছেন, আজি আর সেখানে গিয়া কাজ নাই; এখনও আপনার শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ ও সবল হয় নাই। যে সকল বন্ধুর নিকটে যাইতেছেন হয়ত তাহারা বহুভাষী নিজের কথা ব্যতীত কত অসম্বদ্ধকথাই বলিবে, হয়ত দলের মধ্যে একজন অসভ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে,—আপনি তাহার কথায় বিরক্ত হইবেন। একেত শরীর অসুস্থ, তাহাতে আবার তাহার উপর এরূপ ঘটনা হইলে আনন্দ লাভকরা দূরে থাকুক ক্লেশের আর সীমা থাকিবে না। অতএব আজি আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের সহিতই পানাহার করিয়া আমোদ আহ্লাদ করুন।" আমি বলিলাম, বেস্‌ত, জগদীশ্বর করেন—আর একদিন তোমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব। বৃদ্ধ বলিল "না, অদ্যই আপনি-আমাদের সহিত আহারাদি করুন—তাঁহাদের সহিত নাহয় আর এক দিন আমোদ আহ্লাদ করিবেন। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন:—

উপস্থিতে অবহেলা কোরোনা কখন,
কে জানে সে ভাবীকাল ঘটাবে কেমন।"

ক্ষৌরকারের এইরূপ কথা শুনিয়াই ক্রোধে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল—আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, জগদীশ্বরের দোহাই আমি তোমায়



যাহা বলি তুমি তাহাই করিয়া নিজ বন্ধুদিগের নিকটে গমন কর, তাহারা হয়ত এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধ বলিল "আমি আপনার নিকট আর কিছুই চাহি না, আপনি একবার আমার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করুন। তাহারা অতি শিষ্ট, শান্ত ও ভদ্রসন্তান। যদি তাহাদের একবার দেখেন, তাহা হইলে আপনি সমস্ত সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া তাহাদেরই সহিত বন্ধুত্ব করেন।" আমি বলিলাম, জগদীশ্বর করুন, তুমি তাহাদিগের সহিত অপার আনন্দ লাভ কর। আমি নিশ্চয় এক দিন তাহাদিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে আমোদ আহ্লাদ করিব। বৃদ্ধ বলিল "নিতান্তই যদি আজি আমাদের সহিত আমোদ প্রমোদ না করেন তাহা হইলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্যগুলি বন্ধুদিগকে দিয়া আসি—তাহারা কেন আর বৃথা আমার জন্য অপেক্ষা করিবে; আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুর বাটীতে আমোদ আহ্লাদ করিতে যাইব। আমার সঙ্গীদের কিছু মৌখিক প্রণয় নহে, তাহারা তাহাতে কখনই বিরক্ত হইবে না। আমি শীঘ্রই আসিতেছি

আপনি ব্যস্ত হইবেন না।" বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়াই আমি বলিলাম, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা নাই,—যাও, তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করগে, আমিও নিজ বন্ধুদিগের সহবাস-সুখ লাভ করিতে যাই;—তাঁহারা এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বৃদ্ধ বলিল "না, তবে আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না—চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।" আমি বলিলাম, তুমি আমার সহিত গিয়া কি করিবে? আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে অপর কেহই প্রবেশ করিতে পায়না। দুরাত্মা আমার এই কথা শুনিয়াই বলিল "তবে বুঝি আপনি কোন স্ত্রীলোকের নিকটে যাইতেছেন? নতুবা আমাকে লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইবেন কেন?—আপনি কোন অপরিচিত রমণীর বাটীতে যাইতেছেন, হয়ত সেখানে বিপাকে প্রাণ হারাইবেন।একে এ বোগ্দাদ নগর, এখানে সর্ব্বদাই এরূপ অশুভ ঘটনা হইয়া থাকে; তাহাতে আবার এখানকার ওয়ালী অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত।" আমি ক্রোধভরে বলিলাম, নরাধম, পাপিষ্ঠ! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা, যাহা মুখে আসিতেছে আমার সম্মুখে তাহাই বলিতেছিস্! আমাকে সেইরূপ ক্রোধান্ধ হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্রমে মধ্যাহ্ন-নমাজের সময় উপস্থিত, এত ক্ষণের পর আমার সমস্ত মস্তকটী মুণ্ডিত হইল। নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বলিলাম, যাও এখন তুমি এই ভোজ্য ও পানীয়গুলি শীঘ্র বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রদান করিয়া আইস; আমি তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি,—দেখিও বিলম্ব করিওনা। আমি এইরূপে তোমাদের সঙ্গীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু নরাধম ভুলিবার লোক নহে—বলিল "আপনি আমাকে প্রতারণা করিতেছেন, আপনি একাকী গিয়া ঘোর বিপদে পড়িবেন; অবশেষে সে বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন হইবে।—আল্লার দোহাই, আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ কোথাও যাইবেন না।" আমি বলিলাম, ভাল তাহাই হইবে—তুমি অধিক বিলম্ব করিও না। ক্ষৌরকার আমার প্রদত্ত ভোজ্য পানীয় ও গন্ধদ্রব্যগুলি লইয়া প্রস্থান করিল। আমি উঠিয়া বসনভূষণ পরিধান করিলাম। ভজনালয়ে মধ্যাহ্ন-ভজনা আরম্ভ হইল, আমিও একাকী বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। দুরাত্মা ক্ষৌরকার বাটীতে ফিরিয়া যায় নাই—ভোজ্য-পানীয়প্রভৃতি

একটী লোকের দ্বারা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া পার্শ্বস্থ গলির মধ্যে লুকাইয়াছিল। আমি সেই গলির নিকটস্থ হইবা মাত্র নরাধম আমার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কাজির বাটীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, দ্বার মুক্ত রহিয়াছে,—আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুরাত্মা ক্ষৌরকার বাটীর দ্বারের নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই কাজী ভজনালয় হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই বাটীর একটী ক্রীতদাসী কোনরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল,কাজী বাটীতে আসিয়াই তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সে প্রহার-যাতনায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। একজন দাস ক্রীতদাসীর সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে গেল; কাজী ক্রোধভরে তাহাকেও প্রহার করিতে লাগিলেন। সেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষৌরকার বাহির হইতে মনেকরিল, বুঝি কাজী আমাকেই প্রহার করিতেছেন; অমনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং গাত্রবস্ত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া ভূমি হইতে ধূলি লইয়া নিজ মস্তকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রতিবেশীগণ দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। "হায়, দুরাত্মা কাজী আমার প্রভুকে হত্যা করিল! হায়, নরাধম আমার প্রভুকে বিনাদোষে হত্যা করিল!" বৃদ্ধ এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে আমার বাটীতে গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার পরিচারকবর্গকে সঙ্গে লইয়া কাজীর দ্বারদেশে পুনরাবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। কাজী তাহাদের গোলযোগ শুনিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। দ্বারের সম্মুখে মহা জনতা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?—এত জনতা কেন?"—আমার পরিচারকেরা বলিল "নরাধম! তুই আমাদের প্রভুকে হত্যা করিয়াছিস্।" কাজী বলিলেন "সে কি, তোমাদের প্রভুকে আমি হত্যা করিব কেন?—তিনি আমার কি করিয়াছেন, যে আমি তাঁহাকে হত্যা করিব?"—বৃদ্ধ বলিল "মিথ্যাবাদী! এই মাত্র তুমি আমাদের প্রভুকে কশাঘাত করিতেছিলে—তিনি যাতনায় রোদন করিতেছিলেন।" কাজী পুনরায় বলিলেন "সে কি কথা? আমি তোমার প্রভুকে কেন প্রহার

করিব ?—তিনি আমার কি করিয়াছেন ? আর তিনি আমার বাটীর মধ্যেইবা প্রবেশ করিবেন কেন?" বৃদ্ধ বলিল "তোমার ও মিথ্যা কথায় আমি ভুলিনা, আমি সমস্তই জানি—তাঁহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার কারণও জানি—তোমার প্রহার করিবার কারণও জানি। তোমার কন্যার সহিত আমাদের প্রভুর প্রণয় আছে, সেইজন্য তিনি তোমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, আর তুমি তাহাই জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য পরিচারকদিগকে আজ্ঞা দিয়াছ। তোমার ভৃত্যগণ এতক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি তাঁহার রোদন শুনিতেপাইয়াছি। আল্লার দোহাই, খলীফের নিকটে ভিন্ন আমাদের এ বিবাদ মীমাংশা হইবে না।—যদি তুমি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে শীঘ্র আমাদের প্রভুকে বাহির করিয়া দাও—তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহাকে লইয়া গৃহে প্রস্থান করুন; নতুবা আমি স্বয়ং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে বাহির করিয়া আনিব।"

ক্ষৌরকারের কথা শুনিয়া কাজী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জনতার মধ্যে নিজ কন্যার অপবাদ-বাক্য শুনিয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, বলিলেন "যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে আইস বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার প্রভুকে লইয়া যাও। এই কথা শুনিয়াই তোমাদের সঙ্গী কাজীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দেখিলাম; ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। কোথায় লুকাই, মহা বিভ্রাট, লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাইলামনা। আমি যে গৃহের মধ্যে ছিলাম, সেই গৃহে একটী বৃহৎ সিন্ধুক ছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিলাম।

আমি সে গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলাম ক্ষৌরকার সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সিন্ধুকটী ভিন্ন তথায় আর কিছুই নাই, অমনি সিন্ধুকটীর সহিত আমাকে মস্তকে তুলিয়া লইল। ভয়ে আমি একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ আমাকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। আমি দেখিলাম নরাধম আমাকে কোন মতেই ত্যাগ করিলনা, তখন কি করি, ধীরে ধীরে সিন্ধুকের ডালাটী তুলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে নিপতিত হইলাম। পড়িবামাত্রই আমার এই পা-টী ভাঙ্গিয়াগেল। আমি উঠিয়া দ্রুতবেগে বাটীর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম দ্বারের সম্মুখে মহা

জনতা—সেখানে সেরূপ ভিড় আমি আর কখনও দেখিনাই। উপস্থিত লোকদিগকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য আমি সেই খানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইয়া ফেলিলাম। সকলে সেই মোহরগুলি কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত হইল, আমি অমনি সেই অবকাশে একটী পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া দৌড়িলাম। এই বৃদ্ধও দ্রুত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। আমি উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যে খানে প্রবেশ করি, নরাধমও সেই খানে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে থাকে "হায়! এখনই আমার সর্ব্বনাশ হইত! প্রভু, এখনই উহারা তোমার জন্য আমাকে বিষম শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ছিল! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, সৌভাগ্যক্রমে তিনি যাই আমাকে আপনার সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন; নতুবা পাপাত্মাদের হস্ত হইতে আপনার উদ্ধার হওয়া দুরূহ হইত। আপনি যে অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এতদূর ব্যস্ত ও অধীর হইয়াছিলেন—একেবারে জ্ঞানহীন হইয়া ছিলেন, তাহারই এই বিষময় ফল। জগদীশ্বর যদি কৃপা করিয়া আমাকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে, যে বিষম বিপদে পড়িয়া ছিলেন তাহা হইতে কখনই উদ্ধার হইতে পারিতেন না। তাহারা হয়ত আপনাকে এরূপ বিপাকে ফেলিত যে,আপনি জন্মেও তাহা হইতে নিস্তার পাইতেন না। জগদীশ্বর করুন, আপনি যেন আর কখন আমা-ছাড়া না হন—আমি যেন ভবিষ্যতেও আপনাকে এইরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি। আল্লার দোহাই, আপনি যদি নিজ ইচ্ছামত একাকী যাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং আপনার বন্ধুগণের সর্ব্বনাশ হইত—যাহা হউক, আপনার এরূপ মূঢ়তার জন্য আমরা বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইব না, আপনি বালক—বুদ্ধিহীন—অধীর।" আমি বলিলাম, তুমি কি আমার এতদূর দুরবস্থা করিয়াও সন্তুষ্ট হও নাই? তুমি কি বাজারের মধ্যদিয়াও এইরূপ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িবে? আমি এই নরাধম ক্ষৌরকারের জন্য এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম যে, এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল,আত্মঘাতী হইয়া নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভকরি; কিন্তু তখন তাহারও কিছু উপায় দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে বাজারের মধ্যস্থিত একটী দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোকানের অধ্যক্ষের নিকট

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া নরাধম ক্ষৌরকারকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন।

ক্ষৌরকার চলিয়া গেলে আমি সেই দোকানের একটী গুদামের মধ্যে উপবিষ্ট হইলাম। মনোমধ্যে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, ভাবিলাম নরাধম ক্ষৌরকার আপাতত চলিয়া গেল বটে; কিন্তু সে কখনই আমাকে ছাড়িবে না—আমি কোন রূপেই তাহার হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। সে নিশ্চয়ই দিবা রাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। কি করি, অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বোগ্দাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়, তদ্ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই। আমি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিতে বলিলাম। সাক্ষীগণ উপস্থিত হইল; আমি তাহাদের সম্মুখে নিজ বিষয়সম্পত্তিগুলি বিভাগ করিয়া পরিজনবর্গের নামে লিখিয়াদিলাম। দানপত্রখানি প্রস্তুত হইলে পরিবারদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে আমার সমস্ত স্থাবর বিষয়গুলি বিক্রয় করিতে বলিলাম এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের ভরণ-পোষণভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া এই নরাধম ক্ষৌরকারের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য পিতৃপৈতামহিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। সেই অবধিই আমি এখানে বাস করিতেছি। এতদিন জানিতাম না, যে নরাধম আবার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন নিমন্ত্রিত হইয়া আপনাদিগের বাটীতে আসিয়াই দেখিলাম, সেই নরাধম এখানে আপনাদের মধ্যে উপবিষ্ট। ভাল, আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, কি রূপে আমি সেই সকল দুর্দ্দশা ও একটী অঙ্গহানির কারণস্বরূপ এই নরাধমের সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি?

রাজন্! আমরা সকলেই অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলাম, কিন্তু যুবক কিছুতেই আমাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। আমরা ক্ষৌরকারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন মহাশয়, যুবক যাহা যাহা বলিলেন সকলই কি সত্য?" ক্ষৌরকার বলিলেন "আল্লার দোহাই, আমি কেবল যুবকের উপকারার্থে সেরূপ করিয়াছিলাম। আমি যদি সেরূপ না করিতাম, তাহাহইলে নিশ্চয়ই যুবককে বিঘোরে প্রাণ হারাইতে হইত। আমিই উহার

সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমি উহাঁর মঙ্গলের জন্যই সে সমস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু উনি যে অন্যায় কার্য্য করিতে গিয়াছিলেন তাহারই জন্য মঙ্গলময় জগদীশ্বর প্রাণদণ্ড না করিয়া কেবল একটী অঙ্গ বিকৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমি যদি বহুভাষী ও অকর্ম্মণ্য হইতাম তাহাহইলে যুবকের সেরূপ উপকার করিতে যাইতাম না। আমি বহুভাষী কি অল্পভাষী তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার একটী বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন :—

ক্ষৌরকারের উপাখ্যান।

বল-প্রতাপান্বিত ভক্ত-জনাধিপতি দরিদ্র-প্রতিপালক জ্ঞানী ও বিদ্যানদিগের অদ্বিতীয় সহায় রাজাধিরাজ এল্‌-মস্তাসির-বিল্লার * রাজত্বের সময় আমি বোগ্দাদ নগরে বাস করিতাম। ঘটনাক্রমে একদিন নরপতি দশজন ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে একখানি নৌকা করিয়া তাঁহার নিকটে ধরিয়া আনিবার জন্য বোগ্দাদের প্রধান বিচারকের প্রতি আজ্ঞা করেন। বিচারক তাহাদিগকে যখন নৌকায় ধরিয়া লইয়া যায়, তখন আমি মনে করিলাম, বুঝি ইহারা নৌকা করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে যাইতেছে, আমি যদি ইহাদের সহিত মিলিত হই তাহাহইলে অবশ্যই সমস্ত দিবস পানাহার করিয়া আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে পারিব। আমি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৌকায় উঠিলাম। তরণী পরপারে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ওয়ালীর অনুচরবর্গ আসিয়া সকলের কণ্ঠে দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল বান্ধিল ; আমিও তাহাদের সহিত শৃঙ্খলবদ্ধ হইলাম। রক্ষী পুরুষগণ আমাদিগকে লইয়া চলিল। আমি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহার বিষয়ে আর কোন কথাই বলিলাম না, তাহাদের সঙ্গে

* এল্‌-মস্তাসির-বিল্লা—হারুণ উর রসীদের প্রপৌত্র, ২৪৭ সালে সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন। সুতরাং সুলতানের পাকাশালাধ্যক্ষের বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এগল্পটীর সময়বিষয়ে সামঞ্জস্য হয় না। এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

সঙ্গে চলিলাম। ভাল, আপনারা বিচার করিয়া দেখুন দেখি, এটী আমার অল্পভাষিতা ও উদারতার প্রমাণ কি না?—যাহাই হউক, রক্ষী পুরুষগণ আমাদিগকে ধার্ম্মিকপালক এল্-মস্তাসির-বিল্লার সম্মুখে লইয়া গেল। তিনি দশ জনের শিরশ্ছেদনের অনুমতি দিলেন। ঘাতক তৎক্ষণাৎ একখানি তীক্ষ্ণ খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া আমার সঙ্গী দশ জনের মস্তকচ্ছেদন করিল, কেবল আমিই অবশিষ্ট রহিলাম। সহসা নরপতির নয়ন আমার দিকে নিপতিত হইল। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে জল্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে দশ জনের শিরশ্ছেদন করিতে বলিয়াছি—তুমি দশ জনেরই মুণ্ডচ্ছেদন করিলে না কেন?" জল্লাদ বলিল "ধর্ম্মাবতার! আপনি যে দশ জনকে বিনাশ করিতে বলিয়াছিলেন, আমি সেই দশ জনকেই দ্বিখণ্ড করিয়াছি।" নরপতি বলিলেন "না, তুমি নয় জন মাত্র দোষীর শিরশ্ছেদন করিয়াছ, দশম ব্যক্তি এই এখনও আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জল্লাদ বিনীতভাবে বলিল "আপনার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি দশ জনকেই বিনাশ করিয়াছি।" খলীফে * বলিলেন "ভাল, তুমি পুনরায় একবার গণিয়া দেখ।" জল্লাদ নরপতির সম্মুখে একে একে দশটী ছিন্ন মুণ্ড গণিয়া দিল। খলীফে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি কে? দোষীদিগের সহিত ধৃত হইলেই বা কি রূপে? কেনইবা স্বপক্ষ-সমর্থন না করিয়া এরূপ নিস্তব্ধ হইয়া আছ?" আমি বলিলাম, ধার্ম্মিকপাল! আমি শেখ এস্ সামিত (অল্পভাষী); আমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বিবেচনাশক্তি, বুদ্ধি এবং অল্পভাষিতা গুণে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি ক্ষৌরকারের ব্যবসায় করিয়া থাকি। গত কল্য প্রত্যুষে দেখিলাম নিহত দোষী কয় জন একখানি নৌকায় আরোহণ করিতেছে, মনে করিলাম বুঝি উহারা আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য যাইতেছে; আমি যদি উহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারি তাহা হইলে সমস্ত দিবস নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে পারিব। সুতরাং আমিও সকলের সহিত নৌকায় আরোহণ করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলাম আমার বিবেচনা মিথ্যা,—শান্তিরক্ষকগণ আসিয়া

* খলীফে—মহম্মদবংশীয় রাজা মাত্রেরই পদবী।



সকলকেই শৃঙ্খল-বদ্ধ করিল। সেই সঙ্গে তাহারা আমাকেও বন্দী করিয়া লইল, কিন্তু আমি নিজ উদারতাগুণে কিছুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলাম না। রাজন্‌ সে সময়ে কেবল আমার মহৎ উদারতাগুণের জন্যই কেহ আমার মুখ হইতে একটী বর্ণও শুনিতে পায় নাই। রক্ষীগণ আমাদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিল; আপনি দশ জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। সকলের সহিত আমিও ঘাতকের সম্মুখে নীত হইলাম, তথাপি সেই উদারতা-গুণে কোন কথাই বলিলাম না। কেমন, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, এটী কি আমার মহতী উদারতার উদাহরণ নহে?—আমি আজীবন এইরূপ উদারতার সহিতই কার্য্য করিয়া আসিতেছি।

খলীফে দেখিলেন, যথার্থই আমি উদার-প্রকৃতি, অল্পভাষী এবং এই কৃতঘ্ন যুবকের ন্যায় অসভ্য নহি; বলিলেন "তোমার কি আর সহোদর আছে?"

আমি নম্রভাবে উত্তর দিলাম, হাঁ আমার আর ছয় জন সহোদর আছেন। নরপতি বলিলেন "তাহারাও কি তোমার ন্যায় বিদ্বান, জ্ঞানী ও মিতভাষী ?" আমি বলিলাম, রাজন্ তাঁহাদের সহিত আমার তুলনা করিবেন না, তাঁহারা কেহই আমার ন্যায় নহেন। ধার্ম্মিকপাল! তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে আমার অপমান করা হয়। তাঁহারা সকলেই নিতান্ত বহুভাষী ও ক্ষুদ্রাশয়। সেই মহৎ দোষ দুইটীর জন্য সকলেরই দণ্ডস্বরূপ এক একটী অঙ্গহানি হইয়াছে—সকলকেই প্রচুর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খঞ্জ, দ্বিতীয় প্রায় দন্তহীন, তৃতীয় অন্ধ, চতুর্থ এক-চক্ষু, পঞ্চম ছিন্ন-কর্ণ এবং ষষ্ঠ ছিন্ন-অধরোষ্ঠ। ধার্ম্মিকপাল! এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমি বহুভাষী। আমি আপনার নিকট তদ্বিপরীতে প্রমাণ দিব,—প্রমাণিত করিব, আমি সহোদরদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় নহি। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধির দোষে এক একটী অঙ্গ হারাইয়াছেন। রাজন্ যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন-ঘটিত আশ্চর্য্য বিবরণগুলি বর্ণন করি।

ক্ষৌরকারের প্রথম সহোদরের বিবরণ।

অখিল-ধার্ম্মিকাধিপতি নরপতি শ্রবণ করুন, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর খঞ্জ; তাঁহার নাম এল্ বাক্‌বুক্। তিনি বোগদাদ নগরে সূচিজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহার সেই ব্যবসায়ের উপযোগী একটী দোকান-ঘর ভাড়া ছিল। দোকানের সম্মুখেই সেই গৃহটীর অধিকারীর বাস এবং সেই বাটীর নিম্নতলে একটী গম ভাঙ্গিবার কল ছিল। একদিন তিনি দোকানে বসিয়া কাপড় শেলাই করিতেছেন সহসা ভূম্যধিকারীর বাটীর দিকে তাঁহার নয়ন নিপতিত হইল। দেখিলেন একটী উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহারিণী রমণী বাতায়ন হইতে, পথ দিয়া যে সকল লোক গতায়াত করিতেছিল, তাহাদিগকে একমনে দেখিতেছে। ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়াই একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন, অমনি রমণীকে পাইবার আশায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত দিবস

কেবল তাহার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সেদিন আর একটী পয়সাও উপায় করিতে পারিলেন না। ভ্রাতা পরদিন প্রাতে পুনরায় দোকান খুলিয়া কাপড় শেলাই করিতে বসিলেন। কিন্তু শেলাই করিবেন কি, মন সেই রমণীর দিকে—এক ফোঁড় করিয়া শেলাই করেন আর একবার করিয়া সেই বাতায়নের দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখেন। সমস্ত দিবস কোন কার্য্যই করিতে পারিলেন না, সেদিনও বৃথা কাটিয়া গেল।

এইরূপে দুই দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি একটী মুদ্রাও উপার্জ্জন করিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবসে দোকানে বসিয়া যুবতীর দিকে চাহিয়া আছেন, সহসা যুবতীর নয়ন আমার ভ্রাতার দিকে নিপতিত হইল। সে দেখিল, এল্ বাক্‌বুক্ তাহার প্রণয়ে ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছেন, অমনি ঈষৎ হাসিয়া উঠিল। তিনিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিলেন। রমণী বাতায়ন হইতে সরিয়া গেল। এবং একটী কৃতদাসীর হস্তে এক খণ্ড ফুলদার লাল রেশমী কাপড় প্রদান করিয়া আমার ভ্রাতার নিকটে পাঠাইয়া দিল। দাসী আমার ভ্রাতার দোকানে আসিয়া বলিল "আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম দিয়া বলিলেন এই কাপড়টীতে তাঁহার একটী কোর্ত্তা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।" "অবশ্য দিব—তাঁহার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য" বাক্‌বুক্ এই কথা বলিয়াই দাসীর হস্ত হইতে বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করিলেন। কোর্ত্তাটী প্রস্তুত করিয়া শেষ করিতেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন সেই ক্রীতদাসী পুনরায় আমার ভ্রাতার দোকানে আসিয়া বলিল "আমাদের ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম দিয়া আমাকে জিজ্ঞসা করিতে বলিলেন, গত রজনীতে আপনি কেমন ছিলেন?—তিনিত আপনার জন্য সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও নয়ন নিমীলিত করিতে পারেন নাই।" দাসী এই কথা বলিয়াই আমার ভ্রাতার হস্তে একখণ্ড পীতবর্ণের সাটিন প্রদান করিয়া বলিল "আমাদের ঠাকুরাণীর ইচ্ছা, আপনি এই বস্ত্রখণ্ডে তাঁহার জন্য এক যোড়া পাজামা প্রস্তুত করিয়া দেন। পাজামা দুটী অদ্যই চাই—প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন কি?" আমার ভ্রাতা বলিলেন "অদ্যই প্রস্তুত করিয়া দিব, তাহার জন্য আর চিন্তা কি?—তুমি তাঁহাকে আমার সেলাম প্রদান করিয়া বলগে যে তাঁহার ক্রীতদাস তাঁহার

আজ্ঞা সম্পাদনার্থ সর্ব্বদাই উৎসুক আছে, যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, দাস তখনই তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবে।” ক্রীতদাসী চলিয়া গেল। ভ্রাতা কাপড়গুলি রীতিমত কাটিয়া পাজামা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় দুষ্টা রমণী নিজ গৃহের বাতায়ন হইতে হস্তসঙ্কেতে আমার ভ্রাতাকে একটী সেলাম করিয়া অধোমুখে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। নির্ব্বোধ বাক্‌বুক্ এক এক বার কাজ করেন, আর উৎসুক নয়নে বাতায়নের দিকে দেখেন; রমণীও এক এক বার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখে আর ঈষৎ হাস্ত করে। তিনি মনে করিলেন, ‘তবে আর কি, রমণীর প্রণয় লাভ করিলাম।’ দুষ্টা ক্ষণকাল এইরূপ করিয়াই বাতায়ন হইতে চলিয়া গেল। ভ্রাতা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার পাজামা দুইটি শেলাই করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সেই ক্রীতদাসী দোকানে আসিল। আমার নির্ব্বোধ ভ্রাতা পাজামা দুইটী তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। সে তাঁহার পারিশ্রমিক প্রদান না করিয়াই সেদুটী লইয়া গেল। বাক্‌বুক্ সমস্ত রাত্রি সেই মনোহারিণীর চিন্তাতেই অতিবাহিত করিলেন, একবারের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতে সেই দুষ্টা রমণীর স্বামী আমার ভ্রাতার দোকানে আসিয়া এক থান রেশমী কাপড় প্রদান করিয়া বলিল “এই থানটীতে আমার জন্য কতকগুলি অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিয়া দাও।” বাক্‌বুক্ “যে আজ্ঞা” এই কথা বলিয়াই থানটী গ্রহণ করিয়া সোৎসাহে অঙ্গরাখাগুলি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীর স্বামী জিজ্ঞাসা করিল “তোমাকে এই অঙ্গরাখাগুলির জন্য কত পারিশ্রমিক দিতে হইবে?” নির্ব্বোধ ভ্রাতা তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। দুষ্টা রমণী অন্তরাল হইতে ইঙ্গিতে তাঁহাকে অঙ্গরাখা শেলাইয়ের পারিশ্রমিক লইতে নিষেধ করিল। বাক্‌বুক্ কি করেন, যদিও সে দিনের আহারীয়াদি ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার একটী পয়সাও ছিল না, তথাপি কিছুই বলিলেন না; নিরম্বু উপবাস করিয়া অনবরত অঙ্গরাখাগুলি শেলাই করিতে লাগিলেন। তিন দিবসের অপরিমিত পরিশ্রমের পর সমস্ত প্রস্তুত হইল। তিনি সেগুলি লইয়া তাহার বাটীতে প্রদান করিতে গেলেন।

মূর্খ বাক্‌বুক্ প্রকৃত বিষয় কিছুই জানিতেন না, মনে করিলেন বুঝি রমণীর অকপট প্রণয় লাভ করিলাম। রমণী এদিকে স্বামীর নিকট আমার ভ্রাতার মনোগত সমস্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত নিগ্রহ প্রদান করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিল। দুষ্টার কেবল ইচ্ছা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বিনাবেতনে কতকগুলি কাপড় প্রস্তুত করিয়া লয়, আর তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া হাস্য করে, সুতরাং তিনি নিদ্রা ও আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে কায়ক্লেশে কোর্ত্তা ও অঙ্গরাখা প্রভৃতি রাশি রাশি বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াও পারিশ্রমিক স্বরূপ তাহাদের নিকট হইতে একটী পয়সা প্রাপ্ত হইলেন না। সমস্ত কার্য্যগুলি শেষ হইলে রমণী বাক্‌বুকের নিগ্রহার্থে আর একটী নূতন উপায় স্থির করিল। সে কৌশলক্রমে তাহার নিজ ক্রীতদাসীর সহিত আমার ভ্রাতার বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের রাত্রে রমণী তাঁহাকে নিজ বাটীর নিম্নতলস্থ কল-ঘরে লইয়া গিয়া বলিল "সাহেব, আজিকার রাত্রি তোমাকে এই গৃহেই অতিবাহিত করিতে হইবে, কল্য নবপরিণীতা গৃহিণীর সহিত পরম সুখ লাভ করিও।" মূর্খ বাক্‌বুক্ মনে করিলেন, হয়ত কোন বিশেষ কারণই থাকিবে, সুতরাং তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া একাকী সেইখানেই রহিলেন। এই অবসরে সেই দুষ্টার স্বামী আস্তে আস্তে কলের অধিকারীর নিকটে গিয়া ইঙ্গিতে আমার ভ্রাতাকে দিয়া গম ভাঙ্গাইয়া লইতে বলিল। কল-চালক মধ্য-রাত্রে কল-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "আঃ বলদটা কি অলস! রাশি রাশি গম ভাঙ্গিতে রহিয়াছে—মহাজনেরা ময়দার জন্য অনবরত বিরক্ত করিতেছে। এসময় কি কল বন্ধ রাখিবার সময়। বলদটাকে কলে যুড়িয়া দি—শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।" সে এই কথা বলিয়াই আমার ভ্রাতাকে কলের যোয়ালে যুড়িয়া দিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে লাগিল। ভ্রাতা, কি করেন, প্রহার-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া প্রাণপণে কল ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপ দুর্দ্দশায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। রজনীশেষে রমণীর স্বামী আসিয়া দেখিল, এল্ বাক্‌বুক্ ময়দার কলে ঘুরিতেছেন, আর কল-চালক অনবরত কশাঘাত করিতেছে। সে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কিছুই বলিল না, স্বচ্ছন্দে তথা হইতে চলিয়া গেল। প্রত্যূষসময়ে তাঁহার নবপরিণীতা গৃহিণী সেই ক্রীতদাসী আসিয়া তাঁহাকে

সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বলিল "হায়, আপনার এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার ঠাকুরাণী যে কি পির্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা আর বলিতে পারি না—আমার ত কথাই নাই। আপনার এ অবস্থা শুনিয়া অবধি আমার মনের মধ্যে যে কি করিতেছে, তাহা আর বলিবার নয়! হায়, নাথ! আপনার এই দশা! সমস্ত রাত্রির মধ্যে যদি আপনার এদশা এক বারও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আপনাকে এতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইত?" বাক্‌বুক্ সমস্ত রাত্রির দারুণ নিগ্রহে মৃতপ্রায়—তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক সুতরাং তাহাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার ভ্রাতার বিবাহ-পত্র প্রস্তুতকর্ত্তা শেখ তাঁহার নিকটে আসিয়া যথারীতি অভিবাদনপূর্ব্বক বলিল "জগদীশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন! নবপরিণীত দম্পতীর মঙ্গল হউক!" শেখের কথা শেষ হইতে না হইতেই ভ্রাতা ক্রোধভরে বলিলেন "জগদীশ্বর পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদীর সর্ব্বনাশ করুন! নরাধম তুই দস্যু হইতেও শত গুণে দস্যু, পাপী হইতেও সহস্র গুণে পাপী। জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোর জন্যই আমাকে বলদের পরিবর্ত্তে সমস্ত রাত্রি ময়দার কল টানিতে হইয়াছিল।" শেখ বলিল "সে আবার কি? আমিত তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—প্রকৃত ব্যাপার কি, সমস্ত বল দেখি।" বাক্‌বুক্ পূর্ব্ব রজনীর বিবরণ আদ্যোপান্ত তাহার নিকটে বর্ণন করিলেন। শেখ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল "আহা, তুমি এতদূর ক্লেশ ভোগ করিয়াছ!—সমস্তই তোমার অদৃষ্টের দোষ, আমরা কি করিব? তোমার জন্ম-নক্ষত্রের সহিত পাত্রীর জন্ম-নক্ষত্রের মিলন হয় নাই, সেই জন্যই তোমাকে এতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে বিবাহ-পত্রখানি আমি অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দি; তাহা হইলে আর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না।" আমার ভ্রাতা বলিলেন "ভাল, অন্য কোনরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যদি ভাল করিতে পার, কর; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

ভ্রাতা শেখকে নিজ আবাসে রাখিয়া দোকানে গেলেন, এবং সেদিনের

করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই ক্রীতদাসীটী দোকানে আসিয়া বলিল "প্রভু, আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আপনার মনোহর মুখচন্দ্র দর্শন-লাভ-মানসে উৎসুক-নয়নে বাতায়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, আপনি একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখুন।" ভ্রাতা দাসীর এই কথা শুনিয়াই মুখ তুলিয়া বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন যথার্থই দুষ্টা বাতায়ন হইতে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। উভয়ের নয়ন পরস্পর সম্মিলিত হইবা মাত্রই দুষ্টা বস্ত্র দ্বারা চক্ষুর্দ্দয় মার্জ্জন করিতে করিতে গদ গদ স্বরে বলিল, "আমরা আপনার নিকট কোন্ দোষে দোষী—কেন আপনি আমাদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন?" ভ্রাতা তাহার কথায় কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। দুষ্টা রমণী বাতায়ন হইতে বারম্বার শপথ করিয়া বলিল যে, গত রজনীতে যে তাঁহাকে বলদের পরিবর্ত্তে কল ঘুরাইতে হইয়াছিল, তাহার বিষয়ে সে কিছুই জানিত না—সে কার্য্য তাহার সম্মতিতে হয় নাই। বাক্‌-বুক্ তাহার অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়া সমস্তই ভুলিয়া গেলেন; বিগত রজনীর সেই দারুণ ক্লেশ সমস্ত এক কালেই তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হইল। তিনি সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া তাহার মনোহর মুখ-খানির দর্শনসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। দুষ্টা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভ্রাতা নম্রভাবে একটী সেলাম করিলেন এবং তাহার সহিত দুই একটী মিষ্টালাপ করিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অল্প ক্ষণ পরেই সেই ক্রীতদাসী আসিয়া বলিল "আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম জানাইয়া এই কথা বলিতে বলিলেন যে, অদ্য রাত্রিতে তাঁহার স্বামী বাটীতে থাকিবেন না; তিনি একটী ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবেন, সমস্ত রজনীই তাঁহার সেইখানে অতিবাহিত হইবে। অতএব তিনি নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ চলিয়া গেলে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের বাটীতে যাইবেন,—কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনার জন্য পথ চাহিয়া থাকিবেন, দেখিবেন যেন তাঁহাকে হতাশ হইতে না হয়।"

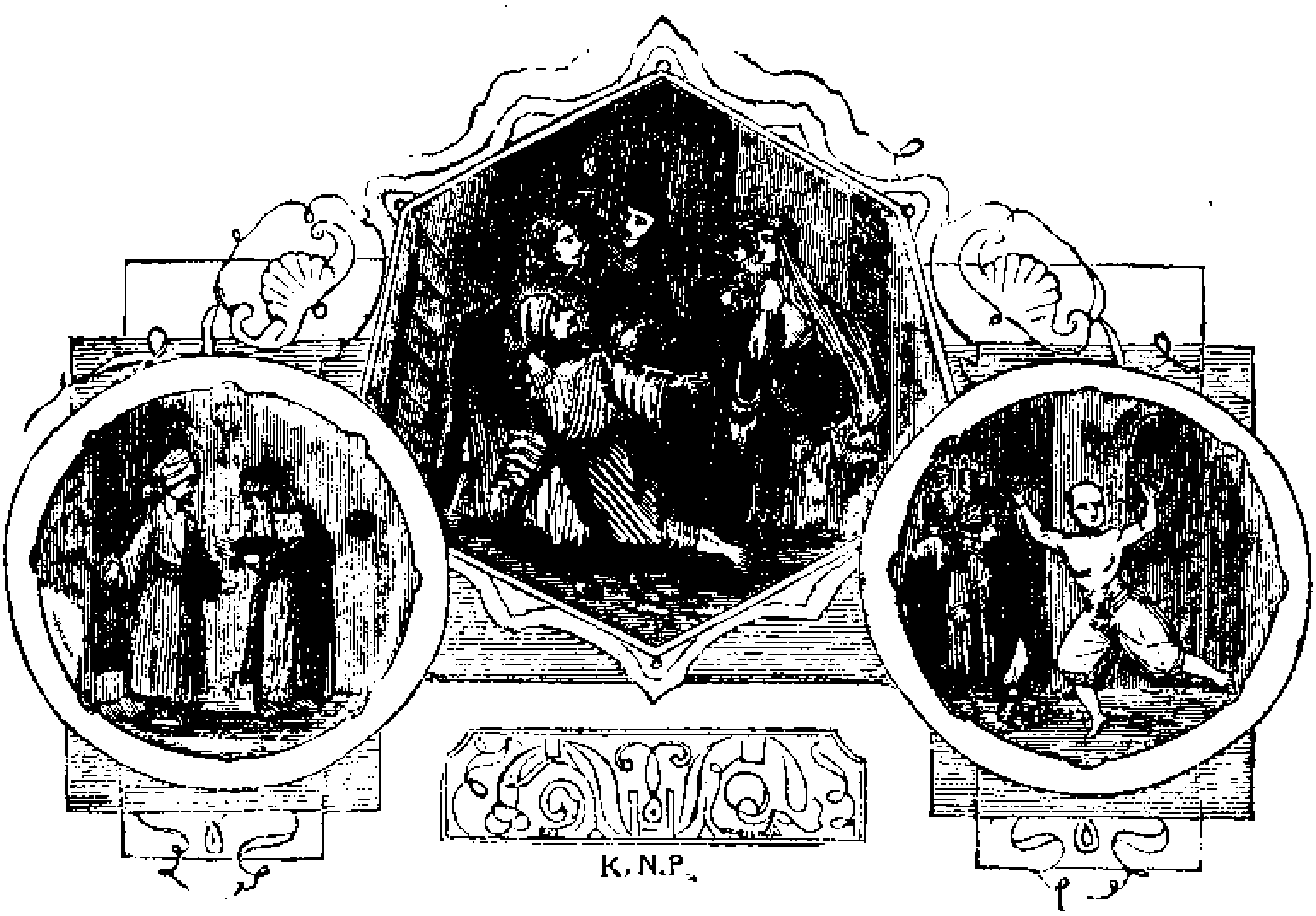
ওদিকে যুবতী আমার ভ্রাতাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য স্বামীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিল। তাহার স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দরজী যখন তোমার নিকটে আসিবে, তখন তাহাকে ওয়ালীর নিকটে ধরিয়া লইয়া

যাইবার কি উপায় করা যাইবে?” সে বলিল “সে জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আমি এমনি কৌশল করিব যে, সে আপনি ধরা পড়িয়া যাইবে; আর তাহার দুরবস্থার শেষ থাকিবে না—ওয়ালীর লোকেরা তাহাকে লইয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিবে—সমস্ত লোকেই দেখিতে পাইবে কি কার্য্যের কি ফল।”

ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক পরামর্শ হইয়া রহিয়াছে, নির্ব্বোধ বাক্‌বুক্ তাহার কিছুই জানেন না—মনে ভাবিতেছেন যে আজি মনোহারিণীর সহিত মিলন হইবে—আর তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল; দাসী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে নিজ প্রভু-রমণীর নিকটে লইয়া গেল। দুষ্টা রমণী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল “নাথ! এত ক্ষণ তোমার জন্য যে কত ব্যাকুল হইয়াছিলাম তাহা আর বলিতে পারিনা।” তিনি বলিলেন “প্রিয়তমে! তবে আর বিলম্ব কেন, আইস, সর্ব্বাগ্রে তোমার মনোহর মুখে একটী চুম্বন করিয়া জীবন সার্থক করি।” ভ্রাতার এই কয়েকটী কথা শেষ হইতে না হইতেই রমণীর স্বামী পার্শ্বস্থ একটী প্রতিবেশীর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সে বলিল “নরাধম, এইবার ধরি-য়াছি—আর তোকে ছাড়িতেছি না—একেবারে শাসনকর্ত্তা প্রধান বিচারকের নিকটে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিব।” বাক্‌বুক্ অব্যাহতি পাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিলেন—কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার কোন কথাই শুনিল না; তাঁহাকে সবলে টানিতে টানিতে ওয়ালীর বাটীতে লইয়া গেল। ওয়ালী তাঁহাকে সেই অপরাধের জন্য অনবরত কশাঘাত করিতে লাগিল। তিনি দারুণ আঘাতে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন। শান্তিরক্ষক তাঁহাকে একটী উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লইয়া গেল। লোকে তাঁহার সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল “দেখ দেখ, অপরের অন্তঃপুরমধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশের এই ফল।” বাক্‌বুক্ একে প্রহার-যাতনায় জড়ীভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এইরূপ অপমান, লোকের তাড়া-তাড়িতে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সেই পতনেই তাঁহার দুইটী পা ভাঙ্গিয়া গেল, সেই পর্য্যন্তই তিনি খঞ্জ হইলেন। ওয়ালী এইরূপ শাস্তি

প্রদান করিয়া তাঁহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিল। তিনি নগর ত্যাগ করিয়া চলিলেন—কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে অন্ততঃ কায়ক্লেশেও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। আমি জ্যেষ্ঠ সহোদরের এরূপ দুর্দ্দশা সহ্য করিতে পারিলাম না; যদিও তাঁহার অন্যায় কার্য্যে আমার যথেষ্ট ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, তথাপি সেই অন্তরের ক্রোধ, অন্তরেই সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে ফিরাইয়া আনিলাম এবং সেই অবধি তাঁহার ভরণপোষণের ভার লইলাম।

খলিফে আমার বর্ণিত উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমার উপাখ্যানটী অতি উত্তম ; তুমি অতি সদ্বক্তা।" আমি বলিলাম, রাজন্! আপনি যতক্ষণ আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের বিবরণ শ্রবণ না করিতেছেন, ততক্ষণ আমি আপনার এ প্রশংসা স্বীকার করিব না।—আপনি আমাকে বহুভাষী মনে করিবেন না, আমি সমস্তই প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি। খলীফে বলিলেন "ভাল, তোমার অপরাপর সহোদরগণের অদ্ভুত বিবরণগুলি বর্ণন কর। মনোহর উপাখ্যানগুলি শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করি।" আমি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম।



ক্ষৌরকারের দ্বিতীয় সহোদরের উপাখ্যান।

অখিলধার্ম্মিকাধিপ! শ্রবণ করুন, আমার দ্বিতীয় সহোদর এল্ হেদ্দার একদিন কোন প্রয়োজন সাধনার্থ যাইতেছিলেন; সহসা একটী বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "ওগো, একটু দাঁড়াও, আমার একটী কথা আছে।—আমি তোমাকে একটী কথা বলিব, তোমার ভাল বিবেচনা হয় করিও, না হয় করিয়া কাজ নাই।" ভ্রাতা তাহার কথা শুনিয়াই একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা বলিল "তুমি যদি বহুভাষী না হও, তাহা হইলে তোমাকে একটী বিষয় বলি।" ভ্রাতা বলিলেন "কি বলিবেন, বলুন।" বৃদ্ধা বলিল "ভাল, বল দেখি, যদি তুমি একটী মনোহর সুসজ্জিত অট্টালিকার মধ্যে বাস করিতে, প্রত্যহ উত্তমোত্তম সুপেয় মদিরা স্বাদু ফল মূল পানাহার করিতে ও দিবানিশি মনোহারিণী রমণীর বদন সুধাকর দেখিতে পাও, এবং সুকোমল মসৃণ কপোলদেশে চুম্বন করিতে ও একটী সুললিত ললনাকে আলিঙ্গন করিতে পাও, তাহা হইলে কেমন হয়,—বল দেখি, এই সকল সুখ যদি তুমি অবাধে ও নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিতে পাও, তাহা হইলে কেমন সুখী হও? এখন তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে উক্ত প্রকার

সুখভোগের উপায় করিয়া দিতে পারি,—কেমন সম্মত আছ কি?" আমার ভ্রাতা বলিলেন "ঠাকুরাণি! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই প্রার্থনীয় ও মনোহর বটে, কিন্তু আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি, এত লোক থাকিতে আমার প্রতি এত অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছেন কেন? কি গুণ দেখিয়া আমার উপরে আপনার এত কৃপা হইল?" বৃদ্ধা বলিল "তোমায় ত এই মাত্র বলিলাম, বহুভাষী হইলে সে সুখ লাভ করিতে পারিবে না—তবে তুমি বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ কেন? যদি তুমি সেরূপ সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিস্তব্ধ হইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" বর্ষীয়সী এই কথা বলিয়াই অগ্রে অগ্রে চলিল, আমার ভ্রাতা, তাহার বর্ণিত সুখসম্পত্তি-লাভার্থ লোলুপ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা একটী বৃহৎ প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিল, আমার ভ্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে তাঁহাকে উপরিতলস্থ একটী গৃহমধ্যে লইয়া গেল। ভ্রাতা দেখিলেন, গৃহটী নানাবিধ মনোহর দ্রব্য-সমূহে সুসজ্জিত। গৃহমধ্যে চারিটী অলোকসামান্যা রূপবতী যুবতী একত্র উপবিষ্ট হইয়া মনোহর স্বরে গীত গাহিতেছে; তাহাদের সেই গীতে যেন পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। আমার ভ্রাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই রমণীদিগের মধ্যে একজন একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়া পান করিল। ভ্রাতা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া রমণীকে সুরা ঢালিয়া দিতে গেলেন। রমণী নিবারণ করিয়া, তাঁহার হস্তে এক পাত্র সুরা প্রদান করিল। ভ্রাতা তাহা পান করিলেন। রমণী অমনি তাঁহার ঘাড়ে চপেটাঘাত করিল। ভ্রাতা তাহার সেইরূপ আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বকিতে বকিতে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ইঙ্গিতে গৃহমধ্যে ফিরিয়া যাইতে বলিল। তিনি পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধভাবে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রমণী পুনরায় তাঁহার ঘাড়ে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। ভ্রাতা তাহার সেই উপর্য্যুপরি চপেটাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষণকাল মধ্যেই এল্‌হেদ্দারের চেতনা পুনরাবৃত্ত হইল। তিনি ক্রোধভরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিলেন। বৃদ্ধা পুনরায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া

বলিল "দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর, এরূপ ক্রোধভরে চলিয়া যাইও না—এখনই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আর একটু একটু করিয়া কতক্ষণ আমি এরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকিব?" বৃদ্ধা বলিল "এসকল এরূপ অধীরতার কার্য্য নহে; যুবতী যখন সুরাপান করিতে করিতে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সেই সময়েই তোমার প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে।" বৃদ্ধার এই কথায় তিনি পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতীগণ নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তাহাদিগকে গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিয়া দিয়া আমার ভ্রাতার মুখে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিতে বলিল। যুবতীগণ তাহার আদেশমত এল্ হেদ্দারের মুখে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিল। সর্ব্বপ্রধানা রূপবতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "জগদীশ্বর আপনাকে সম্মানিত করুন—ঈশ্বরের কৃপায় আপনি আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এখন যদি ধীরভাবে আমার অভিলষিত কয়েকটী কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমার অন্তরেও প্রবেশ করিতে পারিবেন।" আমার ভ্রাতা বলিলেন "ঠাকুরাণি! আমি আপনার ক্রীত দাস—আমায় যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিব।" "আমি অত্যন্ত হাসি-তামাসা ভাল বাসি—যে আমাকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়া প্রীত করিতে পারিবে, সেই আমার প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে" যুবতী আমার ভ্রাতাকে এই কথা বলিয়াই, সঙ্গিনীদিগকে গান করিতে বলিল। রমণীগণ তান লয় মিলাইয়া গান গাহিতে লাগিল। ভ্রাতা তাহাদের সেই মনোহর কণ্ঠস্বরে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। প্রধানা যুবতী একটী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "যাও, তোমাদের প্রভুকে লইয়া যাও, এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি শীঘ্র সমাধা করিয়া পুনরায় এখানে লইয়া আইস।" আজ্ঞামাত্রেই সে তাঁহাকে লইয়া চলিল। এল্ হেদ্দার তাহাদের মনোগত কিছুই জানিতেন না, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল "সাবধান, অধীর হইও না, এ সকল অধীরতার কার্য্য নহে—আর অতি অল্প মাত্রই অবশিষ্ট আছে, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।" বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়াই, আমার ভ্রাতা তাহারদিকে ফিরিয়া দেখিলেন। বৃদ্ধা বলিল

পূর্ণ হইল, আর বড় অধিক বিলম্ব নাই, তুমি আমাদের ঠাকুরাণীর হৃদয় প্রায় অধিকার করিয়াছ। এখন কেবল শ্মশ্রু মুণ্ডন করিলেই সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইবে।” তিনি বলিলেন “সে কি!—আমি শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে পারিব না—লোকে আমাকে কি বলিবে?—না, তাহা হইতে পারে না—শ্মশ্রু মুণ্ডন করিলে আমাকে সর্ব্বত্রই অপমানিত হইতে হইবে।” বৃদ্ধা বলিল “স্থির হও, এ সকল এরূপ চঞ্চলতার কার্য্য নহে।—আমাদের কর্ত্তৃঠাকুরাণী কেবল তোমাকে অজাত-শ্মশ্রু অল্প-বয়স্ক যুবক দেখাইবে বলিয়া, ও পাছে তোমার কর্কশ মুখলোমে তাঁহার কোমল কপোল দেশ ব্যথিত হয়, সেই ভয়ে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি তোমার সহিত মিলনের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, অতএব তুমি এখন তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিওনা—তাহা হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া দুরূহ হইবে।” ভ্রাতা রমণীর প্রণয় আশায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কি করেন, তখন তাহারা যাহা বলিল, অগত্যা তাহাতেই তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হইল। তাহারা তাঁহার দাড়ি, গোঁপ, অবশেষে ভ্রূ পর্য্যন্ত মুণ্ডন করিয়া দিল এবং মুখখানি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে প্রধানা যুবতীর নিকটে লইয়া গেল। সে প্রথমে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই ভয়ে চমকিয়া উঠিল; তৎপরে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল “প্রিয়তম! তুমি এইরূপ ভালবাসার প্রমাণ দেখাইয়া আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিলে, আমি তোমার গুণে একেবারে বশীভূত হইলাম।” তিনি তাহার সেই কথাতেই একেবারে ভুলিয়া গেলেন। যুবতী তাঁহাকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিল। তিনি সেই অদ্ভুত বেশে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। সে একে একে গৃহস্থিত সমস্ত বালিসগুলিই তাঁহার উপরে সবলে নিক্ষেপ করিল, অবশেষে যাহা সম্মুখে দেখিতে পাইল, তদ্দ্বারাই তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তিনি তাহার সেই দারুণ প্রহারে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রমণীগণ তাঁহার স্কন্ধ-দেশে সবলে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে, বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল “আর ভয় নাই, তোমার আর প্রহার-বেদনা সহ্য করিতে হইবে না—এখন তোমার অভিলষিত পূর্ণ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, কেবল একটী মাত্র কার্য্য অবশিষ্ট। আমাদের কর্ত্তৃ-

ঠাকুরাণী যখন সুরাপানে উন্মত্ত হয়েন, তখন তিনি যতক্ষণ নিজ গাত্রবস্ত্র উন্মোচিত না হয়, ততক্ষণ কাহাকেও নিকটে যাইতে দেন না। তোমার গাত্রবস্ত্র খোলা আছে, তুমি বেস্ প্রস্তুত আছ, তাঁহার নিকটে যাও। তিনি তোমাকে দেখিলেই পালাইয়া যাইবেন; তুমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধরিও। তাহা হইলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" আমার নির্ব্বোধ ভ্রাতা তাহার সেই কথা শুনিয়াই, উঠিয়া যুবতীকে ধরিতে গেলেন। যুবতী পলাইয়া গেল, তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। যুবতী এক গৃহ হইতে অপর গৃহে দৌড়িয়া পালাইতে লাগিল; তিনিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। রমনী একটী অব্যক্ত শব্দ করিয়া, আরও দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিল, তিনি আরও বেগে তাহার পশ্চাৎঅনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি তাহার পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একেবারে রাজপথের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন।

সম্মুখেই শ্রেণীবদ্ধ চর্ম্মবিক্রেতাদিগের দোকান। ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দর হাঁকিতেছে; ক্রেতা ও বিক্রেতাগণে পথটী পরিপূর্ণ। আমার ভ্রাতা সেইরূপ বেশে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় পথে পদার্পণ করিবামাত্রই, উপস্থিত লোকগণ চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ তাঁহার সেই রক্তবর্ণে রঞ্জিত মুণ্ডিত মুখ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল,—কেহ কেহবা কঠিন চর্ম্মখণ্ডের দ্বারা তাঁহাকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তিনি দারুণ প্রহার-যাতনায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা তাঁহাকে একটী গর্দ্দভের উপরে আরোহণ করাইয়া ওয়ালীর নিকটে লইয়া গেল। ওয়ালী তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি এ, ব্যাপার কি?" তাহারা বলিল "আমরা বাজারে দাঁড়াইয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছিলাম, সহসা এ এইরূপ অবস্থায় উজীরের বাটী হইতে আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল; সুতরাং আমরা ইহাকে আপনার নিকটে ধরিয়া আনিয়াছি।" ওয়ালী এই কথা শুনিয়াই তাঁহাকে একশত বেত্রাঘাত করিয়া নগর হইতে দূর করিয়া দিল। ভ্রাতার এইরূপ দুরবস্থার সমাচার প্রাপ্ত হইয়াই, আমি নগর হইতে বহির্গত হইয়া গোপনে তাঁহাকে নিজ আবাসে লইয়া গেলাম এবং আমার যৎসামান্য

উপার্জ্জনের মধ্য হইতেই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিলাম। রাজন্! আমি যদি উদারচিত্ত ও সদয়-হৃদয় না হইতাম, তাহা হইলে কখনই সেরূপ লোকের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতাম না।

ক্ষৌরকারের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ।

নরাধিপ! আমার তৃতীয় ভ্রাতা বক্‌বকের আর একটী নাম কুফ্‌ফে *। তিনি অন্ধ ছিলেন, সুতরাং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দৈববশে একদিন ভিক্ষার্থে একটী বাটীর দ্বারে গিয়া করাঘাত করিলেন। বাটীর অধিকারী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল "কে হে?" তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি, দ্বারে আঘাত করিতেছ কেন?" আমার ভ্রাতা তথাপি কিছুই উত্তর দিলেন না। গৃহস্বামী দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলিল "তুমি কি চাও?" আমার ভ্রাতা বলিলেন "সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নামে কিঞ্চিৎ ভিক্ষাপ্রার্থনা করি।" গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি অন্ধ?" তিনি বলিলেন "হাঁ প্রভু, আমি অন্ধ, অনাথ!" "তবে আইস, তোমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি" গৃহস্বামী এই কথা বলিয়াই তাঁহার হাত ধরিল। তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহস্বামী একটীর পর আর একটী, সেটীর পর আবার আর একটী, এইরূপে তিন চারিটী সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া চলিল। ভ্রাতা মনে করিলেন, বুঝি সে তাঁহাকে কিছু ভিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই লইয়া যাইতেছে, সুতরাং আর কিছুই বলিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সে তাঁহাকে বাটীর একটী সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপরে লইয়াগিয়া বলিল "অরে অন্ধ! তুই কি চাস্?" ভ্রাতা বলিলেন "পরম পিতা জগদীশ্বরের নামে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।" গৃহস্বামী বলিল "ভিক্ষা! এখানে ভিক্ষা নাই—অন্যত্র দেখ, জগদীশ্বর অবশ্য কোথাও না কোথাও তোমাকে কিঞ্চিৎ

---

* কুফ্‌ফে—প্রকৃত অর্থ তালপত্র-নির্ম্মিত ঝুড়ি, এখানে নির্ব্বোধ।

মিলাইয়া দিবেন।” ভ্রাতা বলিলেন “যদি ভিক্ষা না দিবেন, তাহা হইলে যখন আমি নীচে ছিলাম, তখনই বলিলেন না কেন?” গৃহস্বামী বলিল “নরাধম! যখন আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কি চাস্, তখনই তুই কেন বলিস্ নাই ‘যে ভিক্ষা চাই’।” ভ্রাতা বলিলেন “আমাকে লইয়া এখন কি করিতে চাহেন?” সে বলিল “কিছুই না—আমি তোকে কিছুই দিতে পারিব না—তুই চলিয়া যা।” তিনি বলিলেন “তবে আমাকে নিম্নে লইয়া চলুন।” সে বলিল “কেন, সিধা পথ আছে স্বয়ং চলিয়া যাও।” বক্‌বক্ কি করেন, হাতড়াইতে হাতড়াইতে কষ্টেস্থষ্টে নীচে নামিতে লাগিলেন। আর অতি অল্পমাত্র সোপান অবশিষ্ট আছে—সহসা তাঁহার পদ স্খলিত হইল। তিনি গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে আসিয়া পড়িলেন।

বক্‌বক্ অতিকষ্টে রাজপথে আসিয়া দাড়াইলেন। কোথায় যাইবেন, কোন্‌দিকে গেলে নিজ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই—যে দিকে সম্মুখ করিয়াছিলেন, আস্তে আস্তে সেইদিকেই চলিলেন। দৈববশে পথিমধ্যে আর দুইজন অন্ধ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। নবাগত অন্ধদিগের মধ্যে একজন আমার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল “আজি তোমার কি হইয়াছে, তুমি কি পাইলে?” তিনি অব্যবহিত-পূর্ব্বেই যে রূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা সঙ্গীদিগের নিকট বর্ণন করিয়া বলিলেন “ভাই, আমাদের যে টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে আজি নিজের খরচের জন্য কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।” দুষ্ট গৃহস্বামী তাঁহার সেইরূপ নিগ্রহ করিয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই; পুনরায় অন্য কোনরূপ অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অজ্ঞাতসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। সে তাঁহার কথা শুনিয়াই নিঃশব্দপদসঞ্চারে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বক্‌বক্ নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন। দুষ্ট গৃহস্বামীও অতর্কিত ভাবে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভ্রাতা নিজ গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্গীদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার অন্ধ সঙ্গীদ্বয় আসিল। পাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া থাকে, এই ভয়ে বক্‌বক্ তাহাদিগকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে বলিলেন। গৃহমধ্যে ছাদ হইতে একগাছি স্থূল রজ্জু ঝোলান ছিল, দুষ্ট গৃহস্বামী তাঁহার সেই



কথা শুনিয়া রজ্জু গাছটী ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। সঙ্গীদ্বয় দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে সমস্ত গৃহটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। দুষ্ট গৃহস্বামী ঊর্দ্ধে ঝুলিতেছিল, সুতরাং গৃহমধ্যে যে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে, তাহা আর তাহারা বুঝিতে পারিল না—ভ্রাতার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। বক্‌বক্ গুপ্ত স্থান হইতে একটী টাকার তোড়া বাহির করিলেন। অন্ধগণ মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া গণিতে লাগিল। থলির মধ্যে দশ সহস্রেরও অধিক রৌপ্য-মুদ্রা ছিল। তাহারা পূর্ণ দশ সহস্র মুদ্রা থলির মধ্যে রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট গুলি নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে অংশ করিয়া লইল এবং থলিটী গৃহের এক কোণে প্রোথিত করিল। বক্‌বক্ কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্য বাহির করিলেন। সকলে একত্র আহার করিতে বসিল। এই সময়ে, দুষ্ট গৃহস্বামী আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়া, তাহাদের সঙ্গে উপবেশন করিল। ভ্রাতা নিজ পার্শ্ব হইতে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলিলেন "একি, অপরিচিত ব্যক্তির স্বর শুনিতেছি না—আমাদের সহিত কি কোন অপর ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছে?" অন্ধগণ সেই কথা শুনিয়াই, এদিক্ ওদিক্ হাতড়াইতে লাগিল। সহসা বক্‌বক্‌কের হস্ত গৃহস্বামীর গাত্রে নিপতিত হইল। তিনি তাহাকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ধরিয়াছি, ধরিয়াছি—এই, এই।" সঙ্গীদ্বয় দ্রুত আসিয়া তাহার উপরে

নিপতিত হইয়া, অনবরত প্রহার করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "হে ধার্ম্মিক মুসলমানগণ ! দেখ এই নরাধম চোর আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য, গুপ্তভাবে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" দেখিতে দেখিতে প্রতিবেশীগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময়ে, দুষ্ট গৃহস্বামী অবিকল অন্ধের ন্যায় নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "দোহাই মুসলমানগণ, দোহাই তোমাদের !— আমি আল্লা ও সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করি !—আল্লা ও ওয়ালীর আশ্রয় প্রার্থনা করি !—আল্লা ও আমীরের সাহায্য প্রার্থনা করি !—দোহাই, দোহাই তোমাদের ! আমীরের নিকটে আমি কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি !" তাহার সেই চীৎকারে ওয়ালীর অনুচরবর্গ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অন্ধত্রয় ও কপট অন্ধ দুষ্ট গৃহস্বামীকে প্রভুর নিকটে লইয়া গেল। ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি ?—তোদের কি হইয়াছে বল্।" দুষ্ট বলিল "মহাশয় ! আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ করুন, আপনি সহজে আমাদের প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন না;—আমাদের মধ্যে একজনকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করুন, তাহা হইলে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।—না হয়, অগ্রে আমাকেই সঙ্গীদের সমক্ষে প্রহার করিতে আরম্ভ করুন।" ওয়ালী তাহার এই কথা শুনিয়াই অনুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিল "তোমরা ইহাকে ভূমিতে ফেলিয়া নির্দ্দয়রূপে কশাঘাত কর।" আজ্ঞামাত্রেই তাহারা দুষ্টকে ভূমিশায়ী করিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। দুষ্ট দুই চারি কশাঘাতেই একটী নয়ন উন্মোচিত করিল। ওয়ালীর অনুচরগণ আরও সবলে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহার-যাতনায় দুষ্ট দুইটী নয়নই খুলিয়া ফেলিল। ওয়ালী বলিল "নরাধম ! তোর এরূপ কপট অন্ধ হইয়া থাকিবার অভিপ্রায় কি ?" সে বলিল "প্রভু ! দয়া প্রকাশ করিয়া যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে সমস্তই আপনার নিকট বর্ণন করিতে পারি।" ওয়ালী তাহার প্রাথনায় স্বীকৃত হইয়া বলিল "ভাল, সমস্ত বল্, আমি তোর অপরাধ মার্জ্জনা করিব।" সে বলিল "প্রভু ! আমাদের এই চারি জনের মধ্যে কেহই প্রকৃত অন্ধ নহে; আমরা নয়ন মুদ্রিত করিয়া কপট-অন্ধ-বেশে অবাধে লোকের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করি এবং সুবিধামতে তাহাদের রমণীদিগকে ব্যভিচারিণী করিতে

চেষ্টা করি ও তাহাদিগের নিকট হইতে কৌশল করিয়া টাকা আদায় করি। আমরা এইরূপে অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকি; সম্প্রতি আমরা দশ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া একত্র রাখিয়াছিলাম। আমি, সেই উপার্জ্জিত ধনের চারি অংশের একাংশ দুই সহস্র পাঁচ শত মুদ্রা ভাগ করিয়া লইতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া সঙ্গীগণ আমাকে প্রহার করিয়া, আমার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। প্রভু! এখন আল্লা আর আপনিই আমার সহায়—এখন আমি আপনার শরণাপন্ন। এ নরাধমেরা কেন আমার সম্পত্তি গ্রহণ করে—বরং আপনিই সমস্ত লউন, আমার তাহাতে কোন দুঃখ নাই। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বরং ইহাদিগকেও প্রহার করুন; দেখিতে পাইবেন, কেহই প্রকৃত অন্ধ নহে—সকলেই প্রহার-যাতনায় আমার ন্যায় নয়ন উন্মীলিত করিয়া ফেলিবে।”

ওয়ালী তাহার সেই কথা শুনিয়াই, সকলকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে অনুমতি দিলেন। রাজপুরুষগণ সর্ব্বাগ্রে আমার ভ্রাতাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দারুণ প্রহারে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ওয়ালী বলিল “অরে পাষণ্ড নরাধমগণ! তোরা কি কপট অন্ধ হইয়া এখনও পরমকারুণিক জগদীশ্বরের প্রদত্ত দর্শন-শক্তি অস্বীকার করিতে চাস্?” ভ্রাতা কাতরস্বরে বলিলেন “আল্লা, আল্লা, আল্লা, আমরা সকলেই অন্ধ—কেন বৃথা যাতনা দিতেছেন? আমাদের মধ্যে কেহই দেখিতে পায় না।” রাজপুরুষগণ তাঁহাকে পুনরায় ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। বক্‌বক্ প্রহার-বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। “থাক্, আর না—চেতনা হইলে পুনরায় প্রহার করিও” ওয়ালী অনুচরবর্গকে এই কথা বলিয়াই, অপর দুইজনের প্রত্যেককে তিন শতেরও অধিক কশাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। দুষ্ট গৃহস্বামী অন্ধদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল “আর কেন? নয়ন উন্মীলন কর; যতক্ষণ নয়ন উন্মীলিত না করিতেছ, ততক্ষণ ওয়ালী ছাড়িতেছেন না।” রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দুষ্ট, ওয়ালীকে বলিল “আর বৃথা কেন উহাদিগকে প্রহার করিতেছেন—[illegible] লোকলজ্জায় কখনই চক্ষু উন্মীলিত করিবে না। আপনি আমার সহিত একটী লোক দিন্—কোথায় টাকাগুলি লুকান আছে, দেখাইয়া দিতেছি।” ওয়ালী

তাহার সহিত একজন অনুচরকে পাঠাইয়া দিল। দুষ্ট, মুহূর্ত্ত-মধ্যে অন্ধদিগের বহুক্লেশার্জ্জিত টাকাগুলি ওয়ালীর নিকট আনিয়া দিল। ওয়ালী তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ দুই সহস্র পঞ্চ শত মুদ্রা প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিল এবং আমার ভ্রাতা ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে নগর হইতে দূর করিয়া দিল। হে ধার্ম্মিকপাল! ভ্রাতার এইরূপ দুর্দ্দশার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই, আমি নগরের বাহিরে তাঁহার নিকটে গেলাম এবং তাঁহার যন্ত্রণার বিষয় সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি আপনার নিকট যাহা যাহা বলিলাম, তিনিও এই-গুলি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন। আমি তাঁহাকে গোপনে নিজগৃহে লইয়া গিয়া, জীবন-ধারণোপযোগী পানাহারের উপায় করিয়া দিলাম।

খলীফে আমার বর্ণিত উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং একজন পরিচারককে বলিলেন "ইহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় কর।" কিন্তু আমি বলিলাম "ধার্ম্মিকরাজ! আপনি যতক্ষণ আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের বিবরণ শ্রবণ না করিতেছেন এবং যতক্ষণ আমার অল্পভাষিতা ও উদারতা প্রমাণিত না হইতেছে, ততক্ষণ আমি কিছুই গ্রহণ করিব না।" খলীফে বলিলেন "ভাল, বল—তোমার অদ্ভুত উপাখ্যান-গুলি শীঘ্র শীঘ্র বল।" আমি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম :—

ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোদরের বিবরণ।

অখিল-ধার্ম্মিকপতি, শ্রবণ করুন। আমার চতুর্থ সহোদর এল্ কুজ্ এল্ আস্বানী এক-চক্ষু ছিলেন। তিনি বোগ্দাদ নগরে কসাইয়ের ব্যবসায় করিতেন। মাংস বিক্রয়ার্থ তাঁহার একখানি দোকান ছিল। তিনি স্বয়ং মেষ পালন করিতেন এবং সেই সকল মেষ জবাই করিয়া দোকানে বিক্রয় করিতেন। নগরের ধনবান্ লোকমাত্রেই তাঁহার খরিদ্দার ছিল, সুতরাং তিনি অনেক ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া, বহুসংখ্যক গো-মেষাদি ও ভূমি, অট্টালিকা প্রভৃতির অধিকারী হইয়া পড়িলেন। এই-রূপে, ক্রমেই তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল—ক্রমেই তিনি

অধিকতর ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন মাংস বিক্রয়ার্থ নিজ দোকানে বসিয়া আছেন, সহসা একটী দীর্ঘ-শ্মশ্রু বৃদ্ধ আসিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার হস্তে কয়েকটী মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিল "এই মূল্যে আমাকে কিঞ্চিৎ মাংস প্রদান কর।" ভ্রাতা মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া, বৃদ্ধকে কিঞ্চিৎ মেষমাংস প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেল। ভ্রাতা একবার বৃদ্ধ-প্রদত্ত মুদ্রাগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সে-গুলি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও সুন্দর, সুতরাং সে সমস্ত একটী ভিন্ন স্থানে পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ এইরূপে প্রত্যহই উজ্জ্বল রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া আমার ভ্রাতার নিকট হইতে মাংস ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। ভ্রাতাও প্রত্যহই তাহার টাকাগুলি ভিন্ন সিন্ধুকের মধ্যে জমাইয়া রাখিতেন। ক্রমে পাঁচ মাস কাল অতিবাহিত হইয়াগেল। একদিন কতকগুলি পশু ক্রয় করিবার জন্য, ভ্রাতার কতকগুলি টাকার প্রয়োজন হইল। তিনি টাকা বাহির করিবার জন্য, যে সিন্ধুকে বৃদ্ধ-প্রদত্ত মুদ্রাগুলি রাখিতেন, সেই সিন্ধুকটীই উন্মুক্ত করিলেন।—আ! একি! সিন্ধুকটীর মধ্যে যত টাকা রাখিয়াছিলেন, সকলগুলিই শাদা কাগজের টুক্‌রায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত বিষয় জানিতে আর কিছুই বাকী রহিল না—বুঝিলেন, বৃদ্ধ ইন্দ্রজালবিদ্যা-বলে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে। তিনি টাকার শোকে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং কপোলে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা তাঁহার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাদের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন; শুনিয়া সকলেই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

এল্ কুজ্ যথাসময়ে দোকানে গেলেন। অপরাপর দিবসের ন্যায় সেদিনও একটী মেষ জবাই করিয়া, দোকানের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মাংস কাটিয়া লইয়া, দোকানের বহির্ভাগে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই একটী খরিদ্দার আসিতে লাগিল। ভ্রাতা মনে মনে বলিলেন "বৃদ্ধ অবশ্যই অদ্য মাংস ক্রয় করিতে আসিবে—আজি আর তাহাকে ছাড়িব না,—আজি নরাধমের প্রতারণার প্রকৃত প্রতিফল প্রদান করিব।" তিনি মনে

মনে এইরূপ স্থির করিয়া, প্রতারক বৃদ্ধের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ মেষ-মাংস-ক্রয়ার্থ পূর্ব্বের ন্যায় কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতা অমনি উঠিয়াই, তাহাকে ধরিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "ওহে মুসলমান ভ্রাতৃগণ! দেখ, এই নরাধম আমাকে প্রতারণা করিয়া পালাইয়া যায়!—ভাই সকল! আইস, আমার সাহায্য কর!—আইস, এ নরাধম আমার সহিত কিরূপ প্রতারণা করিয়াছে শুনিয়া যাও!" বৃদ্ধ তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বলিল "তোমার অভিপ্রায় কি?—লোক ডাকিতেছ কেন? সর্ব্বসমক্ষে আমার অপমান করিবে বলিয়া, না আমি তোমার অপমান করিব বলিয়া?—যদি ভাল চাও ত নিস্তব্ধ হও, নতুবা আমি সকলের সম্মুখে তোমার গুণ ব্যাখ্যা করিব।" ভ্রাতা বলিলেন "নরাধম! তুই আমার কি বলিবি?" বৃদ্ধ বলিল "তুমি মেষ-মাংস বলিয়া নরমাংস বিক্রয় কর, তাহাই বলিব।" ভ্রাতা বলিলেন "অরে শাপভ্রষ্ট নরাধম!—এখনও তোর লজ্জা নাই! এখনও তুই মিথ্যা কথা বলিতেছিস্?—তোর কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না।" বৃদ্ধ বলিল "হাঁরে নরাধম! আমি শাপভ্রষ্ট?—আর দোকানের মধ্যে মৃত নরদেহ ঝোলান রহিয়াছে বলিয়া তুই সাধু!" ভ্রাতা বলিলেন "নরাধম, মিথ্যাবাদী! তোর কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি ও শরীরস্থ সমস্ত রক্ত রাজনিয়মানুসারে তোর্—তাহা হইলে আমি রাজদ্বারে বিধিমতে দণ্ডিত হইব। আর যদি না হয়?" বৃদ্ধ তাঁহার এই কথা শুনিয়াই, উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ওহে উপস্থিত ভদ্র মুসলমানগণ! দেখ, এই নরাধম কসাই নরমাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রত্যহ এক এক মনুষ্য বিনাশ করিয়া, তাহার মাংস মেষমাংস বলিয়া বিক্রয় করে। তোমরা ইহার সত্যাসত্য জানিতে ইচ্ছা কর, দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ। এখনই দেখিতে পাইবে নিহত নরদেহ ঝোলান রহিয়াছে।" উপস্থিত ব্যক্তিগণ দেখিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। আ! যথার্থই দোকানের মধ্যে মৃত নরদেহ ঝুলিতেছে—বৃদ্ধের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বলে মেষটী নরদেহে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা সেই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াই, আমার ভ্রাতাকে

কাজ ?” দেখিতে দেখিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুগণও বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ তাঁহার নয়নের উপর এমনি আঘাত করিল, যে সেই এক আঘাতেই চক্ষুটী গলিয়া গেল।

ক্রমে জনতা-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উপস্থিত দর্শকগণ, ইন্দ্রজালবশে পরিবর্ত্তিত মৃত নরদেহ ও আমার ভ্রাতাকে শাসনকর্ত্তা প্রধান বিচারকের নিকটে লইয়া গেল। বৃদ্ধ বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল “হে আমীর-বর! এই নরাধম নরঘাতী—এ মনুষ্য বধ করিয়া, তাহারই মাংস মেষমাংস বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। আমরা সদ্বিচারের জন্য ইহাকে মহাশয়ের নিকট ধরিয়া আনিলাম। আপনি ইহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া, সেই মঙ্গলময় জগৎপতি জগদীশ্বরের প্রিয়পাত্র হউন।” এল্‌কুজ্‌ তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে গেলেন, কিন্তু বিচারক তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না; তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, পাঁচ শত বেত্রাঘাত করিতে বলিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতার অনেক সম্পত্তি ছিল, সুতরাং সে যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন।* বিচারক তাঁহার সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন; সুতরাং তাঁহার আর প্রাণদণ্ড না করিয়া, নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

আমার ভ্রাতা, সহায় সম্পত্তি-হীন হইয়া, নগর হইতে দূর হইয়া চলিলেন। কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে কায়ক্লেশেও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। যে দিকে নয়নদ্বয় চলিল, সেই দিকেই চলিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি একটী বৃহৎ নগরী মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটী কপর্দ্দকও নাই—কি করিবেন, কি করিলে উদরান্ন উপার্জ্জন করিতে পারিবেন—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাদুকাকারের ব্যবসায়ই স্থির করিলেন

---

* আরবীয় বিচারকেরা প্রায় টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা ধনী দণ্ডার্হদিগের প্রতি প্রায় কঠিন দণ্ডবিধান করেন না। আরবীয় অপরাপর নানাবিধ গ্রন্থে দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্মাধিকরণে ধনীগণ অনেক সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন।

এবং একটী দোকান খুলিয়া পাদুকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে কষ্টে স্বষ্টে কোন প্রকারে তাঁহার দিনযাপন হইতে লাগিল।

একদিন, তিনি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে কোন স্থানে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিবার সময়, কতকগুলি অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ও ক্ষুর-শব্দ শুনিতে পাইয়া, একজন পথিকের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল "তুমি কিছুই জাননা?—আজি নরপতি মৃগয়ার্থ নগরের বাহিরে যাইবেন।" আমার ভ্রাতা তাহার এই কথা শুনিয়াই, রাজ-দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলে। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী সৈন্যগণ সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তৎপরেই নরপতি নিজ অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরপতি চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার নয়নদ্বয় আমার ভ্রাতার দিকে নিপতিত হইল। "আঃ, আজি কি অশুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে—না জানি, কি অশুভই ঘটিবে" তিনি এই কথা বলিয়াই, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। অনুচরবর্গ ও সৈন্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নরপতি তাঁহার অনুচরদিগকে আমার ভ্রাতার অনুসরণ করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ভ্রাতা আমার কিছুই জানেন না, পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, সহসা রাজানুচরগণ আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাহারা তাঁহাকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তিনি প্রহার-যাতনায় মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতা ধীরে ধীরে উঠিয়া অতি কষ্টেস্বষ্টে নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন এবং একজন পরিচিত রাজ-পরিচারকের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া, প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে শুনিয়াই, হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল " ভায়া হে! তাও জান না, আমাদের নরপতি এক-চক্ষু লোকদিগকে দেখিতে পারেন না; বিশেষ বামচক্ষু-হীন হইলে ত আর কথাই নাই—সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন।" তাহার এই কথা শুনিয়াই, ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।



এল্ কুজ্ এল্ আস্বানী তথা হইতে পলাইয়া আর একটী নগরে গেলেন। সেখানে কোন রাজার বাস ছিল না, সুতরাং তিনি নির্ভয়চিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন তিনি নিজ পূর্ব্ববিবরণ সকল মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, সহসা ঘোটকের হ্রেষা শব্দ কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। নির্ব্বোধ এল্ কুজ্ মনে করিলেন, বুঝি পূর্ব্ব নগরের ন্যায় সেখানেও তাঁহার দুর্দ্দশা ঘটে—অমনি "হা জগদীশ্বর! তোমার মহিমা কে অতিক্রম করিতে পারে!" এই কথা বলিয়াই দৌড়িয়া আত্মগোপনার্থ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দৌড়িতে দৌড়িতে একটী আগড়-রুদ্ধ দ্বার দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেই দ্বারে আঘাত করিলেন। ঠেলিবামাত্র আগড়খানি খুলিয়া পড়িয়া গেল। ভ্রাতা দ্বারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটী বিস্তৃত পথ রহিয়াছে। তিনি সেই পথের মধ্য দিয়া চলিলেন। দুই চারি পদমাত্র অগ্রসর হইতে না হইতেই, হঠাৎ দুই জন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তিনি একেবারে চমকিয়া গেলেন; তাহারা বলিল "সর্ব্ব শক্তিমান্ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!—ধরিয়াছি ধরিয়াছি—নরাধম! ঈশ্বরবিরোধী!—তোর্ জন্য আমাদের তিন রাত্রি নিদ্রা নাই—তোর জন্য আমাদের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ!" আমার ভ্রাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

বলিলেন "সে কি ?—কি হইয়াছে ? আমি তোমাদের কি করিলাম ?" তাহারা বলিল "নরাধম ! কি হইয়াছে তাহা কি তুই জানিস্ না ?—নরাধম, তুই এই কয় দিন ধরিয়া আমাদিগকে ও বাটীর কর্ত্তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবার জন্য ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিস্—তুই কিছুই জানিস্ না !!! আমাদের প্রভুকে এরূপ দুরবস্থাপন্ন ও নিঃস্ব করিয়াও কি তোর্ মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই ? নরাধম ! এখন বাহির কর্—প্রত্যহ রাত্রে যে ছুরি দেখাইয়া আমাদিগকে ভয় দেখাস্, সেই ছুরিখানা বাহির কর্।" তাহারা এই কথা বলিয়াই তাঁহার গাত্রবস্ত্র মধ্যে ছুরি অন্বেষণ করিতে লাগিল। যে ছুরিখানিতে তিনি পাদুকা প্রস্তুত করিবার জন্য চর্ম্মচ্ছেদন করিতেন দৈববশে সে খানি সে দিন তাঁহার কটিদেশেই গোঁজা ছিল, সুতরাং তাহারা খুঁজিতে খুঁজিতে সেই খানি বাহির করিয়া ফেলিল। ভ্রাতা বলিলেন "তোমরা আমার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেছ কেন ?—জগদীশ্বরের দোহাই আমি তোমাদের কোন অনিষ্টই করি নাই—আমার ইতিহাস অতি অদ্ভুত, তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর, আমি সমস্ত বর্ণন করিতে পারি।" তাহারা বলিল "বল্ তোর্ কি বিবরণ আছে, বল্।" যদি তাহারা তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণগুলি শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া ছাড়িয়া দেয়, সেই আশায় তিনি নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন ; কিন্তু কোন ফলই দর্শিল না—তাহারা তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাস করিল না। বিবরণ শ্রবণ করিয়া দয়া করা দূরে থাকুক, বরং প্রহার করিতে এবং গাত্রবস্ত্রগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তাঁহার সমস্ত গাত্র-বস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া গেল—পূর্ব্বের কশাঘাত-চিহ্নগুলি বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা সেই সকল চিহ্ন দেখিয়া বলিল "অরে নরাধম, তোর্ এই গাত্রস্থ প্রহার-চিহ্নই চরিত্রের পরিচয় দিতেছে—তুই যেরূপ নির্দ্দোষী ভদ্রলোক, তাহা ইহাতেই জানা গিয়াছে, আর অধিক বলিতে হইবে না।" ভ্রাতা নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন—অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল না, তাঁহাকে ওয়ালীর নিকটে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি আপনা আপনি মনে মনে বলিলেন "হায় ! আমি গেলাম, রাজনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অপরের বাটীতে প্রবেশ করার জন্য এখনই আমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হায় !

এখন সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের করুণা ভিন্ন এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায় নাই—হায়! আমি কেবল নিজ বিবেচনার দোষেই মারা গেলাম!”

ওয়ালী আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই বলিল “নরাধম! তোর্ আর অপরাধ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। তোর গাত্রস্থ এই প্রহার-চিহ্নই পূর্ব্ব-কৃত কোন গুরুতর অপরাধের পরিচয় দিতেছে।” সে এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিতে অনুমতি দিল। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ সম্পাদন করিল। অনন্তর ওয়ালী ভ্রাতাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিতে বলিল। পরিচারকগণ অমনি তাঁহাকে একটা উষ্ট্রের উপরে আরোহণ করাইয়া রাজপথে লইয়া গেল, এবং উচ্চৈঃস্বরে পথিকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল “দেখ—তোমরা সকলে দেখ—অপরের বাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করার কি ফল, তাহা দেখ। দেখ, তোমরা সকলে দেখ—এই দুরাত্মা বলপূর্ব্বক এক জন ভদ্রলোকের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—দেখ, ইহার কিরূপ শাস্তি হইতেছে—দেখ।”

আমি পূর্ব্বেই ভ্রাতার উপস্থিত দুরবস্থার সমাচার পাইয়াছিলাম; সুতরাং তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ওয়ালীর লোকেরা সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, আমি গোপনে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বোগ্দাদে, নিজ বাটীতে, লইয়া আসিলাম এবং বিনায়াসে জীবনধারণের উপায় স্থির করিয়া দিলাম।

ক্ষৌরকারের পঞ্চম সহোদরের বিবরণ।

হে ধার্ম্মিকাধিপতি! আমার পঞ্চম সহোদর এল্ ফেশ্শার ছিন্নকর্ণ। তিনি ভিক্ষুক ছিলেন—রাত্রিতে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাঁহার দিনযাপন হইত। আমাদিগের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, সাংঘাতিক পীড়ায় অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি সাত শত রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া পরলোকে গেলেন। আমরা সেই সাত শত রৌপ্য মুদ্রা প্রত্যেকে এক এক শত ভাগ করিয়া লইলাম। আমার পঞ্চম সহোদর নিজ অংশ প্রাপ্ত হইয়া, তদ্দ্বারা যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর কাচপাত্রের ব্যবসায় করিতে স্থির করিলেন এবং সেই এক্‌শত মুদ্রায় কতকগুলি কাচপাত্র ক্রয় করিয়া একটী বাজরায় সাজাইয়া লইলেন। ব্যবসায়ের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করা হইল। ভ্রাতা সেই কাচপাত্রপূর্ণ বাজরাটী লইয়া বিক্রয়ার্থ পথপার্শ্বস্থ একটী উচ্চ স্থানে উপবেশন করিলেন। মনোমধ্যে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল; তিনি একটী ভিত্তি-মূলে দেহভার ন্যস্ত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"আমার এই সমস্ত কাচ পাত্রগুলি নিশ্চই দুই শত মুদ্রায় বিক্রীত হইবে; আমি সেই দুই শত মুদ্রা দিয়া পুনরায় এইরূপ কাচপাত্র সকল ক্রয় করিব। সেগুলি বিক্রীত হইয়া আবার চারিশত মুদ্রা হইবে—এইরূপে আমি যত দিন যথেষ্ট ধন লাভ করিতে না পারি, ততদিন এই কাচের ব্যবসায়ই করিব। যখন আমার অনেকগুলি টাকা হইবে, তখন আমি নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য ও মণি মণিক্য ক্রয় করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিব। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমি প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া পড়িব। যখন আমার আর ধনের সীমা থাকিবে না, তখন আমি একটী বৃহৎ প্রাসাদ, অসংখ্য দাস দাসী ও উত্তমোত্তম অশ্ব ক্রয় করিব। দিবা রাত্রি আমার বাটী কেবল আনন্দে পূর্ণ থাকিবে—

নগরের মধ্যে যত উত্তমোত্তম গায়িকা আছে, গান শুনিবার জন্য, সকলকেই এক এক দিন আমার বাটীতে আনাইব।"

এইরূপে তিনি সেই কাচপাত্রপূর্ণ বাজরাটী উপলক্ষ করিয়া কত অসম্ভব সুখেরই কল্পনা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন "আমি এইরূপ অসীম সম্পত্তিশালী হইয়াই, বিবহার্থ উপযুক্ত রূপবতী রাজকন্যা বা উজীর কন্যা অনুসন্ধান করিবার জন্য ঘটক-রমণীদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিব। শুনিয়াছি, প্রধানতম উজীরের কন্যাটী অতি সুন্দরী; আমি সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পণ প্রদান করিয়া তাহারই পাণি গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিব। তাহার পিতা যদি সহজে বিবাহ দিতে সম্মত হয়, তাহা হইলেত আর কথাই নাই—যদি নিতান্ত সম্মত না হয়,আমি বলপূর্ব্বক তাহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইব এবং দশজন অল্প বয়স্ক খোজাদাস ক্রয় করিয়া দিব। এই সকল কার্য্য সমাপ্ত হইলে আমি নিজের জন্য একটী রাজ-পরিচ্ছদ ক্রয় করিব ও একটী হীরক-খচিত সুবর্ণময় জিন প্রস্তুত করিতে দিব। জিন যখন প্রস্তুত হইয়া আসিবে, তখন আর আমার কোন অভাবই থাকিবে না—আমি স্বচ্ছন্দে অশ্বারোহণে বায়ুসেবনার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইব। আমার অগ্রে ও পশ্চাতে অনেক-গুলি ক্রীত দাস থাকিবে। সকলেই বিনীতভাবে আমাকে সেলাম করিতে থাকিবে—সকলেই আমার মঙ্গলার্থ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। আমার আর তখন সুখের সীমা থাকিবে না। তাহার পর আমি শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব—আমার অগ্রে ও পশ্চাতে সুরূপ ক্রীতদাস সকল থাকিবে—আমি বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া উজীরের সম্মুখে দাঁড়াইব। তিনি আমাকে দেখিয়াই সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইবেন এবং আমাকে নিজ আসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং নিম্নস্থ আসনে উপবিষ্ট হইবেন। আমি একজন দাসকে আমার বিবাহের পণের টাকা প্রদান করিতে বলিব। সে তৎক্ষণাৎ মোহরের তোড়াটী উজীরের সম্মুখে স্থাপন করিবে; আমি অমনি আর এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা তাহার উপরে প্রদান করিব। উজীর আমার সেই-রূপ বদান্যতা দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন,—বুঝিবেন পৃথিবী আমার নয়নে অতি তুচ্ছ। তিনি আমায় যে সকল প্রশ্ন দশ কথায় জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি দুই কথায় তাহার উত্তর দিব। এইরূপে তাঁহার সহিত কথা

বার্ত্তা সমাপ্ত হইলে আমি নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিব। যখন উজীরের দাসদাসীরা আমার বাটীতে আসিবে, আমি তখন তাহাদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া দিব; কিন্তু যদি তাহারা ভেট লইয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিব। উজীরের প্রেরিত উপায়ন সামগ্রী কখনই আমি গ্রহণ করিব না। বিবাহের রাত্রিতে আমি বহুমূল্য বেশ ভূষা করিয়া একটী মনোহর রেশমনির্ম্মিত আস্তরণে উপবিষ্ট হইব; যখন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহারিণী কন্যাকে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন করিবে, তখন আমি তাহাকে দূরে দাঁড়াইতে বলিব। কৃপাপ্রার্থিনী দাসীরা যেরূপ কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়ায়, সেও আমার সম্মুখে ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইবে। আমি নিজ গর্ব্বে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিব, তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিব না। উপস্থিত পরিচারিকারা বলিবে 'প্রভু! এই আপনার স্ত্রী—দাসী আপনার কৃপাদৃষ্টি লাভার্থ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ইহার কুসুমকোমল পদযুগল ব্যথিত হইতেছে, আপনি একবার চাহিয়া দেখুন।' আমি তাহাদের কথায় একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ গাম্ভীর ভাবে অধোমুখে অবস্থান করিব। এইরূপে বৈবাহিক কার্য্য সমস্ত সমাপিত হইলে, পরিচারিকাগণ কন্যাকে বাসর-গৃহ মধ্যে লইয়া যাইবে। আমি অন্য গৃহ হইতে রাত্রি-বাস পরিধান করিয়া বাসর-গৃহে প্রবেশ করিব এবং এক পার্শ্বে গাম্ভীরভাবে উপবেশন করিব, একবারও স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিব না। পরিচারিকাগণ আমাকে তাহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিতে উপরোধ অনুরোধ করিতে থাকিবে; কিন্তু আমি তাহাদিগের কোন কথাতেই কর্ণপাত করিব না,—একজন পরিচারককে আহ্বান করিয়া উপস্থিত রমণীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিবার জন্য পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ একটী তোড়া আনিতে বলিব। সে তৎক্ষণাৎ আমার অভিপ্রায়ানুসারে মুদ্রা আনিয়া দিবে। আমি রমণীদিগকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় করিব; কাহার আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইবে না—স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইবে। সকলে প্রস্থান করিলে পর, আমি বধূর নিকটে গিয়া উপবেশন করিব। কিন্তু তখনও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিব না। সে মনে মনে বিবেচনা করিবে

দ্বিতীয় নাই। তাহার পর তাহার জননী আসিয়া আমার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিবে 'প্রভু, আপনার দাসী আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একবার তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন।' আমি তাহার সে কথায় কোন উত্তরই প্রদান করিব না, সে পুনরায় বারম্বার আমার চরণ চুম্বন করিয়া বলিবে 'প্রভু, আমার কন্যা বালিকা—সে আপনা ভিন্ন কখনই আর কোন পুরুষের মুখাবলোকন করে নাই—যদি সে আপনার নিকট সদয় ব্যবহার না পায়,তাহাহইলে চিরদিনের জন্য দুঃখসাগরে ভাসিবে—একবার আপনি তাহার দিকে চাহিয়া দেখুন, একবার তাহার সহিত দুই একটী সদয় আলাপ করুন—তাহার হৃদয় স্থির হউক।' আমি তাহার সেই কথা শুনিয়াই সহধর্ম্মিণীর দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া, তাহাকে, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাদৃশ লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে বলিব—বলিব 'আমি উপস্থিত সময়ের সুলতান, একচ্ছত্র সম্রাট্।' তাহার মাতা বলিবে 'প্রভু! এ আপনার দাসী, আপনি অনুকম্পা পুরঃসর ইহার সহিত একটু সদয় ব্যবহার করুন।' সে এই কথা বলিয়াই নিজ কন্যাকে এক পাত্র সুরা ঢালিয়া আমার মুখে ধরিতে বলিবে। নববিবাহিতা যুবতী অমনি একটী পাত্রে সুরা পূর্ণ করিয়া বলিবে 'প্রভু! আল্লার দোহাই—আপনার দাসী-প্রদত্ত এই সুরাপাত্রটী প্রত্যাখ্যান করিবেন না—আমি আপনার দাসী, আমাকে একেবারে হতাশ করিবেন না।' কিন্তু আমি তাহার কোন কথাতেই উত্তর প্রদান করিব না। সে সুরা পান করিবার জন্য আমাকে বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকিবে। আমি বলিব 'না, আমি সুরা পান করিব না—সুরা পান করিলে মত্ততা জন্মিবে।' সে আমার কথা না শুনিয়া পাত্রটী আমার মুখে তুলিয়া দিতে যাইবে। আমি অমনি ক্রোধে তাহাকে এই—এমনি এক পদাঘাত——"

মূর্খ এল্ ফেশ্‌শার আত্মবিস্মৃত হইয়া অমনি কাচপাত্রপূর্ণ বাজরার উপরেই সবলে এক পদাঘাত করিলেন। বাজরাটী উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া গেল—কাচপাত্রগুলি সমস্তই একেবারে চূর্ণিত হইল, আর একটী

বলিয়া তিনি বারম্বার কপালে করাঘাত করত করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগরিকগণ শুক্রবারের সাপ্তাহিক ভজনা সমাধান করিবার জন্য মস্‌জিদাভিমুখে যাইতে ছিল। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত—সকলেই নিজ চিন্তায় মগ্ন; কেহবা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল—কেহবা দেখিলও না। ভ্রাতা বুদ্ধির দোষে সমস্ত সম্বল হারাইয়া একাকী রোদন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে একটী মনোহারিণী রমণী অশ্বতর আরোহণে সেই দিক্ দিয়া মস্‌জিদাভিমুখে যাইতে ছিলেন; ভ্রাতার সেই করুণ বিলাপ শুনিয়া, নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী অসামান্য রূপবতী, তাঁহার গাত্রে মনোহর মৃগনাভির গন্ধ, অশ্বতরটী বহুমূল্য পট্টবস্ত্রে ও রত্ন-ভূষণে ভূষিত। সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দাসদাসীগণও তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ভগ্ন কাচপাত্রগুলি ও আমার ভ্রাতাকে সেইরূপ করুণ স্বরে বিলাপ করিতে দেখিয়া, দয়ার্দ্রহৃদয়ে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিল "আহা, গরিব বেচারা! এই কাচ পাত্রগুলিই ইহার সম্বল—এইগুলি বিক্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; দৈবক্রমে এগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই এ এরূপ রোদন করিতেছে।" রমণী এই কথা শুনিয়াই একজন পরিচারককে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তোমার নিকট যাহা আছে, এই দরিদ্র ব্যক্তিটীকে তাহা সমস্ত দান কর।" আজ্ঞামাত্রেই পরিচারক একটী মুদ্রাপূর্ণ তোড়া বাহির করিয়া আমার ভ্রাতাকে প্রদান করিল। তিনি তোড়াটী গ্রহণ করিয়াই খুলিয়া দেখিলেন তাহার মধ্যে পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা রহিয়াছে। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না,—তিনি উপকারিণীকে শত শত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

এল্ ফেশ্‌শার অতি দীন হীন অবস্থায় বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুনঃ প্রবেশ করিবার সময় পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রার অধিকারী হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আর সুখের সীমা রহিল না, তিনি অপরিমিত আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া একান্তে উপবেশন করত নিজ সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা এইরূপ অর্দ্ধোন্মত্তাবস্থায়



বসিয়া আছেন, সহসা দ্বারদেশে করাঘাত-শব্দ শ্রবণগোচর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিলেন একটী অপরিচিতা বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এল্ ফেশ্‌শার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও?" সে উত্তর করিল "বৎস, নমাজের বেলা প্রায় অতীত হইয়া যায়; আমি এখনও হস্তপদাদি প্রক্ষালন করি নাই—যদি কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে তোমার বাটীতে তাহা সম্পাদন করিতে পারি কি?" ভ্রাতা বলিলেন "ভাল, তাহাতে আর হানি কি?—আইস।" বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি পুনরায় উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিল এবং ভ্রাতার নিকটে আসিয়া নমাজ করিতে আরম্ভ করিল। নমাজ শেষ হইলে সে ভ্রাতার মঙ্গলোদ্দেশে প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া দুইটী মোহর প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে দেখিয়া বলিল "সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!—যে রমণী সেইরূপ হীনাবস্থা দেখিয়াও তোমার প্রণয়লাভার্থ মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ কি মহৎ! চরিত্র কি উদার!

বৎস, স্বর্ণমুদ্রায় যদি তোমার কোন প্রয়োজন না থাকে, তোমার উপকারকর্ত্রী সেই যুবতীকে ফিরাইয়া দাওগে—আমি এ মুদ্রা চাহি না।" মূর্খ ভ্রাতা তাহার সেই কথায় একেবারে ভুলিয়া গিয়া বলিলেন "মাতঃ! আমি কি তাঁহার প্রণয় লাভের আশা করিতে পারি?" সে বলিল "বৎস, তিনি তোমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, তবে তিনি একজন প্রতাপশালী ধনবানের গৃহিণী। ভাল, তুমি মোহরের তোড়াটী লইয়া আমার সহিত আইস,—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনোমত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলে বোধ হয় তোমার আশাপূর্ণ হইলেও হইতে পারে।" মূর্খ এল্ ফেশ্শার সেই কথা শুনিয়াই অমনি মোহরের তোড়াটী লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৃদ্ধা একটী বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একটী গ্রাক রমণী দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল; বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার ভ্রাতাকে বলিল "আইস—আমার সঙ্গে আইস।" ভ্রাতা তাহার বাক্যানুসারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে একটী সুসজ্জিত বৃহৎ গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। ভ্রাতা মোহরের তোড়াটী সম্মুখে ও পাকড়ীটী নিজ জানুর উপরে রাখিয়া উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বহুমূল্য বসনভূষণে ভূষিতা একটী পূর্ণযৌবনা রূপবতী রমণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার আগমন জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে পার্শ্বস্থ একটী গুপ্ত গৃহে লইয়া গেল। নির্ব্বোধ ভ্রাতা যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। বালক বালিকারা যেমন ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, দুষ্টা রমণীও তাঁহাকে লইয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। মূর্খ এল্ ফেশ্শার একেবারে তাহার প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রমণী সহসা উঠিয়া বলিল "আমি শীঘ্রই আসিতেছি—যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ তুমি এখান হইতে উঠিওনা।" তিনি তাহার কথায় স্বীকৃত হইলেন। সে দ্রুত গৃহ হইতে চলিয়া গেল। ভ্রাতা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র সময় অতীত হইতে না হইতেই একটা ভীষণকায় কাফ্রী সুতীক্ষ্ণ নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে তথায়

আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ভ্রাতা একেবারে চমকিয়া গেলেন। কাফ্রী গম্ভীর স্বরে বলিল "অরে নরাধম, তুই এখানে কেন?—তোকে এখানে কে আনিল?" তিনি উত্তর দিবেন কি, ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়াগেলেন। কাফ্রী তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া তরবারির বিপরীত ভাগ দ্বারা অন্যূন অশীতিবার সবলে প্রহার করিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। কাফ্রী আমার ভ্রাতাকে নিপতিত হইতে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং প্রহার করিতে বিরত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "এল্ মেলীয়ে কোথায়?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি একজন রমণী লবণপূর্ণ একটী পাত্র লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমার ভ্রাতার গাত্রস্থ ক্ষতস্থানগুলি চিরিয়া ধরিয়া তন্মধ্যে লবণ পূরিয়া দিতে লাগিল। পাছে কাফ্রী জানিতে পারে যে তখনও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই—পাছে সে তাঁহাকে পুনরায় প্রহার করে, সেই ভয়ে তিনি সেই দারুণ যাতনা সহ্য করিয়াও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট পড়িয়া রহিলেন। রমণী চলিয়া গেল; কাফ্রী পুনরায় ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিবা মাত্রেই সেই বৃদ্ধা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমার ভ্রাতার পদদ্বয় ধরিয়া টানিতে টানিতে একটা অন্ধকারময় গৃহমধ্যে, কতকগুলা মৃতদেহের উপরে, ফেলিয়া দিল।

ভ্রাতা সেই অবস্থায় পূর্ণ দুই দিবস সেই অন্ধকূপ মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। পরম পিতা জগদীশ্বরের কৃপায় ক্ষত স্থান সকলে প্রদত্ত লবণই তাঁহার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির উপায় হইয়া উঠিল। লবণ প্রদান করায় ক্ষতমুখগুলির রক্তপ্রবাহ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি শীঘ্রই উঠিয়া বসিতে পারিলেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বক্ষম জগদীশ্বরের ইচ্ছা, যে তিনি সে যাত্রায় রক্ষা পান, সুতরাং তখন আর কোন ব্যাঘাতই ঘটিল না; ভ্রাতা কিঞ্চিন্মাত্র বল প্রাপ্ত হইয়াই, উঠিয়া গৃহের একটী বাতায়ন উদ্ঘাটন করিলেন এবং আস্তে আস্তে তাহার মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া বাটীর দ্বারের পার্শ্বে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। পরদিন প্রত্যূষে যে সময়ে বৃদ্ধা আর একটী নূতন শীকার অনুসন্ধান করিবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

যায়, তখন তিনিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

ভ্রাতা নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিয়াই গাত্রস্থ ক্ষতগুলির চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। শীঘ্রই সেগুলি আরোগ্য হইয়া গেল। তিনি গোপনে গোপনে সেই বৃদ্ধার ভাবগতিক ও কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা প্রত্যহই এক একটী ব্যক্তিকে ছলক্রমে সেই বাটীতে লইয়া যায়; ভ্রাতা প্রত্যহই দেখিতে পান, কিন্তু কিছুই বলেন না—এমন কি কাহার নিকট একবার গল্পও করিলেন না। ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল, তিনি এক দিন একখণ্ড বস্ত্রে একটী থলি প্রস্তুত করত তন্মধ্যে কতকগুলি ভগ্ন কাচখণ্ড পূরিয়া নিজ কটিদেশে বন্ধন করিলেন এবং বিদেশীর ন্যায় বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি লুকাইয়া লইয়া বৃদ্ধার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কতক দূরে গিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভ্রাতা বিদেশীয়ের ন্যায় জড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো তুমি নয়শত থান মোহর ওজন করিবার মত একটা ত্যরাজু দিতে পার?" বৃদ্ধা বলিল "পারি,আমার কনিষ্ঠ পুত্র পোদ্দারের ব্যবসায় করে,তাহার নিকট সকল প্রকার তুলাযন্ত্রই আছে। তুমি যদি আমার সহিত আইস, তাহা হইলে তোমাকে উত্তম উত্তম তরাজু দিতে পারি।" ভ্রাতা বলিলেন "ভাল, কোথায় যাইতে হইবে চল।" বৃদ্ধা পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ ক্রমে সেই পূর্ব্বোক্ত বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা দ্বারে আঘাত করিল; পূর্ব্বকথিত সেই যুবতীটী দ্বার খুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আমার ভ্রাতার দিকে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিল। বৃদ্ধা তাহাকে বলিল "তোমার জন্য আজি একটী বেস্ স্থূলকায় মেষশাবক আনিয়াছি।" যুবতী ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। তিনি পূর্ব্বে যে গৃহে উপবেশন করিয়াছিলেন এবারেও রমণীর সহিত সেই গৃহে উপবেশন করিলেন। যুবতী ক্ষণকাল মাত্র তাঁহার সহিত উপবেশন করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্ব্বের ন্যায় "আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এখান হইতে উঠিওনা"

বসিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই কাফ্রী খরশান অসি হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "ওঠ্রে নরাধম, ওঠ্!" ভ্রাতা অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাফ্রী তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ঝটিতি নিজ বসনের অভ্যন্তর হইতে তরবারি খানি বহির্গত করিয়াই তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কাফ্রীর মুণ্ডহীন দেহ ছিন্নমূল কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তাহাকে সেই অন্ধকূপ মধ্যে ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "কোথায়—এল্ মেলীয়ে কোথায়?" দেখিতে দেখিতে সেই ক্রীতদাসী লবণপূর্ণ পাত্র হস্তে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। কাফ্রী নাই—তাহার পরিবর্ত্তে আমার ভ্রাতা তীক্ষ্ণধার অসি হস্তে দণ্ডায়মান আছেন, রক্তের স্রোত বহিতেছে—দেখিয়াই ক্রীতদাসী একেবারে চমকিয়া গেল। সে অমনি পাত্রটী ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিল। ভ্রাতা দ্রুত পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার দেহ ভূতলে নিপতিত হইয়া ধড়্ফড়্ করিতে লাগিল। ভ্রাতা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "কোথা রে—বৃদ্ধা কোথায় গেল?" বৃদ্ধা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "কেমন রে পাপিয়সি! আমাকে চিনিতে পারিস্?" বৃদ্ধা ভয়কম্পিত স্বরে বলিল "না প্রভু, আমি আপনাকে চিনি না।" তিনি বলিলেন "কি, তুই আমায় চিনিস্ না?—সে দিন তুই যাহার বাটীতে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া নমাজ করিয়াছিলি, যাহার পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল—যাহাকে ছল কৌশলে এই বাটীর মধ্যে আনিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলি, আমি সেই ব্যক্তি—পাপিয়সি! আমাকে চিনিস্ না?" বৃদ্ধা বলিল "দোহাই, জগদীশ্বরের দোহাই—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিবেন না।" ভ্রাতা তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, অসি উত্তোলিত করিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি প্রাধানা যুবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়াই একেবারে হতবুদ্ধি ও বিহ্বল হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন "তুই এ নরাধম কাফ্রীর হস্তে

আমাকে বলিল 'আমাদের বাটীতে আজি একটী উৎসব আছে উৎসবে অত্যন্ত সমারোহ হইবে—এরূপ সমারোহ আর কখনই হয় নাই—হইবেওনা; আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমাকে দেখাইয়া আনি। তুমি কি দেখিতে যাইবে?' আমি তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলাম এবং আমার সর্ব্বোত্তম বসন ভূষণগুলি পরিধান করিয়া একশত স্বুবর্ণ মুদ্রা পূর্ণ একটী তোড়া গ্রহণ করিলাম*। বৃদ্ধা আমাকে এই বাটীতে লইয়া আসিল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র কাফ্রী আমার হস্ত ধারণ করিল। প্রভু, সেই অবধিই আমি এখানে আছি—সে এই তিন বৎসরের কথা। বৃদ্ধা ডাকিনীর ষড়যন্ত্রে এই তিন বৎসরের মধ্যে একবারও এখান হইতে উদ্ধারের কোনরূপ উপায় করিতে পারি নাই।" ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "এবাটীর মধ্যে কি কাফ্রীর কোন সম্পত্তি আছে?" "প্রচুর—প্রচুর সম্পত্তি আছে—লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, স্বচ্ছন্দে লইয়া যাউন" সে এই কথা বলিয়াই ভ্রাতাকে সিন্ধুকগুলি একে একে খুলিয়া দেখাইতে লাগিল। রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা দেখিয়া ভ্রাতা একেবারে চমকিয়া গেলেন। যুবতী বলিল "আপনি এসমস্ত সম্পত্তিগুলি বহিয়া লইয়া যাইবারজন্য লোক ডাকিয়া আনুন, আমি ততক্ষণ এখানে আছি।" নির্ব্বোধ ভ্রাতা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, রমণীকে সেইখানে রাখিয়া, লোক ডাকিতে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি দশজন বাহক সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, বাটীর দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে—কোথায় বা সে যুবতী, কোথায় বা ধনসম্পত্তি? কিছুই নাই, সে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া সমস্ত লইয়া পালাইয়াছে। ভ্রাতা কি করিবেন, যুবতী যে কিছু, অতি অল্প মাত্র, সম্পত্তি তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে পারে নাই—সেইগুলি লইয়াই নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ফেশ্শার সে দিন অতি আনন্দে রজনী অতিবাহিত করিলেন বটে, কিন্তু পরদিন প্রত্যুষেই সে আনন্দ তিরোহিত হইল; শয্যা হইতে উঠিয়াই দেখিলেন বাটীর দ্বারদেশে বিংশতি জন সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি যেমন তাহাদের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন,

* বিবাহাদি উৎসবে আরবীয়গণ নিমন্ত্রিত হইলে, গায়িকা প্রভৃতিকে বিতরণ করিবার জন্য, মুদ্রা সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকে।

অমনি তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া বলিল "চল্ ওয়ালী তোকে ডাকিতেছেন।" তিনি তাহাদের সহিত ওয়ালীর নিকটে গেলেন। ওয়ালী তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "তুই এসকল বহুমূল্য বস্ত্র কোথায়পাইলি? ভ্রাতা বলিলেন "আপনি যদি অভয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট প্রকৃত বিবরণ সমস্ত প্রকাশ করি।" ওয়ালী নির্ভয় প্রদানের জন্য তাঁহাকে নিজ হস্তস্থিত রুমালখানি প্রদান করিল*। এল্ ফেশ্‌শার বৃদ্ধার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ অবধি যুবতীর পলায়ন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন "প্রভু, আমি তথা হইতে যাহা কিছু আনিয়াছি তাহার মধ্যে জীবনধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া সমস্তই আপনি গ্রহণ করুন।" ওয়ালী প্রথমে সমস্তই চাহিল, কিন্তু সুলতানের ভয়ে একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া আমার ভ্রাতাকে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিতে বলিল। তিনি "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়াই তথা হইতে অপর একটী নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলা দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল এবং যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহার কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া দিল। আমি এইরূপ বিপদ-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই তাঁহার নিকটে গেলাম এবং তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়া বিনয়াসে জীবনধারণোপযোগী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলাম।

ক্ষৌরকারের ষষ্ঠ ভ্রাতার বিবরণ।

ধার্ম্মিকপালক! আমার ষষ্ঠ সহোদর শাকালিক ছিন্ন-অধরোষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এমন কি পার্থিব এমন কোন বস্তুই ছিল না যাহা তিনি নিজের বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন। একদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া উদর পোষণের উপায় অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী রাজপ্রাসাদের ন্যায় মনোহর অট্টালিকা তাঁহার

---

* আরবীয়েরা কোন দোষীকে অভয় দিতে হইলে (ক্ষমার প্রতিভূ স্বরূপ) নিজ রুমাল বা শিল আংটী প্রদানকরিয়া থাকে।

নয়নগোচর হইল। তিনি একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ অট্টালিকাটী কাহার?" সে উত্তর দিল "এটী একজন বার্‌মেকী বংশীয়ের* আবাস।" ভ্রাতা সেই কথা শুনিয়াই দ্বারপালদিগের নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তাহারা বলিল "বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীর নিকটে নিজ আবেদন জ্ঞাপন কর, অবশ্যই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। শাকালিক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটীর মধ্যস্থলে একটী অতুল শোভাসম্পন্ন উদ্যান—উদ্যানের শোভায় অট্টালিকাটী যেন হাস্য করিতেছে। গৃহতল গুলি অপূর্ব্ব মার্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাতায়ন সকল নানাবিধ বর্ণের যবনিকায় ভূষিত। চতুর্দ্দিকে এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া পদে পদে তাঁহার ভ্রম জন্মিতে লাগিল। যাহা হউক তিনি গৃহস্বামীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী সর্ব্বোচ্চতলস্থ গৃহে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন গৃহমধ্যে একটী সুন্দর পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। উপবিষ্ট পুরুষ আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন এবং সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। শাকালিক উপবেশন করিলেন। গৃহস্বামী স্বাগত-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা নিজ হীনাবস্থা বর্ণন করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কি, আমি এ নগরে বর্ত্তমান্ থাকিতে তোমার এরূপ দুরবস্থা না, তাহা হইতে পারে না—আমি জীবিত থাকিতে তুমি আহারাভাবে কাতর?—না আমি তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না।" তিনি এই কথা বলিয়াই নানাপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতার আশা প্রদান করিয়া বলিলেন "তুমি এই স্থানেই থাক—আজি তোমাকে আমার সহিত আহার করিতে হইবে।" ভ্রাতা বলিলেন "প্রভু, আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি—আর মুহূর্ত্ত মাত্রও অপেক্ষা করিতে পারি না।"

গৃহস্বামী ভ্রাতার সেই কথা শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "অরে, হস্ত প্রক্ষালন করিবার জল ও পাত্রাদি আনয়ন কর্।" তাঁহার আজ্ঞামত কেহই

---

* বার্‌মেকী বংশ বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ; কথিত আছে, আহার করিবার সময়ে বার্‌মেকীদিগের দ্বার অবারিত থাকিত, যে ইচ্ছা সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছা আহারাদি করিতে পারিত।



জল বা পাত্রাদি লইয়া আসিল না; কিন্তু তিনি, যেন জল লইয়া আসিয়াছে—হস্ত প্রক্ষালন করিতেছেন, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া শূন্যে হস্তে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে আমার ভ্রাতাকে বলিলেন "আইস, হস্ত প্রক্ষালন কর, বৃথা বিলম্বে প্রয়োজন কি ?" শাকালিক কি করেন, গৃহস্বামীকে তুষ্ট করিবার জন্য, তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া ভোজনের উপকরণ ও মেজ প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। তাহারা যেন যথার্থই সমস্ত আনিয়া দিতেছে, এইরূপ ভাবে শূন্যহস্তে বারম্বার গৃহ মধ্যে গমনাগমন করিতে লাগিল। অনন্তর গৃহস্বামী আমার ভ্রাতাকে লইয়া সেই কাল্পনিক মেজের নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং যেন যথার্থই আহার করিতেছেন এই ভাবে বারম্বার শূন্যে হস্তসঞ্চালন ও মুখচালন করিয়া কাল্পনিক ভোজ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা তাঁহার সেইরূপ আচরণে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। গৃহস্বামী তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "একি, বসিয়া রহিলে যে ? লজ্জা কি, আহার কর।" ভ্রাতা কি করেন, গৃহস্বামীকে অসন্তুষ্ট করিতে

সাহস হইল না, সুতরাং তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ দেখি,কেমন চমৎকার রুটী, কেমন নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ।" ভ্রাতা মনে মনে ভাবিলেন "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অত্যন্ত রহস্যপ্রিয়। যাহা হউক ইহাঁকে অসন্তুষ্ট করা কোনক্রমেই উচিত নহে।" তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন "প্রভু! এ অতি চমৎকার রুটী, আমি ইহার মত স্বাদু ও পরিষ্কার রুটী আর কখনও দেখি নাই।" গৃহস্বামী বলিলেন "এ রুটী আমার একটী ক্রীতদাসী প্রস্তুত করিয়াছে; আমি তাহাকে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম।" তিনি এই কথা বলিয়াই একজন বালক ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া স্বাদু সিকবাজ* আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং আমার ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "লজ্জা কি, আহার কর—এ অতি উত্তম সিকবাজ, বিশেষ তুমিও ক্ষুধিত।" ভ্রাতা কি করেন, সকল বিষয়েই গৃহস্বামীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী বারম্বার পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া, এটী আন, ওটী আন বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন; ভৃত্যগণও, যেন আজ্ঞামত সমস্ত দ্রব্যই দিতেছে, এই ভাবে বারম্বার গৃহমধ্যে গতায়াত করিতে লাগিল; বস্তুতঃ পূর্ব্বের সেই কাল্পনিক আহারীয় ভিন্ন আর কিছুই আসিল না। ভ্রাতার হস্ত ও মুখ নড়িতেছে, কল্পনাবলে নানারূপ রাজোপভোগ্য উপাদেয় সামগ্রী আহার করিতেছেন, কিন্তু অন্তরে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির—একখানি যৎসামান্য যবের রুটীর জন্যও লালায়িত। গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, এরূপ সুতার দ্রব্য কি আর কখন আস্বাদন করিয়াছ?" ভ্রাতা বলিলেন "না প্রভু! এরূপ উপাদেয় দ্রব্য আর কখনও আহার করি নাই।" অনন্তর গৃহস্বামী পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া মিষ্টান্ন আনয়ন করিতে বলিলেন, তাহারা যেন আজ্ঞামত সামগ্রীগুলিই আনিয়া দিতেছে এইভাবে বারম্বার গতায়াত করিতে লাগিল। গৃহস্বামী বলিলেন "আহার কর, লজ্জা কি?—দেখ দেখি, কেমন চমৎকার মিষ্টান্ন!"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকারই আহার করা হইল। যতরূপ উপাদেয় সামগ্রী আছে, ভ্রাতা কল্পনাবলে সকলই ভোজন করিলেন, কিন্তু

---

* সিকবাজ—মাংস, গোধূমচূর্ণ ও শির্কা মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ।

তাঁহার ক্ষুধা ত আর কাল্পনিক নহে, সুতরাং তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব হইল না। গৃহস্বামী বলিলেন "আহার কর, লজ্জা কি—যত ইচ্ছা আহার কর।" ভ্রাতা বলিলেন "আমি যথেষ্ট আহার করিয়াছি—আমার উদর পূর্ণ হইয়াছে, আর ভোজন করিতে পারি না।" গৃহস্বামী বলিলেন "আল্লার দোহাই—লজ্জা করিও না, ইচ্ছা থাকে আরও নানাপ্রকার উত্তমোত্তম সামগ্রী আনাইয়া দিতেছি ; আহার কর।"

ভ্রাতা গৃহস্বামীর সেইরূপ পরিহাসে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "এব্যক্তি আমার সহিত যেমন অন্যায় ব্যবহার করিতেছে, আমিও তেমনি ইহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিব, যে ইহাকে তজ্জন্য পরিতাপ করিতে হইবে।" গৃহস্বামী সুরা আনিতে আজ্ঞা করিলেন ; পরিচারকগণ অমনি, যেন যথার্থই আনিয়া দিল, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া চলিয়া গেল। গৃহস্বামী, যেন সুরা ঢালিয়া দিতেছেন সেইরূপ ভঙ্গি করিয়া, আমার ভ্রাতাকে বলিলেন "দেখ দেখি—কেমন সুতার পুরাতন সুরা, একবার পান করিলেই বুঝিতে পারিবে—তোমাব সর্ব্বশরীর একেবারে আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিবে।" "প্রভু! বলিতে কি আপনার ন্যায় দয়ালু পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই" ভ্রাতা এই কথা বলিয়া সুরাপান অভিনয় করিলেন। গৃহস্বামী বলিলেন "কেমন, আমি যেরূপ বলিয়াছি অবিকল সেইরূপ কি না?" ভ্রাতা বলিলেন "আহা, অতি চমৎকার সুরা—এরূপ স্বাদু পেয় আমি আর কখনও পান করি নাই।" "তবে আর একপাত্র পান কর" গৃহস্বামী এই কথা বলিয়া, যেন সুরা ঢালিয়া দিলেন, এইরূপ ভঙ্গি করিলেন। ভ্রাতা পূর্ব্বের ন্যায় পান করিয়া মত্ততা অভিনয় করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামীও তাঁহার ন্যায় সুরাপান করিলেন। ভ্রাতা উন্মত্ত ভাবে টলিতে টলিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী গুরুতর চপেটাঘাত করিলেন। আঘাতের শব্দে গৃহটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পুনরায় আর এক চপেটাঘাত। গৃহস্বামী দারুণ আঘাতে ব্যথিত হইয়া বলিলেন "এ কি রে নরাধম! একি? আমার সহিত এরূপ আচরণ!" ভ্রাতা বলিলেন "প্রভু! আমি আপনার ক্রীতদাস—আপনি কৃপা করিয়া বাটীতে স্থান দিলেন, এমন উপাদেয় সামগ্রী আহার করাইলেন, এরূপ উৎকৃষ্ট সুরা পান করিতে দিলেন—প্রভু, কিছু মনে করিবেন না,

কেবল মদিরার মত্ততাতেই এরূপ কুকার্য্য করিয়াছি ; সুরাপানে আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়া গিয়াছিল।”

গৃহস্বামী ভ্রাতার সেই কথা শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন “তুমি যথার্থই সুরসিক—আমি চিরকালই সকলের সহিত এইরূপ অসভ্য পরিহাস করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কখনও কাহাকে তোমার ন্যায়, সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া, যথাসময়ে এরূপ প্রকৃত উত্তর দিতে দেখি নাই। যাহা হউক, তোমার দোষ মার্জ্জনা করিলাম, তুমি অদ্য হইতে আমার সহচর হইলে।” তিনি এই কথা বলিয়াই পরিচারকদিগকে আহারীয় দ্রব্য সমস্ত আনয়ন করিতে বলিলেন। এবার যথার্থই তাহারা নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী আনিয়া দিল। উভয়ে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে গৃহস্বামী শাকালিককে পার্শ্বস্থ পান-গৃহে লইয়া গেলেন এবং উভয়ে সুরস সুরা পান করিয়া কোকিলকণ্ঠী রমণীদিগের স্বরালাপ ও গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি আমার ভ্রাতা সেই ব্যক্তির সহচর হইয়া সুখে কাল অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। বিংশতি বৎসরের পর সহসা গৃহস্বামীর মৃত্যু হইল, সুলতান তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিলেন। আমার ভ্রাতা পুনরায় সহায়সম্পত্তিহীন নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে বিনাক্লেশে জীবন যাপন করিতে পারিবেন, ভাবিয়া আকুল। অবশেষে সেখানে অন্য কোন উপায় না পাইয়া, অন্য একটী নগরোদ্দেশে চলিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলা বেদই* আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আমার ভ্রাতার সহিত এমন কিছুই ছিল না, যে তাহারা তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং একজন বেদই তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল এবং অর্থলাভ-বাসনায় অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ভ্রাতা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, বলিলেন “হে আরব-শেখ! আমি নিতান্ত নিঃস্ব আমার এমন কিছুই নাই, যে তদ্দ্বারা নিজ স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লই ; তবে যদি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে উপার্জ্জন করিয়া আপনার

* বেদই—আরব দেশের প্রান্তরবাসী জাতি বিশেষ, দস্যুবৃত্তি ইহাদের একমাত্র ব্যবসায়

ঋণ পরিশোধ করিতে পারি।" কিন্তু নিষ্ঠুর বেদই তাঁহার কোন কথাই শুনিল না, একখানী তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া ভ্রাতার ওষ্ঠদ্বয় ছেদন করিয়া দিল এবং বারম্বার টাকা চাহিতে লাগিল। তিনি নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেদই তাঁহাকে নিজ আবাসে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখিল।

বেদইয়ের একটী পরম রূপবতী সহধর্ম্মিণী ছিল। ভ্রাতা যদিও ধর্ম্মভয়ে তাহার দিকে কখন চাহিয়াও দেখিতেন না, তথাপি সে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার নিকট প্রণয় প্রার্থনা করিল। এক দিন আমার ভ্রাতা সেই রমনীর সহিত একত্রে বসিয়া আছেন, সহসা বেদই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সেই ভাব দেখিয়াই একেবারে জ্বলিয়া গেল এবং "অরে নরাধম, তুই আমার স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করিতে চেষ্টা করিতেছিস্!" এই কথা বলিয়াই কটিদেশ হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া ভ্রাতার শরীরে বিদ্ধ করিয়াদিল। ভ্রাতা সেই দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বেদই তাঁহাকে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া একটা পর্ব্বতের উপরে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতা একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে পড়িয়া রহিলেন। দৈববশে কতকগুলি পথিক সেই পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতেছিল; তাহারা দয়া করিয়া তাঁহাকে প্রাণধারণোপযোগী পানাহার প্রদান পূর্ব্বক আমাকে সমাচার প্রদান করিল। আমি তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ আবাসে লইয়া গেলাম।

ক্ষৌরকার বলিল, আমি এইরূপে একে একে ছয়জন সহোদরের বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলাম, হে ধার্ম্মিকপালক নরপতি! এই আমার ছয় সহোদরের বিবরণ—আমিই সপ্তম, সকলের কনিষ্ঠ। দেখুন অগ্রজদিগের অপেক্ষা আমার স্বভাব কতদূর ভিন্ন—তাঁহাদের তুলনায় আমার চরিত্র কতদূর উদার।

নরপতি আমার সেই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ হাসিয়া বলিলেন "সামিত! তোমার বিবরণগুলি অতি উত্তম, তুমি অতি সদ্বক্তা।—আমি বুঝিলাম যথার্থই তুমি অল্পভাষী। যাহাই হউক, তুমি এখন এ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান কর।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারে বোগ্দাদ নগর

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুদিন পরেই শুনিলাম, খলীফের মৃত্যু হইয়াছে, অপর একজন খলীফে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমি সেই সমাচার শুনিয়াই পুনরায় বোগ্দাদে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার কিছুদিন পরেই এই কৃতঘ্ন যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হে ভ্রাতৃগণ! এ কৃতঘ্ন যুবক স্বীকার করুক আর নাই করুক, আমি যদি তখন ইহার সহিত সেরূপ ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাকে প্রাণ হারাইতে হইত।

দরজী বলিল, "রাজন্! ক্ষৌরকার এইরূপ বিবরণ বর্ণন করিয়া নিস্তব্ধ হইল; আমরা দেখিলাম যথার্থই সে যুবকের সহিত অন্যায় আচরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহাকে একটী গৃহমধ্যে বন্দীরূপে আবদ্ধ করত আহারাদি করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলাম। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, গৃহিণী আমার সেই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে বিরক্ত হইয়া অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "আমি একাকিনী গৃহে রহিয়াছি আর তুমি স্বচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছ। যদি তুমি এখন আমাকে বেড়াইয়া না আন, তাহা হইলে আমি আর তোমাকে চাহিনা—রাজনিয়মানুসারে তোমাকে ত্যাগ করিব।" আমি কি করি, তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ উভয়ে একত্রে বেড়াইতে গেলাম। সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিবার সময় এই কুব্জের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া গেলাম এবং বাজার হইতে ভর্জ্জিত মৎস্য ও অপরাপর খাদ্য সামগ্রী আনিয়া সকলে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আমার স্ত্রী কৌতুক করিয়া ইহার মুখে এক গ্রাস মৎস্য ও রুটী প্রদান করিল। সেই গ্রাস গিলিতে গিয়াই কুব্জের প্রাণবিয়োগ হইল। রাজন্ এই আমার ইতিহাস।

দরজী ও কুব্জ (উপসংহার)।

নরপতি দরজীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ক্ষৌরকার সামিতকে সভায় আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন "ক্ষৌরকারের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিলেই সকলকে অব্যাহতি দিয়া, এই সমস্ত অদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণের কারণস্বরূপ কুব্জকে সমারোহের সহিত সমাহিত করিব।" আজ্ঞামাত্রেই দরজী ও পারিষদ্‌গণ বৃদ্ধ ক্ষৌরকারকে তথায় আনয়ন করিল। নরপতি তাহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সামিত, আমি তোমার মুখেই তোমার নিজ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।" সামিত বলিল "রাজন্, এই খ্রীষ্টীয়ান, ইহুদী ও মুসলমানগণ আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন? কেনই বা এই কুব্জের মৃতদেহ নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা অগ্রে জানিতে ইচ্ছা করি।" নরপতি বলিলেন "কেন, তাহা অগ্রে জানিবার প্রয়োজন কি?" ক্ষৌরকার উত্তর দিল "তাহা হইলে আমি নিজ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে পারিব।"

নরপতি একজন পারিষদ্‌কে বর্ণন করিতে বলিলেন, কুব্জঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণিত হইল। ক্ষৌরকার শুনিয়া বলিল "বাস্তবিকই উপাখ্যানটী অতি অদ্ভুত; যাহা হউক, কুব্জের আবরণটী খুলিয়া দাও, আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।" একজন পরিচারক মৃত দেহের আবরণ খুলিয়া দিল। সামিত তথায় উপবিষ্ট হইয়া কুব্জের মস্তকটী নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া রহিল এবং একবার একদৃষ্টে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। নরপতি তাহাকে সেইরূপ হাসিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সামিত, তোমার এরূপ হাস্যের কারণ কি?" সে বলিল "রাজন্! কুব্জের দেহ এখনও প্রাণ-শূন্য হয় নাই; জীবদবস্থাতেই ইহাকে সকলে মৃত বলিয়া নিশ্চয় করিতেছে, সেই জন্যই আমি হাস্য করিলাম।" ক্ষৌরকার এই কথা বলিয়াই নিজ অঙ্গরাখার জেব হইতে একটী ক্ষুদ্র মলমের কৌটা বাহির করিল এবং কুব্জে ঘাড়ে একটু মলম মালিস করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার শিরোধরা হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। সামিত একটী সর্ণা বাহির করিল এবং সেটী তাহার গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে একটী মৎস্যের কাঁটা বাহির করিয়া আনিল। অমনি কুব্জ হাঁচিতে হাঁচিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করদ্বয়ে মুখমার্জ্জন করিতে করিতে বলিল "সর্ব্বস্রষ্টা জগদীশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই—মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত সত্যধর্ম্মপ্রচারক।" এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। নরপতি কুব্জের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন; অপরাপর দর্শকগণও হাসিতে লাগিল। নরপতি বলিলেন "কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! অতি অদ্ভুত ঘটনা, আমি কখন এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখি নাই। সভাসদ্‌গণ! তোমরা কি আর কখন এরূপ ঘটনা দেখিয়াছ? তোমরা কি কখন শুনিয়াছ একজন পরলোকে গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে?—যাহা হউক, দৈববলে যদি এই ক্ষৌরকার না আসিত, তাহা হইলে কুব্জকে নিশ্চয়ই পরলোকে গমন করিতে হইত।" সকলেই একবাক্যে বলিল "অতি অদ্ভুত ব্যাপার, এরূপ ঘটনা কখন আমরা দেখিও নাই শুনিও নাই।"

অনন্তর নরপতি এই অপূর্ব্ব ঘটনা রাজগ্রন্থালয়ে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন এবং ইহুদী, খ্রীষ্টীয়ান ও পাকশালাধ্যক্ষকে সম্মানসূচক খেলাৎ ও বহুমূল্য বসন ভূষণ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। দরজী ও ক্ষৌরকার সেই দিন হইতে রাজ-বস্ত্র-নির্ম্মাতা ও রাজ-ক্ষৌরকার রূপে নিযুক্ত হইল। কুব্জ ও উপস্থিত দর্শকগণও রাজপ্রসাদস্বরূপ এক একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইল। নরপতি যথোপযুক্ত বেতন নিরূপণ করিয়া দরজী, কুব্জ ও সামিতকে নিজের সঙ্গী করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।



আলী নূর এদ্দীন ও এনিস্-এল্-জেলিস্ *।

আল্ বস্রা নগরে (সুলেমান এজ্‌জৈনী-তনয়) মহম্মদ নামক একজন অতি দয়াশীল প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তিনি মুসলমান জ্ঞানী ব্যক্তি-দিগকে প্রচুর ধন বিতরণ করিতেন ; ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতদিগের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। কোন কবি বলিয়াছেন :—

ভীষণ বল্লম তাঁর লেখনীর প্রায়,
শত্রু-উরঃস্থল পটু কাগজ তাহায়,

---

* এনিস্-এল্-জেলিস্—সুখজনক সহচরী।

অরাতি-শোণিত-ধারা মসি সে সুন্দর,
লিখিছেন যশোরাশি পটু চিত্রকর।
তাই বুঝি বিবেচিয়া পূর্ব্ব কবিগণ
খত্তীয়ে* বল্লমে নাম করে নিরূপণ।

তিনিও ঠিক সেইরূপ ছিলেন; শত্রুগণ সততই তাঁহার নামে কম্পিত হইত। নরপতি মহম্মদের দুইজন মন্ত্রী ছিলেন; একজনের নাম ফদ্‌ল্ এদ্দীন ও অপরের নাম এল্ মোইন্। ফদ্‌ল্ এদ্দীন এল্‌খাকানের পুত্র, তিনি অতি ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও দয়াবান্ লোক ছিলেন; সুতরাং জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে আদর করিত এবং অপরাপর লোকে যথেষ্ট ভাল বাসিত। এল্-মোইন্ সাবীর পুত্র, তিনি এল্ ফদ্‌লের ন্যায় ধার্ম্মিক বা দয়াশীল ছিলেন না, সর্ব্বদাই সকলকে ঘৃণা করিতেন; সুতরাং কেহই তাঁহাকে ভাল বাসিত না, বরং সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত। বস্তুতঃ ফদ্‌ল্ এদ্দীন প্রজাকুলের যেমন প্রিয়পাত্র, মোইন তেমনই অপ্রিয় ও অশ্রদ্ধার ভাজন ছিলেন।

একদিন নরপতি সুলেমান-এজ্‌জৈনী-তনয় মহম্মদ নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া উজীর এল্ ফদ্‌ল্‌কে সম্মুখে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন "আমি একটী অলোকসামান্য-রূপবতী ও গুণবতী যুবতী ক্রীতদাসী চাহি।" এই কথা শুনিয়াই উপস্থিত সভাসদ্‌গণ বলিল "নরপতির মনোমত ক্রীতদাসী দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার ন্যূনে পাওয়া যাইবেক না।" বাদশাহ তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "খাকান-তনয় উজীর এল্ ফদ্‌লের বাটীতে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দাও।" কোষাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বাদশাহের আজ্ঞা সম্পাদন করিল। বাদশাহ উজীরকে মনোমত দাসী অনুসন্ধান করিতে বলিলেন এবং বাজারের অধ্যক্ষদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা যেন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার অধিক মূল্যের কোন দাসী উজীর ফাদ্‌ল্‌কে না দেখাইয়া বিক্রয় না করে। উজীর বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

---

* খত্তীয়ে—আরবীয় "খৎ" (লেখা) হইতে উৎপন্ন, অর্থ—লেখনী; বর্ণনা স্থলে বল্লমকেও খত্তীয়ে বলে।

দালালগণ সেই দিন হইতে রাজাজ্ঞানুসারে প্রত্যহই নানারূপ ক্রীতদাসী উজীরকে দেখাবার জন্য আনিতে লাগিল, কিন্তু কোনটীই এল্‌ফদ্‌লের মনোনীত হইল না। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি উজীর বাদ-শাহের উপযুক্ত দাসী পাইলেন না। অবশেষে একদিন রাজপ্রাসাদে যাইবার জন্য অশ্বারোহণে বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন, সহসা একজন দালাল আসিয়া তাঁহার অশ্বের বল্‌গা ধারণ করিয়া বলিল ঃ—

"তব সুমন্ত্রণা বলে আজি মন্ত্রীবর!
সুবিস্তীর্ণ রাজ্য এই সুখ-নিকেতন,
তব জ্ঞানবলে সবে বিমল-অন্তর,
রাজ-প্রতি সুপ্রসন্ন যত প্রজাগণ।
যেমন প্রশস্ত দেব হৃদয় তোমার
জগদীশ অনুগ্রহ তেমতি আবার।
আপনার জ্ঞান বলে জ্ঞানী যত জন,
প্রফুল্ল যেমন হায় অন্তর সবার,
জগদীশ করিবেন অবশ্য তেমন
তব এই মূল্যহীন গুণের বিচার।

প্রভু! যেরূপ দাসীর জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপ একটী দাসী বিক্রয়ার্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" উজীর বলিলেন "ভাল, আমার নিকটে লইয়া আইস।" দালাল তৎক্ষণাৎ একটী নবীনা যুবতী রূপবতীকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল। যুবতীর উরঃস্থল ঘন উন্নত, অপাঙ্গদ্বয় হরিণীর ন্যায় বিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ, গণ্ডস্থল কোমল ও মসৃণ, কটিদেশ কৃশ মুষ্টিমেয়, নিতম্ব স্থূল। যুবতী যথার্থই রূপবতী। তাহার সেই সন্নত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া উইলো-শাখাও* লজ্জিত

* উইলো—বৃক্ষ বিশেষ (ইহা প্রায় গোরস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়) ইহার শাখাগুলি অতি নমনশীল ও স্থিতিস্থাপক।

হয়, মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতও পরাজয় স্বীকার করে ; মৃদু-মধুর পরিমলবাহী মলয়পবনও তাহার নিশ্বাসের নিকট কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন কবি বলিয়াছেন ঃ—

সুন্দর সে অঙ্গুলি কোমল কেমন—
রেশম তাহার কাছে মানে পরাজয় !
কিবা সে মধুর ভাষা শ্রবণ-মোহন
বিণা-নাদ হেন, কিন্তু অস্ফুটও নয়।
মদির নয়ন দুটী চপল খঞ্জন
গড়িলেন বিধি তায় পুরুষে ভুলাতে—
তুষিবার তরে হায় ! প্রণয়ীর মন,
প্রেমমদে মাতোয়ারা জগতে মাতাতে।
তার তরে আমার এ প্রেম ভালবাসা
দিন দিন বাড়ে যেন, নাহি হয় ক্ষয় ;
পূরে যেন আমার এ চির দিন আশা
ইহ কিম্বা পরলোকে বিচ্ছেদ না হয়।
সুনীল অলকাকান্তি তামসীর প্রায়
অরুণ ললাট যেন প্রভাত গগন
মরিরে ! শোভিত কিবা অপূর্ব্ব শোভায়
জগমন ভুলাইতে রমণী-বদন।

রমণীও ঠিক সেইরূপ। উজীর যুবতীর রূপমাধুরী দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং দালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার দর কত ?" সে বলিল "ইহার মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অধিকারী বলিতেছে, যুবতী এত দিনে যে সকল কুক্কুটশাবক আহার করিয়াছে ইহা তাহারও মূল্য নহে—যুবতীকে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে যে সকল শিক্ষক ছিল,

এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যে বসন ভূষণ দিতে হইয়াছে, তাহাতেই তাহার দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পড়িয়াছে; কারণ, যুবতী সর্ব্ব বিদ্যার পারদর্শিনী,—লিখিতে পড়িতে বিশেষ পারগ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার কণ্ঠস্থ। যুবতী কোরাণ পাঠ করিয়া অনায়াসে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যবহারশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছে, এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ ও গীত শাস্ত্রেও উপযুক্ত ক্ষমতা আছে। বস্তুতঃ দশ সহস্র মুদ্রা ইহার প্রকৃত মূল্যের অপেক্ষা অনেক ন্যূন।" উজীর বলিলেন "ভাল, ইহার অধিকারীকে আমার সম্মুখে ডাকিয়া আন।" দালাল তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারে দাসী-বিক্রয়ার্থীকে তথায় আনয়ন করিল। দাসী-বিক্রেতা এক জন বিদেশী বৃদ্ধ, কালবশে জরায় তাহার শরীর শীর্ণ অস্থিসার হইয়া গিয়াছে; কোন কবি বলিয়াছেন :—

কালের প্রতাপ-বশে দেখত শরীর
　থর থর কম্পান্বিত ব্যাকুল সদাই,
সময়ের বশে দেহ সতত অধীর,
　কালসম বলবান ত্রিভুবনে নাই।

কত যে করেছি আগে—কত যে ভ্রমণ
　লঙ্ঘিয়া জলধি আর ভূধর প্রান্তর
কিন্তু আজি দেখ আর সরেনা চরণ
　তিলার্দ্ধ চলিতে হয় নিতান্ত কাতর।

উজীর তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন "তুমি কি দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া এই যুবতীটীকে সুলেমান-এজ্‌জৈনী-তনয় সুলতান মহম্মদের নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ?" বিদেশী বলিল "এ যুবতীটী যথার্থই সুলতানের উপযুক্ত; ইহাকে সুলতান-সম্মুখে উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করাই আমার উচিত।"* উজীর যুবতীর মূল্য স্বরূপ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আনিতে বলিলেন।

---

* আরবদেশীয় ব্যবসায়ীগণ কোন মহৎ লোকের নিকট হইতে অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে হইলে এইরূপই বলিয়া থাকে।

আজ্ঞামাত্রেই পরিচারকগণ মুদ্রা আনিয়া দিল; বিদেশী দীনারগুলি ওজন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। দালাল উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "প্রভু! আমার বিবেচনায় যুবতীকে অদ্যই সুলতানের নিকটে লইয়া না গিয়া যদি কয়েক দিবস নিজের আবেসেই রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়; কারণ রমণী এই মাত্র বহুদূর হইতে আসিতেছে, পথশ্রমে ইহার রূপ অনেক মলিন হইয়া গিয়াছে। যদি অন্ততঃ দশ দিনও বিশ্রাম করিতে দেন,তাহাহইলে ইহার পূর্ব্ব মনোহারিতা পুনরাবৃত্ত হইবে; তখন আপনি ইহাকে হাম্মামে স্নান করাইয়া এবং বহুমূল্য বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া নরপতিসন্নিধানে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলেই দেখিবেন আপনার শুভাদৃষ্ট আশাতীত ফল প্রদান করিবে।" উজীর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দালালের পরামর্শেই স্বীকৃত হইলেন এবং রমণীকে নিজ প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গিয়া একটী নিভৃত গৃহে তাহার আবাস নিরূপণ করিয়া, প্রাত্যহিক পানাহার প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

উজীর এল্ ফদ্‌লের পূর্ণচন্দ্র সদৃশ একটী সুকান্তি তনয় ছিল। উজীর-তনয়ের ন্যায় রূপবান সে রাজ্যে আর কেহই ছিল না। তাঁহার মুখের মনোহর রক্তিম আভার উপরে একটী কৃষ্ণবর্ণ আঁচিল এমনি ভাবে সন্নিবেশিত ছিল যে সেটী দেখিলেই লোকে একেবারে মোহিত হইয়া যাইত। উজীর, পাছে যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হয় এই আশঙ্কায়, তাহাকে বলিলেন "দেখ, আমি তোমাকে সুলেমান-এজ্‌জেনী-তনয় মহম্মদের জন্য ক্রয় করিলাম, তুমি তাহারই ভোগ্যা হইবে, অতএব দেখিও সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। আমার একটী পরম রূপবান পুত্র আছে—তাহার এমনি মনোহারিণী মূর্ত্তি যে, যুবতীগণ দেখিবামাত্রেই একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে। আমাদের এই পল্লি মধ্যে এমন একটীও যুবতী নাই যে, সে তাহার সহিত প্রণয় সংস্থাপন করে নাই। অতএব দেখিও, সে যেন কোনরূপে তোমার মুখ দেখিতে বা কণ্ঠস্বর শুনিতে না পায়।" রমণী বলিল "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" উজীর চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিবস সুখে অতিবাহিত হইয়াগেল। একদিন যুবতী স্নানার্থে প্রাসাদ মধ্যস্থ হাম্মামে প্রবেশ করিল; পরিচারিকাগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উত্তম রূপে প্রক্ষালন করিয়া বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত করিয়াদিল। রমণী

নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া উজীর রমণীর নিকটে গেল এবং তাঁহার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া সম্মুখে দাড়াইল। উজীর-সহধর্ম্মিণী বলিলেন "কেমন, এনিস্-এল্-জেলিস্! কেমন স্নানাগার দেখিলে?" যুবতী বলিল "ঠাকুরাণি! অতি উত্তম হাম্মাম; সেখানে কেবল আপনার উপস্থিতি ভিন্ন আমার আর কিছুরই অভাব ছিল না।" তাহার সেই কথা শুনিয়াই উজীর-পত্নী পার্শ্ববর্তিনী পরিচারিকাদিগকে বলিলেন "চল, আমরাও স্নানাগারে যাই।" আজ্ঞা মাত্র সকলে প্রস্তুত হইল। উজীর-পত্নী দুইজন যুবতী ক্রীতদাসীকে এনিস্-এল্-জেলিসের গৃহের দ্বারে প্রতিহারী রূপে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন "দেখিও সাবধান কেহ যেন এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে বা এনিস্-এল্-জেলিসের নিকটে যাইতে না পারে।" ক্রীতদাসীদ্বয় বলিল "ঠাকুরাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" উজীর-পত্নী পরিচারিকাবর্গের সহিত হাম্মামে প্রবেশ করিলেন। এনিস্ এল্-জেলিস্ গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া রহিল।

দৈব-নির্ব্বন্ধ কে অতিক্রম করিতে পারে? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিকার নাই,—এই সময় উজীরতনয় আলী নূর এদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এনিস্-এল্-জেলিসের গৃহের নিকটে আসিয়া ক্রীতদাসীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতা কোথায়?—অপরাপর পরিচারিকারাইবা কোথায় গেল?" যুবতীদ্বয় উত্তর দিল "ঠাকুরাণী পরিচারিকাদিগের সহিত স্নানাগারে গিয়াছেন।" এনিস্-এল্ জেলিস্ গৃহমধ্য হইতে আলী নূর এদ্দীনের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল 'উজীর যাহার বিষয়ে এত কথা বলিলেন—যাহাকে দেখিলে রমণীমাত্রেই মোহিত হয়, না জানি সে যুবক কিরূপই হইবে, আল্লার দোহাই আমাকে একবার দেখিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই তাহার ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—ক্রমেই তাহার রূপদর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহের দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্ণশশধর সদৃশ যুবকের বদনমণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। উজীর-তনয়ের সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া রমণীর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। আলী নূর এদ্দীনও তাহাকে দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই উভয়ে

উভয়ের প্রণয়পাশে দৃঢ় সংবদ্ধ। যুবক সহসা অব্যক্ত শব্দে একটী চীৎকার করিয়াই দ্রুত দাসীদ্বয়ের নিকটে গেলেন। তাহারা ভয়ে পালাইয়া, দূর হইতে প্রভু-তনয়ের ভাব-গতি দখিতে লাগিল। নূর এদ্দীন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার জন্য পিতা কি তোমাকেই ক্রয় করিয়াছেন?" সে বলিল "হাঁ আমাকেই ক্রয় করিয়ছেন।" নূরএদ্দীন রমণীর প্রণয় লাভাশায় একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর হিতাহিত বিবেচনার লেশ মাত্রও ছিল না; তিনি অমনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এল্-জেলিসও প্রেমভরে সুললিত বাহুযুগলে উজীর-তনয়ের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিল। দ্বাররক্ষণে নিযুক্ত ক্রীত দাসীদ্বয় প্রভুপুত্রের সেইরূপ ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। আলী নূর এদ্দীন তাহাদের সেই চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়াই, পাছে গৃহমধ্যে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা অপরাধে শাস্তি পাইতে হয় সেই ভয়ে, দ্রুত পালাইয়া গেলেন। উজীর-রমণী দাসীদ্বয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে হাম্মাম হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?—এরূপ চীৎকার শব্দের অর্থ কি?" কেহই তাঁহার কথায় উত্তর দিল না। তিনি দ্রুত এনিস্ এল্-জেলিসের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাসীদ্বয়কে বলিলেন "ধিক্ তোদের!—তোরা এরূপ চীৎকার করিতেছিস্ কেন?" দাসীদ্বয় তাঁহাকে দেখিয়াই বলিল "ঠাকুরাণি! প্রভু আলী নূরএদ্দীন আসিয়া ছিলেন, আমরা তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করায়, তিনি আমাদিগকে প্রহার করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমরা কি করি নিরুপায় হইয়া আপনাকে উপস্থিত বিপদ জানাইবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তিনি সেই চীৎকার শব্দ শুনিয়াই পলায়ন করিয়াছেন।" উজীর-পত্নী তাহাদের সেই কথা শুনিয়াই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এল্-জেলিস্কে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি? কি হইয়াছে?" যুবতী বলিল "ঠাকুরাণি, আমি একাকিনী বসিয়া আছি, সহসা একজন পরম রূপবান্ যুবক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন 'আমার জন্য পিতা কি তোমাকেই ক্রয় করিয়াছেন?' আল্লার দোহাই ঠাকুরাণি, আমি মনে করিলাম বুঝি তিনি যথার্থ কথাই বলিতেছেন



সুতরাং বলিলাম, হাঁ আমাকেই ক্রয় করিয়াছেন। তিনি অমনি নিকটে আসিয়া আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উপর্য্যুপরি তিনবার মুখ-চুম্বন করিয়া অমাকে প্রণয়-বিহ্বল ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।"

উজীর-পত্নী শুনিলেন, মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—বিহ্বল হইয়া কপোলে করাঘাত করত রোদন করিতে লাগিলেন। উজীর পাছে সেই অপরাধের জন্য আলী নূরএদ্দীনের প্রাণ দণ্ড করেন, সেই ভয়ে ক্রীতদাসীগণও ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। দৈববশে উজীরও এই সময় বাটীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ব্যাপার কি—সকলেই রোরুদ্যমান, সকলেই ব্যাকুল! উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে, তোমরা রোদন করিতেছ কেন?" উজীর-রমণী বলিলেন "তুমি যদি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, যে আমি যাহা বলিব তুমি তাহাই করিবে, তাহা হইলে সমস্ত বর্ণন করি।" উজীর বলিলেন "ভাল, তাহাই হইবে—বল।" উজীর-গৃহিণী স্বামীর নিকট নূর এদ্দীন-ঘটিত সমস্ত ঘটনাই বর্ণন করিলেন। উজীর পুত্রের সেইরূপ অন্যায়

আচরণ শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজ বসনভূষণ-গুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং মনের আবেগে ঘন ঘন কপোলে করাঘাত করিয়া শ্মশ্রুগুলি উৎপাটন করিতে লাগিলেন। উজীর রমণী স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, স্থির হউন—বৃথা আত্মহত্যা করিলে আর কি হইবে; আমি না হয় নিজ সম্পত্তি হইতে এই ক্রীতদাসীর মূল্য স্বরূপ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব।" উজীর দীননয়নে সহধর্ম্মিণীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "ধিক্, তোমায় ধিক্! আমি কি দশ সহস্র মুদ্রার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছি?—আমি যে ধনে প্রাণে মারাগেলাম, আমার সমস্ত সম্পত্তি—অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্তও যে বিনষ্ট হইতে চলিল।" উজীর-রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছেন কেন? সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট হইবারই বা কারণ কি?" উজীর বলিলেন "তুমি কি জান না সাবী-তনয় উজীর এল্ মোইন্ আমার পরম শত্রু?—সে এ কথা শুনিলেই সুলতানের নিকটে গিয়া বলিবে 'আপনার উজীর এল্ ফদ্ল্, যাহাকে বিশ্বাস করিয়া দাসী ক্রয়ের জন্য দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন—যাহাকে আপনি এতদূর ভাল বাসেন, সে আপনার জন্য একটী অসামান্য রূপগুণবতী দাসী ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সে, দাসীর রূপগুণে প্রীত হইয়া, তাহাকে নিজ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছে, সুলতানের অপেক্ষা তুমিই এ রমণীরত্ন ভোগের উপযুক্ত পাত্র। তাহার পুত্র নূরএদ্দীন আপনার ক্রীতদাসীটী লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বয়ং উপভোগ করিতেছে।' সুলতান প্রথমত তাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, বলিবেন 'তোমার মিথ্যা কথা, তুমি বৃথা অপবাদ দিতেছ।' সে বলিবে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি অনুমতি দিউন, আমি বলপূর্ব্বক তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ক্রীতদাসীটীকে আপনার সম্মুখে আনিয়া দিতেছি।' কাজে কাজেই বাদশাহ তাহাকে আমার বাটীতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবেন। দুষ্ট মোইন্ রাজাজ্ঞায় দ্বিগুণতর সাহসী হইয়া লোকজন সমভিব্যাহারে আমার বাটী আক্রমণ করিবেক এবং বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এই নূতন ক্রীতদাসীকে রাজ-সম্মুখে লইয়া যাইবে। নরপতি ইহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কিছু প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার

করিতে পারিবে না। দুষ্ট মোইন্ এই উদাহরণ দেখাইয়া সুলতানকে বলিবে 'দেখুন, আমি আপনাকে সর্ব্বদা সৎপরামর্শ দিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে একদিনের জন্য প্রিয় হইতে পারিলাম না, কিন্তু যে ব্যক্তি সতত আপনার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে সে-ই আপনার প্রিয় ও বিশ্বাস ভাজন।' হায়, তাহা হইলেই আমি গেলাম! সকলেই আমাকে পাপিষ্ঠ ভণ্ড বলিয়া বিবেচনা করিবে—ঘৃণা-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দেখিবে। বাদশাহ নিতান্ত কৃতঘ্ন বিবেচনা করিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন—অবশেষে আমি কৃতঘ্নতার একটী উদাহরণ স্বরূপ হইয়াউঠিব।" উজীর-রমণী বলিলেন "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—তাহার আর প্রতিকার নাই; যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে এ দুর্ঘটনা অতি গোপনেই ঘটিয়াছে, এখনও কেহ জানিতে পারে নাই; অতএব ইহা আরও গোপনে রাখুন, যেন কোনরূপে প্রকাশ না হয়। জগদীশ্বর করেন ত এই উপায়েই উপস্থিত বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে।" সহধর্ম্মিণীর সেই পরামর্শে উজীরের হৃদয় কতক স্থির হইল; তিনি বিলাপে নিবৃত্ত হইয়া সমস্ত ঘটনা গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নূরএদ্দীন নিজ আচরণের জন্য পাছে পিতার নিকট গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় সেই ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিবস বাগানে বাগানে যাপন করিয়া রাত্রে গোপনে মাতার নিকটে আসিতেন এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতেন—কেহই তাঁহার গতায়াত জানিতে পারিত না। এইরূপে একমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল—একদিন নূরএদ্দীন-জননী উজীরকে বলিলেন "নাথ! আপনি নূরএদ্দীনকে কি করিতে ইচ্ছা করেন?—আপনি কি পুত্রকে ও ক্রীতদাসীটীকে উভয়কেই হারাইবেন? যদি আর কিছু দিন এইরূপ থাকে, তাহা হইলে নূরএদ্দীন দেশত্যাগী হইয়া যাইবে।" উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাকে কি করিতে বল?—কি করা উচিত?" উজীর-রমণী বলিলেন "অদ্য রাত্রিতে নূরএদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকুন; সে যখন আসিবে তখন তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া ক্রীতদাসীটী তাহাকে প্রদান করিবেন—এল্ জেলিস্ নূরএদ্দীনকে যথেষ্ট ভাল বাসে, সেও যুবতীর

প্রণয়ে বিমুগ্ধ, অতএব তাহাদিগকে পরস্পরের হস্তে অর্পণ করুন—যুবতীর মূল্য আমি আপনাকে প্রদান করিব।" উজীর, সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছানুসারে রজনীতে পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধ রাত্রে নূরএদ্দীন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। উজীর সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া শিরশ্ছেদন করিতে গেলেন। নূরএদ্দীন-জননী নিকটেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্বামীকে সেই ভয়ানক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন "নাথ, আপনি নূরএদ্দীনকে কি করিতে ইচ্ছা করেন?" উজীর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব।" নূরএদ্দীন বলিলেন "পিতঃ, আমি কি আপনার নয়নে এতদূর হেয় ও তুচ্ছ পদার্থ?" পুত্রের সেই কথা শুনিয়াই উজীরের সমস্ত ক্রোধ দূরীভূত হইল—নয়নদ্বয় বাষ্পবারিতে পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি বলিলেন "বৎস, আমার জীবন ও সমস্ত সম্পত্তিই কি তোমার নিকট তুচ্ছ ও হেয়?" নূরএদ্দীন পিতার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উজীর পুত্রকে ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নূরএদ্দীনও উঠিয়া পিতার করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। উজীর বলিলেন "বৎস! তুমি যদি এনিস্ এল-জেলিসের সহিত সর্ব্বদা সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার কর, তাহা হইলে তাহাকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করি।" নূরএদ্দীন বিনীতভাবে বলিলেন "পিতঃ! এল্-জেলিসের সহিত সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার না করিবার কারণ কি?" উজীর বলিলেন "ভাল, তোমার হস্তেই এল্-জেলস্‌কে প্রদান করিলাম—আমার আদেশ এই, যে তুমি কখন বিবাহ বা অন্য রমণী গ্রহণ করিবে না; কখন তাহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং কখন কোনরূপে অসুখীও করিবে না।" নূরএদ্দীন পিতার কথায় স্বীকৃত হইয়া শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন। এল্-জেলিস্ তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। নূরএদ্দীন যুবতীর সহিত পরমসুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের ইচ্ছায় নরপতি ক্রীতদাসীর বিষয় এককালে ভুলিয়া গেলেন; যদিও সাবী-তনয় এল্ মোইন্ ক্রীতদাসী এল্-জেলিস-বিষয়ক সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছিল তথাপি, নরপতি পাছে প্রিয় উজীরের বিপক্ষে আবেদন গ্রাহ্য না করেন—পাছে হিতে বিপরীত ঘটে, সেই বিবেচনায় সে কোন কথারই উত্থাপন করিল না।

এইরূপে পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। খাকান-তনয় উজীর ফদ্‌ল্ এদ্দীন একদিন স্নানার্থ হাম্মমে প্রবেশ করিলেন। স্নানান্তে যেমন তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বহির্গত হইবেন, অমনি বহিঃস্থ শীতল বায়ু শরীরে লাগিয়া পীড়িত হইলেন। দিন দিন ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উজীর শয্যাগত হইলেন। চিকিৎসকগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু-তেই বিশেষ ফললাভ হইল না। অবশেষে উজীর, আলী নূরএদ্দীনকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস! মনুষ্যের পরমায়ু নিরূপিত আছে, জগদীশ্বর যাহার যত দিন জীবন স্থির করিয়া দিয়াছেন কাহার সাধ্য তাহা অতিক্রম করে,—বিশেষতঃ যাহার জন্ম আছে তাহারই মৃত্যু আছে; জীবমাত্রেই মৃত্যুর অধীন। তোমাকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই, কেবল তুমি সতত জগদীশ্বরকে ভয় করিয়া চলিবে, নিজ কার্য্যের পরিণাম-ফল পূর্ব্বেই অনুভব করিয়া লইবে আর সর্ব্বদা এনিস্ এল্-জেলিসের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে—এই মাত্র।" নূরএদ্দীন বলিলেন "পিতঃ! আপনার ন্যায় আর কে আছে? আপনি নানারূপ সৎকার্য্যের জন্য দেশবিদেশে বিখ্যাত, ধর্ম্মপ্রচারকগণও বেদির উপর হইতে আপনার যশোগান করিয়া থাকেন।" উজীর বলিলেন "বৎস! ভরসা করি সেই সর্ব্ব শক্তিমান অনন্ত দয়ার আধার জগদীশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিব।" অনন্তর তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসসূচক বাক্য-দ্বয়* উচ্চারণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আ! মুহূর্ত্ত মধ্যেই উজীর ফদ্‌ল্এদ্দীন পরলোকস্থ জনগণের সহিত পরিগণিত হইলেন! সমস্ত প্রাসাদটী রমণী-রোদন-রোলে পূর্ণ হইয়া গেল। উজীরের মৃত্যুসংবাদ শীঘ্রই সুলতান ও প্রজাকুলের কর্ণগোচর হইল। পাঠশালার ছাত্রগণও উজীরের জন্য শোকে প্রকাশ করিতে লাগিল। আলী নূরএদ্দীন পিতার অন্তেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন করিলেন। রাজ্যের সমস্ত আমীর, উজীর ও রাজকর্ম্মচারীগণ এবং তাহাদের সহিত সাবী-পুত্র এল্ মোইনও মৃত উজীরের সম্মানার্থ সমাধি স্থান পর্য্যন্ত মৃত শরীরের অনুগমন করিলেন। অনুগমনকারীদিগের মধ্যে একজন দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই কবিতাকয়টী পাঠ করিল :—

* দুইটী বাক্য এই—"লা এলাহা ইল্লাল্লাহো" জগদীশ্বর একমাত্র দেবতা, ও "মহম্মাদর্ রুসুলোল্লাহে" মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত দূত।

"বলিলাম তারে কিন্তু শুনিল না সেই
করিতে আছিল যেই শবপ্রক্ষালন।
দূর কর সামান্য এ বারি কাজ নেই
নয়নের নীরে হায় কররে মার্জ্জন।

রাখ দূরে রাখ এই গন্ধদ্রব্য রাশি
যশের সুগন্ধ আনি লেপি দেও গায়,
যাউক সে খ্যাতি আজি বায়ুভরে ভাসি,
সে সুগন্ধ রাশি আজি ভরুক ধরায়।

কাজ কি মনুজ স্কন্ধে, রাখ সবে দূরে,
দেবদূতে লয়ে যাক তুলিয়া ইহাঁয়
দেখিছনা, লইবারে সুখময় পুরে
স্বর্গ হতে নামি সবে এসেছে ধরায়?

কাজ কি করিয়া ভার মৃতদেহ ভারে,
বহিতেছে যেই স্কন্ধ উপকার-ভার?
ভারে ক্লান্ত কেন আর কর সে সবারে—
যাহা আছে তাই ঢের সবেনাক আর।"

কয়েক দিবস কেবল শোকে ও দুঃখেই অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন আলী নূরএদ্দীন নিজ আবাসে একাকী বসিয়া আছেন, সহসা দ্বারে করাঘাত শ্রবণ গোচর হইল। তিনি উঠিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন;—দেখিলেন তাঁহার পিতার এক জন ঘনিষ্ঠ সহচর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তি নূরএদ্দীনকে দেখিয়াই তাঁহার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল "প্রভু! আপনার ন্যায় উপযুক্ত সৎপুত্র রাখিয়া যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার সে মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে—তিনি মরিয়াও জীবিত থাকেন। পৃথিবীর সমস্তই

নশ্বর—কি রাজাধিরাজ কি সামান্য ভিক্ষুক সকলকেই কোন সময়ে না কোন সময়ে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কালের করাল কবলে কাহারই নিস্তার নাই—অতএব আপনি আর মৃত পিতার জন্য বৃথা ব্যাকুল হইবেন না।" নূরএদ্দীন নিজ বৈটকখানাটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সুজ্জীভূত করিয়া তাহাকে তথায় লইয়া গেলেন। পূর্ব্ব সঙ্গীগণ সকলেই একে একে আসিয়া যুটিল। নূরএদ্দীন দশ জন বণিক পুত্রের সহিত গাঢ় প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে উজীরভবন হইতে শোক-চিহ্ন সমস্ত দূরীভূত হইল, পুনঃ পূর্ব্ব আনন্দের সূত্রপাত হইতে লাগিল। নূরএদ্দীন ঘন ঘন উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন—ঘন ঘন বন্ধুদিগের বাটীতে উপায়ন দ্রব্য সমস্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুখের সীমা রহিল না,—বন্ধুরও সংখ্যা রহিল না।

এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন কোষাধ্যক্ষ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "প্রভু নূরএদ্দীন! আপনি কি শুনেন নাই জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন, যে অপরিমিতব্যয়ী কেবল ব্যয় করে, কিন্তু কখন নিজ আয়ের হিসাব করিয়া দেখে না, সে শীঘ্রই দুরবস্থাপন্ন হয়? প্রভু, আপনি যেরূপ অনবরত প্রচুর ব্যয় করিতেছেন এবং যেরূপ বহুমূল্য দ্রব্যাদি বন্ধুবান্ধবদিগকে উপায়ন স্বরূপ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।" আলী নূরএদ্দীন কোষাধ্যক্ষের সেই কথা শুনিয়াই তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন "তুমি এতগুলি কথা বলিলে বটে, কিন্তু আমি কোনটীতেই মনোযোগ করিতে পারিলাম না। দেখ দেখি কেমন এক জন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন :—

মুক্ত হস্তে ধন যদি নাহি করি ব্যয়,
বিফল সকল মম, কি কাজ সে ধনে?
বিনা ব্যয়ে যশোলাভ বল কার হয়,
কোথায় দেখেছ সুখী হয়েছে কৃপণে?
আতু আতু পুতু পুতু করি খালি মরে
দেখ তার ধন গিয়া লয় শেষে পরে।

দেখ, যতক্ষণ তোমার হস্তে আমার এক বেলার ব্যয়েরও উপযুক্ত ধন থাকিবে ততক্ষণ আমাকে অপর বেলার খরচের জন্য বিরক্ত করিও না।” কোষাধ্যক্ষ কি করে, প্রভুর সেই কথা শুনিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল। নূর এদ্দীন পুনরায় নিজ ঈপ্সিত আমোদে রত হইলেন। ক্রমেই তাঁহার অপরিমিতব্যয়িতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদি কেহ কোন একটী দ্রব্য দেখিয়া বলিত “প্রভু,এটী অতি সুন্দর দ্রব্য” অমনি সেটী তাহাকে প্রদান করিতেন,—যদি কেহ বলিত “প্রভু আপনার অমুক ভবনটী অতি মনোহর” অমনি তিনি তদুত্তরে বলিতেন “অদ্য হইতে সেটী তোমারই হইল।” এইরূপে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিই ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল।

প্রত্যহই আমোদ প্রমোদ আহার বিহার, প্রত্যহই নানাবিধ উৎসব,—এইরূপে পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন নূরএদ্দীন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত একত্রে উপবিষ্ট আছেন, সহসা শুনিলেন একটী ক্রীত দাসী এই কবিতা দুইটী পাঠ করিতেছে ঃ—

সুখেতে কেটেছে এবে যে দিন তোমার
  সুদিন ভেবেছ হায় সেই সে দিবসে
স্বপনেও ভাব নাই কি হবে আবার—
  কি দিন আসিবে পুন অদৃষ্টের বশে।

আনন্দের নিশি হায় হাসি খুসি ভরা
  ভুলায়ে গিয়াছে তব বিহ্বল হৃদয় ;
কিন্তু জাননাক সেই রূপ মনোহরা
  নিবিবে, হইবে ঘোর তমস উদয়।

কবিতাদ্বয় শেষ হইবা মাত্রেই দ্বারদেশে করাঘাত শ্রুতিগোচর হইল। নূর-এদ্দীন দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার অজ্ঞাতসারে গোপনে পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন সেই কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত,—জিজ্ঞাসা করিলেন “কি,



সমাচার কি ?" সে বলিল "প্রভু! আমি যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে।" নূরএদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি ?" কোষাধ্যক্ষ বলিল আমার হস্তে আর আপনার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও নাই—সমস্তই ব্যয়িত হইয়াছে। প্রভু! এটী কেবল আপনার অপরিমিতব্যয়িতা ও অপরিণামদৃষ্টির ফল।" নূরএদ্দীন কোষাধ্যক্ষের সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া অধোমুখে ভূমিন্যস্তদৃষ্টি হইয়া বলিলেন "সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছার অধীন—তাঁহা ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই!" তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি গোপনে সমস্ত ব্যাপার দেখিবার জন্য অতর্কিতভাবে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল সে সেই কথা শুনিয়াই গৃহমধ্যে ফিরিয়া গেল এবং অপরাপর সঙ্গীদিগকে বলিল "তোমরা আর কি দেখিতেছ, এই বেলা নিজ নিজ উপায় অনুসন্ধান করিয়া লও—নূরএদ্দীন নিঃস্ব হইয়াছে।"

মুহূর্ত্ত পরেই নূরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। সঙ্গীদিগের মধ্যে এক জন উঠিয়া বলিল "প্রভু নূরএদ্দীন, আজিকার মত আমায় বিদায় প্রদান

করুন।” তিনি বলিলেন “অদ্য এখনই প্রস্থান করিবার কারণ কি?” সে বলিল “গৃহিণীকে প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া আসিয়াছি—অদ্য রাত্রিতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, অতএব আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।” নূরএদ্দীন তাহাকে বিদায় দিলেন, সে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই আর এক জন উঠিয়া বলিল “প্রভু নূরএদ্দীন! আমাকেও আজিকার মত বিদায় দিতে হইবে—আজি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সুন্নৎ-সংস্কার অতএব ভ্রাতার বাটীতে না গেলেই নয়।” এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই এক একটী প্রয়োজন দেখাইয়া চলিয়া গেল; জনপূর্ণ গৃহটী মুহূর্ত্ত মধ্যেই নির্জ্জন হইল।

নূরএদ্দীন একাকী বসিয়া রহিলেন—নানারূপ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তিনি এনিস্ এল্ জেলিস্‌কে আহ্বান করিলেন; যুবতী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। “এনিস্ এল্ জেলিস্! তুমি জান না, আমি কি ভয়ানক বিপদে নিপতিত হইয়াছি?” তিনি এই কথা বলিয়াই, কোষাধ্যক্ষের সহিত যে যে রূপ কথা হইয়াছিল তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন। সে বলিল “প্রভু! কয়েক দিবস হইল আমি আপনাকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম আপনি এই কবিতাদ্বয় পাঠ করিতেছেন:—

ভাগ্য যবে অনুকূল রহেছে তোমার
মুক্তহস্ত হও সদা সকল জনায়,
কি জানি কখন ভাগ্য কি হবে আবার;
থাকিতে সকল আশ সেরে নাও তায়।

কপাল প্রসন্ন যবে কি ভয় তখন
যতই কর না ব্যয়—ভাণ্ডার অক্ষয়,
কিন্তু হায় দৈববশে ভাঙ্গিবে যখন
কৃপণতা যত কর—থাকিবার নয়।

সুতরাং আপনাকে কোন কথাই বলিতে সাহস হইল না, মনোগত ভাব মনেই বিলীন হইয়া গেল।” নূরএদ্দীন বলিলেন “এনিস্ এল্ জেলিস্! তুমি

বোধ হয় জান, আমি নিজ সম্পত্তি আর কিছুতেই ব্যয় করি নাই, কেবল আমার বন্ধুবান্ধবদিগেরই প্রতি ব্যয়িত হইয়াছে,—অতএব তাহারা কথনই আমাকে এ সময়ে ত্যাগ করিবে না, অবশ্যই আমার সহায়তা করিবে।" এনিস্ এল্ জেলিস্ বলিল "না নাথ, তাহাদের দ্বারা আপনার কোন উপকারই হইবে না—সে আশা কেবল দুরাশা মাত্র।" নুরএদ্দীন বলিলেন "না, তাহারা তত-দূর নীচতা প্রকাশ করিতে পারিবে না—আমি এখনই তাহাদের নিকটে চলি-লাম, তাহারা আমাকে কিছু না কিছু সাহায্য করিবেই করিবে; কখনই এক কালে হতাশ হইব না। বন্ধুদিগের নিকট আমি যাহা কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইব, তাহাই মূল ধন করিয়া কোনরূপ বাণিজ্য কার্য্য আরম্ভ করিব এবং তদ্দ্বারাই কোনমতে জীবনধারণ হইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুত উঠিয়া বন্ধুদিগের বাসস্থানোদ্দেশে চলিলেন।

নুরএদ্দীন কয়েকটী রাজপথ অতিক্রম করিয়া একটী পার্শ্বস্থ পথে উপস্থিত হইলেন। সেই পথে তাঁহার দশজন বন্ধুর আবাস ছিল। প্রথম দ্বারে করাঘাত করিলেন; এক জন ক্রীতদাসী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি? কি চাও?" তিনি বলিলেন "তোমার প্রভুকে বল, আলী নুরএদ্দীন কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।" ক্রীত-দাসী বাটীর মধ্যে প্রভুর নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিল। সে শুনিয়া বলিল "যাও বলগে আমি বাটীতে নাই।" সুতরাং দাসী ফিরিয়া আসিয়া নুরএদ্দীনকে বলিল "মহাশয়, প্রভু বাটীতে নাই।" তিনি সমস্তই বুঝিলেন, মনে মনে বলিলেন "উঃ, কি অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ! পাছে সাক্ষাৎ করিতে হয় সেই ভয়ে বাটীতে থাকিয়াও অস্বীকার করিল!—যাহা হউক, একজন এরূপ অকৃতজ্ঞ বলিয়া অপর কখনই এতদূর নরাধম হইবে না।" নুরএদ্দীন তথা হইতে আর একটী বন্ধুর বাটীতে গেলেন; পূর্ব্বের ন্যায় সেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তিনি আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

"গিয়াছে তাহারা হায়!—নাহি কেহ আর;
যাহাদের দ্বার দেশে করিলে প্রার্থন

পূর্ণ হবে হৃদয়ের দুরাশা তোমার,
পাবে হায় মনোমত যাহা আকিঞ্চন।

যাহা হউক একবার সকল গুলিকেই পরীক্ষা করিতে হইতেছে। একজন না একজন অবশ্যই দশজনের স্থানীয় হইয়া আমার অভিলষিত পূর্ণ করিতে পারে।” নুরএদ্দীন অগ্রসর হইয়া চলিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেরই বাটীতে গেলেন কিন্তু কেহই দ্বার উদ্ঘাটন বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না,—সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক্ ভিক্ষাস্বরূপে এক খণ্ড রুটীও কেহ দিতে বলিল না। তিনি হতাশ হইয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

ফল ভরে অবনত তরুবর-তলে
লোভবশে যথা লোকে আসে দলে দলে ;
তেমতি হইলে এবে সৌভাগ্য উদয়
কত লোকে আসি তারে করয়ে আশ্রয়।
কিন্তু হায় যবে তার ফুরায় সে ফল,
কোথায় চলিয়ে যায় সে লোক সকল।
আশ্রয় করয়ে তারা নূতন আবার ;
ভুলেও চাহেনা পূর্ব্ব তরু পানে আর।
ধিক্ ধিক্ অকৃতজ্ঞ পামর সকল !
অখিল জগত আজি যাক্ রসাতল !
—দশ জন মাঝে হেন নাই এক জন
কৃত উপকাররাশি করে সে স্মরণ ?

নূরএদ্দীন প্রিয়তমা এল্ জেলিসের নিকটে ফিরিয়া গেলেন। ক্রমেই তাঁহার হৃদয় অধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিল। যুবতী বলিল “প্রভু—নাথ ! তখনইত আমি বলিয়াছিলাম, তাহাদের দ্বারা আপনার কোন উপকারই হইবে না।” নূরএদ্দীন বলিলেন “উপকার দূরে থাক্—বলিব

কি, তাহারা আমার সহিত একবার সাক্ষাৎও করিল না।” রমণী বলিল “প্রভু! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন আর অন্য উপায় নাই—আপনার যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি আছে,তাহারই কিছু কিছু সময়ে সময়ে বিক্রয় করুন এবং তদ্দ্বারাই জীবনযাপনের উপায় দেখুন।” নূরএদ্দীন তাহার সেই পরামর্শানুসারে নিজ অস্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেগুলিও নিঃশেষিত হইয়াগেল। নূরএদ্দীন চিন্তিতহৃদয়ে এনিস্ এল্ জেলিস্কে বলিলেন প্রিয়তমে অস্থাবর সম্পত্তিগুলিও নিঃশেষিত হইল, এখন অন্য উপায় কি করি?” ক্রীতদাসী বলিল “প্রভু নাথ! এখন আর কি করিবেন, আমাকে বাজারে লইয়া বিক্রয় করুন—বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে আপনার পিতা দশ সহস্র দীনারে আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আপনি, সম্পূর্ণ মূল্য না হউক, তাহার কতক অংশও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।—অদৃষ্টে থাকে, আবার আমাদের পরস্পর মিলন হইবে।” তিনি বলিলেন “প্রিয়তমে, এনিস্ এল্ জেলিস্! তোমার বিরহ যে আমি এক ঘণ্টাকালও সহ্য করিতে পারিব না।” যুবতী বলিল “নাথ! আমারও সেই দশা—কিন্তু কি করিবেন? তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই।” নূরএদ্দীন কি করেন, অগত্যা এনিস্ এল্ জেলিস্কে দাসীবিক্রয়ের বাজারে লইয়া গেলেন। যুবতীর নয়নদ্বয় দিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নূরএদ্দীন বাজারের দালালের হস্তে যুবতীকে বিক্রয়ার্থ সমর্পণ করিয়া বলিলেন “ইহার কত মূল্য তাহা কি তুমি জান?” দালাল বলিল “প্রভু নূরএদ্দীন! অসামান্য রূপগুণের জন্য যুবতীকে অদ্যাপি স্মরণ আছে, এ সেই এনিস্ এল্ জেলিস্ না?—ইহাকেই না আপনার পিতা দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন?” তিনি বলিলেন “হাঁ, এ সেই এনিস্ এল্-জেলিস্ই বটে।” দালাল এই কথা শুনিয়াই বাজারে ব্যবসায়ীদিগের নিকটে গেল; কিন্তু তখনও বণিকগণ আসিয়া একত্রিত হয় নাই, সুতরাং সে ফিরিয়া আসিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ব্যবসায়ীগণ একত্রিত হইল; গ্রীস, তুরস্ক, আবিসিনিয়া প্রভৃতি নানাদেশীয় দাসীতে বাজার পূর্ণ হইয়া গেল, ক্রয়ার্থীগণ চতুর্দ্দিক হইতে

আসিয়া উপস্থিত হইল। দালাল বাজারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিল "হে ব্যবসায়ী বণিকগণ! হে অতুলধনাধীশ্বর ক্রেতাগণ! বর্ত্তুল বস্তু মাত্রেই গুবাক নহে,—দীর্ঘাকৃতি ফলমাত্রেই কদলী হয় না—সকল রক্তবর্ণ দ্রব্যই মাংস নয়,—শ্বেত পদার্থ মাত্রেই বসা নহে,—জগতের সকল পাটল দ্রব্য মদিরা নয়,—তাম্রবর্ণ দ্রব্য মাত্রেই কিছু খর্জ্জুর হয় না হে বণিক্গণ! এই অনুপম মুক্তাফলটী অমূল্য—জগতে এমন কিছুই নাই যাহা ইহার উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে। এখন বল, তোমরা ইহার কত মূল্য দিতে পার?" উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল "আমি ইহার চারি সহস্র পাঁচশত দীনার মূল্য নিরূপণ করিলাম।" দৈববশে এই সময় সাবী-তনয় উজীর এল্ মোইন্ বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিল। উজীর, নূর এদ্দীনকে তথায় দেখিয়া মনে মনে বলিল "একি, এ এখানে কেন? ইহার আর কি আছে, যে দাসী ক্রয় করিবে?" অনন্তর একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ও দালালকে দাসীবিক্রয়ার্থ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতে শুনিয়া, পুনরায় আপনা আপনি বলিল "আ! বোধ হয়, এ হতভাগা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, সেই জন্য শেষ অবশিষ্ট দাসীটাকেই বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকিবে। আহা! যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আজি আমার কি আনন্দ!" সে এই কথা বলিয়াই দালালকে নিকটে আহ্বান করিল। দালাল তাহার সম্মুখে ভূমি-চুম্বন করিয়া* দাঁড়াইল। উজীর বলিল "তুমি যে দাসীটীকে বিক্রয় করিতে আনিয়াছ, তাহাকে আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।" দালাল কি করে, এল্ মোইনের কথায় প্রতিবাদ করে এমন কাহারই সাধ্য নাই, সুতরাং অগত্যা এল্ জেলিস্কে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিল। মোইন্ এল্ জেলিসের রূপমাধুরী দেখিয়া ও মনোহর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করত প্রীত হইয়া দালালকে বলিল "ইহার কত দর হইয়াছে?" সে উত্তর দিল "চারি সহস্র পাঁচশত

---

* ভূমি-চুম্বন—এ কথাটী শুনিবা মাত্র বোধ হইবে "অধরোষ্ঠদ্বারা ভূমিস্পর্শ" বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে, কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া অধরোষ্ঠ ও পরে উষ্ণীষ স্পর্শ করিলেই "ভূমি-চুম্বন" করা হয়। এখন আরবাদি যবন দেশে যে ভূমি চুম্বন প্রচলিত আছে তাহাতে ভূমি স্পর্শও করিতে হয় না, কেবল দক্ষিণহস্ত ভূম্যভিমুখে অবনত করিলেই হয়। আরবীতে ইহাকে ভূমি-চুম্বন বলে বলিয়া তাহাই অনুবাদ করা হইল।

স্বর্ণ মুদ্রা।" যদিও উপস্থিত ক্রয়ার্থী ব্যবসায়ীগণ আরও কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়া দাসীটী গ্রহণ করিতে পারিত তথাপি দুর্দ্দান্ত উজীর এল্ মোইনের ভয়ে আর কিছুই বলিতে পারিল না, সকলেই তথা হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। সাবী-তনয় এল্ মোইন্ দালালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "নিস্তব্ধ হইয়া রহিলে যে?—যাও ইহাকে লইয়া যাও, আমি চারি সহস্র পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিলাম এবং তোমাকে দালালী স্বরূপ পাঁচ শত দীনার প্রদান করিব।" দালাল তাহার এই কথা শুনিয়াই আলী নূর এদ্দীনের নিকটে গিয়া বলিল "প্রভু আপনার ক্রীতদাসীটীত দেখিতেছি বিনামূল্যে যায়।" নূরএদ্দীন বলিলেন "সে কি?" সে বলিল "প্রভু! আমরা ক্রীতদাসীটী বিক্রয় করিবার জন্য ডাক আরম্ভ করিলাম, প্রথমে চারি সহস্র পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র দর নিরূপিত হইতেই সাবী-পুত্র দুষ্ট এল্ মোইন্ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দাসীটী দেখিয়া তাহার রূপগুণে প্রীত হইয়া আমাকে বলিল 'তোমাকে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা দালালী প্রদান করিব, তুমি ইহার অধিকারীকে জিজ্ঞাসা কর, সে আমাকে দাসীটী চারি সহস্র পাঁচ শত দীনারে দিবে কি না?' বোধ হয়, দাসীটী যে আপনার সে তাহা জানে। প্রভু! এল্ মোইন্ যেরূপ লোক তাহাতে সে যদি মূল্য নগদ চুকাইয়া দেয়, তাহা হইলে আপনার প্রতি জগদীশ্বরের পরম অনুগ্রহ বলিতে হইবে; কিন্তু আমরা যেরূপ জানি, তাহাতে ত বোধ হয় না, যে সে আপনার মূল্য প্রদান করিবে। সে অত্যন্ত দুরাশয়, দাসী লইয়া আপনাকে নিজ পোদ্দারেদের মধ্যে একজনের উপরে বরাতি চিঠি লিখিয়া দিবে এবং আপনি তাহাদের নিকটে যাইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে টাকা দিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইবে। আপনি যখন তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিতে যাইবেন তখন তাহারা 'আজি না, কালি—কালি না, পরশ্ব' এইরূপে এক দিনের পর আর এক দিন, আবার তাহার পর আর এক দিন, ক্রমাগত হাঁটাইতে থাকিবে। অবশেষে এক দিন বিরক্ত হইয়া আপনাকে বলিবে 'টাকা দিতেছি, দাও তোমার বরাতি চিঠি দাও।' আপনি যেমন সেখানি তাহাদের হস্তে দিবেন, অমনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনাকে দূর করিয়া দিবে; সুতরাং আপনাকে দাসীর সমস্ত মূল্যই হারাইতে হইবে।"

নূরএদ্দীন দালালের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন "এখন উপায় কি—কি করা যাইবে?" সে উত্তর দিল "প্রভু, আমি আপনাকে একটী সৎপরামর্শ প্রদান করি; আপনি যদি তাহা শুনিয়া উপদেশমত কার্য্য করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অনায়াসে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন।" নূরএদ্দীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি?" সে বলিল "আমি যখন বাজারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দাসীবিক্রয় করিতে থাকিব, আপনি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া এল্ জেলিস্‌কে আমার হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইবেন এবং তাহাকে প্রহার করিয়া বলিবেন 'ধিক্ তোরে, পাপিয়সি! আমি কি তোকে যথার্থ বিক্রয় করিবারই জন্য আনিয়াছি। আমি যে শপথ করিয়াছিলাম, তাহা এখন সম্পূর্ণ হইয়াছে—বলিয়াছিলাম, তোকে বাজারের মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে অবমানিত করিব—তোকে বিক্রয় করিবার জন্য দালালে নিলাম ডাকিবেক; এখন সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে—চল্, বাটীতে ফিরিয়া চল্, আর কখনও সেরূপ অপকর্ম্ম করিস্ না।' তাহা হইলে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই মনে করিবে আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থই এল্ জেলিস্‌কে বাজারে আনিয়াছেন,বাস্তবিক বিক্রয়ার্থ নহে—সুতরাং দুষ্ট এল্ মোইন্‌ও প্রতারিত হইবে।" নূরএদ্দীন বলিলেন "ভাল, তাহাই উচিত পরামর্শ।" দালাল তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বাজারের মধ্যে গেল এবং এনিস্ এল্ জেলিসের হস্ত ধরিয়া সাবী-তনয় উজীর এল্ মোইন্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল "প্রভু! যিনি এই দিকে আসিতেছেন, তিনিই এই ক্রীতদাসীর অধিকারী।" তাহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই নূরএদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রীতদাসীকে দালালের হস্ত হইতে সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "ধিক্ তোরে! তোকে আমি যথার্থ বিক্রয় করিবার জন্যই কি এখানে আনিয়াছি? কেবল শপথরক্ষার জন্যই আনীত হইয়াছিস্। চল্ বাটীতে ফিরিয়া চল্—আর কখনও আমার অবাধ্যতা করিস্ না। আমি কি তোর মূল্য চাহি, তাই তোকে বিক্রয় করিব? আমার বাটীতে যে সকল আস্‌বাব আছে তাহার কিয়দংশ মাত্রও বিক্রয় করিলে তোর মত দুই তিনটা দাসীর মূল্য প্রাপ্ত হইতে পারি।" উজীর মোইন একবার খরদৃষ্টিপাতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল "অরে



নরাধম! তোর বাটীতে ক্রয়বিক্রয়ের উপযুক্ত আর কি কিছু আছে?—যে তাই তুই বিক্রয় করিবি?" দুষ্ট উজীরের নিতান্ত ইচ্ছা, একবার নূরএদ্দীনকে গুরুতররূপে প্রহার করে, কিন্তু বাজারের সকল ব্যবসায়ীগুলিই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সুতরাং পাছে তাহারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করে, সেই ভয়ে সে কিছুই বলিল না। নূরএদ্দীন উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, নরাধম তোমাদের সম্মুখেই আমাকে অবমানিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে,—বোধ হয় তোমরা সকলেই ইহার যথেচ্ছাচারিতা জ্ঞাত আছে—" উজীরও ব্যবসায়ীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আল্লার দোহাই,আমি কেবল তোমাদের অনুরোধেই পাপিষ্ঠটাকে কিছু বলিতেছি না, নতুবা এখনই উহার প্রাণবিনাশ করিতাম!"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরস্পর নয়নসঞ্চালন পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিয়া, বলিল "আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমরা কেহই আপনাদিগের এ বিবাদে হস্তক্ষেপ করিব না।" সাহসিক-শ্রেষ্ঠ আলী নূরএদ্দীন তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়াই সাবীতনয় উজীর মোইন্‌কে আক্রমণ করিলেন এবং সবলে আকর্ষণ করিয়া অশ্ব হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। সেই স্থানে তাগাড়

মাখিবার জন্য কর্দ্দমপূর্ণ একটী গর্ত্ত ছিল;* উজীর গড়াইতে গড়াইতে তাহারই মধ্যে পড়িয়া গেল। নূরএদ্দীন অমনি তাহাকে উপর্য্যুপরি মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। দৈববশে একটা মুষ্টি সবলে তাহার দন্তমূলে নিপতিত হইল এবং সেই আঘাতে বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রুরাজি রক্তে ভাসিয়া গেল। উজীরের সঙ্গে দশজন পরিচারক ছিল, তাহারা প্রভুর সেই দশা দেখিয়াই নূরএদ্দীনকে আক্রমণ করিবার জন্য অসি নিষ্কোষিত করিল; কিন্তু উপস্থিত ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিল "ইহাঁরা উভয়েই মহৎলোক, একজন উজীর অপর উজীরতনয়, আপাতত পরস্পর বিবাদ হইতেছে বটে, কিন্তু এখনই আবার উভয়ের প্রণয়-সম্মীলন হইতে পারে; যদি প্রণয়সংস্থাপন হয় তাহা হইলে আর তখন এ সকল বিবাদের কিছুই মনে থাকিবে না—লাভের মধ্যে তোমরা উভয়ের নিকটেই অপরাধী হইয়া দণ্ড ভোগ করিবে। আর হঠাৎ যদি তরবারির আঘাত তোমাদের প্রভুর উপরেই পড়ে, তাহা হইলে তোমাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, সকলকেই অতি ঘৃণিত অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ অবস্থায় তোমাদিগের নিশ্চেষ্ট থাকাই উচিত।"

নূরএদ্দীন সাবীতনয় এল্‌মোইনকে অবাধে প্রহার করিয়া এনিস্ এল্ জেলিসের সহিত নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন। উজীর সাবী-তনয় এল্ মোইন্ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার যে বসন ভূষণগুলি দুগ্ধ-ফেণ-নিন্দিত অকলঙ্ক শ্বেতবর্ণে শোভিত ছিল, তাহা এখন শোণিত, পাংশু ও কর্দ্দমে রঞ্জিত হইয়া গেল। সে আপনার সেইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া একখানি গোলাকৃতি চেটাই† নিজ পশ্চাৎভাগে ঝুলাইয়া দিল এবং দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ‡ গ্রহণ করিয়া, সুলতানের প্রাসাদের নিম্নে দণ্ডায়মান

* আরবদেশে যে সকল বাটী প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশই কাঁচা গাঁথনি, তথাকার স্থপতিরা অর্দ্ধেক কর্দ্দম, এক চতুর্থাংশ চুণ এবং অবশিষ্ট খড়ের ছাই ও রাবিশ মিশ্রিত করিয়া বাটী গাঁথিবার মশলা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

† আরব দেশীয় দরিদ্র ও সামান্য লোকগণ সদাসর্ব্বদা বসিবার জন্য একপ্রকার গোলাকৃতি চেটাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ আসন খর্জ্জুর-পত্র বা একপ্রকার মোটা তৃণের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

‡ যাহাতে চেটাই প্রস্তুত হয় সেই তৃণ।

হইয়া বলিতে লাগিল "হে রাজাধিরাজ সুলতানশ্রেষ্ঠ! আমি বিচারপ্রার্থী—আপনার এই ধর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ রাজ্যে অত্যাচারী আমাকে অন্যায়রূপে পীড়ন করিয়াছে!" সেই কথা শুনিয়াই রাজপুরুষগণ তাহাকে সুলতানের নিকটে লইয়া গেল। সুলতান ক্ষণকাল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন; বলিলেন "উজীর এল্ মোইন! তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কে করিল?" সে রোদন করিতে করিতে বলিল—

"থাকিতে সহায় দেব আপনি আমার
ভাগ্য-ফলে হায় আজি পীড়িত এমন,—
সামান্য কুকুরে মোরে করিল আহার
সহায় আপনি দেব কেশরী যখন?
বিমল প্রসাদ-নীর তব সরোবর
অবাধে করিছে পান সকলে তাহায়,—
আপনি থাকিতে দেব পূর্ণ জলধর—
শুষ্ককণ্ঠ দাস তব ভীষণ তৃষ্ণায়?

প্রভু, আপনার দাসদিগের মধ্যে যাহারা আপনাকে যথার্থ ভাল বাসে, যথার্থ ভক্তি করে, তাহাদের সকলেরই প্রায় এই দশা।" সুলতান বলিলেন "ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে?—কোন্ দুরাত্মা তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল?" এল্ মোইন্ বলিল "রাজন্, আজি আমি একটী পাচিকা ক্রয় করিবার জন্য দাসী-বিক্রয়ের বাজারে গিয়াছিলাম; দেখিলাম একজন দালাল একটী মনোহারিণী যুবতীকে বিক্রয় করিতেছে। আমি দাসীটীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া দালালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দাসী কাহার? সে বলিল 'আলী নুরএদ্দীনের দাসী।' প্রভু! বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, আপনি এক সময়ে একটী রূপবতী দাসী ক্রয় করিবার জন্য নূরএদ্দীনের পিতাকে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। সে সেই মুদ্রায় রাজাধিরাজের অনুরূপ একটী দাসী ক্রয় করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক নিজ তনয়কে প্রদান করিয়াছিল। এখন সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার পুত্র নানারূপ অমিতাচারে সমস্ত সম্পত্তি

ব্যয় করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার আর এমন সম্পত্তি নাই, যে সে আর একদিনও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, কাজে কাজেই অবশিষ্ট সেই ক্রীতদাসীটীকেই বিক্রয়ার্থ বাজারে আনয়ন করিয়াছিল। প্রভু, আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, দাসীটী যখন প্রথমে আপনার জন্যই ক্রীত হয়, তখন আমি সেটীকে পুনরায় ক্রয় করিয়া আপনাকে আনিয়া দি। তখন দাসীর চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল; সুতরাং নূরএদ্দীনকে নিকটে ডাকিয়া বলিলাম, বৎস, তোমাকে আমি চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি দাসীটী আমাকে দাও। সে আমার সেই কথা শুনিয়াই অগ্নিবৎ জলিয়া উঠিল, বলিল 'অরে নরাধম বৃদ্ধ! আমি এ দাসী কাফের ইহুদী বা খ্রীষ্টীয়ানের নিকট বিক্রয় করিব, তথাপি তোকে প্রদান করিব না।' আমি বলিলাম, আমি নিজের জন্য ক্রয় করিতে চাহিতেছি না; আমাদের প্রভু অন্নদাতা সুলতানের জন্য। সে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিয়া আমাকে আকর্ষণ করত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। প্রভু! আমি বৃদ্ধ ক্ষীণ, কি করিতে পারি? সে অনায়াসে আমার এই দুর্দ্দশা করিয়া চলিয়া গেল। প্রভু, কেবল আপনার জন্য দাসী ক্রয় করিতে গিয়াই আমাকে এই ভয়ানক অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে।" উজীর মোইন্ এই কথা বলিয়াই ভূতলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

সুলতান সমস্ত শুনিলেন, তাঁহার ললাটের মধ্যস্থলে ক্রোধব্যঞ্জক শিরা উদিত হইল,—একবার উপস্থিত অনুচরবর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অমনি চত্বারিংশৎ জন সশস্ত্র পুরুষ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নরপতি বলিলেন "যাও, তোমরা এখনই সেই পাপাত্মা খাকানতনয় এল্ ফদ্লের পুত্র আলীর বাটী ভূমিসাৎ করিয়া তাহাকে ও তাহার দাসীকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস,—যাও, তাহাদিগকে অধোমুখে ভূমিতে ফেলিয়া টানিতে টানিতে আমার সম্মুখে লইয়া আইস।" রাজপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালনার্থ প্রস্তুত হইল।

সুলতানের সভাসদ্দিগের মধ্যে আলম্এদ্দীন সেন্জার নামা এক ব্যক্তি পূর্ব্বে উজীর ফদ্লএদ্দীনের পরিচারক ছিল। সে নরপতির সেই ভয়ানক

আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই ভূতপূর্ব্ব প্রভুর পুত্র আলী নূরএদ্দীনের বাটীতে গিয়া দ্বারদেশে করাঘাত করিল। নূরএদ্দীন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তাহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন। সেন্জার বলিল "প্রভু, এ অভিবাদন প্রত্যভিবাদনের বা কথাবার্ত্তা কহিবার সময় নহে।" নূরএদ্দীন বলিলেন "কেন আলমএদ্দীন! সমাচার কি?" সে বলিল "প্রভু, ক্রীতদাসীর সহিত পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করুন; দুষ্ট এল্ মোইন আপনাকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিষম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে—যদি তাহার হস্তে নিপতিত হয়েন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণ বধ করিবেক। সুলতান আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চল্লিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন, আর তিলার্দ্ধ মাত্রও বিলম্ব করিবেন না।" সেন্জার এই কথা বলিয়াই তাঁহার হস্তে চত্বারিংশৎটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিল "প্রভু, এই কয়েকটী দীনার গ্রহণ করুন, আমার নিকটে আর অধিক নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে তাহাও প্রদান করিতাম, কিন্তু আর বিলম্ব করিবার সময় নাই।" নূরএদ্দীন সেই কথা শুনিয়াই দ্রুত প্রিয়তমা এল্ জেলিসের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। যুবতী শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

আলী নূরএদ্দীন তৎক্ষণাৎ এল্ জেলিসের সহিত বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় পথিমধ্যে আর কোন বিপদ ঘটিল না। তাঁহারা নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন একখানি পোত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। পোতাধ্যক্ষ তরণীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আরোহীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছে "যদি কাহার কিছু প্রয়োজন থাকে এই বেলা সারিয়া লও—যদি কেহ কিছু ভুলিয়া আসিয়া থাক এই বেলা তাহা লইয়া আইস।" আরোহীগণ বলিল "না আমাদের আর কোন প্রয়োজন নাই।" সে এই কথা শুনিয়াই নাবিকদিগকে বলিল "রজ্জু খুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দাও।" নূরএদ্দীন পোতাধ্যক্ষকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কোথায় যাইবেন?" সে উত্তর দিল "আমরা শান্তিধাম বোগদাদ নগরে যাইব।" নূরএদ্দীন অমনি প্রিয়তমার সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিকগণ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া পাল তুলিয়া দিল। অনুকূলবায়ুবশে তরণী খানি যেন বিস্তৃতপক্ষ পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া চলিল।

এদিকে সুলতান-প্রেরিত অস্ত্রধারীগণ আলী নূরএদ্দীনের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা সেই দ্বার ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া নূরএদ্দীনকে খুজিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তখন কোথায়? তাহারা ক্ষণকাল বৃথা অন্বেষণ করিয়া নিষ্ফলে ফিরিয়া গেল। সুলতান তাহাদিগকে পুনরায় সমস্ত নগর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি নূরএদ্দীনকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে একটী খেলাৎ ও সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, আর যে জ্ঞাতসারে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবে কি লুকাইয়া রাখিবে, তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফল দর্শিল না—কেহই আলী নূরএদ্দীনের প্রকৃত সমাচার আনিয়া দিতে পারিল না।

আলী নূরএদ্দীন ও এনিস্ এল্ জেলিস্ নিরাপদে বোগদাদ নগরে উপস্থিত হইলেন। পোতাধ্যক্ষ বলিল "এই সেই শান্তি-সুখময় বোগদাদ নগর ; শীত-কাল এখন এখান হইতে তিরোহিত হইয়াছে, মধুর বসন্তকাল সুগন্ধি কুসুম-গুলির সহিত উদিত হইয়াছে—ঐ দেখ, বৃক্ষগুলি কেমন অভিনব মুকুলজালে ভূষিত হইয়া শোভিত হইতেছে, কেমন মনোহর স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হইতেছে,—এই সেই শোভাময় বোগদাদ নগর!" নূরএদ্দীন তাহাকে পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়তমা এল্ জেলিসের সহিত কূলে অবতীর্ণ হইয়া নগরাভ্যন্তরে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দৈববশে তাঁহারা কতকগুলি বাগানের মধ্যে একটী মনোহর পথে উপনীত হইলেন। পথটী উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও সলিলসিক্ত, দুই পার্শ্বে নানারূপ কারুকার্য্য-শোভিত মাস্তাবা। উর্দ্ধভাগে বেত্রনির্ম্মিত মনোহর জালের উপরে নানারূপ কুসুমিত লতা শোভা পাইতেছে এবং তাহার নিম্নে জলপূর্ণ পাত্র সকল ঝোলান রহিয়াছে। পথের শেষ সীমায় একটী উদ্যানের দ্বার,—দ্বারটী ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। নূরএদ্দীন সেই মনোহর স্থানটী দেখিয়াই যুবতীকে বলিলেন "আল্লার দোহাই, কি অপূর্ব্ব চমৎকারি স্থান!" রমণী বলিল "প্রভু, আসুন আমরা কিয়ৎক্ষণ এই মনোহর মাস্তাবায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করি।" তাঁহারা উভয়ে মাস্তা-বার উপরে উপবেশন করত হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং মনোহর

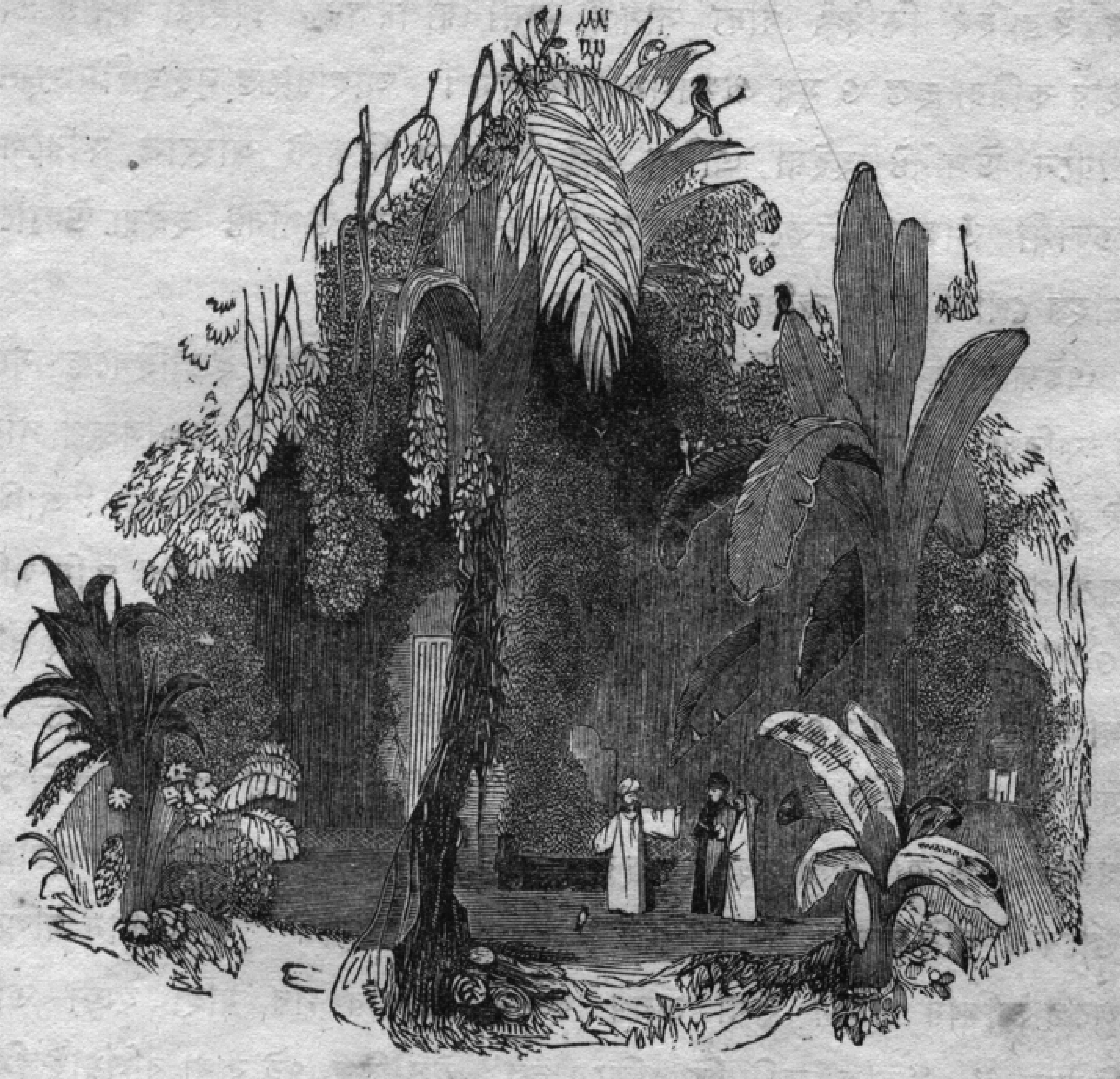
পশ্চিমপবন সেবন করিতে করিতে নিদ্রায় অভীভূত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার নিদ্রা নাই, সেই অনন্ত অব্যয় পুরুষকে ধন্যবাদ!

সেই উদ্যানটীর নাম প্রমোদ্‌কানন, তাহার মধ্যে ক্রীড়াভবন নামে একটী মনোহর প্রাসাদ ছিল। খলীফে হারুণ উর্ রসীদ চিত্তবিনোদনার্থ সময়ে সময়ে সেই বাটীতে আসিয়া থাকিতেন। প্রাসাদটীতে অশীতিটী মনোহর বাতায়ন ছিল এবং প্রত্যেক বাতায়নে এক একটী বহুমূল্য আলোকাধার ঝোলান ছিল। যখন খলীফে উদ্যান মধ্যে আসিতেন, তখন সেই সমস্ত আলোকগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইত। হারুণ উর্ রসীদ সেই মনোহর স্থানে রমণীদিগের সবিলাস সংগীতাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের জড়তা দূর করিতেন। সেখ ইব্রাহিম নামক একজন বৃদ্ধ সেই উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত ছিল। এক দিন উদ্যানপাল ইব্রাহিম কোন প্রয়োজন সাধনার্থ উদ্যানের বাহিরে আসিতেছিল, সহসা দেখিল দ্বারদেশে কতকগুলি লোক কএকটী ঘৃণিত বারবিলাসিনীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, সে সেইরূপ আচরণ দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং খলীফে উদ্যানভ্রমণে আসিলে তাঁহাকে সমস্ত বলিয়া দিল। খলীফে বলিলেন "আর কখন যদি উদ্যানের দ্বারে কাহাকেও দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও,—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

সেই দিনও শেখ ইব্রাহিমের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে উদ্যান মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াই দেখিল দ্বারের নিকটে মাস্তাবার উপর নূরএদ্দীন এনিস্ এল্ জেলিসের সহিত একত্র নিদ্রিত রহিয়াছেন। সে তাঁহাদিগকে সেইরূপে নিদ্রিত দেখিয়াই আপনা আপনি বলিল "আঃ, ইহারা কি জানে না, উদ্যানের দ্বারদেশে আমি যাহাকে দেখিতে পাইব, খলীফে তাহারই প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি করিয়াছেন?—যাহা হউক ইহাদিগকে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ শাস্তি প্রদান করিতে হইতেছে, যেন আর কখন কেহ এখানে না আইসে।" সে এই কথা বলিয়াই একটী হরিদ্বর্ণ তাল-শাখা ছেদন করিয়া আনিল এবং নিদ্রিত প্রণয়ীদ্বয়কে প্রহার করিবার জন্য সেই যষ্টিগাছটী উদ্যত করিল। হঠাৎ ইব্রাহিমের মনে আবার কি উদয় হইল, উদ্যত যষ্টি সংযত করিয়া আপনা আপনি বলিল "ইব্রাহিম! যাহাদের প্রকৃত অবস্থা জান না, তাহাদিগকে প্রহার

করিবে কি রূপে ? হয় ত ইহারা বিদেশী হইতে পারে—হয় ত ইহারা পথে যাইতে যাইতে দৈববশে এখানে উপস্থিত হইতে পারে।—যাহা হউক ইহাদের মুখ না দেখিয়া প্রহার করা অনুচিত।" ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই আস্তে আস্তে তাঁহাদের মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিল "আ! ইহারা অতি সুশ্রী সুন্দর, হয় ত কোন মহৎবংশোদ্ভূত হইবে, যাহা হউক ইহাদিগকে প্রহার করা উচিত নহে।" ইব্রাহিম প্রণয়ীদ্বয়ের মুখ পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে আলী নূরএদ্দীনের চরণদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিল। নূরএদ্দী-নের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তিন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, এক জন বর্ষীয়ান্ তাঁহার পদদ্বয় মর্দ্দন করিতেছে; অমনি কুণ্ঠিতভাবে চরণ আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং উঠিয়া বসিয়া বৃদ্ধের করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। ইব্রাহিম বলিল "বৎস! তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ ?—তোমাদের নিবাস কোথায় ?" নূরএদ্দীনের নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল—তিনি বলিলেন "প্রভু! আমরা বিদেশী।" ইব্রাহিম বলিল "বৎস, অতিথী-সৎকার অতি কর্ত্তব্য কার্য্য, ভবিষ্যদ্বক্তা পাপীত্রাতা মহম্মদের আজ্ঞা এই যে, বিদেশী আগন্তুকদিগের সহিত সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবে। বৎস, তুমি কি একবার এই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিত্তবিনোদন করিবে ?" নূরএদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন "এ উদ্যানটী কাহার ?"—পাছে তিনি ভয়ে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, এই বিবেচনায় শেখ বলিল "বৎস, এ উদ্যানটী আমারই পৈত্রিক সম্পত্তি।" নূরএদ্দীন এই কথা শুনিয়া এনিস্ এল্ জেলিসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। শেখ তাঁহাদিগকে উদ্যান মধ্যে লইয়া গেল।

কাননের দ্বার একটী মনোহর খিলানে পরিশোভিত, খিলানের চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার দ্রাক্ষালতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; নানাবর্ণের দ্রাক্ষাফল সমূহ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে,—কোনটী প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ, কোনটী মসির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কোনটী বা মুক্তাফলের ন্যায় শোভমান। তাঁহারা একটী বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন নানা জাতীয় ফলবান বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কলকণ্ঠ গায়ক পক্ষীকুল সেই সকল বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া শ্রুতিসুখকর স্বরে হৃদয় হরণ



করিতেছে। স্থানে স্থানে পুষ্পবৃক্ষগুলি প্রস্ফুটিত কুসুমরূপ বদন বিকাশ পূর্ব্বক হাসিতেছে। নদীস্রোতের কুলু কুলু ধ্বনি, পক্ষীদিগের হৃদয়হারী রব ও মৃদু মন্দ পশ্চিম মারুতের সন্ সন্ শব্দ একত্র মিশ্রিত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে!

শেখ ইব্রাহিম তাঁহাদিগকে প্রাসাদ মধ্যে একটী উচ্চ গৃহে লইয়া গেল। তাঁহারা গৃহের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও দ্রব্যাদির পারিপাট্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একটী বাতায়নের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। প্রাসাদের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া নূরএদ্দীনের পূর্ব্ব অবস্থা সকল একে একে মনে পড়িতে লাগিল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আল্লার দোহাই,— এ স্থানটী অতি মোনহর! এই শোভাগুলি বিগত বিষয় পুনরায় মনোমধ্যে উদিত করিয়া দিয়া ঘাজা* বহ্নির ন্যায় আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।" অনন্তর

* ঘাজা—বৃক্ষ-বিশেষ ইহার কাষ্ঠে যে অগ্নি হয়, তাহার দাহিকা শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শেখ ইব্রাহিম কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিল। তাঁহারা সপরিতোষে আহার করিয়া হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। আহারান্তে নূরএদ্দীন পুনরায় বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া এনিস্ এল্‌জেলিস্‌কে নিকটে আহ্বান করিলেন। ক্রীতদাসী তাঁহার নিকটে গেল,—উভয়ে একত্র উপবিষ্ট হইয়া উদ্যানের মনোহর শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেল ; নূরএদ্দীন ইব্রাহিমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শেখ ইব্রাহিম ! আপনার গৃহে কি কোনরূপ পানীয় নাই ?" শেখ স্বাদু সুশীতল জল আনিয়া দিল। নূরএদ্দীন বলিলেন "আমি ত এরূপ পানীয় চাহি নাই।" শেখ জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি তুমি মদিরা চাও ?" নূরএদ্দীন উত্তর দিলেন "হাঁ—আমি তাহাই চাহি।" শেখ বলিল "আ ! তাহার নামও করিও না,—জগদীশ্বর আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করুন ! আমি এই ত্রয়োদশ বৎশর সে অপবিত্র পদার্থ স্পর্শও করি নাই, ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা মহম্মদ সুরাপানকর্ত্তা, সুরা-প্রস্তুতকর্ত্তা ও সুরাবহনকর্ত্তাকেও অভিসম্পাৎ দ্বারা পাতিত করিয়া গিয়াছেন।" নূরএদ্দীন বলিলেন "অগ্রে আমার দুইটী কথা শ্রবণ করুন, তাহার পর যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন।" "ভাল, তুমি কি বলিবে বল" ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই নিস্তব্ধ হইল। নূরএদ্দীন বলিলেন "আপনি যদি সুরাপায়ী, সুরাপ্রস্তুতকর্ত্তা বা বহনকর্ত্তাও না হয়েন তাহা হইলে ত আর আপনাকে পতিত হইতে হইবে না ?" উদ্যানপাল বলিল "না।" নূরএদ্দীন বলিলেন "তবে আপনি এই স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা দুইটী লইয়া গর্দ্দভারোহণে বিপণীতে গিয়া দূরে দাঁড়াইবেন এবং যে সকল লোক সুরা ক্রয় করিতে যাইতেছে তাহাদেরই একজনকে নিকটে আহ্বান করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রাদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বলিবেন 'পারিশ্রমিক স্বরূপ এই রৌপ্য মুদ্রাদ্বয় গ্রহণ করিয়া এই স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের সুরা ক্রয় করিয়া আনিয়া দাও।' তাহা হইলেই সে সুরা আনিয়া দিবে। আপনি তাহাকেই সুরাপাত্রটী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়া দিতে বলিবেন—দেখুন, তাহা হইলে আপনি ইহার পানকর্ত্তা, প্রস্তুতকর্ত্তা বা বহনকর্ত্তা কিছুই হইতেছেন না, সুতরাং পতিত হইবারও আর কোনরূপ আশঙ্কা থাকিতেছে না।"

শেখ ইব্রাহিম নূরএদ্দীনের সেই কথায় হাসিয়া বলিলেন "আল্লার দোহাই, আপনার ন্যায় সুরসিক পুরুষ আর কোথাও দেখি নাই—এরূপ মিষ্ট কথা আর কখন শুনি নাই।" নূরএদ্দীন বলিলেন "এখন আমরা অতিথি, আপনার অধীন। আমাদের বাসনা পূর্ণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য,—অতএব যাহা আমাদের প্রয়োজন তাহা আনিয়া দিউন।" শেখ খলীফের সুরাভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়া বলিল "বৎস,এই ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা ইচ্ছা বাছিয়া লও, ইহার মধ্যে তোমার বাসনার অতিরিক্ত নানাপ্রকার মনোহর সুপেয় সুরা আছে।" নূরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন স্বর্ণ রৌপ্য ও কাচ নির্ম্মিত, মণি মাণিক্যাদি ভূষিত নানাপ্রকার পাত্র সকল চতুর্দ্দিকে সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি সেই সকল সুরাপূর্ণ পাত্র হইতে একটী বাছিয়া বাহির করিয়া আনিলেন এবং মৃণ্ময় ও কাচময় মনোহর পাত্রে ঢালিয়া প্রণয়িনীর সহিত একত্র পান করিতে আরম্ভ করিলেন। এল্‌জেলিস্ পাত্রগুলির মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শেখ ইব্রাহিম কতকগুলি সুগন্ধি কুসুম আনিয়া দিয়া, দূরে উপবেশন করিল। প্রণয়ীদ্বয় পরম আনন্দে সুরা পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে মদিরার মোহিনী-শক্তি নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল; যুবক যুবতীর গণ্ডস্থল বিমল আরক্তিম আভা ধারণ করিল, নয়ন হরিণী-নয়নের ন্যায় মনোহর চপলতা প্রকাশ করিতে লাগিল, ললিত কুন্তলজাল মুখের উভয় পার্শ্বে নিপতিত হইয়া এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইল। শেখ আপনা আপনি বলিল "কেন, আমার কি হইয়াছে, আমিই বা দূরে বসিয়া রহিয়াছি কেন? আমি কেন প্রণয়ীদ্বয়ের নিকটে গিয়া উপবিষ্ট হই না? পূর্ণ শশধর সদৃশ যুবক যুবতীর সহবাস সুখে বঞ্চিত হই কেন?"

ইব্রাহিম মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গৃহতলের উচ্চাংশের* পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। নূরএদ্দীন বলিলেন "প্রভু, আমার জীবনের দোহাই—আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন

* আরবীয়েরা গৃহের (যে দিক দিয়া প্রবেশ করা হয় সেই দিক ভিন্ন) তিন দিকে অর্দ্ধ হস্ত কি এক হস্ত উচ্চ রোয়াকের ন্যায় স্থান প্রস্তুত করে। ঐ স্থানেই উপবেশনার্থ আসন বিস্তৃত থাকে ও লোকে উপবেশন করে।

করুন।” শেখ তাঁহাদের নিকটে গিয়া উপবেশন করিল। নূরএদ্দীন সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া বলিলেন “একবার পান করিয়া দেখুন, কেমন সুতার মনোহর দ্রব্য!” শেখ বলিল “আল্লা আমাকে দুষ্ট প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করুন—যথার্থ বলিতেছি, আমি পূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসর সুরা স্পর্শও করি নাই।” নূরএদ্দীন যেন তাহার কথায় কোন মনোযোগ না করিয়াই স্বয়ং সুরাপান করিলেন, এবং মাতালের ন্যায় ভঙ্গি করিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। এনিস্ এল্‌জেলিস্ শেখকে সম্বোধন করিয়া বলিল “দেখুন, শেখ ইব্রাহিম ইহাঁর আচরণ দেখুন—দেখুন ইনি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন দেখুন।” সে বলিল “কেন ঠাকুরাণি, ইহাঁর কি হইয়াছে?” যুবতী বলিল “সকল সময়েই ইনি এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষণকাল মাত্র সুরাপান করিয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়েন, আমি একা থাকি; কেহই আমার পানসহচর থাকে না। আমি যদি সুরাপান করি, কে ঢালিয়া দিবে? আমি যদি গান করি, কে শুনিবে?” রমণীর সেই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া ইব্রাহিমের হৃদয় গলিয়া গেল, বলিল “পানসহচরের এরূপ আচরণ অতীব অন্যায়।”

অনন্তর এল্ জেলিস্ সুরাপাত্রটী পূর্ণ করিয়া ইব্রাহিমকে বলিল “আমার দিব্য, আপনাকে ইহা পান করিতে হইবে; প্রত্যাখ্যান করিবেন না—অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।” বৃদ্ধ ইব্রাহিম কি করে, রমণীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, অগত্যা তাহাকে সুরা পান করিতে হইল। রমণী পুনরায় পাত্রটী পূর্ণ করিয়া বলিল “প্রভু, এই পাত্রটী মাত্র, আপনাকে আর অধিক পান করিতে হইবে না।” সে বলিল “আল্লার দোহাই, আমি আর পান করিব না; যাহা পান করিয়াছি তাহাই আমার যথেষ্ট হইয়াছে।” রমণী বলিল “আল্লার দোহাই আপনাকে পান করিতেই হইবে।” ইব্রাহিম যুবতীর অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া সুরা পান করিল। রমণী আর এক পাত্র ঢালিয়া দিল; বৃদ্ধ সে পাত্রটীও পান করিল। নূরএদ্দীন তাহাকে উপর্য্যুপরি তিন পাত্র সুরা পান করিতে দেখিয়া বলিলেন “একি, শেখ ইব্রাহিম! একি? আমি এত অনুরোধ উপরোধ করিলাম, কোনমতেই পান করিতে স্বীকৃত হইলে না,—বলিলে ‘আমি ত্রয়োদশ বৎসর হইল সুরা

ত্যাগ করিয়াছি।' এখন এ কি হইতেছে?'' ইব্রাহিম লজ্জিত হইয়া বলিল "আল্লার দোহাই, আমার দোষ নাই—তোমার রমণী আমাকে অত্যন্ত পেড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, আমি কি করি।" নূরএদ্দীন হাসিতে হাসিতে পুনরায় মদিরা-মহোৎসবে যোগ দিলেন। রমণী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল "প্রভু, আসুন আমরা সুরা পান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করি, আর শেখ ইব্রাহিমকে পানার্থ অনুরোধ করিয়া কাজ নাই।" সে এই কথা বলিয়াই সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করিল। নূরএদ্দীন পানান্তর পাত্রটী পুনঃ পূর্ণ করিয়া রমণীর হস্তে দিলেন। এইরূপে উভয়ে আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। ইব্রাহিম ক্ষণকাল নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া বলিল "ইহার অর্থ কি?—এ তোমাদের কি রূপ উৎসব? আমি তোমাদের পান-সহচর হইলাম, কিন্তু আমাকে সুরা প্রদান করিতেছ না কেন?" সেই কথা শুনিয়াই প্রণয়ীদ্বয় হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন এবং পাত্রটী পূর্ণ করিয়া শেখ ইব্রাহিমের হস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপ আমোদ প্রমোদে রজনীর প্রায় তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী বলিল "শেখ ইব্রাহিম অনুমতি করুন, আমি একটী আলোকাধারের বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দি।" সে বলিল "ভাল, নিতান্ত ইচ্ছা হয় একটী জ্বালিয়া দিতে পার, কিন্তু একটীর অধিক আর জ্বালিও না।" রমণী উঠিয়া একটীর পর আর একটী, আর একটীর পর পুনরায় আর একটী এইরূপে অশীতিটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিল। নূরএদ্দীন বলিলেন "সেখ ইব্রাহিম, আপনার এ কিরূপ প্রণয়? আমাকে একটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিতে অনুমতি দিলেন না?" শেখ বলিল "জ্বালিতে ইচ্ছা কর, তুমিও একটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দাও; কিন্তু আর অধিক উৎপাত করিও না।" নূরএদ্দীন উঠিয়া একে একে অবশিষ্ট অশীতিটী আলোকাধার জ্বালিয়া দিলেন; সমস্ত প্রাসাদ আলোকমালায় শোভিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে সুরার মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষককে বশীভূত করিয়া ফেলিল। সে স্খলিত স্বরে "তোমরা আমার অপেক্ষাও প্রফুল্ল-হৃদয় ক্রীড়া-চতুর" এই কথা বলিয়াই উঠিয়া সমস্ত বাতায়নগুলি খুলিয়া দিল। কবিতা-পাঠ, গীতধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে সমস্ত প্রাসাদটী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দৈববশে খলীফে সে দিন নিজ প্রাসাদের বাতায়নে বসিয়া বিমল জ্যোৎস্নায় টাইগ্রীস নদীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন; সহসা জলমধ্যে আলোকমালার ছায়া তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। উদ্যানমধ্যস্থিত ক্রীড়া-ভবনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রাসাদটী আলোকমালায় শোভিত হইয়া যেন হাসিতেছে। অমনি একজন পরিচারককে বলিলেন "জাফর এল্ বার-মেকীকে ডাকিয়া আন।" নিমেষ মধ্যেই উজীর জাফর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নরপতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "অরে কুক্কুর! তুই আমার বেতনভুক্ দাস হইয়া এই বেগ্দাদ নগরে কি কি ঘটনা হয় আমাকে জ্ঞাত করিস্ না?" জাফর জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন প্রভু! দাসের কোন্ অপরাধে আপনি এরূপ কথা বলিতেছেন?" খলীফে বলিলেন "অরে নরাধম! আমি কি আর খলীফে নহি?—অপরে কি আমার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে?—যদি আমার রাজ্য অপরে অধিকার না করিয়া থাকে, তবে আমার অজ্ঞাতসারে প্রমোদকাননের ক্রীড়াভবন আলোকমালায় শোভিত হইল কি রূপে?—কাহার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সে আমাকে অবমাননা করিয়া ক্রীড়া-ভবনের বাতায়ন সমস্ত মুক্ত করিয়া দিয়া আলোকাধারগুলি জ্বালিয়া দিয়াছে?" ভয়ে জাফরের পার্শ্বস্থ মাংসপেশীগুলি ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, বলিলেন "প্রভু! কে আপনাকে বলিল ক্রীড়া ভবনের বাতায়ন সকল মুক্ত ও আলোকাধারগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে?" খলীফে বলিলেন "এদিকে আসিয়া দেখিয়া যাও।" জাফর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যথার্থই ক্রীড়া-ভবন অসংখ্য আলোকে আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। কে আলোক জ্বালিল?—কে বাতায়ন খুলিল? নিশ্চয় উদ্যান পালক ইব্রাহিমই এই অকার্য্য করিয়া থাকিবে। উজীর মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন "রাজন্! গত সপ্তাহে শেখ ইব্রাহিম আমার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে 'প্রভু জাফর, আমি খলীফের অসীম ক্ষমতার অধীনে জীবিত থাকিতে থাকিতেই আমার সন্তান সন্ততিদিগের জন্য একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, শেখ! তোমার এ সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় কি? সে বলিল 'প্রভু আমার ইচ্ছা, উদ্যানের প্রাসাদেই আমার পুত্রের সুন্নৎসংস্কারার্থ উৎসব সম্পন্ন করি—অতএব আপনি যদি

অনুকম্পা পূর্ব্বক খলীফের নিকটে আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন—' আমি বলিলাম, যাও স্বচ্ছন্দে উৎসব সমাধা করগে, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমি তোমার প্রার্থনা রাজাধিরাজকে জ্ঞাত করিব। সে সেই কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল; কিন্তু প্রভু আমি আপনাকে সে কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" খলীফে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "জাফর, তুমি যুগপৎ দুইটী দোষ করিয়াছ, প্রথম ইব্রাহিমের বিষয় আমাকে জ্ঞাত কর নাই, দ্বিতীয় তাহার অভিলাষ সিদ্ধ কর নাই—তাহার সে রূপ অনুমতি প্রার্থনার প্রধান উদ্দেশ্য উৎসব সমাধার্থ কিছু অর্থ যাচ্ঞা, কিন্তু তুমি স্বয়ং তাহাকে কিছুই দাও নাই এবং আমাকেও জানাও নাই, যে আমি তাহাকে অভিলষিত প্রদান করি।" জাফর বলিলেন "প্রভু! আমার দোষ নাই—আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

খলীফে বলিলেন "আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের দোহাই—আমি রাত্রির অবশিষ্টাংশ ইব্রাহিমের সহিত অতিবাহিত করিব। ইব্রাহিম অতি সাধু পুরুষ, সে সতত পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত সদালোচনায় সময় ক্ষেপণ করে, দীনহীন ব্যক্তিদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করে এবং বিপন্ন জনের সহায়তা করিয়া থাকে। অদ্য তাহার জ্ঞানী ও সাধু বন্ধুগণ অবশ্যই এই উৎসবে একত্রিত হইয়া থাকিবে। তাহাদের মধ্যে এক জন না এক জন আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলার্থ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারে। বিশেষ আমি স্বয়ং উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম ও তাহার বন্ধুগণ পরম প্রীতি লাভ করিবে।" জাফর বলিলেন "প্রভু, রাত্রির অধিকাংশই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এতক্ষণে হয়ত নিমন্ত্রিতগণ নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে।" খলীফে বলিলেন "যাহাই হউক না কেন, আমি অবশ্যই শেখ ইব্রাহিমের উৎসব দেখিতে যাইব।" জাফর মহা বিপদে পড়িলেন, কি বলিয়া খলীফেকে নিবৃত্ত করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। খলীফে হারুণ উর্‌রসীদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উজীর কি করেন, অগত্যা তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন, মেস্‌রুর পাশ্চাৎ অনুসরণ করিল। তিন জনে বণিক্‌বেশে প্রাজ-প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহারা প্রমোদ-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাননের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল; খলীফে দেখিয়াই বলিলেন "এই দেখ জাফর, এত

রাত্রি পর্য্যন্তও কাননের দ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে; ইব্রাহিম কখনই দ্বার এরূপ উদ্‌ঘাটিত রাখে না।" অনন্তর তিন জনে উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। খলীফে বলিলেন "জাফর, একেবারে উপরে না গিয়া, অগ্রে গোপনে সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। শেখগণ কিরূপে জগদীশ্বরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করেন, কিরূপে তাঁহাদের অদ্ভুত দৈব ক্ষমতা প্রকাশ করেন, দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল আছে;—বিশেষ কথাবার্ত্তা কি অন্য কোনরূপ শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।" তিনি এই কথা বলিয়াই একবার উৎসুক নয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সম্মুখেই একটী সুদীর্ঘ আখ্‌রোট বৃক্ষ রহিয়াছে; বলিলেন "জাফর, এই বৃক্ষটীর শাখাই সর্ব্বাপেক্ষা বাতায়নের নিকটবর্ত্তী, অতএব এইটীতে আরোহণ করিয়াই ইব্রাহিমের উৎসবকার্য্য ও শেখগণের মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি দর্শন করি।" খলীফে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বাতায়নের মধ্য দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন গৃহমধ্যে অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ যুবক যুবতী উপবিষ্ট রহিয়াছেন; শেখ ইব্রাহিম পানপাত্র হস্তে নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বলিতেছে "ঠাকুরাণি! আনন্দ-কোলাহল-শূন্য সুরাপান সুখজনক হয় না। আপনি কি শ্রবণ করেন নাই, এক জন কবি বলিয়াছেন ঃ—

দাও সুধা সকলেরে বিভাগ করিয়া
ছোট বড় নানা রূপ পেয়ালা ভরিয়া;
পূর্ণ-শশি-করে লও সুধার আধার
আনন্দের কোলাহলে পূরুক আগার।
নিস্তব্ধে কখন পান কোরো না সুধায়,
আনন্দের লেশ মাত্র নাহিক তাহায়!"

খলীফে, শেখ ইব্রাহিমের সেই রূপ আচরণ দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া গেলেন; তাঁহার ললাটদেশে ক্রোধব্যঞ্জক শিরা উদিত হইল। বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "জাফর! আজি আমি যেরূপ অদ্ভুত প্রার্থনাদি দেখিলাম, এরূপ আর কখনও দেখি নাই। তুমিও এই বেলা শীঘ্র



বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখ, নতুবা বিলম্ব হইলে আর সেরূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে পাইবে না।” তাঁহার সেই কথা শুনিয়া জাফরের প্রাণ উড়িয়া গেল ; বুঝিলেন, কোনরূপ অন্যায় ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে ; কিন্তু কি করেন, নরপতির আজ্ঞা, সুতরাং অগত্যা বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন এবং বাতায়নের নিকটস্থ শাখা হইতে দেখিতে লাগিলেন। খলীফে ইতি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছেন, তিনিও তাহাই দেখিতে পাইলেন। প্রণয়ীদ্বয় সেই ভাবে বসিয়া আছেন, শেখও তেমনি পান-পাত্র হস্তে তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট। বুঝিলেন, আর বিলম্ব নাই—পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখনই খলীফে প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিবেন। ভয়ে তাঁহার হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া নরপতির সম্মুখে

দাঁড়াইলেন। খলীফে বলিলেন "জাফর! যে অনন্ত মহিমাধার আমাদিগকে বাহ্য-ভদ্রাচার কপটীদিগের মধ্যে গণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!" জাফর কিছুই উত্তর দিলেন না, ভয়ে জড় সড় হইয়া নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিলেন। খলীফে তাঁহার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন "কে ইহাদিগকে এখানে আনিল?—কে ইহাদিগকে আমার প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গেল? যাহা হউক যুবক যুবতী যথার্থই প্রকৃত রূপের আধার বটে—ইহাদের ন্যায় রূপ আমি আর কখন দেখি নাই।" খলীফের শেষ কথা কয়টীতে জাফর কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া বলিলেন "প্রভু আপনি যথার্থ বলিয়াছেন ইহাদের ন্যায় মনোহর রূপ আমি আর কোথাও দেখি নাই—যুবক যেমন রূপবান্ যুবতী তেমনি রূপবতী।" খলীফে চিন্তা করিয়া বলিলেন "জাফর, আইস আমরা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গোপনে ইহাদের অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করি।"

উভয়ে বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং বাতায়নের নিকটস্থ একটী শাখা হইতে দেখিতে লাগিলেন। শুনিলেন, শেখ ইব্রাহিম বলিতেছে "ঠাকুরাণি! সুরাপানে আমার বুদ্ধি ক্রমে জড়ীভূত হইয়া আসিতেছে, কথা-বার্ত্তা শীলতাশূন্য হইয়া গিয়াছে; তথাপি বীণার মধুর শব্দ শূন্য আমোদ প্রমোদ পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে না; এবং এরূপ অঙ্গহীন আমোদে প্রীতিলাভও করিতে পারিতেছি না।" এনিস্ এল্ জেলিস্ বলিল "আল্লার দোহাই,—শেখ ইব্রাহিম! আপনি যথার্থ বলিয়াছেন, একটী বাদ্যযন্ত্র হইলে আর আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না।" শেখ যুবতীর সেই কথা শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। খলীফে জাফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি, এ কোথায় যায়?" জাফর বলিলেন "বলিতে পারি না।" শেখ গৃহ হইতে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটী বীণা হস্তে পুনঃ প্রবিষ্ট হইল। খলীফে ক্ষণকাল বীণাটীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, সেটী পানসহচর ইষাকের বীণা; বলিলেন "আল্লার দোহাই—রমণী যদি ভাল গাহিতে না পারে তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই ক্রুশযন্ত্রে বদ্ধ করিয়া বিনাশ করিব, আর যদি তাহার গীত মনোহর হয়, তাহা হইলে সকলকে ক্ষমা করিয়া কেবল তোমাকেই বিনাশ করিব।" জাফর বলিলেন "জগদীশ্বর করুন, যুবতী যেন

গাহিতে না পারে।" খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?—তাহা হইলে কি হইবে ?" জাফর উত্তর দিলেন "তাহা হইলে আমরা সকলেই একত্র প্রাণ ত্যাগ করিব এবং সেই বিপদের সময়েও পরস্পর মিষ্টালাপ করিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া থাকিব।" খলীফে তাঁহার সেই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এনিস্ এল্ জেলিস্ শেখ ইব্রাহিমের হস্ত হইতে বীণাযন্ত্রটী গ্রহণ করিল এবং উত্তমরূপে স্বর বাঁধিয়া গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। কোকিলকণ্ঠীর তানলয়বিশুদ্ধ মনোহর গীত-স্বরে কঠিন লৌহনির্ম্মিত পদার্থগুলিও যেন দ্রব হইয়া গেল, জ্ঞান-শূন্য ক্ষিপ্তগণও যেন জ্ঞান লাভ করিল! খলীফে শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন, বলিলেন "আ, কি মধুর স্বর! জাফর, আমি জন্মেও কখন এরূপ হৃদয়হারী মধুর স্বর শুনি নাই।" জাফর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বোধ হয় খলীফের ক্রোধ গীত-ধ্বনিতে তিরোহিত হইয়া গিয়া থাকিবে ?" তিনি বলিলেন "আ, সে কথা আর বলিতে ?—আমার আর তিলার্দ্ধমাত্রও ক্রোধ বা অসন্তোষ নাই।"

অনন্তর উজীর ও নরপতি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। খলীফে উজীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "জাফর, আমি উপরে গিয়া, উহাদের সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।" জাফর বলিলেন "ধার্ম্মিক-রাজ! আপনি যদি সহসা তাহাদের নিকটে যান, তাহা হইলে সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িবে; বিশেষ শেখ ইব্রাহিম একেবারে ভয়ে প্রাণ-ত্যাগ করিবে।" খলীফে বলিলেন "জাফর, তবে এমন একটী সদুপায় উদ্ভাবন কর দেখি, যদ্দ্বারা আমি উহাদিগের প্রকৃত বিবরণ জানিয়া আসিতে পারি, অথচ উহারা আমাকে চিনিতে না পারে।" জাফর চিন্তা করিতে লাগিলেন। খলীফে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মনে মনে উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে টাইগ্রীস নদীর দিকে চলিলেন।

কোন সময়ে খলীফে ক্রীড়াভবনের পশ্চাতে অব্যক্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া শেখ ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করেন "কিসের শব্দ হইতেছে ?" সে উত্তর দেয় "ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে, তাহারই শব্দ।" খলীফে বলেন "যাও এখনই নিষেধ করিয়া আইস, যেন উহারা আর এখানে মৎস্য ধরিতে না আইসে।" সেই অবধি সেখানে ধীবরদিগের আগমন নিষেধ ছিল—কেহই তথায় মৎস্য

ধরিতে আসিত না। দৈববশে সে দিন করীম নামক একজন মৎস্যজীবী উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া গোপনে তথায় আসিয়া মৎস্য ধরিতে ছিল এবং নিজ দুর্ভাগ্যের সহিত ক্রীড়াভবনের অধিকারীর সৌভাগ্যের তুলনা করিয়া কবিতা পাঠ করিতেছিল। হঠাৎ সে খলীফের নয়নপথে নিপতিত হইল। হারুণ উর্ রসীদ তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। ধীবর অন্যমনে নিজ দুর্ভাগ্য চিন্তা করিতেছিল সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। খলীফে তাহাকে চিনিতেন, তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। করীম ফিরিয়া দেখিল। খলীফেকে দেখিয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়াগেল,ভয়ে পার্শ্বদ্বয়ের মাংসপেশী সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বলিল "আল্লার দোহাই ধার্ম্মিকরাজ! আমি আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই, কেবল নিজের দীনতার জন্য এবং পরিবারগণের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়াই এখানে আসিয়াছি। প্রভু, আপনিত স্বয়ং আমার হীনাবস্থা জানেন অতএব আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আর কখন এখানে আসিব না।" খলীফে বলিলেন "ভাল, তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্য আমি দোষ গ্রহণ করিতেছি না—তুমি একবার আমার ভাগ্যের নামে জাল নিক্ষেপ কর দেখি।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়া করীমের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ জাল ঝাড়িয়া নদীর গর্ভে নিক্ষেপ করিল এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইলে পুনরায় আকর্ষণ করিয়া উপরে তুলিল। জালের সহিত অসংখ্য মৎস্য কূলভূমিতে উঠিল।

খলীফে সেই মৎস্যগুলি দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন "করীম! তোমার গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখ।" সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। তাহার গাত্রে স্থানে স্থানে অতি জঘন্য বস্ত্রের তালি লাগান ও ছারপোকা পূর্ণ, একটী জীর্ণ জুব্বে * এবং মস্তকে একটা অতি মলিন পাক্ড়ী ছিল। পাক্ড়ীটী এত দিনের পুরাতন ও জীর্ণ যে, তিন বৎসর যাবৎ তাহার বস্ত্রখানি খুলিয়া পরিস্কার করা হয় নাই। করীম তাহার সেই অপূর্ব্ব বেশ ভূষাগুলি খুলিয়া রাখিলে খলীফে নিজ গাত্র হইতে সেকেন্দারিয়া ও বাল্‌বেক

* জুব্বে—লম্বমান অঙ্গরাখা বিশেষ (যাহাকে জুব্বা বলা যায়) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার ভিন্ন ভিন্ন গঠন।

দেশীয় পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত দুইটী কোর্ত্তা, একটী মেলওয়াতা* ও একটী ফরাজীয়ে † ধীবরের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে সেগুলি পরিধান করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং তাহার জুব্বে ও পাক্‌ড়ী পরিধান করিয়া, একখানি লিদাম‡ দ্বারা মুখ আবৃত করত, ধীবরকে বলিলেন "যাও, এখন তুমি নিজের কর্ম্ম করগে।" সে খলীফের চরণ চুম্বন করিয়া এই কবিতা দুইটী পাঠ করিল ঃ—

কত যে করুণা তব সীমা নাহি তার—
ক্ষমতা কি আছে মম করিতে প্রকাশ
মোচন করিলে যত অভাব আমার,
দিলে দান যাহা কভু নাহি ছিল আশ।

যত দিন জীয়ে রব তব যশোগান
কিবা দিবা বিভাবরী গাব সাধভরে ;
যবে কালবশে দেব ! বাহিরাবে প্রাণ
অস্থিগণো গাহিবেক গোরের ভিতরে।

করীমের কবিতাদ্বয় শেষ হইতে না হইতেই জুব্বের মধ্য হইতে দলে দলে ছারপোকা বাহির হইয়া খলীফের গাত্রে বেড়াইতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দুই হস্তে সেগুলাকে ইতস্ততঃ ফেলিয়া দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "অরে ধীবর, একি ? তোর জুব্বেয় এত ছারপোকা কেন ?" করিম বলিল "প্রভু, আপাতত আপনার ক্লেশ বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু এক সপ্তাহ কাল এই জুব্বেটী পরিধান করিলে সমস্তই অভ্যস্ত হইয়া যাইবে—আর কিছুতেই কষ্ট বোধ হইবে না।" খলীফে তাহার

* মেলওয়াতা—জুব্বার ন্যায় দীর্ঘ মহামুল্য গাত্রাবরণ বিশেষ।

† ফরাজীয়ে—অঙ্গরাখা বিশেষ।

‡ লিদাম—অরবীয় মরুভূমির অধিবাসীদিগের ব্যবহৃত মুখাবরণ বিশেষ। দস্যুবৃত্তি করিবার সময় পাছে অপরে চিনিতে পারে এই ভয়ে তাহারা ইহার দ্বারা মুখের নিম্নাংশ আবৃত করিয়া রাখে।

সেই কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমার এ জুব্বে এক মূহূর্ত্তকাল গাত্রে রাখা দুঃসাধ্য এক সপ্তাহ রাখিব কিরূপে?" ধীবর বলিল "আমি একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু রাজাধিরাজের ভয়ে তাহা বলিতে সাহস হইতেছে না।" খলীফে বলিলেন "কি বলিতে ইচ্ছা কর বল, তোমার কোন ভয় নাই।" সে বলিল "ধার্ম্মিক-রাজ! আপনি বোধ হয় অর্থলাভের জন্য একটী উত্তম ব্যবসায়ের কৌশলাদি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন? যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে এই জুব্বেটীই যথার্থ আপনার উপযুক্ত হইয়াছে।" খলীফে তাহার সেই কথা শুনিয়াই হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর করীম নিজ স্থানে চলিয়া গেলে, খলীফে মৎস্যের থালুইটী গ্রহণ করিয়া তদুপরি কিঞ্চিৎ তৃণ রাখিয়া নিজ উজীর জাফরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। জাফর তাঁহাকে দেখিয়াই ভীত হইয়া বলিল "একি, করীম তুমি এখানে কেন? পালাও পালাও অদ্য খলীফে এখানে আসিয়াছেন।" ছদ্মবেশী খলীফে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন। জাফর বলিলেন "আপনিই কি আমাদের প্রভু ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফে?" হারুণ উর্ রসীদ বলিলেন "হাঁ জাফর! আমিই খলীফে, কেমন বেশ হইয়াছে বল দেখি?—তুমি আমার উজীর হইয়াও যখন চিনিতে পারিলে না, তখন সুরাপানোন্মত্ত বৃদ্ধ ইব্রাহিম কি আমাকে চিনিতে পারিবে?—যাহা হউক আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি এই স্থানে থাক।" জাফর বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

খলীফে প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। শেখ ইব্রাহিম উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে দ্বারে করাঘাত করে?" খলীফে বলিলেন "শেখ ইব্রাহিম, আমি দ্বারে করাঘাত করিতেছি, দ্বার খুলিয়া দাও।" শেখ ইব্রাহিম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" খলীফে বলিলেন "আমি করীম ধীবর,—শুনিলাম তোমার গৃহে আজি দুই জন অতিথি আসিয়াছেন, আমি সেই জন্য অতি স্বাদু উত্তম মৎস্য আনিয়াছি।" আলী নূরএদ্দীন ও এন্সিস্ এল্ জেলিস্ উভয়েই অত্যন্ত মৎস্য ভাল বাসিতেন, মৎস্যের নাম শুনিয়াই তাঁহারা আনন্দিত হইলেন এবং ব্যগ্রভাবে বলিলেন "শেখ ইব্রাহিম, ধীবরকে দ্বার খুলিয়া দিউন; সে কি রূপ মৎস্য আনিয়াছে

একবার দেখা যাউক।" শেখ ইব্রাহিম দ্বার খুলিয়া দিল। ধীবরবেশী হারুণ উর্ রসীদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে নম্রভাবে সেলাম করিলেন। শেখ ইব্রাহিম বলিল "এস দেখি চোর, ডাকাইত, জুয়াচোর! দেখি তুমি কেমন মৎস্য আনিয়াছ?" খলীফে থালুইটী নামাইয়া দেখাইলেন। তখনও মৎস্যটী জীবিত—নড়িতেছিল; রমণী দেখিয়াই বলিল "আল্লার দোহাই প্রভু, অতি চমৎকার মৎস্য; আহা এটী যদি ভর্জ্জিত হইত!" শেখ ইব্রাহিম বলিল "যথার্থ, ঠিক বলিয়াছ—করীম! এটী যদি ভাজিয়া আনিতে তাহা হইলে অতি উত্তম হইত। যাহা হউক, যাও এটী ভাজিয়া আন।" খলীফে বলিলেন "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য,—আমি এখনই ইহা ভাজিয়া আনিতেছি।" তাহারা বলিল "শীঘ্র আনিও যেন অধিক বিলম্ব না হয়!"

খলীফে তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং দ্রুত নিজ উজীরের নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন "জাফর! তাহারা ভর্জ্জিত মৎস্য চাহে।" জাফর বলিলেন "ধার্ম্মিকরাজ! মৎস্যটী আমাকে প্রদান করুন, আমি ভাজিয়া দিতেছি।" "না, আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পবিত্র সমাধিমন্দিরের দোহাই আমি স্বয়ং ভাজিয়া লইব" খলীফে এই কথা বলিয়াই উদ্যানপালের গৃহে গেলেন। দেখিলেন তথায় লবণ, মশলা, কটাহ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি চুল্লির উপরে কটাহ থানি চড়াইয়া দিয়া মৎস্যটী অতি পরিপাটিরূপে ভর্জ্জিত করিলেন এবং সেটী কদলীপত্রে জড়াইয়া লইয়া উদ্যান হইতে কতকগুলি লেবু সংগ্রহ করত প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সকলে অতি আনন্দে আহার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর আহার সমাপ্ত হইলে, নূরএদ্দীন হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বলিলেন "আল্লার দোহাই, ধীবর! তুমি আজি আমাদের সহিত অতি সদয় ব্যবহার করিয়াছ।" তিনি এই কথা বলিয়াই জামার জেবের মধ্যে হস্ত-প্রবেশিত করিয়া, ইতিপূর্ব্বে বোগদাদে পলাইয়া আসিবার সময় সেন্জারের নিকট যে কয়েকটী মুদ্রা পাইয়াছিলেন তাহারই মধ্যে তিনটী স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির করিলেন এবং ধীবর-বেশী খলীফের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "কি বলিব, বিগত ঘটনা সমূহের পূর্ব্বে যদি আলাপ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তোমার

হৃদয় হইতে দরিদ্রতাজনিত দুঃখ একেবারে দূর করিতাম। এখন আমার অবস্থানুরূপ যৎকিঞ্চিৎ দিলাম, কিছু মনে করিও না।” খলীফে মুদ্রা তিনটী চুম্বন* করিয়া জামার জেবের মধ্যে তুলিয়া রাখিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য কোন রূপে মনোহারিণীর মনোহর কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রবণ করেন সুতরাং বলিলেন “প্রভু, আপনি আমার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিলেন—আপনার কৃপায় আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলাম, আমার এখন আর একটী মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনার রমণীর মনোহর গীত শ্রবণ করিব —আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক একটী গীত গাহিতে বলেন, তাহা হইলে চিরজীবনের মত আপনার নিকট বাধ্য হইয়া থাকি।” নূরএদ্দীন ধীবরবেশী খলীফের সেই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন “এনিস্ এল্ জেলিস্!” রমণী বলিল “আজ্ঞা করুন।” তিনি বলিলেন “আমার জীবনের দোহাই, একবার মনোহর ললিত স্বরে গীত গাহিয়া সকলকে চরিতার্থ কর; ধীবর তোমার গীত শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে।” যুবতী প্রভুর আজ্ঞায় বীণাযন্ত্রটী তুলিয়া লইল এবং মনোমত সুর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল :—

মরি কিবা ওই যুবতী সকলে
বাজায় বীণা ললিত স্বরে!
থাকে থাকে এই মধুর ঝঙ্কারে
জগতেরি প্রাণ হৃদয় হরে॥
অপরূপ হায় কেমন তান!
ভুলায় হৃদয় ভুলায় প্রাণ,
বধিরে ফুটিল শ্রবণ যুগল
বোবার মুখেতে বচন সরে॥

গীতটী সমাপ্ত হইল,—যুবতী পুনরায় অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল ও মধুর-স্বরে শ্রোতাদিগের মনঃপ্রাণ হরণ করিয়া গাহিল :—

* আমাদের দেশে যেমন দোকানদারেরা প্রথম বৌনীর মুদ্রাকে প্রণাম করিয়া তুলিয়া রাখে আরবীয় ব্যবসায়ীগণ সেইরূপ তাহা চুম্বন করিয়া থাকে।



এস এস হে সখে এস এস হে—
কত সুখ আজি কিবা বলিব তোমারে।
অমার আঁধারে উদিত জ্যোতি,
আলোকিত দীন-আগারে ॥
তোমারে আদরে করিতে ধারণ,
বাসিব ভবন—করিব সেচন,
মৃগমদে বাসিত গোলাপ-ধারে ॥

খলীফে রমণীর সেই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার হৃদয় আর তাঁহার নিজের নহে ;—অসীম আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন "জগদীশ্বর তোমার গুণের বিচার করুন! আল্লা

তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন!" নূরএদ্দীন বলিলেন "ধীবর, রমণীর গীতনৈপুণ্যে ও বীণাবাদনে কি তুমি প্রীত হইয়াছ?" খলীফে বলিলেন "আ! কতদূর প্রীত হইয়াছি তাহা সেই জগদীশ্বর জানেন।" নূরএদ্দীন অমনি বলিলেন "ক্রীতদাসীটী আজি হইতে তোমারই হইল; রমণীকে উপায়ন স্বরূপে তোমায় প্রদান করিলাম।" তিনি এই কথা বলিয়াই উঠিয়া নিজ গাত্রস্থ মেলওয়াতাটী খুলিয়া ধীবরবেশধারী খলীফের হস্তে প্রদান করতঃ বলিলেন "যাও,—রমণীকে লইয়া নিজ আবাসে যাও।" এল্‌জেলিস্‌ তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বলিল "প্রভু নাথ! একবার শেষ বিদায় না লইয়াই কি আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন?—যদি যথার্থই আমাকে আপনার সহিত বিযুক্ত হইতে হয়, একটু অপেক্ষা করুন; আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করি।" রমণী এই কথা বলিয়াই এই কবিতা দুইটী পাঠ করিল :—

নাথ হে, যদিও দূরে ত্যজিয়া আমায়
আপনি রহিবে বটে অনেক অন্তরে
তথাপি হৃদয় মাঝে দেখিব তোমায়
হবে চির-বাস তব আমার অন্তরে।

জগদীশ দয়াময় করুণা-আধার
তাঁহার নিকটে এবে এই ভিক্ষা চাই;
কিছু দিনে হয় যেন সে দিন আবার,
প্রেমপাশে বাঁধি নাথ, তোমা ধনে পাই।

এনিস্‌ এল্‌জেলিসের কবিতাদ্বয় সমাপ্ত হইলে নূরএদ্দীন বলিলেন :—

দর দর আঁখি ধারা প্রেয়সী পাগলী পারা
চির দিন তরে যবে বিদায় সে চাহিল;
জানেন সে ভগবান, কি হল আমার প্রাণ
ভীষণ কুলিশাঘাতে হৃদি যেন ভাঙ্গিল।

প্রণয়েতে করে ধরি বলিল বিনয় করি
'আমারে ছাড়িয়ে নাথ! রবে তুমি কেমনে?'
বলিলাম 'প্রেয়সি রে! জিজ্ঞাসা করগে তারে
বিচ্ছেদ ঘটন এই ঘটাইল যে জনে।"

প্রণয়ীদ্বয়ের সেইরূপ বিদায় গ্রহণ শ্রবণ করিয়া খলীফের হৃদয় গলিয়া গেল। কি করিয়া তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবেন, ভাবিয়া একান্ত ব্যাকুল হইলেন এবং নূরএদ্দীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "প্রভু! আপনি কি কোন দণ্ডনীয় দোষের জন্য ভীত হইয়া আছেন, অথবা কোন উত্তমর্ণের ঋণ শোধ দিতে অক্ষম বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন?" নূরএদ্দীন বলিলেন "ধীবর! আমার ও এই সঙ্গিনী রমণীর বিবরণ অতি অদ্ভুত;—সে বিবরণ হৃদয়ফলকে খোদিত করিয়া রাখিলে অনেকেই তদ্দ্বারা উচিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।" খলীফে বলিলেন "সে অদ্ভুত বিবরণটী কি একবার আমাদের নিকট বর্ণন করিবেন না?—হয়ত বিবরণ বর্ণনে আপনার কোনরূপে উপকার দর্শিলেও দর্শিতে পারে, ভরসা করি জগদীশ্বর শীঘ্রই আপনার দুঃখ দূর করিবেন।" নূরএদ্দীন বলিলেন "ধীবর! আমাদের বিবরণ পদ্যে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, কি গদ্যে বর্ণন করিব?" খলীফে বলিলেন "গদ্য অতি সামান্য, চলিত কথাবার্ত্তা মাত্র; কিন্তু ছন্দোবন্ধ উজ্জ্বল মুক্তামালার ন্যায় মনোহর।" নূরএদ্দীন ক্ষণকাল অধোমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া কবিতামালায় নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ণন শেষ হইলে খলীফে পুনরায় সে সমস্ত পরিষ্কার রূপে বলিতে অনুরোধ করিলেন। যুবক নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত সমস্ত একে একে বর্ণন করিলেন। খলীফে শুনিয়া বলিলেন "আপনি এখন কোথায় গমন করিবেন?" নূরএদ্দীন উত্তর দিলেন "জগদীশ্বরের এ ধরাধাম সুবিস্তীর্ণ।" খলীফে বলিলেন "আমি সুলেমান এজ্‌জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, আপনি সেখানি লইয়া যাউন; সুলতান পত্র পাঠ করিলে অবশ্যই আপনার সহিত সদয় ব্যবহার করিবেন। আর কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবেক না।" নূরএদ্দীন সেই কথা শুনিয়াই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "একজন

সামান্য ধীবর নরপতিকে পত্র লিখিবে, আর তিনি সেই পত্র আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন!—ইহাও কি কখন সম্ভব হয়?” খলীফে বলিলেন “আপনি যথার্থ বলিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আপনি জানেন না সেই জন্যই এতদূর অসম্ভব বিবেচনা করিতেছেন। সুলতান মহম্মদ ও আমি একত্র, এক বিদ্যালয়ে, একজন শিক্ষকের নিকট, শিক্ষা লাভ করি। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে পাঠ বলিয়া দিতাম। অবশেষে পাঠ সমাপ্ত হইলে, তিনি নিজ সৌভাগ্যবশে রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন, আর আমি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সামান্য মৎস্যজীবী হইলাম। যদিও আমি তাঁহাকে কখন কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করি নাই, তথাপি তিনি আমার অভিলষিত পূরণের জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক। আমি যদি প্রত্যহ সহস্র সহস্র বিষয়ের জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাই তাহা হইলেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।” নূরএদ্দীন শুনিয়া বলিলেন “তবে একখানি পত্র লিখিয়া দাও।” তিনি একটী মসিপাত্র ও লেখনী আনিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

“পরম করুণাময় জগদীশ্বরের মহৎ নামের জয় হউক।

পত্র চলিত এল্‌মাডী-তনয় হারুণ উর্‌রসীদের নিকট হইতে প্রতিপাল্য সুলেমান এজ্‌জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদ মদীয় প্রতিনিধি রাজের নিকট।

আমি জ্ঞাত করিতেছি যে, এই পত্রবাহক খাকান-তনয় উজীর এল্‌ফাদলের পুত্র নূরএদ্দীন তোমার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে রাজক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক নিজ আসনে বসাইবে। কারণ পূর্ব্বে যেমন আমি তোমাকে এল্‌বস্রার সুলতান ও নরপতি রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেইরূপ ইহাকে তোমার পরিবর্ত্তে সেই পদে নিযুক্ত করিলাম। আমার এই আজ্ঞায় অবহেলা করিওনা, অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।”*

খলীফে পত্রখানি রীতিমত মুড়িয়া নূরএদ্দীনের হস্তে প্রদান করিলেন। যুবক সেখানি চুম্বন করিয়া নিজ পাক্‌ড়ীর মধ্যে রাখিলেন এবং সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তখনই এল্‌বস্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

* পত্রখানি অবিকল অনুবাদিত—আরবিক রীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা গেল না।

নূরএদ্দীন চলিয়া গেলে, শেখ ইব্রাহিম ধীবরবেশধারী খলীফের দিকে চাহিয়া বলিল "অরে নির্লজ্জ ধীবর, তুই বিংশতি অর্দ্ধদির্হেম মূল্যের মৎস্য আনিয়া দিয়া তিনটা দীনার প্রাপ্ত হইলি, আবার ক্রীতদাসীটীকেও লইয়া যাইতে চাহিস্?" খলীফে তাহার সেই কথা শুনিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে একবার হুঙ্কার প্রদান করিয়া মেস্রুরকে ইঙ্গিত করিলেন। সে হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, শেখকে আক্রমণ করিল। খলীফে যখন নূরএদ্দীনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন; সেই সময় জাফর উদ্যানস্থ পরিচারকবর্গের মধ্যে একজনকে রাজপ্রাসাদ হইতে খলীফের জন্য একটী পরিচ্ছদ আনিতে পাঠাইয়া দেন। এখন সে রাজপরিচ্ছদ লইয়া আসিয়া খলীফের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিল। নরপতি অমনি নিজ গাত্রস্থ ধীবরবেশটী তাহার হস্তে প্রদান করিয়া নিজ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক শেখ ইব্রাহিমের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। শেখ তাঁহাকে দেখিয়াই একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভয়ে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দংশন করিতে করিতে বলিল "আমি কি নিদ্রিত না জাগ্রত!" খলীফে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "একি শেখ ইব্রাহিম—তোমার কি হইয়াছে?" ভয়ে ইব্রাহিমের নেসা ছাটিয়া গেল, সে খলীফের পদতলে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নরপতি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিয়া এনিস্ এল্জেলিস্কে নিজ প্রসাদে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া, রমণীর জন্য একটী ভিন্ন বাস স্থান নিরূপণ করত, তাহাকে বলিলেন "শুভে, তোমার প্রভুকে আমি এল্বস্রা নগরের সুলতানপদে অভিষিক্ত করিয়া পাঠাইয়াছি,—জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শীঘ্রই একটী খেলাতের সহিত তোমাকে ও তথায় প্রেরণ করিব।"

এদিকে আলী নূরএদ্দীন এল্বস্রায় উপনীত হইয়া সুলতান সন্নিধানে গেলেন এবং তাঁহার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া খলীফে হারুণ উর্‌রসীদের পত্রখানি প্রদান করিলেন। সুলতান পত্র মধ্যে খলীফের হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর দেখিয়াই উঠিয়া পত্রখানি উপর্য্যুপরি তিনবার চুম্বন করত বলিলেন "অনন্ত ক্ষমতাবান্ জগদীশ্বর ও ধার্ম্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর্‌রসীদের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" অনন্তর তিনি নূরএদ্দীনকে নিজ ক্ষমতা প্রদান করিবার জন্য কাজী ও আমীরদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। এই সময় সাবী-তনয়

উজীর এল্‌মোইনও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতান ধার্ম্মিকরাজের পত্রখানি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। সে পাঠ করিয়া সে খানি খণ্ড খণ্ড করত মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সুলতান তাহার সেই ব্যবহার দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "ধিক্ তোমায়! তোমাকে এরূপ করিতে কে বলিল?" সে উত্তর দিল এই "নরাধম, খলীফে কি তাঁহার উজীর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। এ পাপিষ্ঠ যুবক কোনরূপে খলীফের হস্তাক্ষর প্রাপ্ত হইয়া সেই আদর্শে ইচ্ছামত জাল করিয়া আনিয়াছে। আপনি কেন প্রতারিত হইয়া উহাকে নিজ ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন? খলীফে উহাকে সুলতান করিয়া পাঠাইলে কি উহার সহিত একজন রাজ-চর্ম্মচারী কি উজীরকে পাঠাইতেন না?" সুলতান বলিলেন "তবে এখন কি করা উচিত?" দুষ্ট উজীর বলিল "ইহাকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন; আমি ইহাকে একজন রাজ-চর্ম্মচারীর সহিত বোগ্দাদে পাঠাইয়া দি। যদি ইহার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই নরপতির স্বহস্তলিখিত সনন্দ ও সমস্ত ক্ষমতা প্রদানের আজ্ঞা পত্র আনিতে পারিবে, আর যদি সমস্তই মিথ্যা হয় তাহা হইলে রাজ-কর্ম্মচারী উহাকে পুনরায় এখানে আনয়ন করিবে এবং আমি চিরশত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।"

উজীরের সেই পরামর্শ শুনিয়া সুলতান প্রীত হইলেন, এবং নূরএদ্দীনকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এল্ মোইন তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে অনুচরবর্গকে আহ্বান করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞায় যুবককে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তিনি সেই নিদারুণ প্রহার-বেদনায় মূর্চ্ছিত হইলেন। এল্ মোইন তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়া কারা-রক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে উজীরের সম্মুখে আসিয়া ভূমি চুম্বন করিল। কারাধ্যক্ষের নাম কুতেৎ*; এল্ মোইন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কুতেৎ! আমি ইচ্ছা করি তুমি এই বন্দীকে লইয়া গিয়া একটা ভূমধ্যস্থ কারা-গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ, এবং দিবানিশি যন্ত্রণা দেও।" সে

* কুতেৎ, প্রকৃত অর্থ পুং-বিড়াল।

বিনীত ভাবে "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়াই আলী নূর-এদ্দীনকে কারাগার মধ্যে লইয়া গিয়া দ্বারে তালক বদ্ধ করিয়া দিল।

উজীর সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে কুতেৎ কারাগারের মধ্যস্থ একটী মাস্তাবা উত্তম রূপে পরিষ্কার করাইয়া তদুপরি এক খানি নমাজ পাঠ করিবার গালিচা পাতিয়া ও একটী বালিস দিয়া নূরএদ্দীনকে তদুপরি উপবেশন করাইল এবং তাঁহার চরণ-দ্বয় হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া, উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

উজীর প্রত্যহই আলী নূরএদ্দীনকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিবার জন্য বলিয়া পাঠায় ; প্রত্যহই কারাধ্যক্ষ তাহাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া নূরএদ্দীনের সহিত সদয় ব্যবহার করে। এইরূপে চত্বারিংশৎ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল ; একচত্বারিংশৎ দিবসে খলীফের নিকট হইতে রাজপ্রসাদ স্বরূপ উপ-ঢৌকন আসিল। সুলতান, খলীফে হারুণ উর্‌রসীদ প্রেরিত দ্রব্যগুলি দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং উজীরবর্গকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন। একজন উজীর বলিল "বোধ হয় খলীফে এই উপঢৌকন দ্রব্যগুলি নূতন সুলতানের জন্য পাঠাইয়া থাকিবেন।" সাবী-তনয় এল্‌মোইন বলিল "সে নরাধম আসিবামাত্রই তাহার শিরশ্ছেদন করা উচিত ছিল।" তাহার সেই কথা শুনিয়াই সুলতান বলিলেন "ভাল কথা,—তুমি ভাগ্যে স্মরণ করাইয়া দিলে! যাও এখনই সে হতভাগাকে লইয়া আসিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদন কর।" "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এল্‌মোইন এই কথা বলিয়াই উঠিয়া পুনরায় বলিল "প্রভু,আমি ইচ্ছা করি, সমস্ত নগরীতে এইরূপ প্রচারিত করিয়া দেওয়া হয় যে, 'খাকান তনয় এল্ ফদলের পুত্র নূরএদ্দীন আলীর শিরশ্ছেদন হইবে,—যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করে রাজপ্রাসাদে আসিলেই দেখিতে পাইবে!' প্রভু, তাহা হইলে আমি পরম চরিতার্থ হই, ও আমার শত্রুগণ মনে মনে দগ্ধ হয়।" সুলতান বলিলেন "ভাল, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুমি কর।" উজীর তাঁহার সেই কথায় একেবারে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গেল এবং তাহাকে সমস্ত নগরী মধ্যে নূরএদ্দীনের শিরশ্ছেদনাজ্ঞার সমাচর প্রচারিত করিয়া দিতে বলিল। ওয়ালী তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা পালন করিল। পুরবাসীগণ সেই ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে

শোক সাগরে নিমগ্ন হইল। কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেই নূরএদ্দীনের জন্য রোদন করিতে লাগিল। বালকগণ বিদ্যালয়ে, ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ দোকানে, ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ধর্ম্ম-শালায় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত নগরীটাই যেন শোকময় মূর্ত্তি ধারণ করিল। কেহ কেহ একবার নূরএদ্দীনের শেষ দর্শনলাভ মানসে—সহজে উপযুক্ত স্থান প্রাপ্তির আশায়—সর্ব্বাগ্রে রাজপ্রাসাদে গেল; কেহ কেহ বা কারাগার হইতে তাঁহার সঙ্গে বধ্যভূমিতে অনুগমন করিবার ইচ্ছায় কারাগারাভিমুখে গেল। উজীর এল্ মোইন দশ জন পরিচারক সমভিব্যাহারে কারাগারে উপস্থিত হইল। কারাধ্যক্ষ কুতেৎ তাহাকে দেখিয়া বলিল "উজীরবর! দাসের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা—আপনার কি ইচ্ছা বলুন।" সে বলিল "সেই হতভাগা যুবক বন্দীটাকে বাহির করিয়া আন।" কারাধ্যক্ষ অমনি ভঙ্গিপূর্ব্বক "প্রভু! সে অপরিমিত প্রহারে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে" এই কথা বলিয়াই কারাগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল নূরএদ্দীন এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এই কবিতাটী পাঠ করিতেছেন :—

কে আছে এমন অখিল ধরায়—
হেন প্রিয় সখা কে আছে আর?
ভীষণ বিপদে করিবে উপায়
করিবে এ দুখ বারিধি পার?

অধীর হয়েছে জীবন আমার
আর এ যাতনা সহে না প্রাণ!
বাঁচিতে উপায় নাহি কিছু আর—
নাহি আশা আর হইতে ত্রাণ!

কারাধ্যক্ষ নূরএদ্দীনের গাত্র হইতে ধৌত বসনগুলি খুলিয়া লইয়া কতকগুলি মলিন বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং তাঁহাকে উজীরের সম্মুখে আনয়ন করিল। নূরএদ্দীন দেখিলেন, সম্মুখেই প্রাণনাশাভিলাষী চিরশত্রু এল্মোইন,



অমনি নয়নদ্বয় দিয়া দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বলিলেন "[illegible]!—তুমি এখনও স্বচ্ছন্দে জীবিত আছ?—তুমি কি কখন শ্রবণ কর নাই একজন কবি বলিয়াছেন ঃ—

করিল তাহারা ক্ষমতা প্রকাশ
কেবল পরের পীড়ন তরে,
বিনা দোষে লোকে করিতে বিনাশ,
দুখেতে ভাসাতে নিরীহ নরে;

সহসা উদয় সে ভাব ভীষণ—
সহসা প্রকাশ তেমতি তার
ছিল না সে রূপ যেমন কখন
হয় নি প্রকাশ কদাপি আর।

উজীর! সেই জগদীশ্বর, যাঁহার অনন্ত-মহিমার সীমা নাই, তাঁহারই ইচ্ছায় সমস্ত ঘটিয়া থাকে—তিনিই সকল কার্য্যের কর্ত্তা।" উজীর বলিল "আলী!

তুই আমাকে এই সকল কথায় ভয় দেখাইতে চাহিস্ নাকি?—আমি যে এই তোকে শিরশ্ছেদনার্থ লইয়া যাইতেছি, কৈ সমস্ত এল্‌বস্রাবাসীগণ একত্র হউক দেখি, কেমন তোর্ প্রাণ রক্ষা করিতে পারে? আমি তোর্ পরামর্শ শুনিতে চাহিনা; আমি এখন বরং কবি-বর্ণিত এই কথা গুলিতেই মনোযোগ করিব:—

আনুক অদৃষ্ট তব যাহা ইচ্ছা তার
সুখ কিবা দুখরাশি কিছু ক্ষতি নাই;
ভাল মন্দ যাই হোক, বিহীন বিকার—
ধীর ভাবে স্থির মনে ভোগ কর তাই।

দেখ্‌দেখি আর একজন কবি কেমন বলিয়াছেন:—

শত্রুর নিধন যেই করিয়া সাধন
একদিনো করে হায় জীবন ধারণ;
ধন্য সেই জন, সেই পূর্ণ অভিলাষ
পুণ্যবান লোক, তার সুকৃতি প্রকাশ!"

উজীর এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। অনুচরবর্গ তাহার সেই আজ্ঞা পালনে অনিচ্ছুক হইয়া নূরএদ্দীনকে বলিল "আপনি বলেন ত নরাধমকে এখনই প্রস্তর-প্রহারে বিনাশ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি; যদিও সেরূপ কার্য্যে আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে বটে, তথাপি আমরা তাহাতে ভীত নহি।" কিন্তু তিনি বলিলেন "না, সেরূপ করিবার প্রয়োজন নাই—তোমরা কি কখন শুন নাই, একজন কবি বলিয়াছেন:—

নিরূপিত আছে অদৃষ্ট আমার
যা হবার তাহা সকলি হবে,
কে পারে লিখন খণ্ডিতে তাহার—
অন্যথা করিতে কে পারে কবে?

জীবন সময় ফুরাবে যখন
পরমায়ু যবে হইবে সায়
অবশ্য ত্যজিতে হইবে জীবন
প্রতিকার কিছু নাহিক তায়।

আয়ু যদি রয় হেন সাধ্যকার
জীবন আমার করিতে নাশ;
অক্ষয় অব্যয় জীবন আমার
তিলমাত্র তাহে নাহিক ত্রাস॥

ভীষণ কেশরী ভীমগরজন
ক্ষুধার জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে
ধরে যদি আসি করিতে ভক্ষণ—
যায় যদি ঘোর বনেতে লয়ে;

তথাপি ক্ষমতা কি আছে তাহার
বধিতে জীবন সক্ষম হয়!
পরমায়ু থাকে যদ্যপি আমার—
কর্ত্তব্য যদ্যপি সাধিতে রয়।"

পরিচারকগণ কি করে অগত্যা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "যে ব্যক্তি খলীফের হস্তাক্ষর জাল করিয়া সুলতানকে প্রতারিত করিতে ইচ্ছা করে,ইহা তাহার পক্ষে একটী সামান্য দণ্ড।" এইরূপে তাহারা দণ্ডঘোষণা করিতে করিতে নূরএদ্দীনকে সমস্ত এল্বস্রা ভ্রমণ করাইয়া আনিয়া রাজপ্রাসাদের একটী বাতায়নের নিম্নে, বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত করিল। জল্লাদ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "আমি আজ্ঞাধীন দাস; যদি তোমার

কিছু অভিলাষ থাকে—কোন রূপ দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমাকে বল ; আমি তাহা আনিয়া দিতেছি—আমি সে অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি, কারণ যে পর্য্যন্ত সুলতান বাতায়ন হইতে মুখ বহির্গত না করিতেছেন সেই পর্য্যন্ত তুমি জীবিত আছে,—তাহার পরেই তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" নূরএদ্দীন তাহার সেই কথা শুনিয়াই একবার বামে ও দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কবিতা কয়টী পাঠ করিলেন :—

হেন প্রিয় বন্ধু হায় কে আছে আমার
এ ঘোর বিপদে হয় অভাগা-সহায় ?
যদি কেহ থাক হেন,—দোহাই আল্লার—
কৃপা করি কর দান উত্তর আমায় !

ভীষণ মূরতি ওই মৃত্যু ভয়ঙ্কর
হাসিছে বিকট হাসি ভীষণ আকার !
সুখের জীবন হায় হয়েছে অন্তর—
মারিবার বাকি খালি মুহূর্ত্তেক আর !

আছ কি আছ কি কেহ হেন সাধু জন,
করিবে আমারে দয়া—দয়ার আধার ?
ইহ কিম্বা পরলোকে অবশ্য কখন
পাবে প্রতিশোধ, ব্যর্থ না হবে তাহার !

একবার ভাব দেখি কি দশা আমার
বিনা অপরাধে হায় জীবন হারাই !
কি ছিলাম আগে আজি কি হল আবার
স্বরগ হইতে দেখ পাতালেতে যাই !

পিপাসায় প্রাণ যায়, আকুল জীবন,
শরীরেতে নাহি আর তিলমাত্র বল ;
এ যাতনা লঘু কর—কে আছ সুজন !
অধিক চাহিনা কিছু—পাত্রপূর্ণ জল !

তাঁহার সেই কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দের নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। জল্লাদ দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল দিতে গেল ; কিন্তু দুষ্ট উজীর এল্মোইন নিজ আসন হইতে উঠিয়া এক আঘাতে বারিপূর্ণ কুল্লেটী* ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং উচ্চৈঃস্বরে জল্লাদকে ডাকিয়া বলিল "আর বিলম্ব করিতেছিস্ কেন ? শীঘ্র নরাধমের শিরশ্ছেদন কর্।" জল্লাদ কি করে—উজীরের আজ্ঞা ; নূরএদ্দীনের নয়নদ্বয় বন্ধিয়া দিয়া তরবারি উদ্যত করত শেষ আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উপস্থিত প্রজাগণ এল্মোইনের সেইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইল ; চতুর্দ্দিক হইতেই মহা অসন্তোষের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। সকলে উজীরের বিপক্ষে কোলাহল করিয়া উঠিল।

এই সময়ে হঠাৎ নগর-প্রান্তে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমস্ত আকাশ-মণ্ডল ও শূন্য স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সুলতান প্রাসাদের উপরিভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, সহসা সেই দিকে তাঁহার নয়ন নিপতিত হইল। অমনি কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া নিজ পার্শ্বস্থ পরিচারকদিগকে বলিলেন "দেখ্ত রে ব্যাপার কি—নগর-প্রান্তে অকস্মাৎ এরূপ ধূলি-রাশি উড্ডীন হইল কেন ?" সেই কথা শুনিয়াই দুষ্ট উজীর এল্মোইন্ বলিল "রাজন্! অগ্রে এই লোকটার শিরশ্ছেদন হইয়া গেলে পর দেখিলে ভাল হয় না ?" সুলতান বলিলেন "না অগ্রে জানিয়া আসুক সমাচার কি, তৎপরে উহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

* কুল্লে—আমাদের দেশীয় ভাঁড় বা কেঁড়ের ন্যায় মৃণ্ময় পাত্র বিশেষ।

এখন, সেই মেঘসদৃশ ধূলিপটল খলীফে হারুণ উর্‌রসীদের উজীর জাফর ও তাঁহার সহাগত সৈন্যসামন্তগণের চরণোত্থিত ধূলি।—খলীফে নূরএদ্দীনকে পত্র লিখিয়া দিয়া অবধি ত্রিংশৎ দিবস একেবারে সমস্তই ভুলিয়া ছিলেন; কেহই তদ্বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় নাই। অবশেষে একদিন রাত্রে দৈবযোগে এনিস্ এল্‌জেলিসের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে ছিলেন; শুনিলেন, রমণী করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে এই কবিতা-চরণ-কয়টী আবৃত্তি করিতেছে :—

নাথহে! তোমার সে মূরতি মোহান
(যেখানে সেখানে রও দূরে গিয়ে দূর নও)
দিবানিশি নিকটেতে হেরিছে নয়ন!
তোমার গুণের কথা রয়েছে হৃদয়ে গাঁথা
—সে যে কভু ভুলিবার নয়!—
কিবা দিবা বিভাবরি হৃদয়ের সাধভরি
গাহিতে রসনা শ্রান্ত নহেক কখন।

ক্রমেই তাহার বিলাপ বৃদ্ধি হইল, ক্রমেই সে শোকাবেগে অধিক রোদন করিতে লাগিল। খলীফে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবতী তাঁহাকে দেখিয়াই পদতলে নিপতিত হইয়া চরণ যুগল তিনবার চুম্বন করত বলিল :—

কুলে শীলে গরীয়ান্ প্রতাপে প্রবল,
ফলবান তরু-শাখা দিতে ইষ্ট ফল!
মূল যার ভাল তার কিবা ভাল নয়?
অনুগত জনে প্রভু সতত সদয়!

অভাগী কপালে দেব হবে কি এমন
প্রতিশ্রুত কথা আজি সব বিস্মরণ ?—
তাও কি কখন হয়, হেন মহাজন
ভুলিবেন সাধিবারে নিজের বচন ?

খলীফে জিজ্ঞাসাকরিলেন "কে তুমি ?" এল্‌জেলিস্ বলিল "প্রভু, খাকানতনয় এল্‌ফাদলের পুত্র আলী আপনাকে যে দাসীটী উপায়ন স্বরূপে প্রদান করেন, আমি সেই দাসী। আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আমাকে রাজপ্রসাদ স্বরূপ কতকগুলি দ্রব্যের সহিত তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। প্রভু, এখন সেই প্রতিশ্রুত পূরণ করুন,—আমি এই ত্রিংশৎ দিবস তাঁহার বিরহে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারি নাই।" খলীফে সেই কথা শুনিয়াই উজীরবর জাফর এল্‌বার্‌মেকীকে সেইখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উজীর তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। খলীফে বলিলেন "জাফর! ত্রিংশদ্দিবস হইল, খাকান-তনয় এল্‌ফাদ্‌লের পুত্র আলীর কোন সমাচার পাই নাই। বোধ করি, সুলতান তাহাকে এত দিন বিনাশ করিয়া থাকিবে। আমার মস্তকের দোহাই! আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের সমাধিমন্দিরের দোহাই! যদি তাহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই অনিষ্টের মূল কারণ হইবে তাহার প্রাণ দণ্ড করিব,—সে যত বড় লোকই হউক না কেন, কোন মতেই তাহাকে ক্ষমা করিব না! অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি এই দণ্ডেই এল্‌বস্রায় যাও এবং সুলেমান এজ্‌জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদ খাকানতনয় এল্‌ফাদ্‌লের পুত্র আলীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহার সমাচার লইয়া আইস।"

জাফর এল্‌বস্রায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পথগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে; পথিকদিগকে জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নূরএদ্দীন বিষয়ক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল। তিনি যুবকের উপস্থিত বিপদ শুনিয়াই দ্রুত সুলতানের নিকটে গেলেন এবং যথারীতি সেলাম করিয়া নিজ

আগমন-কারণ বর্ণন পূর্ব্বক বলিলেন "আলী নূরএদ্দীনের যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে খলীফে নিশ্চই সেই অনিষ্টসাধনকর্ত্তাকে বিনাশ করিবেন।"

অনন্তর জাফর সুলতান মহম্মদ ও উজীর এল্‌মোইনকে বন্দীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং আলী নূরএদ্দীনকে উদ্ধার করিয়া সুলেমান এজ্‌জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদের পদে অভিষিক্ত করত রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইলেন।

দিবসত্রয় নানারূপ উৎসবে অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস প্রত্যূষ সময়ে নূরএদ্দীন জাফরকে বলিলেন "আমি ধার্ম্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর্‌-রসীদের দর্শন লাভার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।" জাফর সেই কথা শুনিয়াই সুলতান মহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা বিদেশভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হও, কারণ প্রাতঃপ্রার্থনার পরেই আমরা বোগ্দাদে গমন করিব।"

প্রাতঃকালিন নমাজ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সাবীতনয় এল্‌মোইনকে সঙ্গে লইয়া বোগ্দাদ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এল্‌মোইন বুঝিল, আর বিলম্ব নাই শীঘ্রই তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে,—মনে মনে নিজ অন্যায় কার্য্যগুলির জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। জাফর ও আলী নূরএদ্দীন পরস্পর পার্শ্বাপার্শ্বি চলিলেন, সুলতান মহম্মদ উজীর এল্‌মোইন এবং অনুচরবর্গ তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

তাঁহারা শীঘ্রই বোগ্দাদে খলীফের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জাফর নরপতির নিকট আলী নূরএদ্দীন ঘটিত বিবরণগুলি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন। খলীফে হারুণ উর্‌রসীদ শুনিয়া নূরএদ্দীনকে একখানি তরবারি প্রদান করত বলিলেন "আলী, লও এই তরবারির দ্বারা তোমার শত্রুর প্রাণ-বিনাশ কর।" নূরএদ্দীন তরবারিখানি গ্রহণ করিয়া সাবীতনয় এল্‌মোইনের শিরশ্ছেদন করিতে গেলেন। সে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল "আমার যেরূপ স্বভাব, আমি তোমার সহিত সেইরূপই ব্যবহার করিয়াছি, এখন তুমিও তোমার স্বভাবের অনুরূপ ব্যবহার কর।" নূরএদ্দীন তরবারিখানি ফেলিয়া দিয়া খলীফের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ধার্ম্মিক-রাজ! নরাধম আমাকে কৌশলে প্রাঞ্জিত করিল।" "ভাল, তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও" খলীফে এই কথা বলি-

য়াই মেস্‌রুরকে বলিলেন "তুমিই এই নরাধমের শিরশ্ছেদন কর।" আজ্ঞা-মাত্রেই মেস্‌রুর অগ্রসর হইয়া এল্‌মোইনকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। খলীফে বলিলেন "খাকানতনয় এল্‌ফাদ্‌লের পুত্র আলী নূরএদ্দীন! এখন তোমার অভিলাষ কি তাহা বল; বল, আমি তোমার আর কি প্রিয়সাধন করিব?" নূরএদ্দীন বলিলেন "প্রভু, আমি এল্‌বস্রার সিংহাসন চাহি না, আমার রাজত্বে প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনার নিকটে থাকিয়া আজীবন রাজাধিরাজের সেবা শুশ্রূষা করিতে ইচ্ছা করি।" "ভাল, পরম আনন্দের সহিত তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম" খলীফে এই কথা বলিয়াই এনিস্‌ এল্‌জেলিস্‌কে তথায় আনিতে আজ্ঞা করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই এল্‌জেলিস্‌ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নরপতি প্রণয়ীদ্বয়ের জন্য যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের বাসার্থ একটী প্রাসাদ প্রদান করিলেন। সেই অবধি নূরএদ্দীন ধার্ম্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর্‌রসীদের সহচর হইয়া পরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।



ইব্রাহিম ও জেমিলে।

ইজিপ্ট দেশাধিপতি এল্‌খাসিবের অতুল-গুণ-সম্পন্ন অসীম-সৌর্য্য-বীর্য্যশালী অসামান্য রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট শান্তস্বভাব ইব্রাহিম নামক এক পুত্র ছিলেন। অত্যধিক অপত্যস্নেহ নিবন্ধন বিপৎপাতাশঙ্কায় নরপতি তাঁহাকে পুরীর বাহিরে যাইতে দিতেন না; এমন কি সাপ্তাহিক উপাসনার্থ ভজনামন্দিরে প্রেরণ করিতে হইলেও তদীয় চিত্তসাগরে বিবিধ অলীক অশিবচিন্তা সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করিয়া তুলিত।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা রাজকুমার ভজনালয় হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে পুস্তক সহ এক বৃদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতাকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার সন্নিহিত হইলেন। এবং তৎপার্শ্বে উপবেশনানন্তর পুস্তকাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একখানি পুস্তক মধ্যে একটী পরম রমণীয়া রমণীমূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার ঐ চিত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে উহার পাদদেশে "এতাদৃশ অসাধারণ লাবণ্যবতী কামিনী ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয়া নাই" এই বাক্যটী স্পষ্ট ও দীর্ঘাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া ঐ চিত্র পুনর্দর্শন মাত্র তাঁহার চিত্তে যৌবন-সুলভ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তখন শত সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যে ঐ চিত্রসম্বলিত পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া উৎফুল্ল-নয়নে চিত্রটী নিরীক্ষণ করিতে করিতে অশ্বারোহণে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইব্রাহিম গৃহে প্রত্যাগত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের ভাব, গতি, ইচ্ছা আর পূর্ব্ববৎ নাই। সর্ব্বদা নিস্তব্ধ ভাবে বিষণ্ণবদনে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া নিমীলিত নেত্রে একাকী উপবিষ্ট; দেখিলেই বোধ হয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কি আহার নিদ্রা, কি শয়নোপবেশন, কি বসন ভূষণ, কি হৃদয়ানন্দ-প্রদ সুরভি কুসুম চন্দন, কি সুসেব্য বিবিধ বিলাস-সামগ্রী, কি শ্রবণ-তৃপ্তিকর তানলয়-যুক্ত বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত, কি বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার-পরিশোভিত পরম রমণীয় নর্ত্তকীগণের নয়নসুখকর নৃত্য, কিছুতেই অনুরাগ নাই—কিছুতেই শান্তি নাই। তদীয় চিত্ত ঐ চিত্রগতা কামিনীর চিন্তা-তেই আসক্ত, দৃষ্টি ঐ চিত্রেই আবদ্ধ, এবং শ্রবণ ঐ চিত্রবিষয়ক কথোপকথন শ্রবণেই একান্ত অনুরক্ত। একে তিনি ঈদৃশ গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, তাহাতে আবার কল্পনার লীলাতরঙ্গ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তিনি চিত্রিত রমণীকে পরিকল্পিত সত্যযোগ ভাবিয়া ভ্রম-বিহ্বল চিত্তে কখন বা প্রিয়া-জনোচিত মধুর সম্ভাষণ করিতেছেন; কখন বা তদীয় সুধা বিনিন্দিত অধরামৃত পান করিতে যাইতেছেন; কখন বা মদনোন্মত্ত হইয়া "অয়ি জীবিতেশ্বরি!" ইত্যাকার মধুর সম্বোধন পূর্ব্বক প্রকৃত মূর্ত্তি নিকটস্থ মনে করিয়া আলিঙ্গন-সুখ-লাভার্থ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তদীয় কুসুম-সুকোমল

অঙ্গের স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার চৈতন্য লাভ করিয়া সমস্ত স্বপ্নকল্পিতবৎ অলীক ভাবিয়া মনে করিতেছেন "হায়! আমি কি হতভাগ্য! হায়! আমি কেন না সেই পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কাহার চিত্র এবং এই চিত্রময়ী চিত্ততোষিণী জীবিতা আছেন কি না, তাহা হইলে সে আমায় অবশ্যই বলিয়া দিত, এবং আমার অভীষ্ট সিদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকিত।" তিনি এইরূপে আপনাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক প্রলাপীর ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে ম্রিয়মাণ হইয়া, স্থির দৃষ্টি চিত্রের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

এইরূপে সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। পুনরায় ভজনার দিন উপস্থিত। রাজকুমারও সুসজ্জীভূত হইয়া ভজনা-মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে পুস্তকবিক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিয়া ইব্রাহিম পুলকে পূর্ণ হইলেন। বৃদ্ধের সম্মুখীন হইয়া হস্তস্থিত পুস্তক উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহাকে চিত্রটী দেখাইয়া কহিলেন "সেখ!* তুমি কি জান, এই প্রতিমূর্ত্তি কাহার এবং ইহার প্রকৃত মূর্ত্তি অদ্যাবধি জীবিত আছেন কি না?" বৃদ্ধ কহিল "মহাশয়! ইহা যে কাহার চিত্র এবং প্রকৃত মূর্ত্তি অদ্যাবধি জীবিত আছেন কি না তাহা আমি জানিনা। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহা বোগ্দাদ্-নগরান্তর্গত এল্কার্খ নিবাসী আবুল্ কাসিম এস্ সান্দালানী নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক চিত্রিত ও স্থানে স্থানে প্রেরিত।" কুমার বৃদ্ধের মুখে এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমার দর্শন লাভ করিবেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতে করিতে শূন্যহৃদয়ে ভজনামন্দিরে গমন করিলেন। অতি কষ্টে কিয়ৎক্ষণ তথায় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে আসিয়া একটী উৎকৃষ্ট চামড়ার থলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক উহা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি এবং রজত কাঞ্চন মুদ্রা দ্বারা পূর্ণ করিয়া প্রিয়োদ্দেশে গমনার্থ অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাকাশ আরক্তিম রাগ ধারণ করিল। ভগবান্ অংশুমালী

* সেখ উপাধিমাত্র,—কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ বা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকে সেখ বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ আমাদের "আর্য্য" সম্বোধনের যে অর্থ ইহারও সেই অর্থ।

অস্তাচল-শিখরাধিরোহণ করিলেন। সুশীতল দক্ষিণ বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবাচর বিহঙ্গম কুল অব্যক্ত স্বরে চীৎকার করিতে করিতে স্ব স্ব নীড়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল। গোষ্ঠ হইতে গো-বৃন্দ গ্রামাভিমুখে ধাবমান হইল। কৃষকগণ সন্ধ্যাগমে কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত ও রজনী সমুপস্থিত।—সকলেই বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন, কিন্তু রাজকুমারের বিশ্রাম নাই—তিনি কি উপায়ে বাটী হইতে বহির্গত হইবেন তাহারই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কেবল তিমিরাম্বরা সেই ঘোরা তমিস্রার অতি গম্ভীরা ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গৃহ-বহির্গমনে সঙ্কুচিত হইতেছেন; তখন কি করেন অনন্যোপায় হইয়া অতি ক্ষুণ্ণমনে শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু রাজোপভোগ্য সেই দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যাও কণ্টক-শয্যা বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। পরক্ষণেই শয্যা অসহ্য হইয়া উঠিল। অগত্যা শয়নমন্দির পরিত্যাগ করিলেন। বহির্গমন পূর্ব্বক পাদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে যামিনীর গম্ভীর ভাব সন্দর্শন করিয়া এবং ঝিল্লীগণের রবে উদ্বেজিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে পুনরায় বিশ্রাম ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শয্যাশায়ী হইলেন। ইত্যবসরে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী রাজকুমারকে বিমনা ও একান্ত ব্যাকুল-চিত্ত সন্দর্শন করিয়া চিত্তোদ্বেগ বিদূরিত করণাভিলাষে তাঁহাকে স্বীয় উৎসঙ্গে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বকীয় ঐশী শক্তিদ্বারা তাঁহার চৈতন্য হরণ করিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সুষুপ্তি কোথায়? পরশ্রীকাতরা কুহকিনী বিমাতা স্বপ্নদেবী সপত্নীসুতের ঈদৃশ কুশলভাব অবলোকনে ঈর্ষাপরতন্ত্রা হইয়া, তদীয় শান্তি প্রতিরোধার্থে কুমারের পার্শ্বদেশে উপবেশনানন্তর বিমাতৃভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমধিক স্নেহ ও স্মিতমধুর বচনে কহিতে লাগিলেন "বৎস! যাহার অতুল রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট আলেখ্য সন্দর্শনে ইতিপূর্ব্বে একান্ত মুগ্ধ হইয়া সেই প্রকৃত মূর্ত্তি প্রাপ্তি লালসায় অধীর হইয়াছিলে, এক্ষণে তাহাকে একেবারে স্মৃতিপথাবস্থত করিয়া নিদ্রাভিভূত থাকা কি তোমার কর্ত্তব্য? যাহা হউক আমি তোমার দুঃখাপনোদনের জন্য বহু যত্নে ও বহ্বায়াসে সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রিয়তমা প্রেম-প্রতিমাকে আনয়ন

করিয়াছি, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ কর।" যুবক বিমাতার এবম্বিধ প্ররোচনা বাক্যে বিশ্বাস করতঃ জননীকে উপেক্ষা করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে বিমাতৃ-প্রদত্ত সেই কামিনীকে যেমন আলিঙ্গন করিতে যাইবেন অমনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন কেহই নিকটে নাই। পূর্ব্বে যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন এখনও সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া জগৎ শূন্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। উঃ! কন্দর্প দেবের কুসুমবাণের কি মহীয়সী শক্তি! উহার নিকট সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যুবক স্বপ্নাবস্থায় কামিনী-রূপ সন্দর্শন করতঃ স্মরশরাতুর হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অধীর হইলেন। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিলেন উষাকাল উপস্থিত। ভগবান্ হিমাংশুদেব তিরোহিতপ্রায়। চন্দ্রমার চরমাবস্থা সন্দর্শনে ভগবান্ সূর্য্যদেব সদর্পে অরুণ-পুরঃসর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। বৃক্ষোপরি বিহঙ্গনিচয় উষাদেবীর সম্ভাষণোচিত বৈতালিক গীতে বনোপবন সংঘোষিত করিতেছে। ইত্যবসরে কুমারও আস্তে ব্যস্তে শয্যাগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অর্থপূর্ণ চামড়ার থলিয়া গ্রহণ করিয়া বোগ্দাদ্ গমনোদ্দেশে অবিলম্বে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বোগ্দাদ্ তথা হইতে কোন্ দিকে বা কত দূরে তাহার কিছুই জানিতেন না। কি করিবেন কোথায় যাইবেন এই রূপ চিন্তা-ভারাক্রান্ত-চিত্তে গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে একদল সার্থবাহ কোলাহল করিয়া গমন করিতেছে দেখিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন বেদইয়ের* সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর নানা প্রকার কথোপকথনান্তে যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! বোগ্দাদ নগর এখান হইতে কতদূর? এবং কোন পথাবলম্বনেই বা গমন করিতে হয়? যদি আপনার বিদিত থাকে তবে অনুকম্পা পুরঃসর বলিয়া ও দেখাইয়া দিলে পরমুপকৃত ও চিরবাধিত হই।" যুবকের সুধাশিক্ত অমিয় বচন শ্রবণে বৃদ্ধ পরমাহ্লাদিত হইয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া কহিল "বৎস! এই দিক দিয়া বোগ্দাদ গমন করিতে হয়, এবং এখান

---

* বেদই—আরবদেশীয় মুসলমান জাতি বিশেষ।

হইতে বোগদাদ্ আনুমাণিক তুই মাসের পথ হইবে।” এতৎশ্রবণে যুবকের উদ্বেগসন্তপ্ত চিত্তক্ষেত্র পুলক-রসে আর্দ্র হইয়া গেল। তখন তিনি বৃদ্ধকে সাধুবাদ প্রদান করতঃ অতি বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন, “মহাত্মন্! যদি সদয়নেত্রে চাহিলেন, তবে অনুকম্পাপুরঃসর কোন উপায়ে বা স্বয়ং আমাকে তথায় উত্তীর্ণ করাইয়া দিন; আমি অঙ্গীকার করিতেছি আপনাকে এই অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বটী ও শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিব।” বৃদ্ধ ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও রাজকুমারকে অনুবর্ত্তী হইতে কহিলেন। রাজকুমার প্রস্তুত হইলে, উভয়ে সহজ ও সুপথ অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন। ক্রমে নানা দেশ, নগর, প্রান্তর, অরণ্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বোগদাদ নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরীর শোভা সন্দর্শন করিয়া কুমারের অন্তর আনন্দরসে বিগলিত হইতে লাগিল। রাজমার্গ অতি সুপ্রশস্ত, তাহার উভয় পার্শ্বে মনোহর তরু-শ্রেণী থাকায় অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। নানাবিধ আপণশ্রেণী উভয় পার্শ্বে পরিশোভিত হইয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। কুমার নগরীর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে স্থবিরবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “মহাশয়! এই কি বোগদাদ্ নগর?” বৃদ্ধ কহিল “হাঁ, এই বোগদাদ্; আমরা যে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়াছি তজ্জন্য পরমকারুণিক জগতীপতি জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি; এক্ষণে আপনার কোথায় গমন হইবে?” যুবক কহিলেন “আমি এলকার্থ যাইব।” বৃদ্ধ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া কহিল, “বৎস! ঐ এল্কার্থ রাজভবনের অত্যুচ্চ প্রাসাদ দেখা যাইতেছে; এক্ষণে বোধ হয় আপনি স্বয়ং গমন করিতে পারিবেন, অনুকম্পাপুরঃসর আমায় বিদায় দিলে পরিমুপকৃত হই; কারণ আমাকে ঠিক উহার বিপরীতাভিমুখে গমন করিতে হইবে।” যুবক তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকৃত সেই অশ্বটী ও শত সুবর্ণ-মুদ্রা তাহাকে প্রদান পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক অতীব প্রহৃষ্ট মনে সাধুবাদ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। রাজকুমারও স্বর্ণপূর্ণ থলিয়া হস্তে অভিলষিত স্থানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এল্কার্থ রাজমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে যুবক উভয় পার্শ্বে কারুকার্য্য-

বিনির্ম্মিত সুচারু হর্ম্ম্যপুঞ্জ; বিবিধ-পণ্য-পরিপূর্ণ বিপণী-শ্রেণী,—অনাথ ও নিঃসহায় ব্যক্তিগণের শরণভূত পান্থনিবাস, তপন-তাপ-তাপিত পিপাসা-পীড়িত পথিকগণের জলপানার্থ স্থানে স্থানে রক্ষিত কৃত্রিম সরিৎ প্রভৃতি তন্নগরের নানাবিধ অনুপম শোভা নয়নগোচর করিতে লাগিলেন; এবং পরিশেষে এক অতি সঙ্কীর্ণ পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিঁয়দ্দূর গমন করিয়া অদূরে একটী তুষার-ধবল পরম মনোহর অত্যুচ্চ প্রাসাদ সন্দর্শনে তাহার তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দ্বার অর্গল-বিনির্ম্মুক্ত এবং তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটী প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুসজ্জিত মাস্তাবা * রহিয়াছে। ঐ মাস্তাবাদ্বয়ের একটীতে বহুমূল্য পরিচ্ছদধারী গৌর-কান্তি এক প্রশান্ত-মূর্ত্তি পুরুষ চন্দ্র-মরীচি-সন্নিভ শুভ্রাম্বর-পরিহিত পাঁচ জন ক্রীতদাস-পরিবেষ্টিত হইয়া মণিমাণিক্যাদি-খচিত দিব্যাসনে আসীন রহিয়াছেন। যুবক সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে যথোচিত বিনয়াভিবাদন করিলেন। উপবিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক আসনপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে এবং কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনার আকৃতি দর্শনে, আপনি যে কোন সৎকুলোদ্ভব মহাপুরুষ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।" এতৎশ্রবণে রাজকুমার কহিলেন "আর্য্য! আমি বিদেশী, কার্য্য বিশেষের অনুরোধে এখানে আসিয়াছি। দিবা অবসানপ্রায়, এক্ষণে কোথায় থাকি, কি করি, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। অনুকম্পা পুরঃসর যদ্যপি অবস্থান-স্থান প্রদান করেন কিম্বা কোথাও দর্শাইয়া দেন তাহা হইলে যৎপরোনাস্তি বাধিত ও উপকৃত হই।" যুবকের এতাদৃশ বিনীত বচন শুনিয়া তিনি কহিলেন "যত দিন ইচ্ছা, তুমি আমার এই আবাস মধ্যস্থ যে কোন গৃহে বাস করিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া একজন ক্রীতদাসীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "গাজেলে! শীঘ্র একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত করিয়া বিবিধ রম্য বিলাসদ্রব্যে সুসজ্জীভূত এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া যুবককে তথায় লইয়া যাও।"

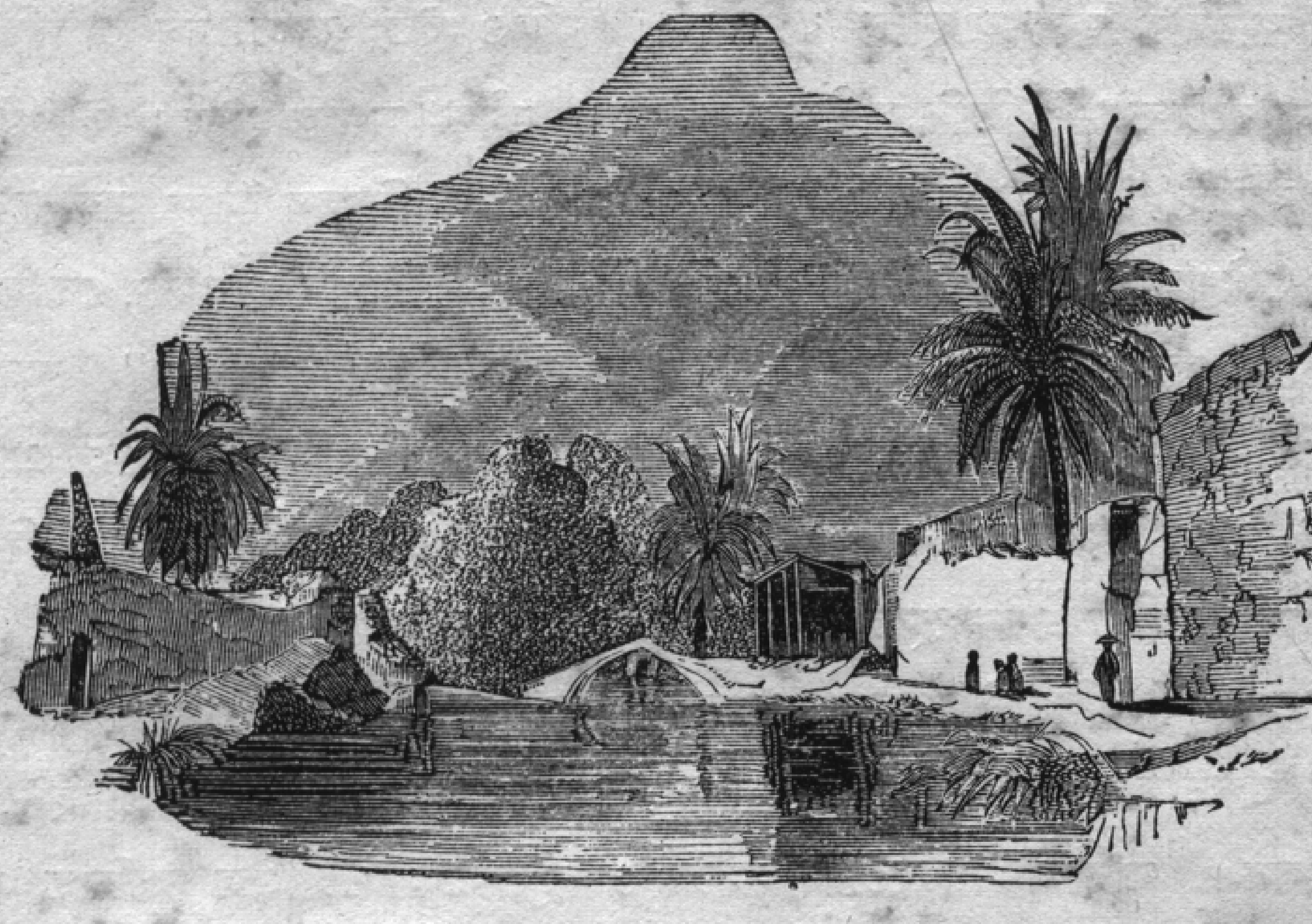
---

* মাস্তাবা—দেশীয় চলিত ভাষায় রোয়াক।

দাসী তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া প্রভুকে সংবাদ প্রদান করিল। তিনি স্বয়ং যুবককে সঙ্গে করিয়া সেই গৃহে লইয়া গেলেন। যুবক গৃহ প্রাপ্তে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন "আর্য্য এই প্রকোষ্ঠের ভাড়া কত?" তিনি কুর্ণে হস্তাবরণ পূর্ব্বক কহিলেন "যুবক! যতদিন ইচ্ছা বিনা করে তুমি এস্থানে অবস্থান করিতে পার।" রাজকুমার নবপরিচিতের এতাদৃশ সৌজন্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সেখ একজন ক্রীতদাসীকে আহ্বান করিয়া অক্ষক্রীড়ার সমস্ত উপকরণ আনিতে আদেশ করিলেন। সূর্য্য-কান্তি-সম-প্রভা বালিকা তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলে, একটী সুকান্তি ক্রীতদাস যথারীতি ছক পাতিয়া দিল। সেখ বলিলেন "আইস যুবক! ক্ষণকাল ক্রীড়া করা যাউক।" ইব্রাহিম নবপরিচিতের আমন্ত্রণে অস্বীকৃত হইলেন না। ক্রীড়া আরম্ভ হইল; কুমার প্রতিবারেই জয়ী হইতে লাগিলেন। নবপরিচিত তাঁহার ক্রীড়াকৌশল দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন "যুবক! তুমি অতি চমৎকার ক্রীড়া কর, যথার্থই তুমি সর্ব্বগুণে গুণাকর। আমি জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি সমগ্র বোগদাদ প্রদেশে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে সে আমায় অক্ষ-ক্রীড়ায় পরাস্ত করে, কিন্তু অদ্য তোমার নিকটে পরাজিত হইলাম।"

ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক গৃহটী সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত, এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে পর, সেখ ইব্রাহিমের হস্তে গৃহের কুঞ্চিকা প্রদান করিয়া বলিলেন "আপনি কি একবার আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করিবেন না? যদি আপত্তি না থাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, অদ্য আমার সহিত আপনাকে আহার করিতে হইবে।" নবপরিচিতের শিষ্টাচারে কুমার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সেখ তাঁহাকে সাদরে নিজ আবাসে লইয়া গেলেন। ইব্রাহিম নবপরিচিতের আবাসমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গৃহগুলি অতি বিচিত্র স্বর্ণময় কারুকার্য্যে খচিত ও নানা রূপ চিত্রে সুশোভিত। চতুর্দ্দিকে মনোহর বহুমূল্য দ্রব্যজাত বর্ণনাতীত শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও মণিময় বাদ্য যন্ত্র; কোথাও মনোহর ক্রীড়োপকরণ; কোথাও বা বহুমূল্য-রত্ন-খচিত শয্যা; চতুর্দ্দিকে যেন অমরপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত।



কুমার বিস্মিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেখ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া ভৃত্যদিগকে খাদ্যদ্রব্যাদি আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরিচারকগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র এল্‌জিমেনান্তর্গত সানা প্রদেশবাসী পারদর্শী-শিল্পী-বিনির্ম্মিত একটী মনোহর মেজ স্থাপন করিয়া তদুপরি বিবিধ স্বাদু আহারীয় সাজাইয়া দিল। উভয়ে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সপরিতোষে ভোজন সমাপ্ত হইলে কুমার হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নবপরিচিতের ঐশ্বর্য্য বিভব দর্শন করিতে লাগিলেন। নয়নতৃপ্তিকর শিল্পনৈপুণ্য তাঁহার মন হরণ করিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সহসা মনে পড়িল—স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ চর্ম্মাধারটী কোথায় রাখিয়াছেন; নিজ বস্ত্রমধ্যে দেখিলেন নাই, চতুর্দ্দিক খুঁজিয়া দেখিলেন তথাপি থলিটী পাইলেন না। আপনা আপনি বলিলেন "একি, দুই টাকা মূল্যের দ্রব্য আহার করিয়া ত্রিংশৎ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী হারাইলাম!—সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা নাই!" চর্ম্মাধারটী ভ্রমণের একমাত্র সম্বল, অভিলষিত লাভের সেই একমাত্র উপায়। সুতরাং কুমার এককালে বিমনা ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িলেন।

সেথ পুনরায় অক্ষক্রীড়ার উপকরণ সকল আনয়ন করাইয়া কুমারকে ক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। যদিও ইব্রাহিমের মন প্রকৃতিস্থ ছিল না বটে তথাপি তিনি অস্বীকৃত নহেন। ক্রীড়া আরম্ভ হইল। ইব্রাহিম প্রথম বারেই পরাজিত হইয়া ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন "সাধু, মহাশয়ের ক্রীড়া-কৌশল অতি চমৎকার!" সেথ জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক, তোমায় এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?—বিশেষ কিছু কারণ ঘটিয়াছে কি?" কুমার মৃদুস্বরে বলিলেন "আমার ইচ্ছা,—আমার অর্থপূর্ণ থলিয়াটী পুনঃ প্রাপ্ত হই।" সেথ ঈষৎ হাস্য করতঃ তৎক্ষণাৎ স্বর্ণপূর্ণ চর্ম্মাধারটী আনিয়া দিয়া কহিলেন "কেমন এখন পুনরায় ক্রীড়া করিতে বাধা নাই?"

ইব্রাহিম থলিয়াটী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত-হৃদয়ে পুনরায় সঙ্গীর সহিত ক্রীড়াসক্ত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সেথ বারম্বার পরাজিত হইতে লাগিলেন। নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও কুমারকে পরাজিত করিতে না পারিয়া বলিলেন "যুবক তুমি অক্ষক্রীড়ায় আমাহইতে যথার্থই শ্রেষ্ঠ,—যতক্ষণ তোমার হৃদয়ে উদ্বেগ ছিল ততক্ষণ আমি জয়লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে উদ্বেগ দূর হইবা মাত্রেই বারম্বার পরাজিত হইলাম,—যাহা হউক তোমার ক্রীড়া-কৌশল দর্শনে আজি হৃদয়ে অতুল উল্লাসের উদয় হইল। এখন বল তোমার নিবাস কোথায়?"

ইব্রাহিম বলিলেন "মিসর* দেশে আমার বাসস্থান।"

সেথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বোগ্দাদ্ নগরে আগমনের প্রয়োজন কি?" কুমার সেই পুস্তক-মধ্যস্থ চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়া নম্রভাবে বলিলেন "চাচা, আমি মিসর দেশাধিপতি এল্‌থাসিবের পুত্র। একদিন আমি একজন পুস্তকবিক্রেতার নিকট এই চিত্রখানি দর্শন করিলাম, চিত্রিত রমণীর রমণীয় কান্তি আমার মন হরণ করিল। পুস্তকবিক্রেতাকে চিত্রের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "বোগ্দাদ্ নগরের অন্তঃপাতী এল্‌কার্থবাসী আবুল্ কাসিম এস্ সান্দালানী নামক এক ব্যক্তি চিত্র করিয়াছেন।" আমি এইমাত্র সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াই গোপনে একাকী সেই চিত্রকরের অনুসন্ধানে

* মিসর—ইজিপ্টদেশ।

আসিয়াছি। এখন যদি আপনি অনুকম্পাপুরঃসর তিনি কোথায় থাকেন দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিত্রের প্রকৃত মূর্ত্তি কে, এবং কেনই বা তাঁহার মূর্ত্তি চিত্রিত করা হইল, জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হই,—তিনি তজ্জন্য আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন আমি তাহাই প্রদান করিব।"

সেখ কুমারের বচন শ্রবণে বিস্মিতভাবে বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! জগদীশ্বরের কি মহীয়সী শক্তি! বৎস, তুমি যাহাকে অনুসন্ধান করিতেছ, জগদীশ্বর তাহারই নিকটে তোমাকে আনিয়া দিয়াছেন।—আমারই নাম আবুল্ কাসিম এস্ সান্দালানী।"

কুমার, সেখের বাক্য শেষ হইবামাত্রই উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার শিরঃ ও কর-প্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন "সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দোহাই—মহাশয়! বলিয়া দিন এ চিত্রটী কাহার?"

"বলিতেছি" সান্দালিনী এই কথা বলিয়াই পার্শ্বস্থ আর একটী গৃহ হইতে কুমারের হস্তস্থিত পুস্তকখানির ন্যায় আরও কতকগুলি পুস্তক আনিয়া বলিলেন "দেখুন এই সকল পুস্তকমধ্যেও ঐরূপ চিত্র চিত্রিত আছে; এগুলিও আমি চিত্রিত করিয়াছি। চিত্রটী আমার খুল্লতাত-পুত্রী জেমিলের প্রতিরূপ। আমার খুল্লতাতের নাম আবুল্ লেস, তিনি এল্ বস্রা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা; বস্রা প্রদেশেই তাঁহার নিবাস। জেমিলে রূপে গুণে অদ্বিতীয়া, এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহার বিমল বদনশ্রীর কতক-পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু হইলে কি হয়, সে পুরুষজাতির একান্ত বিপক্ষ। আমি সেই পরুষ-প্রকৃতি রমণীকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম; এমন কি আমি এল্‌বস্রাপ্রদেশে গিয়া খুল্লতাতকে এবিষয়ে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, পণস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেও উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। প্রত্যুত যখন জেমিলে জানিতে পারিল যে আমি তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে তথায় গিয়াছি, তখন বলিয়া পাঠাইল যে 'যদি তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। নতুবা জানিবে নিশ্চয়ই তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে। তোমাকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিতেছি, যদি না শুন তোমার হত্যার পাপ তোমারই উপর নিপতিত হইবে।' কাজেই আমাকে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে

হইল। যদি জেমিলের চিত্র তোমার ন্যায় কোন অলোকসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্ন যুবকের নয়নগোচর করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি মুগ্ধ হইয়া পাণিগ্রহণাভিলাষে তাহার নিকট গমন করিবেন, অতুল রূপ লাবণ্য দর্শনে তাহারও গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। যুবক! এই বিবেচনা করিয়াই আমি এই সকল পুস্তকে তাহার মোহিনী মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়াছিলাম।"

সান্দালানীর বাক্য শেষ হইল। ইব্রাহিম সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিমর্ষভাবে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সান্দালানী পুনরায় বলিলেন "বৎস! তুমি জেমিলে-লাভের প্রকৃত পাত্র, তোমার ন্যায় রূপবান্ আমি কোথাও দৃষ্টিগোচর করি নাই। ভরসা করি, জেমিলে যদি তোমায় একবারমাত্রও দর্শন করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যদি তুমি রমণীরত্নটী লাভ করিতে পার তাহা হইলে আমায় একবার, অন্ততঃ দূর হইতেও দেখাইবে, আমি তাহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দর্শনে একবার নয়ন চরিতার্থ করিব।"

ইব্রাহিম স্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন "যত দিন বস্রাভিমুখে যাত্রা না করা হয় আমার আবাসেই অবস্থান কর।" কুমার বলিলেন "আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, অনুরাগ-বহ্নি আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। আর এক পল মাত্র বিলম্বও আমার সহ্য হয় না।" সেখ বলিলেন "ভাল, বস্রা-যাত্রারই আয়োজন করিয়া দিতেছি, কিন্তু এই আয়োজন করিতে পূর্ণ তিন দিবস লাগিবে; এই তিন দিন আমার আলয়েই থাক।"

দেখিতে দেখিতে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইয়া গেল। সান্দালানী একখানি নৌকা প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাতে সুসজ্জিত করিয়া রাজকুমারকে বলিলেন "যুবক! সমস্ত প্রস্তুত, এখন যাত্রা কর। নাবিকগণ আমার বেতন-ভুক্ ভৃত্য, অনুমতি মাত্রেই ইহারা তোমার আজ্ঞা পালন করিবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে দিয়াছি, তাহা প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত হইবে। যতদিন তুমি নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত না হও ততদিন নাবিকদিগকে তোমার বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করিতে বলিয়া দিলাম।—তবে যাত্রা কর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" কুমার তরণী আরোহণ করিলেন।

তরণী বস্রা প্রদেশে উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম তীরে উত্তীর্ণ হইয়া বহিত্র-বাহকদিগকে শত স্বুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহারা তাঁহার পারিতোষিক গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "মহাশয়, আমরা প্রভুর নিকট যথারীতি বেতন পাইয়া থাকি।" কুমার বলিলেন "ভালইত হানি কি—তোমাদের পারিতোষিক দিলাম, আমিত আর এবিষয় তোমাদের প্রভুর নিকট বলিতে যাইতেছি না।" নাবিকগণ কুমারের কথায় নিঃশঙ্ক হইয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করতঃ সানন্দে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। ইব্রাহিম এল্-বস্রার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বণিকগণের আবাস কোথায়?" তাহারা বলিল "হাম্দান নামক অট্টালিকায় সাধুদিগের বাস।"

কুমার একজন নাবিকের সহিত অনুসন্ধান করিতে করিতে হাম্দানে উপস্থিত হইয়া তাহার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন "চাচা তোমার এই অট্টালিকার মধ্যে আমায় একটী সুসজ্জিত গৃহ দিতে পার?"

"আজ্ঞা হাঁ" বৃদ্ধ রক্ষক এই কথা বলিয়া একটী মনোহর স্বুবর্ণখচিত গৃহ দেখাইয়া বলিল "যুবক! এইটীই আপনার বাসের উপযুক্ত গৃহ।"

যুবক তাহাকে দুইটী স্বুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন "তুমি ঘর দিলে বলিয়া ইহা তোমার পুরস্কার*।" দ্বাররক্ষক মোহর দুইটী লইয়া যুবকের মঙ্গলোদ্দেশে প্রার্থনা করিল। যুবক সমভিব্যাহারী নাবিককে নৌকায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষক বলিল "প্রভো! আপনার শুভাগমনে আমাদের সুখের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" যুবক দ্বাররক্ষককে একটী মোহর দিয়া বলিলেন "আমাদের জন্য রুটী, মাংস, মিষ্টান্ন এবং সুরা ক্রয় করিয়া আন।" দ্বাররক্ষক মুদ্রা লইয়া বাজারে গমন করিল।

দ্বারপাল দশ মুদ্রা মূল্যে আদেশমত সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়া অবশিষ্ট টাকা ইব্রাহিমকে ফিরাইয়া দিল। তিনি তাহা পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়া

---

* ঘর কিম্বা বাটী ভাড়া করিলে এরূপ কিঞ্চিৎ দিতে হয়। আরব দেশে এ নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে। ইহাকে "হুল্‌বান এল্‌-মিফ্‌তা" কহে।

বলিলেন "তুমি ইহা নিজে খরচ করিও।" দ্বাররক্ষকের আনন্দের সীমা রহিল না।—যুবক একখানি রুটী ও কিঞ্চিন্মাত্র সুমিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, অবশিষ্ট তাহাকে বাসায় লইয়া যাইতে বলিলেন। দ্বাররক্ষক সানন্দে সেগুলি বাসায় লইয়া গিয়া সহবাসীদিগকে বলিল, "অদ্য যে যুবক আমাদের নিকটে বাসা লইয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা বদান্যবর এজগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী মানবও ধরাধামে নাই। যদি তিনি কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে আমাদের আর সম্পদের পরিসীমা থাকিবে না।"

দ্বাররক্ষক নিজগৃহে সমস্ত রাখিয়া ইব্রাহিমের সকাশে গমন করিল। দেখিল তিনি রোদন করিতেছেন। সে যুবকের পদতলে উপবেশন করিল, এবং তাঁহার চরণযুগল আস্তে আস্তে মর্দ্দন করতঃ চুম্বন করিয়া বলিল "প্রভো! আপনি কেন রোদন করিতেছেন? জগদীশ্বর করুন আপনাকে যেন কোন কালে রোদন করিতে না হয়।" যুবক বলিলেন "চাচা আমি অদ্য রাত্রিতে তোমার সঙ্গে একত্রে পান করিতে ইচ্ছা করি।" দ্বাররক্ষক বলিল "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" যুবক তাহাকে পাঁচটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন "তুমি এই অর্থ দিয়া আমাদের নিমিত্তে ফল ও সুরা ক্রয় করিয়া আন।" আর পাচটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন "এই অর্থ দ্বারা আমাদের জন্য শুষ্ক ফল, সুরভিদ্রব্য, পাঁচটী হৃষ্ট পুষ্ট কুক্কুট এবং আমার জন্য একটী বীণাযন্ত্র লইয়া আসিবে।" দ্বাররক্ষক যুবকের আদেশানুরূপ দ্রব্যসমস্ত আনয়ন করিয়া আপনার পত্নীকে বলিল "প্রিয়ে! এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা অতি উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত কর, সুরা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া রাখ, দেখ যেন যত্নের কিছু ক্রুটী না হয়; যাঁহার জন্য এ সমস্ত প্রস্তুত করিবে সেই দয়ালু যুবকের বদান্যতায় আমরা সকলেই বশীভূত হইয়াছি। দ্বাররক্ষকের পত্নী, পতির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে আপনার শিক্ষা ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। সমস্ত প্রস্তুত হইলে রক্ষী দ্রব্যসামগ্রীগুলি লইয়া সুলতান-পুত্র ইব্রাহিমের নিকট গমন করিল। উভয়েরই পান ভোজন সমাধা হইল, উভয়েই পুলকিত; আনন্দের সীমা নাই, সুরার সুধারস উভয়েরই চিত্ত উল্লাসিত করিয়াছে, কিন্তু এ উল্লাস অধিক্ষণ রহিল না। যুবকের মনের

ভাবান্তর হইল, তাঁহার নেত্র বাষ্পাকুল হইল, তিনি করুণস্বরে এই কবিতাটী পাঠ করিলেন।—

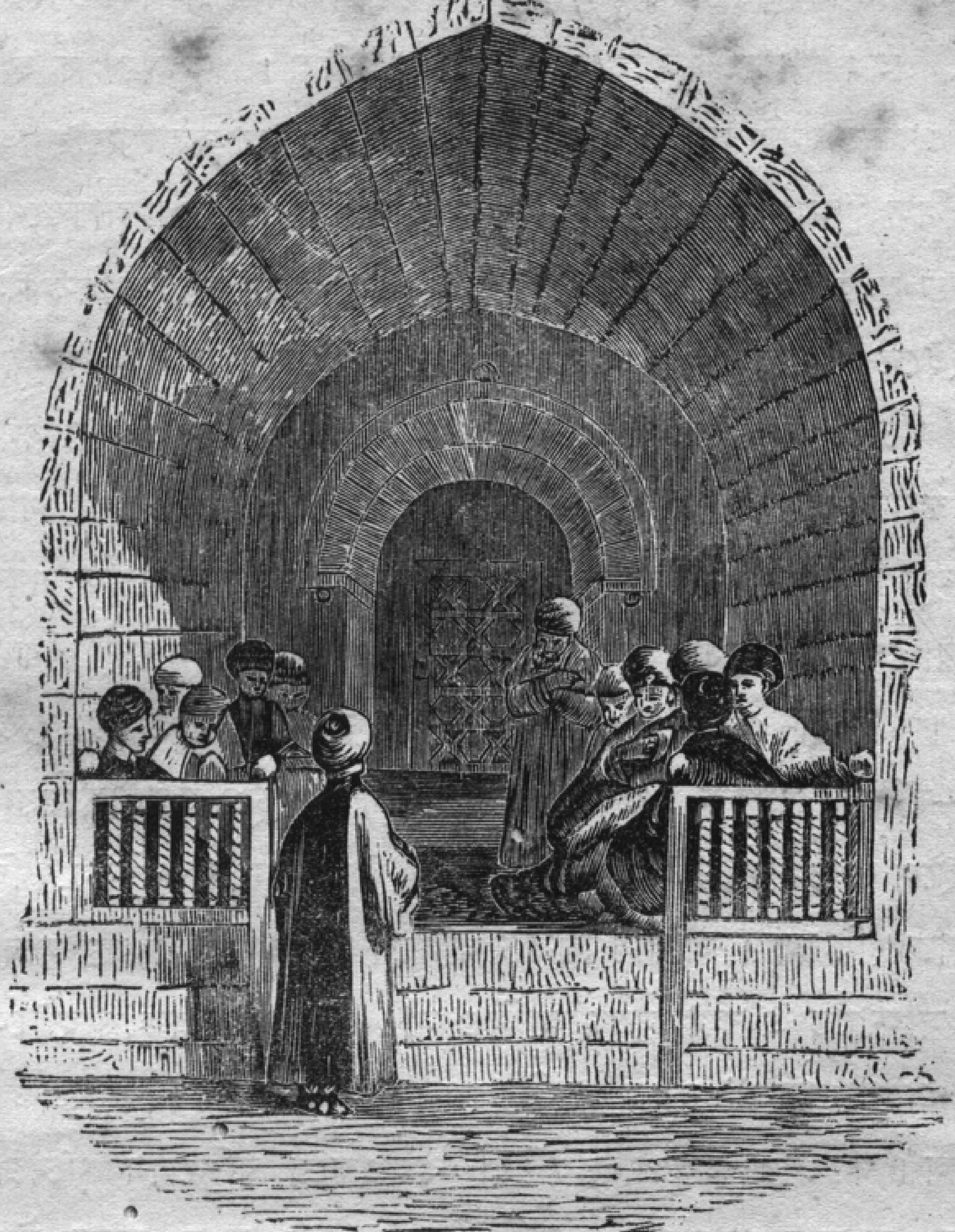
প্রিয়জন রে! তোমারে লভিব কেমনে?
যদি পাই তোমাধনে, নাহি চাহি অন্য ধনে;
প্রাণ করি তুচ্ছ মনে, তোমার বিহনে।
তোমার মিলন তরে, দিব প্রাণ অকাতরে;
ভুবন তাহারি করে, মিলাবে যে প্রিয়জনে।
স্বর্গ সুখ নাহি চাই, ইদেনেতে * কাজ নাই;
ভালবাসা ধনে পাই, সদা এই সাধ মনে।

সমগ্র কবিতাটী মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই যুবকের হৃদয় স্তম্ভিত হইল, নিশ্বাস বেগে বহিতে লাগিল, তিনি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলেন,— যুবক মূর্চ্ছিত ও ধরাশায়ী! দ্বাররক্ষক চিন্তায় আকুল, ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়। ক্ষণকাল পরে যুবকের চেতনা পুনরাবৃত্ত হইলে দ্বাররক্ষক বলিল, "প্রভো! কি কারণে আপনি রোদন করিতেছেন? আপনি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কবিতা পাঠ করিলেন সে রমণীই বা কে?—সে যেই হউক না কেন, বোধ হয়, রূপলাবণ্যে আপনার চরণরেণুরও সদৃশ হইবে না।" যুবক ভূমিশয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। বস্ত্রাবৃত কতকগুলি সুন্দরতম বহুমূল্য রমণী-পরিচ্ছদ দ্বার-রক্ষকের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন "তুমি এই পরিচ্ছদগুলি অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাও।" দ্বাররক্ষক সেই রমণীয় পরিচ্ছদগুলি লইয়া গিয়া পত্নীর হস্তে প্রদান করিলে, রক্ষকপত্নী পতির সহিত যুবকের নিকট গমন করিল।— যুবক তখনও রোদন করিতেছেন, নেত্র বাষ্পাকুল। রমণী মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আর ক্রন্দন করিবেন না, আপনার রোদন দেখিলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বলুন কোন্ সুন্দরী নারীর জন্য আপনার মন আকুলিত হইয়াছে? আপনি কোন্ রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী? দুই চারি দিবসের মধ্যেই

* ইদেন উদ্যান (Garden of Eden)

সে আপনার দাসী হইয়া থাকিবে।" যুবক দ্বাররক্ষককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্র! আমি মিসরাধিপতি এল্‌খাসিবের পুত্র। আবুল্ লেয়াসের দুহিতা জেমিলে সুন্দরীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া দ্বাররক্ষকের পত্নী ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে বলিয়া উঠিল, "আল্লা আল্লা! সাবধান! সাবধান! একথা আর মুখে আনিবেন না। জানি কি—গৃহভিত্তিরও কর্ণ আছে—যদি কেহ একথা শ্রবণ করে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! আমাদের জীবন শেষ! জেমিলের মত উগ্রস্বভাবা রমণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়া নাই। পুরুষের নাম শ্রবণ করিলে তাহার হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে। পুরুষজাতি তাহার চক্ষুর শূল, হৃদয়ের কণ্টক। বৎস তুমি জেমিলের চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। এসংসারে কত শত অলোকসামান্যা সুন্দরী রমণী আছে, তাহাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় আদেশ কর, সে তোমার চরণের দাসী হইবে।"—এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবকের শোকাবেগ দ্বিগুণতর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, নয়নাশ্রু দ্বিগুণবেগে বিগলিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দ্বাররক্ষকের সরল চিত্ত প্রগাঢ় করুণরসে আর্দ্র হইল, বলিল "বদান্যবর! জীবন ভিন্ন আমার আর কোন সম্পত্তি নাই, সহায়ও নাই। আমার চিত্ত, ভক্তি ও স্নেহে আপনার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে। আপনার উপকারের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আপনার আশা যাহাতে ফলবতী হয়, অভিলাষ যাহাতে পূর্ণ হয়, দুর্ল্লভজন-অনুরাগ যাহাতে সফল হয়, প্রাণপণে তাহার উপায় করিব।" অনন্তর দ্বাররক্ষক ও তাহার পত্নী বিদায় হইল।—রজনী প্রভাত হইলে, অঙ্গ-প্রক্ষালণানন্তর ইব্রাহিম রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। দ্বাররক্ষক পত্নীর সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "প্রতিপালকবর! এই নগরে একজন-কুব্জ দরজী আছে, সে জেমিলের বেতনভুক্। আপনি তাহার নিকট গমন করুন এবং সমস্ত বিবরণ তাহাকে বিদিত করুন। বোধ হয় সে ব্যক্তি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির কোন উপায় করিতে পারিবে।"

দ্বাররক্ষেকের কথা শুনিয়া যুবক কুব্জ দরজীর দোকানে গমন করিলেন। দেখিলেন দরজী দশ জন চন্দ্রকান্তি শ্বেত দাসে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। যুবক তাহাদিকে নমস্কার করিলেন, তাহারাও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিল।



ইব্রাহিম স্থচিজীবীকে বলিলেন "চাচা, আমার অঙ্গরাখার জেবটী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শেলাই করিয়া দিতে পার?" কুব্জ একটী স্থচির ছিদ্রে রেশমী স্থতা পরাইয়া ছিন্ন জেবটী শেলাই করিয়া দিল। কুমার তাহাকে পাঁচটী মোহর প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। দরজী সামান্য পরিশ্রমে এত অধিক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং আপনা আপনি বলিল "যুবকের আমি এত কি করিলাম, যে তিনি আমাকে পাঁচ মোহর প্রদান করিলেন।" কুমারের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ বদান্যতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্থচিজীবীর সে দিন-যামিনী অতিবাহিত হইল।

ইব্রাহিম পরদিন প্রত্যূষে পুনরায় স্থচিজীবীর দোকানে গমন করিলেন। কুব্জ সাদরে আসন প্রদান করিল। যুবক উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন "চাচা,

জেবটী আবার ছিঁড়িয়া গিয়াছে পুনরায় শেলাই করিয়া দিতে হইবে।” সে তৎক্ষণাৎ অঙ্গরাখার পুনঃসংস্কার করিয়া দিল। কুমার তাহাকে দশটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। কুব্জ তাঁহার অসাধারণ বদান্যতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল “আল্লার দোহাই—যুবক! আপনার এরূপ আচরণের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে। একটী জেব শেলাইয়ের পারিশ্রমিক কখনই এত অধিক হইতে পারে না। আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় কি বলুন।” যুবক বলিলেন “চাচা, আমার বিবরণ অতি অদ্ভুত। কিন্তু এ, সে সমস্ত বর্ণনের উপযুক্ত স্থান নহে।” “যদি এখানে বলিবার কোন বাধা থাকে নিভৃত স্থানে চলুন।” সূচিজীবী এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পার্শ্বস্থ একটী নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেল। কুমার তাহার নিকট নিজ বিবরণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন। তিনি জেমিলের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন শুনিয়া কুব্জ শিহরিয়া উঠিল।—বলিল “যুবক, যদি তোমার মনে একটুও জগদীশ্বরের ভয় থাকে তাহা হইলে এ দুরাশা হইতে নিবৃত্ত হও, যাঁহার নাম করিলে, তিনি পুরুষ-জাতির দারুণ বিপক্ষ। আমার নিকট বলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাবধান! আর কাহারও সাক্ষাতে এ কথা মুখে আনিও না,—একথা প্রকাশ হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রাণসংশয়।” যুবক শুনিলেন।—তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। দরজীর বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া করুণস্বরে বলিলেন “চাচা! আমায় রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায়! তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। আমি যাহার জন্য রাজ্য—পিতা-পিতামহের রাজ্য—ত্যাগ করিয়া একাকী দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি,—চাচা, আমি যে আর তাহার বিরহ সহ্য করিতে পারি না।”

ইব্রাহিমের করুণ বিলাপ বাক্যে সূচিজীবীর হৃদয় গলিয়া গেল,—বলিল “বৎস, আমার আর কি আছে যে তদ্দ্বারা তোমার হিতসাধন করি,—এক-মাত্র প্রাণ—তাহাও তোমার জন্য পণ করিলাম। প্রাণ দিয়াও যদি তোমায় সুখী করিতে পারি—করিব। ভাল, কল্য আসিও তোমায় কোন সদুপায় বলিয়া দিব।” দরজীর সান্ত্বনাবাক্যে হৃদয় কতক স্থির হইল, কুমার হামদানে প্রত্যাগমন করিয়া দ্বারপালের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। দ্বার-রক্ষক সমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত হইল।

পরদিন প্রাতে ইব্রাহিম বহুমূল্য বসন ভূষণে শোভিত হইয়া পুনরায় স্থচিজীবীর নিকট গমন করিলেন। পরস্পর অভিবাদন প্রত্যভিবাদনান্তে দরজী আসন প্রদান করিলে তিনি বলিলেন "চাচা, স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" কুব্জ বলিল "বৎস! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, যাও শীঘ্র তিনটী হৃষ্ট পুষ্ট কুক্কুট, কিঞ্চিৎ মিছরি ও পাত্রপূর্ণ স্থরা ক্রয় করিয়া একটী ক্ষুদ্র থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া রাখ। কল্য প্রাতঃকালীন নমাজের পর একটী মাত্র নাবিক-বিশিষ্ট* একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাড়া করিয়া নাবিককে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতে বলিবে। নাবিক দেড় ক্রোশের অধিক যাইতে চাহিবে না; তুমি তাহাকে প্রথমতঃ দেড় ক্রোশই লইয়া যাইতে বলিবে। পরে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া আরও অধিকদূর লইয়া যাইবে। এইরূপে কিয়দ্দূর নৌকা বাহিয়া গেলে একটী উদ্যান দেখিতে পাইবে। সেই বিলাসকাননটী জেমিলের। তুমি সেইখানে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারদেশে একটী বিচিত্র আসনের উপর আমার ন্যায় অপর একজন কুব্জকে দেখিতে পাইবে। তাহার নিকট নিজ বিবরণ বর্ণন করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে। তিনিই উদ্যানের রক্ষক; তিনি যদি দয়া করেন তাহা হইলে তোমায়, অন্ততঃ দূর হইতেও, একবার জেমিলের অতুল রূপরাশি দেখাইতে পারিবেন। বৎস, আমার এই পর্য্যন্ত ক্ষমতা। উদ্যানপালকের হৃদয় যদি তোমার দুঃখে দয়ার্দ্র হয় তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা নিশ্চয় জানিবে আমরা উভয়েই প্রাণ হারাইলাম। যুবক! এখন সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের কৃপায় সমস্ত নির্ভর কর, তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।" ইব্রাহিম স্থচিজীবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ আবাসে আসিয়া আদেশানুরূপ দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

কুমার পরদিন অতি প্রত্যূষে খাদ্যপূর্ণ থলিটী সঙ্গে লইয়া প্রিয়-লাভ-বাসনায় যাত্রা করিলেন। নগর অতিক্রম করতঃ টাইগ্রীস নদীর তীরে আসিয়া দেখিলেন একখানি ক্ষুদ্র নৌকার উপর এক জন নাবিক নিদ্রিত রহিয়াছে। যুবক তাহাকে জাগ্রত করতঃ দশটী মোহর প্রদান করিয়া কহিলেন "আমাকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া চল।" নাবিক কহিল "সাহেব! আমি দক্ষিণ মুখে

* অধিক নাবিক থাকিলে ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা।

দেড় ক্রোশের অধিক আর এক তিলও যাইতে পারিব না; যদি যাই নিশ্চয়ই আমরা প্রাণ হারাইব।" "ভাল, যত দূর পার তত দূরই লইয়া যাও" এই কথা বলিয়া ইব্রাহিম নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিক দাঁড় বাহিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে নৌকা উদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইলে নাবিক বলিল "মহাশয়, এই পর্য্যন্তই আমার সীমা—আমি আর অধিক দূর যাইতে পারি না। যদি সীমা অতিক্রম করি তাহা হইলে আমাদের উভয়কেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" কুমার তাহাকে আর দশটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন "ভয় কি, আর একটু অগ্রসর হও।" নাবিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যেই সে চিন্তা অর্থপ্রাপ্তি-লালসার নিকট পরাজিত হইয়া গেল। নাবিক পুনরায় বহিত্র বাহিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি উদ্যানের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। যুবক তীর-বেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তটভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, নৌকাবাহকও প্রাণভয়ে সবলে বহিত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে পলায়ন করিল।

ইব্রাহিম নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া উদ্যানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুব্জ-সূচিজীবী-বর্ণিত সমস্ত পদার্থই একে একে তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। দেখিলেন উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, দ্বারের নিকটেই একখানি গজদন্ত-নির্ম্মিত আসনের উপর একজন প্রশান্তমূর্ত্তি কুব্জ উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার মনোহর সুবর্ণখচিত বসনভূষণের আভা এবং হস্তস্থিত রৌপ্যদণ্ডের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ পরস্পর মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। যুবক দ্রুতপদে নিকটে গিয়া বিনম্র-ভাবে দ্বারপালকের করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। দ্বারপাল হঠাৎ যুবককে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?—কোথা হইতে আসিতেছ?—কেই বা তোমাকে এখানে আনিল?"

"চাচা আমি বিদেশী—আমি এখানকার কিছুই জানি না" ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন। কুমারের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে পূর্ব্বেই কুব্জের স্নেহের উদ্রেক হইয়াছিল, এখন তাঁহার সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় হইতে বারিধারা নিপতিত হইতে দেখিয়া হৃদয় এককালে গলিয়া

গেল। কুমারকে নিজপার্শ্বে বসাইয়া বলিল "বৎস! ভয় কি, তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। যদি তুমি ঋণী হও জগদীশ্বর তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন, যদি কাহার ভয়ে ভীত হইয়া থাক, সর্ব্বভয়তারক পরমেশ্বর তোমার ভয়দূর করিবেন।" যুবক বলিলেন "চাচা আমি ভীতও নহি আমার ঋণও নাই—জগদীশ্বরের কৃপায় আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে।" কুব্জ জিজ্ঞাসা করিল "বৎস, তবে কি? তবে কেন এরূপ আলোকসামান্য রূপলাবণ্য ও জীবনের প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া এই মারাত্মক স্থানে উপস্থিত হইয়াছ?" ইব্রাহিম আনুপূর্ব্বিক নিজ বিবরণ বর্ণন করিলেন। কুব্জ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিমর্ষভাবে অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইলে দ্বারপাল জিজ্ঞাসা করিল "কুব্জ দরজীই কি তোমায় আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।" যুবক উত্তর করিলেন "হাঁ, তিনিই আমাকে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন।" কুব্জ মৃদুস্বরে বলিল "তিনি আমার সহোদর। বৎস! তোমায় দেখিয়া যদি আমার এত স্নেহের উদ্রেক না হইত—যদি তোমার দুঃখে দুঃখিত না হইতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ তুমি, আমার সহোদর এবং সস্ত্রীক হামদানের দ্বারপাল সকলেই নিহত হইত। বৎস, এই পৃথ্বীতলে এই রমণীয় উদ্যানের সদৃশ আর দ্বিতীয় উদ্যান নাই কিন্তু সুলতান, আমি এবং পরিচারিকাগণ-বেষ্টিতা জেমিলে সুন্দরী ভিন্ন অপর প্রাণীমাত্রও ইহাতে কখন প্রবেশ করিতে পারে না। আমি প্রায় বিংশতি বৎসর এই উদ্যানে আছি এই দীর্ঘকালের মধ্যে সুলতান ভিন্ন আর দ্বিতীয় পুরুষকে কখন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখি নাই। জেমিলে প্রতি চত্তারিংশৎ দিবসে নৌকারোহণে এইখানে আসেন। নৌকা এইখানে উপস্থিত হইলেই দশজন ক্রীতদাসী একটী সাটীনের কাণ্ডার খাটাইয়া দেয় তিনি তাহার মধ্য দিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করেন। জেমিলের মনোহর বদনশ্রী কেহই দেখিতে পায় না—এমন কি আমি এতদিন এখানে আছি কিন্তু একদিনও তাঁহাকে দেখি নাই। যাহা হউক যুবক! নিজ জীবন ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই—তোমার উপকারার্থে সেই জীবন পর্য্যন্তই দিতে পারি।" ইব্রাহিম উদ্যানপালের সস্নেহবচনে পুলকিত হইয়া তাহার করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন কুব্জ বলিল "যুবক, যতক্ষণ তোমার জন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারি ততক্ষণ আমার নিকটেই বসিয়া থাক।"

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে উদ্যানরক্ষক তাঁহাকে উদ্যানের মধ্যে লইয়া গেল। কাননের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা দর্শনে ইব্রাহিমের মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন বৃক্ষগুলি পরস্পর জড়িত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; মধ্যে মধ্যে তাল-তরুগণ যেন তাহাদের সেই শোভা দর্শন-মানসেই উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঝরণা হইতে বারিধারা সশব্দে নিপতিত হইতেছে। বিহগকুল কৃত্রিম সরিতের কুলুকুলু রবের সঙ্গে সঙ্গে মনোহর স্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। উদ্যানপাল তাঁহাকে একটী মনোহর গুম্বেজ-শোভিত গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া বলিল "যুবক, এই গৃহমধ্যে জেমিলে উপবেশন করেন।" ইব্রাহিম নির্নিমিষ নেত্রে গৃহের শোভা দেখিতে লাগিলেন। গৃহটীর ভিত্তি-গুলি নানাবিধ বিচিত্র চিত্রে ভূষিত, চারিদিকে চারিটী দ্বার দিয়া দূরস্থ উদ্যান-শোভা পটু-চিত্রিকর-চিত্রিত পটের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যস্থলে একটী স্বচ্ছ প্রস্তরময় জলাশয়, তন্মধ্যে একটী বিচিত্র স্বর্ণময় ফোয়ারা। ফোয়ারার চারিদিকে মনোহর মণিময় প্রতিমূর্ত্তি সকল অনবরত বারিধারা বমন করিতেছে ও সেই সঙ্গে নানাবিধ অব্যক্ত ধীর মধুর স্বরে মন হরণ করিতেছে। গৃহের পার্শ্বে জল তুলিবার জন্য বহুমূল্য মণি-মাণিক্য-খচিত একটী যন্ত্র। যন্ত্রের বামভাগে রৌপ্য-জাল-মণ্ডিত একটী গবাক্ষ। গবাক্ষের বিপরীত দিকে শ্যামল প্রান্তর মধ্যে হরিণীগণ ও চপল শশকুল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। এবং দক্ষিণ পার্শ্বের অপর একটী গবাক্ষ দিয়া নানাবিধ রমণীয় কলকণ্ঠ বিহগনিচয় দেখা যাইতেছে। যুবক এইরূপ উদ্যানের মনোহর শোভা দর্শনে একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

কানন দর্শন শেষ হইলে উভয়ে পুনরায় দ্বারদেশে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল "কেমন বৎস, কেমন উদ্যান দেখিলে?" ইব্রাহিম বলিলেন "উদ্যান!—ধরাধামের স্বর্গ!" উদ্যানপাল ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া গেল; তিনি একাকী বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে রক্ষক কতকগুলি সুস্বাদু মাংস ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি আনিয়া বলিল "কুমার যৎকিঞ্চিৎ আহার করুন।" আহার সমাপ্ত হইলে সে পুনরায় বলিল "ইব্রাহিম, তোমার এ ক্ষুদ্র থলির মধ্যে কি?" কুমার তাহার মধ্যস্থ সমস্ত

দ্রব্য বাহির করিয়া দেখাইলেন। উদ্যানরক্ষক বলিল "উত্তম,—এগুলি আনিয়াছ, ভাল হইয়াছে, সঙ্গে রাখ উপকার দর্শিবে। জেমিলে আসিলে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে না, কোন উপায়ে তোমায় আহারীয় দ্রব্যও দিতে পারিব না। সেই সময় এই খাদ্য দ্রব্যগুলির উপরেই তোমাকে নির্ভর করিতে হইবে।" উদ্যানপাল এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে গুম্বেজবিশিষ্ট গৃহের পার্শ্বে লইয়া গেল এবং একটী ঝোপ দেখাইয়া বলিল "ইব্রাহিম, জেমিলে আসিলে তুমি এই ঝোপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিও, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে; কিন্তু তিনি বা তাঁহার সহচরীগণ কেহই তোমায় দেখিতে পাইবে না। যতক্ষণ তিনি উদ্যান মধ্যে থাকিবেন ততক্ষণ এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইও না। তিনি প্রস্থান করিলে জগদীশ্বরের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে প্রস্থান করিও।" ইব্রাহিম অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিতে গেলেন। উদ্যানরক্ষক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিল "ইব্রাহিম, অদ্য যত ইচ্ছা উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ কর, যত ইচ্ছা সুমিষ্ট ফলমূলাদি আহার কর; কল্যই জেমিলে উদ্যানবিহারে আগমন করিবেন।"

পরদিন প্রত্যূষে সূর্য্যের বিমল আলোকে জগৎ আলোকিত হইলে, ইব্রাহিম প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নমাজ করিতেছেন, কুব্জ ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল "বৎস, আর বিলম্ব করিও না—জেমিলের পরিচারিকাগণ আসিতেছে—শীঘ্র ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন কর। দেখিও সাবধান যেন কোনরূপে শব্দ না হয়।" যুবক ত্বরিত উঠিয়া ঝোপের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। "সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন" এই কথা বলিয়া উদ্যানপালক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কুমার নিস্তব্ধ নিশ্চল ভাবে বসিয়া হৃদয়হারিণী জেমিলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাঁচ জন পূর্ণ-যৌবনা সুরূপা ক্রীতদাসী আগমন করতঃ গোলাপ জলে গৃহটী প্রক্ষালন করিয়া মণি মুক্তা খচিত আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া দিল। ক্ষণবিলম্বে পঞ্চাশৎজন পরিচারিকা নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তৎপরেই কতকগুলি দাসী একটী সাটীন-নির্ম্মিত কাণ্ডারের চতুষ্পার্শ্বে ধরিয়া গৃহপর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইল। কুমার বুঝিলেন জেমিলে সুন্দরী বস্ত্রাবরণের মধ্য দিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মনে মনে ভাবিলেন "হায়, আমার এত পরিশ্রম এত চেষ্টা সকলই ব্যর্থ হইল। যাহার জন্য এত ক্লেশের পর এই বিপদসঙ্কুল স্থানে উপস্থিত হইলাম হায়, তাহার বসনপ্রান্তও দেখিতে পাইলাম না।"

জেমিলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পরিচারিকাগণ নানাবিধ ভোজ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। সকলের পানভোজন সমাপ্ত হইলে জেমিলে একখানি বিচিত্র সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কোকিলকণ্ঠী পরিচারিকাগণ মনোহর বাদ্যযন্ত্রগুলির স্থরের সহিত মিলাইয়া অনুপম স্বরে গীত আরম্ভ করিল।

গীত বাদ্য শেষ হইলে, একটী প্রবীণা রমণী করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। তাহার সেই অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া রমণী-কুল তাহাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। জেমিলে স্থন্দরী তাহাদের রঙ্গ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এতক্ষণের পর ইব্রাহিমের নয়নযুগল সার্থক হইল; তিনি নির্ণিমিষ নেত্রে রমণী-রূপ-লহরী পান করিতে লাগিলেন। যাহার প্রতিরূপমাত্র দেখিয়া কুমার উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এখন তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজমান। সেই অপূর্ব্ব মুক্তাদাম-জড়িত ঘন কেশ-জাল—সেই মণিহার-বেষ্টিত কম্বুকণ্ঠীর কণ্ঠ—সেই মণিবলয়যুক্ত ললিত বাহু-যুগল!—কুমার দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সংজ্ঞা পুনরাবৃত্ত হইল; তিনি উঠিয়া বাষ্পাকুল নয়নে এই কবিতাটী পাঠ করিলেন;—

"অকলঙ্ক রূপরাশি প্রেয়সি! তোমার
ইচ্ছা করে সাধভরে করি দরশন;
কিন্তু হায় নিরবধি বিধি বাদী তার,
নয়নে করিল কাল পলক স্থজন।"

জেমিলে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সঙ্গিনীগণ দলে দলে নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিল। বৃদ্ধা তাহাদিগের মধ্যে দশজনকে উঠিয়া নৃত্য গীত করিতে অনুমতি করিল। দশজন মনোহারিণী উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য সমাপ্ত হইলে সহচরীগণ জেমিলের পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া



বলিল "ঠাকুরাণি! অদ্য আমাদের বড় সুখের দিন,—আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ একবার আনন্দের সীমা দেখাইয়া দিন। আমরা আরও কত দিন এখানে আসিয়াছি, কিন্তু আজি যেমন হৃদয়ের উল্লাস উথলিয়া উঠিতেছে এমন এক দিনও হয় নাই। আমরা এতক্ষণ নৃত্য করিলাম—আপনাকে একবার নাচিতে হইবে।"

জেমিলে সহচরীদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে পারিলেন না, অগত্যা তাহাদিগের অনুরোধে স্বীকৃত হইয়া অঙ্গরাখার উপরিস্থ আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিলেন। মনোহর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সুগোল স্তনযুগলের আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করিলেন,—প্রফুল্ল কমলিনী যেন মৃদু পবনহিল্লোলে দুলিতে লাগিল। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন ঃ—

নাচিলা সুন্দরী বন-লতিকা যেমন
মৃদুল পবনভরে নাচে বনমাঝে।
আহা! কি অঙ্গের ভঙ্গি মাধুরী কেমন—
বায়ুভরে উইলোর* শাখা যথা রাজে।
আহা! হাব ভাব ভঙ্গি মধুর মোহন
হৃদয় পরাণ হায়! করিল হরণ।
রমণীর দেখিয়া সে নৃত্য মনোহর
কে পারে রাখিতে স্থির আপন চরণ;
নিরখিয়া সুললিত বিলাস সুন্দর
আপনি নাচিয়া উঠে না হয় বারণ।

ইব্রাহিম দেখিতে লাগিলেন,—বহিরিন্দ্রিয়গণ এককালে নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যেন নয়ন-দ্বয়কে প্রতিনিধি করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইল।—তিনি এককালে জ্ঞানশূন্য।

নৃত্য করিতে করিতে রমণীর নয়নদ্বয় ঝোপের দিকে নিপতিত হইল। তিনি তাহার অন্তরালোপবিষ্ট ইব্রাহিমকে দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার রমণীয় মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। "তোমরা ততক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতে থাক, আমি শীঘ্রই আসিতেছি" তিনি এই কথা বলিয়াই একখানি অর্দ্ধহস্তপরিমিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া দ্রুতপদে ঝোপের নিকটে গেলেন। ইব্রাহিমের প্রাণ উড়িয়া গেল। প্রতি নিমিষেই সেই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার দারুণ আঘাত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রুদ্ধ জেমিলে কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা ছুরিকাখানি হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি যুবকের অতুল

* উইলো—বৃক্ষবিশেষ, (সাহেবদিগের গোরস্থানে থাকে); ইহার শাখাগুলি অতি নমনশীল।

রূপমাধুরী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে সুলতান-তনয়া যুবকের নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "যিনি আমার হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তিত করিলেন, সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। যুবক! আর তোমার ভয় নাই—এতক্ষণ তুমি যে আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহা বিদূরিত হইয়াছে।" ইব্রাহিমের কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। জেমিলে নিকটে আসিয়া সস্নেহে তাঁহার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক, তুমি কে? এখানেই বা তোমাকে কে আনিল?" ইব্রাহিম কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না, সুন্দরীর সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া তাঁহার বসন-প্রান্ত ধরিলেন। জেমিলে পুনর্ব্বার বলিলেন "যুবক! তোমার আর কোন ভয় নাই—আল্লার দোহাই, তোমার রূপমাধুরী দেখিয়া আমার নয়ন যেরূপ তৃপ্ত হইয়াছে আর কখনও কাহাকে দেখিয়া সেরূপ হয় নাই।—বল, তুমি কে?" কুমার নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান-তনয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! জগদীশ্বরের দোহাই, বল, তুমি কি এল্ খাসিবের পুত্র—ইব্রাহিম?" কুমার উত্তর করিলেন "হাঁ।" সুন্দরী তাঁহার ক্রোড়ে নিপতিত হইয়া বলিলেন "নাথ! আমি যে পুরুষজাতির বিপক্ষতাচরণ করি, তুমিই তাহার একমাত্র কারণ। লোকমুখে তোমার অতুল রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া অবধি মনঃপ্রাণ উদ্দেশে তোমায় সমর্পণ করিয়াছি। কোন কবি বলিয়াছেন :—

অতুল সে রূপরাশি করিয়া শ্রবণ
ভাল বাসিয়াছে তাঁর যুগল শ্রবণ।
নয়নের পূর্ব্বে হায় প্রণয় তাহার,
সেই আগে মনঃপ্রাণ দিল উপহার।

নাথ! আমারও সেইরূপ—আমার শ্রবণযুগল তোমার গুণগাণ শুনিয়া পূর্ব্বেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, এখন জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার অতুল রূপরাশি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম। ঈশ্বরের দোহাই—আজ যদি

এখানে তোমারে না দেখিয়া অন্য কোন পুরুষকে দেখিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উদ্যানপাল, দরজী ও হামদানের দ্বাররক্ষক সকলেরই প্রাণ দণ্ড করিতাম।" যুবতী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া চিন্তিত ভাবে পুনরায় বলিলেন "পরিচারিকাদিগের অজ্ঞাতসারে কি রূপে তোমায় কিঞ্চিৎ ভোজ্য পানীয় আনিয়া দি?" "কিছুই আনিবার প্রয়োজন নাই আমার সঙ্গেই সমস্ত আছে" ইব্রাহিম এই কথা বলিয়া তাঁহার সেই ক্ষুদ্র থলিয়াটীর মধ্য হইতে সমস্ত বাহির করিলেন। জেমিলে সুন্দরী কিঞ্চিৎ মাংস লইয়া কুমারের মুখে দিলেন। কুমারও কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া প্রিয়তমার মুখে প্রদান করিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল আনন্দের আর সীমা রহিল না। প্রকৃত ঘটনা কুমারের স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল।

আনন্দের সময় শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়া গেল। জেমিলে উঠিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! যাও একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, এই এই রূপ স্থানে রাখগে—অদ্যই আমি তোমার সহিত এখান হইতে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি আর তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না।" ইব্রাহিম বলিলেন "জীবিতেশ্বরি! আমার নিজের নৌকায় বেতনভুক্ নিযুক্ত নাবিকগণ প্রতিক্ষণেই আমার প্রতীক্ষা করিতেছে।"

জেমিলে প্রিয়তমের নিকট হইতে বিদায় হইয়া পরিচারিকাদিগকে স্বভবনে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। দাসীগণ তাঁহার আজ্ঞায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "অদ্যই ফিরিয়া যাইতে হইবে! কেন, অন্যান্য সময়েত এখানে তিন চারি দিন আমোদ প্রমোদ করা যায়।" জেমিলে বলিলেন "অদ্য কি! এখনই ফিরিয়া যাইতে হইবে—আমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে—ক্রমেই শরীর ভার বোধ হইতেছে। আমি আর এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারি না।" সহচরীগণ আর দ্বিরুক্তি করিল না, সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিল। জেমিলে সহচরীগণে বেষ্টিত হইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন।

জেমিলে প্রস্থান করিলে উদ্যানপালক কুমারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন যুবক, আমার প্রভুক-ন্যাকে দেখিলে?—না দেখিতে পাও

নাই ?—তিনি অন্য অন্য বার এখানে তিন চারি দিন বাস করিয়া থাকেন; অদ্য শীঘ্রই চলিয়া গেলেন। হয়ত তোমায় দেখিয়া থাকিবেন।" ইব্রাহিম বলিলেন "না, তিনি আমায় দেখিতে পান নাই—আমিও তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।" উদ্যানপাল বলিল "ঠিক কথা, তিনি দেখিতে পাইলে এতক্ষণ হুলুস্থূল বাধিয়া যাইত; রক্ষী-গণ আমাদিগকে এতক্ষণ বধ্যভূমিতে উপস্থিত করিত। ভাল, আরও কিছুদিন আমার নিকটে থাক, আমি তোমাকে তাঁহার অসামান্য রূপরাশি দেখাইব।" ইব্রাহিম বলিলেন "না চাচা, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। বাসার আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি রহিয়াছে। আরও অধিক দিন এখানে থাকিলে আমার সঙ্গীগণই বা কি মনে করিবে ?" কুব্জ আর দ্বিতীয় কথা বলিল না; দুঃখিতান্তঃকরণে কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিল। যুবক হাম্‌দানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দ্বারপাল তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন মহাশয়! জগদীশ্বরের কৃপায় সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন ত ?" তিনি কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "না—অভিলষিত সিদ্ধির কোন উপায় দেখিলাম না। জেমিলে লাভে হতাশ হইয়াছি। আর মুহূর্ত্তমাত্রও এখানে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি এখনই স্বদেশে প্রস্থান করিব।" দ্বারপাল শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিতমনে সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্য গুলি নৌকায় তুলিয়া দিল। কুমার নৌকারোহণে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে জেমিলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনী সমুপস্থিত। পৃথিবী ঘোর তিমিরাবরণে আবৃত হইয়া গেল। টাইগ্রীস-হৃদয়ে নাবিকদিগের বহিত্র-প্রক্ষেপ-শব্দ ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। কুমার প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রিয়তমার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইলে, একজন দীর্ঘশ্মশ্রু সশস্ত্র পুরুষ নৌকার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমিই কি মিশরদেশাধিপতি এল্ খাসিবের পুত্র ?" কুমার বলিলেন "হাঁ আমিই তাঁহার তনয়।" পুরুষ বলিল "পাপিষ্ঠ! তোর এই কাজ!—প্রলোভন দেখাইয়া রাজতনয়াদের বিপথগামিনী করিতে আসিয়াছিস্ ?—চল্, সুলতান তোরে একবার দেখিতে চান!" নাবিকগণের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহারা প্রাণভয়ে একেবারে নিশ্চল—জড়ীভূত হইয়া গেল। ইব্রাহিম ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়। পুরুষ ত্বরিত

কৃত্রিম শ্মশ্রুজাল খুলিয়া কপট পুরুষবেশ দূরে নিক্ষেপ করিল। এ কি! স্বয়ং জেমিলে সুন্দরী!—ইব্রাহিমের আর আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না। বলিলেন "প্রিয়তমে, ধন্য তোমায়! আর একটু হইলেই ভয়ে আমাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়া যাইত। জেমিলে নৌকায় আরোহণ করিয়া প্রিয়তমের নিকটে উপবেশন করিলেন। কুমার তরণী খুলিয়া দিতে বলিলেন। নাবিকগণ বন্ধন মুক্ত করিয়া সবলে দাঁড় টানিতে লাগিল।

অল্পদিবসের মধ্যেই তাঁহারা বোগ্দাদনগরের তীরে আসিয়া পৌছিলেন। নৌকা কূলের নিকটস্থ হইবা মাত্র আর একখানি নৌকা দ্রুত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবোপস্থিত নৌকার নাবিকগণ আনন্দকোলাহল করিয়া কুমারের তরণী-বাহকদিগের নাম ধরিয়া কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরস্পর মিষ্টালাপের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। কুমার দেখিলেন নৌকামধ্যে আবুল্ কাসিম এস্ সান্দালানী বসিয়া আছেন। পরস্পর নয়নে নয়নে সম্মিলিত হইল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। সান্দালানী কুমারকে দেখিয়াই বলিলেন "আ! এই যে, আমি যাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছি তিনিই উপস্থিত। মাঝি! নৌকা আরও একটু নিকটে লইয়া যাও; আমার চিরদিনের সাধ পূরাইয়া লই।" তরণীদ্বয় আরও নিকটস্থ হইল। এস্ সান্দালানী কুমারকে বলিলেন "যুবক! তোমার নিরাপদে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত জগৎপাতা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দি। তোমায় সেই বিপদসঙ্কুল স্থানে পাঠাইয়া অবধি আমি যে কিরূপ চিন্তিত আছি, তাহা বলিতে পারি না। কেমন, তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে ত?" কুমার বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ, অভিলষিত লাভ হইয়াছে।" সান্দালানী কপট আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর প্রেমীযুগলকে সুখী করুন।"

জেমিলে আবুল্ কাসিম এস্ সান্দালানীকে দেখিলেন। তাঁহার মুখশ্রী এক কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আরক্তিম মনোহর গণ্ডস্থল মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি ভয়ে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। সান্দালানী তাঁহার দিকে একবার কুটীল কটাক্ষপাত করিয়া কুমারকে বলিলেন "জগদীশ্বর করুন, নির্ব্বিঘ্নে স্বগৃহে প্রস্থান কর। আমি আর তোমাদের সুখসম্মিলনে আমোদ আহ্লাদ করিতে পারিলাম না। আমাকে এখনই এল্ বস্রায় যাইতে

হইবে,—সুলতানের নিজের কার্য্য, অবহেলা করিতে পারি না।—তোমাদের আর কি যৌতুক দিব, এই সামান্য যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গুলি উপায়ন-স্বরূপ প্রদান করিলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে চিরবাধিত হই।” এই কথা বলিয়াই তিনি মিষ্টান্নপূর্ণ একটী বাক্স দিলেন। সরল-হৃদয় ইব্রাহিম নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন।

সান্দালানীর নৌকা চলিয়া গেলে জেমিলে জিজ্ঞাসা করিলেন “ইব্রাহিম! তুমি এই ব্যক্তিটীকে কি চেন?” কুমার বলিলেন “চিনি, উহাঁর নাম আবুল্ কাসিম এস্ সান্দালানী। উনি অতি সাধু পুরুষ বোগদাদের একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। ধনে, মানে, গুণে সকল বিষয়েই অতি শ্রেষ্ঠ।” যুবতী বলিলেন “না, তবে তুমি জান না। সান্দালানী আমার পিতৃব্যের পুত্র। আমায় বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পায়, কিন্তু আমি তাহাতে কোন মতেই স্বীকৃত হই নাই। সেই অবধিই সে আমার বিষম শত্রু। কিসে আমার অনিষ্ট করিবে সেই চিন্তাই তাহার একমাত্র কাজ। ‘বিশেষ কার্য্যানুরোধে, সুলতানের কার্য্যে যাইতেছি’ এ সকল কথাই মিথ্যা। কোনরূপে আমাদের ধরাইয়া দিবার জন্য এল্ বস্রায় আমার পিতার নিকট যাইতেছে।” কুমার বলিলেন “তাহা হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? সান্দালানী বস্রায় উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আমরা এল্ মোদিলে পৌঁছিব। আবার আমাদের ধরিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে আরও কত দূরে প্রস্থান করিব।” জেমিলে প্রিয়তমের কথায় কতক সুস্থির হইলেন। “যাহা হউক, সান্দালানী আমাদের মিলনের যৌতুক বলিয়া মিষ্টান্নগুলি দিয়াছেন, এগুলির অবমান করা উচিত নয়;” ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই বাক্স হইতে একটী মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া আহার করিলেন। খরতেজ বেন্‌জ* মিশ্রিত খাদ্য উদরস্থ হইতে না হইতেই তিনি জ্ঞানশূন্য—তরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

রজনী প্রভাত প্রায়। ইব্রাহিমের চেতনা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন। কোথায় তাঁহার প্রিয়তমা জেমিলে—কোথায় বা সেই নৌকা! দেখিলেন, একটী ভগ্নাবশেষ বাটীর মধ্যে নিঃসহায় নিপতিত

* বেন্‌জ বা ভাং—সিদ্ধি।

রহিয়াছেন। আর সে রাজভূষণ নাই, পরিধানে একটী ইজের ও মস্তকে একটী যৎসামান্য টুপী। বুঝিলেন বিশ্বাসঘাতক সান্দালানীর এই কাজ। যুগপৎ ক্রোধ, দুঃখ, শোক হৃদয়ে উদিত হইল—কপোলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইলে কুমার তথা হইতে উঠিয়া চলিলেন। কোথায় যাইবেন, স্থির নাই; যেদিকে নয়নদ্বয় চলিল উন্মত্তের ন্যায় সেই দিকেই চলিলেন।

বিংশতি পদ গমন করিতে না করিতেই ইব্রাহিম দেখিলেন ওয়ালী* সেই দিকে আসিতেছে। ওয়ালীর সঙ্গে একদল সশস্ত্র রক্ষী পুরুষ। উজ্জ্বল উল্কার আলোকে তাহাদের হস্তস্থিত নিষ্কোষিত অসিগুলি মুহুর্মুহুঃ প্রতিফলিত হইতেছে। কুমার ভাবিলেন "আবার বুঝি নূতন বিপদ্ উপস্থিত হয়—বিশ্বাঘাতক সান্দালানীর অসাধ্য কিছুই নাই।" ভয়বিহ্বলচিত্তে নিকটস্থ একটী ভগ্নাবশেষ হামামের† মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘোর অন্ধকার মধ্যে কুমারের পদতলে কোন প্রকার নাতিতরল নাতিগাঢ় দ্রব্যের স্পর্শ অনুভূত হইল। তিনি কর্দ্দমবৎ দ্রব্যটী কি, দেখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, দ্রব পদার্থ তাঁহার করতলে লাগিয়া গেল। কুমার তাহা নিজ ইজেরে মুছিয়া পুনরায় হাত বাড়াইলেন। এইবার একটী ছিন্ন নরমস্তকে হস্ত নিপতিত হইল। দ্রব দ্রব্যটী যে কি তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না।—ভয়ে নরমুণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া হামামের এক কোণে লুক্কায়িত হইলেন। ওয়ালী হামামের দ্বারদেশে আসিয়া সঙ্গীদিগকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বলিল। দশজন রক্ষীপুরুষ জ্বলন্ত উল্কা হস্তে হামামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইব্রাহিম তাহাদের আলোকে দেখিলেন, নিপতিত শবটী একটী রমণীর্ম রমণীমূর্ত্তি; যদিও মুখমণ্ডল দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে তথাপি তাহার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ শোভা বিনষ্ট হয় নাই। কুমার ভয়ে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। ওয়ালী হামামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া

---

* ওয়ালী—রাজকর্ম্মচারীবিশেষ—শান্তিরক্ষক (মাজিষ্ট্রেটের ন্যায়।

† হামাম—স্নানশালা। মুসলমান নগরীমাত্রের প্রতি পল্লীতেই এক একটী হামাম আছে। বর্দ্ধিষ্ণু লোক মাত্রেই হামামে গিয়া স্নান ও অঙ্গরাগাদি করে।



চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিল। ভয়ে ইব্রাহিমের প্রাণ উড়িয়া গেল,—তিনি একটী ভিত্তির পরপার্শ্বে আত্মগোপন করিলেন। রক্ষী-পুরুষগণ চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। অর্দ্ধহস্ত পরিমিত একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে একজন পুরুষ খুঁজিতে খুঁজিতে কুমারের নিকট উপস্থিত হইল। কুমার ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। রক্ষী তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া বলিল " এই মনোহর মুখটীর সৃজনকর্ত্তা জগৎপাতা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!—যুবক, তুমি কে?—কেনইবা তুমি নারীটীকে হত্যা করিলে?" কুমার ভয়বিহ্বলস্বরে বলিলেন "দোহাই আল্লার, আমি হত্যা-কাণ্ডের কিছুই জানি না। পথ দিয়া যাইতেছিলাম তোমাদের দেখিয়া

ভয়ে এইখানে লুকাইয়াছি। দোহাই তোমার—আমি কিছুই জানি না ; আমি নিজের দুঃখেই কাতর—আমার উপর অবিচার করিও না।" "এ অবস্থায় সকলেই এইরূপ বলিয়া থাকে" এই কথা বলিয়াই রক্ষী তাঁহাকে ওয়ালীর সম্মুখে টানিয়া আনিল। শান্তি-রক্ষক তাঁহার হস্তে ও পরিধেয়ের স্থানে স্থানে শোণিত-চিহ্ন দেখিয়া বলিল "যথেষ্ট—এই রক্ত-চিহ্নই যথেষ্ট, আর বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন নাই—যাও,পাপাত্মার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ইহার গুরুপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" ইব্রাহিম শুনিলেন ;—তাঁহার সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় হইতে বারিধারা প্রবল বেগে নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি রোদন করিতে করিতে গদ্গদস্বরে এই কবিতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

বিধির নিবদ্ধ পথ অদৃষ্ট-লিখন ;
অবশ্য করিতে হবে তাহায় ভ্রমণ।
কার সাধ্য অতিক্রম করিতে তাহার—
নিরূপিত আছে যাহা নিয়তি যাহার।
নিয়তির পথে আমি করিয়া ভ্রমণ
করিলাম বিষময় যে ফল অর্জ্জন,
অবশ্য ভুগিতে হবে সে ফল আমার
হবেনা হবেনা কভু খণ্ডন তাহার।
—যেখানেতে আছে হায় "মাটি কেনা" যার
হবেই সেখানে আসি মরণ তাহার।

কোথায় বন্ধুবান্ধব, কোথা আত্মীয় স্বজন ! হায় ! নিঃস্বহায়—বিনাদোষে প্রাণ যায় ! কুমার বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন। তাঁহার বিমল বদনশ্রী দেখিয়া কঠিন-হৃদয় ঘাতকেরও মনে দয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল "জগদীশ্বরের দোহাই—এ মুখ কখনই হত্যাকারীর মুখ

নহে। দোষীর এরূপ মুখশ্রী থাকে না।” ওয়ালী বলিল “আর বিলম্ব কেন, এখনই উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল।” রক্ষীগণ তাঁহাকে একখানি রক্তাক্ত বধ-চর্ম্মের* উপর বসাইয়া দিল। জল্লাদ অসি নিষ্কোশিত করিয়া ওয়ালীর অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে সুলতান এলখাসিব প্রিয়তম পুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। অনুচরবর্গ মিশর দেশের সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু প্রভু-পুত্রের কোন সন্ধানই স্থির করিতে পারিল না। মিশরাধিপতি অবশেষে হতাশ হইয়া বোগ্দাদে খলিফে হারুণ উর্ রসিদের নিকট একজন পারিষদকে প্রেরণ করিলেন। এবং তাহার সহিত কতকগুলি বহুমূল্য উপায়ন সামগ্রী দিয়া, লিখিয়া দিলেন ঃ—

“প্রায় এক বৎসর অতীত হইল আমার একমাত্র তনয় ইব্রাহিম নিরুদ্দেশ হইয়াছে। শুনিলাম সে এখন বোগ্দাদ্ নগরে আছে, অতএব সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রবল-প্রতাপান্বিত খলিফে হারুণ উর্ রসিদের নিকট এই প্রার্থনা যে, তিনি অনুকম্পা পুরঃসর অনুসন্ধান করিয়া ইব্রাহিমকে আমার এই পারিষদের সহিত প্রেরণ করেন।”

রাজ-পারিষদ মিশর হইতে অতি শীঘ্রই বোগ্দাদে উপস্থিত হইল। খলিফে এল্খাসিবের পত্র পাঠ করিয়া ওয়ালীকে যথার্থ তথ্য নিরূপণে নিযুক্ত করিলেন। রক্ষী-পুরুষগণ পাড়ায় পাড়ায় গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির হইল ইব্রাহিম বোগ্দাদ্ হইতে এল্ বস্রায় প্রস্থান করিয়াছেন। খলিফে একখানি পত্র প্রদান করিয়া মিশররাজ-পারিষদকে অনুসন্ধানার্থ উজীরের অনুচরবর্গের সহিত এল্ বস্রায় যাত্রা করিতে বলিলেন।

রাজ-অনুচরের মন প্রভু-পুত্রের জন্য একান্ত ব্যাকুল ছিল ; সুতরাং তিনি নিরূপিত দিবসে প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই অনুচরবর্গের সহিত যাত্রা

---

* মুসলমানেরা দোষীদিগকে একখানি চর্ম্মের উপর বসাইয়া মস্তক ছেদন করিত, ঐ চর্ম্মের প্রকৃত নাম ‘রক্তের চর্ম্ম’ আমরা ‘বধ-চর্ম্ম’ বলিয়া অনুবাদ করিলাম।

করিলেন। পথিমধ্যে ওয়ালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলেন কুমার বধ-চর্ম্মের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঘাতক নিষ্কোষিত অসি হস্তে অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে। ওয়ালী মিশররাজ-পরিচারককে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে অশ্ব হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। মিশররাজ-পারিষদ জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?—এ যুবকটী কে? ইহার অপরাধই বা কি?" ওয়ালী একে একে সমস্ত বর্ণন করিল। শোকে দুঃখে ভয়ে ইব্রাহিমের মুখশ্রী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—সুমনোহর কপোল যুগলের আর সে নধর ভাব—সুদীর্ঘ নয়নদ্বয়ের আর সে মধুর ভঙ্গী, কিছুই নাই। রাজানুচর সহসা দেখিয়া প্রভু-তনয়কে চিনিতে পারিলেন না। বলিলেন "যথার্থ বটে, কিন্তু যুবকটীর মুখ দেখিয়া দোষী বলিয়া বোধ হইতেছে না, বন্ধন মুক্ত করিয়া দাও।" ওয়ালী কুমারের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। তিনি বলিলেন "আমার নিকটে লইয়া আইস।" রক্ষীগণ কুমারকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাজ-পরিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক, তুমি কে? নিহত রমণীর হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইলেই বা কেন?" ইব্রাহিম পিতার পারিষদকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন "ধিক্ তোমায়! তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না! আমি কি তোমার প্রভু-পুত্র ইব্রাহিম নহি?" এতক্ষণের পর রাজ-পরিচারক তাঁহাকে চিনিতে পারিল। ত্বরিত অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইল। বলিল "কুমার, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনার মুখশ্রী এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যে আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।" ওয়ালী দেখিল,—ভয়ে তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। বলিল "তা—তা আমি—আমি কি রূপে জানিতে পারিব,—আমি—।" রাজ পরিচারক বলিল "নরাধম, দুর্ভাগা—তুই বিচারক-পদের অযোগ্য। এখনিইত তুই মিশররাজ এল্‌খাসিবের হৃদয়-সর্ব্বস্ব ধনকে বিনাশ করিয়াছিলি!" ওয়ালী বিনীত-ভাবে তাঁহার বসন-প্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল "প্রভু! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি কি করিয়া চিনিব? আমরা নিহত রমণীর নিকটেই কুমারকে লুক্কায়িত দেখিলাম। হস্তে ও পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে স্থানে শোণিত-চিহ্ন দেখিলাম। কাজেই স্ত্রীলোকটীর হত্যাকারী বলিয়া বিবেচনা হইল।" তিনি বলিলেন "মূর্খ!

পঞ্চদশ বৎসর মাত্র যাহার বয়ঃক্রম; যে জীবনের মধ্যে কখন একটী সামান্য চটক পক্ষীও বধ করে নাই; সে কিরূপে নরহত্যা করিবে? তুমি কি কুমারকে স্বপক্ষ-সমর্থন করিতে সময় দিয়াছিলে? না তাঁহার প্রকৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

ওয়ালী অনুচর-বর্গকে পুনরায় হামামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধান করিতে বলিল। রক্ষীগণ পুনরায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃত অপরাধী ধৃত হইল। ওয়ালী হত্যাকারীকে খলিফে হারুণ উর্ রসিদের নিকট লইয়া গিয়া একে একে সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল। খলিফে অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া এল্‌খাসীব-তনয় ইব্রাহিমকে তথায় আনিতে বলিলেন।

ইব্রাহিম খলিফের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ইব্রাহিম, তোমার সমস্ত বিবরণ বর্ণন কর।" ইব্রাহিম যথাবিধি অভিবাদন করিয়া নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। খলিফে সমস্ত শ্রবণ করিয়া কুমারের অধ্যবসায় ও সাহসে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদনন্তর তিনি মস্‌রুর জল্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "যাও, এখনই রক্ষী-পুরুষ-দিগকে সঙ্গে লইয়া এলকার্খনিবাসী আবুল্ কাসিম এস্ সান্দালানীর বাটীতে যাও। সান্দালানীকে, এবং সে যে একটী রমণীকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাকে এখনই আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।" তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মস্‌রুর জল্লাদ কতকগুলি সশস্ত্র রক্ষী-পুরুষ সঙ্গে লইয়া সান্দালানীর বাটী আক্রমণ করিল। দেখিল নরাধম সান্দালানী অলোকসামান্য জেমিলে সুন্দরীর নিবিড় কেশপাশ ভিত্তি-নিবদ্ধ একটী কীলকে বান্ধিয়া পীড়াপ্রদ নানাবিধ যন্ত্রদ্বারা অনবরত যন্ত্রণা দিতেছে, যুবতী উদ্ধার-আশায় হতাশ হইয়া নির্জ্জীব দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পরিশ্রান্ত পদ-যুগল আর ভার বহন করিতে পারে না, ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তথাপি দণ্ডায়মানা।—কেশপাশ ঊর্দ্ধে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ, ভূতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবারও উপায় নাই। নিরাশ্রয়া নিরপরাধিনী রমণীর প্রতি এরূপ অত্যাচার দেখিলে কাহার হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক না হয়? কঠিন-হৃদয় মস্‌রুরেরও হৃদয় তাঁহার দুঃখে গলিয়া গেল। জল্লাদ ক্রোধে অধীর হইয়া রক্ষীদিগকে বলিল "তোমরা এখনই পাপাত্মা

সান্দালানীকে বান্ধিয়া খলিফে হারুণ উর্ রসিদের সন্নিধানে প্রেরণ কর। রক্ষীগণ অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র তাহাকে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া লইয়া চলিল। জল্লাদ স্বয়ং যুবতীকে সঙ্গে লইয়া খলিফের নিকট উপস্থিত হইল।

খলিফে জেমিলের অলোকসামান্য রূপমাধুরী দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর সান্দালানীর দিকে নয়ন পতিত হইলে বলিলেন "আহা! পাপাত্মা এই কোমলাঙ্গী বিমল কুসুমমালিকার উপর অত্যাচার করিতেছিল?—পাপাত্মার হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া দাও এবং ক্রুশে নিবদ্ধ করিয়া বিনাশ কর। লোকে দেখিয়া শিখুক, এরূপ গুরুতর পাপের সাজা কি রূপ।" আজ্ঞা মাত্রেই ঘাতক সান্দালানীকে বধভূমিতে লইয়া গেল। খলিফে পুনরায় বলিলেন "পাপাত্মা সান্দালানী ইব্রাহিমের যে ক্ষতি করিয়াছে সম্পূর্ণরূপে তাহার পূরণ করা হয় নাই। পাপিষ্ঠের যে কিছু সম্পত্তি আছে সমস্তই ইব্রাহিমকে প্রদান করিলাম।"

জেমিলে পিতৃ-ভবন হইতে নিরুদ্দেশ হইলে এল্ বস্রায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তাঁহার পিতা আবুল্ লেস নিজ অধিকার মধ্যে চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন মিশরাধিপতি এল্খাসিবের পুত্র ইব্রাহিম তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।—তৎক্ষণাৎ বোগ্দাদে আসিয়া হারুণ উর্ রসিদের নিকট মিশররাজ-তনয়ের বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। খলিফে তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন "আবুল্ লেস তুমি কাহার বিপক্ষে অভিযোগ করিতেছ?—ইব্রাহিম তোমার কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন যথার্থ বটে, কিন্তু তিনিই আবার জেমিলের প্রাণ-দাতা।" কুমারকে আহ্বান করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। যুবক উপস্থিত হইলে খলিফে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন "আবুল্ লেস! সর্ব্বগুণে গুণাকর মিশরাধিপতি এল্খাসিবের পুত্র ইব্রাহিমকে কন্যাদান করিতে কি সম্মত নও?" আবুল্ লেস বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করুন। জগদীশ্বর ও আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" খলিফে কাজি* ও বিবাহের সাক্ষীগণকে আহ্বান করিতে বলিলেন।

* কাজি—বিচারক বিশেষ।

বিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদান করিল। খলিফে হারুণ র্ রসিদ সকলের সম্মুখে ইব্রাহিমকে জেমিলে সম্প্রদান করিলেন। যুবক-যুবতীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। অপরিসীম দুঃখ-ভোগের পর ইব্রাহিম প্রিয়তমাকে লাভ করিলেন। মৃত শরীরে জীবন-লাভ হইলে যেরূপ আনন্দ হয়—দুস্তর মরুমধ্যে সুশীতল জল প্রাপ্ত হইলে তৃষ্ণাশুষ্ককণ্ঠ মৃতপ্রায় পথিকের যেরূপ আনন্দ হয়,—যুবকেরও মনে সেইরূপ অসীম আনন্দের উদয় হইল। কোন কবি বলিয়াছেন ঃ—

দুখ বিনা নাহি হয় সুখ আস্বাদন
সুখের কিস্মত জানে দুখী যেই জন।

বিপদ কেমন যেই জনমে না জানে
সম্পদের মান নাই তার সন্নিধানে।

ক্ষুধাতুরে অন্নাহার, তৃষ্ণাতুরে পান
করে থাকে সত্য বটে সকলে সমান।

কিন্তু ঘোর মরু ভূমে তপন যখন
খরতর করে করে জগত দহন,

অগ্নিকণা সম বালি পবনের ভরে
ঘুরিতে ঘুরিতে উঠে আকাশ উপরে,

তৃষ্ণায় ব্যাকুল প্রাণ—সলিল বিহীন
(চলেনা চরণ আর, ক্রমে তনু ক্ষীণ)

পথিকের কাছে তার আদর যেমন—
সে সুখ বুঝিতে পারে যেমন সে জন,
অপরেতে কভু হায় পারে কি তেমন ?

বৈবাহিক উৎসব শেষ হইলে খলিফে সান্দালানীর সমস্ত বিষয় সম্পা
ইব্রাহিমকে প্রদান করিয়া মিশর-যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। ক্রমা
প্রবল প্রতাপশালী খলিফের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমার সহি
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুলতান এল্‌খাসিব বহুদিনের পর প্রিয়তম
পুত্রের ও অতুলরূপ-লাবণ্যবতী পুত্রবধূর বিমল বদন-সুধাকর দর্শন করিয়া
পরম প্রীতি-সাগরে ভাসমান হইলেন। প্রজাকুল একেবারে আনন্দে নিমগ্ন
হইল।—প্রতি গৃহেই আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।—মিশর দেশ আনন্দে
পূর্ণ। ইব্রাহিম প্রিয়তমার সহিত পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলে
যথাসময়ে সকল জীবের বিয়োগকারী সর্ব্বান্তক অন্তক তাঁহাদিগকে বি
করিল।—যাঁহার জন্ম নাই,—মৃত্যু নাই সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে
ধন্যবাদ!